...ধীন প্রধান প্রদেশে গমন করিয়াছেন।

৮। তুলা—আমেরিকার গৃহ বিচ্ছেদ হওয়াতে মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়বর্গের সেখান হইতে তুলা আনয়ন দুর্ঘট হইল। অমনি ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের দৃষ্টি পতিত হইল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তদর্থে নানা দিকে কমিসনর প্রেরণ করিলেন। ভূমি সকল নিষ্কর বিক্রয় করিবার আবেদন হইল। চতুর্দ্দিকে রাজপথাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল।

৯। রেলওয়ে—ভারতবর্ষের রেইলওয়ে দ্রুতগতি প্রস্তুত হইতেছে। এদিকে কলিকাতা হইতে মুঙ্গের, আলাহাবাদ হইতে আগরা, লাহোর হইতে অমৃতসর, করাচি হইতে বরদা, এবং মান্দ্রাজ হইতে নীলগিরি পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিতেছে (সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় সহস্রক্রোশ রেইওয়ে খুলিয়াছে) ওদিকে মাতলার রেইলওয়ে কতকদুর খুলিয়াছে। জুনমাসের মধ্যে পূর্ব্ব বাঙ্গলার রেলওয়ে গাড়ি চলিবার সম্ভাবনা আছে। এই দুইটী রেলওয়ে সম্পূর্ণ হইলে বাণিজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

১০। পবলিকওয়ার্ক—গবর্ণমেণ্ট রাজপথাদির বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। ইনকমটাক্স হইতে ৩২ লক্ষ সাধারণ রাজস্ব হইতে প্রায় ছয় কোটী টাকা দেওয়া হইয়াছে। বাণিজ্যের ও আমদানী রপ্তানী করিবার সুবিধা করাই এই সকলের প্রধান উদ্দেশ্য।

১১। বিদ্যাশিক্ষা—গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাকার্য্যে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়াছেন। এ বিষয়ে আর দশলক্ষ টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় রাজস্ব হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটীর জন্য দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্র একটী জাতিসাধারণ শিক্ষাপ্রণালী স্থাপিত হইবে, ইংলণ্ড হইতে এবিষয়ে আজ্ঞা আসিয়াছে। চতুর্দ্দিকেই বিদ্যাবিষয়িণী উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। জাতীয় শিক্ষাপ্রণালী স্থাপিত হইলে সভ্যতার আলোক আরও বিস্তৃত হইবে সন্দেহ নাই।

১২। দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়—গত বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ হইয়া বিস্তর লোকে প্রাণত্যাগ করে। ভারতবর্ষীয়সভা আপনাদিগের স্বাভাবিক দেশহিতৈষি[illegible]ণিক সম্প্রদায়ের সহিত মিলি[illegible]ক চাঁদা করিলেন। এ দেশের সকল স্থান হইতে টাকা আসিতে লাগিল। ইংলণ্ডীয় লোকেরা নৈসর্গিক বদান্যতা হেতু প্রায় দশলক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। প্রায় ছয়মাস কাল দুর্ভিক্ষ ছিল। বণিক সম্প্রদায়ের সেক্রেটারি উড় সাহেব ও কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথ এ বিষয়ে যথোচিত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের যথেষ্ট আনুকূল্য করেন। মিসনরিরা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থলেই দরিদ্রের সহায়তা করিয়া থাকেন। পঞ্জাবের প্লেণ্টে নামে একজন পাদ্রি যারপর নাই কষ্টসহ্য করিয়াছিলেন। অনন্তর, বাঙ্গলা দেশে বারাসত, ত্রিবেণী, হালিসহর প্রভৃতি স্থানে মারীভয় উপস্থিত হয়। কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ দয়াবশম্বদ হইয়া এ বিষয়ে যথোচিত সাহায্য দান করেন।

১৩। এতদ্দেশীয় রাজগণের সম্মাননা—গতবৎসর এতদ্দেশীয় রাজগণের সম্মানার্থ এক প্রকার নূতন সম্মানচিহ্ন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মহারাজ সিন্ধিয়া, হোলকার, পাতিয়ালার রাজা প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান রাজা এই চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন। লার্ড ডেলহাউসি এ দেশীয় রাজগণকে উপেক্ষা ও অনাদর করিয়া যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যান, লার্ডকানিঙ এ দেশীয় প্রধান ব্যক্তিদিগের সম্মাননা প্রথা দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করেন। ফলতঃ তিনি এই উপায় দ্বারা অনেক কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

১৪। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট—ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে এতদ্দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদ প্রদত্ত হয়। পঞ্জাবে ও অযোধ্যায় ইহার উৎকৃষ্ট ফল প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বঙ্গদেশেও এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্জাব ও অযোধ্যার ন্যায় এখানে ফল দর্শন হইতেছে না।

১৫। ভারতবর্ষীয় সভা—আমাদিগের দেশের যে দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। বিদ্যাশিক্ষা ইহার প্রধানতম কারণ। কিন্তু রাজনীতিঘটিত যে উন্নতি লাভ হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ ভারতবর্ষীয় সভা। এই সভাকে এতদর্থ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এই সভা প্রথমে জমীদারদিগের সভা বলিয়া পরিগণিত হইয়াক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। এক্ষণে দেশের সমুদায় লোকই প্রায় তাঁহাদিগের মতে চলিতেছেন। শিবপুর, বারাসত, ও লক্ষ্ণৌ নগরে শাখা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হইয়াছে। সভার অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট অনেক কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। সম্প্রতিকার তমাকের উপরে টাক্স পরিত্যাগ ইহার একটী প্রধান প্রমাণ। মফস্বলের স্থানে স্থানে যদি শাখা ভারতবর্ষীয়সভা স্থাপিত হয় এবং সেই সেই সভা যদি এ দেশীয়দিগের শিক্ষাকার্য্যে মনোনিবেশ করেন, স্বল্পকাল মধ্যেই এ দেশের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে।

পৃথিবীর অন্য অন্য অংশে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে আমেরিকার গৃহযুদ্ধই প্রধান। যেরূপ সম্বাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এ যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইবে এরূপ বোধ হইতেছে। [illegible]লিতে স্বাধীনতা ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। রোম ও বিনিস ভিন্ন আর সকল [illegible] লোকেই রাজা বিক্টর ইমানিউএলের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। [illegible]

সম্রাট কৃষকদিগকে জমীদারদিগের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তথায় স্বাধীন শাসনপ্রণালী স্থাপন করিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইতেছে। ইংলণ্ডের প্রধান ঘটনার মধ্যে রাজকুমার আল্‌বার্টের মৃত্যু। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করিয়া অবধি অধ্যবসায়সহকারে শাসনকার্য্যে যথোচিত সহায়তা করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন।

—•০—

আদালতের সকল মকদ্দমার সদ্বিচার হয় না কেন?

এই প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নয়। অনেকে অনেক প্রকারে ইহার মীমাংসা চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি ইহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয় নাই। কেহ অর্থি প্রত্যর্থির, কেহ আইনের, কেহ বা আমলার কেহ বা বিচারপতির প্রতি দোষারোপ করেন। অর্থি প্রত্যর্থি দোষবাদীরা বলেন, এদেশের লোকেরা মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও জালকারী (সবিশেষ না জানিয়া সাধারণ্যে এইরূপ দোষারোপ করা হইয়া থাকে) যাহারা মকদ্দমা করিতে যায়, তাহারা আদালতে প্রায় সত্য কথা কয় না। সমুদায় বিষয়ই মিথ্যাদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মকদ্দমা কারীদিগের এই প্রকার সংস্কার আছে, মিথ্যা না কহিলে মকদ্দমায় জয় হয় না। ফলতঃ যে স্থলে সকলই মিথ্যা, সেখানে বিচারপতি কি করিতে পারেন? সদ্বিচারের পথ না পাইলে তিনি কিরূপে সদ্বিচার করিবেন?

যাঁহারা আইনের দোষ দেন, তাঁহারা বলেন, আইন অনুসারে বিচার করিতে গেলে বিচারকর্ত্তাকে বাহুল্যরূপে সাক্ষির উপরেই নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এখন প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত ধার্ম্মিক সাক্ষি মিলা ভার। যে ব্যক্তি সাক্ষ্যদান করিয়া আদালতে অধিক মিথ্যা কহিতে ও বিচারকর্ত্তাকে অধিক প্রবঞ্চনা করিতে পারে, সেই প্রশংসিত হয়। যে ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মকদ্দমায় জয় পরাজয়ের অনুমতি দিতে হইবে, সেই যদি এইরূপ মিথ্যার আকর হইল, তাহা হইলে যথার্থ সদ্বিচার দর্শন প্রত্যাশা কোথায়?

আমলাদোষকীর্ত্তনকারিরা কহিয়া থাকেন, আদালতের আমলারাই সদ্বিচার লাভের মহান্ অন্তরায়। সদাশয় সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা প্রায় আমলারূপে আদালতে প্রবেশ করেন না। অসচ্চরিত্র ব্যক্তির দ্বারাই আদালত পরিপূর্ণ। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের কিছুই অসাধ্য নাই। উৎকোচ পাইলে ন্যায়কে অন্যায় বলিয়া এবং অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া বিচারকর্ত্তার মতিভ্রম জন্মাইয়া দেওয়া তাহাদিগের বড় দুরূহ হয় না।

যাঁহারা বিচারকর্ত্তাকে দূষিত করেন, তাঁহারা বলেন, বিচারপতিদিগের প্রায় সকলেরই এক একটী দোষ আছে। কতক গুলি অতিশয় উদ্ধতস্বভাব। তাঁহারা ঔদ্ধত্য বশতঃ বিচারক্রিয়ার জটিল পথে প্রবেশ করিতে পারেন না। সুতরাং বাদি প্রতিবাদির ন্যায়ান্যায় নিরূপণ তাঁহাদিগের পক্ষে সহজ হয় না। কোন কোন বিচারকর্ত্তার পক্ষপাত দোষ আছে। তন্নিবন্ধন তাঁহারা বিচার কালে অন্ধ হইয়া যান, ন্যায়ান্যায় বুঝিতে পারেন না। কেহ কেহ অত্যন্ত মন্দমেধা, তাঁহারা জটিল মকদ্দমার অন্তঃপ্রবেশে কোনক্রমেই সমর্থ নহেন। কোন কোন বিচারকর্ত্তার বিলক্ষণ বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি আছে, সদ্বিচারের প্রধান প্রতিবন্ধক পক্ষপাতাদি দোষও নাই, কেবল এক আলস্য দোষের দাস হইয়া তাঁহারা মকদ্দমার সূক্ষ্ম ও যথার্থ বিচারে শক্ত হন না।

যে সকল ব্যক্তি বিচারকর্ত্তার দোষা[illegible]কেই সদ্বিচার [illegible] করেন, আমরা তাঁহাদিগের [illegible] সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। বিচার[illegible]র্ত্তা যদি ক্রোধ লোভাদি প্রবৃত্তি[illegible] দক্ষতা সহকারে কার্য্য করেন, অর্থি প্রত্যর্থির প্রবঞ্চনাই বল, সাক্ষিগণের অসত্যবাদিতাই বল, আর আমলাগণের উৎকোচ গ্রাহিতাই বল, কিছুতে কিছু করিতে পারে না। নির্বোধ, অলস, ও পক্ষপাতাদি দূষিত বিচারকর্ত্তার নিকটেই আমলার প্রভুত্ব ও অর্থি প্রত্যর্থির প্রবঞ্চনা খাটে। আমরা ইহার অনেক উদাহরণ দর্শন করিয়াছি। যে বিচারাসনে বসিয়া একজন বিচারকর্ত্তা যে আমলা, যে আইন ও যে অর্থি প্রত্যর্থি লইয়া অযথাযথ বিচার করিয়া গিয়াছেন, সেই বিচারাসনে আসীন হইয়া সেই আইন সেই আমলা ও সেই অর্থি প্রত্যর্থি লইয়া অপর ব্যক্তি সূক্ষ্ম ও সদ্বিচার করিতেছে। আমরা যে বিষয় প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমরা নিজেই তাহার সাক্ষিস্থলে দণ্ডায়মান আছি। আমাদিগের এক পাপাত্মা প্রতিবেশী আমাদিগের পৈতৃক বিষয়ের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। প্রথম আদালতের বিচারকর্ত্তা প্রতিপক্ষকেই সেই বিষয়ের [illegible] দেন। শেষে আপীল করিয়া আম[illegible] বিষয় আমাদিগের হইয়াছে। য[illegible] পীল আদালত না থাকিত, আম[illegible] ন্যায্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছি[illegible] বিচারকর্ত্তাদিগের দোষে সদ্বিচার[illegible] জন্মে বলিয়াই আপীল আদালতের স্থা[illegible] হইয়াছে। বিচারপতিদিগের দোষ অ[illegible]ছে বলিয়াই আমরা মকদ্দমা বিশেষে আপীল রহিত করিবার প্রস্তাবে অনুমোদন করি না।

[illegible] এ বিষয়ের [illegible] [illegible]

হ, এই বিষয় লিখিয়া এক ব্যক্তি আমাদগের নিকটে এক প্রেরিত পত্র পাঠাইয়াছেন। তাহা প্রকাশ করা যদি বিবেচনাসিদ্ধ হয়, আগামিবারে প্রকটিত হইবে।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, এ সপ্তাহে নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। প্রথম, শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত সংখ্যাসার। ত্রিদোষ, ত্রিকাল, পঞ্চভূত, ষড়রিপু প্রভৃতি সংখ্যা ঘটিত অবশ্য জ্ঞাতব্য যে সকল বিষয় অনেকের অবিদিত আছে, এই গ্রন্থে সেই গুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থ বৈকল্য দৃষ্ট হইল। ইহা সজ্জন রঞ্জন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার মূল্য চারি আনা। দ্বিতীয়, পদ্য পাঠ। শ্রীযুক্ত বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ইহার সংগ্রহ করিয়াছেন। বালকদিগের পাঠোপযোগী বাঙ্গলা কবিতা সকল ইহাতে সমাবেশিত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি কবিতা যদুবাবুর রচিত, আর কতকগুলি সংগৃহীত। এই পুস্তকের মূল্য তিন আনা। তৃতীয়, কৃষি সংগ্রহ। সংস্কৃত গ্রন্থ, পরাশর মুনি প্রণীত। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ইহা মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে ধান্য রোপণ, বীজ স্থাপন প্রভৃতির শুভদিন ও মন্ত্রাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহা বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। চতুর্থ, পিট্‌কেরণ নামক উপদ্বীপের বিবরণ। পঞ্চম, সোকোয়ালা। এই দুই খানি কলিকাতা ট্রাক্‌ট বুক সোসাইটি সভাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রভাবে অসচ্চরিত্র ব্যক্তিরাও সচ্চরিত্র হন, এতৎ প্রতিপাদনই এই দুই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। ষষ্ঠ, সতীব্যবহার। ইহা নীল সাহেবের ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থ কর্ত্তার নাম নাই। ব্রাহ্ম সমাজের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

পরিদর্শক হইতে উদ্ধৃত।

“ সুসভ্য ইংরাজবংশাবতংস নীলকর
শ্রীযুক্ত মরে হইতে প্রজাদিগের
নির্বাসন, ভ্রূণহত্যা, স্ত্রী-
হত্যা, বালহত্যা,
বলাৎকার জা-
লকারিতা
প্রভৃতি।

পাঠক মহাশয়গণ! সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়! রিফর্ম্মার সম্পাদক মহাশয়! আপনারা অনেকানেক নীলকরের অত্যাচারের বিবরণ করিয়াছেন, কিন্তু এক সোকজার এক ব্যক্তিকে কখন এত গুলি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে দেখিয়াছেন? আমরা এই ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিব কি, বিষাদে হস্ত অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অন্তঃকরণ এক একবার সাহসকে সহায় করিয়া দ্বিগুণতর বল বৃদ্ধি করিতেছে। ঈদৃশ বিষম অবস্থায় অন্তঃকরণ স্থির রাখিয়া এক পক্ষাশ্রয়িতা দোষ পরিহার করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে, তথাপি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে অপক্ষপাতী হইয়া যত দূর জ্ঞাত আছি প্রকাশ করিতেছি।

৫৩। ৪ দিন গত হইল নীলকর লার্ম্মুর সাহেবের নূতন অত্যাচারের বিষয় বর্ণন করিয়াছিলাম। অদ্য যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ইহার নিকট তাদৃশ অত্যাচার অতি সামান্য। ইংরাজ জাতির মধ্যে যে এতদূর দুরাত্মা, এতদূর নির্দ্দয়, এতদূর নিষ্ঠুর আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না। মরে সাহেব অধুনা যাদৃশ দুষ্কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতে বোধ হয়, কি অসভ্য বাঙ্গালি, কি প্রসিদ্ধ নিষ্ঠুর মুসলমান কেহ কখন এতদ্দেশে তাদৃশ ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, জগৎসেট, মির জাফরআলী প্রভৃতি এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা চক্রান্ত করিয়া যে অপরাধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরাজকে শাসন কর্ত্তা করিয়াছিলেন, এক্ষণে এই সকল নীলকর মহাপুরুষ হইতে কি তাহা অপেক্ষা দশগুণ অত্যাচার ঘটিতেছে না? কি আশ্চর্য্য! অধিকাংশ ইংরাজই কি সিংহ চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ, ইহাঁরা মুখে বিশ্বহিতৈষীর ন্যায় ভাণ করেন, কার্য্য কালে বিশ্ব সংহর্ত্তার ন্যায় কার্য্য করিয়াও স্বোদর পূর্ত্তি করিতে কসুর করেন না। অপক্ষপাতী ইংলিসম্যান, হরকরা ইহাঁদের প্রধান সহায়, আর ইহাঁদিগের কে কি করিতে পারে? অশিক্ষিত অসভ্য নেটিবদের কথায় কি হইবে? কেই বা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিবে? যাহা হউক এবিষয়ে অধিক কিছু না বলিয়া প্রকৃত ঘটনাটী বর্ণন করি।

অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন, মরে সাহেবের নীলকুঠি ও সুন্দরবনে আবাদ আছে। মরেলগঞ্জের কুঠিতে তাঁহার একজন ইংরাজ কর্ম্মকর্ত্তা আছেন। এই কর্ম্মকর্ত্তার নাম হিলি সাহেব, মরে সাহেবের আদেশানুসারে ২১এ কুর্ম জন প্রজাকে সপরিবারে ধরিয়া আনিয়া কুঠির মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। খুলনিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এই বিষয়ের এত্তেলা পাইয়া অনুসন্ধান করেন, কিন্তু হিলি প্রজাদিগকে কোথায় রাখিয়াছেন সন্ধান পাইলেন না। ফলতঃ তৎকালে ঐ প্রজাগণ কুঠিতেই অবরুদ্ধ ছিল। পরে কর্ম্ম কর্ত্তা হিলি সেই সকল অসহায় প্রজাকে সুন্দরবনে লইয়া যান। এই সময় একটী গর্ভবতী [illegible] গুলি করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিলেন এবং সেই সমুদায় প্রজাকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ অন্যদিকে পাঠাইলেন, একভাগ স্বয়ং সমভিব্যাহারে লইয়া মাতলার অভিমুখে আগমন করেন। এই সময় গরীব প্রজাগণকে যেরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন তাহা শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, নয়ন হইতে অনবরত অশ্রুধারা নিপতিত হইতে থাকে। এই অবকাশে দুইটী পতিপ্রাণা রূপবতী যুবতীকে বলাৎকার করা হইয়াছিল। সেই দুইটী রমণীর মধ্যে একটীর কোলে একটী শিশু কন্যা ছিল। টানাটানি করিবার সময় সেই কন্যাটীর প্রাণ বিয়োগ হইল। হায়! কি নির্দ্দয়তা, কি নিষ্ঠুরতা, কি অরাজকতা! ইহা কি ইউরোপীয় সভ্য জাতির রাজত্ব? মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী কি রাজ্য শাসন করিতেছেন? হায়! এখনও যদি ঈদৃশ দুরাচার ও দুষ্কর্ম্মের কথা শুনিতে পাইব, তাহা হইলে কেন সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করা হইল? গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ অপরাধীকে অব্যাহতি বা লঘু দণ্ড দেওয়াতেই তাহাদিগের অত্যাচার এতদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে সার মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে ইংরাজেরা সকলেই বিশুদ্ধ-চরিত ও বাঙ্গালিরা সমুদায় দুষ্কর্ম্মের আধার। এক্ষণে তাঁহার সে সংস্কার গিয়াছে। অধুনা তিনি বুঝিয়াছেন যে বাঙ্গালির ন্যায় ইংরাজেরাও দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া থাকে। গত সোমবার সেশন খুলিলে তিনি উপস্থিত মোকদ্দমা দেখিয়া বলিয়াছেন যে ইংরাজদিগকে এতদূর দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, সে সকল অপ্রাসঙ্গিক কথায় প্রয়োজন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবেরই অনুসরণ করা যাউক। অনন্তর নীলকুঠীর কর্ম্ম কর্ত্তা হিলি, অসহায় প্রজাগণকে মাতলার থাঁওড়ে রাখিয়া মরের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন, পরে পুনর্ব্বার মাতলায় গিয়া ঐ হতভাগ্য প্রজাগণকে লইয়া বে অব বেঙ্গল দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বাহির সুন্দরবনে উপস্থিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। গরীব প্রজারা সেই স্থলে [illegible] সমাকুল অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে [illegible] কয়েকজন মৎস্য ব্যবসায়ীর কুটীর দেখিতে পাইল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এদিকে পরম দয়ালু হিলি সাহেব জানিতে পারিলেন যে অবরুদ্ধ প্রজারা মৎস্যজীবীর আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে। তিনি অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মৎস্যজীবীদিগের [illegible] করিয়া প্রজাগণকে পুনর্ব্বার সমভিব্যাহারে লইয়া

গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় এক জনের শিরশ্ছেদন করিয়া জলে ভাসাইয়া দেন। ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে হিলি প্রজাদিগকে দুই ভাগ করিয়া আর এক ভাগ অন্য দিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যে সকল প্রজা অন্যদিকে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও এইরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিতি করিতে ছিল। পরে দৈবগত্যাই হউক আর জ্ঞাত থাকিয়াই হউক হিলি সাহেব স্বয়ং আনীত প্রজাগণকেও সেই দ্বীপে ছাড়িয়া দিলেন। তখন দুই দল একত্র হইল। এক্ষণে বাকর গঞ্জের কয়েকজন বরকন্দাজ অনেক অনুসন্ধান করিয়া এই হতভাগ্য প্রজাদিগকে বাহির করিয়াছে। হিলি সাহেব পলায়ন করিয়াছেন। খুলিনীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মোকদ্দমা আছে। গবর্ণমেন্টে এই বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক রিপোর্ট হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট অনুমতি করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি হিলি সাহেব প্রভৃতি তিনজন প্রধান অত্যাচারীকে ধরিয়া বা অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরাতে দুই হাজার টাকার হিসাবে ৬,০০০ ছয় সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন। যৎকালে গবর্ণমেন্টের এই অনুমতি প্রকাশ হয় তৎকালে হিলি সাহেব চিতপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি নাম ভাঁড়াইয়া আমেরিক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক আমেরিকায় পলায়ন করিয়াছেন।

এদিকে মরে সাহেব দেখেন যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, প্রায় সকল কর্ম্মই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এখন কি করেন, কি রূপে শুদ্ধ হইয়া বসেন এই রূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে জাল করিয়া হিলি সাহেবের নামে ৫০,০০০ টাকা তহবীল তছরুপাতের নালিস করিলেন। হিলি সাহেব মরের পঞ্চাশ হাজার টাকা তহবীল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে, শুনিলেই গবর্ণমেন্ট বিশ্বাস করিবেন যে ইনি পরম ধার্ম্মিক, এসকল অত্যাচারের বিষয় কিছুই জানেন না। যাহা হউক এই মোকদ্দমায় যে রূপ দণ্ডবিধান হয় পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা বিবেচনা করি, সাহেব হইলে কি হয়, এই গুরুতর মোকদ্দমায় কেহ অমনি নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন না, যেরূপ দুএকটী দেখিয়াছি তাহাতে বোধ হয় প্রত্যেক ইংরাজের দশ টাকা, বড় বেশী হয় পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা হইবেক। এত গুরুদণ্ডে কি নীলকর সাহেবেরা শাসিত হইবে না? অবশ্যই হইবে। অথবা এখনই এতব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি? "ফলেন পরিচীয়তে"

এই প্রস্তাব লেখা সমাপ্ত হইলে আমরা সবিশেষ অবগত হইলাম যশোহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব মরে সাহেবের নিকট উক্ত সমুদায় অত্যাচারের বিষয় কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন। মরে সাহেব তখন তাহা বড়একটা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন তিনি নিতান্ত চাপাচাপী ও গোলযোগ দেখিয়া উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গোপনীয় পত্র লিখিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উত্তর দিয়াছেন যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। ইহার মধ্যে তুমি আমার আবাসে আসিও না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়াতে আমরা তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এরূপ উপরোধ অনুরোধের বশবর্ত্তী ও স্বজাতি পক্ষপাতী না হওয়াতে তিনি অবশ্যই যশোভাজন হইবেন।

পরিশেষে ইংলিসম্যান সম্পাদককে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিই। তিনি প্রায় সমুদায় সংবাদই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করেন। কি স্বদেশে কি বিদেশে, কি লোকালয়ে কি অরণ্যে কি জলে কি স্থলে সর্ব্বত্রই তাঁহার সংবাদ দাতা আছেন। আমরা যে দিন মনে করি যে অদ্য এই বিশেষ সংবাদটী আমরা সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিলাম, সেই দিন প্রায় সেই সংবাদটী ইংলিসম্যান পত্রেও দেখিতে পাই। কলিকাতার মধ্যে অগ্রে সম্বাদ সংগ্রহ বিষয়ে কেহই ইংলিসম্যানকে পরাজয় করিতে পারেন না, পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি এই সকল সংবাদ শুনিতে পান না। ইহার কারণ কি? তাঁহার সংবাদ দাতারা কি এই সকল অত্যাচার বিষয়ক সংবাদ লিখিতে জানেন না? অথবা তাঁহার কি এক চক্ষু অন্ধ, তিনি কি সকল দিক সমান দেখিতে পান না? কোন বাঙ্গালি যদ্যপি কোন ইংরাজের প্রতি ইহার শতাংশের একাংশও অত্যাচার করিত তাহা হইলে যে তিনি "মিউটিনি মিউটিনি" করিয়া পাগল হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার ছটায় সর্ব্বদেশীয় লোক বিমোহিত হইত, তাহা হইলে যে তাঁহার ৫। ৭ দিনের কাগচে বাঙ্গালিদিগের উপর গালি বৃষ্টি করিয়া বড় বড় এডিটোরিয়ল প্রকাশ হইতে থাকিত। এসময় লেখনীর প্রতিভা ও সংবাদ দাতৃগণের সংবাদ সংগ্রহ নিপুণতা নাই কেন? কোন কবি বলিয়াছেন যে 'সহজান্ধদৃশঃ স্বদুর্নয়ে পরদোষেক্ষণ-দিব্য চক্ষুষঃ স্বগুণোচ্চগিরো মুনিব্রতাঃ পরবর্ণগ্রহণেষ্বসাধবঃ।" যাঁহারা অসাধু তাঁহারা আপনাদের দুর্নীতি দর্শন করিবার সময় অন্ধ ও পরদোষ দর্শনের সময় দিব্যচক্ষু হন এবং আপনাদের গুণ বর্ণনার সময় তাঁহাদের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা প্রকাশ হইতে থাকে। যখন তাঁহাদের পরের প্রশংসা করিবার সময় উপস্থিত হয় তখন তাঁহারা মৌনব্রত অবলম্বন করেন। ইংলিসম্যান পত্র পাঠ করিয়া নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিতেছে যে, ইংলিসম্যান সম্পাদক এই শ্লোকের অনুযায়ী কর্ম্ম করেন। যাহা হউক সম্পাদকের এরূপ না হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

বিবিধসম্বাদ।

২৬ এ চৈত্র সোমবার।

এরূপ জনশ্রুতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট কাজীদিগকে ছাড়াইয়া তাঁহাদিগকে অন্য কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। যখন জুরিদ্বারা বিচারের প্রথা হইল তখন কাজীর প্রয়োজন কি?

এক খানি ইংরাজী পত্রে লর্ড সাহেবের বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণ তদ্দ্বারা সম্পাদকের মানসিক বৃত্তি ও সামাজিক পদ বুঝিয়া লইবেন "হে লর্ড সাহেব তুমি সুখে ইংলণ্ডে যাও পরমেশ্বর করুন যেন শীঘ্র তোমায় ভারতবর্ষে আসিতে না হয়"!!! লর্ড সাহেব আসুন বা না আসুন, তিনি যে আগুন জ্বালিয়া গেলেন কোটি বাক্স নীলের জলে তাহা নির্ব্বাণ হইবে না।

এক ব্যক্তি উত্তরাধিকারী না রাখিয়া লোকান্তর গমন করাতে বারাসতের অন্তঃপাতি নৈহাটি থানার নায়েব দারোগা তাহার দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করেন, তাহাতে তাহার এক বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। এততেও পুলিসের কর্ম্মচারিদিগের চৈতন্য হইল না। *

কুচবেহারের রাজা গবর্ণমেন্টের নিকট দুই শত সিপাহী চাহিয়াছেন। ভোটদিগকে দমন করা রাজার অভিপ্রেত। তিনি সিপাহীদিগের বেতন দিবেন। শেষে এই হইল!

ইংলিসমান সম্পাদক বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সম্বাদ পাইয়াছেন তত্রত্য বণিকেরা মাঞ্চেষ্টরী কাপড়ের শুল্ক কমাইবার প্রতিকূলে আবেদন করিয়াছেন। আমাদের বণিকেরা এদেশের অমঙ্গল চাহেন!

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক শুনিয়াছেন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট তমাকের কর লইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বুঝিয়া কাজ করিলে অনেক চেষ্টাই পরিত্যাগ করিতে হয়।

উক্ত সম্পাদক বলেন বগুড়ার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের পদ উঠিয়া গিয়াছে। একজন অচিস্থিত ডেপুটি কালেক্টর তত্রত্য শান্তি রক্ষার ভার পাইয়াছেন। কনষ্টাবুলারি পুলিস না হইতে হইতে কর্ত্তৃপক্ষ এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন?

ঢাকাপ্রকাশের কুমিল্লার সংবাদ দাতা বলেন, তত্রত্য ফেরিফণ্ডের ওবরসিয়র এক জন মুনসিকে এক ইট মারাতে ওবরসিয়র সাহেবের নামে নালীশ হয়। তত্রত্য জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট

ওবাহুদিজারের সহায় হইয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিয়া প্রত্যর্থীকে হর্জ্জনের দাবিতে নালীশ করিতে বলিয়াছেন। "ইট মারিলে পাটকেল খেতে হয়" এই বাক্যটি স্মরণ করিয়া মুন্সি প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই কেন?

উক্ত সম্পাদক বলেন, শ্রীহট্টে বনজাতীয় জন ধৃত হইয়াছে।

এক্ষণে বোম্বাই নগরে মালবদেশীয় অহিফেনের বাক্স ১৫৬০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। আর তবে ইনকম টাক্সের জ্বালা কেন?

এরূপ জনশ্রুতি এস, জি, ওয়াট সাহেব সিবিল পে মাষ্টর হইবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটীর জন্য এবৎসর পবলিকওয়ার্ক হইতে দেড়লক্ষ টাকা রাখা হইয়াছে। কয়েক বৎসরে ঐ প্রকারে যথেষ্ট টাকা জমিলে বাটী আরম্ভ হইবে। উচিত বিষয়ের জন্য টাকা রাখা হইতেছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস মিসরদেশে আগমন করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করিতেছেন, তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। রাজবংশীয়দিগের এইরূপে ভ্রমণ করিয়া প্রজাগণের অবস্থা দর্শন করা অতি উচিত।

২৭এ চৈত্র মঙ্গলবার।

দিল্লীতে গ্যাসের আলো দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু তদর্থ কর হইবে বলিয়া তত্রত্য লোকে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সকল কার্য্য বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

গতবর্ষে ইংলণ্ডে ১৩৫ কোটি টাকার দ্রব্যের রপ্তানী ও ১৭৫ কোটি আমদানী হইয়াছে। ইংলণ্ডের যদি ৮০০ কোটি টাকা ঋণ না থাকিত তাহা হইলে বোধ হয়, কেবল শুল্কেই রাজ্যের ব্যয় চলিত।

পেগুতে একজন চিহ্নিত কর্ম্মচারির একজন ভৃত্য কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া ধৃত হয়। তন্নিমিত্ত তত্রত্য একজন অচিহ্নিত কর্ম্মচারী তাহার বিচার করেন। পূর্ব্বোক্ত সাহেব নিজ ভৃত্যকে বাঁচাইবার জন্য বিচারপতিকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন, কিন্তু তিনি তদনুসারে কার্য্য না করাতে চিহ্নিত কর্ম্মচারী তাঁহাকে নানা প্রকারে বিরক্ত করিয়া শেষে পদচ্যুত করাইয়াছেন। ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষকে প্রশ্রয় দিয়া অভিমান বাড়াইয়া দিলে শেষে তাহাদিগের গর্ব্বান্ধতানিবন্ধন এই সকল অনিষ্ট ঘটে।

হরকরা সম্পাদক বলেন, কয়েকজন নূতন সিবিলিয়ান এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থ কলিকাতায় থাকিয়া নানা প্রকার কুকর্ম্মে লিপ্ত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে মফস্বলে যাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন। সম্পাদক বলেন, এই সকল তরলেন্দ্রিয় যুবককে কলিকাতায় এক মাসের অধিককাল থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। মফস্বলের ত মা বাপ নাই, তাহারা সেখানে যা ইচ্ছা, তাই করুন, তাহাতে ক্ষতি কি?

শুনা গেল বাবু রাধানাথ শিকদার পেন্‌সন লইয়া নিজপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহুকাল অত্রত্য অবজারবেটরির অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন। বাবু গোপীনাথ সেন এক্ষণে প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন।

জয়ন্তিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে তত্রত্য বনজাতীয়েরা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিবার কোন লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে না। লেপ্টনন্ট গবর্ণর ঐ দেশে মারসাল আইন প্রচলিত করিয়াছেন।

আগরার রেইলওয়ে খুলিবার দিবসে বিস্তর লোক তথায় উপস্থিত হন। ঢোলপুরের রাজা বাষ্পীয় শকট দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

সম্প্রতি কালিডোনিয়া নামক জাহাজের নাবিকেরা বিদ্রোহী হওয়াতে কয়েকজনের প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান করা হইয়াছে। জাহাজে সর্ব্বদা এ প্রকার ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কাপ্তেনাদগের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না।

বড় জেলের একজন প্রহরী কয়েকজন কয়েদিকে গাঁজা দেওয়াতে তাহার দশ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জেলে টাকা খরচ করিলে সকল বিষয়ই চলে।

উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে সম্প্রতি কয়েক খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

২৮এ চৈত্র বুধবার।

সেনা সেনা করিয়া আজি কালি বড় ধূম ধাম হইতেছে। মর্ণিংক্রনিকলের সম্পাদক এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে উচ্চৈঃস্বরে গালি দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অপরাধ এই, তাঁহারা ইউরোপীয় সেনাদিগের পরিবারের পাথেয় প্রদান করেন না? ১৪ কোটি টাকাও কি যথেষ্ট হয় নাই?

উক্ত সম্পাদক বলেন, সর হিউ, রোজ প্রধান সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিবেন। সর উইলিয়ম মান্সফিল্ড ঐ পদ পাইতে পারেন। সেনাপতি রোজ স্বকর্ত্তব্যের অনুসারী হইয়া অপরাধীদিগের দণ্ড দেন, এই নিমিত্ত কতকগুলি লোকে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি কাশ্মীরের রাজার পুত্র প্রতাপ সিংহের সহিত চম্বার রাজার কন্যার বিবাহ হইয়াছে। রণবীরসিংহ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে বিস্তর ব্যয় করিয়াছেন।

ইংলিসমান সম্পাদক রেঙ্গুন বন্দর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তত্রত্য বনজাতীয়েরা বন্দীদিগের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। যথোচিত সতর্কতাসহকারে দ্বীপান্তরিত ব্যক্তিদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক গ্রাণ্ট সাহেবের ভারতবর্ষ ত্যাগ প্রসঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন "তিনি (গ্রাণ্ট সাহেব) নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য যে কষ্ট পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গৌরবেরই বৃদ্ধি হইয়াছে।" ভারতবর্ষের প্রধান সম্পাদক এই প্রকার লিখিতেছেন, কিন্তু হেয়ারষ্ট্রীটের মহামতি সম্পাদকদিগের মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ দুর্লভ।

আমরা জনরবে শুনিতেছি, আগামি ব্যবস্থাপক সভায় ইনকম টাক্স উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করা হইবে। লেঙ সাহেব যদি মাঞ্চেষ্টরের স্বার্থপর তন্তুবায়বর্গ ও কলিকাতার কলঙ্কপ্রিয় বণিকদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া এই ঘৃণিত কর উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি পাইবার যোগ্য হইবেন সন্দেহ নাই।

টাকশালে চারি লক্ষ টাকার পয়সা বানাতে গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, পয়সা বিক্রয়কারীরা প্রতি টাকায় সতর আনা ও অপর লোকে সাড়ে ষোল আনা পয়সা পাইবেন, কিন্তু ব্যবসায়ীদিগকে একটী করার করিতে হইবে, যে তাঁহারা সাধারণকে ষোল আনার নীচে বিক্রয় করিবেন না। হিসাব মত পয়সা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয়, তাহার প্রায় ২৫ গুণ অধিক মূল্যে তাহা বিক্রয় হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মোরহেড সাহেব নিজ পদ ত্যাগ করিতেছেন। পীড়াই ইহার কারণ। তাঁহাকে রিচি সাহেবের পদ দিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

এরূপ জনশ্রুতি সর বার্টল ফ্রিয়ারের ভ্রাতা অথবা হারিংটন সাহেব রিচি সাহেবের পদ পাইবেন। বীডন সাহেব লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণর হইলে গ্রে সাহেব তাঁহার কর্ম্মে যাইবেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে নিম্ন লিখিত টাকা জমা ছিল—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট	...	২৭৮১১৩০৩
বঙ্গদেশীয় ঐ	...	১৭৭১৬৯৫৮
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঐ	..	৩৩৬৩৪৫২৭
পঞ্জাবের ঐ	.. ..	১১৫৬৮৮৭৯
মান্দ্রাজের ঐ	.. ..	২৪৯৭৫২৯
বোম্বাইয়ের ঐ	.. .	[illegible]
মোট		১৮২১৫৫৭৩৯

গত বৎসরে এ সময়ে ১২৮০৭৯৯৪৪ টাকা ছিল। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক কোটি টাকা লইয়াছেন, নতুবা আরো অধিক টাকা জমা থাকিবার সম্ভাবনা ছিল।

আরস্কিন সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ (বাইস চান্সেলর) হইয়াছেন।

গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় এক জনের শিরশ্ছেদন করিয়া জলে ভাসাইয়া দেন। ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে হিলি প্রজাদিগকে দুই ভাগ করিয়া আর এক ভাগ অন্য দিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যে সকল প্রজা অন্যদিকে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও এইরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিতি করিতে ছিল। পরে দৈবগত্যাই হউক আর জ্ঞাত থাকিয়াই হউক হিলি সাহেব স্বয়ং আনীত প্রজাগণকেও সেই দ্বীপে ছাড়িয়া দিলেন। তখন দুই দল একত্র হইল। এক্ষণে বাকর গঞ্জের কয়েকজন বরকন্দাজ অনেক অনুসন্ধান করিয়া এই হতভাগ্য প্রজাদিগকে বাহির করিয়াছে। হিলি সাহেব পলায়ন করিয়াছেন। খুলিনীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মোকদ্দমা আছে। গবর্ণমেণ্টে এই বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক রিপোর্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি হিলি সাহেব প্রভৃতি তিনজন প্রধান অত্যাচারীকে ধরিয়া বা অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরাতে দুই হাজার টাকার হিসাবে ৬,০০০ ছয় সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন। যৎকালে গবর্ণমেণ্টের এই অনুমতি প্রকাশ হয় তৎকালে হিলি সাহেব চিতপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি নাম ভাঁড়াইয়া আমেরিক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক আমেরিকায় পলায়ন করিয়াছেন।

এদিকে মরে সাহেব দেখেন যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, প্রায় সকল কর্ম্মই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এখন কি করেন, কি রূপে শুদ্ধ হইয়া বসেন এই রূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে জাল করিয়া হিলি সাহেবের নামে ৫০,০০০ টাকা তহবীল তছরুপাতের নালিস করিলেন। হিলি সাহেব মরের পঞ্চাশ হাজার টাকা তহবীল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে, শুনিলেই গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিবেন যে ইনি পরম ধার্ম্মিক, এসকল অত্যাচারের বিষয় কিছুই জানেন না। যাহা হউক এই মোকদ্দমায় যে রূপ দণ্ডবিধান হয় পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা বিবেচনা করি. সাহেব হইলে কি হয়, এই গুরুতর মোকদ্দমায় কেহ অমনি নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন না, যেরূপ দুএকটী দেখিয়াছি তাহাতে বোধ হয় প্রত্যেক ইংরাজের দশ টাকা, বড় বেশী হয় পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা হইবেক। এত গুরুদণ্ডে কি নীলকর সাহেবেরা শাসিত হইবে না? অবশ্যই হইবে। অথবা এখনই এতব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি? "ফলেন পরিচীয়তে"

এই প্রস্তাব লেখা সমাপ্ত হইলে আমরা সবিশেষ অবগত হইলাম যশোহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব মরে সাহেবের নিকট উক্ত সমুদায় অত্যাচারের বিষয় কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন। মরে সাহেব তখন তাহা বড়একটা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন তিনি নিতান্ত চাপাচাপী ও গোলযোগ দেখিয়া উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গোপনীয় পত্র লিখিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উত্তর দিয়াছেন যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। ইহার মধ্যে তুমি আমার আবাসে আসিও না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়াতে আমরা তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এরূপ উপরোধ অনুরোধের বশবর্ত্তী ও স্বজাতি পক্ষপাতী না হওয়াতে তিনি অবশ্যই যশোভাজন হইবেন।

পরিশেষে ইংলিসম্যান সম্পাদককে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিই। তিনি প্রায় সমুদায় সংবাদই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করেন। কি স্বদেশে কি বিদেশে, কি লোকালয়ে কি অরণ্যে কি জলে কি স্থলে সর্ব্বত্রই তাঁহার সংবাদ দাতা আছেন। আমরা যে দিন মনে করি যে অদ্য এই বিশেষ সংবাদটী আমরা সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিলাম, সেই দিন প্রায় সেই সংবাদটী ইংলিসম্যান পত্রেও দেখিতে পাই। কলিকাতার মধ্যে অগ্রে সম্বাদ সংগ্রহ বিষয়ে কেহই ইংলিসম্যানকে পরাজয় করিতে পারেন না, পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি এই সকল সংবাদ শুনিতে পান না। ইহার কারণ কি? তাঁহার সংবাদ দাতারা কি এই সকল অত্যাচার বিষয়ক সংবাদ লিখিতে জানেন না? অথবা তাঁহার কি এক চক্ষু অন্ধ. তিনি কি সকল দিক সমান দেখিতে পান না? কোন বাঙ্গালি যদ্যপি কোন ইংরাজের প্রতি ইহার শতাংশের একাংশও অত্যাচার করিত তাহা হইলে যে তিনি "মিউটিনি মিউটিনি" করিয়া পাগল হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার ছটায় সমদেশীয় লোক বিমোহিত হইত, তাহা হইলে যে তাঁহার ৫। ৭ দিনের কাগজে বাঙ্গালিদিগের উপর গালি বৃষ্টি করিয়া বড় বড় এডিটোরিয়ল প্রকাশ হইতে থাকিত। এসময় লেখনীর প্রতিভা ও সংবাদ দাতৃগণের সংবাদ সংগ্রহ নিপুণতা নাই কেন? কোন কবি বলিয়াছেন যে 'সহজান্ধদৃশঃ স্বদুর্নয়ে পরদোষেক্ষণ-দিব্য চক্ষুষঃ স্বগুণোচ্চগিরো মুনিব্রতাঃ পরবর্ণগ্রহণেষ্বসাধবঃ।" যাঁহারা অসাধু তাঁহারা আপনাদের দুর্নীতি দর্শন করিবার সময় অন্ধ ও পরদোষ দর্শনের সময় দিব্যচক্ষু হন এবং আপনাদের গুণ বর্ণনার সময় তাঁহাদের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা প্রকাশ হইতে থাকে। যখন তাঁহাদের পরের প্রশংসা করিবার সময় উপস্থিত হয় তখন তাঁহারা মৌনব্রত অবলম্বন করেন। ইংলিসম্যান পত্র পাঠ করিয়া নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিতেছে যে ইংলিসম্যান সম্পাদক এই শ্লোকের অনুযায়ী কর্ম্ম করেন। [illegible] সম্পাদকের এরূপ না হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

বিবিধসম্বাদ।

২৬ এ চৈত্র সোমবার।

এরূপ জনশ্রুতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কাজীদিগকে ছাড়াইয়া তাঁহাদিগকে অন্য কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। যখন জুরিদ্বারা বিচারের প্রথা হইল তখন কাজীর প্রয়োজন কি?

এক খানি ইংরাজী পত্রে লর্ড সাহেবের বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণ তদ্দ্বারা সম্পাদকের মানসিক বৃত্তি ও সামাজিক পদ বুঝিয়া লইবেন "হে লর্ড সাহেব তুমি সুখে ইংলণ্ডে যাও পরমেশ্বর করুন যেন শীঘ্র তোমার ভারতবর্ষে আসিতে না হয়"!!! লর্ড সাহেব আসুন বা না আসুন, তিনি যে আগুন জ্বালিয়া গেলেন কোটি বাক্স নীলের জলে তাহা নির্ব্বাণ হইবে না।

এক ব্যক্তি উত্তরাধিকারী না রাখিয়া লোকান্তর গমন করাতে বারাসতের অন্তঃপাতি নৈহাটি থানার নায়েব দারোগা তাহার দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করেন, তাহাতে তাহার এক বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। এততেও পুলিসের কর্ম্মচারিদিগের চৈতন্য হইল না।

কুচবেহারের রাজা গবর্ণমেণ্টের নিকট দুই শত সিপাহী চাহিয়াছেন। ভোটদিগকে দমন করা রাজার অভিপ্রেত। তিনি সিপাহীদিগের বেতন দিবেন। শেষে এই হইল!

ইংলিসম্যান সম্পাদক বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সম্বাদ পাইয়াছেন তত্রত্য বণিকেরা ম্যাঞ্চেষ্টরী কাপড়ের শুল্ক কমাইবার প্রতিকূলে আবেদন করিয়াছেন। আমাদের বণিকেরা এদেশের অমঙ্গল চাহেন!

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক শুনিয়াছেন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তমাকের কর লইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বুঝিয়া কাজ করিলে অনেক চেষ্টাই পরিত্যাগ করিতে হয়।

উক্ত সম্পাদক বলেন বগুড়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদ উঠিয়া গিয়াছে। একজন অচিহ্নিত ডেপুটি কালেক্টর তত্রত্য শান্তি রক্ষার ভার পাইয়াছেন। কনষ্টাবুলারি পুলিস না হইতে হইতে কর্ত্তৃপক্ষ এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন?

ঢাকাপ্রকাশের কুমিল্লার সংবাদ দাতা বলেন, তত্রত্য ফেরিফণ্ডের ওবরসিয়র একজন মুনসিকে এক ইট মারাতে ওবরসিয়র সাহেবের নামে নালীশ হয়। তত্রত্য জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট

[illegible]রের সহায় হওয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া প্রত্যর্থীকে হুঃনতের দাবিতে নালীশ করিতে বলিয়াছেন। "ইট মারিলে পাটকেল খেতে হয়" এই বাক্যটি স্মরণ করিয়া মুন্সি প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই কেন?

উক্ত সম্পাদক বলেন, শ্রীহট্টে বনাজাতীয় [illegible]জন ধরিয়া হত হইয়াছে।

এক্ষণে বোম্বাই নগরে মালবদেশীয় অহিফেনের বাক্স ১৫৬০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। আর তবে ইনকম টাক্সের জ্বালা কেন?

এরূপ জনশ্রুতি এস, জি, ওয়াট সাহেব সিবিল পে মাষ্টর হইবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটীর জন্য এবৎসর পবলিকওয়ার্ক হইতে দেড়লক্ষ টাকা রাখা হইয়াছে। কয়েক বৎসরে ঐ প্রকারে যথেষ্ট টাকা জমিলে বাটী আরম্ভ হইবে। উচিত বিষয়ের জন্য টাকা রাখা হইতেছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস মিসরদেশে আগমন করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করিতেছেন, তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। রাজবংশীয়দিগের এইরূপে ভ্রমণ করিয়া প্রজাগণের অবস্থা দর্শন করা অতি উচিত।

২৭এ চৈত্র মঙ্গলবার।

দিল্লীতে গ্যাসের আলো দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু তদর্থ কর হইবে বলিয়া তত্রত্য লোকে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সকল কার্য্য বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

গতবর্ষে ইংলণ্ডে ১৩৫ কোটি টাকার দ্রব্যের রপ্তানী ও ১২৫ কোটি আমদানী হইয়াছে। ইংলণ্ডের যদি ৮০০ কোটি টাকা ঋণ না থাকিত তাহা হইলে বোধ হয়, কেবল শুল্কেই রাজ্যের ব্যয় চলিত।

পেগুতে একজন চিহ্নিত কর্ম্মচারির একজন ভৃত্য কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া ধৃত হয়। তন্নিমিত্ত তত্রত্য একজন অচিহ্নিত কর্ম্মচারী তাহার বিচার করেন। পূর্ব্বোক্ত সাহেব নিজ ভৃত্যকে বাঁচাইবার জন্য বিচারপতিকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন, কিন্তু তিনি তদনুসারে কার্য্য না করাতে চিহ্নিত কর্ম্মচারী তাঁহাকে নানা প্রকারে বিরক্ত করিয়া শেষে পদচ্যুত করাইয়াছেন। ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষকে প্রশ্রয় দিয়া অভিমান বাড়াইয়া দিলে শেষে তাহাদিগের মর্য্যাদাজ্ঞানবিরহ্ন এই সকল অনিষ্ট ঘটে।

হরকরা সম্পাদক বলেন, কয়েকজন নূতন সিবিলিয়ান এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থ কলিকাতায় থাকিয়া নানা প্রকার কুকর্ম্মে লিপ্ত হওয়াতে গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে মফস্বলে যাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন। সম্পাদক বলেন, এই সকল তরলেন্দ্রিয় যুবককে কলিকাতায় এক মাসের অধিককাল থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। মফস্বলের ত মা বাপ নাই, তাঁহারা সেখানে যা ইচ্ছা, তাই করুন, তাহাতে ক্ষতি কি?

শুনা গেল বাবু রাধানাথ শিকদার পেন্সন লইয়া নিজপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহুকাল অত্রত্য অবজারবেটরির অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন। বাবু গোপীনাথ সেন এক্ষণে প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন।

অরলিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে তত্রত্য বনাজাতীয়েরা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তে আত্মসমর্পন করিবার কোন লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে না। লেপ্টনন্ট গবর্ণর ঐ দেশে মারসাল আইন প্রচলিত করিয়াছেন।

আগরার রেইলওয়ে খুলিবার দিবসে বিস্তর লোক তথায় উপস্থিত হন। ঢোলপুরের রাজা বাষ্পীয় শকট দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

সম্প্রতি কালিডোনিয়া নামক জাহাজের নাবিকেরা বিদ্রোহী হওয়াতে কয়েকজনের প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান করা হইয়াছে। জাহাজে সর্ব্বদা এ প্রকার ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কাপ্তেনাদিগের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না।

বড় জেলের একজন প্রহরী কয়েকজন কয়েদিকে গাঁজা দেওয়াতে তাহার দশ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জেলে টাকা খরচ করিলে সকল বিষয়ই চলে।

উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে সম্প্রতি কয়েক খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

২৮এ চৈত্র বুধবার।

সেনা সেনা করিয়া আজি কালি বড় ধুমধাম হইতেছে। ফ্রেন্ডলাইট সম্পাদক এতৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে উচ্চৈঃস্বরে গালি দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অপরাধ এই, তাঁহারা ইউরোপীয় সেনাদিগের পরিবারের পাথেয় প্রদান করেন না? ১৪ কোটি টাকাও কি যথেষ্ট হয় নাই?

উক্ত সম্পাদক বলেন, সর হিউ, রোজ প্রধান সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিবেন। সর উইলিয়ম মান্সফিল্ড ঐ পদ পাইতে পারেন। সেনাপতি রোজ স্বকর্ত্তব্যের অনুসারী হইয়া অপরাধীদিগের দণ্ড দেন, এই নিমিত্ত কতকগুলি লোকে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি কাশ্মীরের রাজার পুত্র প্রতাপ সিংহের সহিত চম্বার রাজার কন্যার বিবাহ হইয়াছে। রণবীরসিংহ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে বিস্তর ব্যয় করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক ব্লেয়ার বন্দর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তত্রত্য বনাজাতীয়েরা বন্দীদিগের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। যথোচিত সতর্কতাসহকারে দ্বীপান্তরিত ব্যক্তিদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক গ্রাণ্ট সাহেবের ভারতবর্ষ ত্যাগ প্রসঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন "তিনি (গ্রাণ্ট সাহেব) নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য যে কষ্ট পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গৌরবেরই বৃদ্ধি হইয়াছে।" ভারতবর্ষের প্রধান সম্পাদক এই প্রকার লিখিতেছেন, কিন্তু হেরাল্ড ও [illegible]টের মহামতি সম্পাদকদিগের মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ দুর্লভ।

আমরা জনরবে শুনিতেছি, আগামি ব্যবস্থাপক সভায় ইনকম টাক্স উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করা হইবে। লেঙ সাহেব যদি মাঞ্চেষ্টরের স্বার্থপর তন্তুবায়বর্গ ও কলিকাতার কলহপ্রিয় বণিকদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া এই ঘৃণিত কর উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি পাইবার যোগ্য হইবেন সন্দেহ নাই।

টাকশালে চারি লক্ষ টাকার পয়সা প্রস্তুত হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, পয়সা বিক্রয়কারীরা প্রতি টাকায় সতর আনা ও অপর লোকে সাড়ে ষোল আনা পয়সা পাইবেন, কিন্তু ব্যবসায়ীদিগকে একটী করার করিতে হইবে, যে তাঁহারা সাধারণকে ষোল আনার নীচে বিক্রয় করিবেন না। হিসাব মত পয়সা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয়, তাহার প্রায় ২৫ গুণ অধিক মূল্যে তাহা বিক্রয় হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মোরহেড সাহেব নিজ পদ ত্যাগ করিতেছেন। পীড়াই ইহার কারণ। তাঁহাকে রিচি সাহেবের পদ দিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

এরূপ জনশ্রুতি সর বার্টল ফ্রিয়ারের আজ্ঞা অথবা হারিংটন সাহেব রিচি সাহেবের পদ পাইবেন। বীডন সাহেব লেপ্টেনন্ট গবর্ণর হইলে গ্রে সাহেব তাঁহার কর্ম্মে যাইবেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে নিম্ন লিখিত টাকা জমা ছিল—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট	২৭৮১১[illegible] ৩
বঙ্গদেশীয় ঐ	১৭৫১৬৯৫৮
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঐ .	৩৩৬৩৪[illegible]২[illegible]
পঞ্জাবের ঐ	১১৫৬৮৮[illegible]
মান্দ্রাজের ঐ	২৪৯[illegible]২৯
বোম্বাইয়ের ঐ	[illegible]
মোট	১৮২[illegible]৫[illegible]৩৯

গত বৎসরে এ সময়ে ১২৮০৭৯৯৪ টাকা ছিল। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক কোটি টাকা লইয়াছেন, নতুবা আরো অধিক টাকা জমা থাকিবার সম্ভাবনা ছিল।

আরস্কিন সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ (বাইস চান্সেলর) হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির প্রধান ইঞ্জিনিয়র টরণবুল সাহেব নিজ পদ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। টরণবুল সাহেব যোগ্য পাত্র।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন, বীডন সাহেব সি, বি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেটের লাহোরস্থিত সংবাদদাতা বলেন, রাম রাও নামক নানাসাহেবের এক জন চর বিদ্রোহের পরামর্শ দিয়া বেড়াইতেছে। পঞ্জাবের গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ধৃত করিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারিকে প্রেরণ করিয়াছেন। নানা সাহেব সংক্রান্ত কথা শুনিলেই আমাদিগের সন্দেহ জন্মে।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, পারস্য সেনারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে।

ঢাকা নিউস সম্পাদক অনুরোধ করিয়াছেন এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দেওয়া অকর্ত্তব্য। সম্পাদক বলেন, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রেই নীলবটিত গোলযোগ বর্দ্ধিত করিয়াছে (প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার গোপন করাই কর্ত্তব্য বটে!!) এবং ঐ সকল সংবাদপত্রে এক্ষণে রাজনীতিঘটিত বিষয়ই অধিক লিখিত হইতেছে। ঢাকা নিউস সম্পাদকের নীলে কি কিছু অংশ আছে?

উক্ত সম্পাদক বলেন, গত বৃহস্পতিবার বেলা দুই ঘটিকার সময়ে তথায় ভয়ানক ঘূর্ণা বাতাস হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

২৯ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

সুরত নগরে ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। হিন্দু পল্লীতে অধিক সংখ্যা লোকের মৃত্যু হইতেছে।

মান্দ্রাজের লোকেরা লর্ড এলগিনকে যে এড্রেস দেন, তাহাতে এই কথা বলেন "আমাদিগের বাসনা এই যে আপনি সর চারলস ট্রিবিলিয়ানের অনুসরণ করেন।" শক্ত কথা।

অযোধ্যায় এক দুরাত্মা দুই গাছি রূপার বালার লোভে একটি বালককে হত্যা করিয়া ফাঁসী গিয়াছে।

মান্দ্রাজের ফিরিঙ্গিরা চিহ্নিত চিকিৎসকের পদ হইতে বঞ্চিত হওয়াতে এই সঙ্কল্প করিয়াছেন যে ইহার প্রতিবাদ করিবেন। এত দিনের পর তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহারা ইংরাজদিগের তুলাকক্ষ বলিয়া অভিমানী হইয়া "কাঁটালের আমসত্ত্ব" হইয়া পড়িয়াছেন।

শুনা গেল, মুসলমিনে আর কাহাকে দ্বীপান্তরিত করা হইবে না। অতঃপর হইতে যাবজ্জীব বন্দীকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইবে।

কালীচরণ কে ত্রর জুইটন সহচর ধৃত হইয়াছে।

রেঙ্গুণ বন্দরের অধ্যক্ষ মেজর হটন আসামের কমিসনর হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তথায় সামরিক আইন (মারসল লা) প্রচলিত করিয়াছেন।

সম্প্রতি পূর্ব্ববাঙ্গলা রেইলওয়ে কোম্পানির কৃষ্ণগঞ্জে প্রায় ১০০০০ টাকার দ্রব্য দগ্ধ হইয়াছে।

গত শনিবার লার্ড এলগিন কপূর্‌রতলার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। রাজা স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন।

লার্ড কানিঙ স্বদেশে গমন কালে যখন বোম্বাই নগরে গমন করেন, তখন তত্রত্য সভা ইনকম টাক্স রহিত করিবার বিষয় তাঁহার গোচর করাতে তিনি বলিয়াছেন "আপনারা ইনকম টাক্স বিষয় উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু যখন লাইসেন্স টাক্স উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়াছে যে অর্থের সঙ্কুলন হইলেই তাঁহারা কর অল্প করিবেন।" পরমেশ্বর সকল গবর্ণরের এই সুমতি দিলেই ভাল হয়।

গত পক্ষের মধ্যে কলিকাতায় ৫০ লক্ষ টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত ইহার অধিকাংশ ক্রয় করিয়াছেন। নাগপুর ও সাগরে ব্যাঙ্কের এক একটি শাখা স্থাপিত হইবে।

বোম্বাই গেজেট সম্পাদক বলেন তত্রত্য শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের ডিরেক্টর হাউয়ার্ড সাহেব কিছু দিনের জন্য বিদায় লওয়াতে সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট প্রতিনিধি ডিরেক্টর হইবেন।

বোম্বাই সটর্ডে রিবিউ সম্পাদক বলেন মিসর দেশে থাকিয়া সর জেমস আউটরাম সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

করাচির একজন সম্পাদক বলেন তাঁতিয়া তোপি অদ্যাপিও জীবিত আছেন। এক জন কয়েদি তাঁহাকে ধৃত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। রাবণ মরিয়া গেলেও দেবতারা অনেক দিন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন।

ফিনিক্স সম্পাদক ইংলিসমানের মত খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন লার্ড কানিঙ নিজে গ্রাণ্ট সাহেবকে নাইট উপাধি দিতে অনুরোধ করেন। সর বার্টল ফ্রিয়ার, ও বীডন সাহেবই কেবল বক্রী।

এক জন আরমেনি একটা বাটী ত্যাগ করিবার সময়ে বাটীর অধিকারীর কয়েক খানি চৌকি ও মেজ লইয়া পলায়ন করে। পুলিষে তাহার দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে বাতুল বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। মাজিষ্ট্রেট পরীক্ষার জন্য তাহাকে চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। ধরা পড়িলেই পাগল।

দত্তীয়ার যে গোলযোগ হয়, তৎ প্রসঙ্গ করিয়া দিল্লী গেজেট সম্পাদক বলেন বিদ্রোহী অর্জ্জুন সিংহের বয়স অল্প বলিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করা হইবে, কিন্তু তাঁহার পরামর্শদাতাদিগের প্রতি যথোচিত দণ্ড বিধান করা হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক দুইশত টাকা অবধি ৫০০ টাকা আয়বান ব্যক্তি দণ্ডের ইনকম টাক্স উঠাইয়া দিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন তাহা হইলে বিদ্রোহাপরাধে এতদ্দেশীয় দণ্ডের দণ্ড না হইয়া ইউরোপীয়দিগের দণ্ড হইল। বার বিশেষে সর্পের বিষ বৃদ্ধি হয়!

উক্ত সম্পাদক জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন মুরসিদাবাদের নবাবের সহিত লার্ড এলগিন সাক্ষাৎ করেন নাই। সম্পাদক বলেন নবাব সম্প্রতি মুরসিদাবাদের এজেণ্টকে উৎকোচ দিতে চাহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট নবাবকে সামান্য অবস্থার লোকের ন্যায় উপেক্ষা করেন, এই তাঁহার অভিপ্রেত। লার্ড ডালহৌসির প্রধান প্রশংসাকারী এমন অভিপ্রায় না করিবেন কেন?

৩০ এ চৈত্র শুক্রবার।

গত সপ্তাহে ১২ লক্ষ টাকার কাগজ বিক্রীত হইয়াছে। বহুসংখ্য গবর্ণমেণ্ট নোট এতদ্দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে।

আমরা শুনিলাম বড়বাজারের একজন মাড়োয়ারি এককালে টাঁকশালের সমুদায় পয়সা ক্রয় করিয়াছেন।

দমদমায় আর সেনাদল থাকিবে না। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে আমরা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তথায় বঙ্গদেশের তাবৎ গোলন্দাজ থাকিবে, কিন্তু প্রধান সেনাপতির অনুরোধক্রমে এই প্রস্তাব রহিত হইয়াছে। দমদমায় অনেক লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে সকল বারিক হইয়াছে তাহার দশা কি হইবে? ইহাকেই কি বলে "যেন তেন প্রকারেণ বর্দ্ধয়েদ্ধন ক্ষয়ঃ।"

১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংশোধিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সময়ক্রমে এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য ব্যক্ত করিব।

হরকরা সম্পাদক জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাঁহার পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে যে ১০,০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে তাহা এককালে না লইয়া প্রতিমাসে কিস্তিবন্দি করিয়া লওয়া হয়, কারণ মিয়াদের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইলে গবর্ণমেণ্ট বাকী টাকা প্রত্যর্পণ করিবেন না, তাহা হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। সদর আদালত এবিষয়ে কোন আজ্ঞা দেন নাই।

অযোধ্যা গেজেট সম্পাদক বলেন, সম্প্রতি কয়েকজন দস্যু কাঁশীর সহকারী কমিসনরের বাটী লুঠ করিয়া বিস্তর দ্রব্য লইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা।

৫ ই এপ্রেল শনিবার।

বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের প্রস্তাবানুসারে ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংশোধনবিষয়ক বিলের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পঠিত হইয়া বিল বিধিবদ্ধ হইল।

[illegible]ন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে তাহাকে পাঙ্খা দিবার বিল পঠিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইল।

করগুনন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে ১৮৩০ অব্দের ২৪ আইন সংশোধনবিষয়ক বিল বিধিবদ্ধ হইল।

মৌলবী আবদুল লতিফ কলিকাতার ঠিকা গাড়ির ভাড়া নির্দ্ধারিত করিবার বিল সভায় পাঠ করিবার অনুমতি চাহিলেন।

—০—

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

৯ ই এপ্রেল বুধবার।

পাতিয়ালার রাজা ও দিনকর রাও ব্যতিরেকে আর সকল সভ্যই উপস্থিত ছিলেন।

ইষ্টাম্প বিলের বিষয়ে সিলেক্ট কমিটি যে রিপোর্ট করিয়াছেন, হারিংটন সাহেব সভাকে তাহার বিবেচনা করিতে ও তাহার সংশোধন করিতে অনুরোধ করিলেন।

বীডন সাহেব ফৌজদারি আইন সংশোধনের বিল সভায় অর্পণ করিলেন। ইহার মর্ম্ম এই, গবর্নমেণ্ট নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই আইনের পরিবর্ত্তনাদি করিতে পারিবেন। এই বিল সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হইল।

নিম্ন শ্রেণীস্থ চিকিৎসকদিগের বিধবা স্ত্রী ও পুত্রদিগের যে ফণ্ড আছে, তাহা উঠাইয়া দিয়া টাকা বিভাগ করিয়া দিবার যে বিল হইয়াছে, বীডন সাহেব তাহা সভায় অর্পণ করিলেন।

হারিংটন সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংশোধন করিবার বিল সভায় অর্পণ করিলেন। এই আইন বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত হইবে।

ফরবস সাহেব দান পত্র প্রভৃতি রেজিষ্টরি করিবার বিল সভায় অর্পণ করিলেন।

লেঙ সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১৪ আইন সংশোধন করিবার বিল অর্পণ করিলেন। ইহার মর্ম্ম এই, যে সকল দ্রব্য ধুচরা বিক্রয় হয়, তিন বৎসরের পরেও তাহার বাকী টাকার নালিশ হইতে পারিবে।

[illegible] সকল প্রদেশে দণ্ডবিধানের আইন প্রচলিত হইয়াছে, তথায় ১৮১২ অব্দের ১৬ আইন রহিত করিবার জন্য হারিংটন সাহেব এক বিল অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

—০—

১২ ই মার্চপর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

সিংহল নামক জাহাজ বিকল হওয়াতে মেইল আসিতে বিলম্ব হইয়াছে।

এরূপ জনশ্রুতি দক্ষিণ বিভাগের বিদ্রোহীরা নাসবিল নগর ত্যাগ করিয়াছে, এবং তাহাদিগের সেনাপতিরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। উত্তর বিভাগের সাম্প্রতিক জয় লাভ দ্বারা কেণ্টকি ও টেনিসিজে এক কালে বিদ্রোহের নিবৃত্তি হইয়াছে।

প্রুসিয়ার গবর্নমেণ্ট মহাসভার নিকটে আয় ব্যয়ের যে হিসাব অর্পণ করেন তাহাতে তাঁহারা সপ্রতিভ হইতে পারেন নাই। অধিক সংখ্য সভ্য ঐ হিসাবের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। মন্ত্রিবর্গ পদত্যাগ প্রার্থনা করিয়াছেন কিন্তু রাজা তাঁহাদিগের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া সভা ভঙ্গ করিয়াছেন।

ফরাশী সম্রাট সেনাপতি মণ্টব নের পেনসনের বিল সভা হইতে উঠাইয়া লইয়া ব্যবস্থাপক সভার সহিত বিবাদ নিবারণ করিয়াছেন, আর একটী ভিন্ন প্রকার বিল অর্পণ করা হইয়াছে।

ডবলিউ, এ, মোরহেড সাহেব গবর্ণরজেনরলের কৌন্সিলের এক জন সভ্য হইয়াছেন।

হাউস অব কমন্সে আমেরিকার অবরোধ সংক্রান্ত কাগজ পত্র চাহিবার এক প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সকল সভ্য এক বাক্য হইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরী সপরিবারে উইণ্ডসরে গমন করিয়াছেন।

জি, এ, মিলস্ সাহেবের প্রস্তাবানুসারে হাউস অব কমন্স এই মত করিয়াছেন যে যে সকল উপনিবেশের লোক আপনাদিগের শাসন কার্য্য আপনারা করেন, তাহার রক্ষার্থ তাঁহাদিগকে অন্য কোন সাহায্য দেওয়া হইবে না, তাঁহারা আপনাদিগের রক্ষা আপনারা করিবেন।

অষ্ট্রিয়া বাবেরিয়া ও জার্মানির অন্য অন্য যে সকল দেশের গবর্নমেণ্ট প্রুসিয়ার রাজনীতির বিষয়ে প্রতিবাদ করেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার আর এক পত্র দ্বারা আপনাদিগের পূর্ব্ব মতের পোষকতা করিয়াছেন।

বারলিনে অসামান্য যুদ্ধ সজ্জা হইতেছে। লোকে তন্নিমিত্ত অতিশয় উৎসাহিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডীয় ও আয়রলণ্ডীয় মোহানায় প্রবল বাত্যা হওয়াতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

রুশীয়ার কৃষক দিগকে জমীদারের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার প্রবল প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতেছে। ১৩ জন প্রদেশীয় বিচারপতি সম্রাটের ঐ আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়াতে তাঁহাদিগকে বিচারালয়ে আনয়ন করা হইবে।

—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলাদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২২ এ মার্চ—পাটনার প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টর মৌলবি গোলাম জিলানি জিহুতে বদলি হইবেন।

২৮ এ মার্চ—গত ২৭ এ মের আজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্ন লিখিত ছোট আদালতের জজেরা ১৮৫৯ সালের ১০ আইন মতে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

নবদ্বীপে।

মেহের পুরে বাবু কাশীশ্বর মিত্র।

চুনাডেঙ্গায় ডবলিউ, রাইট সাহেব।

শান্তিপুরে বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ।

বনগ্রামে এইচ, এস টমসন সাহেব।

যশোহরে।

কোট চাঁদপুরে বাবু দ্বারকানাথ রায়।

নড়ালে বাবু অভয় কুমার দত্ত।

মাগুরায় জে, ওএষ্টন সাহেব।

গত ১৯ এ জুনের আজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইয়া পাটনার ছোট আদালতের জজ, মৌলবি সেখাওত হোসেন ১৮৫৯ শালের ১০ আইন মতে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

গত ৩০ এ সেপ্টম্বরের আজ্ঞা সংশোধিত হইয়া কুষ্টিয়ার ছোট আদালতের জজ ও, টেম্পল সাহেব ১৮৫৯ শালের ১০ আইন মতে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

[illegible] কি একবারে [illegible] অভিভূত হইয়াছেন? চারিদিকেই যে দস্যুদল মাতিয়াছে। এই সে দিনের সোমপ্রকাশে মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার ডাকাইতির সংবাদ পাঠ করিলাম, আবার গত ১৯ এ চৈত্র সোমবার রাত্রে বালেশ্বর জেলার মধ্যে ৩ই স্থলে ভয়ানক ডাকাইতির সমাচার শ্রবণ করিলাম। উভয় ডাকাইতিই বস্তাথানার এলাকায় সংঘটিত হয়। এক রেমু নামক গ্রামে অপর কাটসগড়া নামক গ্রামে ঘটিয়াছে।

রেমুগ্রামের ডাকাইতির বিবরণ এইরূপ, [illegible]

[illegible] রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে উক্ত গ্রাম নিবাসী [illegible]দাস নামে একজন বৈষ্ণবের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়া তাহার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। এবং এমন প্রহার করিয়াছে যে তাহার দাঁড়াইবার শক্তি নাই। মহাশয়, দস্যু দুরাচারেরা কি নৃশংস তাহারা অর্থ লালসায় ভয়কম্পিত বৈষ্ণবের মস্তকে কুঠারাঘাতও করিয়াছে। দুষ্টেরা এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। বৈষ্ণবের ভার্য্যা নবপ্রসূতা ছিল। নির্দ্দয় পাষাণহৃদয়গণ তাহাকেও অশেষবিধ যন্ত্রণা দিয়াছে। তাহার শরীরের অনেক স্থান প্রদীপ্ত হুতাশন দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। আজি চারি দিবস হইল বস্তাথানার দারোগা মুন্সী করিম বক্স রেমুগ্রামে উপস্থিত হইয়া বিস্তর অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত সফল প্রযত্ন হইতে পারেন নাই।

কাটিমগড়ের ডাকাইতি উক্ত গ্রাম নিবাসী [illegible] খাঁ নামক এক [illegible]কের বাটীতে সংঘটিত হয়, আর বালীয়াপাল ফাঁড়ির জমাদার ঐ ডাকাইতির তদারকে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু কিছুই ফল দর্শে নাই, যদ্যপি দুরাত্মাগণ ধৃত হয় মহাশয়ের নিকট নিবেদিব।

নিবেদন ইতি। সন ১২৬৮। ২৩ চৈত্র

মহাশয়ের একান্ত বশম্বদ,

বস্তাথানার এলাকার কোন প্রবাসী।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদকেষু

সম্পাদক মহাশয়!

গত ১৫ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার রাজসাহি জিলার ১৬ মাইল পশ্চিমে গোদাগাড়ি থানার সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলে এরূপ একটি প্রকাণ্ড ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয় কম্পমান হইতে থাকে। কতলোক হত এবং কতলোক আহত হইয়াছে তাহা অদ্যাবধি নিরূপিত হয় নাই। জিলার শান্তি রক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি সকলেই তথায় গমন করিয়াছেন, বাত্যাহত মানবগণের কাহারও হস্ত নাই, কাহারও পদ নাই, কাহারও চক্ষু নাই কিন্তু তাহারা ভগ্নাবস্থাতেই জিলাস্থ চিকিৎসালয়ে প্রেরিত হইতেছে। মহাশয় গ্রামের অবস্থা কত লিখিব! শত শত উচ্চশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ শ্রেণী সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে কতশত সুরম্য হর্ম্ম্য ভূমিসাৎ হইয়াছে। এমন কি কতশত জলাশয়ের জল প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা উচ্ছলিত হওয়াতে জলাশয় শুষ্ক দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। গো, মেষ, মহিষ, প্রভৃতি গ্রাম্য পশু যে কত শত নিহত হইয়াছে তাহা বলিবার নয়।

১৮৬২ } রাজসাহী দর্শকস্য
২৯ চৈত্র } কস্যচিৎ জনস্য

সবিনয় নিবেদনমিদং।

সম্পাদক মহাশয়! ময়মনসিংহের ভূম্যধিকারি বাবু হরিশ্চন্দ্র চৌধুরির বড় সাহেবের কন্যাকে লইয়া পলায়মান হওয়া ও পরে ধৃত হওয়া ইত্যাদি বিবরণ ত্বদীয় ২৪ এ মার্চ্চের সোমপ্রকাশে উদিত হইয়াছে কিন্তু বিচার নিষ্পত্তির বিষয় উল্লিখিত হয় নাহি, অতএব আপনার পাঠকবর্গের গোচরার্থে তদ্বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে।

গত ৫ ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এজলাসে বাবুর মোকদ্দমা দরপেশ হয় তৎকালীন দর্শনার্থি সহস্রাধিক লোক বিচারালয়ে সমবেত হইয়াছিল, অর্থী প্রত্যর্থী উভয় পক্ষের অনেক অনেক সদ্গুণপ্রধান উকীল ও মোক্তার উপস্থিত ছিলেন। বহু পর্য্যালোচনার পর বাবুর দোষ সপ্রমাণ হইলে বিচারপতি সাতদিবসের নিমিত্ত কারাবাসের আদেশ প্রচার করেন। বাবু এতৎ শ্রবণে সপ্তাহ কারা বাসের পরিবর্ত্তে সপ্ত সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিতে সাহেবকে বারংবার সানুনয় অনুরোধ করেন, কিন্তু বিচারকর্ত্তা তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না অবিলম্বেই তিনি শ্বশুর আলয়ে প্রেরিত হইলেন বাবুর যেরূপ গর্হিত অপরাধ তাহাতে এবম্বিধ শাস্তি প্রদানই সাহেবের যথেষ্ট অনুগ্রহ বলিতে হইবেক। সম্পাদক মহাশয়! ময়মনসিংহের ভূম্যধিকারিদের মধ্যে এই এক জন কুলপ্রদীপ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি যেরূপ চিরস্মরণীয়া মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন বোধ করি একাল পর্য্যন্ত অন্যকোন ভূম্যধিকারি ও ভদ্রসমাজ হইতে এরূপ হয় নাহি। যাহা হউক, তিনি কারামুক্তি দিবসে একটি সৎকার্য্য করিয়াছেন ইহা তাহার যথেষ্ট প্রশংসাই বলিতে হইবেক। দেনার ডিক্রি মোকদ্দমাতে অত্রত্য দেওয়ানি গারদে যে সমস্ত ব্যক্তি বন্দী হইয়াছেন তাহাদিগের সমুদায় দেয় ৮০০ টাকা প্রদান করিয়া তৎতাবৎকে মুক্ত করিয়াছেন এরূপ সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করা তাহার পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয় কিন্তু ইহাদ্বারা কি সেই কলঙ্ক ঢাকা যাইবে?

২। প্রায় ২ মাস অতীত হইল এস্থলে এক ধূর্ত্ত সন্ন্যাসী উপনীত হইয়াছে। কুসংস্কারাশ্রিত অশিক্ষিত অনেক ব্যক্তি তাহার পরমভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে অভীষ্টসিদ্ধির প্রার্থনায় তাহার সমীপে করপুটে দণ্ডায়মান থাকে, গোসাই কাহাকে মৃত্তিকা কাহাকে বা ভস্ম ভক্ষণ করিতে দেন। তাহারা তাহাই পরম ভক্তি পূর্ব্বক ভক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া থাকে এরূপ জনশ্রুতি যে কেহ সিদ্ধকামও হইয়াছে তাহাতে গোসাইর আরো প্রভাব বাড়িয়াছে দধি দুগ্ধ ঘৃত মিষ্টান্নাদি উপাদেয় সমগ্রী প্রচুর পরিমাণে উপহার পাইতেছেন এবং অনেক ব্যক্তি হইতে ২। ৪ আনা করিয়া পয়সাও গ্রহণ করিয়া থাকেন সম্প্রতি এক ব্যক্তি একখান চৌচালা ও একটী মৃণ্ময় দোলা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন ধূর্ত্তরাজ রজনীযোগে সেই গৃহে বিরাজমান হন, এবং দিবাভাগে দোলোপরি দোদুল্যমান হইয়া কৃষ্ণলীলা করিতে থাকেন।

৩। মহাশয়! কালাচাঁদ নামক এক ব্যক্তি যাত্রাওয়ালো এস্থলে উপনীত হইয়া স্বপ্ন দর্শন যাত্রা গান করিয়াছে তাহাতে কতিপয় সভ্য বাবু বড়ই প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এতদ্বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ পত্রিকান্তরে প্রকাশ পাইয়াছে অতএব তাহাতে বিরাম থাকিলাম সম্প্রতি কালাচান্দ মথুরাগামী হইয়াছে এখন বাবুদের আর সে আনন্দ নাই।

কতিপয় দিবস যাবৎ প্রায় প্রত্যহই এ প্রদেশে প্রচুর বারিবর্ষণ হইতেছে ইতিপূর্ব্বে এক দিবস তুমুল ঝড় হইয়া জগতের অনেক অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছে। শতাধিক তৃণাচ্ছন্ন গৃহ ভূতলশায়ী ও অনেক অনেক প্রকাণ্ড তরু উৎপাটিত করিয়াছে। ইতি

—••—

মূল্যপ্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ সরকার [illegible]নগর
১২৬৮ ফালগুন অবধি ৬৯ শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৫ টাকা
" " মহেশচন্দ্র বসু কলিকাতা
১২৬৮ পৌষ হইতে ৬৯ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ৫ টাকা
" " শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫
" " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাণারস
১২৬৮ চৈত্র হইতে ৬৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" " গুরুদাস চক্রবর্ত্তী নদীয়া
১২৬৮ চৈত্র হইতে ৬৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" " কোডক দি লাইব্রেরি যশোহর
১২৬৮ ফাল্গুন হইতে ৬৯ শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৫
" " প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল জেলা বালেশ্বর
১২৬৯ বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ১০
উইলিয়ম মরে কলিকাতা
১২৬৮ চৈত্র হইতে ৬৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত কোং ৫

কলিকাতা

চাপাতলা বাঙ্গালা যন্ত্রে [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ”

৪ ভাগ। সংখ্যা। ২৩ } সন ১২৬৯। ৯ বৈশাখ। ইং ১৮৬২ ২১ এপ্রেল { মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

—০*০—

সোমপ্রকাশ গ্রাহকগণের প্রতি।

চৈত্র মাস অতীত হওয়াতে অনেকের প্রদত্ত সোমপ্রকাশের মূল্যকাল অতীত হইয়াছে, অতএব তাঁহাদিগকে বিনয় পূর্ব্বক জানান যাইতেছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্বরা করিয়া আগামি বর্ষের অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করেন।

—০০—

বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশের স্থান পরিবর্ত্ত।

সোমপ্রকাশ যন্ত্র এতদিন যে স্থানে ছিল, বৈশাখ মাসের ১ লা অবধি তাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। অতঃপর আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে আপাততঃ কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে লিখিত হইবে। পরে আমরা স্থান নিরূপণ করিয়া লিখিব।

বিজ্ঞাপন।

প্রতি মাসের গবর্ণমেণ্টের গেজেটে যে সকল আইন ও সরকুলর অর্ডর এবং রাজকীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তত্তাবতের অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া “নব ব্যবহার সংহিতা নামে” পত্রিকাকারে প্রতি পক্ষে প্রতি মাসে আমি প্রকাশ করিতেছি এবং অনতিবিলম্বে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিতেও অঙ্গীকৃত হইয়াছি। আইনাদির বাঙ্গালা অনুবাদ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাকারে প্রকাশ করিবার একাধিকারী হইবার জন্য ১৮৩৭ সালের ২০ আইন মতে গবর্ণমেণ্টে রেজিষ্টরী করিয়াছি। যেখন আমি সাধারণের রাজ নিয়ম শিক্ষার এক নূতন উপায় ও সুবিধা সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে গবর্ণমেণ্টে রেজিষ্টরী করিয়াছি তখন আইনাদির বাঙ্গালা অনুবাদ পত্রিকাকারে প্রচার করিতে কেবল আমি একাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুযায়ি কার্য্য করণার্থ সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে অন্য কেহ যেন তিন মাসের প্রকাশিত সমুদায় আইনাদির বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রেণী পূর্ব্বক পত্রিকাকারে প্রচার না করেন। যদি কেহ তাহা করেন তবে তিনি আমার ক্ষতি পূরণের দায়ী হইবেন।

শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক

ঢাকার সদর আমীন আদালতের উকীল।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার দপ্তরে অর্থাৎ কর্ম্মালয়ে এক জন নক্সা নবিশ ৫০ টাকা মাসিক বেতনে দরকার হইয়াছে যে কেহ উক্ত নিমিত্ত উমেদার হইবেক সেহ আপন প্রতিষ্ঠা পত্র ও নক্সার নমুনা সম্বলিত দরখাস্ত আমাকে পাঠাইবে, উহা দৃষ্টে যেমত হুকুম হয় পশ্চাৎ জ্ঞাত করা যাইবেক।

রাওলপিণ্ডী ২৫মার্চ্চ ১৮৬২ } চারলস একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রাওলপিণ্ডী ডিভিজন পঞ্জাব।

বিজ্ঞাপন।

রেবরেণ্ড লঙ সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি

মূল্য ১ টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও রাধাবাজারে ১৩২ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

বাল্যোদ্বাহ নাটক।

মূল্য ।০ আনা

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি দ্বিতীয়বার প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য এক টাকা। সংস্কৃত যন্ত্রে ও মিসনরোর নীচে ৮ নং গৃহে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

এন, সি, ঘোষ কোম্পানি।

সোমপ্রকাশ।

৯ ই বৈশাখ।

১৮৬২। ৬৩ অব্দের আয় ব্যয়।

লেঙ সাহেব গত বুধবার ১৮৬২।৬৩ অব্দের আয় ব্যয় প্রসঙ্গ করিয়া দুই ঘণ্টার অধিক কাল এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। উইলসন সাহেব নূতনবিধ কর স্থাপন ও তৎপ্রস্তাব করিয়া যেমন সকলের বিদ্বিষ্ট ও অযশোভাজন হইয়া যান, লেঙ সাহেব তেমনি খ্যাতিলাভ করিলেন। অল্প দিন হইল, পাঠকগণ শ্রবণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স কর উঠাইয়া দিয়াছেন, এবারে আর একটি আনন্দকর সমাচার শ্রবণ করুন। যাহাদিগের পাঁচ শত টাকার ন্যূন আয়, তাঁহাদিগকে কর দিতে হইবে না; পাঁচশত টাকার ঊর্দ্ধ আয়বান ব্যক্তিদিগকে শতকরা চারি টাকা কর দিতে হইবে। তৃতীয়

শ্রেণির লোকেরা যে এই উৎপাত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন, ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। এই ঘৃণিত কর এক কালে কবে উঠিয়া যাইবে, আমরা এক্ষণে এই প্রতীক্ষা করিতেছি। লাইসেন্স টাক্স রহিত করা বল, আর ইনকম টাক্স ন্যূন করা বল, উভয়ই লেঙ সাহেবের যত্নে হইয়াছে। লেঙ সাহেব মাঞ্চেষ্টরের কাপড়ের শুল্ক কমাইয়া পাঁচ, ও সূতার শুল্ক ৩।০ টাকা করিয়াছেন। আমদানী তমাক, সরাপ ও কাগজের মাশুলও কমান হইয়াছে। যাহার যে প্রার্থনা ছিল, লেঙ সাহেব আংশিক তাহা পূর্ণ করিয়াছেন, কাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। ইহা লেঙ সাহেবের লোক বশতা ও বিনয়গ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

লাইসেন্স টাক্স উঠিয়া গেল, ইনকম টাক্স ও বস্ত্র প্রভৃতির শুল্ক কমিয়া গেল, তথাপি ব্যয় অপেক্ষা প্রায় দেড়কোটি টাকা আয় অধিক হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে সমুদায় ভারতবর্ষে ৪২, ৯১, ১১, ৯১১ টাকা আয় হইয়াছে। আগামি বর্ষে ৪৩, ৭৬, ৬২০০০, টাকা আয় হইবার সম্ভাবনা আছে। অনেক বাদ সাদ দিয়া এই হিসাব ধরা হইয়াছে। অহিফেনের বাক্স এক্ষণে গড়ে ১৫০০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু লেঙ সাহেব ১২০০ টাকা বাক্স গণনা করিয়া হিসাব করিয়াছেন। লবণে আপাততঃ যদিও কিঞ্চিৎ কম আয় হইতেছে, তথাপি এরূপ সম্ভাবনা আছে, অধিক না হউক, পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আয় হইবে। ফলতঃ মোটে ৪৪ কোটি টাকা আয় নিঃসন্দেহ স্থির করা যাইতে পারে। আমাদিগের সবিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই, ভূমিতে ৪০ লক্ষ, ইষ্টাম্পে ৩০ লক্ষ ও পবলিক ওয়ার্কে ২০ লক্ষ অধিক আয় হইয়াছে। [illegible] পশ্চিমে দুর্ভিক্ষ না হইলে কেবল এক ভূমিতে অধিকতর আয় হইত সন্দেহ নাই।

১৮৬২। ৬৩ অব্দে ভারতবর্ষে ৩৫,৯০ ৫৫২১০ টাকা ব্যয় হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে [১৮৬১।৬২অব্দে] ৩৬,৪৬,৩৩;৫৯০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এ হিসাবে ৫৫,৭৭,৮৮০ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ হইতেছে। কিন্তু যথার্থ ব্যয় অর্থাৎ সুদ, রেলওয়ের জামীনের টাকা বাদে গণনা করিলে ২৫ কোটি ব্যয় হইয়াছে। সেনা দলের ব্যয় সংক্ষেপই ইহার প্রধান কারণ। ব্যয়ের মধ্যে সেনার ব্যয়ই প্রধান। অন্য অন্য বর্ষের সহিত এতৎসংক্রান্ত ব্যয়ের ন্যূনাতিরেক করিলে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, এ বিষয়ের বিস্তর ব্যয় কমিয়াছে যথাঃ

অব্দ	টাকা ব্যয়
১৮৫৯।৬০	২০৯০৯৩০৭০
১৮৬০।৬১	১৫৮৩৮৯৮০০
১৮৬১।৬২	১২৮০০০০০০
১৮৬২।৬৩	১২২০০০০০০

ভারতবর্ষীয়দিগকে ইংলণ্ডস্থ অকর্ম্মণ্য সেনা দলের যে ব্যয় দিতে হইতেছে, লেঙ সাহেব এক প্রকার তাহার প্রতিবাদ করিয়া যে কথা বলেন সে এই—

"ভারতবর্ষের নামে ইংলণ্ডে যে সেনা আছে, তাহাদিগের জন্য আমাদিগকে বৃথা ব্যয় করিতে হইতেছে। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এ দেশে যত ইউরোপীয় সৈন্য আছে, মৃত্যুরূপ কারণ বশতঃ তাহাদিগের সংখ্যা কমিয়া গেলে তাহাদিগের পরিবর্ত্তে আর নূতন সৈন্য প্রেরিত হইবে না। ফলতঃ এরূপ বোধ হইতেছে যে অল্প কাল মধ্যে এমন বন্দোবস্ত হইবে আমাদিগের প্রয়োজন মত ইউরোপীয় সেনা থাকিবে। যদি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে এই কল্প অবধারণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ঘোরতর বিপদের সময়ে এক গুরুতার হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু শেষ সুখ পরম সুখ; আমরা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আর অগণিত ইউরোপীয় সৈন্য নাই; অনাবশ্যক সৈন্য দলের পদ শূন্য হইলে তাহা আর পরিপূরিত হইবে না। আমার এরূপ বিশ্বাস হইয়াছে যদি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার আপনাদিগের সুবিধা হেতু ১৪০০০ অথবা ১৫০০০ সৈন্য ইংলণ্ডে রাখিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাহাদিগের বেতন লন, ষ্টেট সেক্রেটারি ইহার নিবারণ করিবেন।„ এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, লেঙ সাহেবের অর্থতঃ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে এই কথা বলা হইয়াছে, আমরা এত দিন তোমাদিগের সুবিধার জন্য প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকা অপব্যয় করিলাম, কিন্তু আমরা আর তাহা করিব না। যাহা হউক দেখা যাইবে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন কি না।

তুলার আমদানী ও রপ্তানীর সুবিধা হেতু রাস্তা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এ বৎসর আর এক কোটি টাকা দেওয়া হইবে, ইনকম টাক্স হইতে ৩৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যা শিক্ষা ও রাস্তাদির জন্য প্রতি প্রেসিডেন্সিতে নূতন কর স্থাপন করা হইবে। তমাকের কর ত গেল, তবে বঙ্গদেশে নূতনবিধ কর আদায়ের উপায় কি ? পান ? পান ও তমাক উভয়ই সমান। তমাকের কর যে যুক্তিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, পানের করও সেই যুক্তিতে পরিত্যাগ করা উচিত। অপর, বিদ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত কর কোন ক্রমেই আমাদিগের অনুমোদিত নহে। বিদ্যা যে এমন প্রার্থনীয় পদার্থ, করদূষিত হইলে ইহাও সকলের নিতান্ত বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিবে।

একটি বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই বিদ্যা বিষয়ে সর্ব্ব শুদ্ধ ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে সমুদায় ভারতবর্ষের শিক্ষার জন্য ১১ লক্ষ মাত্র ব্যয় দেওয়া হয়। বিদ্যাই দেশের সৌ

ভাগ্য লাভের মূল। গবর্ণমেণ্ট সেই বিদ্যা বিষয়ে যে পরিমাণে দান করিবেন, সেই পরিমাণে প্রজাগণ সৌভাগ্যশালী হইবে। প্রজার সৌভাগ্য হইলেই রাজার সৌভাগ্য।

পরিশেষে আমাদিগের মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। ভারতবর্ষ যেন বরাবর লেণ্ড সাহেবের ন্যায় সদয় ও স্থির চিত্ত রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারক প্রাপ্ত হন। ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারা রাজ্যের আয় ব্যয় সমতা বিধান সম্ভাবনা থাকিলেও যাঁহারা প্রজাগণকে অকারণ করপীড়া দেন, তাঁহারা যেন রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কার্য্যকারক হইয়া ভারতবর্ষে না আইসেন। তাদৃশ দুরাকাঙ্ক্ষা পরবশ ব্যক্তিরাই ভারতবর্ষের যত কষ্টের কারণ।

জুতা খুলিয়া সম্মান প্রদর্শন।

লার্ড ডেলহৌসি অনেক বিষয়েই আমাদিগের চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কি বিদ্রোহ, কি জাতি বৈর, কি এদেশীয়দিগের অবমাননা; অনুধাবন করিয়া দেখিলে উক্ত লাড এ সমুদায়েরই মূল। তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এতদ্দেশীয়দিগকে অপমান করা ইউরোপীয়দিগের একটি প্রথা হইয়া উঠিয়াছে। এক ব্যক্তি জাল করিয়া ধৃত হইল, অমনি তীর্থের কাকেরা তারস্বরে এ দেশের যাবতীয় লোককে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক সহস্র হতভাগ্য নির্ব্বোধ সিপাহী বিদ্রোহী হইল তৎক্ষণাৎ যাবতীয় ভারতবর্ষীয়কে নৃশংস ও কৃতঘ্ন বলিয়া সমুদায় দেশ উৎসন্ন দিবার প্রস্তাব হইল। কয়েক জন ছাত্র প্রশ্নের কাগজ চুরি করিল, অমনি সমুদায় বাঙ্গালিকে চোর বলা হইল। আমরা কথঞ্চিৎ এ সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু লাড ডেলহৌসি জুতা খুলিয়া ইউরোপীয়দিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে নিয়ম করিয়া যান, তাহা কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের বেশ বিন্যাস, অবিবেকির শাসনভারগ্রহণ, অনভিজ্ঞের পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দান এবং জুতা খুলিয়া সম্মান প্রদর্শন এ গুলি নিতান্ত অসহ্য।

লার্ড ডেলহৌসি এই নিয়ম করিয়া যান যে এতদ্দেশীয়েরা যখন গবর্ণর জেনেরলের দরবারে ও প্রধান আদালতে যাইবেন তখন তাঁহাদিগকে জুতা খুলিয়া যাইতে হইবে। ইউরোপীয়েরা টুপি খুলিয়া প্রধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন; এ দেশীয়দিগকে জুতা খুলিয়া সেই সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। এই ঘৃণিত আইন প্রচলিত হওয়া অবধি আমাদিগের দেশের তেজস্বী ভদ্র লোকেরা কোন দরবারে বা সাধারণ স্থলে যাইতে চাহেন না। অল্প দিন হইল, সুরত নগরের জজ এক জন পারসীকে জুতা খুলিয়া এজলাসে আসিতে বলেন, পারসী তাহাতে অসম্মত হন; পরে বিচারপতির সহিত তাঁহার অনেক তর্কবিতর্ক হয় শেষে সাহেব তাঁহাকে জুতা লইয়া আসিতে দিলেন। এই বিষয় লইয়া বোম্বাই নগরে আন্দোলন হইতেছে। তত্রত্য সটর্ডে রিবিউ পারসীকে গালি দিবার জন্য শ্রীবৃদ্ধিকারী অভিধানের বাছা বাছা কথা গুলি ঢুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন। কিন্তু শেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যাহারা বিলাতি জুতা ও মোজা পরিবেন তাহাদিগকে এই নিয়মাধীন করা উচিত নহে। এই সিদ্ধান্ত অল্প কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান পত্রিকা টাইম্স অব ইণ্ডিয়া নিজ অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়া এই ঘৃণিত আইনকে এককালে উঠাইয়া দিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

যখন আলেকজাণ্ডার পারস্যদেশ জয় করিয়া তত্রত্য বস্ত্র পরিধান করেন, তৎকালে তাঁহার সেনাপতিগণ অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সেনাপতিরা যদি এই সময়ে উপস্থিত হইয়া ইউরোপীয় সভ্যতম জাতির উল্লিখিত সম্মান পাইবার আশা দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কি ভাব জন্মিত? ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়েরা ভাবেন, ইউরোপীয় মাত্রেই এ দেশীয়দিগের আরাধ্য। ভগবান বরাহ অবতার হইয়াছিলেন বলিয়া কি সকল শূকরেরই চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণিপাত করিতে হইবে? আজ কাল ইউরোপীয়েরা এমনি অভিমানী হইয়া উঠিয়াছেন, অন্যের অল্পমাত্র ত্রুটি দেখিলেই এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন এবং সামান্য সম্মান লাভ হইলেই তাহাদিগের সন্তোষের পরিসীমা থাকে না। সমাজ চিরকাল একবিধ অবস্থায় থাকিবার নহে। বিদ্যা, সভ্যতা ও বাহ্যবস্তু প্রভাবে ক্রমশঃ রীতি নীতি সকল পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বে রাজা ও নবাবদিগের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে হইত, এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি অসভ্য ব্যবহার বলিয়া তাদৃশ প্রণামে ঘৃণা প্রদর্শন না করেন? সম্মানের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সমাজের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কুকিরা রাজগাত্রে নিজ চরণ স্পর্শ করাইয়া সম্মান প্রদর্শন করে। পূর্ব্বতন ইউরোপীয় রাজারা পোপের পদ চুম্বন করিতেন। এক্ষণে কোন্ রাজা তাদৃশ কার্য্যে সম্মত হইবেন?

গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ সভা।

গত বুধবার ভারতবর্ষীয় সভা গৃহে গ্রাণ্ট সাহেবের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ একটি সভা হইয়াছিল। সকলে স্থির করিয়াছেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে এক এড্রেস দিয়া তাঁহার এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি করিবেন। কিন্তু আমরা এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। যে [illegible]

কৃষকদিগকে বহুকালের অত্যাচার ও দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছেন; যিনি চতুর্দ্দিকে দুরপসার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও স্বসঙ্কল্পিত বিষয় পরিত্যাগ করেন নাই; যিনি বারম্বার তর্জ্জিত ভর্ৎসিত ও ধিক্কৃত হইয়াও ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিত হয়েন নাই; যিনি প্রবল শত্রুগণকে তুচ্ছ ও প্রধানের সহিত বিবাদ করিয়াছেন, তাঁহার কি এই পুরস্কার? লার্ড কানিঙ বরাবর উচ্চ শ্রেণির সম্মান ও নীলকরদিগের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি পাইলেন; কিন্তু গ্রাণ্ট সাহেবের এক চিত্রপট মাত্র করা হইল? শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বাবু লাল বিহারী দে এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সভ্যেরা তাঁহাকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত এই কথা বলেন, অধিক চাঁদা আদায় হইলে এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি করা হইবে।

ভারতবর্ষীয় সভা যা করেন করুন, কৃষকেরা আজিও মৌনী হইয়া রহিয়াছেন কেন? তাঁহারা যদি তাঁহাদিগের উদ্ধার কর্ত্তার স্মরণার্থ চাঁদা না করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে। আমরা তাঁহাদিগকে অধিক দিতে বলিতেছি না। প্রত্যেক ব্যক্তি দুই আনা করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। কোন্ প্রজা তাহাতে অসম্মত হইবেন? আমরা ঢাকা চট্টগ্রাম কুমিল্লা ময়মনসিংহ পাবনা বরিসাল রাজসাহী মুরসিদাবাদ নদীয়া যশোহর প্রভৃতি স্থানের লোকদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা অবিলম্বে এক সভা করিয়া চাঁদা করুন। মধ্যম শ্রেণিস্থ লোকদিগের এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া অতিশয় আবশ্যক। তাঁহারা কি এ অভীষ্ট সম্পাদনে সমর্থ নহেন? তবে তাঁহাদিগের কিসের শ্রীবৃদ্ধি ও কিসের গৌরব? কোথায় বা তাঁহাদিগের স্বদেশানুরাগ?

—০—

নীলকরদিগের কর সংগ্রহ প্রসঙ্গ লইয়া বাদানুবাদ।

সামান্যতঃ বাদি প্রতিবাদির ও দলাদলিপ্রিয় ব্যক্তিদিগের যেরূপ পরস্পর জিগীষা দেখিতে পাওয়া যায় আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ রাজপুরুষদিগেরও সেইরূপ জিগীষা বৃত্তি বলবতী দৃষ্ট হইতেছে। এতন্মূলক কেবল যে প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসা হওয়া দুরূহ হইয়াছে এরূপ নহে, দুরাচারেরাও প্রশ্রয় পাইতেছে। বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই, পূর্ব্বে সর বার্টল ফ্রিয়ার গবর্ণর জেনেরলের নামরূপ কঞ্চুক দ্বারা আবৃত হইয়া নীলকরদিগের কর সংগ্রহ প্রসঙ্গ লইয়া অকারণ লেপ্টেনন্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবকে অনুচিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও তিরস্কার করেন। গ্রাণ্ট সাহেবও তাহার সমুচিত উত্তর দানে বিমুখ হন নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট জিগীষা পরবশ হইয়া পুনরায় গ্রাণ্ট সাহেবের প্রদত্ত উত্তরের প্রত্যুত্তর দান করিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এখনও পর্য্যন্ত এইরূপ সংস্কার আছে যে তাঁহারা মধ্যস্থ প্রেরণ দ্বারা নীলকর ও প্রজাগণের পরস্পর বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

গবর্ণর জেনেরল স্বয়ং স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন, খাজনা লইয়া নীলকরদিগের সহিত প্রজাগণের যে বিরোধ হইতেছে, নীলই তাহার আদি কারণ। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি কহিয়াছেন, পূর্ব্বের ন্যায় নীল বপন না হওয়াতে নীলকরেরা অগত্যা বাকি খাজনা আদায় করিবার, খাজনা বৃদ্ধি করিবার এবং কেহ এড়াইতে না পারে এই অভিপ্রায়ে ভূমির পরিমাণ করিবার বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হইয়াছেন।

পূর্ব্বমত নীল হইতেছে না বলিয়া যে সকল ব্যক্তি খাজনা বাড়াইতেছে, আর পাছে নীলকরের সম্পর্কে গেলে নীল বপন করিতে হয়, এই ভয়ে যাহারা নীলকর সম্পর্কে যাইতে চাহিতেছে না, মধ্যস্থতা দ্বারা সে উভয়ের বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে কি না এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচিত হইতেছে। বিবাদ কারণের উন্মূলন না করিয়া বিরোধ মীমাংসা চেষ্টা বিড়ম্বনা। সেই কারণসত্ত্বে যদি কথঞ্চিৎ মীমাংসা করিয়া দেওয়া সম্ভাবিত হয়, সচরাচর প্রবলে ও দুর্ব্বলে যেরূপ বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেইরূপ হইবে সন্দেহ নাই। দরিদ্র কৃষকদিগকে আপাততঃ নিঃসংশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। পশ্চাৎ ঐ মীমাংসাই কালান্তরে বহু অনর্থের মূল হইয়া উঠিবে। ফলতঃ গবর্ণর জেনেরল মধ্যস্থ প্রেরণ করিয়া মীমাংসা চেষ্টা না করিয়া যদি নীল প্রধান প্রদেশের ভূমির নিরিখ করিয়া খাজনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন, সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিতেন।

—০—

মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্ট।

যে সমস্ত ব্যক্তি কলিকাতা মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের পুস্তকের অসদ্ভাব ও শিক্ষার অল্পতা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে এক খানি প্রেরিত পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ এইস্থলে গ্রহণ করিলাম।

অত্রত্য মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রদিগের দুঃখের কথা কি লিখিব! লিখিতে গেলে অনেক বিষয়ই লিখিতে হয়। কিন্তু অতি বিস্তার ভয়ে সঙ্ক্ষেপে অদ্য কয়েকটি বিষয় মাত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, পুস্তকের অভাব; দ্বিতীয়, সময়ের অল্পতা; তৃতীয়, শিক্ষকদিগের অনাস্থা; চতুর্থ, গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা। প্রথম, আজিও বাঙ্গালা ভাষায় উত্তম চিকিৎসা গ্রন্থ প্রস্তু

হয় নাই। পূর্ব্বকার সংস্কৃত ব্যবসায়ী টোলের ছাত্রদিগের ন্যায় বাঙ্গালা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদিগকে অধিকাংশ পুস্তকই স্বহস্তে লিখিয়া লইতে হয়, ইহাতে ছাত্রদিগের যে কত কষ্ট, তাহা সহজেই অনেকে অনুভব করিতে পারেন। কেবল এই কষ্ট এতাবন্মাত্র অপকার নয়, প্রকৃত রূপ শিক্ষারও অনেক ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। মহাশয়! এ দেশীয় যে সকল ব্যক্তি মেডিকেল কালেজে সুশিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে অনায়াসে পুস্তকের অসদ্ভাব দূর করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এতদ্বিষয়ে বিষম ঔদাসীন্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ কি তন্নির্ণয়ে আমি সমর্থ নহি।

দ্বিতীয়, সময়ের অল্পতা। তিন বৎসর কালমাত্র এই বাঙ্গালা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদিগের শিক্ষার কাল। ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপল এই নিয়ম করিয়া যান যে, ঐ তিন বৎসরের মধ্যে দুই বৎসর কালেজের শিক্ষা শেষ করিয়া আর এক বৎসর কাল কেবল হস্‌পিটলে অনুষ্ঠান ও চিকিৎসা শিক্ষা করিতে হইবে। মহাশয়! দুই বৎসর কালের মধ্যে শারীর বিদ্যা সুন্দররূপে শিক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভাবিত। সুন্দররূপে শিক্ষা করা দূরে থাকুক, অতি আবশ্যক বিষয় গুলিও ভালরূপে শিক্ষা হয় না। তিন বৎসরের পরিবর্ত্তে যদি চারি অথবা পাঁচ বৎসর নিয়ম করা হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে।

তৃতীয়, শিক্ষকদিগের অনাস্থা। শিক্ষক মহাশয়েরা আপন আপন অধ্যাপনীয় বিষয় গুলি যথা কথঞ্চিৎ উপদেশ দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিতে পারিলেই আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হইল মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে দুরূহ বিষয় গুলি শিক্ষা করা ছাত্রদিগের সাধ্যায়ত্ত কি না, তাঁহারা সে বিবেচনা করেন না।

চতুর্থ, গবর্ণমেন্টের উপেক্ষা। গবর্ণমেন্ট যদি মনোযোগ করেন, নিঃসন্দেহ উপরি উক্ত বিষয় গুলির দোষ সংশোধন করিতে পারেন। গবর্ণমেন্ট কি জন্য যে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করেন না বলিতে পারি না।

৩রা বৈশাখ ১২৬৯ } কস্যচিৎ জনস্য

পত্র প্রেরক মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ডিপার্টমেন্টের বিষয়ে যে যে কথা লিখিয়াছেন, তাঁহার একটিও অযথার্থ নহে। ঐ ডিপার্টমেন্টের কথা স্মরণ হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের অন্তঃকরণে এই উদয় হইতে থাকে, গবর্ণমেন্ট কেবল প্রজাগণকে স্তোত দিবার নিমিত্তই ঐ ডিপার্টমেন্টটীর সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা প্রকৃতরূপ শিক্ষার স্থান করা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে, উহা কেবল শিক্ষার অনুকরণ স্থান করা হইয়াছে। না আছে শিক্ষার সদুপায়, না আছে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের যথোচিত উৎসাহ দান। একে আমরা যমসহোদর দেশীয় বৈদ্যদিগের জ্বালায় জ্বলিতেছি, গবর্ণমেন্ট আবার কত কগুলি যমের দ্বিতীয় সহোদর প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণ! আমাদিগের এই লেখাতে রুষ্ট হইও না। আমরা স্বরূপ কথা কহিতেছি। তোমাদিগের যখন সুশিক্ষা হইতেছে না, তখন তোমাদিগের হইতে সম্পূর্ণ অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে। অনেক কাজ কত মত জানিলেও কথঞ্চিৎ চলে বটে কিন্তু এ কাজটা পাঁটা কাটা কত মত জানিলে চলে না সে দরের নহে। এ দোষ তোমাদিগের নহে, গবর্ণমেন্টই তোমাদিগকে এই বিড়ম্বনায় ফেলিয়াছেন। ইহাতে তোমাদিগের লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইবার বিষয় কি?

গবর্ণমেন্ট যদি মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ডিপার্টমেন্টের সংস্কার ক্রিয়ায় যত্নবান হন, কৃতকার্য্য হইতে পারেন কি না এবং কি উপায় অবলম্বন করিয়াই বা সেই সংস্কার করিতে হইবে, এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচিত হইতেছে। আপাততঃ তিন বৎসর কাল বাঙ্গালা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণের শিক্ষার সময় নিরূপিত হইয়াছে এবং ঐ সকল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মার্থী হইলে উহাদিগকে অতি যৎসামান্য বেতনে নিয়োজিত করা হইয়া থাকে, কিন্তু এই সময়ের ও বেতনের বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কিছু বড় কঠিন কর্ম্ম নয়। বাঙ্গালা ভাষায় ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়নই অতিশয় দুরূহ হইতেছে। যাঁহারা মেডিকেল কালেজে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনেই ব্যস্ত সমস্ত, তাঁহারা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আবশ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এ অসদ্ভাব দূর করিয়া দিবেন সে প্রত্যাশা অল্প। গবর্ণমেন্টকে এ বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী ও কিঞ্চিৎ অধিকতর অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। তাঁহারা প্রথমে কয়েক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া কিছু অধিক ব্যয়ে ভালরূপে চিকিৎসা শাস্ত্রে সুশিক্ষা প্রদান করুন, পশ্চাৎ ঐ সকল ব্যক্তিকে গ্রন্থ প্রণয়ন কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। গবর্ণমেন্টকে তাঁহাদিগের মাসিক বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিতে হইবে, এরূপ করিলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হইবেন, অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। যত দিন লোকে স্বয়ং উৎসাহী হইয়া এবম্বিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তত দিন রাজসাহায্য নিতান্ত আবশ্যক। আমরা প্রাচীন কালের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশ রাজলব্ধ সাহায্য বলেই হইয়াছে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি বহরমপুর দাতব্য সমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক। ১২৬৭ সালের। আয় ব্যয় স্থিতির বিবরণ পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই আয় ব্যয় স্থিতির বিবরণ এই।

আয়	ব্যয়	স্থিতি
৩৩৮৪৵৫	১২৮২৸৵১৫	[illegible]

আয়ের বিবরণ।

মাসিক দাতব্য	১২১৮॥৶০
বার্ষিক দাতব্য প্রাপ্তি	৬৫
এককালীন দাতব্য প্রাপ্তি	৫৪।৶০
হাওলাতি টাকার সুদ	২৩ ॥/১০

তন্ত্র পরিবারের মাসিক বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্তি

২৬৹

ব্যয়ের বিবরণ।

অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতিকে মাসিকবৃত্তি দান

৩৪৭৸৹

তন্ত্র পরিবারদিগকে মাসিক বৃত্তি দান

৬১২৸৹

আগন্তুক দান	১৪৯৸৹
সরঞ্জমি ক্রয়	৩৷৵১০

ধনসংগ্রাহক সরকারের কমিস্যন

১০২৸৶৫

বিবিধ ব্যয়	৫৭
টিকিট ক্রয়	২।৹
নকল নবিশের বেতন	৭

স্থিতির বিবরণ।

কোম্পানির কাগজ	১৫০০
নগদ	৬০১৵২০

—০—

বিবিধ সম্বাদ।

সুজন, অধীনস্থ, সকৃতজ্ঞচিত্ত, সাহায্য সাপেক্ষ, এই কয়েকটি পদে অশুদ্ধ বোধে সন্দেহ হওয়াতে এক ব্যক্তি সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সৃজ ধাতু অনট প্রত্যয় করিয়া বিকল্পে গুণ হয়, সৃজন ও সর্জ্জন দুই পদই হইতে পারে। অধীনরূপে স্থিত, এ অর্থ করিলে অধীনস্থ শব্দ অশুদ্ধ হয় না; সকৃতজ্ঞ চিত্ত ক্রিয়াবিশেষণ, কৃতজ্ঞচিত্ত বিশিষ্ট হইয়া ইহার অর্থ। অপেক্ষার সহিত বর্ত্তমান এই বিগ্রহ বাক্য দ্বারা সাপেক্ষ শব্দ সিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ সাহায্যের সাপেক্ষ এই ষষ্ঠীতৎপুরুষ করিলে সাহায্য সাপেক্ষ এইটী ব্যাকরণ শুদ্ধ হইতে পারে।

বালী গ্রামের শুভকরী সভার সভ্যগণ এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই পত্রিকার আকার সোমপ্রকাশের ন্যায় হইবে। ইহার মূল্য মাসে চারি আনা নিরূপিত হইয়াছে। ইহা সম চারি পত্র নহে। ইহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অন্য অন্য বিষয়ক প্রস্তাবাদি লিখিত হইবে।

আমরা আরো এক খানি নূতন পত্রের বিজ্ঞাপনী দর্শন করিলাম। উহার নাম বাঙ্গালি; উহা প্রেসিডেন্সি প্রেস হইতে প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। উহার মাসিক মূল্য এক এবং বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৮ টাকা।

শ্রীযুক্ত আনন্দ ভৈরব ঘোষ ময়মনসিংহ হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তত্রত্য গুরুচরণ কবিরাজ শূল, উদরাময় ও সূতিকা গৃহের পীড়া প্রভৃতি উৎকট রোগ শান্তি করিবার উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসায় অনেকের ঐ সকল রোগ প্রতীকার হইয়াছে।

বোম্বাই নগরে মালবদেশীয় অহিফেনের সিন্দুক ১২৬৫ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। মাসুল কমাইয়া দেওয়াতে ক্রমে মূল্য বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।

আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম, বোম্বাই নগরের বণিকেরা বিলাতি কাপড়ের শুল্ক উঠিয়া না যায় এই আবেদন করিয়াছেন; এক্ষণে সংবাদ আসিয়াছে তাঁহারা বলেন যত দিন তাঁহাদিগের পুরাতন বস্ত্র সকল বিক্রীত না হয় তত দিন শুল্ক উঠাইলে তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে; কাপড় বিক্রয় হইবার পর উঠাইলে তাঁহাদিগের আপত্তি নাই। বুদ্ধিকে কে কোথায় অস্বার্থপর দেখিয়াছেন।

শুনা গেল, আসামের চা-করেরা মজুর না পাওয়াতে প্রত্যেক মজুরকে ১০ দশ টাকা বেতন দিতে সম্মত হইয়াছেন। চা ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিলে আসামের গোলযোগের কারণ বাহির হইতে পারে।

আলাহাবাদ গেজেট সম্পাদক বলেন, তত্রত্য বারিক দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বদাই তদুপরি অগ্নি নিক্ষেপ করা হইতেছে কোন্ ব্যক্তি এরূপ করিতেছে, তাহা জানা যায় নাই। তত্রত্য সেনাপতি এতদ্দেশীয়দিগকে রাত্রি নয় ঘটিকার পর শিবিরে যাইতে নিষেধ করাতে সকলে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। এরূপ জনরব এক জন সৈনিক পুরুষ এক ব্যক্তিকে বধ করিয়াছে।

রামপুর বোয়ালিয়ার ঝড়ের বিস্তারিত সংবাদ আসিয়াছে। যে যে স্থানে ঝড় হয়, তত্রত্য ঘর, বাড়ী সমুদায় এককালে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ জনরব একটী স্ত্রীলোক ঝড়ে উড়িয়া এক বৃক্ষের উপরে পতিত হয়। আর এক জন এক ক্রোশ দূরে গিয়া পড়ে। বৃক্ষাদি উন্মূলিত হইয়া বহু দূরে উড়িয়া গিয়াছে। বিল ও পুষ্করিণীর জল উচ্ছলিত হইয়া মৎস্য সহিত ভূমিতে উঠিয়াছে। বিস্তর গো, ছাগল ও মনুষ্যের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। নিম্নে ইহার এক হিসাব দেওয়া যাইতেছে:—

মনুষ্য হত	১৭১
আহত	১১১
হত গো মহিষ ইত্যাদি	১০৯৩

এই হিসাব মৃত দেহ দর্শন করিয়া করা হইয়াছে। অনেক নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। তাহাতেও অধিক সংখ্য প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা একটী চমৎকার দেখিতেছি এক্ষণে দশবৎসর অন্তরে ভয়ানক ঝড় হইতে লাগিল।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি লসিংটন সাহেব বিদায় লওয়াতে ইডেন সাহেব তাঁহার কর্ম্মে প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত হইবেন।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন, তত্রত্য পদচ্যুত রাজার কোজাক সুলতান নামে একটী বিংশতি বর্ষীয় পুত্র জয়পুরে ধৃত হইয়াছেন। বিদ্রোহের এক জন সর্দ্দার বলিয়া তাঁহার বিচার হইতেছে। বিদ্রোহ কালে কোজাকের ১৫ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম ছিল। অতএব কি যুক্তিতে ইহাকে বিদ্রোহীর সর্দ্দার বলিয়া ধরা হইল?

হরকরা সম্পাদক পুনর্ব্বার দুর্ব্বৃত্ত হিলির কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছেন। না হবে কেন, কোন্ ঘরের কথা?

সমাচার হিন্দুস্থানী সম্পাদক অযোধ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

পেট্রিয়ট সম্পাদক স্বদেশীয়দিগকে পল্লিগ্রামে জরিমানা করিবার বিলের প্রতিবাদ করিয়া আবেদন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু সিবিল ফিনান্স কমিসনের সবিশেষ সাহায্য করাতে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক বলেন মহারাজ সিন্ধিয়া বোম্বাই নগরে যাইতেছেন। এরূপ জনশ্রুতি রাজা ইংলণ্ডে যাইবেন। কুসংস্কার নিগড় ক্রমশঃ ভগ্ন হইতেছে।

মান্দ্রাজে এতদ্দেশীয়দিগের যে সভা আছে, ঐ সভা সর উইলিয়ম ডেনিসনের নিকটে মিডাসি অধিকারের প্রার্থী হইয়া এক আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছেন। মিড়াসি স্বত্বের অর্থ এই, পল্লীগ্রামে যে সকল ভূমি পতিত আছে, জমীদারেরা তাহা আপনাদিগের জমীদারির অন্তর্গত করিয়া লয়েন। তাঁহারা চিরকাল এই স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সর উইলিয়ম ডেনিসন তাঁহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া বলিলেন " আমার এ বিষয় বিবেচনা করিবার সময় নাই" হাঁ বড় গ্রীষ্ম!

মিরেট বিভাগের জেলের অধ্যক্ষ ডাক্তর করবিণ কলিকাতায় আসিবার সময়ে বর্দ্ধমানে শুনিলেন লেপ্টনন্ট কর্ণেল ডেনিস নামক এক জন আফিসর ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য করবিণকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু বাষ্পীয় শকট চলিয়া যাইবে বলিয়া তিনি তাহা করেন নাই, এজন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

এক্ষণে পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ানদিগকে লইয়া সংবাদ পত্রে মহাআন্দোলন হইতেছে। এই যুবকদিগের দুঃস্বভাব ক্রমশঃ প্রকাশ হইতেছে। " কম্পিটিসন ওয়ালারা" শেষে উপনিবেশের গবর্ণরের ন্যায় হইয়া উঠেন দেখিতে পাই!

দুই জন ইউরোপীয় নাবিক এক বাক্স চুরট চুরি করাতে তাহাদিগের এক মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আর এক জন ইউরোপীয় চুরি করাতে তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। ক্রমে নরক গুলজার হইতেছে।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন লুধিয়ানার কমিসনর তত্রত্য নেমুল বিক্রম নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদককে ছাড়াইয়া দিয়াছেন। কমিসনরের অনভিমত কোন বিষয় লেখা ইহার কারণ। পঞ্জাবে স্বাধীনতার আধিপত্য রহিত করাতে সর জন লরেন্স ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়ার দলের লোকের এক প্রিয় পাত্র।

ষ্টিবন্স নামক এক জন ইউরোপীয় এক শত টাকার ব্যাঙ্ক নোট চুরি করাতে তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ও ইংলিসমান প্রভৃতি এখনও কি ইউরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র ও এদেশীয়দিগের স্বতন্ত্র আদালত রাখিবার চেষ্টা করিবেন?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক জন ইউরোপীয় দস্যু বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে। তথায় ক্রমশঃ দুশ্চরিত্র ইউরোপীয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারাই কি উপনিবেশকারীদিগের আদর্শ?

গ্রাণ্ট সাহেবের স্মরণার্থ কর্ত্তব্য অবধারণের উদ্দেশে ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে এক সভা হইয়াছে।

গত সপ্তাহে প্রায় দশ লক্ষ টাকার গবর্ণমেন্ট কাগজ বিক্রয় হইয়াছে।

ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়া সম্পাদক এদেশীয়দিগের সুরাপানে অধিকতর প্রবৃত্তি দেখিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। ইউরোপীয়দিগের সংসর্গে এ দেশীয়দিগের এই বিদ্যারই বিলক্ষণ শিক্ষা হইয়াছে।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন, সর চারলসউড আজ্ঞা দিয়াছেন প্রধানতম বিচারালয় হইতে ইংলণ্ডীয় প্রিবিকৌন্সিলে যে সমস্ত মোকদ্দমার আপীল হইবে লিগাল রিমেম্ব্রান্সরকে তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত লিখিয়া দিতে হইবে।

আসাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে তত্রত্য গোলযোগের কিঞ্চিৎ শান্তি হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম রাজা দিনকর রাও পীড়িত হইয়াছেন।

চীনদেশ হইতে মেইলযোগে নিম্নলিখিত সমাচার আসিয়াছে। বিদ্রোহীরা অদ্যাপিও হীনবল হয় নাই। সাঙ্গের ১০ক্রোশ পথের মধ্যে যত বিদ্রোহী আছে ইংরাজ ও ফরাশী রণতরির অধ্যক্ষেরা তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেছেন। সাঙ্গেতে প্রায় ৮০০০০পলায়িত ব্যক্তি আসিয়াছে তাহাদিগের সকলকে আহার দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পিকিন ও জাপান হইতে কোন বিশেষ সংবাদ আইসে নাই। নানকিনে নদীর অপর পারে সম্রাটের সেনারা যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া সুসজ্জিত হইয়াছে।

নিঙপো হইতে সংবাদ আসিয়াছে বিদ্রোহী দিগের এক দল জাহাজ চুসান অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

অদ্য টৌনহালে বহুলোকের সমাগম হইবে, তথায় অনেক পুষ্প ফল ও উৎকৃষ্ট সব্যাদি প্রদর্শিত হইবে।

সম্প্রতি পঞ্জাবের জেলের প্রস্তুত করা দ্রব্য সকল প্রদর্শিত হয়, অনেকে তাহা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আলিপুরের জেলের দ্রব্যাদি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা না হয় কেন?

এ, এ, রবর্টস সাহেব পঞ্জাবের রাজস্ব বিষয়ের কমিসনর হইয়াছেন। রবর্টস সাহেব ভারতবর্ষের ব্যাবস্থাপক সভার সভ্য হইবেন।

লাহোর ক্রনিকেল সম্পাদক বলেন করতারপুরে যে আফিসরেরা নর্ত্তকীদিগের প্রতি কুব্যবহার করিয়া ধৃত হন লেপ্টনন্টগবর্ণর তাহাদিগের উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন।

একজন ফিরিঙ্গি করেকটি তুলি ও কম্পাস চুরি করাতে তাহার দুই সপ্তাহ কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

হরকরাসম্পাদক বলেন লরিমার নামকসেক্রেটারি আফিসের একজন কেরাণী ২০০ টাকা বেতনে নূতন কনষ্টাবলরি পুলিসের একজন সহকারী হইয়াছেন। রাজ্যের জগাজুটে এই বেলা তরিয়া যাইবে।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন ফিসার নামক একজন সিবিলিয়ান ত্রিবাঙ্কুরের রেসিডেন্ট হইয়াছেন। মিলেটারিরা প্রায় রেসিডেন্ট হইয়া থাকেন।

পরিমিটের দ্রব্যাদি অতিশয় বিশৃঙ্খলে রাখা হয় উক্তসম্পাদক তাহার প্রসঙ্গ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কর্ম্মচারিদিগের দোষে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

রামপুর হাটে ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ইংলিসমানে লিখিত হইয়াছে, রাজা প্র-

তাপচন্দ্র সিংহ কয়েক দিবস পুর্ব্বে যখন বর্দ্ধমানে যান, তৎকালে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। এ সম্বাদটী যদি সত্য হয় অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এ সংবাদ মিথ্যা আমাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। বোধ করি রাজাও ইহা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন।

বোম্বাই গেজেট সম্পাদক বলেন, দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি তুলার আবাদ হইবে। ইউরোপীয় কৃষকেরা কার্য্য করিবে। কৃষিকর্ম্মের উন্নতি যত হয় ততই ভাল, কিন্তু ইউরোপীয়েরা কৃষি কার্য্য করিবে, এইটী শুনিয়াই শঙ্কা জন্মিতেছে।

কিছু দিন হইল এক জন ইউরোপীয় শ্রীরামপুরে রেইলওয়ে হইতে নামিবার সময়ে আপনার থলে ভুলিয়া যান। হুগলির দুই জন লোক তাহা লইয়া যায়। তাহারা তন্মধ্যস্থিত ২৬০০ টাকার নোট চুরি করিয়া থলেটি হুগলির ষ্টেসন মাষ্টরকে দেয়। ইতি মধ্যে টেলিগ্রাফে সংবাদ আসাতে তাহারা ধৃত হইয়াছে।

মুরসিদাবাদের নবাব গ্রান্ট সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্নের জন্য ২০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিজন ছাত্র বি, এ, উপাধি পাইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ। ১৮৫৯ অব্দ অবধি ১০৯ জন মাত্র তথায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে।

সুরত নগরে আজিও ওলাউঠার প্রকোপ কমে নাই।

হারিংটন সাহেব কিয়দ্দিবসের জন্য গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের মেম্বর হইয়াছেন।

এবার চীন দেশ হইতে ১০০০ বস্তা তুলা লিবরপুলে রপ্তানী হইয়াছে।

সর উইলিয়ম ডেনিসন বিদ্যাশিক্ষা ও প্রবন্ধ রচনার আবশ্যকতা বিষয়ে দুই প্রস্তাব লিখিয়াছেন। এসে লেখা গবর্ণরদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে!

লার্ড কানিঙ করাচি দর্শন করিয়া গমন করিয়াছেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে পারসীক সেনারা ফরা নামক একটি নগর অধিকার করিয়াছে। হিরাটের নবাব তাঁহাদিগের সহায়তা করিতেছেন। ইনকম টাক্স জমাইবার চেষ্টা হইতেছে, এ সময়ে আবার পারস্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল!

লেপ্টনন্ট কর্ণেল ক্রুস ভারতবর্ষের পুলিষইনস্পেকটর জেনরল হইয়াছেন। ক্রুস সাহেব লার্ড এলজিনের কুটম্ব।

নিম্ন লিখিত গবর্ণমেন্ট নোট সকল ভিন্ন ভিন্ন রাধাজনীতে প্রচলিত হইয়াছে।

কলিকাতা	২,৩০,০০,০০০
বোম্বাই	১,১৪,০০,০০০
মান্দ্রাজ	২৫,০০,০০০
মোট	৩,৬৯,০০,০০০

শীঘ্র চারি কোটি হইবে। এই সকল নোটের প্রতিভূস্বরূপ টাকা রহিয়াছে।

উক্ত সম্পাদক বলেন আগরায় শস্যাদি সস্তা হইয়াছে। ছোলা প্রতি টাকায় ।।৬ করিয়া বিক্রয় হইয়াছে। এবৎসর উত্তম ফসল জন্মিয়াছে।

পেণ্ডুলমের দ্বারা পাখা টানিবার যে নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেন্ট তদনুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার আবিষ্ক্রিয়াকারী গ্রান্ট সাহেবের প্রতি আলাহাবাদে গমন করিবার আদেশ হইয়াছে।

অযোধ্যাগেজেট সম্পাদক বলেন ঝাঁশীর দস্যুদলপ্রধান শম্ভু সিংহ ধৃত হইয়াছে।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন, লক্ষ্ণৌ নগরস্থ ইউরোপীয় সেনাদলের এক জন সৈনিক পুরুষ কোন সামান্য অপরাধে কারারুদ্ধ হওয়াতে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সৈনিকপুরুষেরা হয় ত গুরুতর অপরাধ করিয়া মৃত হয়, নতুবা সামান্য অপরাধ করিয়া কঠিন দণ্ড পায়।

টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক বলেন বোম্বাইয়ের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। তাঁহাদিগের ৫০০, ৫৮০, ৬৮০, করিয়া বেতন হইবে।

লাহোর ক্রণিকেলে লিখিত হইয়াছে এক ব্যক্তি এক জন ইউরোপীয়কে বধ করিয়াছে সন্দেহ করিয়া তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ বিনা বিচারে তাহাকে দশ বার বৎসর কারারুদ্ধ করিয়াছেন! পঞ্জাবের বুঝি এই সুবিচার! অথবা পঞ্জাবেরই বা দোষ কি, আমাদিগের ঠকি জেলে অনেকে তিন চারিবৎসর হাজতে থাকে।

✓হুগলীতে সম্প্রতি রতি ও কামদেবের পূজা হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে পাটা ও মদের শ্রাদ্ধ হইয়াছে। শুনা যাইতেছে একজন পেস্কারের উদ্‌যোগে এই ঘৃণিত পূজা হয়। এই সকল দর্শন করিয়া আমাদিগের এক এক বার ইচ্ছা হয় যে গবর্ণমেন্ট আইন করিয়া বল পুর্ব্বক কুৎসিত উৎসব সকল উঠাইয়া দেন।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম সেসিয়ন বন্ধ হইয়াছে। ইহার পর জরিমানার বিল বিধিবদ্ধ করিতে হইবে, এই বেলা আমাদিগের ব্যবস্থাপকেরাও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া স্নিগ্ধ হউন।

দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেবের মৃত্যু হইয়াছে। শিক্ষা দান বিষয়ে তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল।

গত শুক্রবার নিম্ন লিখিত মূল্যের অহিফেন বিক্রয় হইয়াছে।

	সিন্দুক	টাকা
বেহারের	১৩০৫	১৯,৬১,৭৭৫
কাশীর	১১৩৫	১৬,৯৮,৮৭০

গড়ে প্রতি সিন্দুক ১৫০০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

উকীল বকনাণ্ডের নাম সুপ্রিম কোর্ট হইতে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। লাণ্ড হোলডার্স সভা ইহার প্রতিবাদ করুন না কেন?

—০—

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা।

১২ ই এপ্রেল শনিবার।

মৌলবী আবদুল লতিফ ঠিকা গাড়ির ভাড়া স্থির করিবার বিল অর্পণ করিয়া এক বক্তৃতা করিলেন।

মেটলাণ্ড সাহেব ঐ বিলের সপক্ষতা করিয়া কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করিলেন এবং তিনি বলিলেন পালকি প্রভৃতির ভাড়া নির্ণয় করা কর্ত্তব্য কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে ভাড়া স্থির করিবার ভার না দিয়া ব্যবস্থাপক সভার হস্তে এ ভার দেওয়া উচিত। এই বিল সিলেক্ট কমিটির হস্তে সমর্পিত হইল।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ১৮৫৯ অব্দের ১১ আইন সংশোধন বিষয়ক বিল অর্পণ করিলেন। এই বিল বিধিবদ্ধ হইল।

ফরগুসন সাহেবের প্রস্তাবক্রমে বাষ্পীয় জাহাজ সকল মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিবার বিলের রিপোর্ট পঠিত হইল। কাউই সাহেব কয়েকটি সংশোধন করিলেন।

লসিংটন সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংশোধন বিষয়ক বিল বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই বিলের প্রতি আপত্তি করিয়া আগামি সভা পর্য্যন্ত তাহা স্থগিত করিবার অনুরোধ করিলেন। লেপ্‌টেনন্ট গবর্ণর তাঁহার পোষকতা করিলেন, কিন্তু অনেক সভ্য একমত হওয়াতে এই বিল বিধিবদ্ধ হইল।

ফরগুসন সাহেব জমীদারি ডাকের বিলে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পাঠ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহা অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থগিত রহিল।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

১৬ ই এপ্রেল বুধবার।

হারিংটন সাহেবের প্রস্তাব ক্রমে ইষ্টাম্প আইন সংশোধন বিষয়ক বিল বিধিবদ্ধ হইল।

বীডন সাহেব ১৮৩৫ অব্দের ২ আইন পরিবর্ত্ত বিষয়ক বিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রদান করিলেন। হারিংটন সাহেব নিম্ন লিখিত বিলের রিপোর্ট প্রদান করিলেন।

নূতন টাকা ও পয়সা করিবার বিল। ফৌজদারি আইন সংশোধন বিষয়ক বিল।

লেঙসাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১৪ আইন (বাকী টাকার নালিশের আইন) সংশোধন বিষয়ক বিল অর্পণ করিয়া তাহা সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

লেঙ সাহেব ১৮৬০ অব্দের ১০ আইন সংশোধন বিষয়ক বিল অর্পণ করিয়া তাহা সিলেক্ট কমিটির হস্তে প্রদান করিলেন। এই বিল অর্পণ করিবার সময়ে তিনি ১৮৬০ অব্দের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিলেন। প্রায় দুইঘন্টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করা হয়।

কাউই ও ফিটজ উইলিয়ম সাহেব রপ্তানীর মাস্তুল ও ইনকম টাক্স ন্যূন করাতে সবিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে এই ঘৃণিত কর উঠিয়া যাইবে।

লেঙসাহেব ১৮৬০ অব্দের ৩২ আইন (ইনকম টাক্স সংশোধন বিষয়ক বিল) অর্পণ করিয়া তাহা সিলেক্ট কমিটির হস্তে দিলেন।

হারিংটন সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বঙ্গদেশের লবণের করের বিল সভায় অর্পণ করিলেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্‌টেনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৭এ মার্চ।

এফ, বি, সিমসন সাহেব ময়মনসিংহে প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু যতদিন অন্য হুকুম না হয় পূর্ণিয়ার জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

এইচ এইচ, রবিন্সন সাহেব মেদিনীপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

আর, ভি, ককরেল সাহেব এক্ষণে অনুমতি লইয়া অনুপস্থিত আছেন ইনি ঢাকায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এফ, এম, হেলিডে সাহেব রাজসাহির জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। কিন্তু যতদিন অন্য হুকুম না হয় চম্পারণে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

এইচ, হ্যানকি সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

৪ঠা আপ্রেল।

শ্রীহট্টের লা আফিসর মৌলবি দেলাউয়ার আলি ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারা অনুসারে ঐ প্রদেশে প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৭ই আপ্রেল।

মানভূমের অন্তঃপাতি রঘুনাথ পুরের মুনসেফ মৌলবি বরকত আলি ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারা মতে এবং ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারা মতে ঐ প্রদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবি আবদুল লতিফ পরীক্ষা সভার এক জন সভ্য হইবেন।

৮ই আপ্রেল।

২৪ সংখ্যক পঞ্জাব পদাতিক সৈন্য দলের অধ্যক্ষ কর্ণেল এইচ, এফ, ডেন্সফোর্ড সি, বি, ১৮৫৭ সালের ১১ আইন মতে ঐ আইন সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচার জন্য জনিত প্রদেশের কমিসনর হইবেন।

ত্রিহুত ও সারণের আডিসনাল জজের প্রতিনিধি ডবলিউ এইচ, বরটুইট সাহেব ঐ সকল প্রদেশের আডিসনাল জজ হইবেন।

এস, এফ, ডেভিস সাহেব সারণে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জে, এস, আরমষ্ট্রং সাহেব ত্রিপুরার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

সি, ডি, ফিল্ড সাহেব পূর্ণিয়ার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

৯ই আপ্রেল।

ডবলিউ, জি, ইয়ং সাহেব বীরভূমে প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১০ই এপ্রেল।

কাপ্তেন, ডবলিউ, টি, কেপান বঙ্গদেশীয় ৪ গণিত পুলিষ সেনাদলের অধ্যক্ষ হইবেন।

লেপ্‌টেনন্ট সি, জি, বেকার, বি, সি, যিনি এক্ষণে বিদায় লইয়া আছেন প্রথম গণিত পুলিষ সেনাদলের অধ্যক্ষ হইবেন।

সি, জি, বুল সাহেব প্রতিনিধি দ্বিতীয় মাষ্টর আটেণ্ডাণ্ট হইবেন।

জি, সি, স্মিথ সাহেব সাঁওতাল্ পরগণার সরকারী কমিসনর হইবেন।

১১ ই এপ্রেল।

ঢাকার প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ এফ, এ, ডালরিম্পল, এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব কিছু দিনের জন্য উক্ত জেলায় প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজের কর্ম্ম করিবেন।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদকেষু।

কুমারখালির অসম্ভব দাহ।

যথোচিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ।

উঃ কি পরিতাপ! গত কল্য কিক্ষণে রজনী প্রভাত হইয়াছিল, একে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ, তাহাতে ঝটিকাসদৃশ বায়ুর বিষম বেগ, বোধ হইতে লাগিল যেন বসুমতী প্রলয়ের হস্তে পতিত হইয়া রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় কম্পিত হইতেছেন। তখন যাহার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করা যায়; দেখা যায় তাহারই চিত্ত বিকৃত, কেহই সুস্থচিত্ত নহেন, বিশেষতঃ সেই সময় মনুষ্য মাত্রেরই আহারের সময় উপস্থিত; কাহারো পাকোদ্যোগ প্রস্তুত; কাহারো প্রস্তুত হইতেছে; কেহ আহার করিয়াছে; কেহ আহারে বসিয়াছে; এমন সময়ে এই কুমার খালির পশ্চিম দিকে অগ্নি জ্বলিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ দিগের প্রায় ৩।৪ ক্রোশ ব্যাপিয়া যত বসতী বাটী ও গোলা বাটী ছিল, সমুদায় দগ্ধ হইয়া স্থানে২ ভস্মরাশি পুঞ্জীকৃত

হইল। যাহার যে ঐশ্বর্য্য ছিল, কাহারো তাহার একাংশ, কাহারো দ্বি অংশও বাহির হইল না, যে, যে অবস্থায় ছিল, সে, সেই অবস্থাতেই আপনাপন প্রাণ ও সন্তান গুলি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্য শোকে, কেহ হা বিধি বলিয়া মূর্চ্ছাগত, কেহ আমার কি হইল বলিয়া মস্তকে কঙ্কণাঘাত, কেহ আমার সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া যে কি প্রকার করুণস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন; তাহা শ্রবণ করিলে কোন্ ব্যক্তির অশ্রুধারা বিগলিত না হয়? সম্পাদক মহাশয়! এতদ্ব্যতিরিক্ত ব্যবসায়িলোকের যে কিপর্য্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে তাহা লিখিয়া শেষ করা দুঃসাধ্য। অনুমান ৬০। ৭০ হাজার টাকার চাউল, ধান্য এবং অন্যান্য জিনিষ দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইয়াছে; একে এই দুর্ব্বৎসর উপস্থিত, তাহাতে এই অসম্ভব ক্ষতি হওয়াতে বাণিজ্যের যে কত ব্যাঘাত হইয়া মহাজন লোকের সর্ব্বস্বান্ত হইল, তাহা, মহাশয় সহজেই বুঝিতে পারেন। একবার ৬৬ সালে ব্রহ্মাদেব ক্ষুধাতুর হইয়া মুখ ব্যাদান করিয়া চাউল ধন্যাদি প্রচুর ভোজ্য দ্রব্য আহার করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি না হওয়ায় শেষে ক্রোধে ৮। ৯ টী মনুষ্য গ্রাস করিয়া কএকবৎসর ক্ষান্ত ছিলেন। গত কল্য তাঁহার তদপেক্ষায় চতুর্গুণ ক্ষুধানল প্রজ্বলিত হওয়ায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ৩। ৪ ক্রোশ ব্যবধান পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপে আহার করিয়াছেন এবার যথেষ্ট চাউল ও ধান্য পাইয়া ছিলেন, তাহাতেই রক্ষা; না হইলে যেরূপ বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে যে সমূহ লোক উদরস্থ করিতেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি প্রাণিভক্ষণ না করিয়া কেবল চাউল ও ধান্যেতে যে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন, এই পরম লাভ। মেঘ গর্জ্জনে যেমন লোকে হতজ্ঞান হয়, গত কল্যের অগ্নির গর্জ্জনেও সেইরূপ সকলে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। কেহই তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। কি আশ্চর্য্য, এরূপ ভয়ঙ্কর অগ্নি কখন দেখি নাই।

সন ১২৬৮ সাল। তারিখ ৩০ চৈত্র।

নিতান্তানুগত
শ্রীশ্যামলাল মজুমদার
কুমারখালি।

—••—

সবিনয় নিবেদন।

মহাশয়! আমি কতকগুলি অপকৃষ্ট স্থান ভ্রমণ করিয়া অতিশয় পীড়িত হইয়াছি সুতরাং অধিক দূরদেশে যাইতে পারিতেছি না। অতএব মানস করিয়াছি পূর্ব্বদৃষ্ট দেশের বিবরণ লিখিয়া পীড়ার ক্লেশদায়ক সময় অতিবাহিত করিব।

মহাশয় আমি কিছুদিন পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলায় ভ্রমণকরিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম তদ্দেশীয় লোক সকল অতিশয় স্বার্থপর, শঠ, বিবাদ প্রিয় ও কৃষ্ণবর্ণ; গৌরবর্ণ লোক, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিন ভাগলোকই মুসলমান তাহাদিগের সংসর্গে ব্রাহ্মণেরাও অতিশয় নীচ হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিপ্রেরা "আল্লার মেহেরবানি থাকে ত বসিবে লাগিবে" ইত্যাদি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে। স্ত্রীলোকগুলি দেখিতে অতিকদর্য্য, মেকলিজাতির স্ত্রীরা মাধ্যমিক সুন্দরী। চিপ্‌রাজাতির স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী বটে, কিন্তু নাক খাঁদা। বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বস্ত্র পরিধান করে, উপরিভাগ অনাবৃত থাকে। ঐ দেশের লোকেরা অতিশয় বুদ্ধিমান্, মোকদ্দমায় এরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করে যে এই বিষয়ে তাদৃশ নৈপুণ্য কোন দেশের লোকেরি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মোকদ্দমার উপযোগী ভিন্ন অন্য লেখা পড়া শিখে না। অতএব গবর্ণমেন্টের উচিত ঐ দেশের মফঃসলে দুই একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেন। কারণ বুদ্ধিমান্ লোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিলে অতি শীঘ্রই ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠে।

'প্রাজ্ঞে শাস্ত্রং স্বয়ং যাতি বিস্তারং বস্তু শক্তিতঃ'

ভ্রমণ কারিণঃ

—••—

মান্যবর শ্রীযুত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত ২২ এ, চৈত্র বৃহস্পতিবার চন্দন নগরস্থ ইংরাজী ও বঙ্গ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই কার্য্যোপলক্ষে স্বদেশ ও বিদেশস্থ কতক গুলি বিদ্যানুরাগী ভদ্রলোকের সমাগম হয়। কার্য্যারম্ভে সভাপতি শ্রীযুক্ত রেবরণ্ড ডাইসন সাহেব ইংরাজি ভাষায় বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মনীতি শিক্ষার ফলোপধায়কতা বিষয়ক বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলের চিত্তরঞ্জন করিলে ফরাসডাঙ্গাস্থ ডাক্তর ম্যাসকিন সাহেব তাঁহার পোষকতা করিলেন। অনন্তর আর তিন জন দেশস্থ ভদ্র লোক মহোৎসাহের সহিত বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি সাধনের ও ঈশ্বরানুগ্রহের উপর নির্ভরের আবশ্যকতা বিষয়ক বক্তৃতা করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

১৮৬০ খৃঅব্দের ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্যালয়ের জন্ম হয়। ইহার আনুকূল্যার্থ কলিকাতা ফরাসডাঙ্গা ও অন্যান্য স্থানের স্বদেশানুরাগী মহাত্মারা এক সহস্র টাকা আনুকূল্য করিয়াছেন। এই টাকা হইতে বিদ্যালয়ের আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি শত টাকা বিদ্যালয়ের নামে জমা আছে। তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়া যায়। বালকদিগের বেতন হইতে যে টাকা আদায় হয় তাহার দ্বারা বিদ্যালয়ের ব্যয় প্রায় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, সুতরাং গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কোন সাহায্য লইতে হয় নাই। তাঁহারা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত উড্রো সাহেবের অনুরোধে পুস্তক ও মানচিত্র ক্রয়ার্থ এক কালীন পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন।

বোধ হয় সর্ব্ব সাধারণে জ্ঞাত আছেন যে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দানার্থ এই বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে ইহাতে কয়েকটী সচ্চরিত্র মিসনরীব্রাহ্ম, শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের অনুরাগ ও পরিশ্রমে এই বিদ্যালয়টীর অল্পকাল মধ্যে উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে যে যে দেশহিতৈষী মহাত্মগণ এই বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ এককালীন দান করিয়াছেন অথবা যাঁহারা মাসিক দান করিয়াছেন ও এতদ্দেশস্থ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনাপন রচিত সমুদায় পুস্তকের এক এক খণ্ড পুস্তক বালকদিগকে প্রতিবৎসর পারিতোষিক প্রদান করিতেছেন, ও যে যে মহাশয়গণ এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছেন আমরা সরলান্তঃকরণে তাহাদিগের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি এবং বিনীতভাবে প্রার্থনা এই যে তাঁহারা যাবজ্জীবন যেন ফরাসডাঙ্গার দরিদ্র বালকদিগকে বিস্মৃত না হন।

চন্দননগর
১৭৮৩ শক
৩১ এ চৈত্র

শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—••—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, অত্রত্য আদালতের সদর আমিনীর উকিল বাবু কালাচাঁদ দাস গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৫ই এপ্রিল শনিবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গলা, ইংরাজী ও পারসী এই

তিন ভাষাতেই আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কালাচাঁদ বাবু সময়কে কখন বৃথা নষ্ট করেন নাই। ইনি অতি পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও পরোপকারী লোক ছিলেন। ইহাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিশেষরূপ নৈপুণ্য দর্শন করিয়া আদালতের বিচার কর্ত্তারা ইহাঁকে "রায়" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহাঁর সহধর্ম্মিণী ১৬ টী পুত্র ও ৫ টী কন্যা সমুদায়ে ২১ টী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। এক্ষণে ইহাঁর ৮ টী পুত্র ও ৪ টী কন্যা বর্ত্তমান আছে। কালাচাঁদ বাবু একজন পৌত্তলিক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্য ধর্ম্ম বিদ্বেষ্টা ছিলেন না। ইহার একসংসর পূর্ব্বে যখন ইহাঁর দ্বিতীয় পুত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়মানুসারে ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্ত ব্রাহ্ম সমাজে গমনাগমন করিতে লাগিলেন তখন তিনি কোন বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া বরং সৌজন্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে কালাচাঁদ বাবুর বয়ঃক্রম ৭৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

১১ ই এপ্রিল ১৮৬২

মেদিনীপুর — এইচ, এন, ডি

—০—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়েষু।

অল্প দিন হইল এতন্নগরীয় কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি "দরিদ্রবালকরক্ষণী সভা" নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। নিরাশ্রয় নিঃস্ব বালকদিগের ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নোপযোগী সাহায্য দান করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। পোগোস ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের প্রযত্নে ও অধ্যবসায়ে এই মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

২। প্রয়োজনোপযোগী অধ্যাপক বিরহে ঢাকা কালেজে আপাততঃ বড় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। প্রথমবাৎসরিক শ্রেণীতে প্রায় নব্বুই জন ছাত্র হইয়াছে। তাহাদিগকে একত্র শিক্ষা দেওয়া অতিশয় ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া প্রিন্সিপল সাহেব (অধ্যক্ষ) ঐ শ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অধ্যক্ষ মহাশয়ের পরিশ্রমের বিষয় কিঞ্চিৎ না লিখিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিতে পারিলাম না। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে তাঁহার তুল্য পরিশ্রমী লোক পাওয়া ভার। তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম বাৎসরিক শ্রেণীতে তাঁহাকে গণিত শাস্ত্র পড়াইতে হয়, তাহাতে তিনি যে প্রকার পরিশ্রম করিয়া থাকেন তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু পোত বৃহৎ দাঁড়ী অল্প, কর্ণধার একা ইহাকে কি প্রকারে সুচারুরূপে চালাইতে সমর্থ হইবেন। শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষ মহাশয়ের এ কালেজে দুই এক জন সুযোগ্য অধ্যাপক প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

৩। গত বৃহস্পতিবার বেলা অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় এখানে প্রচণ্ড বাত্যা হইয়া বহুতর তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ভূতলশায়ী করিয়াছে। বাত্যার অব্যবহিত পরেই বৃষ্টি মুষল ধারায় পতিত হয়। প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম যে ঐ দিবস ঢাকার অন্তঃপাতি সিমুলিয়া গ্রামে শিলা 'ও জনে ১। সের ও ১॥ সের হইবে' বৃষ্টি হয়। তাহাতে বিস্তর গো গোবৎস বিনষ্ট হইয়াছে এবং এক জন কৃষক মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছে।

ঢাকা — বশংবদ

২৬চৈত্র — শ্রীরুদ্রচন্দ্র মৌলিক

—০—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয়েষু।

পশ্চাল্লিখিত বিষয়গুলি সোমপ্রকাশে স্থান পাইলে বাধিত হই।

অদ্ভুত দণ্ড বিধি।

এক জন কুর্ম্মি জাতীয় লোক কোন গুরুতর অপরাধ নিবন্ধন ধৃত হইয়া বাকুড়াস্থ শাসন কর্ত্তার হস্তে অর্পিত হয়। সে দোষী বলিয়া স্বীকৃত হইলে বোধ হয় পুলিষাধ্যক্ষ বাকুড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে, যে প্রকারে হউক দোষীকে "মেতর" করিবার আদেশরূপ দণ্ড দিবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রায় তিনমাস কাল কুর্ম্মিকে 'লুণভাত' খাওয়ান। তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে না পারায় শ্রীরামপুরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের উপর ঐ দণ্ড দিবার অনুমতি হয়; তিনি দোষীকে মেতর করিবার নিমিত্ত গত ১৩ই মার্চ্চ তাহার উপর যেরূপ পীড়ন করেন তদ্বৃত্তান্ত কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট শ্রবণ করিয়া বর্ণন করিতেছি।

উক্ত দিবস দোষী বিচারালয়ে আনীত হইলে সাহেব দুই জন মেতর ডাকাইয়া তাহাদিগকে কুর্ম্মির মস্তকে বিষ্ঠার হাড়ি চাপাইতে কহিলেন। সে চীৎকার করিয়া বলিল 'দোহাই সাহেব যদি আমায় কেটে ফেল, গলায় পা দাও তবু আমি উহা মাতায় করিতে পারিব না'। মাজিষ্ট্রেট কহিলেন 'অঃ ডাম নিগার টোমকো আবী করনে হোগা'। কুর্ম্মি কিছুতেই সম্মত না হওয়াতে সাহেব স্বহস্তে কশাঘাত আরম্ভ করিলেন। কি নিষ্ঠুরতা! সাহেব যত আঘাত করিতে লাগিলেন কুর্ম্মি আর্ত্তনাদ সহকারে ততই চীৎকার করিতে লাগিল, ক্রমে সে মূর্চ্ছিত ও ভূমিলুণ্ঠিত হইল, সাহেব তখনও নিরস্ত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে কুর্ম্মির মৃতকল্প দেহ ডাক্তর সাহেবের নিকট এই বলিয়া প্রেরিত হইল যে এ আর কত বেত খাইলেও মরিবে না, ডাক্তর কহিলেন আর ত্রিশ ঘা বেত ইহাকে মারা যাইতে পারে। কিন্তু সব অদ্য নয়। অদ্য দশ, আর তিনদিন পরে দশ, এবং অবশিষ্ট দশও এইরূপ। তৎপরে সাহেব কুর্ম্মির প্রতি কহিলেন 'কেমন টোম মেটর হোগা নেই' সে কহিল দোহাই সাহেব 'আমায় ফাসী দাও আর যন্ত্রণা দিও না আমি প্রাণ গেলেও উহা পারিব না'। সাহেব কহিলেন আঃ ড্যাম লে যাও জেলমে লে যাও। সে দিন এই অবধি।

গৃহদাহ।

সম্প্রতি অম্বিকা কালনা নামক স্থানের গঞ্জে অগ্নি লাগিয়া অনেকের অসম্ভব অপচয় হইয়া গিয়াছে। শুনা গেল এক জন মহাজনের প্রায় এক লক্ষ টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে; এইরূপে অনেকেরই বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এমন কি এই উৎপাতে স্বল্পমূলধনী অনেক ব্যক্তির জন্মের মত ব্যবসায় করা ঘুচিয়া গিয়াছে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। লাভের বিষয় এই এতদ্বারা একটীও প্রাণি হানি হয় নাই।

ফৌজদারী।

সম্প্রতি জিলা বর্দ্ধমান থানা মন্তেশ্বরান্তর্গত 'দেনো' নামক গ্রামে একটি বিলক্ষণ ফৌজদারী কাণ্ড হইয়াছে তদ্বৃত্তান্ত এই:—

ঐ গ্রামের জমীদার মুকসিম পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকমল হালদার তত্রত্য লোকের দুষ্টতা নিবন্ধন গ্রাম শাসনে অক্ষম হইয়া থানায় মদতের প্রার্থনা করেন তদনুসারে তথাকার দারোগা থানার একজন বরকন্দাজকে পাঠাইয়া দেন। প্রজারা সকলে মিলিত হইয়া উহাকে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়া বিদায় করে সে থানায় আসিয়া সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত দারোগাকে অবগত করিলে দারোগা স্বয়ং লোক জন সমভিব্যাহারে দেনোর অভিমুখে চলিলেন এদিকে দুষ্টেরা বিলক্ষণ দলবল সহকারে দারোগার প্রতি আক্রমণোদ্যোগী হইয়া রহিল; দারোগা সাহেব অনেক ধুমধাম করিয়া এক রিপোর্ট করিয়া গ্রাম হইতে যেমন নির্গত হইবেন

অমনি প্রস্তুত লোকেরা তাঁহার স্কন্ধের উপর পড়িয়া বিলক্ষণ প্রহার করিল এবং দারোগাকে প্রাণে না মারিয়া কতকগুলা গালাগালি দিয়া বিদায় করিল; দারোগাও অমনি প্রাণের থানায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া ডিপুটিমাজিষ্ট্রেট, মাজিষ্ট্রেট ও পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেন্টের স্থানে এক এক খানি রিপোর্ট করিলেন। সম্প্রতি কালনার ডেপুটিবাবু আসিয়া অনেক লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছেন একনে কি হয় বলা যায় না। আজিও এরূপ অশাসিত স্থান অনেক আছে।

এই প্রেরিত পত্র খানিতে চারিটি বিষয় লিখিত ছিল। তাহার একটি বিষয় কোন ব্যক্তির অমূলক নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ থাকাতে প্রকাশ করা গেল না। সম্পাদক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদকেষু।

বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত হেনরি উড্রো সাহেব মহোদয় অত্র নগরে শুভাগমন করিয়া প্রায় সপ্তাহ অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন; সংবাদ পত্রেই কেবল আমরা তাঁহার গুণগ্রাম পাঠ করিয়াছিলাম কখন নয়নগোচর করি নাই, দর্শনেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করি নাই, এবার তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। তিনি ২৮এ মার্চ শুক্রবার যামিনী ৮ ঘটিকার সময় গবর্ণমেন্ট ইংরাজী বিদ্যালয় গৃহে এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা কখন কি বিস্মৃত হইতে পারিব। ঐ যামিনীতে তিনি অত্রত্য তাবৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমক্ষে অদৃষ্টপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল বৎ চিত্র মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া সকলকেই মোহিত করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণও অনাহূত ছিলেন না। সাহেব মহোদয় প্রত্যেক মূর্ত্তির যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, জনতাহেতু তাহা প্রায় অনেকেরই শ্রুতিগোচর হয় নাই বলিয়া শনিবার ইংরাজি বিদ্যালয়ের উচ্চতম চারি শ্রেণীর ছাত্র এবং নগরস্থ বিদ্যানুরাগি মহাশয়দিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবী ও গ্রহ নক্ষত্র গণের গতি, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ ও জোয়ার ভাটা প্রভৃতি কতিপয় গুরুতর বিষয়ের চিত্রিত মূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিস্তারিত রূপে তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রম শীল ও অবিরক্ত চিত্ত, সংক্ষেপতঃ ইনিস্‌পেক্টর গণের যে যে গুণ থাকা উচিত তাহা মহাত্মা উড্রোতে বিদ্যমান আছে।

গতকল্য রবিবার নববর্ষাগমন উপলক্ষে অত্রত্য ব্রাহ্মগণ সন্ধ্যার পর সমাজ গৃহে একত্রিত হইয়া নিয়মিত রূপে পর ব্রহ্মের উপাসনা করেন। উপাসনা শেষ হইলে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি বক্তৃতা পাঠ করিলেন। বক্তৃতাটি অতিসুন্দর ও শ্রোতৃগণের শ্রবণসুখকর হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের সর্ব্বতোভাবে ধন্যবাদ ভাজন। তিনি ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদে যতদিন অভিষিক্ত হইয়াছেন, ততদিন তিনি এই সভার উপাচার্য্য পদ অবৈতনিক রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সভা তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছে। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে গবর্ণমেন্ট ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহোদয় সমাগত জনগণ সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, একটি বক্তৃতা করিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর নাম শ্রবণ করিলে, এখানকার যাবতীয় ব্রাহ্মের অন্তঃকরণে অকৃত্রিম ভক্তি ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ফলতঃ তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় অতি অল্পদিন মধ্যে মেদিনীপুরে আশার অতিরিক্ত সভ্যতার সঞ্চার হইয়াছে। সভার কার্য্য সমাধা হইলে যুবক ব্রাহ্মদল বসু মহোদয়ের বাটীতে একত্রিত হইয়া ভোজন সমাপন করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগের মনে দেশের দৈনন্দিন উন্নতির আশা সঞ্চারিত হইতেছে।

—০০—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদকেষু।

মহাশয়! আমরা জানিতাম হাকিমেরা গবর্ণমেন্টের পোষ্যপুত্র ইহাঁরা যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহার বিপক্ষে কেহই কিছু বলিতে পারিবে না। কিন্তু সম্প্রতি সোমপ্রকাশে ভ্রমণকারীর কখানি পত্র, তৎপরে ভূস্বামী আর একখানি পত্র দেখিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে, সুতরাং কাঁদির ডেপুটী বাবুর কিঞ্চিৎ গুণানুকীর্ত্তন নাকরিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। মহাশয়, যেরূপ ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন করিতে গেলে অক্ষমতা প্রযুক্ত বক্তাই লজ্জিত হন, সেই রূপ ইহাঁর যত গুণানুকীর্ত্তন করা যাউক না কেন তথাপি আপনাকেই লজ্জিত হইতে হয়। আহা! ইনি যেমন সদ্বিচারক, তেমনি ন্যায় পরায়ণ, তেমনি দয়াশীল-তেমনি অপক্ষপাতী। যদি ঈশ্বর ঐ সকল গুণের পুরস্কার প্রদান করেন তাহা হইলে ইনি যে সর্ব্বাগ্রগণ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাঁর কাছারির কার্য্য, অধীনস্থ লোকদিগের প্রতি ব্যবহার ও সদ্বিচারের বিষয় লিখিতে গেলে অতিশয় বিস্তার হয় অতএব কাদখালি নামক গ্রামে আসিয়া, যে চমৎকার বিচার নিষ্পত্তি করিয়া গিয়াছেন কেবল তাহার বিষয়টী লিখিতেছি।—

মহাশয়! এই গ্রামের কতকগুলি দারিদ্র প্রজার সহিত অত্রত্য কুঠিয়াল সাহেবের বিবাদ হয়। মহামতি ডেপুটী বাবু উক্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে আইসেন, কিন্তু এমনি মহিমা বিবাদী শ্বেতকান্তি মহাশয়ের সহিত একবার সাক্ষাৎ হওয়াতেই ডেপুটি বাবুর বুদ্ধি স্ফুর্ত্তি হইয়া উঠিল পরদিবস আমারা সূক্ষ্ম বিচার দেখিয়া নিতান্ত বিমোহিত হইলাম। সাহেবের পক্ষেই জয় হইল। যাহার দিগের উদরের অন্ন জুটে না, তাহারা বড়লোকের সহিত লাগিতে যায় কেন? তাহারা যেমন, তেমনি হইয়াছে, ডেপুটি বাবুর আরএকটী বুদ্ধিমত্তার কথা না লিখিয়া ক্ষান্তহইতে পারিলাম না। প্রজাদিগের মোক্তারেরা সাহেবকে সাক্ষী মানে, বিচারপতি মহাশয় তাহা অগ্রাহ্যকরিয়া কৌশল পূর্ব্বক বিচার নিষ্পত্তি করিলেন। বাহুল্য ভয়ে আর লিখিতে পারিলাম না।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "

২৩ ভাগ। ৬ সংখ্যা। } সন ১২৬৯। ১৬ বৈশাখ। ইং ১৮৬২ ২৮ এপ্রেল { মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই বৈশাখ।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

মাগুরার পত্র অতি অসারের মত লিখিত হইয়াছে এই হেতু উপেক্ষিত হইল। কান্দীর পত্র প্রেরক মুরসিদাবাদের শিক্ষা সংক্রান্ত ডেপুটি ইনস্পেকটরের অসঙ্গত নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পত্র আদৃত ও প্রকটিত হইল না।

—০—

লার্ড এলগিন্ ও লাণ্ড হোলডার্স সভা।

কেহ বলেন লার্ড এলগিন গোঁয়ার ও একগুঁয়ে; কেহ বলেন, তিনি অতিশয় ধূর্ত্ত, ডেলহৌসির দলের ন্যায় তাঁহার বিলক্ষণ চতুরতা আইসে; কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য তাঁহার চরিত্রের এরূপ পরিচয় দেয় না। বাক্য ও কার্য্যদ্বারাই লোকের স্বভাব ও চরিত্রের পরিচয় হইয়া থাকে। তিনি দুই বার সর্ব্বস্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া চীনদেশের যুদ্ধে গমন করেন, দুই বারই তিনি স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিয়া সন্ধি করিয়া আইসেন। তিনি যদি লার্ড ডেলহাউসির দলের লোক হইতেন, আমরা এত দিন চীনদিগকে স্বাধীন দেখিতে পাইতাম না। তিনি যে স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত দোষে অন্ধ নহেন, লাণ্ড হোলডার্স সভার প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তর দানই তাহা কহিয়া দিতেছে। তিনি প্রত্যুত্তর দান কালে এই কথা বলেন।

" আমি ভিন্ন ভিন্ন জাতি পূর্ণদেশে অবস্থিতি করিতেছি, আপনারা মনে করিতেছেন, ভারতবর্ষে যে নানা জাতি আছেন আমি তাঁহাদিগের পরস্পরের সদ্ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে সমর্থ হইব, কিন্তু এ স্থলে আমার বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অল্পই করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে যথার্থ রূপে কার্য্য করিয়া জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম ভেদ না করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর সমুদায় শ্রেণির প্রজার তুল্যরূপে সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, এবং যে স্থলে পরস্পরের স্বত্ব ও অধিকার লইয়া বিবাদ হয়, বিনা পক্ষপাতে তাহার মীমাংসা করেন। অপর, ইংরাজেরা এদেশে যে সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, [illegible] এতদ্দেশীয়েরা মঙ্গলের বিষয় [illegible] বেন কি না, ইংরাজেরা এদেশীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বিষয়ে যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা এ দেশের লোকেরা উপকারের হেতু বলিয়া বিবেচনা করিবেন কি না এবং এদেশীয়দিগের ধর্ম্ম অব্যাহত থাকিবে কি না, এই বিষয় গুলি ভারতবর্ষ স্থিত ইংরাজ

দিগের কার্য্যের উপরে প্রধানরূপে নির্ভর করিতেছে।

লার্ড কানিঙ চলিয়া গেলেন, লার্ড এলগিন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। গবর্ণর পরিবর্ত্ত সহকারে পূর্ব্ব গবর্ণরের অবলম্বিত রাজনীতিও পরিবর্ত্তিত হইবে, অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কিন্তু লার্ড এলগিনের উপরি লিখিত বাক্য দ্বারা সে আশঙ্কা এক প্রকার দূরীভূত হইতেছে, কার্য্যে যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে এরূপও বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, শ্রীবৃদ্ধি কারিদিগকে এ অধিকারকালটীও কিঞ্চিৎ অসুখে ক্ষেপণ করিতে হইবে। অসুখের কারণ এই, কার্য্যকালে জাতি ও বর্ণভেদ থাকিবে না, একথা শুনিলেই তাঁহাদিগের চিত্ত বিরস হয়। অথবা কেবল এই অধিকার বলিয়া কেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সভ্যতার যে উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাহা হইতে যদি ভ্রষ্ট না হন, শ্রীবৃদ্ধিকারীরা জাতি ও বর্ণভেদ ঘটিত পক্ষপাত বার্ত্তা বড় শুনিতে পাইবেন না।

বিজ্ঞান শিক্ষার উৎসাহ দায়িনী সভার আবশ্যকতা।

এই ভারতবর্ষে যৎকালে হিন্দুদিগের রাজত্ব ছিল, তৎকালে দর্শন বিজ্ঞানাদি যাবতীয় বিষয়েরই অনুশীলন হইয়াছিল। কি চিকিৎসা শাস্ত্র, কি গণিত শাস্ত্র, কি খগোল, কি ভূগোল, সকল শাস্ত্রেরই অনুশীলন সম্বাদ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, বহু বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়াও হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর শূন্যে অবস্থান নিরূপণ করেন এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শন করিবার নিমিত্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্রেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এরূপও অনেক বিষয় আছে যে ইউরোপীয়েরা সেই সেই বিষয় ভারতবর্ষ হইতে ঋণ করিয়া আবিষ্ক্রিয়া ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের পরাধীনতা প্রভৃতি কয়েকটী দোষ নিবন্ধন সকল বিষয় সম্পূর্ণতা ও উৎকর্ষের পরমা সীমা প্রাপ্ত হয় নাই। যাহা হউক, আমাদিগের ক্ষোভের বিষয় এই, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সকল বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগের দ্বারা তাহার শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ তাহার বিলোপ হইতেছে। অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই, ইউরোপীয়েরা যে আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, তদ্দ্বারাও আমরা সেই ন্যূনতা পূরণ করিতে পারিলাম না।

এ স্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে কি আমাদিগের দর্শন বিজ্ঞানাদি সংক্রান্ত শ্রীবৃদ্ধি লাভের কি কোন উপায় নাই উত্তর—উপায় আছে। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডে বিজ্ঞান শাস্ত্রের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি ছিল না। দ্বিতীয় চারল্‌সের সময়ে রয়াল সোসাইটি সভা সংস্থাপিত হয়, তদবধি বিজ্ঞান শাস্ত্র বিদ্যুৎবেগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। রয়াল সোসাইটির যত্নে অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টচর দেশ সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে; অভূতপূর্ব্ব বস্তু সকলের আবিষ্ক্রিয়া ও সৃষ্টি হইয়াছে; এবং অসাধারণ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজ নিজ বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে স্বদেশের সম্যক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ডাক্তর লার্ডনার, কাপ্তেন কেটর, সর জোসেফ ব্যাঙ্কস, সর জন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতির নিকটে ভূগোল ও বিজ্ঞান কি পর্য্যন্ত না ঋণগ্রস্ত আছেন? আমরা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারি যদি রয়াল সোসাইটির সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে কি পৃথিবী উল্লিখিত পণ্ডিতগণকে প্রসব করিয়া কৃতার্থ হইতেন? ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন সন্তানগণ দর্শন বিজ্ঞানাদি বিষয়ে যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, উর্দ্ধতন রাজগণের উৎসাহ দান কি তাহার কারণ নহে? রয়াল সোসাইটির ন্যায় ভারতবর্ষে কি একটি সভা করিবার কাল উপস্থিত হয় নাই? কি সেনা দল, কি রেলওয়ে কি চিকিৎসা ডিপার্টমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বত্রই উপযুক্ত লোক মিলিতে পারে! তাহাদিগকে যদি যথোচিত উৎসাহ দেওয়া হয়, এদেশে বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা অনুশীলনের স্থান ভারতবর্ষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্ট হয় না। হিমালয়, বিন্ধ্যগিরি প্রভৃতি পর্ব্বতে যে কত অদ্ভুত পদার্থ আছে তাহার নির্ণয় নাই। আমাদিগের দেশের লোকেরা যদি উৎসাহ পান, ঐ সকল স্থানে কায়মনোবাক্যে আবিষ্ক্রিয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীর রামজী রঘুনাথ কালকুলসের যে নূতন প্রণালী বাহির করিয়াছেন, ডি মরগান প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাহার ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন।

আমরা গবর্ণমেণ্টকে এই সকল কারণে অনুরোধ করিতেছি ইংলণ্ডীয় রয়াল সোসাইটীর ন্যায় এখানে একটি সভা সংস্থাপন করুন। সভা আপাততঃ চিত্রশালিকা অথবা ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে অধিবেশন করিবেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটী প্রস্তুত হইলে তথায় যাইবেন। এতৎ সংক্রান্ত মূলধন করিয়া তাহা হইতে যদি উৎসাহ দান করা হয়, আমরা শীঘ্র বিজ্ঞানের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিব সন্দেহ নাই।

১৮৬৩ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গলা পুস্তক।

একের রাজত্ব গিয়া অপরের রাজত্ব হইলে কিয়ৎকাল প্রায় সমুদায় বিষয়েই বিশৃঙ্খলা ঘটে। এরূপ হইবার বিশিষ্ট কারণ আছে। যিনি বহু দিনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া রাজ্যের অবস্থা বাহুল্যরূপে অবগত হন, তিনি চলিয়া যান, আর রাজ্যের অবস্থানভিজ্ঞ ব্যক্তি আগমন করেন। আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষা বিষয়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। বহু কালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃ

ত ভাষা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, বাঙ্গলা ভাষা ক্রমশঃ তাহার অধিকার হরণ করিতেছে। এবম্বিধ সময়ে বিশৃঙ্খলা ঘটা অসম্ভাবিত নহে। এখন যে ব্যক্তি যা মনে করিতেছেন, তাহাই বাঙ্গলাতে লিখিতেছেন। এক্ষণে বাঙ্গলার যেরূপ অবস্থা, সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে এ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন দূরে থাকুক, ইহাতে সম্যকরূপে ব্যুৎপত্তি লাভেরও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, যাহারা কখন সংস্কৃত স্পর্শ করে নাই তাহাদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। না আছে তাহাদিগের রচনা লালিত্য, না আছে ভাষা তাহাদিগের বশে, না আছে ভাব বিশুদ্ধি; তাদৃশ ব্যক্তির গ্রন্থকর্ত্তৃত্বযশোলাভ বাসনা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে যেরূপ যথেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হইতেছে, উৎসাহদাতারাও তেমনি উৎসাহ দান বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করিতেছেন। অনেকে বাঙ্গলার রসজ্ঞ নহেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে অযোগ্য পাত্রের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন; কিন্তু যোগ্য পাত্রেরা তাঁহাদিগের অনাদরহত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইতেছেন। অযোগ্যের উৎসাহ ও যোগ্যের অনুৎসাহ উভয়ই অনিষ্টের হেতু। অন্যের কথা ত অনেক দূরে আছে; রাজপুরুষেরাও উল্লিখিত ব্যবহারে পরাঙমুখ নহেন। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাঁহাদিগের তাদৃশ ঘটনা বিস্ময়াবহ নহে। উল্লিখিত যথেচ্ছাচারী গ্রন্থপ্রণয়নকারিদিগের দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণ করিতে পারেন এরূপ গুণ দোষজ্ঞ ব্যক্তিও বিরল। ১৮৬৩ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গলাপুস্তকই অদ্য আমাদিগের এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছে। আমরা ঐ গ্রন্থের দুটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; পাঠকগণ দেখুন কেমন সুন্দর গ্রন্থ খানি মনোনীত করা হইয়াছে।

আমোদ প্রমোদ যাহাদের এই ধারা।
স্বভাবেতে অবশ্য ইতর বটে তারা॥
যাহারা নাহিক ধারে সভ্যতার ধার।
পিতাপুত্রে দুইজনে সমান গোঁয়ার॥
কাহারে বন্ধুতা বলে কাহারে প্রণয়।
কঠিন হৃদয় লোকে অবগত নয়।
সভ্য লোক যারা তারা কোমল প্রকৃতি।
জাঙ্গলিক যারা তাহাদের অন্য রীতি॥
অনুর্ব্বরা হয় যদি আপনার দেশ।
তবু কৃষকের তায় আনন্দ বিশেষ॥
ভোগবিলাসের বাঞ্ছা মনে বড় নাই।
তাহাতেই তুষ্ট যাহা ঘরে বসে পাই॥
ইন্দ্রিয়জনিত সুখ কভু নাহি জানে।
স্বভাবে যা পায় কিছু সুখি তাহে মনে॥

ধরাতলে তুরস্ক এবং পারস্য দেশীয় প্রধান লোকেরা সর্ব্ব জাতির অপেক্ষা সুপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, তদ্ধেতু এই যে তদ্দেশীয় উচ্চ পদবীস্থ জনগণ জর্জ্জিয়া এবং সর্কেশীয়া দেশজাত সুপ্রসিদ্ধরূপীয়সীদিগকে অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া বিবাহ করে, কিন্তু যদ্যপি ইউরোপ খণ্ডের প্রথানুসারে ঐ ললনাগণের স্বাধীনতা সুখ থাকিত, তবে উক্ত দেশীয় প্রধান বংশীয়েরা যেরূপ রূপবান বলিয়া বিখ্যাত, সেইরূপ বলবান ও বুদ্ধিমান রূপে অগ্রগণ্য হইত সন্দেহ নাই। অতএব এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য, যে বাঙ্গালা দেশে সুশ্রীশালিনী কামিনীমাত্র পরিগ্রহ করিলেই যে কোন ব্যক্তির সুসন্তান লাভ হইবেক এমত প্রত্যাশা করা উচিত নহে। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের কারাবরোধ বিমোচন না হইলে এবং তাহারা সীতা, সাবিত্রী, রুক্মিণী এবং দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় সমাদৃত ও সুশিক্ষিত না হইলে তাহাদিগের গর্ব্ভে সাহসসম্পন্ন বলবান সন্তানগণের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব।

গ্রন্থ কারেরা ভাষা লিখিতে জানেন না, কেবল এই মাত্র অপকার নয়, মূল বাক্যেও ভ্রম জন্মিয়াছে। স্ত্রীলোক সুশিক্ষিত না হইলে যদি সাহসবান সন্তান না জন্মিত, তাহা হইলে প্রাচীন কালের স্পার্টা নগরের রমণীগণ বীরপ্রসু হইতেন না। অপর কৃষকেরা কি ইন্দ্রিয়জনিত সুখ ভোগ করে না? এখানে ইন্দ্রিয়জনিত সুখ শব্দের অর্থ কি? ফলতঃ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষেরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের ব্যয় করাইবেন; কিন্তু প্রজার কিছু হইতে দিবেন না। গ্রন্থের বিষয়েই কেবল তাঁহাদিগের এই রীতি লক্ষিত হয় না; স্থানে স্থানে শিক্ষকের ও অধ্যক্ষের বিষয়েও এই রীতি স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে।

—০০—

প্রাপ্ত।

নূতন কাব্য।

পারস্য দেশীয় মহাকবি হাফেজ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজা, আমীর, মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই তাঁহার লেখনীকে অতিশয় ভয় করিতেন। এই সময়ে সিরাজের নিকট বর্ত্তি কোন স্থানে কয়েকজন যুবক বণিক খেজুর খাইয়া তাহার আঁটী এক জন উষ্ট্র চালকের গাত্রে নিক্ষেপ করাতে সে বলিল "তোমরা আমাকে অপমান করিলে, অতএব আমি বাটী যাইয়াই তোমাদিগের নামে কবিতা লিখিব।" সহিস হইয়া কাব্য লিখিতে সাহস! শূকরের হস্তিরূপ ধারণ করিবার ইচ্ছা! অনল্প ধৃষ্টতার কার্য্য সন্দেহ নাই। যাহা হউক সে ব্যক্তি অপমানিত হইয়া হাফেজ হইতে চাহিয়াছিল, তন্নিমিত্ত তাহার সেই বাক্য দোষের না হইয়া গুণেরই হইয়াছে, কিন্তু হরকালী মজুমদার কি দুঃখে অনঙ্গ বিলাস লিখিয়া ভারতচন্দ্র হইতে চাহিয়াছেন? উষ্ট্র চালকের ন্যায় তাঁহাকে কোন অপমান সহ্য করিতে হয় নাই। তবে কি তিনি নিজে কোন বিদ্যাসুন্দর হইবার আশয়ে একার্য্য করিয়াছেন? তিনি যে জীবিকার জন্য এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, একথা বলা যাইতে পারে না, লেখনীকে উপজীব্য করিয়া চলেন এরূপ লোক ভারতবর্ষে বিরল। বিশেষতঃ [illegible] দিগের সমাজের তাদৃশ অবস্থা হয় নাই। আমরা এই ক্ষুদ্র জঘন্য পুস্তক খানি মুদ্রিত করিবার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এবম্বিধ জঘন্য পুস্তক প্রচার বন্ধ হয়, ইহাই নিতান্ত প্রার্থনীয় হইয়াছে।

বাঙ্গালাভাষায় নির্দ্দোষ উৎকৃষ্ট কাব্য

প্রায় নয়নগোচর হয় না। ভারতচন্দ্র বঙ্গদেশের প্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কবিত্ব অংশে তাঁহার যে প্রাধান্য আছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎপ্রণীত কাব্য আদিরস দূষিত বলিয়া ইদানীন্তন কালে সম্যক্ ফলোপধায়ী হইতেছে না। তাঁহা হইতে এদেশের একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াই যে সে মূর্খ কথঞ্চিৎ চৌদ্দটী অক্ষর একত্র করিয়া কাব্য লিখিতে সাহসী হইয়া থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই অনিষ্টকারিতার বিষয়ে ভারতচন্দ্রের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। সামান্য বিষয়ক পদ্য রচনাতেই ঈশ্বরচন্দ্রের বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি ছিল। কিন্তু মহার্থ বিষয়ে তাঁহার কবিত্ব শক্তি দুর্ব্বলপক্ষ চটক পক্ষির ন্যায় দূর গমনে নিতান্ত অসমর্থ ছিল। আদিরসঘটিত বর্ণনা বিষয়ে ভারতচন্দ্রের ন্যায় তিনিও অসাধারণ কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি এক্ষণে শৃঙ্গার রস পূর্ণ কাব্যে অনুমোদন করিবেন? সামান্য শারীরিক লাবণ্য দর্শন করিয়া মহামনা কোন্ ব্যক্তি মোহিত হইয়া থাকেন? সুন্দর পুরুষ নয়নগোচর হইলেই স্ত্রীলোকমাত্রের চিত্ত বিকার জন্মে, যে কবি এরূপ বর্ণনা করেন, তিনি মনুষ্য প্রকৃতির ও ধর্ম্মনীতির মর্ম্মজ্ঞ নহেন। বিদ্যাসুন্দরের অন্তর্গত পতিনিন্দা প্রকরণটী পাঠ করিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির মনে কবির প্রতি ঘৃণা না জন্মে? ফলতঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা করা হইয়াছে। তাঁহার লেখা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি এই ধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস করিতেন না।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। অনঙ্গ বিলাস বিদ্যাসুন্দরের গোবরের ছাঁচ। কাব্যের নায়িকা কখন কুৎসিত হন না। এইসংস্কার থাকাতে হরকালী বাবু সেকালের পুরাতন ছাতাধরা বর্ণনা করিয়া তাঁহার

"কুরঙ্গ নিন্দিত আঁখি, গঞ্জিত খঞ্জন পাখি
তুল্য নাহি হয় ইন্দীবরে॥
নাসা জিনি তিল ফুল, শ্রুতি জিনি কর্ণ মূল,
রক্তাধর বিম্ব [illegible]॥
মুক্তা হেরি বুঝি দন্ত, অন্তরে না হয় শান্ত
লাজে রহে জলধি ভিতর॥
মৃণাল জিনিয়া ভুজ ইত্যাদি" রূপে

কাব্যের নায়িকা অনঙ্গমোহিনীর রূপের কথা লিখিয়াছেন।

বিজয়রূপ রাজকুমার মৃগয়া করিতে আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে এক সরোবরতীরে নিদ্রিত হইলেন। অনন্তর অনঙ্গ মোহিনী শিব পূজা (সন্ধ্যার সময়ে শিবপূজা!) করিতে আসিয়া তাঁহার রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া হার ও অঙ্গুরীয় পরিবর্ত্ত করিয়া গৃহে গমন করিলেন। রাজকুমারের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, তিনি তৎক্ষণাৎ জাগ্রৎ হইয়া অশ্বারোহণে এক দূরস্থিত নগরে গমন করিয়া এক সরোবরতীরে মালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহার বাটীতে গমন করিয়া কালীর বরে, মালিনীর যত্নে উভয়ের মিলন হইল। তৎপরে আমাদিগের ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র বাসরের কার্য্য বর্ণনা করিলেন!!! পরে এক দৈত্য নায়িকাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, শেষে বহু কষ্টে উভয়ের মিলন হইল, কাব্যেরও শেষ হইল। আমরা বর্ণনার কথা বলিতেছি না, তাহা যত জঘন্য হইতে পারে হইয়াছে। গল্পটিও নূতন নহে। সেই বিদ্যাবতী রাজকুমারী, সেই মালিনী সেই কালীর স্তব সেই দৈবশক্তি ও সেই মিলন! মজুমদার কি মনে করেন, সর্ব্ব সাধারণে এই জঘন্য পুস্তক পাঠ করিয়া আমোদিত হইবেন? সকল প্রস্তর কি হীরক। কোন্ ব্যক্তি এই প্রকার বর্ণনায় আনন্দ সুখ অনুভব করিবেন? * •

নামেতে বিজয়রূপ রাজার নন্দন।
রূপে গুণে সুবিখ্যাত নীতিজ্ঞ সুজন॥
নীলাম্বুজ সুলজ্জিত হেরিয়া নয়ন।
সর্ব্বাঙ্গ গঠিল বিধি কিবা সুলক্ষণ॥
সুরম্য আবাসে দিল রাজপুত্রে বাসা।
খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিল খাসা খাসা॥

বিবিধ সংবাদ।

বোম্বাই গবর্ণমেন্ট ঐ নগর হইতে করাচি পর্য্যন্ত ডাকের ইজারাদিবার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের ডাক কলিকাতার ডাক অপেক্ষাও জঘন্য, ইজারা দিলে সেই বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি হইবে।

অদ্য ইডেন বাগানে পুনর্ব্বার আতোষবাজী হইবে। এবার টিকিট অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

নানাসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব ধৃত হইয়াছেন। ঐ ব্যক্তি পঞ্জাবের অন্তঃপাতি সোনাট পরগণায় লুক্কায়িত ছিলেন। তত্রত্য ডেপুটি কমিসনর মাকনার সাহেব তথাকার জায়গীর দারের সাহায্য লইয়া এক পালকিতে স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া রাও সাহেবকে ধৃত করিয়াছেন। রাও সাহেব বলিয়াছেন, তিনি কাপুরুষের ন্যায় কখন স্ত্রীলোক ও বালকদিগের শোণিতে হস্ত লিপ্ত করেন নাই, তিনি যথার্থ যুদ্ধধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াছেন। যা বলুন নানা সাহেবের গন্ধ যাহার গায় আছে, তাহার ক্ষমা নাই।

কেল্লার ৯৩ গণিত ইংলণ্ডীয় সেনাদলের মধ্যে ওলাউঠা প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগের যে সকল ব্যক্তি সুন্দর বন হইয়া আসিয়াছে তাহারাই এই রোগাক্রান্ত হইতেছে। সুন্দর বনই ওলাউঠার আকর।

বোম্বাই নগরে মালবদেশীয় অহিফেনের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। গত সপ্তাহে প্রতিবাক্স ১৫৭০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

গত আসিয়াটিক সোসাইটি সভার অধিবেশন দিবসে হিমালয় পর্ব্বতের তুষার রাশির বৃত্তান্ত ঘটিত কয়েক খানি পত্র পঠিত হয়।

ফিনিক্স সম্পাদক বাষ্পীয় আলোর বিষয়ে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন শেষ রাত্রিতে আলো মলিন হইয়া যায়। তিনি তন্নিমিত্ত গ্যাস কোম্পানিকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। শেষ রাত্রিতে সকল আলোই মলিন হয়। গ্যাস কোম্পানির দোষ কি?

মালটা দ্বীপে এক জন "সম্ভ্রান্ত" সৈনিক পুরুষ গ্লাস, বাসন প্রভৃতি চুরি করিয়া ধৃত হইয়াছেন। সম্ভ্রান্ত লোকের এমন ক্ষুদ্র বুদ্ধি।

মফস্বলাইট সম্পাদক বলেন মিরেটে ভয়ানক জ্বর হইতেছে। দুর্ভিক্ষের পর অবধি জ্বর প্লীহা ও [illegible] অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। [illegible]

ন্যায় ভারতবর্ষে মিউনিসিপাল নিয়ম প্রচলিত করিবেন না।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন আলাহাবাদে কয়েক জন কুচক্রী লোক চতুর্দ্দিকে অগ্নি দিতেছে। সম্প্রতি একজন সৈনিক এক ব্যক্তিকে শিবিরে অগ্নি দিতে দেখে; কিন্তু তাহাকে ধৃত করিতে পারে নাই। আলাহাবাদের সেনাপতি আজ্ঞা দিয়াছেন এতদ্দেশীয়েরা রাত্রিযোগে আলো লইয়া শিবিরের ভিতরে যাইবেন।

এবৎসর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর শুল্ক আদায় হইয়াছে। ঝাঁশী ও সিওনি জেলায় অপেক্ষাকৃত অল্প টাকা আদায় হইয়াছে।

আমেরিকার উত্তর বিভাগের সেনারা ক্রমশঃ জয়ী হইতেছে। মেমফিস ও নাসবিল উভয় নগরই গবর্ণমেন্টের হস্তগত হইয়াছে। ইংলিসমানের সংবাদ দাতা তন্নিমিত্ত বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছেন। হাঁ, যেখানে দাসত্ব বিমোচন সম্ভাবনা সেই খানেই ইংলিসমান ও তাঁহার অনুচরগণের ক্ষোভ।

ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক তত্রত্য কালেজের জন্য এক জন পৃথক চিকিৎসক নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। তত্রত্য সিবিল সর্জ্জন ছাত্রদিগের চিকিৎসা করিবেন বলিয়া প্রতি মাসে এক শত টাকা পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হইতে কোন ছাত্রেরই উপকার নাই। চাকরি করিতে গেলে উপরি লাভ চাহি কি না, ঐ ১০০ টাকাই উক্ত সিবিল সর্জ্জনের উপরি লাভ।

উক্ত সম্পাদক তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটের সূক্ষ্ম বিচার শক্তির এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দশ আইনের উল্লেখ করাতে সাহেব বলিলেন "দশ আইন কো বোলাও"। "চণ্ডীমণ্ডপ কো বোলাওয়ের দল আজিও যায় নাই।

গত রাত্রিতে ইডেন বাগানে বিস্তর আতোষবাজি পুড়িয়াছে। অনেক দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাজিপোড়ান আমোদটী নির্দ্দোষ নহে। ইহাতে প্রাণিহত্যা হইবার সম্ভবনা আছে। ১লা বৈশাখ চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভিতে আতোসবাজী কাণ্ডে ৫।৭ জন দগ্ধ হয়, তন্মধ্যে ১ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আর ২।১ জনের প্রাণত্যাগ সম্ভাবনা আছে। এ আমোদ পরিত্যাগ করাই উচিত।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটি নীলকর কোম্পানি হইয়াছে। মেটলাণ্ড সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গদেশীয় নীলকর ও চা কর ইহার উদ্যোগী। দশ লক্ষ টাকা ইহাদিগের মূলধন। কোম্পানি মজুর খাটাইয়া নীলবপন করিবেন। তাঁহারা স্থল বিশেষে রায়তী প্রথা অবলম্বন করিবেন। নীলকরেরা কি বুঝিয়াছেন বঙ্গদেশে আর নীল বপন করিবার চেষ্টা বিফল?

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে মহারাজ সিন্ধিয়া বোম্বাই দর্শন করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌনগরীর নবাব ইক্রামুদ্দৌলা (আলিনকিখাঁর ভ্রাতা) কয়েকখানি পত্রে কাপ্তেন হেসের জাল স্বাক্ষর করিয়া এই কথা লিখিয়াছিলেন যে বিদ্রোহের সময়ে নবাব গবর্ণমেন্টের সহায়তা করিয়াছিলেন। অতএব পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে বৃত্তি করিয়া দেওয়া হইবে। নবাবের ৫০,০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জালের এই দণ্ড কোন্ আইন অনুসারে হইল?

মেডিকাল ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেক্টর জেনরল ডাক্তর ফরসাইথ সাহেব নিজ পদ পরিত্যাগ করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট প্রকাশ্য রূপে গেজেটে তাঁহার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার পদত্যাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত ডাক্তর ৪৫ বৎসর এদেশে অবস্থিতি করেন। কাবুলের যুদ্ধে তিনি আপনার কার্য্যদক্ষতার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। ক্রমে প্রধান লোক সকল অবসৃত হইতেছেন, নূতন ভারতবর্ষে সকলই নূতন হইতেছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম হুগলিতে একটি শাখা ভারতবর্ষীয় সভা হইয়াছে। তত্রত্য অনেক সম্ভ্রান্তলোক তাহার সভ্য হইবেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই তথায় কৃতবিদ্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। যাহাতে কৃতবিদ্যের সংখ্যা অধিক হয়, সভা যেন তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখেন। ঢাকার লোকদিগের কবে উৎসাহ হইবে?

ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড নূতন কনষ্টাবুলরি পুলিষের কর্ম্মচারির নিম্ন লিখিত হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন:—

কর্ম্মচারি		প্রত্যেকের বেতন।
১ ইনস্পেকটর জেনরল		২৫০০।৩০০০
৪ সহকারী	ঐ	১২৫০
৪ সহকারী ইনস্পেকটর		১০০০
৮ প্রথম শ্রেণির জেলা সুপরিন্টেণ্ডাণ্ড		৭০০
৮ দ্বিতীয় শ্রেণির	ঐ	৬০০
৯ তৃতীয় শ্রেণির	ঐ	৫০০
২০ প্রথম শ্রেণির সহকারী	ঐ	৪০০
৩০ দ্বিতীয় শ্রেণির	ঐ	৩০০
৪০ তৃতীয় শ্রেণির	ঐ	২০০
১০৯ প্রথম শ্রেণির ইনস্পেকটর		১৫০
২০৭ দ্বিতীয় শ্রেণির	ঐ	১০০
২৪৭ তৃতীয় শ্রেণির	ঐ	৭০
২৪ সহকরী ইনস্পেকটর	ঐ	২৫
২৪৭ দ্বিতীয় শ্রেণির	ঐ	২০
২৪৭ তৃতীয় শ্রেণির	ঐ	১৬
২৪৭ ওবরসিয়র প্রথম শ্রেণির		১৪
২৪৭ দ্বিতীয় শ্রেণির	ঐ	১২
৩৮০০ তৃতীয় শ্রেণির	ঐ	১০
৮০০০ প্রথম শ্রেণির কনষ্টেবল		৮
৮৭৮০ দ্বিতীয় শ্রেণির	ঐ	৭
৮৭৮০ তৃতীয় শ্রেণির	ঐ	৬

সর্ব্বশুদ্ধ ইহার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। রামপুর বোয়ালিয়া, কৃষ্ণনগর, কটক, পুরী, রাণীগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর ও সম্বলপুরে নূতন পুলিষের এক এক প্রধান থানা হইবে।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট দিগকে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া দিবার নিমিত্ত কয়েকটি নিয়ম প্রকাশ করা হইয়াছে। নিয়ম গুলি স্থানান্তরে প্রকটিত হইল। আমরা ভাবিয়াছিলাম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা লাইসেন্স টাক্সের ফরম হইলেন।

বাজারে এক্ষণে পাট পয়সা সতর আনা বিক্রয় হইতেছে। বিট পয়সা সাড়ে ষোল আনা।

অযোধ্যার নবাবের মন্ত্রী আলিনকি খাঁ বিদ্রোহ অবধি বিনা অনুমতিতে কলিকাতার বাহিরে যাইতে পারিতেন না। গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন।

এত দিন এই নিয়ম [illegible] সকল কর্ম্ম-

চারী বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন, ছুটির নিয়মিত সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত, যিনি না হইতেন, তাহাকে পদচ্যুত করা হইত। কিন্তু অনেকেই বিশেষ কারণ প্রদর্শন না করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট হইতে বিদায় লইতেন। তন্নিবন্ধন উল্লিখিত নিয়ম বিফল হইত। এই হেতু অত্রত্য গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা করিয়াছেন বিশেষ কারণ প্রদর্শন না করিলে এরূপ স্থলে তাঁহারা পুনর্ব্বার নিজ নিজ কর্ম্ম পাইবেন না।

গত কল্য এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা গ্রাণ্ট সাহেবকে এক এড্রেস দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার উইলসন সাহেব রেলওয়ের সুবিধার জন্য মুরসিদাবাদ হইতে নলহাটি পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে দুই লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন ফিরোজ সাহ একণে এক দল বাড়োয়ারি দস্যুর অধিনায়ক হইয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে সম্পাদক ফিরোজ সাহকে মক্কায় তৎপরে পারস্য দেশে দর্শন করেন। একণে আবার এক কালে ভারতবর্ষের মধ্যে আসিয়াছেন। ওয়াল্টরব্রেটের কোন দৈব শক্তি আছে সন্দেহ নাই।

রেঙ্গুণে এক জন চীনে বিস্তর বারুদ ও বন্দুক লুকাইয়া বিক্রয় করিত। সে সম্প্রতি ধৃত হইয়াছে। এস্থলে নিরস্ত্র করিবার আজ্ঞা বিক্রম করিতে পারে নাই।

ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর অনেক স্থান হইতেই প্রবল ঝড়ের সম্বাদ আসিতেছে।

জন্য গ্রাণ্ট সাহেব ইংলণ্ডে গমন করিলেন। বীডন সাহেব লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর হইলেন। গ্রেসাহেব বীডন সাহেবের কর্ম্মে এবং ই, সি, বেলি সাহেব হোম সেক্রেটারির কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। বীডন সাহেব "শ্যাম রাখেন কি কুল রাখেন?" দেখিবার নিমিত্ত আমরা উর্দ্ধমুখ হইয়া রহিলাম।

কাবুল হইতে নিশ্চিত সংবাদ আসিয়াছে কন্দাহার ... নাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমীর দোস্ত মহম্মদ নিজ সেনা সমভিব্যাহারে কান্দাহারে গিয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এই যুদ্ধে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়া অর্থ ও সুশিক্ষিত সেনাপতি দ্বারা আমীরের সহায়তা করিবেন।

সম্প্রতি একজন পদচ্যুত গাড়োয়ান পূর্ব্ব প্রভুর আস্তাবলে সুরাপান করিয়া গোলযোগ ও নূতন গাড়োয়ানের সহিত দাঙ্গা করিয়া হত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত করণারের জুরি বসিয়াছে।

ফিনিক্সের একজন পত্র প্রেরক টাঁকশালের অধ্যক্ষগণের প্রতিকূলে সর্ব্বসাধারণের নিকটে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা না মানিয়া ব্যবসায়ী ও সাধারণ ব্যক্তি সকলকেই সাড়ে ষোল আনা পয়সা দিতেছেন। পয়সা আনিবার সময় এমত গোলযোগ হয় যে কাহার সাধ্য তন্মধ্যে প্রবেশ করে। পত্র প্রেরক বলেন তিনি ১০০ টাকার মধ্যে দুই টাকার পয়সা কম পাইয়াছেন। টাঁকশালের অধ্যক্ষের নিকটে কৈফিয়ত চাহা কর্ত্তব্য।

মারগারেট কারনওজ নামে একটী স্ত্রীলোক তাহার পুত্রের নামে এই বলিয়া পুলিষে নালীশ করে যে তাহার পুত্র ও তাহার বিস্তর অলঙ্কার অপহরণ করিয়া দুইজন বারাঙ্গনা ও এক পরিচিত ফিরিঙ্গির নিকটে তাহা রাখিয়াছে। পুলিষ কর্ম্মচারিরা অনেক অলঙ্কার বাহির করিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি হয় নাই। ফিরিঙ্গি ও ইউরোপীয় চোরের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে।

চীনদেশ হইতে সম্বাদ আসিয়াছে, সম্রাটের সেনারা সম্প্রতি বিদ্রোহিদিগকে পরাজিত করিয়াছে। উভয় দলেই অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে। সম্রাটের সেনাপতিরা যুদ্ধের পর প্রায় দুই সহস্র নিরস্ত্র বিদ্রোহিকে বধ করেন।

ইষ্টাম্প আইন সংশোধন বিষয়ক বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এবার নিয়ম হইয়াছে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে টাকা পাইয়া রসিদ দিতে হইলে ইষ্টাম্প লাগিবে। এতদিন কেবল ঠকা হইয়াছিল।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষীয় মহানগরস্থিত যুদ্ধ জাহাজের সংস্কার প্রভৃতি করিবার জন্য বোম্বাই ও সিঙ্গাপুরে দুটি ডক প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বোম্বায়ের ডক অতি উত্তম অবস্থায় আছে। সিঙ্গাপুরে নূতন ডক করিতে হইবে। সিঙ্গাপুর এই বেলা ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হউক না কেন? অথবা তত্রত্য দুর্গ, ডক প্রভৃতি আমাদিগের টাকায় প্রস্তুত করিয়া শেষে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ করা হইবে।

লার্ড এলজিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বলণ্টিয়র সৈন্য দিগের সংখ্যা ও উৎসাহের বিষয়ে রিপোর্ট চাহিয়াছেন। এদিকে বোম্বায়ের বলণ্টিয়রেরা যাঁহারা পারসী দিগকে আপনাদিগের দলে লইতে চাহেন নাই, সিদ্ধ করিয়াছেন। সাধারণ ব্যয়ে অস্ত্র লইয়া শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া কঠিন নয় "সেও ধরাই ? কঠিন।

বোম্বাই গার্ডিয়ান পত্রে লিখিত হইয়াছে, তথায় ৮০০ টাকার সরাপের কাণ্ট্রাক্ট ছিল, পুনায় একজন মুৎসুদ্দি ১১,০০০ টাকা দিয়া কাণ্ট্রাক্ট লইয়াছে। অধিক সংখ্য মাতোল না হইলে কেহ শতকরা ৩০ টাকার অধিক মাসুল দিতে কখন স্বীকার করে না। যে গবর্ণমেন্টের অধিকারে অধিক মাতাল তাহাকেই কি বলে প্রজাবৎসল গবর্ণমেন্ট?

গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা করিয়াছেন যে ব্যক্তি অন্যায় ব্যবহার ও অপরিমিত পান, ভোজন হেতু আফিসের কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইবেন, তাঁহাকে পেন্সন দেওয়া হইবে না। উচিত আজ্ঞা হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই আজ্ঞা বলবতী করিবেন তাঁহারা অগ্রে এই আজ্ঞাটী প্রতিপালন করিতে পারিলে হয়।

লাহোর অবধি অমৃতসর পর্য্যন্ত যে ১৬ ক্রোশ রেইলওয়ে খুলিয়াছে, তাহার তৃতীয় শ্রেণীর চারি আনা ভাড়া নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত একায় গমন বন্ধ হইয়াছে। তথায় এত লোক আইসে যে সকলের স্থান হয় না। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে কি ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানির অধিক লাভ হয় না?

যে উপায়ে উত্তম রূপে সেনাদিগের রসদ-

যোগান হয় তজ্জন্য এক কমিসন নিয়োজিত হইয়াছেন। আহ্লাদের বিষয় এই প্রধান সেনাপতি এত দিনেরপর কমিসরিএটের চোর দিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু আফিসরেরা বিশেষ সতর্ক না হইলে কমিসন কিছুই করিতে পারিবেন না। পবলিক ওয়ারকের রাক্ষস দিগের কি কিছুই হইবেনা?

প্রধান সেনাপতি আজ্ঞা করিয়াছেন, যে স্থানে ওলাউঠা হইবে সেস্থান হইতে সৈন্য দিগকে অন্য স্থানে তাঁবুর ভিতর রহিতে হইবে। সেখানেও ওলাউঠা গমন করিলে আরও দূরে ও প্রবহৎ বায়ুর বিপরীত দিকে যাইতে হইবে। ওলা উঠার নিবারণ হইলে বাটিক বিশেষ রূপে পরিষ্কৃত না করিলে সেনাদিগকে পুনরায় তথায় প্রেরণ করা হইবে না। সর হিউরোজ আফিসরদিগকে এবিষয়ে মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। প্রজার ওলাউঠার সময়ে কি উপায় করিতে হইবে সে কথাটি নাই।

আমরা শুনিলাম শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ইয়ং সাহেব রাজদেশীয় সেক্রেটারি হইবেন। হেলিডে সাহেবের প্রিয় প্যাত্রেরা ক্রমে২ দেখাদিতেছেন।

লাহোর ক্রনিকেল সম্পাদক উক্ত নগরস্থ পুরাতন মঙ্গল বংশীয়দিগের অট্টালিকা, মঠ, প্রভৃতি অনুৎসন্ন রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। লালা জ্যোতিঃপ্রসাদ এক লক্ষটাকা ব্যয় না করিলে জুমা মসিদ এতদিন কোথায় যাইত। তাহার পর হিউরোজ ভাঙ্গিয়া সেনাগণের নিবাসস্থাপন করিতে বলিয়াছেন। তাগানো রোম নগরীয় অট্টালিকা ভগ্ন করিয়াছিল বলিয়া চিরকাল নিন্দনীয় হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ইংরাজেরা কি সে তত্ত্ব অনুচ্ছ করেন?

সম্প্রতি বেথুন সোসাইটিতে মাললার্ভি সাহেব বাষ্পীয় যন্ত্রের বিষয়ে এক উত্তম প্রস্তাব পাঠ করিয়াছেন। ডাক্তর ডফ রাজা দেবনারায়ণ সিংহের বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে এই কথা বলেন এই সভায় এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় অনেক ব্যক্তি উপদেশ দান দ্বারা পরস্পরের সৌহৃদ্য বর্দ্ধন করিতেছেন। উভয় জাতির সদ্ভাব হইবেনা বলিয়া যে কুসংস্কার আছে তাহা এতদ্বারা অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অদ্য ভারতবর্ষের একজন সর্ব্বপ্রধান কুলীন ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, রাজা দেবনারায়ণ সিংহ উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি এক প্রাচীন ও মহাসম্ভ্রান্ত বংশের প্রতিনিধি, যে বংশ এদেশের ইতিহাসের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। যে সভা মানবজাতির ষষ্ঠাংশ ১৮ কোটি মনুষ্যের জন্য ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই সভায় এক জন এতদ্দেশীয় আমীর প্রবেশ করাতে প্রকাশ পাইতেছে গবর্ণমেন্ট এই নীতি অবলম্বন করিয়া উভয় জাতির পরস্পর বৈর শান্তি করিয়া সদ্ভাব করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সকলের মুখে এ কথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।

করাচিতে যিনি নানা সাহেব বলিয়া ধৃত হন, তাঁহাকে অদ্যাপিও মুক্ত করা হয় নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহাকে কানপুর পাঠাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এ ব্যক্তির অতি দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে. নানা সাহেব এত নির্ব্বোধ নহেন যে পারস্য দেশ থাকিতে করাচি হইয়া মক্কায় যাইবেন।

ফিনিক্সের এক জন পত্র প্রেরক প্রস্তাব করিয়াছেন নাগাদিগকে আক্রমণ না করিয়া তাহাদিগকে তাহাদিগের দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে যে চা করদিগের সুবিধা হয় না।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক সকল প্রেসিডেন্সির আয় অনুসারে বিদ্যা বিষয়ে ৫০ লক্ষ টাকা দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। যে টাকা দেওয়া হইবে তাহার তৃতীয়াংশ আনুকুল্যে এবং আয় একাংশ কেবল বঙ্গ বিদ্যালয়ে ব্যয় করিতে হইবে। যে স্থলে কোন ব্যক্তি ৫০০০ টাকার অধিক দান করিবেন সে স্থলে গবর্ণমেন্টের সেই পরিমাণে টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। সম্পাদক শীল, মল্লিক প্রভৃতিকে এ বিষয়ে দান করিতে বলিয়াছেন। তবে বাগানে নাচে কে টাকা ব্যয় করিবে।

লক্ষ্ণৌ নগরে একটি বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইহার উদ্যোগী। ভারতবর্ষের বিদ্যা ও রাজ্য সংক্রান্ত শ্রীবৃদ্ধি বাঙ্গালী দিগের দ্বারাই হইবে।

সমাচার হিন্দুস্থানী সম্পাদক লিখিয়াছেন লক্ষ্ণৌনগরে একটি দীর্ঘাকার লোক আসিয়াছে। সে সাড়ে পাঁচহাত লম্বা, মস্তকের বেড় প্রায় পাঁচহাত, হস্ত পদাদি সেই পরিমাণে। কিন্তু সে অতিশয় দুর্ব্বলতাহারে এক গরুর গাড়িতে লইয়া যাইতে হয়। সে প্রত্যহ প্রায় ১০০ টাকা দান পাইতেছে।

রংপুর দিক প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।

দিন দিন যত লোকের বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে, ছল প্রতারণা প্রবঞ্চনাও তত বাড়িতেছে, বিশেষ বঙ্গ দেশেই তাহার প্রাচুর্য্য অধিক দেখা যাইতেছে, আবার দুঃখি অপেক্ষা ভাগ্যধরেরা সে অংশে আরো পটু, গত ৩ বর্ষের মধ্যে কলিকাতার নিকট বাসি অনেক গুলিন গণ্য মান্য ধনি মহোদয় দারুণ ধনাশার বশ হইয়া অন্যায় পথে পদার্পণ করায় গুরুতর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে বাবু নিরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিত প্রভৃতি ২। ৩ জন ভদ্র প্রধান লোক কারাবস্থায় ক্লেশেই পঞ্চত্ব পাইলেন, অপর কয়েক জন এখনও দণ্ড ভোগ করিতেছেন, উত্তরপাড়া নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বীপান্তর হওন সময়ে ২৪ পরগনায় প্রচণ্ড সেসন জজ মেং লাটুর সাহেবের চক্রে পড়িয়া কারাবদ্ধ হওনের পরিবর্ত্তে ভাগ্যে ভাগ্যে পুণ্যবলে ৩। ৪ মাস হাজতে থাকিয়া আপীল আদালতের হুকুমে মুক্তি পান গাত্রের সে গন্ধ দূর না হইতেই পুনরায় দ্বিতীয় এক মোকদ্দমায় লিপ্ত হইয়া কুখ্যাতির পরিপাক জন্মাইলেন।

আমরা সংবাদ দাতার পত্র প্রমাণে গত সংখ্যক পত্রে তাঁহার বিষয়ের সূচক বিবরণ মাত্র প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্র পাঠ আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, বাবু তাঁহার উপযুক্ত ভৃত্য শ্রীযুত পীতাম্বর বসু দ্বারা এক পাট্টা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বিচারে তাহার কৃত্রিমত্ব প্রকাশ হইবায় সদর নিজামত আদালতের বিচারে ৫ বর্ষের জন্য কারাবদ্ধ হইয়াছেন, খাটনির বিনিময়ে দশ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবেক। শুনাযাইতেছে, কলিকাতা বাসিবাবুরা তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা লঘু হওন প্রার্থনায় গবর্ণমেন্টে আবেদন করিবেন, এবং কৌন্সেল মিষ্টর ফি সাহেব বসুর পুত্রকে লইয়া প্রবি কে

ন্‌সেলে আপীল করণার্থ ইংলণ্ড যাইবেন, ইতি পূর্ব্বে জাল ঘটিত মোকদ্দমার আপীল প্রিবি কৌন্সেলে কখন হয় নাই। দণ্ড বিধানের গুরুতা দেখিয়া ও লোকে সাবধান হয় না, ইহা আশ্চর্য্য বটে। যদি ভূম্যধিকারিদের অবস্থাই যখন এরূপ হইতে লাগিল তখন সামান্য লোকের কা কথা, এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই ইংরাজেরা এদেশের লোকের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভা।

২৩এ এপ্রেল বুধবার। দিনকর রাও পাতিয়ালায় রাজা ব্যতিরিক্ত সামুদায় সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

বিডিন সাহেব প্রস্তাব করিলেন ১৮৩৫ অব্দের ২ আইনের কিয়দংশ পরিবর্ত্ত করিবার যে বিল হইয়াছে তদ্বিষয়ক সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পঠিত হইয়া বিল বিধিবদ্ধ হয়।

হারিংটন সাহেব প্রস্তাব করিলেন, নূতন টাকা ও পয়সা করিবার বিল সিলেক্টকমিটি যে প্রকার স্থির করিয়াছেন তাহা পঠিত হইয়া বিধিবদ্ধ হয়।

সিলেক্টকমিটি ফৌজদারি আইন সংশোধন বিষয়ক বিলের বিষয়ে রিপোর্ট করিয়াছেন বীডন সাহেব তাহা সভায় অর্পণ করিলেন। আগামি সভায় এই বিল বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করা হইবে। উক্ত আইন দ্বারা পঞ্জাবের জেলা কমিসনর দিগের হস্তে যত বৎসর কারাবাসদণ্ড হইবার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়, প্রস্তাবিত বিল দ্বারা তাহা রহিত করিয়া দুইবৎসর করা হইয়াছে।

১৮৫৯ অব্দের ১৪ আইন সংশোধন বিষয়ক বিলের বিষয়ে সিলেক্ট কমিটি যে রিপোর্ট করিয়াছেন লেঙসাহেব তাহা অর্পণ করিলেন। আর তিনি ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংশোধন বিষয়ক বিলের সিলেক্ট কমিটির বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বলিলেন লেঙসাহেব সম্প্রতি বার্ষিক পাঁচশত টাকার ন্যূন আয় বান ব্যক্তিদিগের ইনকমটাক্স রহিত করিবার যে কাজ করিয়াছেন আমি তাহার সবিশেষ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিনা। এতদ্দ্বারা ত্রিবিধ উপকার হইয়াছে। প্রথমতঃ দরিদ্রলোকেরা পীড়ন হইতে মুক্ত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ সকলের ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতি ভক্তি জন্মিয়াছে, তৃতীয়তঃ এই আইন ইংলণ্ডের ন্যায় চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া লোকের যে সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহা দূর হইবে। লেঙসাহেব এদেশে আর কিছুকাল অবস্থিতি করেন এই প্রার্থনা করিয়া স্ববাক্যের শেষ করিলেন।

লেঙসাহেব ১৮৬১ অব্দের ৩২ আইন সংশোধন বিষয়ক বিলের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রদান করিলেন।

হারিংটন সাহেব ১৮৫২ অব্দের ১৬ আইন ১৮৫৩ অব্দের ১৪ আইন ও ১৮৫৫ অব্দের ৩৬ আইন সংশোধন বিষয়ক বিল সভায় অর্পণ করিলেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভা।

১৯ এপ্রেল শনিবার।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ব্যতিরিক্ত সমুদায় সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ইয়ং সাহেব সভ্য পদ পরিত্যাগ করাতে রিটেনকার সাহেব যথাবিধি শপথ পূর্ব্বক তৎ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ফরগুসন সাহেব বাষ্পীয় জাহাজ সকল সময়ে সময়ে দর্শন করিবার বিল সভায় অর্পণ করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করাতে তাহা গ্রাহ্য হইল।

রসিংটন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংশোধন বিষয়ক বিল বিধি বদ্ধ হইল।

জমীদারি ডাকের বিল অর্পণ করিবার যে করম ছিল তাহা অদ্য রহিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলাদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৭ই এপ্রেল—নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা যশোহরে শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সভ্য হইবেন।

বাবু কালীকান্ত রায়, রায় রাধাচরণ এবং শ্রীরাম ঘোষ চৌধুরী।

১৫ ই এপ্রেল—১৮৩৩ সালের ৯ আইন অনুসারে নিম্ন লিখিত ব্যক্তেরা ২৪ পরগণার ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

কাগজপুকুরে কাজি ফকির আহম্মদ।

পাণ্ডুয়ায় বাবু নীলমণি মিত্র।

১৭ই এপ্রেল—ডবলিউ জি ইয়ং সাহেব নবদ্বীপে সিবিল ও সেসিয়ান জজের প্রতিনিধি হইবেন।

এস এফ ডেবিস সাহেব সারণে প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এইচ রোজ সাহেব (যিনি এক্ষণে অনুমতি পাইয়াছেন) রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১০ই এপ্রেল—সি এইচ কাম্বেল সাহেব বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু আপাততঃ তিনি যে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাই করিবেন।

১৪ই এপ্রেল—নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা যুক্তেরের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের কমিটির মেম্বর হইবেন।

জে, কোহ সাহেব। বাবু কালীপ্রসন্ন চৌধুরী।

এফ, এইচ, পিলিউ সাহেব বরিসালের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের কমিটির মেম্বর হইবেন।

বাবু কৈলাসনাথ রায় বর্দ্ধমানের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া ফৌজদারী আইনের ২২ ধারা ও ১৮৫৪ অব্দের ১০ আইনের ১ম ধারানুসারে উক্ত জেলায় দ্বিতীয় শ্রেণির সহকারী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

জে, সি, সা সাহেব গয়ার সব ডেপুটি অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আহম্মদ চট্টগ্রামে বদলি হইয়া ফৌজদারী আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির সহকারি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১৫ই এপ্রেল—ই, জি, গ্লেসার সাহেব ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন।

ডবলিউ মরে সাহেব রাজসাহির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন।

এ, এ, মাণ্টেল সাহেব হিজলির নিমক এজেণ্টের প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান চিকিৎসা কার্য্যের ভার সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের হস্তে দিবেন।

২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ডবলিউ, সি, টেলর সাহেব (যিনি নদীয়ায় বিশেষ কার্য্যে গমন করিয়াছেন) যশোহরে বদলি হইয়া উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

সাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর পি, পি, কার্টর সাহেব সারণে বদলি হইয়া উক্ত জেলার ফৌজদারী আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির সহকারী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

১৭ই এপ্রেল—জে, পি, এইচ, ওয়ার্ড সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেটের ও আলিপুরের জেলের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন। ওয়ার্ড সাহেব কলিকাতা নগরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

---

২৬ এ মার্চ পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

সভাপতি লিঙ্কলন মহাসভায় প্রস্তাব করিয়াছেন দাসস্বামিদিগের ক্রমশঃ ক্ষতি পূরণ করিয়া দিয়া দাসদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। মহাসভা উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

বিদ্রোহীরা নরফকের অনতিদূরে সেণ্ট জেমস নদীর মোহানায় একটী সমুদ্র যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে। আরকান সাসের গবর্ণমেণ্ট সেনারা বানডরণ, প্রাইস ও মাকিলনের অধীনস্থ সেনা-

দিগকে এক মহাযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে। উভয় দলের বিস্তর লোক হত হইয়াছে। সেনাপতি মাক্লিলন কেয়ারকাকস কোর্ট হাউসে প্রধান শিবির স্থাপিত করিয়াছেন। পটমাক নদী তীরস্থ পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে।

ইটালির নূতন মন্ত্রি সম্প্রদায় যেরূপে রাজকার্য্য করিবেন, সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেনঃ— রোমনগর রাজধানী ও বিনিস স্বাধীন হইবে। দক্ষিণ ইটালির সেনারা রাজকীয় সেনাদলভুক্ত হইবে কথা হইতেছে। রোম নগরস্থিত ফরাসী দূত পোপের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া হঠাৎ পারিস যাত্রা করিয়াছেন।

প্রুশিয়ার মন্ত্রিবর্গের অনেকে পদত্যাগ করিয়াছেন। জাতি সাধারণ সভার প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

ফরাসী মহাসভায় যে সমস্ত প্রতিনিধি বিদেশীয় বাণিজ্য দ্রব্যের উপরে অধিক শুল্ক লইয়া স্বদেশীয় বণিকদিগের সুবিধা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন ইংলণ্ডের সহিত সম্প্রতি বাণিজ্য বিষয়ে যে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে ফ্রান্সকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

হাউস অব কমন্সে এই বলিয়া তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে যে উপনিবেশাদিতে যে সমস্ত দুর্গ প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায় গবর্ণমেন্টকে তদর্থ বৃথা ব্যয় করিতে হয়।

পোপ পুনর্ব্বার আত্যন্তিক পীড়িত হইয়াছেন।

লম্বার্ডির লোকেরা পরম সমাদরে গারিবলডিকে প্রত্যুদ্গমন করিয়াছেন।

ইটালির সর্ব্ব স্থানেই জাতীয় রাইফল সভা সংস্থাপিত হইতেছে।

এরূপ জনশ্রুতি গারিবলডির রাটেজির সহিত সদ্ভাব হইয়াছে।

বাহিরে দেখিতে গ্রীসের বিদ্রোহ শান্তি হইয়াছে বটে কিন্তু বাস্তবিক হয় নাই।

কেনিংষ্টনের কামডেন হাউস নামক বাটী পুড়িয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়া রবারের কারখানাও নষ্ট হইয়াছে।

কতকগুলি প্রধান ব্যক্তি ইংলণ্ড হইতে ইউনাইটেড ষ্টেটস পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ করিবার উদ্দেশে লার্ড পামর ষ্টনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় সেনা দলের অনেক আফিসর উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন।

—•○—

নিয়মাবলী।

বিজ্ঞাপন

১৬ই এপ্রেল।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগকে যে যে নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিত হইল।

১ম। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জেলার মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে নিম্ন লিখিত শপথ করিবেনঃ—

"আমি,-অমুক,-অমুক জেলার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শপথ করিতেছি, যে আমি এই জেলার মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে শান্তি রক্ষার্থ যথাসাধ্য মাজিষ্ট্রেটের সহায়তা করিব; আমি অপক্ষপাতিতা ও ভদ্রতা সহকারে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিব; আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের সময়ে গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরোক্ষে টাকা, অথবা পুরস্কারাদি গ্রহণ করিব না; এবং আমি প্রচলিত আইনের অনুসারী হইয়া যেমন জ্ঞান ও বিবেচনা তদনুসারে কার্য্য করিব"।

২য়। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা যে ক্ষমতা পাইবেন, তদনুসারে বিচার করিবেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তাহারা পুলিসের উপরে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে বন্দী করিবার জন্য পুলিসের উপর পরয়ানা দিতে পারিবেন।

৩য়। যদি বিচারের সময়ে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট কোন পুলিস কর্ম্মচারির কার্য্যের দোষ দর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তদ্বিষয় নিকটবর্ত্তি পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারির গোচর করিবেন।

৪র্থ। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা নিজ নিজ জেলার পুলিস কর্ম্মচারি কি অন্য ব্যক্তির বিজ্ঞাপন ও প্রার্থনা মতে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারেন। মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যে সে ফৌজদারি মোকদ্দমার অনুসন্ধান, প্রথম বিচার ও নিষ্পত্তির ভার দিতে পারিবেন। তাহারা সেসিয়ানে ও সুপ্রিমকোর্টে সমর্পণ করিবার মোকদ্দমাও প্রথম বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ স্থলে দেখিতে হইবে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা গবর্ণমেন্টের নিকটে উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না।

৫ম। জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা কমিসনরের অনুমতি অনুসারে কোন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের এলাকার সীমা বদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন; অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট তাহার বাহিরে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

৬ষ্ঠ। যদি কোন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার বিচারের সময়ে দেখে যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে তাহাতে তাহার নিজের স্বার্থ আছে, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৭ম। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় অথবা প্রথম শ্রেণির সহকারি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইতে পারিবেন; এবং তদনুসারে ফৌজদারি বিচার পতি হইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন।

৮ম। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা প্রধানতর কর্ম্মচারিকে কোন পত্রাদি লিখিতে চাহিলে তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা প্রেরণ করিবেন।

৯ম। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা এই বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিবেন যেন অর্থি প্রত্যর্থি দিগকে বৃথা বিলম্ব করিয়া কষ্ট পাইতে না হয়।

১০ম। প্রধানতম কর্ম্মচারির আদেশ অনুসারে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগকে পুস্তকাকারে নিম্ন লিখিত হিসাবগুলি রাখিতে হইবে; মাজিষ্ট্রেটেরা যে সে সময়ে সেইগুলি যেন সম্পূর্ণ দেখিতে পানঃ—

গুরুতর দোষের	হিসাব।
অন্য অন্য সামান্য দোষের	ঐ।
জরিমানার	ঐ।
আবেদনের	ঐ।
প্রত্যেক জমা ও খরচের	ঐ।
সেসিয়নে সমর্পণ করিবার	ঐ।
অর্থি প্রত্যর্থি দিগের প্রাত্যহিক	
হাজিরের	ঐ
সমনের	ঐ
গ্রেপ্তারি পরয়ানার	ঐ
রূবকারির নকলের	ঐ

১১শ। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা ঐ সকল বিষয়ের ফরম মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে পাইবেন।

১২শ। যেখানে সর্ব্ব সাধারণে অবাধে যাইতে পারেন। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটরা এরূপ স্থলে বিচার করিবেন।

১৩শ। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা ব্যবহারের জন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে এক২ টি মোহর পাইবেন।

১৪শ। যে সকল মাজিষ্ট্রেট যথা নিয়মে প্রত্যহ মোকদ্দমা করিবেন তাঁহারা আমলার বেতন ও কাগজ কলমের ব্যয় পাইবেন।

১৫শ। জেলার মধ্যস্থিত কোন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট যখন কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিবেন অথবা সেসিয়নে, কিম্বা সুপ্রিমকোর্টে সমর্পণ করিবেন, তখন পরয়ানা ও তৎ সংক্রান্ত অন্য অন্য কাগজের সহিত অবিলম্বে তাহা নিকটবর্ত্তি পুলিষকর্ম্মচারির নিকট সমর্পণ করিবেন।

১৬শ। জরিমানা প্রভৃতিতে যে সকল টাকা জমাহইবে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা প্রতিমাসে সে সমুদায় এবং মাজিষ্ট্রেট প্রদর্শিত নিয়মানুসারে টাকার এক হিসাব মাজিষ্ট্রেট অথবা তৎ স্থানের কোন কর্ম্মচারির নিকটে প্রেরণ করিবেন।

১৭শ। কোন জরিমানা, বা জমীনের জমা প্রভৃতির টাকা ফিরাইতে হইলে তাহ মাজিষ্ট্রেটের আদালত্ হইতে হইবে। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা কাহাকে কোন টাকা দিতে পারিবেন না।

১৮শ। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা প্রতি মাসে কত মোকদ্দমা করিলেন তাহার এক হিসাব পরমাসের ১লা দিবসে পুলিশের দ্বারা মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৯শ। মাসিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব পর মাসের ৩ দিনের মধ্যেই প্রেরণ করিতে হইবে। বাৎসরিক হিসাব জানুআরি মাসের ১০ইয়ের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

—০—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়! গত ১০ই জানুয়ারির ইণ্ডিয়ান্ রিফারমার ও ১লা ফেব্রুয়ারির সংবাদ প্রভাকরে দৃষ্ট হইল যে হুগলির সব আসিষ্টান্ট সারজন বাবু ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া চুচুড়া ডিস্পেনসরির অধ্যক্ষ গণের নামে জিলাস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট মিথ্যা একটী অভিযোগ করিয়া জন সমাজে বিলক্ষণ নিন্দনীয় হইয়াছেন। কিন্তু কি চমৎকার, আমি এবম্প্রকার নানাবিধ দোষাকর কর্ম্ম করিয়া ও এপর্য্যন্ত যে কাহার লক্ষ হইনাই, বা আমার নাম সংবাদ পত্রে প্রকাশ হয়নাই ইহার কারণ আমার সৌভাগ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। দোষ স্বীকার অথবা দোষের জন্য অনুতাপ করিলেই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হয়, এজন্য স্বীয় দোষাবলি পশ্চাৎ লিখিতেছি, এবং আপনার নিকট আমার এই নিবেদন যে যাহাতে আমার অচিরাৎ সুমতি জন্মে এরূপ কোন উপদেশ প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন?

প্রথমতঃ আমার জন্মস্থান ও বাসস্থান এবং বংশের পরিচয় দিতেছি। আমার জন্মস্থান ও বাসস্থান মহা নগর কলিকাতা, জাতিতে শূদ্র, তন্মধ্যে অতি নীচ কিন্তু জাতীয় ব্যবসায় দুই পুরুষাবধি রহিত হইয়াছে, পিতা ও পিতৃব্য মহাশয়েরা সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবন যাত্রা যাপন করিয়াছিলেন, আমি যোগেযাগে কিঞ্চিৎ চকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অর্থান্বেষণ জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম খোট্টা দিগের সহবাসে থাকিয়া, খোট্টা স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া খোট্টা দিগের ন্যায় তথায় নানা উৎপাৎ ও দৌরাত্ম্য করিতে উৎসুক হইয়াছিলাম একণে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিয়া হুগলি জিলার অধীনে কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু খোট্টা স্বভাব ত্যাগ করিতে পারি নাই, জাতীয় সম্ভ্রম এই যে উড়ে ও দুলে যান বেহারা আমাকে বহন করে না, সুতরাং এক পালকী গাড়ি দ্বারা গমনা গমন করি, যানারোহণ পূর্ব্বক যখন গমন করি তখন মনের অহঙ্কারে কাহার সহিত কথা কহি না, নানা প্রকার বিচিত্র বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করি কিন্তু অবয়বের গুণে পারিচ্ছদের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। বয়ঃক্রম ত্রিশের অধিক, বর্ণকৃষ্ণ, দেহ খর্ব্বাকৃতি মস্তক কেশ শূন্য দুই একটী দন্ত হীন, চক্ষু ক্ষুদ্র, উদর স্থূল ইত্যাদি এইত রূপ, আবার গুণ কেমন, অধীনস্থ লোক দিগকে তুচ্ছ সাম্ভাষণ করিয়া থাকি, সাধারণের উপকার জনক ঔষধ আত্মসাৎ করি, উপায় বিহীন রোগিগণ চিকিৎসার জন্য আসিলে দূরকরিয়া দিবার সাধ্যমত চেষ্টাপাই, অনিবার্য্য হইলে আপন নির্দ্দিষ্ট স্থূল ঔষধ ক্রয় করিতে অনুরোধ করি এবং একটাকা মূল্যের দ্রব্যে তিন টাকা লই, একদা একজন মুসলমান ঔষধ পাইবার নিমিত্ত আসিবায় তাহার শ্মশ্রু ধারণ করিয়া অপমান করি; বিখ্যাত হোজখানার গণিকালয়ে রজনী যোগে ধূম ও মদ্যপান করিয়া কালহরণ করি, কোন সময়ে মদমত্ত হইয়া যষ্টিদ্বারা সুবর্ণ বণিকের মস্তক চূর্ণ করিয়াছিলাম পরে ঐ অপমানিত মুসলমান ও আহত বণিক রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে সন্ধি করি, আমার নিকটে যে ঔষধ ক্রয় না করে তাহার চিকিৎসা করি না, যদি আমার অমতে অন্য দোকানে ঔষধ ক্রয় করে তবে তাহার ও দোকান দারের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করি, অন্যের শ্রীবর্দ্ধনে বিলক্ষণ কাতর হই, আমার খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, সম্পাদক মহাশয়, আমার গুণাবলির পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন এক্ষণে মনে আশঙ্কা হইয়াছে যে চরমে আমার দশা কি হইবে।

কস্যচিৎ অনুতাপিত জনস্য।

—০—

মান্যবর শ্রীযুত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এই গ্রামের এক জন স্বর্ণবণিকের পত্নী মৃতবৎসা দোষগ্রস্ত হইয়াছে। গত বুধবাসরে এক ব্যক্তি ছদ্মবেশী ভণ্ড উক্ত সুবর্ণ বণিকের বাটীতে আগমন করিয়া, আপনাকে মহাজ্ঞানী অসাধ্যসাধক ও নানাবিধ চিকিৎসাতে নিপুণ বলিয়া পরিচয় দিয়া কহিল যে আমি তোমার বনিতার মৃতবৎসাদোষ পিশাচ মন্ত্র দ্বারা অচিরে দূর করিতে পারি। এই কথা শ্রবণ করিয়া সুবর্ণ বণিক ও তাহার স্ত্রী ঐ প্রবঞ্চকের নিকট একবারে যেন বিনা মূল্যে বিক্রীত হইল এবং সাতিশয় ব্যগ্রতার সহিত দোষ দূর করিবার অনুরোধ করিল। পর দিবস অপরাহ্ণে বেলা ৫।৬ ঘটিকার সময়ে সেই ভণ্ড ঐ বণিকের আবাসে আসিয়া তাহাকে একটি মৃণ্ময় কলস বারি পূর্ণ করিয়া তাহাতে বিন্দুত্রয় তৈল প্রদান করিয়া রাখিতে এবং আতপতণ্ডুল ও মিষ্টান্নাদি নৈবেদ্যের আয়োজন করিতে কহিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। বণিক তদ্রূপ করিল। পরে প্রবঞ্চক সায়ংকালে একটা মৃত পশুর চর্ম্ম বিহীন মস্তক হস্তে করিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর, একটি কাষ্ঠাসনে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া তদুপরি উক্ত পশু মস্তক স্থাপন করিয়া পূজা করিতে বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধূর্ত্ত সুবর্ণ বণিকজায়াকে কহিল 'তুমি সমুদয় অলঙ্কার গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া যে যে অলঙ্কার যুগ্ম আছে অর্থাৎ যে অলঙ্কার দক্ষিণাঙ্গে একটি ও বামাঙ্গে একটি পরিধান করিতে হয়, তাহার এক এক পাট আমার নিকট ও এক এক পাট করিয়া আপনার নিকট রাখ এবং যে অলঙ্কার যুগ্ম আছে তা-

হাও আমার নিকট রাখ নচেৎ তোমার অলঙ্কারে ভুতাকর্ষণ করিবেক।" অবলা ঐ শঠের আদেশানুসারে সমুদয় অলঙ্কার গাত্র হইতে খুলিয়া, এক পাট বাঁক মল, এক ছড়া পুঁইছা এবং এক ছড়া তাবিজ (এই গয়নাগুলি রূপার) ও একটি সোনার বেশর ও একটি স্বুবর্ণ নত এবং একটি পিত্তলের হার একুনে ৬ দফা অলঙ্কার ধূর্ত্তকে দিয়া অবশিষ্ট আপনার নিকট রাখিল। অনন্তর প্রতারক ধ্যান সমাপনান্তে ঐ স্ত্রী বণিককে শীঘ্র স্নান করিয়া আসিতে অনুমতি করিল, বণিক গমন করিলে, ধূর্ত্ত তদীয় ভার্য্যাকে এক নিশ্বাসে রাস্তা হইতে মুষ্টিত্রয় বালুকা আনয়ন করিতে আদেশ করিল। এইরূপে যখন তাহারা উভয়ে বহির্গত হইল তখন ধূর্ত্ত স্বীয় ইষ্ট সাধনের সময় পাইয়া অলঙ্কারাদি হস্তগত করিয়া খিড়কির দ্বারের দিকে পলায়ন করিল। অনন্তর বণিকমহিলা বালুকানয়ন করিয়া জন শূন্য গৃহদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল এবং পূর্ব্বোক্ত বারিপূরিত ঘটেহস্ত প্রবিষ্ট করিয়া তদভ্যন্তরে যখন স্বীয় অলঙ্কার দেখিতে পাইল না, তখন একেবারে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তৎপরে স্বর্ণবণিক প্রত্যাগমন করিয়া তদবস্থা দর্শন করিয়া দস্যুর অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিল, তখন সে বাটীর সীমা পার হইয়াছে আর তাকে পায় কে? অবশেষে প্রবঞ্চকের অনুসন্ধান না পাইয়া হতাশ হইয়া পুলিসে খবর দিল। দেখা যাউক পুলীসের বাবাজীরা কি করেন? যাহা হউক, মহাশয়! বেটা হারের বিষয়টিতে ফাঁকিতে পড়িয়াছে অর্থাৎ স্বর্ণাবশী মনে করিয়া পিতলের হার গাছাটা লইয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত পুলীষে এবিষয়ের কিছু অনুসন্ধান হয় নাই, পরে যেরূপ হয় প্রকাশ করিব নিবেদন।

মানভুম পুরুলিয়া
সন১২৬৯ ৬ বৈশাখ
কস্যচিৎ পাঠকস্য

—•—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয়েষু।

বহরমপুর নিবাসী ব্যক্তিদিগকে এক্ষণে সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ব্রতী দেখা যাইতেছে। কিয়দ্দিবস হইল তাহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভয়ানক দুর্ভিক্ষের এবং মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চাঁদার বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন আবার ৭ই বৈশাখ বেলা ৫ ঘটিকার সময় ভাগীরথী তীরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারী সেনের সুরম্য বৈঠক খানায় শ্রীল শ্রীযুক্ত লার্ড ক্যানিং এবং আমাদিগের লেপ্‌টনেন্ট গবর্ণর মহানুভব গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ এক সভা অনুষ্ঠান করেন, ইহা দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি; এই সভায় বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু গৌরদাস বসাখ, বাবু পুলিন বিহারী সেন রাধিকাচরণ সেন বাবু রামদাস সেন বাবু প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু অম্বিকাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাবু দীনবন্ধুশান্যাল বাবু বৈকুণ্ঠনাথ নাগ বাবু রামলাল চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয় গণ উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্যারম্ভ হইলে মহানুভব গ্রাণ্টসাহেবকে প্রদান করিবার জন্য যে অভিনন্দন পত্র প্রস্তুত করা হইয়াছিল বাবু গৌরদাস বসাখ তাহা পাঠ করিলেন। তাহার পর বাবু পুলিন বিহারী সেন কহিলেন "গ্রাণ্ট সাহেব আমাদের দেশের যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত, এজন্য আমাদিগের সকলের সাধ্যমত কিঞ্চিৎ২ প্রদান করিয়া ভারতবর্ষীয় সভায় পাঠান আবশ্যক। এই বলিয়া তিনি ভারতবর্ষীয় সভা হইতে প্রেরিত গ্রাণ্ট সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করিবার আবশ্যকতা বিষয়িনী বিজ্ঞাপনী বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে পাঠার্থ প্রদান করিলেন। তিনি তাহা পাঠ করিয়া কহিলেন "আমরা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া না পাঠাইয়া যদি এখানে একটি "গ্রাণ্ট হাল" নামক গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ গৃহনির্ম্মাণ করি, তাহা হইলে ইহাতে দুটী উত্তম ফল হইবে। এক গ্রাণ্ট সাহেবের সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা; দ্বিতীয় এদেশে সাধারণ হিতার্থ নানা সৎকার্য্যের আলোচনার জন্য সাধারণ সভাগৃহ নির্ম্মাণ করা। অতএব আমাদের এইরূপ করাই কর্ত্তব্য। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রস্তাবে বাবু দীনবন্ধু শান্যাল ও বাবু অম্বিকাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় পোষকতা করিলে পর সকল সভ্যই তাঁহার এই প্রস্তাবে ধন্য বাদের সহিত অনুমোদন করিলেন। পুনরায় বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন আমাদের এই বিষয়ের চাঁদার জন্য আশু একটী সভা করা আবশ্যক। তাহাতে বাবু পুলিনবিহারী সেন কহিলেন "লার্ড কেনীং বাহাদুরও আমাদের দেশের বহুতর উপকার সাধন করিয়াছেন। অতএব তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্যও আমাদের চাঁদা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাবে বাবু পঞ্চাননবন্দ্যোপাধ্যায় বাবু গৌরদাস বসাখ এবং বাবু রামলাল চৌধুরি প্রভৃতি সভ্যগণ পোষকতা করিলে পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ হইল। ইহার পর দ্বিতীয় সভায় যাহা ২ হয় তাহা সোম প্রকাশে প্রকাশকরিতে ত্রুটি করিব না নিবেদন ইতি।

১২৬৯ সাল তাং ৯ বৈশাখ বহরমপুর।
কস্যচিৎ দর্শকস্য।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আমি কয়েক দিন শারীরিক পীড়িত থাকায় "ইহার শেষ বৃত্তান্ত পরে নিবেদিব" এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি নাই। জেলের মোকদ্দমার যে রূপ বিচার হইয়াছে, তাহাতে কোনক্রমেই আমার সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ১৭ই মার্চ্চ সোমপ্রকাশে মেদিনীপুরস্থ হং নং ইতি স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরকের প্রেরিত সম্বাদে জেলের মকদ্দমার নিষ্পত্তি বিষয়ে কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হওয়াতে কিঞ্চিৎ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। প্রেমচাঁদের ৬ মাস দুই শত, এবং জমাদারের তিনমাস একশত টাকা কয়েদ ও জরিমানার আদেশ হইয়াছে। এতে তাদের কষ্ট কি? ঘরের ছেলে ঘরে এল। জেলে পূর্ব্বে যেমন আধিপত্য এখনও সেইরূপ। কিন্তু হতভাগ্য অভয়চরণ বসুর কপালে এই পুরস্কার লাভ হইল যে, ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে কেবল পাট কাটুনীয়ার সর্দ্দারি করিতে হইত, এখন সার্জ্জন ও প্রেমচাঁদের নামে নালিস করাতে অর্থাৎ যথার্থ কথার উল্লেখে মাটি কাটিবার হুকুম হইয়াছে। মহাশয়! তাহা বর্ণন করিতে গেলে বালকের অথবা অজ্ঞানান্ধ পাষাণহৃদয় নিষ্ঠুর ব্যক্তিরও অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়। সার্জ্জন সাহেবের কুঠীর সম্মুখে তাঁহার নিজের একটী পুকুর কাটান হইতেছে। অভয়বসুকে ঐ কাজে দেওয়া হইয়াছে। ঐ পুকুরের মৃত্তিকা করকচময়। (এস্থানে প্রস্তরময় প্রযুক্ত কূপ কি পুষ্করিণ্যাদি খনন করিতে হইলে অধিকাংশ প্রস্তর মিশ্রিত মৃত্তিকা কাটিতে হয়) অভয় বসু বালককাল হইতে পরিশ্রমশীল নহেন, সুতরাং কারাবাস তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাতে আবার করকচ খনন করিতে হইল। অন্যান্য কয়েদী ৩।৪ সের ওজনের গাঁতি (লৌহ নির্ম্মিত করকচ খননের একপ্রকার অস্ত্র বিশেষ) তে, এবং অভয়চরণ বসুকে ৮।৯ সের ওজনের গাঁতিতে মৃত্তিকা খনন করিতে হইতেছে। আর মৃত্তিকা বহন করিতে হইলে অন্য জনে এক এক বারে এক এক যোড়া বহন করে, অভয়চরণকে এক এক বারে দুইযোড়া পরিমিত বহন করিতে হয়। মহাশয়! একে প্রচণ্ড আতপ তাপ, তাতে আবার অন্যাপেক্ষা ২।৩ গুণ অধিক পরিশ্রম; ইহা শ্রমক্লান্তাহীন লোকের কথা;

দূরে থাকুক, পরিশ্রমশীল ব্যক্তিও কখন করিতে সমর্থ হয় না। সে সময়ের দুঃখ দেখিলে কেবল মৃত্যুই যে, মনুষ্যের পরম বন্ধু এটী বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। এই ঘটনা দেখিবার জন্য কোন এক শনিবারের হাপ-স্কুলের পর পরদুঃখকাতর অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের কয়েকটী শিক্ষক ও প্রায় দুইশত ছাত্র উক্তস্থানে আসিয়া অভয়চরণের তাদৃশ অবস্থাবিলোকনে প্রায় সকলেই অশ্রু বিমোচন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রতি বিচারকদিগের এইরূপ নিগ্রহ দেখিয়া আর অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে না পারিয়া মাজিষ্ট্রেটকে ও মহাত্মা ডবসনকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে২ চলিয়া গেলেন। হায় রে পক্ষপাত! তোর কি এতই মহিমা যে, একেবারে সত্যের অপহ্নব করিয়া আপনক্ষমতা প্রকাশ করিস্। তোকেও ধিক্ তোর ভক্তকেও ধিক্!

মহাশয়, এত এক বিচার গেল, অন্য বিচারের বিবয় নিবেদিতেছি। এখন জেলের নিয়ম ভারি আটা আটি। একটী কথাও কেহ কাহার সহিত বলিতে পারিবে না। কয়েক দিন হইল জেলের একজন বরকন্দাজ ।০ চারি আনামাত্র উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া ৬ই মার্চ্চ দিবসে শ্রীযুৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সূক্ষ্ম বিচারে তাহার প্রতি ৬ছয়মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। যদি এইটী যথার্থ বিচার হয়, তবে প্রেমচাঁদের ও জমাদারের ১৪ বৎসরেও কিছু হয় না, নির্ব্বাসনেও কিছু হয় না, এবং সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টসাৎ করিলেও কিছু হয় না। অনন্তকাল নরকভোগই তাহাদের দোষানুরূপ শাস্তি। যদি প্রেমচাঁদ প্রভৃতির বিচারের জন্য জুরি আবশ্যক হইত, তবে এতন্নগরস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সরলান্তঃকরণে বলিত যে, এরূপ দোষী দিগকে অগ্রেই নির্ব্বাসন করা উচিত। আমরা তখনই জানি যে সাদাগায়ে কাল দাগ দেওয়া কমসাহসের কাজ নহে! আবার সার্জ্জনরূপ পিতা যাহাদের সহায়, তাহাদিগকেও দোষানুরূপ দণ্ড দেওয়া সহজ নহে! এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সার্জ্জনাদির নামে যে, অভিযোগ উপস্থিত হয়, মাজিষ্ট্রেট সাহেবই তাহার প্রধানোৎযোগী। তিনি সাহস না দিলে অভয়বসু মহাকষ্ট পাইয়াও কখন এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেন না। জেলের যে কোন গোলযোগ হউক না কেন, সার্জ্জনসাহেব একবার সাহেবদের ঘরে যান সব আগুন শীতল হইয়াযায়। যাহা হউক এবিষয়ে আর বৃথা আক্ষেপ অরণ্যে রোদন করা মাত্র। তবে আপনি যেমন পূর্ব্বে পত্রখানি পত্রস্থ করিয়া যার পর নাই উপকার করিয়াছেন, সেইরূপ যদি এখনও আপনি পত্রোপকারিতাগুণের বশবর্ত্তী হইয়া এই বিষয়ের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া পক্ষপাত শূন্য কোন ইংরাজী সম্বাদপত্রে প্রচার জন্য প্রেরণ করেন, তাহা হইলে সাতিশয় বাধিত ও উপকৃত হইব। কেন না আমি ত একে ইংরাজী জানি নাই, যদি ও এখানকার অনেকে ইংরাজী জানেন বটে, কিন্তু তদ্দারা তাদৃশ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার যাঁহারা বিশিষ্টরূপ জানেন, হয় তাঁহারা আলস্য অথবা ভয়াদি প্রযুক্ত এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না।

২। প্রায় ৯।১০ মাস হইল এতন্নগরে "বিবিধবিষয়বিধায়িনী" নাম্নী একটী সভা অত্রত্য কয়েকটী কৃতবিদ্যের প্রযত্নে স্থাপিতা হইয়াছে। তাহা সাপ্তাহিক ও মাসিকনিয়মে নির্ব্বাহিত হয়। সাপ্তাহিক কার্য্য প্রতি রবিবারে ২।৪ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া ৬ঘটিকায় শেষ হয়। মাসিক কার্য্য রবিবার রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকাপর্য্যন্ত চলিয়া স্থগিত হয়। ইহার অবস্থা এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি ইহাতে বোধ করি অচিরেই ইহার উন্নতি হইবে। ৪ঠা চৈত্র রবিবারে ইহার নবম মাসিক কার্য্য হইয়া গিয়াছে। সে দিবস দোলযাত্রা ছিল। যে সময়ে নাগরিক অধিকাংশ লোকে দোলোন্মত্ত হইয়া নৃত্য গীত ও বৃথামোদে রত ছিলেন; যে সময়ে সকল গৃহই প্রায় আবির কুঙ্কুমে পরিপূর্ণ ছিল; যে সময়ে সকলেরই অঙ্গবস্ত্র জবাকুসুম সদৃশ হইয়াছিল; সকলেরই মুখমণ্ডল বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছিল; যে সময়ে অর্থব্যয়ে অনেকেই বাহ্যজ্ঞান ন্য হইয়াছিলেন সেই সময়ে বিবিধবিষয়বিধায়িনীর অন্যূন ৪০ জন সভ্য সমবেত হইয়া "অস্মদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণের দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে কি না?" এই বিষয়ের আলোচনা করেন। রীতি মত দুইটী বক্তৃতা পঠিত হইলে একটী যুবক গাত্রোত্থান করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত এই বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার সেই বক্তৃতার মধ্যে এইটী বিশেষ রূপে উল্লখিত হইয়াছিল যে 'অদ্য দোলযাত্রা' ইহা প্রথমতঃ যে উদ্দেশে হউক না কেন, সম্প্রতি ইহা যে কিরূপ ঘৃণাকর ও অনিষ্টদায়ক হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিবেচক মাত্রেই অনুভব করিবেন। এই ঘৃণিত ব্যাপারে আমাদের সংলিপ্ত হওয়া কদাচ উচিত নহে। এইরূপে সকল সভ্যই দোলযাত্রার দোষোল্লেখ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সকলেরই অন্তঃকরণ আনন্দে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। দোলযাত্রার সংস্রব ত্যাগ করিলাম এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যুবকমণ্ডলী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সুখ অনুভব করিলেন। এইরূপ আন্দোলনের পর প্রায় ১১ টা রাত্রিতে সভাকার্য্য স্থগিত হয়। নব্যদলের এইরূপ চরিত্র ও উৎসাহ দেখিয়া অত্রত্য ব্রাহ্মেরাও অনেক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক অনেক অনুসন্ধান করিয়াও দেখা গিয়াছে যে, সে দিবস বিবিধবিষয়বিধায়িনীর সভ্যেরা দোলযাত্রার কোন সংস্রবেই লিপ্ত হন নাই। আমরা আশা করি নব্য সম্প্রদায়েরা অন্যান্য মহৎ বিষয়ে এইরূপ অগ্রসর হইলে অচিরেই মহৎ ফল লাভ হইবে।

একান্ত বশম্বদ
আপনার পূর্ব্ব পত্র প্রেরক
১৮৬২। ১৪ই এপ্রেল। মেদিনীপুর

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ছবোন লাল রায় চকদিঘী
১২৬৮ চৈত্র হইতে ৬৯ ফাল্গুন পর্য্যন্ত ১০ টাকা
" ভগবতীচরণ দেব রঙ্গপুর
১২৬৮ চৈত্র হইতে ৬৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" গুরুচরণ বসু বহরমপুর
১২৬৯ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" রাজা সত্যশরণ ঘোষাল কলিকাতা
১২৬৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ১০ ঐ
" বৈকুণ্ঠ নাথ রায় মানভূম
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ মৌলিক নওয়াখালি
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" পরানন্দ মুখোপাধ্যায় বীরভূম
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৫ ঐ
রাজা প্রাণকালী রায় বহরমপুর
১২৬৮ চৈত্র অবধি ৬৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বহরমপুর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" শ্যামাচরণ শ্রীমানি কলিকাতা
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামকৃষ্ণপুর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতীন হীয়তাং।

৪ ভাগ। ২৫ সংখ্যা। } সন ১২৬৯ । ২৩ বৈশাখ । ইং ১৮৬২ । ৫ মে { মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

২৩ বৈশাখ সোমবার।

শিক্ষাকার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানপ্রণালী।

প্রজাহিতৈষী রাজার কথা স্বতন্ত্র; যাহার কিঞ্চিৎ পরিণাম দর্শন আছে, তাদৃশ স্বার্থপর রাজাও কখন এরূপ ইচ্ছা করেন না যে প্রজা উৎসন্নহউক, আর তাহারা অজ্ঞানান্ধকূপে চির নিমগ্ন থাকুক, আপনার কোষগৃহ পরিপূর্ণ ও সুখস্বচ্ছন্দ ভোগ হইলেই হইল। প্রজারা বিনীত ও সুশিক্ষিত হয় এবং প্রবলের অত্যাচার ও দস্যুতস্করাদির উপদ্রব হইতে বিমুক্ত থাকে, বিবেকশীল রাজমাত্রেরই এই চেষ্টা। কিন্তু বহুতর প্রতিবন্ধক থাকাতে সকলে এই চেষ্টায় সফলমনোরথ হইতে পারেন না। অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়িণী সম্পুর্ণ চেষ্টা আছে, কিন্তু নানা কারণে এত দিন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এতদিন দস্যু তস্করাদির উপদ্রব নিবারণার্থ পুলিসও ছিল, প্রবলের অন্যায় নিবারণার্থ জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিও ছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের শিক্ষা দানেও বিমুখ ছিলেন না, কিন্তু ফল দর্শন করিয়া উল্লিখিত বিষয়ের অধিকাংশ বিড়ম্বনা মাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইত। পুলিস ছিল সত্য, কিন্তু যে উদ্দেশে পুলিস রাখা, তাহা সুসিদ্ধ হইত না, প্রত্যুত পুলিস কর্ম্মচারীরা ক্ষতে ক্ষারের ন্যায় অধিকতর কষ্টের ছিল। আজিও বঙ্গদেশ এই পুলিসের জ্বালায় জ্বলিতেছেন। জজ মাজিষ্ট্রেটপ্রভৃতির সংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ না হউক বড় ন্যূনও ছিল না; কিন্তু বিচার কর্ত্তার যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, ভারত বর্ষের দুর্ভাগ্যক্রমে উল্লিখিত বিচারকর্ত্তৃগণে তাহার অধিকাংশের অসদ্ভাব ছিল। গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের শিক্ষাদান কার্য্যে অনুদাসীন ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু লোক সংখ্যার সহিত গবর্ণমেণ্ট দত্ত অর্থের সংখ্যা করিলে সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্যের ন্যায় কিম্বা হস্তির মুখে দূর্ব্বাঘাসের ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। তাহারও অধিকাংশ কর্ত্তা ও তত্ত্বাবধায়কদিগের বেতনে পর্য্যবসিত হইত।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত কয়েক বিষয়েরই উন্নতিসাধন চেষ্টা জন্মিয়াছে। পুলিসদোষ সংশোধনার্থ, নূতনবিধ পুলিস সংস্থাপিত হইতেছে, বিচারকর্ত্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে এবং প্রজাগণের শিক্ষাদানার্থ কিঞ্চিৎ অধিক অর্থ ব্যয়করা হইবে, এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশকরা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট সমুদায়ে শিক্ষাকার্য্যে ৫০ লক্ষ টাকা দান করিতেছেন। বিষয়ের গুরুতা, গবর্ণমেণ্টের অর্থাগম, লোকসংখ্যা ও অধিক সংখ্য লোকের মূর্খতা বিষয় বিবেচনা করিলে এ দান পর্য্যাপ্ত দান বলিয়া অঙ্গীকৃত হয় না, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক দান করা হইয়াছে বলিয়াই আমরা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি। গবর্ণমেণ্টের এক্ষণে যেরূপ অর্থের সচ্ছল হইয়াছে, তাহাতে বিদ্যাবিষয়ে যদি কোটি টাকা প্রদত্ত হয়, একদিন অনুরূপ দান বলা যায়। কোটি টাকা দানকরা এখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপারও নহে। নূতন পুলিস হইলে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে। পুলিস কমিসনরেরা রিপোর্টমধ্যে লিখিয়াছেন ১৮৫৯।৬০ অব্দে সমুদায়ে পুলিসে ২৪৪৫৬৩৪৭ টাকা ব্যয় হয়; নূতন পুলিসে ১৮০৮০৪৯২ টাকা ব্যয় হইবেক। এরূপ হইলে ৬৩৭৫৮৫৫ টাকা বাঁচিতেছে। এই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে দিতে পারেন।

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট এবৎসর যে অধিক টাকা দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন, কোন্ বিষয়ে কিরূপে তাহা ব্যয়িত হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করিয়া বিদ্যালয়াদির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এখন অনেকের সে মত নয়। সাহায্য দান প্রথা ক্রমশঃ বলবতী হইবে, এই আকারই বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। এ প্রথা বলবতী হয় ইহা আমাদিগের অনভিপ্রেত নহে। তবে আমাদিগের বক্তব্য এই, এ দেশে কেবল সাহায্য দান প্রথা প্রবর্ত্তন দ্বারা অভীষ্ট লাভ হইবার সময় হইয়াছে কি না, গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা না করিয়া সহসা বিদ্যালয়াদির সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব ভার হইতে অবসর

গ্রহণ না করেন। যাহা হউক, এক্ষণে যে সাহায্য দান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা দোষশূন্য নহে। ইহার দোষ সংশোধন অতিশয় আবশ্যক। যেখানে বিদ্যালয় হইবে, তত্রত্য লোকেরা ছাত্রদেয় বেতন বাদে যত টাকা দিবেন, গবর্ণমেণ্টও সেই পরিমাণে সাহায্য দান করিবেন এই নিয়মটি শুভাবহ নহে। ইহা অনেক স্থলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কার্য্যের মহান অন্তরায় হইয়াছে। যাহাদিগের আপন আপন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তাহাদিগের অনেককে এই নিয়মটি দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইতে দেখা যায়। গবর্ণমেণ্ট আশু এ নিয়ম রহিত করুন। আমরা পূর্ব্বেও একবার কহিয়াছিলাম, পুনরায় কহিতেছি, যেখানে গবর্ণমেণ্টের যত রাজস্ব লাভ হইয়া থাকে, তাহা বিবেচনা করিয়া শত করা হিসাবে তত্রত্য বিদ্যালয়ে দান করুন। এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তত্ত্বাবধান কার্য্যে যে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার সংক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক। ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরের সংখ্যা কম করিলে বিদ্যার অণুমাত্র হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই।

কাছাড়ের চা-করগণ ও ঢাকাপ্রকাশের সম্বাদদাতা।

যিনি কাছাড়ে থাকিয়া এতদিন তত্রত্য চা করদিগের ব্যবহার বৃত্তান্ত ঢাকাপ্রকাশে লিখিতেছিলেন, তিনি সম্প্রতি আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পাঠকগণ পত্রখানি যথাস্থানে দর্শন করিবেন। পত্র পাঠ করিলে কোন রূপেই এরূপ বোধ হয় না যে এদেশে স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট, স্বতন্ত্র রাজশাসন অথবা স্বতন্ত্র রাজা আছেন। অত্রত্য ইউরোপীয়দিগকেই গবর্ণমেণ্ট, রাজশাসন ও রাজা বলিয়া বোধ হয়। ঢাকাপ্রকাশের উক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, চা-করেরা তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইয়াছিল তাঁহাকে অগত্যা কাছাড় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় বিশেষ স্বেচ্ছানুসারে ব্যক্তিবিশেষের প্রাণগ্রহণে সাহসী হইতে পারেন, স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট থাকিলে কি কখন এরূপ সম্ভাবিত হয়? উক্ত সম্বাদদাতা যদি অপরাধী হইয়া থাকেন, আদালত আছে, সেই স্থানে তাঁহার বিচার হইবে এবং আইন আছে, তদনুসারে তাঁহার দণ্ড হইবে; স্বহস্তে রাজবিধি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং প্রভু হইয়া কাহারও দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই। ইউরোপীয়দিগের এবম্বিধ গর্ব্ব ও এবম্বিধ স্বেচ্ছাচারিতাই তাহাদিগের প্রতি এদেশের লোকের বিদ্বেষের কারণ হইয়াছে। যেখানে এরূপ ব্যবহার, সেখানে দুর্ব্বলের ধন প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা কি? ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া বাস করেন তাহা এদেশের লোকের যে অভিপ্রেত নহে, তাহারও কারণ এই। অধিকসংখ্য ইউরোপীয় বাস করিলেই এদেশে অরাজক কাণ্ড হইবে, এই এদেশের লোকের শঙ্কা। এই শঙ্কা অমূলকও নহে। এদেশে এক্ষণে যে সমস্ত ইউরোপীয় বাস করিতেছেন, তাহার অধিকাংশেরই দুর্ব্ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে।

উক্ত সম্বাদদাতা ঢাকাপ্রকাশসম্পাদকের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ১২ই বৈশাখের ঢাকাপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, তৎসম্পাদক সম্পাদকীয় বাক্য স্থলে সম্বাদদাতার পত্রখানির তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার আর ক্ষোভ কি? তবে তিনি কাছাড়ে অবস্থিতির বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ব্যস্ত হইলে তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। সম্বাদ দাতা কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করুন। প্রজাগণের প্রতি সমপক্ষপাতে সদ্বিচার বিতরণ বিষয়ে অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের যে সাধুতর চেষ্টা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অত্যাচার কর্ত্তা যিনি হউন না কেন, অত্যাচার আর অধিক দিন প্রভুত্ব করিতে পারে না। জাতি ও বর্ণ ভেদে বিচার ভেদের কালও ক্রমশঃ অতীত হইতেছে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারি, যত দিন সদ্বিচার সপ্রতিবন্ধক হইবে, ততদিন গবর্ণমেণ্ট লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষের পবলিক ওয়ার্ক ও জন ডিকিন্সন সাহেব।

ইণ্ডিয়া রিফর্ম্মর সোসাইটি সভার সভাপতি জন ডিকিন্সন সাহেব ভারতবর্ষের পবলিক ওয়ার্ক প্রসঙ্গ করিয়া সম্প্রতি এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থলে রেলওয়ে হইতেছে। কিন্তু নদীগর্ভ খনন করিয়া প্রশস্ত করিলে এবং নূতনবিধ খাতাদি খনন করিলে যে লাভ সম্ভাবনা আছে, রেলওয়েতে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ হাউস অব কমন্সের অধিকাংশ সভ্য ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেই রেলওয়েরই অনুমোদন করিতেছেন; ইহার প্রতিবাদ করা উক্ত গ্রন্থ প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। কমন্স হাউসের সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। রেলওয়ের অপেক্ষা খাতাদি দ্বারা এ দেশের যে অধিকতর উপকার লাভ হইতে পারে, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতেও তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। নদী নদ ও খাতাদি দ্বারা কেবল যে দ্রব্যাদির আনয়ন ও প্রেরণাদির সুবিধা হয় এরূপ নহে, তদ্দ্বারা দেশের উর্ব্বরতাগুণের বৃদ্ধি হইয়া দুর্ভিক্ষাদি দোষ প্রশমনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। ব্যয় গণনা করিলেও উভয়ের বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে। এক ক্রোশ পথ খাত খনন করিতে যে ব্যয় হয়, রেলওয়ের সেই এক ক্রোশে তাহার বহুগুণ অধিক ব্যয় হইয়া

থাকে; কেহ বলিয়া না দিলেও ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হইতে পারে।

ফলতঃ যাহাতে লাভ ও উপকার অধিক এবং ব্যয় অল্প, তাহা কাহার অধিকতর প্রার্থনীয় না হইবে? ডিকিন্সন সাহেব এক স্থানে লিখিয়াছেন " গোদাবরী মুখে রাস্তা ও খাল প্রভৃতির সুবিধা হওয়াতে অদ্ভুত উপকার দর্শিযাছে; পূর্ব্বে বর্ষে বর্ষে ৫। ৬ লক্ষ টাকার দ্রব্যের রপ্তানি হইত, পশ্চাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার রপ্তানী আরম্ভ হইয়াছে; তদনুসারে প্রজাগণেরও ধন সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছে; এক্ষণে রাজস্ব শতকরা ৪০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে নেবিগেসন কোম্পানির শতকরা ৫৫ টাকা লাভ হইবে, সমুদায়ে যে ব্যয় হইয়াছে, ২৫ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় লাগে, ততও নহে।"

আমরা ডিকিন্সনের গ্রন্থ হইতে আর একটি বিষয় জানিতে পারিতেছি। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের প্রতিভূ হইয়াছেন, ইহা ন্যায় সিদ্ধ হয় নাই। রেলওয়ে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে গবর্ণমেণ্টকে সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা কাহার টাকা লইয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিবেন? তাঁহাদিগের টাকা কোথায়? প্রজার টাকাই তাঁহাদিগের টাকা। অতএব একের টাকা লইয়া অপরকে দেওয়া কি বিধেয় হয়? রেলওয়ে কোম্পানির স্বাধীন হইয়া কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত। ডিকিন্সন লিখিয়াছেন "রেলওয়ে কোম্পানি বিনা খাজনায় কেবল যে ৯৯ বৎসরের পাট্টা পাইয়াছেন এরূপ নহে; গবর্ণমেণ্ট কেবল যে তাহাদিগকে ভূমি (কেবল এক বোম্বাই দ্বীপে চারি মাইলে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় লাগিয়াছে) দিয়াছেন এরূপ নহে; এবং গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৫ টাকা সুদ (এরূপ স্থলে অন্য অন্য গবর্ণমেণ্ট যাহা দিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা চতুর্থাংশ অধিক দেওয়া হইয়াছে) দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন এরূপ নহে; ঐ পাট্টার মিয়াদ অতীত হইলেই রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইবে, কিন্তু উক্ত কোম্পানি যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।" এইরূপ লিখিয়া তিনি পরিশেষে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, রেলওয়ে ঘটিত যে প্রবঞ্চনা হইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার আদি কারণ নহেন, তাহার আদিকারণ কমন্স হাউস। যাহা হউক, পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই; ডিকিন্সনের প্রস্তাবিত গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার কিঞ্চিৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশিত দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তিনি খাতাদি খননের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিষয়ে যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার একটীও অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে খাতাদি হইলে ইহার যে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভ হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

—০•—

জয়ন্তিয়ার বিদ্রোহ।

খসিয়া ও জয়ন্তিয়ার পর্ব্বতে যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। গত ১৪ই এপ্রেল গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণা প্রচার করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিনা শোণিতপাতে অচির কালমধ্যে তন্নির্ব্বাণে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। ব্রিগেডিয়ার জেনরল সাউয়ার্সকে কমিশনরের পদে নিযোজিত করিয়া খসিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতে প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি তত্রত্য লোকদিগকে এই কথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের এরূপ ইচ্ছা নয় যে প্রজাগণকে কষ্ট দেন, রাজ্যমধ্যে কোন উপদ্রব না থাকে, এবং প্রজাগণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকে, ইহাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত; অতএব যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা যদি শরণার্থী হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

বিদ্রোহীদিগকে অভয়দানের তুল্য বিদ্রোহ নিবারণের অল্প উৎকৃষ্ট উপায় আছে। বিশেষতঃ বলা হইয়াছে, বিদ্রোহিদিগের যে মনোবেদনা ও ক্ষোভ আছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিলে গবর্ণমেণ্ট শ্রবণ করিবেন। এক, ক্ষমা; দ্বিতীয়, দুঃখ প্রতীকার। এ দুটীই বিদ্রোহিদিগের পক্ষে অনুকূল। দুঃখপ্রতীকার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ রূপে মনোযোগ করা অতিশয় আবশ্যক। বিনা কারণে লোকে কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্রোহে অনুরক্ত হয় না। তবে নির্ব্বোধ লোকেরা তিলপ্রমাণ দোষকে তালপ্রমাণ-জ্ঞান করিতে পারে। যাহা হউক, বিদ্রোহের কারণ অন্বেষণ করিয়া তাহার উন্মূলন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। যে কারণে বিদ্রোহ ঘটনা হউক, যে গবর্ণমেণ্টের অধিকারমধ্যে বিদ্রোহ ঘটে তাঁহারা কলঙ্ক ভাজন হন সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকার মধ্যে পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ ঘটিতেছে। যে গৃহের কর্ত্তা নিজপরিবারস্থ যাবতীয় ব্যক্তির মনের ভাব অবগত হইয়া সমঞ্জস রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সে গৃহে কি বিবাদস্রোত প্রবাহিত দৃষ্ট হয়?

গবর্ণমেণ্ট ঘোষণার তাৎপর্য্য উপরে উল্লিখিত হইল; কিন্তু ইংলিসমান সম্পাদক শুনিয়াছেন জেনেরল সাউয়ার্স এই কথা প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে ব্যক্তি বিদ্রোহির অধিনায়কদিগকে ধরিয়া দিতে পারিবেন তাহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন এবং গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত অন্য যে সকল লোকে শরণাগত হইবে তাহাদিগকে নিঃসংশয় ক্ষমা করা যাইবে, তিনি তদ্বিষয়ে প্রতিভূ হইবেন। এ সম্বাদ যদি সত্য হয়; জেনেরল সাউয়ার্সের গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা বাক্য বিফল করা হইয়াছে। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা অভয়দান না পাইলে কি বিনা শোণিতপাতে ত্বরায় বিদ্রোহ শান্তি সম্ভাবনা আছে? গ্রামের

অপ্রধান লোকেরা প্রধান ব্যক্তিদিগের অমতে কার্য্য করিতে কি সহজে সাহসী হইতে পারে?

—০—

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

চারি মাস অতীত হইল, নূতন ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হইয়াছে। গত বুধবার ৩০এ এপ্রেল সভা ব্যবস্থাপন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আর নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত ঐ সভার সহিত আমাদিগের সন্দর্শন হইবে না। তবে যদি কোন বিশেষ ঘটনা হয়, ইহার মধ্যেও সাক্ষাৎ হইতে পারে। সভা যদি এই নিয়মে বিশ্রাম করেন, সভার ছয় মাস কার্য্য কাল ও ছয় মাস নিদ্রাকাল স্থির হইতেছে। ইহা রামায়ণপ্রসিদ্ধ কুম্ভকর্ণকে আংশিক স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দীর্ঘকাল বিশ্রামের পর কার্য্যকারিতা ক্ষমতা অধিক হয়। কুম্ভকর্ণ যথাকালে জাগরিত হইলে দুর্জ্জয় হইত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমাদিগের সভাও এই দীর্ঘতর বিশ্রামের পর দুর্ব্বার কার্য্যকারিতা ক্ষমতা লইয়া সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ দুরন্ত নিদাঘ কাল স্বভাবতই কার্য্যকারিতা ক্ষমতা অবসন্ন করিয়া দেয়, এ সময়ে বিশ্রাম করা মন্দ নয়। এ সময়ে সভা ভঙ্গ করিয়া আর একটী সুবিধাও হইয়াছে। সর বার্টল ফ্রিয়র বোম্বাইতে গমন করিয়াছেন; বীডন সাহেব বাঙ্গলাদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন; লেঙ সাহেবও ত্বরায় ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। সহসা তত্তৎপদের যোগ্য সভ্য নিয়োগও সহজ নহে।

সচরাচর সকলে কহিয়া থাকেন "উঠন্তি মুল পত্তনে চিনা যায়।" ভারতবর্ষীয় সভার এই কয়েক মাসের কার্য্য দর্শন করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে এই আশ্বাস জন্মিতেছে, এই সভা ভারতবর্ষের কল্যাণ প্রসূ হইবেন। ইহা আজিও ভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় সকলের বিদ্বেষ ভাজন হন নাই; আজিও কন্ট্রাক্ট বিল বিধিবদ্ধ করেন নাই; আজিও ইউরোপীয় ও এদেশীয় বলিয়া ভেদসূচক ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন নাই; আজিও প্রজার উদ্বেগজননী নূতনবিধ করসৃষ্টি করেন নাই।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়ই ইংলণ্ডেশ্বরীর সম্পত্তি; উভয় স্থানের প্রজাই ইংলণ্ডেশ্বরীর তুল্য; কিন্তু কার্য্য দ্বারা সেই তুল্যতা প্রদর্শিত হইতেছে না। রাজ্ঞী ইংলণ্ডের প্রজাগণকে তত্রত্য গবর্ণমেণ্টে স্বত্ব ও অধিকার দিয়াছেন; পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের প্রজাগণকে তাহাতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। উল্লিখিত ব্যবস্থাপক সভা আপাততঃ সেই পক্ষপাত দোষ সংশোধনের একমাত্র উপায় হইয়াছে। ইহাতে রাজপুরুষেতর ইউরোপীয় ও এদেশীয়েরা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এদেশীয়েরা যখন ব্যবস্থাপক সভায় লব্ধপ্রবেশ হইয়াছেন, তখন রাজ্যের অন্য অন্য অঙ্গেও ক্রমশঃ অধিকার পাইবেন একপ সম্ভাবনা হইয়াছে। রাজা দিনকর রাও প্রভৃতি আমাদিগের আর একটী শঙ্কাও দূরীভূত করিয়াছেন। আমরা প্রথমে যখন উক্ত সভার সংস্থাপন সংক্রান্ত নিয়মাদি পাঠ করি, তৎকালে আমাদিগের এই বোধ হইয়াছিল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেমন স্বৈরাচারপরায়ণ, সভাটিও তদনুরূপ হইল; সভ্যগণ স্বাধীনবৃত্তি হইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারিবেন না। কিন্তু রাজা দিনকর রাও প্রভৃতি যেরূপে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের সেই শঙ্কা এক প্রকার নির্ব্বিষয় হইতেছে। তাঁহারা ভাবি সভ্যগণের অবলম্বনীয় পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া গেলেন। পাঠকগণ এতাবতা এরূপ অনুমান করিবেন না যে পার্লিয়ামেণ্ট সভা উল্লিখিত ব্যবস্থাপক সভার বিষয়ে গবর্ণর জেনরলের হস্তে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। লার্ড এলগিন ৩০এ এপ্রেলের সভায় স্পষ্টাক্ষরেই সে ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, পূর্ব্বাপর সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, এদেশীয় সভ্যগণ যদি কাজের লোক হন এবং এদেশীয়েরা যদি অধ্যবসায়বান হন গবর্ণর জেনরল দীর্ঘ কাল সর্ব্বস্ব ক্ষমতা স্বহস্তে রাখিতে পারিবেন না।

—০—

লণ্ডন, ৪ঠা, মার্চ্চ (২২ ফাল্গুন)।

প্রিয়সম্পাদক! পূর্ব্বপত্রে আমি ফরাশীশ ব্যবস্থাপক সমাজে এক গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছি। উক্ত গণ্ডগোল সহসা নিরস্ত হয় সম্ভাবিত নহে। কুমার নপোলিঅন্, সম্রাটের প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মার্ক-দ বোআসি ও অন্যান্য সভ্যের নিকটে সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন — ইংরেজীপত্র সম্পাদকেরা পরিহাস করিয়া বলেন যে লর্ড বায়রণের উপপত্নীকে বোআসি বিবাহ করেন বলিয়া ইংরেজদের প্রতি তাঁহার যত আক্রোশ! ফলতঃ আর এক কারণ হইতে ফরাশীশরাজ্যে পুনর্ব্বার এক মহাঝটিকার উপক্রম দৃষ্ট হইতেছে। আপনার পাঠকেরা অবগত থাকিবেন যে ফরাশীশের মন্তোবাঁ নামক সেনাপতি চীন অঞ্চলে পালিকাও নামক স্থানে এক যুদ্ধে জয় লাভ করেন। সম্রাট্ তদীয় সম্মান সম্বর্দ্ধনার্থ তাঁহাকে কৌণ্ট পালিকাও উপাধি প্রদান করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে প্রায় বিশসহস্রটাকা বৃত্তি দিবার নিমিত্তে ব্যবস্থাপক সমাজকে অনুরোধ করেন। সমাজ সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুতরাং সম্রাট্ লুই নপোলিঅনের ক্ষমতা লইয়া ফরাশীশ ও ইংলণ্ডদেশে বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। ফরাশীশদেশে যে অনেক স্বাতন্ত্র্য মতাবলম্বী ব্যক্তি গোপন ভাবে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহারা অবকাশ পাইলেই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবে। এমত জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে যে জেনেরেল্ মন্তোবাঁ পীকিং নগরের রাজ-অট্টালিকা লুঠ করিয়া নানা বহুমূল্য অলঙ্কার হস্তগত করেন। তন্মধ্য হইতে তিনি একছড়া মুক্তাহার ফরাশীশ মহ-

রাজ্ঞীকে উপহার দেন; রাজ্ঞী রত্নপরীক্ষককে উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করেন, এবং অষ্টাদশলক্ষ ফ্রাঙ্ক (১ ফ্রাঙ্ক= ৵০) মূল্য বলিয়া অবধারিত হয়। মন্তোবাঁ আর একছড়া হার ডুক দ মালাকফের পত্নীকে প্রদান করেন, এবং ডুাক্ সম্রাটের সম্মতি নিমিত্ত তৎসমীপে উপস্থিত হন; সম্রাট্ বলিলেন " মহারাজ্ঞী যখন একছড়া হার লইয়াছেন, তখন আপনার স্ত্রীও আর একছড়া লইতে পারেন। " তদনুসারে ডুাক উহা গ্রহণ করেন। মন্তোবাঁ হার দ্বয়ের মূল্য জানিতেন না; পরিশেষে তাহা জানিতে পারিয়া তত ধন বৃথা হস্তান্তরিত করিলেন বলিয়া শোকবিহ্বল হন; ইহাতে সহজেই সম্রাটের কৌতুক জন্মে; কিন্তু কোন প্রকারে সেনাপতির প্রত্যুপকার নিমিত্ত সম্রাট্ তাঁহাকে ২০ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি দিবার প্রস্তাব করেন। এই কারণে না কি ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

ইটালি প্রদেশে নূতন মন্ত্রি-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে; রাতাস্সি প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে বৃত হইয়াছেন। গারীবাল্ডি ও জেনেরেল চিআল্ডিনি টুরিন্ নগরে সমাগত হইয়াছেন।

প্রতীত হইল যে ১৮৬০ শকে বিটন্ দেশ হইতে ১,২১১,১১১ ৩৩০ টাকা মূল্যের দ্রব্য নানাদেশে রফ্তান্ হইয়াছে; তন্মধ্যে শুদ্ধ ভারতবর্ষে ১৬২, ১২০, ৯০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য গিয়াছে।

রুষের তুলা নামক প্রদেশস্থ কুলীনেরা এক ব্যবস্থাপক সমাজস্থাপনার্থ তদ্দেশীয় সম্রাটের নিকট আবেদন করেন; সম্রাট্ তাহাতে শিরশ্চালন করিয়াছেন। পৃথিবীর কোন কোন স্থানের সহিত তুলনায় আমরা ভারতবর্ষে স্বর্গবাস করিতেছি।

গতরাত্রে পার্লিমেন্ট সভায় প্রসঙ্গক্রমে সর চারলস্ উড্ ব্যক্ত করেন যে ভারতবর্ষে সৈন্য সম্বন্ধে যে সকল অভিনব ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইতেছে, তাহাতে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের সর্ব্বতোভাবে সুবিধা হইবে। একজন সভ্য প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈন্যগণের নিমিত্ত যে টাকা নির্দ্ধারিত হইবে, তাহার এষ্টিমেট্ পৃথক থাকে, ও ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে উহা প্রদত্ত হয়। উক্ত প্রস্তাব তর্ক বিতর্কের পর অগ্রাহ্য হইল।

গত শনিবার রাত্রে লাইসিঅম্ নামক নাট্যশালায় এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। রঙ্গভূমিতে লাইডিয়া টম্সন্ নাম্নী নর্ত্তকী হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হয়; সূত্রধার সামাজিকদিগকে তাহার কারণ অবগত করিলেন। নর্ত্তকী প্রাতে এই অভিপ্রায়ের এক পত্র প্রাপ্ত হন যে অভিনয়ন কালে কেহ তাঁহাকে গুলি দ্বারা আহত করিবে; এবং তিনি যেন লোকলীলাসম্বরণার্থ প্রস্তুত হইয়া আসেন।

সিবিল সর্বিস কমিশুনর সর্ জন র‍্যালেফিবর ইউনিবর্সিটি কলেজের অনু সভাপতিত্ব হইতে অবসর লইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান্ ফীল্ড্ পত্রে লিখিত হইয়াছে যে সম্পাদক লণ্ডন নগরে ভারতবর্ষীয় সমাজের এক শাখা-সভা স্থাপনের কথা শুনিয়াছেন; আমি অদ্যাপি ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারি নাই; বলিতে কি, উক্ত সংবাদ শুনিয়া আমার কিঞ্চিৎ কৌতুক জন্মিয়াছে. কারণ এখানে ভারতবর্ষীয় লোকের সংখ্যা এত অল্প, এবং যে কয়েকজন লণ্ডনে আছেন, তাঁহারা স্বদেশের প্রতি এত অনুরাগশূন্য, যে সংপ্রতি এখানে উক্তরূপ সভা-স্থাপিত হওয়া অসম্ভাবিত। আমি আমাদের জাতি-স্বভাব-সুলভ-সন্দেহে বিমুগ্ধ হইয়া এরূপ কহিতেছি না। অকপট হৃদয়ে কহিতেছি যে এখানে ভারতের " সুপুত্রের " সংখ্যা অতি অল্প মান্দ্রাজ প্রদেশীয় পুরুষোত্তম মুডলিয়র এখানে এক হিন্দু নিবাস ও শিব-মন্দির স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন; তিনি যদি কৃতকার্য্য হন (যাহা আমার অত্যন্ত অসম্ভব বোধ হইতেছে) তবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব; যেহেতু কোন প্রকারে দেশীয় ভায়াদিগকে " গোশালা " হইতে বহির্গত করিতে পারিলেই মঙ্গল। মুডলিয়রের আর আর সঙ্কল্প আমার আকাশপুষ্পতুল্য বোধ হয়।

কলিকাতার কৃত-বিদ্যহিন্দুরা যে কয়েকখানি পত্র ইংরেজীভাষায় প্রচার করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই তন্মধ্যে কোন কোন পত্রে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি পুনঃপুনঃ শ্লেষোক্তি প্রকাশ হওয়াতে সম্পাদকদের (ভারতবর্ষে না হউক, অন্ততঃ এখানে) গৌরব হানি হইবার সম্ভাবনা; বিশেষতঃ তদ্দ্বারা অভিপ্রেত সিদ্ধ হওয়াও সুকঠিন; অতএব স্বদেশের কার্য্যনাশ ভয়ে ভীত হইয়া আমি তত্তৎ সম্পাদকদের প্রতি সবিনয় নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা যেন ইংরেজী সম্পাদক বিশেষের কুদৃষ্টান্তের অনুগামী না হন; স্বদেশের উপকার সাধন গুরুতর কার্য্য। এখানকার সংবাদপত্রে মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রভৃতি নানা অপরাধের ব্যাপার সর্ব্বদা প্রকাশিত হয়; তথাপি তদ্দ্বারা আমাদের দেশের অপরাধ আবৃত করিবার চেষ্টা আমি অকর্ত্তব্য বোধ করি। এখানকার লোকে কৃত্রিম দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে; যথা-লণ্ডনের গোয়ালিনী দুগ্ধে জল মিশ্রণ ব্যাপারে তাহার তালতলার ভগিনী অপেক্ষা তিলার্দ্ধ ন্যূন নহে; এখানকার সাধারণ দোকানদারেরা যে প্রকারে বিজ্ঞাপন করে, যথা " এইবার শেষ বিক্রয়! সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য অত্যল্প মূল্য! , ইত্যাদি , তাহাতে বিলক্ষণ ধূর্ত্ততা প্রদর্শিত হয়; অকসফর্ড ষ্ট্রীটের ন্যায় বহুলোকসমাকীর্ণ বর্ত্মে ভ্রমণ করিলে অনেক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করা যায়, যাহারা প্রত্যেক ভ্রমণশীল ব্যক্তিকে এক এক খণ্ড কাগজ দিতে উদ্যত হয়; উক্ত কাগজে কদর্য্য রোগবিশেষের চিকিৎসা লিখিত থাকে; তাহাতে বিদেশীয় ব্যক্তির মনে সহজেই এমত ভাব উদয় হইতে পারে যে এদেশে বুঝি কোন কোন নিন্দনীয় রোগের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব; তথাপি , দেশীয় সম্পাদকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে ইংরেজেরা ইংরেজ, এবং বঙ্গালিরা বাঙ্গালি।

কলিকাতার কোন কোন ব্যক্তি যাঁহারদের বিদ্যা বুদ্ধির অপেক্ষা অর্থের অধিকতর সঙ্গতি আছে তাঁহারা লণ্ডনের হৌস অফকমন্সের সেক্রেটরী (!) টাইমস্ সম্পাদক প্রভৃতি কল্পিত এবং বাস্তবিক ব্যক্তিদের নিকট বাঙ্গলা সংবাদপত্র বিশেষ মাশুল দিয়া প্রেরণ করিতেছেন; তাঁহাদের গোচরার্থ লিখিতেছি যে এখানে কেহই তাঁহাদের পত্র পাঠ করে না, ফলোদয় এই যে এদেশে কাগজের যে সাধারণ ব্যবহার, উক্ত পত্র সকল তাহাতেই নিয়োজিত হয়, এবং পোল্যাণ্ডদেশীয় একব্যক্তি

আমার নিকট হইতে শিরোনামা সকলের মর্ম্ম-অবগত হইয়া প্রাপকগণ হইতে যৎকিঞ্চিৎ বেতন লাভ করে।

ইংলণ্ডে কাগজের উপর কর হ্রাস হওয়াতে বহুসংখ্য অভিনব পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; যে পত্র এখানে এক আনা মূল্যে বিক্রীত হয়, কলিকাতায় তদনুরূপ পত্রের মূল্য আটআনা। গ্রাহক মণ্ডলীর অর্থাধিক্যই এই অল্পমূল্যের কারণ; লণ্ডনের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' নামক সমাচার পত্র প্রতি দিবস একলক্ষ চয়চল্লিশহাজার বিক্রী হয়; লণ্ডনে পত্র সকল কেবল ডাকের দ্বারা বিতরিত হয়, এমত নহে, সহস্র সহস্র দোকানে (মোদক, কাগজ বিক্রেতা, তামাক বিক্রেতা প্রভৃতির দোকানে) উহা বিক্রীত হয়। কবে আমাদের দেশীয় লোকেরা জাগ্রৎ হইবেন?

১১ই মার্চ্চ।

ফরাশীশ রাজ্যের গণ্ডগোল দুইচারি দিনের মধ্যে এমনি বিষম হইয়া উঠিয়াছিল যে কয়েকটি 'গণপতিকে' ধৃত ও কারাবদ্ধ করিতে হইয়াছে। পারিস নগরের অনেক গুলি ছাত্র কলস্থুল করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা শাসিত হইয়াছেন। সম্রাট্ স্বীয় ব্যবস্থাপক সমাজের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছেন; যৎকালে ব্যবস্থাপক সমাজে তাঁহার পত্র পঠিত হয়, তখন 'বীবলম্পরর!' (মহারাজের জয়!) ধ্বনি পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইয়াছিল; বস্তুতঃ নপোলিঅন ব্যবস্থাপক সমাজের মানরক্ষা করিয়া নিজের মান বৃদ্ধি করিয়াছেন; মন্তোবাঁ সেনাপতিকে অতিরিক্ত বৃত্তি প্রদত্ত হইবে না। কিন্তু সম্রাটের চতুরতাকে ধন্যবাদ! তিনি সমাজে এমত প্রস্তাব করিয়াছেন যে যে সকল ব্যক্তি বিশেষ যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রকাশ করিবে, তাহাদিগকে সম্রাটের ইচ্ছাক্রমে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত প্রতিবর্ষে রাজকোষে পৃথক্ ধন সঞ্চিত হয়। এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবার সম্ভবনা আছে; যদি গ্রাহ্য হয় তবে সম্রাট্ ব্যবস্থাপক সমাজের সম্মতি না লইয়া অনায়াসে মন্তোবাঁর ন্যায় দশব্যক্তিকে পুরস্কার দিতে পারিবেন। এক্ষণে কেবল একটি প্রশ্ন লইয়া কথঞ্চিৎ বিতণ্ডার সম্ভাবনা আছে;— ফরাশীশ সৈন্যেরা সংপ্রতি রোমনগর পরিত্যাগ করিবে কি না? কুমার নপোলিঅন্ এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, রোমের সহিত সংপ্রতি সংস্রব রাখিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু অন্যান্য সভ্য (যাঁহাদিগকে ইংরেজী সম্পাদকেরা সম্রাটের বংশীস্বরূপ বলেন) কহেন যে যাবৎ রোমে বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা নিরাকৃত না হয় তাবৎ সৈন্য সকল তথায় থাকিবে। ইহাতে ইংরেজেরা নিতান্ত অসন্তুষ্ট; এইবিষয়ে টাইম্স্ সম্পাদক সেদিবস সম্রাটের প্রতি শ্লেষোক্তি পূরিত এক প্রস্তাব প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ ইংরেজ ও ফরাশীশেরা বস্ত্রের মধ্যে নিষ্কোষিত তরবারি লুক্কায়িত রাখিয়া পরস্পর "কেমন মহাশয় ভাল আছেন ত," ইত্যরূপ সম্ভাষ করিয়া থাকেন। ইটালি রাজ্যের পূর্ব্বমন্ত্রী রিকাসোলি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করাতে ইংরেজেরা বলেন যে ফরাশীসম্রাট বিকটর এমানুএল্‌কে কুপরামর্শ দিয়া থাকিবেন; তাহাতেই ইটালির মহারাজের সহিত মন্ত্রীর মনোমালিন্য হয়।

আমেরিকার ফেডেরলেরা (উত্তর আমেরিকার লোকেরা) আমেরিকায় ক্রমিক জয় লাভ করিতেছে। গত ১৬ই ফেব্রুআরি ডনেল্‌সন নামক কনফিডরেট দুর্গ ১৫০০০ বন্দী ও বহুবিধ যুদ্ধসামগ্রী সহিত ফেডেরলদের হস্তগত হইয়াছে, তিন দিন যাবৎ ঘোরতর সংগ্রাম হয়; তাহাতে ফেডেরলদের পক্ষে ৩০০ হত, ৬০০ আহত, এবং ১০০ ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইয়াছে; বিপক্ষের ক্ষতি অবশ্য সমধিক, তৎপক্ষীয় জেনেরল ফ্লোড ৫০০০ সৈন্য সহ নিশাযোগে পলায়ন করিয়াছে। কম্বর্লণ্ড নদীতীরে ৮০০০০ ফেডেরল্ সৈন্য প্রস্তুত আছে। লার্ড পামরষ্টন এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে ইংলণ্ড আমেরিকা বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিবে; ইহাতে ফেডেরলেরা মহান আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। ইংরেজদের অনুমান, এই যে তিন চার মাসের মধ্যে আমেরিকার যুদ্ধ শেষ হইবে; এবং সম্ভবতঃ দাসদিগের দাসত্বমুক্তির পথও পরিষ্কৃত হইবে।

শ্রুত হইল যে টমওয়ে কোম্পানির অধ্যক্ষেরা অবিলম্বে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করণার্থ স্বপক্ষলোক প্রেরণ করিবেন।

এবৎসর ইংলণ্ডে শীতের প্রাদুর্ভাব অত্যল্প।

লণ্ডন ১১ই মার্চ্চ ১৮৬২।

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত।

বিবিধ সংবাদ।

১৬ই বৈশাখ সোমবার।

আমরা ভাবিয়াছিলাম অযোধ্যার রেলওয়ে কেবল বুঝি কাগজে উঠিয়া বন্ধ হইল। এক্ষণে জানা যাইতেছে কোম্পানি শীঘ্র কার্য্যারম্ভ করিবেন; তন্নিমিত্ত কয়েকজন ইঞ্জিনিয়র ও অন্য অন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

সর জর্জ্জ ক্লার্ক, সর বার্টল ফ্রিয়ারের যাইবার পূর্ব্বে বোম্বাই ত্যাগ করিয়াছেন। সর বার্টল ফ্রিয়ার যাইবার সময়ে মান্দ্রাজ হইয়া গিয়াছেন।

তিন জন ইউরোপীয় জালকারী ডাক্তর ক্রফোর্ড, গিলবার্ট ষ্ট ও বকলাণ্ড, আণ্ডামান দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছে। তাহাদিগকে নীলগিরি পর্ব্বতে পাঠাইবার কথা ছিল কিন্তু তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আণ্ডামানে গিয়াছে। ব্লাক অক্ট বিধিবদ্ধ হইলে ইউরোপীয়দিগের জন্য সাধারণের এত ব্যয় হইত না।

ইংলিসমানের পারিসস্থ সংবাদ দাতা ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলসের চরিত্র দোষের বিষয় লিখিয়াছেন। রাজকুমার আলবার্ট ও ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাকে সর্ব্বদা সৎসঙ্গে রাখিতেন এবং কোন প্রকারে কোন স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করিতে দিতেন না, তথাপি রাজকুমার একটি সামান্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে তন্নিমিত্ত মিসর দেশে প্রেরণ করা হইয়াছে। রাজার এ দোষ বহু অনর্থের হেতু হয়।

বোম্বাই নগরে ফিলিপ রিবিংটন নামক এক ব্যক্তি এক হোটেলে চুরি করিয়া ধৃত হইয়াছে।

যে দুই জন ষ্টেসন মাষ্টরের দোষে সম্প্রতি ভাগলপুরে বাষ্পীয় শকটে ধাক্কা লাগিয়া তাহা ভগ্ন হইয়াছে তাহারা উভয়ে পলায়ন করিয়াছে। তাহারা ধৃত হইলে গুরুতর দণ্ড পাইবে।

অযোধ্যাগেজেটের কলিকাতাস্থ সংবাদ

দাতা লিখিয়াছেন সম্প্রতি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রে মুরসিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে যে সকল প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহা ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট কর্ণেল মেকিঞ্জির লিখিত। আমরা এত দিনের পর গুপ্ত কথা জানিতে পারিলাম।

স্কুলবুক সোসাইটি ও অনুবাদক সমাজ একত্রিত হইয়াছেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন বাবু হীরালাল সীল মুরসিদাবাদের নবাবের গোমস্তা ও মুন্সী আমীর আলী গবর্ণর জেনরলের দরবারের উকীল হইয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক যথার্থ রূপে হরকরা পত্রকে ‘পাগল হরকরা, বলিয়াছেন। এক্ষণকার হরকরার লেখা দর্শন করিলে এই কথা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রাণ্ট সাহেবের স্মরণার্থে ভারতবর্ষীয় সভা গৃহে যে সভা হয়, তৎপ্রসঙ্গ করিয়া ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন তথায় কানিঙ সভার ন্যায় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। পেট্রিয়ট সম্পাদক তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বতন মান হারাইয়া নীলকূপে মগ্ন হইতেছেন।

বারাসতে সম্প্রতি বিস্তর ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে এক বারইয়ারি পূজা হইয়াছে, তত্রত্য আদালতের আমলারাই ইহার উদ্যোগী। আক্ষেপের বিষয় এই, অনেকে নাচের সময় অশ্লীল ব্যবহার করিয়াছেন। এস্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য তত্রত্য কৃতবিদ্য দলের কেহ বারইয়ারির সহায়তা করেন নাই। আমরা কবে এই অপব্যয় দূর হইতে দেখিব?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ট্রেজুরির খাতাঞ্চিকে তিনমাসের বেতন পুরস্কারের স্বরূপ ১৮০০ টাকা দিয়াছেন। হারবি সাহেব দশ বৎসরের অধিক কালের কর্ম্মচারিদিগকে পেন্সন দিবার যে অনুরোধ করেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে ২৪ পরগণার জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। হুগলিতে তাঁহার অনেক প্রজা রুদ্ধআছে অতএব তন্মধ্যে অবস্থিতি করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হওয়াতে এই প্রার্থনা করা হয়।

জর্জ্জপিবডি নামক লণ্ডনস্থিত এক জন আমেরিকার বণিক তত্রত্য দরিদ্র ব্যক্তিদিগের উপকারার্থ পনর লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। পিবডি এতদ্ভিন্ন নিজ জন্মস্থান বালটিমোরে বিদ্যালয় পুস্তকালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, এরূপ অনেক অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে অনেকে মৃত্যুকালে সৎকার্য্যের জন্য অনেক অর্থ দান করিয়াছেন, কিন্তু জীবিতকালে এক পয়সাও দেন নাই।

কয়েক জন পারসীর প্রার্থনানুসারে সর বার্ণেস পিকক পারসিবন্দীদিগকে কারাগারে জুতাপায় ও টুপি মাথায় দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন।

১১ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষের পোষ্ট মাষ্টর জেনরল ডাক্তর পাটনের পেন্সন লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু তিনি নিয়মানুসারে ৩০০০ টাকা জরিমানা দিয়া নিজ কর্ম্মে থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ জরিমানা দিয়াও থাকিতে পারিলে মহালাভ জ্ঞান করেন, আবার কাহাকে খোসামোদ করিলেও থাকেন না।

মান্দ্রাজের মিউনিসিপাল কমিসনরেরা তত্রত্য রাস্তা সকলে জলসেচন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে কয়েক খানি জলের গাড়ি লইয়া গিয়াছেন। এখান কার কমিসনরেরা ভিস্তি উঠাইয়া জলের গাড়ি না করেন কেন?

সম্প্রতি সামরিক বিচারালয়ে বহু সংখ্য ব্যক্তির গুরুতর দণ্ডবিধান হইয়াছে নিম্ন লিখিত সৈনিক পুরুষেরা দণ্ড পাইয়াছে।

গাম্বল নামক এক জন সামান্য সৈন্য প্রহরির কার্য্য করিতে করিতে পলায়ন ও তাহার প্রধানতর আফিসরকে প্রহার করাতে তাহার চারি বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

৪৮ গণিত ইউরোপীয়দলের এক ব্যক্তি এক স্ত্রীলোকের দুরবস্থা করিবার চেষ্টা পাওয়াতে তাহার সাত বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

৭১ গণিত দলের একেনহেড তাহার সেনাপতিকে গালিদেওয়াতে তাহার ৫০ বেত ও দুই বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

৭৫ গণিত দলের কুইনটার সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া সেনাদিগকে গালি দেওয়াতে তাহাকে দুই বৎসর কারাগারে থাকিতে হইবে।

১৯ গণিত দলের গিলডস সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া সেনাপতিকে গালি দেওয়াতে ও তাঁহাকে ঘোড়া হইতে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে তাহার ১১ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

এনসাইন হিল সেনাদলের সামান্য সৈনিক পুরুষদিগের সহিত সুরাপান ও নানা প্রকার কুব্যবহার করাতে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। সর হিউ রোজ যে প্রকার আরম্ভ করিয়াছেন আর কিছুকাল ঐরূপ করিলে সেনাদল শাসিত হইবে সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজে বাইকাউণ্ট ফরাসীনামক এক জন ফরাসী জাল করিয়া ধৃত হইয়াছে। এই ব্যক্তি আপনাকে এক জন প্রধান বংশীয় ফরাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া মান্দ্রাজের সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করে। কিয়দ্দিবস হইল সে অপরিমিত ব্যয় ও মহা ধুম ধাম করে পরে এক বিল জাল করিয়া বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। তাহার প্রতি অদ্যাপিও কোন দণ্ডের আজ্ঞা হয় নাই।

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার অবৈতনিক সভ্যগণ মান্যবর (অনরেবল) এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফিনিক্স সম্পাদক বলেন সভা স্থলেই তাঁহারা ঐ উপাধি দ্বারা আহুত হউন, কিন্তু সভার বাহিরে তাঁহাদিগকে ঐ উপাধি দ্বারা সম্মান না করা উক্ত সম্পাদকের অভিমত নহে। ইংলণ্ডীয় মহাসভার সভ্যেরা সভার বাহিরেও এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।

উক্ত পত্রের লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা ইংলণ্ডেশ্বরীর দয়ালুতা ও ধর্ম্মিষ্ঠতার এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বাসস্থান অসবরণের নিকটবর্ত্তি এক দরিদ্র স্ত্রীলোক পীড়ায় মৃতবৎ হওয়াতে এক জন পুরোহিতকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠান হয়। একটি স্ত্রীলোক বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ ও নানাপ্রকার সন্তোষকর বাক্য দ্বারা মুমূর্ষু ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। পুরোহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অমনি থামিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটি বলিলেন মহাশয় আসিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করুন। পুরোহিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, যিনি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় দরিদ্র মুমূর্ষু ব্যক্তির গৃহে ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, তিনি মহাবল পরাক্রান্ত ইং

রাজাদিগের ঈশ্বরী। ইংলণ্ডেশ্বরী এই গুণে প্রজাদিগের আরাধ্য হইয়াছেন।

এক ব্যক্তি আপনাকে লেপ্টনন্ট ডগলাস বলিয়া পরিচয় দিয়া উইপার্ট নামক এক জন হোটেলরক্ষকের নিকট হইতে অনেক বস্তু লইয়া গর্ডন ষ্টুয়ার্ট কোম্পানির নামে এক চেক দেয়। উক্ত কোম্পানি চেকের টাকা দেন নাই। উইপার্ট লেপ্টনন্টের নিকটে নগদ টাকা লইতে আসিয়া দেখেন যে প্রস্থান করিয়াছে। উক্ত ব্যক্তি অদ্যাপিও ধৃত হয় নাই। ইউরোপীয় ধূর্ত্তের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন, মেডিকাল ইনস্পেক্টর জেনরল ডাক্তর ম্যাকি লাণ্ড ডাক্তর করসিথের কর্ম্মে ও ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনরল ডাক্তর ডিকসন ডাক্তর ম্যাকিলণ্ডের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

গত কল্য ছোট আদালতে গাম্পার নামক এক ফিরিঙ্গি ও তাহার স্ত্রীর নামে ৫০ টাকার নালীশ হইয়া ডিক্রি হওয়াতে বিবি গাম্পার বলিলেন আমার স্বামীর কর্ম্ম নাই কি প্রকারে আমরা এই টাকা দিব। জজ বুলনয় বলিলেন তুমি যাইয়া তাহার উপায় দেখ।

অমৃত সরে টাকায় ১৬ সের শস্য বিক্রয় হইতেছিল দিল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন কিয়দ্দিবসের মধ্যে টাকায় ৩৭ সের হইয়াছে। অনেক আমদানী ইহার কারণ।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন মহারাষ্ট্রের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ বাবু বোপদেব শাস্ত্রী প্রচলিত সংস্কারের বিপরীত প্রণালীর অনুসরণ করাতে তাঁহার আত্মীয়কুটুম্বেরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছেন।

এক জন ফরাসী উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন তিনি সপাটুর নিকটে এক কয়লা ও লৌহের আকর বাহির করিয়াছেন। সপাটুতে যদি কয়লার আকর থাকে, উক্ত স্থান পঞ্জাবের রেলওয়ের রাণীগঞ্জ হইবে।

পেসোয়ারস্থ সেনাদিগকে প্রস্তুত থাকিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগের গবর্ণমেন্ট আবার পারস্য যুদ্ধে নিযুক্ত হইবেন না কি?

১৮ই বৈশাখ বুধবার।

লণ্ডনে নূতন একটী কোম্পানি হইয়াছেন, এ কোম্পানির উদ্দেশ্য এই তাঁহারা রেইলওয়েতে দ্রব্যাদি আনিয়া ষ্টেসনে পৌছিয়া দিবার নিমিত্ত রাস্তা প্রস্তুত করিবেন। শাখা রেইলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্যও আর এক কোম্পানি হইয়াছেন। এইরূপ কোম্পানি হইলেই দেশের যথার্থ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

ফিনিক্স পত্রে এক জন আক্ষেপ করিয়াছেন টাকশালের কর্ম্ম চারিরা পুরাতন পোদ্দারদিগকে পয়সা না দিয়া নূতন লোকদিগকে দিতেছেন। গবর্ণমেন্টের আজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করা টাকশালের অধ্যক্ষেরা গৌরবের বিষয় জ্ঞান করেন।

উক্ত পত্রের ভগলপুরের সংবাদদাতা বলেন তাঁহার এক বন্ধু সাঁওতাল দিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ও সভ্য করিতে গিয়া সেঙ্কা নামক এক বৃক্ষ দেখিয়াছেন। তাহার ছাল সিঙ্কোনা বৃক্ষের ন্যায়। পত্র প্রেরক অনুমান করেন এই গাছে কুইনাইন হইতে পারে। উত্তম ডাক্তর দ্বারা ইহার পরীক্ষা করা উচিত।

দিল্লীগেজেটে লিখিত হইয়াছে খুরজা অবধি দিল্লী পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তথায় ভয়ানক দস্যুভয় হইয়াছে। তাহারা নির্ভয়ে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়েরই সম্পত্তি লুঠ করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই পুলিষ কর্ম্ম চারিরা এবিষয় জানিয়াও জানেন না।

উক্ত পত্রের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁর সন্তানেরা তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বৃদ্ধ আমীর সেই হেতু নিজে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া কান্দাহারে যাইতেছেন। দোস্ত মহম্মদ বলেন "আমি যদি জীবিত থাকি, হিরাট ভস্মসাৎ করিব"। এই সময় আকবর খাঁ থাকিলে পারস্য সেনারা কাবুলে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না।

মান্দ্রাজ টাইমস সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন মহীসুরের রাজাকে তদীয় পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইবে না। আবার গবর্ণমেন্ট এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন কেন?

১৯এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

মান্দ্রাজের ৮ গণিত রেজিমেন্টের এতদ্দেশীয় সেনাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইউরোপীয় সেনাদল কবে কমিয়া আসিবে?

এরূপ জনশ্রুতি রেবেনিউ বোর্ড উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে। বোর্ড কেবল অলস সিবিলিয়ানদিগের বিশ্রাম স্থান।

সংশোধিত শুল্কের আইন গত কল্য বিধিবদ্ধ হইয়া নিম্ন লিখিত পদার্থ সকল শুল্ক হইতে মুক্ত হইয়াছে। অমুদ্রিত স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মুক্তা, শস্য, অশ্ব প্রভৃতি জীবিত জন্তু সকল, বরফ, কয়লা, ইট, খড়ি, প্রস্তর, পসম, শণ, পাঠ, ছোলা, চর্ম্ম, পুস্তক, কাগজ, মানচিত্র, শিল্পেরকার্য্য এবং যখন কোন কৃষি সমাজ বিতরণার্থ বীজ আনেন। লেঙ সাহেব এবিষয়ে বিশেষ দূরদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

নিমারের নিকটবর্ত্তি স্থান সমূহে লৌহের আকর বাহির হইয়াছে। মেজর কিটিঙের যত্নে এই আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি তাঁহাকে একটি বাষ্পীয় কল ও তাঁত দিয়া লৌহ পরিষ্কৃত করিয়া প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন।

লাহোরের চিকিৎসা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছে। ৭ জন ইংরাজী, ৪৭ জন হিন্দুস্থানী শ্রেণিতে পাঠ করিতেছেন।

গত বৎসর মান্দ্রাজের বিশ্ব বিদ্যালয়ে ৫ জন বি, এ এবং ৫ জন বি, এল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২১৬ জন পরীক্ষার্থির মধ্যে ৮০ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবিষয়ে বঙ্গদেশ অনেক অগ্রসর হইয়াছেন।

কাম্বোদিয়া দেশে বিদ্রোহ হওয়াতে শ্যামের রাজা জলে স্থলে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিয়া দমন করিয়াছেন। রাজা নিজ রাজ্যে নূতন পুলিষ স্থাপন করিবেন, তন্নিমিত্ত তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে দুই জন ইউরোপীয় পুলিষ কর্ম্মচারি চাহিয়াছেন। শ্যামের রাজা দেশের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তথায় অনেক বাষ্পীয় ও সাধারণ বাণিজ্য জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ ও নানা প্রকার শিল্প বিদ্যার চর্চ্চা হইয়াছে। রাজা রেইলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য যত্নবান আছেন। সভ্যতার স্রোত আর কোথায়ও বদ্ধ থাকে না।

সিঙ্গাপুরে একণে আর ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব নাই। তত্রত্য চীনেরা পরমেশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তিন দিবস নিজ২ বাটী দীপমালায় ভূষিত করিয়াছিল।

চীন দেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে এক্ষণে বিদ্রোহীদিগের সহিত ইংরাজ ও ফরাসী সেনাদিগের সর্ব্বদা যুদ্ধ হইতেছে। সম্প্রতি সিংহং নামক নগরের নিকটে ৭৮৮০ বিদ্রোহীকে আক্রমণ করিয়া ৭০০ ব্যক্তিকে বধ ও ৩০১ কে বন্দীভূত করা হইয়াছে। বিদ্রোহীরা ভয়ানক অত্যাচার করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই অনেকে তাহাদিগকে "খৃষ্টীয়ান" ও ধার্ম্মিক বলিয় ছিলেন!

সিন্দিয়ান পত্রে লিখিত হইয়াছে করাচিতে যে ব্যক্তিকেনানা সাহেব বলিয়া ধৃত করা হয় তাহাকে বোম্বাইতে প্রেরণ করা হইয়াছে। এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে তথায় তাহাকে মুক্ত করা হইবে। তাহার কষ্টের ক্ষতি পুরণ কে করিবে?

তুতিকরিমে এবার ৮৮,০০০ টাকার মাত্র মুক্তা উত্তোলন কর হইয়াছে। ইজারদারকে এবার ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে।

লাহোর ক্রনিকেল পত্রে দৃষ্ট হইল সম্প্রতি পেসোয়ারে এক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে।

২৭এ এপ্রেল রামপুর বোয়ালিয়ার লোকেরা এক সভা করিয়া গ্রান্ট সাহেবকে এক এড্রেস দিয়াছেন।

আমেরিকার এক ব্যক্তি রসায়ন বিদ্যা দ্বারা দুরস্থিত দুর্গ মেগজিন প্রভৃতি বারুদে উড়াইয়া দিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক লিখিয়াছেন "এতদ্দেশীয় ব্যবস্থাপক দিগের প্রতি বিদ্রূপ করা এক্ষণে প্রথা হইয়াছে। কিন্তু বিবেচক দর্শক মাত্রেই ক্ষুদ্র দৃষ্টি ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায় বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজা দিনকর রাও ও দেবনারায়ণ সিংহের ব্যবস্থাপন কার্য্য দর্শন করিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন আসিয়ায় অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" ফ্রেণ্ডের মুখে একথা আরও ভাল লাগে।

উক্ত সম্পাদক সমুদায় পূর্ব্ব বাঙ্গালা দেশ এক জন প্রধান কমিসনরের অধীনে রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহা না করিয়া বরং রেবেনিউ কমিসনরদিগকে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য।

২০এ বৈশাখ শুক্রবার।

এরূপ জনশ্রুতি লেণ্ড সাহেব শীঘ্র ইংলণ্ডে গমন করিবেন। তিনি পুনর্ব্বার নবেম্বর মাসে আগমন করিবেন। এদিকে ৩০এ এপ্রেল বুধবার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সেসিয়ন বন্ধ হইয়াছে। রাজা দিনকর রাও, দেবনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি স্বস্ব গৃহে গমন করিয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা করিয়াছেন ৩১এ জুলাই অবধি টেলিগ্রাফে গালি ও বোম্বাই হইতে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে ইউরোপীয় সমাচার আসিবে না। সংবাদপত্রসম্পাদকেরা নিজ নিজ ব্যয়ে তাহা করিবেন। লার্ড এলগিন কি ইংলিসমানের গালির টেলিগ্রাফে বিরক্ত হইয়াছেন?

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল উপাধি ধারী ছাত্রেরা কি নিমিত্ত নুতন উচ্চতম বিচারালয়ে ওকালতী করিতে পারিবেন না? যদি ব্যবস্থাজ্ঞতা লইয়া কথা হয়, আমরা বিলক্ষণরূপে বলিতে পারি, সুপ্রিম কোর্টের বারিষ্টরেরা প্রেসিডেন্সি কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের অপেক্ষা প্রধান হইবেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে সহজে উচ্চতম বিচারালয়ে যাইতে দিলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বলিয়া প্রভেদ থাকে কই?

চীন দেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বিদ্রোহীরা সাঙ্গে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করাতে ফরাশী ও ইংরাজ সেনারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দুরীভূত করিয়াছে।

গবর্ণমেন্ট বেন্টিক নামক জাহাজের সংস্কার করিবার জন্য ২৪,৯৭০৮/১০ টাকা দিয়াছেন, ইহার মধ্যে ২১,৬৩৮৮/১০ নগদ ও ৩,৩৩২ টাকার দ্রব্য দেওয়া হইবে।

সম্প্রতি হাবড়ার রেইলওয়ে ষ্টেসনে প্রায় ১২০০ মজুর কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমোটিব (গাড়ি) ডিপার্টমেন্টের মজুরেরা প্রত্যহ ৮ ঘন্টা কাজ করে, কিন্তু তাহাদিগকে ১০ ঘন্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানি মজুরদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন, নচেৎ লোক পাইবেন না।

পূর্ব্ব বাঙ্গলার রেলওয়ে গাড়ি খুলিবার আর বড় বিলম্ব নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়ের ষ্টেসন দর্শন করিলে হাবড়ার ষ্টেসনকে কুটীর মাত্র বোধ হয়। ইহা দীর্ঘে প্রায় ৪০০ হস্ত হইবে। চারি অংশে ইহা বিভক্ত, এক দিগে আরোহীরা উঠিবেন, অপর দিগে নামিবেন, আর গাড়ি ও দ্রব্যাদি থাকিবার দুটি পৃথক গৃহ হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণির গাড়িগুলি ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির গাড়ির ন্যায়। শেষোক্ত রেইলওয়ের তৃতীয় শ্রেণির শকটে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে হয়, ও বসিবার কষ্ট, কিন্তু ইহাতে সে সকল কষ্ট নাই, ইহার তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরায় বিভক্ত, প্রত্যেক কামরায় দুই খানি বেঞ্চ আছে। আর পার্শ্বে কাচের জানালা ও খড়খড়ি আছে। যদি পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়ে কোম্পানি ভাড়ার অল্পতা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের গাড়িতে আরোহীর সংখ্যা থাকিবে না।

দল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন মহারাজ সিন্দিয়া ও রাজা দিনকররাও আগরায় গমন করিয়াছেন।

২১এ বৈশাখ শনিবার।

পুর্ণিয়া হইতে একজন ফিনিক্স পত্রে লিখিয়াছেন তথায় সম্প্রতি ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এবার ঝড়ের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত কলিকাতায় এমত ঝড় হইতেছে যে পুলিস কর্ম্মচারীরা গহনার পান্সীতে আরোহী উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আমেরিকার গবর্ণমেন্ট পুনর্ব্বার এক মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। বর্জিনিয়া প্রভৃতি দেশ সকল তাঁহাদিগের অধীনস্থ হইয়াছে। এই বার বোধ হয় ক্রীত দাসদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল।

আমরা সমাচার পাইতেছি নীল প্রধান প্রদেশের প্রজাদিগের অসঙ্গত কর বৃদ্ধি করা হইতেছে এবং তাহাদিগকে বহুকালের ভূমি হইতে বহিষ্কৃত করা হইতেছে। নীলকরেরা অন্যায় কর বৃদ্ধি করিতেছেন ডেপুটি কালেক্টরেরাও একপ্রকার তাহাদিগের সহায়তা করিতেছেন। লেপ্টনন্ট গবর্ণর পরিবর্ত্ত হইয়াছে বলিয়া কি নিলকরেরা উৎসাহ পাইয়াছেন?

গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের বিদ্যাশিক্ষা জন্য এবার ১৪ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেক শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করা হইতেছে। শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করা আবশ্যক, কিন্তু সমুদায় টাকা যেন ইহাতেই পর্য্যবসিত না হয়।

ইংলণ্ডে একটি স্ত্রীলোক এক কালে তিনটি পুত্র প্রসব করিয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী উক্ত স্ত্রীলোককে ৩০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

গত কল্য সুপ্রিম কোর্টে সর চারলস জাকসনের সম্মুখে জন রড নামক ইউরোপীয় হত্যাকারীর বিচার হয়। তাহার সাক্ষিগণ উপস্থিত না থাকাতে আগামি সেসিয়নপর্য্যন্ত তাহা স্থগিত রহিল। ১লা জুন দ্বিতীয় সেসিয়ন আরম্ভ হইবে।

বোম্বাইয়ের মহারাজ ঘটিত মোকদ্দমার

শেষ হইয়াছে। মহারাজ শিষ্যগণের সহিত যে কুব্যবহার করেন সত্যপ্রকাশসম্পাদক তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। মহারাজের পাঁচ টাকা জরিমানা ও মোকদ্দমার সমুদায় ব্যয় দিবার আদেশ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রয় হইতেছে ঃ

৪ টাকার	সিক্কা	কাগজ	৮৯। ৮৯৵
৪ "	কোম্পানির	ঐ	৯৩। ৯৩।
৫ "	ঐ	ঐ	১০০৵। ১০৪
৫॥	ঐ	ঐ	১১০। ১১০॥

কাগজের মূল্য গত সপ্তাহে অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের চারিকোটি টাকার কাগজ ক্রয় করা হইয়াছে. আমরা শুনিলাম বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক কতক কাগজ এই দুর্মূল্যের সময়ে ছাড়িয়া দিবেন। এইমাসের শেষে বাজার নরম হইবে দাল লেরা সাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা।

২৬ এ এপ্রেল শনিবার।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ব্যতিরেকে আর সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

নূতন লেপ্‌টনণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থাপকদিগের নিকট এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন উঁহাদিগের বহুদর্শিতা দ্বারা তিনি সবিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

ফরগুসন সাহেব জমীদারি ডাকের বিল বিবেচনা করিবার প্রস্তাব করিলেন। সকল জমীদারকেই সদর জমা অনুসারে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ দিতে হইবে।

ফরগুসন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে ১৮১৯ অব্দের ২ আইন সংশোধন বিষয়ক বিল বিধিবদ্ধ হইল। ইহার মর্ম্ম এই প্রামাণিক দলীল ব্যতিরেকে যাঁহারা ভূমি ভোগ করেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিবেন।

ফরগুসন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে মাতলা রেইল ওয়ে প্রস্তুত করিবার বিল প্রথমবার পঠিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হইল তিনি আরও বলিলেন আগামি সভায় জমিদারি ডাকের বিল বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করা হইবে।

—০০—

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

৩০এ এপ্রেল বুধবার।

এতদ্দেশীয় কোন ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন না। বীডন সাহেব প্রস্তাব করিলেন, ফৌজদারি আইন সংশোধনবিষয়ক বিলের বিষয়ে সিলেক্ট কমিটি যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বিল বিধিবদ্ধ করা হয়।

লেঙ্ সাহেবের প্রস্তাবানুসারে শুল্কের বিলাইনকম টাক্স সংশোধন বিষয়ক বিল ও লাইসেন্স টাক্স উঠাইবার বিল বিধিবদ্ধ হইল। তিনি বলিলেন ইনকম টাক্স কমাইয়া দেওয়াতে ভারতবর্ষীয় সভা এক অনুমোদন পত্র লিখিয়াছেন।

হ্যারিংটন সাহেব দণ্ডবিধির কয়েকটি প্রকরণ উঠাইবার বিল বিবেচনা করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন।

যে যে স্থানে দণ্ডবিধানের আইন প্রচলিত হইয়াছে তথায় ১৮৫২ অব্দের ১৬ আইন রহিত করিবার বিষয়ে যে বিল করা হইয়াছে সিলেক্ট কমিটি তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিয়াছেন। হ্যারিংটন সাহেব তাহা সভায় অর্পণ করিলেন।

যাহারা অযোধ্যায় গোপনে লবণ প্রস্তুত করে তাহাদিগের দণ্ডবিধানের বিষয়ে যে বিল হইয়াছে। (১৮৪৩ অব্দের ১৪ আইন ও ১৮৫৫ অব্দের ৩৩ আইন সংশোধন বিষয়ক বিলে সিলেক্ট কমিটি) যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহা সভায় প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন।

সভাপতি বলিলেন সভা নবেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।

—০০—

৩ রা এপ্রেল পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

সেনাপতি মাকিলন পটমাকস্থিত সেনাদলকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন, যুদ্ধের সময় আসিয়াছে। অনেকবিধ কষ্ট ও চেষ্টা পাইতে হইবে, তদর্থে সজ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার সেনাদল মানাসাস পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল কিন্তু পথিমধ্যে অত্যন্ত বৃষ্টি ও কর্দ্দম ক্লেশ হওয়াতে তাহাদিগকে আলেকজণ্ড্রিয়ায় ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। যুদ্ধের সমুদায় প্রণালী পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে। বিদ্রোহীদিগের সেনার সংখ্যা ১,৫০,০০০। গবর্ণমেণ্টের সেনারা নিউমাডরিড নগর অধিকার করিয়া সেনাপতি বরগার্ডদ্বারা রক্ষিত মিসিসিপির ১০ গণিত দ্বীপ আক্রমণ করিয়াছে। মহাসভার বিচারসংক্রান্ত কমিটী সভাপতির ক্রীতদাস মুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরী শিল্পপ্রদর্শনী সভা খুলিবার জন্য কেম্বিজের ডিউক, কান্টারবরির আর্কবিশপ, লার্ড হাই চান্সেলর, ডারবির আরল এবং লার্ড পামরষ্টনকে কমিসনর নিযুক্ত করিয়াছেন।

৩১এ মার্চ্চ যে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে সম্বৎসরে ৬০,৯১,৯৫০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত সহকারে ইটালির মন্ত্রিবর্গ নিয়োগ করা হইয়াছে। রাটেজি রাজকীয় সভার সভাপতি ও স্বদেশের কার্য্য নির্ব্বাহক হইয়াছেন।

ফরাসী সম্রাট শিল্প প্রদর্শনী সভা দর্শন করিবেন বলিয়া বন্দোবস্ত করা হইতেছে। ছয় খানি যুদ্ধ জাহাজ সারবর্গ হইতে তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিবে।

ইংলণ্ডের বেলজিয়মের সহিত বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধির পুনরারম্ভ হইয়াছে।

আতামুস ব্রিজ দ্বারা গমনাগমনের পথ করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার সুবিধা করিবার উপায় নির্ণয়ার্থ পার্লিয়ামেণ্টে যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা অনেক গুলি সাক্ষীর জবানবন্দি লইয়াছেন।

রাজকুমার আলবার্টের স্মরণার্থ ফণ্ডের জন্য ৪,৩০,০০০ টাকার অধিক চাঁদা হইয়াছে।

—০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলাদেশীয় লেপ্‌টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১০ই এপ্রেল—দারজিলিঙের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ফৌজদারি সংক্রান্ত যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন, দিনাজপুরের জজ তাহার আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইবেন।

২১এ এপ্রেল—মেজর বার্যার ছোট নাগপুরের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন। যত দিন তিনি তথায় উপস্থিত না হন তত দিন মেজর জে, এস, ডেবিস ঐ কার্য্য করিবেন।

ডাকাইতি কমিসনরের অধীনস্থ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট জে, কোবরণ সাহেব বগুড়া জেলায় মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

রেবরেণ্ড. জে. ব্রুসন সাহেব নবগ্রামের এক জন রেজিষ্টর হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আব্দুল মজিদ জাহানাবাদ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ মুনসীগঞ্জ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারা ও ১৮৫৪ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারানুসারে ঢাকা জেলায় প্রথম শ্রেণির সহকারির ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

জে. ফিন. স্মিথ সাহেব ১লা মে মাস অবধি মেডিকেল কালেজের ডেন্টিষ্ট্রি (দন্তের চিকিৎসা বিদ্যার) অধ্যাপক হইবেন।

২২এ এপ্রেল—এ, আর, টমসন সাহেব ঢাকার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এইচ. সি. সদরলণ্ড সাহেব রাজশাহির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

সি. বি, গারেট সাহেব হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারা ও ১৮৫৪ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির সহকারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

হিউ, ফ্রেজার সাহেব ২৪ পরগণা। জে, বোটেলো সাহেব মেদিনীপুর। চৌধুরী ললির রামসিংহ কামরূপ।

যশোহরে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত কাম্বেল সাহেব ১৮২৯ অব্দের ১ আইন অনুসারে রেবিনিউ কমিসনরের ক্ষমতা পাইবেন, এবং ফরিদপুরের সাস্তোর, নলাদি, ও সাস্তোর পরগণায় ও পাবনায় নসরক শাহী, মোহম শাহী, নসব শাহী ও বেলশাহি পরগণায় জজ ও কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

প্রেরিত।

মান্যবরেষু।

বোধ করি ঢাকা প্রকাশ পাঠে কাছাড়ের চা-কর দিগের দুর্ব্ব্যবহার ও কুলিদিগের দুর্দ্দশা বৃত্তান্ত সুন্দর রূপে অবগত হইয়া থাকিবেন। এই হতভাগ্য (আমি)ঐ সকল ঢাকা প্রকাশে প্রকাশ করিত। ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক আমাকে অনেক উৎসাহ দেওয়াতে আমি কাছাড় গিয়াছিলাম, এবং চা-কর দিগের অন্যায়াচরণ বৃত্তান্ত লিখিতেছিলাম। তন্মূলক সম্প্রতি আমার যে অবস্থা হইয়াছে ও ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক আমার সহিত যে প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন; অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে তাহা আপনাকে জানাইতেছি, সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবেন।

নানাবিধ ইংরাজী সমাচার পত্রিকায় আপনাদের অত্যাচার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চা-কর গণ সম্বাদদাতাকে জানিতে চেষ্টিত হইলেন। কাছাড় অতি ক্ষুদ্র জিলা অল্প পরিশ্রমেই আমার নাম ধাম জানিতে পারিলেন। অনন্তর তাঁহারা এক সভা করিয়া আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আমার নামে অভিযোগ করিবেন বলিয়া ভয় দর্শাইতে লাগিলেন, তাহাতে আমি কিছু মাত্র শঙ্কিত হইলাম না, বরং উচিত উত্তর প্রদান করিলাম, যখন ইহাতেও আমি কাছাড় ছাড়িলাম না, তখন তাঁহারা আমার বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচর করিলেন। তিনি (মাজিষ্ট্রেট সাহেব) প্রকাশ্য কাছারিতে আপনার আমলা ও কএক জন উকীল মোক্তারের সাক্ষাতে বলিলেন " চা-করগণ অশ্বারোহী হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন ঢাকা প্রকাশের সম্বাদদাতাকে সুযোগে প্রাপ্ত হইলে পিস্তল দ্বারা গুলি করিবেন, অতএব তাহার পক্ষে স্থানান্তর হওয়া কর্ত্তব্য, আর তোমরা তাহাকে কোন সেরেস্তায় বসিতে স্থান দিও না ও সে যেন আমার কাছারিতে না আইসে" তৎপরে ডাক মুন্সিকে কহিলেন " ঢাকা প্রকাশের সম্বাদ দাতাকে ডাক ঘরে আসিতে দিও না সে অতি অসৎলোক" ইহাঁর এই প্রকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে আমি কাছারিতে ও ডাক ঘরে যাইতে না পারিলে চা-কর দের নামে ফৌজদারীতে যে সকল অভিযোগ হইবে তাহা জানিতে পারিব না ও ডাকে পত্রাদি প্রেরণ করিতে পারিব না। মহাশয়! দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রবল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বিচার পতির শরণাগত হয়, কিন্তু আমার পক্ষে বিচার পতি প্রবল শত্রু হইয়া উঠিলেন,

আমি এই সকল বিবরণ ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক সমীপে লিখিয়া কর্ত্তব্যতা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম সম্পাদক মহাশয় উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক মৎপ্রেরিত পত্রখানাও ঢাকাপ্রকাশে প্রকাশ করিলেন না !! এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন আমি কাহার বলে কাছাড়ে থাকিয়া সম্বাদ লিখি। যাহার ভরসা করিয়া এতকাল সংবাদ যোগাইলাম। এমন সময় তিনি আমাকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া নিষ্কৃপ হইলেন !!! সম্পাদক বাবু যদি এক খানা প্রাইবেট পত্র দ্বারাও আমাকে কিছু উৎসাহ দিতেন প্রাণান্তেও আমি কাছাড় ছাড়িতাম না।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি এমন বিবেচনা করিবেন না যে আমি আমার জন্যে এত চিন্তিত হইতেছি! চা-করেরা আমার নামে অভিযোগ করিবার যে ভয় দর্শাইতেছেন তজ্জন্যে আমি চিন্তিত নহি, যদি মিথ্যা কথা লিখিয়া থাকি দণ্ডনীয় হইব। আক্ষেপের বিষয় এই যে আর কেহই চা-কর দের দৌরাত্ম্যের বিষয় সমাচার পত্রিকায় লিখিবেক না। কাছাড়ে যে কএকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা কাছারির কর্ম্ম করেন। সুতরাং এসকল বিষয় লিখিতে সাহসী হইবেন না।

মহাশয়! কুলিদের অবস্থা দেখিলে পাষাণ বৎ হৃদয়েও করুণোদয় হয় !! পরিশ্রম করিয়া করিয়া কোন২ ব্যক্তির শরীর এমন মলিন ও কৃশ হইয়াছে যে দেখিবামাত্র শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় !!!

আমি মান ও প্রাণ ভয়ে সম্প্রতি শ্রীহট্ট আসিয়াছি। শুনিতেছি চা-করগণ এখানহইতে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। চেষ্টা করিলে কি হইবেক এ কাছাড় নয়! এখানে দেশ হিতৈষী অনেক লোক আছেন।

এখন আপনাদের নিকট আমার প্রার্থনা এই যে আপনারা যদি দেশের প্রকৃত হিতার্থে সম্পাদকীয় ভারগ্রহণ করিয়া থাকেন যদি পীড়িতের আর্ত্তনাদ আপনাদের স্বাভাবিক ক্লেশপ্রদ হয় তবে আমাকে কাছাড়ে পুনঃ প্রেরণের চেষ্টা করুন আমি যাহাতে কাছাড়ে যাইয়া নিরুপদ্রবে থাকিতে পারি তাহার চেষ্টা দেখুন ! অথবা অন্য কোন ভাল সংবাদ দাতাকে কাছাড়ে প্রেরণ করুন নতুবা আপনারা পরমপিতাপরমেশ্বরের নিকট কত অপরাধী হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

আপনার অভিপ্রায় সোমপ্রকাশে লিখিবেন আমি জানিতে পারিব। আপনকার মত জানিবার অপেক্ষা আমি এখানে রহিলাম ইতি।

শ্রীহট্ট ৫ ই বৈশাখ ১২৬৯।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

এদেশীয়গণের মনোভূমিতে অসার পৌত্তলিকতা মহাপ্রতাপে রাজত্ব করাতেই ভারতবর্ষের এতাদৃশ হীন ও মলিন অবস্থা হইয়াছে। পৌত্তলিকধর্ম্ম তাহাদিগের কি আন্তরিক কি দৈহিক শক্তি উভয়কে সামান্য ও নিকৃষ্ট বিষয়ে বিনিয়োজিত করিয়া ক্রমে নিস্তেজ করিয়া তুলিতেছে। এখন এ প্রকার হইয়া উঠিয়াছে যে, যে কার্য্যে অনেক বুদ্ধি বৃত্তির আলোচনা ও অধ্যবসায় আবশ্যক করে প্রায় তাহারা সভয়ে তাহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিতে যত্নশীল হয়; তাহাদের ভাব সকল নীচ হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের বীর্য্য ও উৎসাহ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে এবং পশ্বাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়ভোগে বিলাসী হইয়া আপনাদিগের [illegible] বিস্মরণ পূর্ব্বক কেবল বিষয়োপার্জ্জনেই তাহারা অস্থিরমনা হইয়াছে; দুর্ব্বল শিশুর প্রতি মাতার করুণা দৃষ্টি যেমন অধিক পড়ে, সেই প্রকার এদেশের প্রতি ঈশ্বরের করুণা দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে এমন সময়ে এস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে এদেশের মহোপকার সাধন করিতেছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে এদেশের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান করিবেন ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম যখন পৌত্তলিকতার আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ ধারা সকল প্রচলিত করিতে কৃতকার্য্য হইবেন তখন উন্নত শুভাকাঙ্ক্ষী মানব গণের হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দেরই সঞ্চার হইবে। শীতঋতুর অবসানে বসন্ত উদয় হইয়া যেমন সুখকারী প্রাণি মাত্রের শরীর স্ফূর্ত্তিময় করে তদ্রূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিকতার অবসান কালীন উদিত হইয়া সাধুজন গণের উৎকৃষ্ট আনন্দদায়ক হইয়াছেন। এক্ষণে একটী সংবাদ দ্বারা আপনাকে আনন্দের ভাগী করিবার জন্য এই কয়েক পংক্তি আপনার সন্নিধানে প্রেরণ করিতেছি। মহাশয় বৎসরের প্রথম দিবস উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের একটী উৎসব হইয়াগিয়াছে অবশ্যই শ্রুত হইয়া থাকিবেন। গত ১১ মাঘে কেবল শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ মহাশয়ই স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে লইয়া যান নাই। এই নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মের সাহসে সাহসী হইয়া তাঁহার ন্যায় কলুটোলাস্থ সেন পরিবারের অপর দুইজন ব্রাহ্মও স্ব

ভার্য্যা সহ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সকল মহিলারা প্রধানাচার্য্যের ভবনস্থ অঙ্গনাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া একত্রে উপাসনা ও আহারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আহা! এদেশ কবে এরূপ হবে যখন ইহার পুত্রের ন্যায় ইহার কন্যাগণও সৌহার্দ্দপাশে বদ্ধ হইয়া পরম পিতার উপাসনায় আত্মাকে নিবিষ্ট করিবে, পরস্পরের কুসংস্কারাদি দূরীভূত করিতে একান্ত যত্নশীল হইবে এবং এক বাক্য হইয়া দেশোন্নতিকরকার্য্যে ভ্রাতাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবে। সেন পরিবারের উল্লিখিত স্ত্রীগণের ধর্ম্মসাহস সন্দর্শন করিয়া এদেশীয় স্বহিতাকাঙ্ক্ষী রমণীরা যেন শুভ কর্ম্ম নিষ্পন্নার্থে সর্ব্বদাই নির্ভয়তা প্রকাশ করেন। তাঁহারা আর কতকাল বৃথা লোক ভয়কে আপনাদিগের উপর নিষ্ঠুর রূপে পীড়ন করিতে দিবেন! হে ভগিনীগণ গাত্রোত্থান কর, আপনাদিগের প্রতি সদয় হও, সংসারী ব্যক্তির ভয়ে ভীত হইয়া অমূল্য আত্মারত্নকে বিনষ্ট করিও না!

মহাশয়! শুনিতেছি সেন বাবুগণ দেশহিতৈষী ব্রহ্মানন্দ মহাশয়ের প্রতি এবার বড় রাগান্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা কেশব বাবুর মানস যাহাতে সুসিদ্ধ না হয় এমন অনেক আয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি দ্বার রুদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, বাড়ীতে পাল্কী আনিতে দেন নাই এবং কর্ত্তারা ও দ্বারপালেরা সকলেই তাঁহাকে ব্যাঘাত দিবার জন্য সারি বন্দি হইয়া অলিন্দে দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু "ধিক বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং" সত্যের নিকট তাহাদের সমুদায় চেষ্টাই বিফলীকৃত হইল। সংসারী ব্যক্তিরা পদে পদে শিক্ষালাভ করিতেছেন, তথাপি কি তাঁহাদের একবারও মনে হয় না যে সত্যের স্রোতের সম্মুখে পর্ব্বত সমান বিঘ্নও তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। মিথ্যার তমোনিশা কি সত্যের জ্যোতির নিকটে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে। দেখ সেন বাবুরা যখনি ব্রহ্মানন্দ মহাশয়ের সাধু ইচ্ছাকে বাধা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন তখনি তাহারা পরাস্ত হইয়া শত হাত দূরে পড়িয়াছেন। প্রথমে যখন ব্রহ্মানন্দ মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন তখন তাঁহারা ব্যাঘাত দিয়া কি করিলেন? পরে গুরুর মন্ত্র লইতে যখন অস্বীকার করিলেন তখনি বা কর্ত্তারা রাগান্বিত হইয়া তাঁহার কি করিলেন, পরে যখন তিনি প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে ঘন ঘন যাইতে এবং সুতরাং আহার করিতেও আরম্ভ করিলেন তখন কর্ত্তারা আরএকবার খড়্গহস্ত হইয়াই বা কি করিলেন? যখন সিংহল দ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন তখনি বা তাঁহার কি হইল? যখন প্রথম বারে প্রধানাচার্য্যের বাটীতে সস্ত্রীক হইয়া গেলেন তখনি বা তাঁহার কি হইল? আবার যখন এবারে প্রকাশ্যরূপে বিপক্ষ দলের সম্মুখ দিয়া আপন স্ত্রীকে পাল্কীতে আরোহণ করাইলেন তখনি বা তাঁহার কি হইল? হইল না আর কিরূপে বলিব যখন ব্রহ্মানন্দ মহাশয় চলিয়াগেলেন তখন তাঁহারা (পল্লীগ্রামে দস্যুরা পলাইলে দারোগারা যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে অথবা চোর পলাইলে যে রূপ বুদ্ধি বাড়ে)পরাক্রম প্রকাশ করিয়া দ্বারপালদিগকে হুকুম দিলেন কিনা কেশব বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে আর বাড়িতে আসিতে দিও না। ব্রহ্মানন্দ মহাশয়কে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করা কিরূপ হইয়াছে যেমন একটি অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ আমার বাড়িতে আসিয়া আমাকে বলিল যে তুমি তোমার বাড়ি হইতে দূর হও এবাড়িটি দেখিতে অতি উত্তম অতএব আমি এখানে বাস করি। তবুও ভাল নীলকর বিপক্ষ প্রজাদিগের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ মহাশয়ের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যে উঁহার বাটীর লোকেরা দলবদ্ধ হইয়াছেন ইহা বঙ্গদেশের একটি কম উন্নতির ব্যাপার নহে, বোধ হয় ইহা বঙ্গদেশের পুরাবৃত্তেতেও উঠিলে উঠিতে পারে। হায় রে! মনে এক আর বাহিরে এক থাকিলে আর তাহাতে কোন দোষ হয় না, বাবুরা এদিকে হোটেলে খানা খাইতে যাইবেন আর বাটীতে আসিয়া ব্রাহ্মণ চরণের ধূলি দিয়া জল পান করিবেন, হরিবোলের মালা ঠক ঠক করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে দেশ জয়ের জন্য সর্ব্বত্যাগ করিতে যাইবে তাহারই উপর যত পীড়ন. কলিকাতা নিবাসিদের কি এখন জাতি আছে. যে জাতির জন্য আবার একটা গোলমাল। থাকত ঈশ্বর গুপ্ত তাহাহইলে একবার দেখিতে পাইতাম সেন বাবু দিগের জাতির বল কতদূর অবধি। যখন ব্রহ্মানন্দ মহাশয় সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন যখন ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রধানাচার্য্য গৃহে অন্নভোজন করিয়াছিলেন আর তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই তখনি তো হিন্দুধর্ম্ম মতে তিনি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু তখন যখন তাঁহারা সকলেই তাঁহার সহিত ভোজন উপবেশনাদি করিয়াছেন তখন কি আর তাঁহাদের জাতির কিছু বাকি আছে। যাহা হউক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত আহ্লাদনীয় বিষয় বটে যে লোকে অপরজাতির গৃহে বার বার আহারাদি না করিলে আর জাতি পলায়ন কবে না। আবার একটি হর্ষসূচক বাক্য শ্রবণ করিলাম যে ব্রহ্মানন্দ মহাশয়ের সহিত আর যে দুইটি সেন পরিবারের ব্রাহ্ম যাঁহারা সস্ত্রীক হইয়া প্রধানাচার্য্য গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারা প্রধান সেন কর্ত্তাদিগের অত্যন্ত প্রতিকূলতাসত্ত্বেও স্নেহের সহিত গৃহে আনীত হইয়াছেন, দেখুন তিন জনেই একব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন অথচ দুইজনের কিছুই হইল না আর এক জনের নির্ব্বাসন হইল। বিচার বড় মন্দ হয়নাই, সর মণ্টি ওয়েলসের ন্যায় বিচার যথার্থ হইয়াছে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। আর একটি নূতন কথা শুনিতেছি যে পুরুষে যে কর্ম্ম করুন না কেন তাহাতে তিনি জাতি হইতে বিচ্যুত হইবেন না। তাঁহার স্ত্রী যতক্ষণ না জাতি বিরুদ্ধ আচার ব্যবহার করেন ততক্ষণ তাঁহার কিছুই ভয় নাই। ইহা কি একটি আমাদের পক্ষে মহাহর্ষসূচক সংবাদ নহে? সহজে জাতি যায় না ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে সুসমাচার আর কি আছে? হে ভ্রাতৃগণ তোমরা আর ভয়ার্ত্ত হইও না, সকলি তোমাদের অনুকূল হইতেছে, তোমরা অন্তরে সদ্ভাব ধারণ করিয়া চরিত্র ও মনঃ বিশুদ্ধ করত ঈশ্বরের আশ্রয় অবলম্বন কর নিশ্চয়ই তোমাদিগের মঙ্গল হইবে, নিশ্চয়ই তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে কৃতকার্য্য হইবে।

কস্যচিৎ অপক্ষপাতিনঃ।

—০—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	বারাসত	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত		৫
,, মুকুন্দচন্দ্র সেন	চট্টগ্রাম	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত		৫
,, ব্রজলাল রায়	শান্তিপুর	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত		৫
,, কাশীনাথ দত্ত	আলাহাবাদ	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত		৫
,, লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী	বাখরগঞ্জ	
১২৬৮ চৈত্র হইতে ৬৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত		৫
,, শম্ভুচন্দ্র রায়	জাড়া	
১২৬৮ ফাল্গুন হইতে ৬৯ শ্রাবণ পর্য্যন্ত		৫
,, প্রাণকৃষ্ণ হাজরা	গড়বেতা	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত		১০
,, চারুচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	
১২৬৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত		১০
রেবরেণ্ড সেমুএল ডাইসন সাহেব	কৃষ্ণনগর	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত		১০
,, দ্বারকানাথ বসু	খলিসানি	
১২৬৯ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত		৫

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।
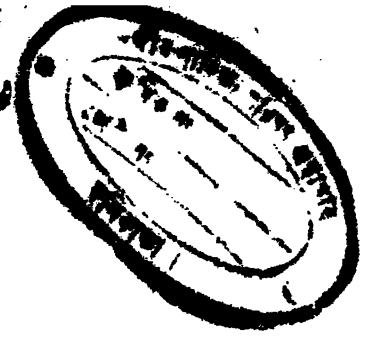
সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতীন হীয়তাং

৪ ভাগ। ২৬ সংখ্যা।। | সন ১২৬৯। ৩০ বৈশাখ। ইং ১৮৬২। ১২ মে | মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

৩০এ বৈশাখ সোমবার।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

গত সপ্তাহে অন্যূন ২০ খান প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্ত গত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি দীর্ঘতর, কতকগুলি অসার ও কতকগুলি তাদৃশ প্রয়োজনোপযোগী নয় বলিয়া সকল গুলি প্রকটিত হইল না।

—০*০—

নীল প্রধান প্রদেশ সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের ভ্রম গেল না।

এক জন নদীয়া হইতে ৩০এ এপ্রেলের ইণ্ডিয়ান মিররে লিখিয়াছেন "কেবল একটি কুঠির প্রায় হাজার প্রজা ডেপুটি কালেক্টরের নিকটে আবেদন করিয়া জানাইয়াছে যে তাহারা দুই দিনের মধ্যে তাহাদিগের জমা ত্যাগ করিবে।" নীলকরেরা যে অত্যাচার করিতেছে, ইহাতেও কি আর তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে? লোকে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের লোকে অল্প দুঃখে কি পৈতৃক বাস স্থান ও জমা ত্যাগ করিতে চায়? নীলকরদিগের ইচ্ছাই যদি বলবতী হইল, গবর্ণমেণ্টে প্রয়োজন কি? গবর্ণমেণ্ট কি এরূপ বিশ্বাস করিতেছেন যে এই সকল প্রজা কুলোকের কুপরামর্শে নীলকরদিগের ভয় প্রদর্শনার্থ এইরূপ আবেদন করিয়াছে। তাহারা যখন বাস্তবিক জমা ত্যাগ করিবে তখনই গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হইবে। নীলকরেরা অবলীলাক্রমে অসঙ্গত রূপে করবৃদ্ধি করিতেছেন; যে স্থলে একগুণ কর ছিল, সে স্থলে চারি পাঁচ গুণ কর ধার্য্য করা হইয়াছে। কর বৃদ্ধি করিবার প্রায় ৮০,০০০ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। ডেপুটি কালেক্টরেরা গবর্ণমেণ্টের নূতন নীল প্রেমে বিমোহিত হইয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছেন, নীলকরেরা যে কর বৃদ্ধি করিতেছেন তাহা অন্যায় নহে। প্রজারা যে আপত্তি করিতেছে তৎপ্রতি কর্ণপাত করা হইতেছে না। তাহাদিগের গো, মহিষ, গৃহাদি বিক্রীত করিয়া অন্যায় কর আদায় করা হইতেছে। নীল প্রধান প্রদেশের সর্ব্ব স্থলেই হাহাকার রব উঠিয়াছে। প্রায় দুই বৎসর কাল ক্রমাগত মোকদ্দমা করিয়া করিয়া কৃষকেরা অবসন্ন ও নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। সুবিচার হইলে বরং তাহাদিগের ক্ষোভ কিঞ্চিৎ দূর হইত; কিন্তু তাহাদিগের ভাগ্যে সেটি ঘটিল না। তাহাদিগের দুই কূলই গেল! সত্য বটে বিশেষ কমিসনর জাক্সন সাহেব কর বৃদ্ধির বহু সংখ্য মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা দিয়াছেন; কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে নিঃসংশয় প্রতীয়মান হইবে, পরিণামে ঐ আজ্ঞা বিড়ম্বনা মাত্র হইবে, প্রজাদিগের ভাগ্যে সুবিধা হওয়া দুর্ঘট। যাহারা মফস্বলস্থ সিবিলিয়ান ও অচিহ্নিত ডেপুটি কালেক্টর প্রভৃতিকে জানেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন উক্ত মহামহিদিগের আজ্ঞা অমোঘ; তাঁহারা একবার যে আজ্ঞা দেন, তাহার আর পরিবর্ত্ত করেন না। ফলতঃ জাক্সন সাহেবের আজ্ঞায় প্রজাদিগের আর কিছু [illegible] হইবে এই মাত্র।

অথবা আমরা গবর্ণমেণ্টকে বৃথা এত বলিতেছিই বা কেন? নীলকরেরা স্বার্থের জন্য না পারেন এমন কর্ম্ম নাই, গবর্ণমেণ্টের এটি বুঝা দূরে থাকুক, তাঁহারা আবার নীলকরদিগের সহায়তার জন্য দুই এক জনের অপরাধে পল্লীগ্রামস্থ বা

বঙ্গীয় লোকের দণ্ড বিধানের বিল বিধিবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সকল বিষয়েই অদ্ভুত। ইটালির কয়েকটি যুদ্ধ প্রিয় সভা ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব হইলে বারন্ রিকেসলি তত্রত্য মহাসভায় বলেন, 'এই সকল সভা ভঙ্গ করা নিতান্ত অনুচিত;, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হইবার ভয় করেন; কিন্তু সেই শান্তি রক্ষা করা কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে? তাঁহারা সতর্ক হইবেন যেন কেহ অন্যায়াচরণ করিতে না পারেন।, এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ এই নীতিটি বিস্মৃত হইয়াছেন। ব্যক্তি বিশেষের অথবা সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট সাধন উদ্দেশ করিয়া কোন বিধি বিধান অতিশয় গর্হিত। একের অপরাধে অন্যের দণ্ড বিধান কি শান্তি রক্ষার সদুপায়? এতদ্ভিন্ন কি শান্তি রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় নাই? নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণ হইলে কি সহজে শান্তি রক্ষা হয় না? আমাদিগের রাজপুরুষেরা কি নীলকরদিগের ন্যায় মনে করেন প্রজারা চিরকাল তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা ও "শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের,, অত্যাচার সহ্য করিবে? যে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা বলেন গবর্ণমেণ্ট মজুরদিগের বেতন বৃদ্ধি করাতে চা করদিগের কষ্ট হইতেছে * সে সম্প্রদায় এ দেশের কেমন হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াও বুঝিবেন না।

অধিক কথা কি, আমাদিগের রাজপুরুষেরা নীলকরদিগের মায়াজালে বদ্ধ হইয়া স্বকৃত নিয়মাদির বৈফল্য সম্পাদনে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন কেহ পরগণার হারের অতিরিক্ত কর লইতে পারিবেন না এবং যে স্থলে কৃষকদিগের যত্নে ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হইবে তথায় কর বৃদ্ধি করা হইবে না। এই আইনে কি জলাঞ্জলি দেওয়া হইবে? নীলকরেরা নীলবপন করাইবার উদ্দেশে অসঙ্গত করধার্য্য করিতেছেন, ইহা কি এখনও জানিতে বাকী আছে? আব বাবের ত কথাই নাই। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার নিবারণ করিবেন না। গত শতাব্দীতে তাতারেরা রুশিয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া চীন দেশে গমন করে; তন্নিবন্ধন আস্ত্রাকাণের শাসনকর্ত্তা যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ ও চিরকালের জন্য ঘৃণাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গদেশীয় প্রজারা কি তাতারদিগের অবলম্বিত উপায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হয় নাই? এক্ষণে তাহারা নীলকরদিগের জমীদারি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালীদোষে যদি তাহারা সেখানেও তিষ্ঠিয়া থাকিতে না পারে, শেষে কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকার পরিত্যাগে উন্মুখ হইবে না? গবর্ণমেণ্ট কি শেষে এইটী দেখিতে চান?

আমরা বারম্বার কহিতেছি গবর্ণমেণ্ট নীলকরদিগের অসঙ্গত কর গ্রহণ প্রয়াস রহিত করুন এবং প্রত্যেকের ভূমির সীমা বদ্ধ করিয়া যথার্থ করধার্য্য করুন। বিশেষ কমিসনরেরা প্রত্যেক পল্লীগ্রামে গিয়া ভূমি জরিপ করিয়া কর নির্দ্ধারিত করিয়া আসুন। কর লইবার জন্য বৎসরের কয়েক দিন স্থির করা হউক। নীলকরেরা করনা লইলে নিকটবর্ত্তি কালেক্টর ওডেপুটি কালেক্টরের নিকটে তাহারা টাকা জমা করিয়া দিবে। এবং আব বাব প্রভৃতি এককালে নিঃশেষ করিতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন না করিলে কিছুতেই নীলকর ও প্রজাদিগের পরস্পরের বিরোধ শান্তি হইবে না। যাঁহারা অদ্যাপিও ভাবেন; পুনর্ব্বার নীল জন্মিবে তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন বঙ্গদেশে নীলের শেষ হইয়াছে। নীলকরেরা যদি ন্যায্য কর লইয়া সন্তুষ্ট না হন, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখুন কিছু দিন পরে তাঁহাদিগকে আপন আপন জমীদারী পতিতভূমিময় দেখিতে হইবে।

* ইংলিসম্যান সম্পাদক গত বুধবারের পত্রে আক্ষেপ করিয়াছেন দার্জিলিঙের মজুরদিগের বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে আসামের চা-করেরা ৪।৫ টাকায় মজুর পাইতেছেন না। এই সকল লোক আপনাদিগকে সভ্য ও ভারতবর্ষের যথার্থ বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হন না।

কাবুলের যুদ্ধ।

আমরা পূর্ব্বে পাঠকবর্গের গোচর করিয়াছি, পারসীকসেনারা আমীর দোস্ত মহম্মদের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা কোরাসান হইতে করা পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় আমীরের পুত্র মহম্মদ আফজুল খাঁকে পরাজয় করে। পরে তাহারা করা নগর অধিকার করিয়াছে। আমীর জান জেলেলাবাদে ছিলেন। তিনি তৎকালে কয়েক জন অস্থিরমতি অবাধ্য সরদার ও জায়গীরদারের সম্পত্তি বাজেআপ্ত করিবার কার্য্য লইয়া ব্যস্ত সমস্ত ছিলেন। ঐ অশুভ সম্বাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি উক্ত সরদারদিগের অনেকের জায়গীর প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এদিকে হিরাটের রাজা সুলতান জান পারসীক সেনাদিগের সহায়তা করিতেছেন, তাহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। দোস্ত মহম্মদের কয়েক জন সরদারও বিপক্ষ পক্ষে পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহার সমুদায় সেনাপতিও তাঁহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত নহেন। উক্ত আমীর হিরাটের রাজার উপরে অধিকতর জাতমন্যু হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছেন" পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমি জীবিত থাকি, তাহা হইলে হিরাট ভূমিসাৎ করিব।" তিনি ইহা অপেক্ষাও মহামহা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন সত্য; তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, রণপাণ্ডিত্য ও সমর চাতুর্য্যের বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন না। কিন্তু তিনি এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া

হেন। তাঁহার বীরবর পুত্র আকবার খাঁ (যাহাকে আফগানেরা স্নেহ ও অনুরাগ বশতঃ 'যোদ্ধা আকবর, বলিত) প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। পারসীক সেনারাও যুদ্ধ বিষয়ে অব্যুৎপন্ন নহে, অতএব দোস্ত মহম্মদ শীঘ্র যে তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া উঠিতে পারেন এরূপ বোধ হয় না।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এ সময়ে কি করিবেন? এখন এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক হইতেছে। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ও অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই এই সংস্কার আছে, ভারতবর্ষের প্রতি রুশিয় সম্রাটের বিলক্ষণ সতৃষ্ণ দৃষ্টি আছে। তিনি সুযোগ পাইলে কোন ক্রমেই তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। পারস্যাধিপতি উক্ত সম্রাটের অনুগত; তাঁহার সহায়তায় সম্রাটের ভারতবর্ষে আগমন অসম্ভাবিত নহে। ভারতবর্ষে আসিতে হইলে হিরাট হইয়া আসিতে হইবে। এই নিমিত্ত ইহা ভারতবর্ষের 'দ্বার, বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই লার্ড আকলাণ্ড ১৮৩৯ অব্দে আফগানস্থানে সেনা প্রেরণ করিয়া ৩০,০০০ সৈন্য ও ইংরাজ জাতির গৌরব বিনাশ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্তও আমাদিগকে এই অবিমৃষ্যকারিতাবিজৃম্ভিত যুদ্ধের ১৭ কোটি টাকা ঋণের সুদ বহন করিতে হইতেছে। ১৮৫৬ অব্দে যখন পারস্য সেনারা হিরাট অধিকার করে, সর জেমস্ আউট্রাম পারস্য দেশ আক্রমণ করিতে যান। হিরাট পারস্যরাজ্যের হস্তগত না হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই ঐকান্তিক চেষ্টা। তাঁহারা দোস্ত মহম্মদ খাঁকে ভারতবর্ষের ফলক স্বরূপ জ্ঞান করেন। এ সময়ে কি তাহারা ঐ বৃদ্ধ আমীরকে শত্রু হস্তে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন?

রুশিয়সম্রাটের ভারতবর্ষে লালসা আছে এ কথা অযথার্থ নহে, কিন্তু এক্ষণে রুশিয়ায় যেরূপ গোলযোগ উপস্থিত ও রাষ্ট্রবিপ্লব সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহাতে তত্রত্য সম্রাট যে এমন সময়ে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন কোন রূপেই এরূপ বোধ হইতেছে না। আর যদিও তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাও পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প। চারি লক্ষ রুশিয় সৈন্য সমভিব্যাহারে না লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ সুসাধ্য নয়। নাদীরসাহ প্রভৃতি সহজে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কাল অতীত হইয়াছে। রুশিয় সম্রাট যদিও দুরাশাগ্রস্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন, অনতিবিলম্বে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইবে। ভারতবর্ষে নীল ও ইনকম টাক্স ঘটিত যে কিছু গোলযোগ থাকুক না কেন, এদেশীয়েরা ফরাশি অথবা রুশিয়দিগের অধীনতা স্বীকারে উন্মুখ নহেন। যদি সুখ ও স্বাধীনতা আমাদিগের অদৃষ্টে থাকে, ইংলণ্ডের অনুগ্রহেই হইবে। যখন দেশের লোক সেনাগণ ও গবর্ণমেণ্ট সকলেই বিরূপ, তখন রুশিয়দিগের এদেশে আসিয়া কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা কি? দোস্ত মহম্মদ পুরাতন বন্ধু, তাঁহাকে সাহায্য দান করা উচিত বটে, কিন্তু যেন আমাদিগকে পুনর্ব্বার ১৭ কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে না হয়। আমরা প্রধান পুরুষদিগের অবিমৃষ্যকারিতাদোষে পুনরায় যেন বিপদাপন্ন না হই। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট পারস্যাধিপতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন, ইহা কোন ক্রমেই আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। সম্প্রতি ভারতবর্ষ ভয়ঙ্কর অর্থকৃচ্ছ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখনও সম্পূর্ণরূপে ইনকমটাক্স রূপ রাহুগ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই; এ সময়ে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টকে মধ্য আসিয়ায় সৈন্য প্রেরণে উৎসাহিত করিবেন, তিনি ভারতবর্ষের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবেন সন্দেহ নাই।

উৎসব ও উৎসবা[illegible] ব্যক্তিগণ।

"এক্ষণে আর আমোদ নাই, সে কাল গিয়াছে," বৃদ্ধদলের অনেকে এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমাদিগের সমাজের একটি বিশেষ অবস্থা ঘটিয়াছে, ইহা অন্যদেশে দৃষ্ট হয় না। অন্য অন্য দেশে নবাতন্ত্র নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি ভাল বাসেন, বৃদ্ধেরা এ সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বঙ্গদেশে বৃদ্ধেরাই যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতিতে আসক্ত এবং কৃতবিদ্য যুবকেরা তাহাতে বিমুখ হইয়া পুস্তক পাঠ, সভায় তর্ক বিতর্ক ও সংবাদপত্রাদি পাঠে সমধিক অনুরক্ত দৃষ্ট হন। যুবকেরা উল্লিখিত যাত্রাদির আমোদে রত হওয়া লঘুচেতার কর্ম বিবেচনা করেন।

যাহারা উল্লিখিত আমোদের বিদ্বেষ্টা, বোধ হয়, তাঁহারা এই কথা কহিবেন, আজি কালি চাঁদা, সভা, রাজনীতি সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক ও দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষার কাল উপস্থিত, এ সময়ে কি কোন প্রকার আমোদ করা উচিত? আমাদিগের মাতৃভূমির কি এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে আমরা স্বদেশের হিতসাধন পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিজ সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উল্লিখিত জঘন্য আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইব? পক্ষান্তরে উৎসবপ্রিয় ব্যক্তিরা বলিতে পারেন "আমরা যদি বারইয়ারি পূজা করি, বাই নাচ দেখি, অথবা যাত্রা শুনি, তাহা হইলে নব্য সম্প্রদায়ের সম্পাদকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন; [illegible] গালে নিন্দা হয়, গ্রাণ্ট সা[illegible]ের স্মরণীয় চিহ্নে না দিয়া যাত্রায় [illegible] দিলে অপব্যয় হয়। তবে কি আমরা কেবল পেচকের ন্যায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিব? পাঠকগণ! আমরা ইহার অন্যতর কোন বাক্যেই অনুমোদন করিতেছি না। আমোদ নিতান্ত আবশ্যক, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। আমাদিগের শরীর যেরূপ নিদ্রার পর নূতন বল প্রাপ্ত হয়, আমোদের পরও তেমনি আমাদিগের

মা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়। কোন্ ব্যক্তি সমস্ত দিন কেরাণী গিরি, শিক্ষকতা, কিম্বা ওকালতী করিতে সমর্থ হন? কিন্তু সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় প্রীতিকর হয় না। বৃদ্ধেরা যে যাত্রা পাঁচালী প্রভৃতিতে আনন্দ সুখ অনুভব করেন, নব্য সম্প্রদায়ের তাহা ভাল লাগে না কেন, এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচিত হইতেছে।

পূর্ব্বকালে যে যে বিষয়ে হিন্দু জাতির শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইয়াছিল, এই জাতির রাজত্ব ও স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদায় বিষয়েরই প্রায় শ্রীভ্রংশ হইয়া যায়। অভিনয়াদি বিষয়ে হিন্দু জাতি যে উৎকর্ষ লাভ করেন, ক্রমে তাহার বহু বিপর্য্যাস হয়, তদ্বিষয়িণী রুচিও ক্রমশঃ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। আমরা এক্ষণে যে যাত্রাদি দর্শন করি, তাহা সেই রুচি বিপর্য্যাসদোষের ফল। এখন সে রঙ্গভূমি নাই, এখন সে অনুরূপ ভূমিকা, বিশুদ্ধ নাট্যোক্তি ও বিশুদ্ধ সংগীতাদির রীতিও নাই। এখন সমুদায়ই বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আলঙ্কারিকেরা অশ্লীলতা দোষকে নাটকের একটী প্রধান দোষ বলিয়া গণনা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ দোষটী এক্ষণকার যাত্রাদির একটী প্রধান গুণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। মধ্যে যে কতগুলি লোক হইয়া গিয়াছে এবং এখনও আমরা যাহাদিগকে বৃদ্ধ এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহাদিগের অধিকাংশ লোক ঐ সকল অশ্লীল যাত্রাদির একান্ত ভক্ত। ঐ মহাপুরুষেরা কেবল যে আমাদিগের দেশের নাটক নাটিকা প্রভৃতির অভিনয়াদিকে হীন দশা পাওয়াইয়াছেন এরূপ নহে, তাঁহারদিগের হইতে আমাদিগের দেশ নানা প্রকারে দুর্দ্দশা ও দুর্নাম গ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের যেরূপ গুণ, তাহাতে এরূপ ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে। তাঁহারা না জানেন সংস্কৃত, না জানেন বাঙ্গলা, না জানেন ইংরাজী। যাঁহাদিগের এমন গুণ, তাঁহাদিগের অসাধ্য কি আছে? লার্ড মেকলি এদেশের যাবতীয় লোককে যে প্রবঞ্চক বলিয়া গালি দিয়াছেন এবং সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস যে আজি ও গালি দিতেছেন, সে কেবল ঐ মহাপ্রভুদিগের গুণে। চুলকাটা গোঁপছাটা আমলা দলই উঁহাদিগের প্রধান। পক্ষান্তরে, নব্য সম্প্রদায়ের নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া রুচিপরিবর্ত্ত হইয়াছে, সুতরাং চলিত সদোষ যাত্রাদিতে তাঁহাদিগের প্রীতি জন্মে না। এক একটী করিয়া ধরিয়া দেখ, উহাতে প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই।

প্রথম, ওস্তাদিকবিতা। সখীসম্বাদ, বিরহ প্রভৃতি কতকগুলি গান অপ্রশংসনীয় নয়, কিন্তু বাদ্যের ও স্বরের যেরূপ মিষ্টতা, তাহাতে ঐ কবিতা যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, ততই আহ্লাদের বিষয়। ঢুলে ও কাওরা বাদ্যকর, গায়কেরাও প্রায় জাতিতে ঐরূপ। দোহারদিগের দুঃশ্রব চীৎকারধ্বনি ও খেউড়েতে ঐ কবিতার উৎকর্ষের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছে। দ্বিতীয়, যাত্রা। ইহা বরং কতক ভাল। কিন্তু ইহা প্রাচীন কালের অভিনয়ের বিকৃত আদর্শ। অভিনেয়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রূপ, বেশ, বাক্য ও ব্যবহারের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করা হয় না। শ্মশ্রুলব্যক্তিও কখন যশোদা সাজে, গৌরবর্ণ বালকও কখন কৃষ্ণ হয়, এবং কাফ্রি সদৃশ শ্যামবর্ণ বালক ও রাধার রূপ ধারণ করে। পরিচ্ছদের বিষয়েও এইরূপ। যাত্রায় ঢাকাই শাড়ি পরা যশোদাও কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। শোক, রোষ, সন্তোষ প্রকাশ করিবার সময়ে কখন কি প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে হয়, তাহা যাত্রায় নট নটী প্রভৃতি কেহই জানে না। ব্যহারের বিষয়েও নিতান্ত অনভিজ্ঞ। হয় ত প্রহ্লাদচরিত হইতেছে এমত সময়ে কয়েক জন ইংরাজের বেশ ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঁচালী, হাপ আকড়াই প্রভৃতির ত কথাই নাই। ইহার নিকটে ওস্তাদি কবিতা ও যাত্রা সহস্র গুণে প্রশংসনীয়। অধিক কথা কি, মদ, গুলি, ও গাঁজায় পরিপক্ব না হইলে পাঁচালী ও হাপ আকড়াই দলে প্রবেশাধিকার হয় না। যত দিন আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা সংগীত বিদ্যা না শিখিবেন, তত দিন বাই ও খেমটার প্রাদুর্ভাব দূর হইবে না। সামান্য বারাঙ্গনা লইয়া আমোদ করা কি সভ্যতার বিপরীত কার্য্য নহে?

যাত্রা, পাঁচালী, বাই ও খেমটা প্রভৃতি একে একে সকলই খণ্ডিত হইল, তবে কি আমাদিগের দেশের লোকেরা এককালে আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত থাকিবেন? ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমাদিগের পূর্ব্বতন অভিনয়াদি পুনরুজ্জীবিত হউক। রত্নাবলী, শকুন্তলা প্রভৃতির অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম এই সভ্য আমোদ ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হইবে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আর উহার প্রসঙ্গ নাই। শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব হালদার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উৎসাহ বিরহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুনরায় তাঁহাদিগের এ বিষয়ে চেষ্টাবান্ হওয়া উচিত। স্বভাবের অনুকরণ দর্শন ব্যতিরেকে কৃতবিদ্যব্যক্তিদিগের নয়ন ও মনের প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

নূতন গ্রন্থ।

সম্প্রতি দুইখানি নূতন গ্রন্থ আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে। সীতাহরণ ও প্রকৃতিপ্রেম। ঢাকা বাঙ্গালবাজার ব্রাহ্ম স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু মোহন চাঁদ বসাক সীতাহরণ প্রচার করিয়া ঢাকা বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহার মূল্য আট আনা। প্রকৃতিপ্রেম কলিকাতা

হিন্দু বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় প্রণীত। এ গ্রন্থখানি পদ্যময়। ইহা পাঠ করিয়া আমাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি আছে। আমাদিগের এক মিত্র এই গ্রন্থের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এইস্থানে গৃহীত হইল।

সংপ্রতি শ্রীদ্বারকানাথ রায় প্রকৃতিপ্রেম নামক এক খানি নূতন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। রায় মহাশয় অতি সুকবি ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। রাসরসামৃতে তিনি নিজ কবিত্ব শক্তির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই নূতন গ্রন্থে তাঁহার ঐ শক্তির সমৃদ্ধিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা দিন দিন বহুবিধ নূতন গ্রন্থ দেখিয়া থাকি, কিন্তু তৎসমুদায় অনুবাদ মাত্র। প্রকৃতিপ্রেম অনুবাদ নহে। এই কাব্য খানি কেবল রচনাতেই নূতন এমত নহে, ইহা যে শৃঙ্খলাতে প্রণীত হইয়াছে তাহাও নূতন। অপাততঃ শব্দ ও বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির অনুশীলন প্রাদুর্ভাবে, সভ্যতার সমাগমে ও ভিন্নজাতীয় লোকের সহিত সহবাসে অস্মদ্দেশীয়দিগের ভাব, মতি, ও রুচির বহু বিপর্য্যয় হইয়াছে, সুতরাং প্রাচীন প্রণালীর রচনাদি পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তি জন্মে না, কিন্তু প্রকৃতি-প্রেমের রচনার নব্য পাঠক মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিবার বিশিষ্ট উপযোগিতা আছে। রায় মহাশয় এই কাব্য খানি কোন প্রিয়তম ছাত্রের কবিতানুরাগিতায় উৎসাহবারি সেচন করিবার জন্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই হেতু তিনি অপূর্ব্ব কৌশল করিয়া প্রসঙ্গসঙ্গতি ক্রমে মধ্যে মধ্যে কাব্য রচনার অনেক বিধি ও ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপাঠে কেবল তাঁহার ছাত্রেরই উপকার হইবে এমত নহে, অস্মদ্দেশীয় কবি ও গ্রন্থকারদিগের বিপুল উপকারের সম্ভাবনা। অপর, দেশীয় ভাষাশিক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধন এবং ঐকমত্য অবলম্বন ও সভ্যতার সম্বর্দ্ধন বিষয়ে তিনি যে যে কথা লিখিয়াছেন সে সমুদায় গুলিই যুক্তিসিদ্ধ। ফলতঃ এই কাব্য খানির মধ্যে একটীও অসার ও অযৌক্তিক কথা নাই। ইহার নগর ও বনশোভা উষা ও ঋতু বর্ণন প্রভৃতি অতি মনোহর ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পদবিন্যাস এমনি সরল ও সুমধুর পড়িলে বোধ হয় যেন অবলীলাক্রমে লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে। আর শব্দ সকল রচয়িতার এমনি বশে আছে যে কুত্রাপি ইতর ও অনাভিধানিক শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই, এবং শ্রুতিকটু ও অশ্লীলতা প্রভৃতি দোষও কোন স্থানে লক্ষিত হইতেছে না। আদ্যোপান্ত এক ছন্দে রচনা করিলে কাব্য অতি নীরস হয় বলিয়া প্রকৃতিপ্রেম নানা ছন্দে রচিত হইয়াছে। নানাবিধ ছন্দ থাকাতে ইহার আরো অধিক মিষ্টতা হইয়াছে। এই গ্রন্থে বাঙ্গালা, ব্রজবোলী ও সংস্কৃতানুযায়ী নানাপ্রকার ছন্দ আছে। প্রকৃতিপ্রেমের ২৫ পৃষ্ঠায় তোটক ছন্দে নারদ ঋষির যে সঙ্গীত রচিত হইয়াছে তাহা অতি মনোহর। সর্ব্বাপেক্ষা চতুর্থ সর্গের শেষে ১০৮ পৃষ্ঠার ব্রজ ভাষার সঙ্গীতছন্দানুযায়ী, কয়েক পংক্তি অতিশয় শ্রুতিসুখাবহ হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল, পাঠ করিলেই পাঠকগণ রায় মহাশয়ের রচনাশক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

রজনী অবসান রে।
পিককুল প্রভাতমঙ্গল করে গান রে॥
তায় প্রাচী দিগীশ্বরী, বুঝি নিদ্রা ভঙ্গ করি,
প্রাণপতি স্বভাবেরে করেন আহ্বান রে।
ভালে রক্তমণি জ্বলে, সকলে বালার্ক বলে,
কার সাধ্য তার ভাব করিতে সন্ধান রে॥
বন্ধু হেরি মহোৎপল, ভাবে তনু চল চল,
মনসুখে নীরে ভাসে সহাস্য বয়ান রে।
মধুকর মধুকরী, গুন্ গুন্ রব করি,
বুঝি কালগুণ গেয়ে করে মধু পান রে॥
নানা পক্ষী নানা স্বরে, কিবা কলধ্বনি করে,
বুঝি তারা প্রকৃতির করিছে ব্যাখ্যান রে।
বহে মন্দ গন্ধবহ, দ্বারে দ্বারে অহরহ,
প্রভাতের সমাচার করে বুঝি দান রে॥
নব দুর্ব্বাদলোপরি, নীহার কি শোভা মরি,
যেন নীল নারীশিরে স্বেদের সমান রে।
বুঝি বা প্রকৃতি সতী, ভাবে ভোর হয়ে অতি,
প্রেম অশ্রুপাত করে হয় অনুমান রে॥
ভাবুক গায়কে রাগে, অপূর্ব্ব রাগিণী রাগে,
হরিগুণ গায় কিবা তুলিয়ে সুতান রে।
বাজে কি শ্যামের বাঁশী, কিবা একি সুধারাশি,
কিবা পিক কাকলী না হয় ভেদ জ্ঞান রে॥
গোপাল গোধন লয়ে, আনন্দে মগন হয়ে,
মুরলী বাজায়ে করে গোঠেরে প্রয়াণ রে।
এ ভাব দেখিলে পরে, মনে পড়ে নটবরে,
মনে পড়ে গোষ্ঠলীলা হরে মনঃপ্রাণ রে॥
যত চোর নিশাচর, হেরি প্রভাকরকর,
সচকিত হয়ে সবে করিছে প্রস্থান রে।
মহাপাপী মৃত্যুকালে, যেমন দেখিলে কালে,
ভয়ে থরথর করি হয় কম্পমান রে॥
জীবের চঞ্চল চিত, থাকে স্থির প্রফুল্লিত,
করে জীব নানা মত কর্ম্মের বিধান রে।
বুঝি এই কালে মন, অমূল্য যৌবন ধন,
পাইয়ে হয় সে নানা গুণের নিধান রে॥

আমাদিগের মিত্রের ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বন্ধু যে কথা বলেন, তাহা বড় অযথার্থ নহে, আজিও যদি আমরা কবিত্বশক্তি প্রকাশে কৃষ্ণলীলা বর্ণন ব্যতিরিক্ত বিষয়ান্তর না পাই, তাহা হইলে আমাদিগের কি উদ্ভাবনী শক্তি ও নূতন রচনার ক্ষমতা হইল। কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে গেলে অধিকাংশ স্থলে ভাবেরও নূতনত্ব থাকা ভার।

———o———

লণ্ডন ১৫ই মার্চ্চ ১৮৬২।

প্রিয় সম্পাদক! আপনার পাঠকেরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে তাড়িতবার্ত্তাবহের দ্বারা ভারতবর্ষীয় সংবাদ ১১ দিনের মধ্যে বোম্বাই হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। অল্পকালের মধ্যে আপনারা স্বদেশে বসিয়া একদিনের পর্য্যুষিত বিলাতীয় সমাচার শ্রবণ করিবেন।

সমাচারপত্রে দাম্পত্য-বিয়োগ সংক্রান্ত নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিশেষ সম্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টীয় শকের ১১ই জানুয়ারি এখানে দাম্পত্য বিয়োগ বিচারালয় স্থাপিত হয়; তদবধি উক্ত বিচারালয়ে ১৮৬১ শকের ৩০এ জুলাই পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১৮১ খানি আবেদন পত্র অর্পিত হয়. ১৮২৬ অবধি ১৮৬১ পর্য্যন্ত স্বামীর স্ত্রীকে ও স্ত্রীর স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাস করিবার অভিপ্রায়ে ২৪৮ খণ্ড আবেদন পত্র প্রাচীন ও নবীন বিচারালয়ে সমর্পিত হয়; তন্মধ্যে ব্যভিচার জন্য ১০৪; নিষ্ঠুরতা জন্য ১২৫; পরি-

ত্যাগ করিয়া পলায়ন নিমিত্ত ১৯। নবীন বিচারালয়ে ১১ই জানুয়ারি অবধি ৩০এ জুলাই পর্য্যন্ত ৪১৬টি বিষয়ে দাম্পত্যবিয়োগ সিদ্ধান্ত হইয়াছে; ২৯টি মোকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে, এবং ৩১৫টি বিষয়ে আসামী উত্তর দেয় নাই। ১৮৬১ শকের ৩০এ জুলাই দাম্পত্যবিয়োগের নিমিত্ত ৭৪খান আবেদন পত্র বিচারালয়ে সমর্পিত হয়।

২০এ মার্চ।

অদ্যকার ষ্টাণ্ডার্ড পত্রে 'ভারতবর্ষ বিষয়ে সাবধান' এই নামে একপ্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে; ভারতবর্ষীয়েরা রাজপুরুষদের প্রতি অসন্তুষ্ট, ইহা প্রতিপাদন করা উক্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিষয় সাধারণ অসন্তোষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যথা নূতন নূতন টাক্স; লবণ ও তমাকের উপর শুল্ক; আর একটী নূতন ব্যবস্থা, যাহার দ্বারা ভারতবর্ষের অনেক ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি রাজকর সংগ্রহের পৈতৃক অধিকার হইতে পরিচ্যুত হইয়াছেন; পল্লীগ্রামের বহুকাল ক্রমাগত নিয়মাদির প্রতি হস্তার্পণ; গ্রামের মণ্ডল দিগকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা; প্রজাদের ধর্ম্মবিষয়ে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতাচরণ এবং শস্যাদির দুর্ম্মূল্যতা। লেখক সর্ব্বশেষে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে রাজপুরুষেরা নানা প্রাচীনব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া যেন পুনর্ব্বার ভারতরাজ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া না তুলেন।

আপনার পাঠকদের মধ্যে অনেকে উইলিয়ম্ হৌইটের নাম শুনিয়া থাকিবেন; কেহ কেহ, বোধ করি তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর আদরণীয় পুস্তক সকল পাঠ করিয়াছেন। উইলিয়ম হৌইট্ চল্লিশবর্ষ যাবৎ গ্রন্থ কর্ত্তৃত্ব অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি ন্যায্য অথবা অন্যায্য রূপে হউক, মুদ্রাকরদের সহিত বিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এইরূপ বিবাদের নিমিত্ত তিনি বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছেন। সংপ্রতি ঐ প্রকার এক বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছেন। তিনি হাল ও বর্টু নামক মুদ্রাকর দিগকে চারিবর্ষের নিমিত্ত এক পুস্তকের স্বত্বাধিকার বিক্রয় করেন। মুদ্রাকরেরা ঐ চারিবর্ষের মধ্যে এত পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন যে চারিবর্ষ অতীত হইয়াছে তথাপি সমুদায় নিঃশেষিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা অদ্যাপি ঐ পুস্তক বিক্রয় করিতেছেন। হৌইট্ বিচারালয়ে অভিযোগ করিলে এই সিদ্ধান্ত হইল যে ঐ চারিবর্ষের মধ্যে যতখণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বিধিবোধিত; অতএব নিয়মিত সময় অতীত হইলেও সেই পুস্তক সকল ন্যায্যরূপে বিক্রীত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণে এবিচারে দোষার্পণ করিতেছেন।

সম্রাট্ নপোলেঅন্ 'জুলিয়স্ কেশরীর ইতিহাস' নামক এক পুস্তক ত্বরায় প্রচারিত করিবেন; মকার্ নামক কবি সম্রাটের আদেশে ঐ পুস্তক হইতে এক নাটক প্রস্তুত করিতেছেন। ইংরেজেরা বিদ্রূপ করিবার এক ছল পাইয়াছেন।

ফরাশীশ দেশীয় রাজকুমারসম্বন্ধে শ্রুত হইল যে গত ১৬ই মার্চে তিনি সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। বড় মানুষের সন্তানেরা নানা বিষয়ে প্রশংসা লাভ করিয়া থাকেন; কেহই দরিদ্রের অনুসন্ধান করেন না; কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে শুনিতে পাওয়া যায় যে ক্ষুদ্র নপোলেঅন্ অসাধারণ বুদ্ধিমান্; তিনি সপ্তমবর্ষে কেবল প্রবেশ করিয়াছেন, অথচ চারিটি পৃথক্ ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন, মল্লবিদ্যায় বিলক্ষণ পটু হইয়াছেন; তিনি উত্তম অশ্ববার, সদাপ্রফুল্লচিত্ত, এবং সাধারণের অনুরাগভাজন। বলিতে কি, পূর্ব্বদেশীয় যে সকল রাজপুত্রের বিষয়ে গল্প শুনা যায়, ফরাশী রাজকুমার বস্তুতঃ তদনুরূপ।

আমেরিকার ওহিও প্রদেশে মিকাজা ফিলিপস্ নামক এক 'নিগ্রো' (অর্থাৎ আফ্রিকার কৃষ্ণপুরুষ) ১২৫ বৎসর বয়সে সংপ্রতি প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সংপ্রতি পারিনগরের বৃক্ষসকল মুকুলিত হইয়াছে; যে কেহ পারির অলৌকিক চমৎকারিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে তথাকার বৃক্ষসকল মুকুলিত ও সুবাসিত হইলে তথায় গন্ধর্ব্বলোক তুল্য কেমন সুখের অনুভব হয়!

অস্‌ট্রিয়ার সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ জোজেফ জর্ম্মন্ প্রধানদিগকে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রীশের উপপ্লব স্থগিত হইবার উপক্রম হইতেছে; মহারাজ ওথো এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন; এবং বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়াছেন।

অবগতি হইল যে এক ফরাশীশ আমেরিকার চিলীপ্রদেশে বাস করিয়া তথাকার লোকের এমত প্রিয় হন যে তাহারা তাঁহাকে রাজত্ব প্রদান করে; সংপ্রতি তিনি প্রতিবেশী জাতিদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বন্দী হইয়াছেন।

পার্লিমেন্ট সমাজ মন্দীভাবে চলিতেছে। গত ১৭ই মার্চ বৈকালে হৌস্-অফ্-লর্ডে উপস্থিত ছিলাম; লর্ড নর্ম্মানবি ইটালি সম্বন্ধে একঘণ্টারও অধিক কাল এক বক্তৃতা করেন; তৎকালে অন্যান্য সভ্যের কথা দূরে থাকুক, 'গদি' স্থিত স্বয়ং লর্ড চান্‌সেলরও বিলক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া ছিলেন; কেবল লর্ড রসেল্ বিরুদ্ধ বক্তৃতা করিতে হইবে বলিয়া অবধান করিয়াছিলেন। মাদৃশ ব্যক্তিদের ইহা বিস্ময়কর বোধ হয় যে যে ইংরেজেরা সামান্যগৃহের মধ্যে পাঁচজন একত্রে বসিয়া একজনকে অন্যবহিত দেখিলে দুঃশীল বলিয়া থাকেন, তাঁহারা মহাসভায় অনবধানতাকে দূষণীয় জ্ঞান করেন না।

'এক্জিবিশনের' অট্টালিকা সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে; উহা 'কৃষ্টাল্‌পালেসের' অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হইয়াছে; অট্টালিকার ইষ্টকময় ভিত্তি দেখিলে প্রকাণ্ড ভাণ্ডাগারের ন্যায় বোধ হয়; একজন ফরাশীশের লিখিত এই বিষয়ের এক কৌতুক জনক পত্র টাইম্‌স্ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহার তিক্ততা ও কৌতুকাবহতা রক্ষা করা ভার।

২১এ মার্চ।

মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার চরিত্র বিষয়ে বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকা শ্রুত হইল। অল্প দিবস পূর্ব্বে ওয়াইট্ দ্বীপস্থ অস্‌বর্ন্ নামক রাজনিকেতনের পুরোহিত প্রয়োজনবশতঃ রাজবাটীর নিকটস্থিত এক প্রাচীন ও দরিদ্র বা-

ক্তির গৃহে গমন করেন; তিনি দ্বারউদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন যে এক শোকবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রী বৃদ্ধের শয্যাসমীপে বসিয়া বাইবলের সান্ত্বনাজনক বাক্য সকল পাঠ করিতেছেন; সুতরাং তিনি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন; উক্ত স্ত্রী ইহা দেখিয়া বলিলেন মহাশয়! গমন করিবেন না; এ অবস্থায় বৃদ্ধের পক্ষে ভবাদৃশ ব্যক্তির উপদেশ সাতিশয় উপকারজনক? এই বলিয়া রমণী প্রস্থান করিলেন। অবশেষে জানা হইল যে মহারাজ্ঞী স্বয়ং নির্ধন রোগগ্রস্ত বৃদ্ধকে ধর্ম্মোপদেশ শুনাইতেছিলেন।

আমেরিকার রাজসভাপতি লিনকন্ এরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন যে যুদ্ধে বিস্তর অর্থব্যয় হইতেছে। ঐ অর্থ সংযোগ করিয়া দিতে পারিলে ক্রীত দাসদিগের মুক্তি লাভ হইতে পারে। বোধ হয় অনেকে ইহাতে সম্মত হইতে পারে; এরূপ হইলে যুদ্ধেরও শেষ হইবে এবং দাসদেরও মুক্তিলাভরূপ মহৎকার্য্য সিদ্ধ হইবে। ইংলণ্ডের নৈসর্গিক অবস্থার মর্ম্ম বুঝা ভার। এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে ছিলাম যে শীতপ্রস্থান করিয়াছে, অদ্যপ্রাতে উঠিয়া দেখি যে মেদিনী শ্বেত তুষার বস্ত্রে আবৃতা হইয়াছে। এখানে কখন গ্রীষ্ম, কখন্ শীত; এবং কখন্ বর্ষা তাহার স্থিরতা নাই।

দুইশতের অধিক কুলি অল্পকাল পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে জামায়িকা দ্বীপে প্রেরিত হয়; তাহারা উদ্দিষ্টস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আমেরিকার দক্ষিণপক্ষীয়েরা পাছে শত্রু হস্তে পড়ে এইভয়ে স্বদেশে যত তুলা ও তামাক সঞ্চিত আছে, সমুদায় দগ্ধ করিবার পরামর্শ করিতেছে।

২৩এ মার্চ্চ।

গত শনিবারের স্পেক্টেটর পত্রে ভারতবর্ষীয় উপযুক্ত লোকদিগকে সম্মান জনক পদ প্রদান বিষয়ে এক সুচারু ও অপক্ষপাতদূষিত প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া সাতিশয় তৃপ্ত হইলাম। লেখক অবিসম্বাদিত রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে ইংরেজ নির্ব্বিশেষে শাসন করা রাজপুরুষদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়দিগের পরস্পর সম্বন্ধ ক্রমশঃ নিকটতর হইতেছে। ইহা পরম প্রার্থনীয় যে ভারতবর্ষীয়েরা কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া ইংলণ্ডে সর্ব্বদা গমনাগমন করেন তাহা হইলে আমাদের দেশের উন্নতির পথ অধিকতর পরিষ্কৃত হইবে। আমি অনতি বিলম্বে লণ্ডনে স্বদেশীয় ভ্রাতৃবিশেষের মুখাবলোকন করিবার প্রত্যাশা করিতেছি।

২৪এ মার্চ্চ।

ভারতবর্ষে নানা স্থানে অনতিদীর্ঘ লৌহ বর্ত্ম নির্ম্মাণার্থ এক কম্পানি স্থাপিত হইবে। নাপাল্স্ প্রদেশে প্রাচীন 'গোঁড়া' খৃষ্টানদের সহিত নবীন সম্প্রদায়ের এক বিবাদ হইয়াছে। অনেকের অভিপ্রায় এই যে পৃথিবীতে ধর্ম্ম (যথা খৃষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম ইত্যাদি) আছে বলিয়া মনুষ্য কুল রক্ষা পাইতেছে; কিন্তু অপক্ষপাতে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যত দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক কেবল উক্ত রূপ ধর্ম্মের নিমিত্ত।

২৫এ মার্চ্চ।

আমেরিকার 'ফেডেরলেরা' ক্রমিক জয়লাভ করিতেছে।

লণ্ডনস্থ আমেরিকাদেশীয় জর্জ পিবডি লণ্ডনের দরিদ্রদের উপকারার্থ পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন।

লণ্ডনে এক সভাস্থাপনার্থ পুরুষোত্তম মুডলিয়রের মুদ্রিত প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে যদি কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তি প্রেরিত হন তবেই তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

লণ্ডন ২৬এ মার্চ্চ ১৮৬২।

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্তস্য।

বিবিধ সংবাদ।

২৩এ বৈশাখ সোমবার।

চীন দেশে এক্ষণে ১৬১২ টাকায় মালবদেশীয় অহিফেনের বাক্স বিক্রীত হইতেছে। কিয়দ্দিবস তথায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা অল্পমূল্যে অহিফেন বিক্রীত হয়।

আগামি সোমবার লেডি সাহেব ডালহৌসি ইনষ্টিটিউট সভায় ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও তাঁহাদিগের ভাষার বিষয়ে এক প্রস্তাব পাঠ করিবেন।

বণিক সম্প্রদায়ের অনুরোধ অনুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সঙ্কল্প করিয়াছেন, তুলা ও রেসমের কাপড় উভয়েরই এক প্রকার শুল্ক গ্রহণ করিবেন।

ফিনিক্স সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের আবেদনের কি হইল?" ষ্টেট সেক্রেটারির বাক্সে কাগজের ঝুড়িতে আছে।

উক্ত সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন ইংলণ্ড হইতে সুশিক্ষিত মুহুরি আনিয়া আকাউণ্টাণ্ট আফিসে নিযুক্ত করা হইবে। এদেশে কি বিলাতী ফল ফলে না?

ভাগলপুরের জর্জ্জ মাকডোনাল্ড নামক এক জন ইউরোপীয় তুলা ও পাট পরিষ্কার করিবার এক নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক পাটেণ্ট (কেবল তিনিই এই যন্ত্র বিক্রয় করিবেন তাহার অনুমতি পত্র) লইয়াছেন।

৩০এ এপ্রেল অবধি সম্বলপুর জেলা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে গবর্ণমেণ্টের হস্তে গিয়াছে। ইহা মধ্যভারতবর্ষের কমিসনরের অধীনস্থ হইবে।

দিল্লী গেজেট সম্পাদক আক্ষেপ করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানি আলাহাবাদ হইতে আগরায় রাত্রিযোগে বাষ্পীয় শকট প্রেরণ করেন না; তাহাতে ইউরোপীয়দিগের অসুবিধা হয়। সম্পাদক ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, কোম্পানি এতদ্দেশীয় আরোহীদিগের নিকটেই প্রায় সমুদায় লাভ হয় বলিয়া ইউরোপীয়দিগের জন্য কিছুই করিতে চাহেন না। কোম্পানি শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের জন্য ক্ষতি সহ্য করেন না এ বড় অন্যায়!!!

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন তত্রত্য অবৈতনিক ব্যবস্থাপকদিগকে পাথেয় প্রভৃতির জন্য ২০০০ টাকা প্রতি সেসিয়নে দেওয়া হইবে। সাবান্তরের নবাব সম্প্রতি ২৮০০ টাকা পাইয়াছেন। তবে বেতনের ব্যবস্থা করা হউক না কেন?

করাচির এক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়া-

ছে, রুশীয়দিগের সহায়তায় পারস্য সেনারা হেরাট অধিকার করিয়া কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছে। এখন রুশীয়দিগের জয়ই প্রবল।

কর্ণেল ক্রম কর্ণেল বালফোরের পরিবর্ত্তে মিলেটারিফিনান্সডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

ঢাকানিউস সম্পাদক বলেন কুমারখালির হত্যাকারী হিলিকে সম্প্রতি ঢাকায় দেখা গিয়াছিল এবং বোধ হয় সে ঢাকার নিকটবর্ত্তি কোন পল্লীগ্রামে আছে: সে যে ধরা পড়ে না সে কেবল পুলিষকর্ম্মচারিদিগের গুণ।

রুশীয়ার সুবিখ্যাত মন্ত্রি কাউন্ট নেসেল রোডের ৮২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। নেসেল রোড এক জন প্রধান সান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। নেপোলিয়নের বিপত্তির পর বিয়ানানগরে যে সভা হয়, তিনি তাহার মধ্যে এক জন প্রধান ছিলেন।

গবর্ণমেন্ট জয়ন্তিয়ায় খসিয়াদিগের নিকটে ইনকমটাক্স লইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এ দিকে চা-করেরা তাহাদিগকে বিনা বেতনে খাটাইবার চেষ্টায় আছেন। ও দিকে গবর্ণমেন্ট ইনকমটাক্স লইতে চলিলেন, সোনায় সোহাগা হইল।

রঙ্গপুরে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ঢাকাপ্রকাশসম্পাদক বলেন চট্টগ্রামে একটি শাখা ভারতবর্ষীয়সভা সংস্থাপিত হইবে। প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। সম্পাদক ঢাকার লোকদিগকে এবিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঢাকা কৃষ্ণনগর ও যশোহরে এপ্রকার সভা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন তত্রত্য কোন বিচারপতি বিচারাসনে বসিয়া স্বচ্ছন্দে সকলকে গালি দেন, মধ্যে মধ্যে সুসিও আছে। এ বিষয় কর্তৃপক্ষের গোচর করিবার জন্য এক সভা করিলে কি ভাল হয় না?

২৪এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

সর জর্জ্জ ক্লার্ক বোম্বাই নগর ত্যাগ করিয়াছেন। তত্রত্য সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক এই আক্ষেপ করিয়াছেন ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ এতদ্দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি গমন সময়ে তাহাদিগের নিকটে এড্রেস প্রাপ্ত হন নাই। সর জর্জ্জ ক্লার্ক দুইবার বোম্বাইবাসিদিগের অপমান করেন। যখন তিনি প্রথমবার দরবার করেন, তখন তাঁহারা জুতা লইয়া গৃহে প্রবেশ করাতে শাসনকর্ত্তা আসন হইতে গাত্রোত্থান অথবা টুপি খোলা ইহার কিছুই করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ তদ্দেশীয়েরা গবর্ণমেন্টবাটীর প্রকাশ্য নৃত্য গীতের সময়ে আহূত হইতেন। সর জর্জ্জ ক্লার্ক তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এই গুলিই রাগের কারণ বোধ হয়।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য ফ্রিয়ার সাহেব (সর বার্টল ফ্রিয়ারের ভ্রাতা) একদিবস শকটে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন এমত সময়ে শকটারোহী সর জেমসেট জি জিজিভাইয়ের জামাতা দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট দিয়া গমন করেন, ব্যবস্থাপক সাহেব রাগান্বিতভাবে তাঁহাকে থামিতে বলিলেন। উক্ত পারসি ঘোড়া থামাইলেন। তাহার পর উভয়ে বাগ্বিতণ্ডা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে পারসী উক্ত সাহেবকে এক চাবুক মারিলেন (বোধ হয় সাহেব কটু বলিয়া থাকিবেন) তন্নিমিত্ত ফ্রিয়ার সাহেব পুলিসে নালীশ করেন, কিন্তু শেষে উভয়ে রফা করিয়াছেন। "কেঁচো খুড়িতে খুড়িতে সাপ বাহির হয়।"

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে দোস্ত মহম্মদ খাঁ ১৭ই এপ্রেল কান্দাহার যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত বিস্তর সেনা গিয়াছে, কাবুলে একটি জনরব উঠিয়াছে এই সুযোগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ঐ দেশ অধিকার করিবেন। এই জনরবটী আমাদিগের গবর্ণমেন্টের সৌজন্যের পরিচায়ক বটে।

পঞ্জাবের লেপ্টনন্ট গবর্ণর আজ্ঞা করিয়াছেন ঐ প্রদেশের যে সকল দরিদ্র কৃষককে দুর্ভিক্ষের পর গো মহিষ ও শস্যাদিবীজ ক্রয় করিতে টাকা দেওয়া হয়, তাহারা দুই বৎসরের পর চারি কিস্তিতে টাকা দিবে। তসিলদারেরা এইসকল টাকা আদায় করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট স্পষ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন কৃষকদিগের যেন কোন কষ্ট না হয়। গবর্ণমেন্টের এ দয়া নীলকরদিগের এইপ্রকার দয়াকে জিতিয়া উঠিতে পারে না।

হরকরা সম্পাদক সিঙ্গাপুর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন সম্প্রতি চীনদেশীয় বিদ্রোহীদিগের সহিত ইংরাজ ও ফরাশী সেনাদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে অনেক ইউরোপীয়ের মৃত্যু হইয়াছে এবং রণতরির অধ্যক্ষ পুনর্ব্বার গুরুতর রূপে আহত হইয়াছেন। ৮০০ ফরাশী সেনা হংকং হইতে উত্তর চীনে গমন করিয়াছে। তত্রত্য শিশু সম্রাট পিকিনে আসিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছেন। এখন অবধি বিদেশীয়েরা প্রবেশিকাপত্র লইয়া পিকিন দর্শন করিতে পারিবেন।

জাবা দ্বীপের নিকটে বোম্বেটিয়া দিগের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

উক্ত সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন মান্দ্রাজের প্রতিনিধি ফর্ব্বস সাহেব ৮ই মে ইংলণ্ডে গমন করিবেন। তিনি এক কালে পদত্যাগ করিয়াছেন। পুরাতন লোকের সকলেই গমন করিলেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক কাছাড় হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সম্প্রতি একদল খসিয়া হমংচু নামক এক খানি গ্রাম দগ্ধ করিয়াছে। জয়ন্তিয়ার কমিসনর প্রধান ও অপ্রধান সাধারণ্যে ক্ষমা করিবার ঘোষণা করিয়া না দিলে শীঘ্র উপদ্রব শান্তির সম্ভাবনা নাই।

উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে সম্প্রতি কএকজন নাগা দুইজন সিপাহীকে আহত ও এক ব্যক্তিকে হত করিয়া পলায়ন করে। পরে পরস্পর বিবাদ করাতে তাহাদিগের এক ব্যক্তি গোয়েন্দা হইয়া অপর কএক জনকে ধরাইয়া দিয়াছে।

উক্ত পত্রের পারিসস্থ সংবাদ দাতা বলেন ইংলণ্ডীয় ও ফরাশী গবর্ণমেন্ট চীনদেশীয় সম্রাটের সহায়তা করিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিদ্রোহীরা এক্ষণে যে অত্যাচার করিতেছে তাহাতে ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত গবর্ণমেন্টেরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক মিরেটের জেল দারোগা ডরেট সাহেবের মৃত্যুর বিষয় লিখিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন প্রধানতরপদাভিষিক্ত লোকেরা বিদ্রোহকালে সামান্য সাহস

প্রদর্শন করিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু ডরেট অনেক দুষ্করকার্য্যে সাহস প্রকাশ করিয়াও দরিদ্রাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ইংরাজ জাতির এইত দোষ, তাহাদিগের মুখে গিয়া শুনুন স্বাধীনতা স্বাধীনতা ও গুণের পুরস্কার গুণের পুরস্কার এই শব্দ, কিন্তু ধন, সহায় ও প্রধানবংশ এই ত্রিবিধ সুবিধা না থাকিলে সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট হইলেও কেহ উচ্চ পদ লাভ করিতে পারে না।

উক্ত পত্রের লাহোর স্থিত সংবাদ দাতা বলেন তত্রত্য আবকারী সেরেস্তাদার বলেন বিদ্রোহকালে যখন রাও সাহেব বিঠুরের শাসন কর্ত্তা ছিলেন তখন তাঁহার আজ্ঞানুসারে কএক জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রাণবধ করা হয়। দোষীর দণ্ডের বিষয়ে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই কিন্তু যেন ১৮৫৭ অব্দের বিচারপতিদিগের ন্যায় যে সে লোকের সাক্ষ্যে প্রাণিহত্যা না করা হয়।

২৫ এ বৈশাখ বুধবার।

মান্দ্রাজের জালকারী বাইকৌন্ট কারসীর একবৎসর মিয়াদ হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি দণ্ডাজ্ঞা দিবার সময়ে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে তিনি বুদ্ধিমান লোক হইয়া কিরূপে ঐ জঘন্য কার্য্য করিলেন। প্রধান বিচারপতি কারসীর যে বুদ্ধি দেখিয়াছেন, সে দুর্ব্বুদ্ধি।

কিনিকের একজন পত্রপ্রেরক হুগলির চৌকিদারিটাক্স ও তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট পামর সাহেবের স্বেচ্ছাচারিতার বিষয় লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন তত্রত্য শাখা ভারতবর্ষীয়সভা পামর সাহেবের অন্যায় ব্যবহারের বিষয় প্রধানতম কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবেন। এদিকে পামর সাহেব প্রথমশ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন।

বণিক সম্প্রদায় আপনাদিগের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ফিট্জ উইলিয়ম সাহেব সভাপতির পদ ত্যাগ করাতে বুলেন সাহেব তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আহ্লাদের বিষয় এই বণিক সম্প্রদায় রিপোর্ট মধ্যে নীলের কোন প্রসঙ্গ করেন নাই।

উত্তর সাগরে আবিষ্ক্রিয়াকারী সর জন ফ্রাঙ্কলিনের স্ত্রী কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। সর জন ফ্রাঙ্কলিন উত্তর সাগরে প্রাণ ত্যাগ করেন কিন্তু কোথায় তাঁহার মৃত্যু হয় তাহা স্থির না হওয়াতে লেডি ফ্রাঙ্কলিন নিজ ব্যয়ে অনেক লোককে তাঁহার অন্বেষণার্থ প্রেরণ করেন। উক্ত গুণবতী রমণী এক্ষণে ইংরাজদিগের ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ দর্শন করিতেছেন। পতিপরায়ণা রমণী ভূমণ্ডলের অলঙ্কার স্বরূপ।

ইংলিসমান সম্পাদক জলপিগুড়ি হইতে সংবাদ পাইয়াছেন কুচবেহারের রাজাকে যে দুইশত ক্রেনা দিবার কথা হয় তাহাদিগকে অদ্যাপিও প্রেরণ করা হয় নাই। বোধ হয় হইবেও না।

উক্ত সম্পাদক বলেন সাসিরামের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট নিয়ম বিরুদ্ধ বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হওয়াতে ও উপঢৌকনাদি গ্রহণ করাতে তাঁহার বিচার হইবে। পাটনার কমিসনর ও জজ এবং সাহাবাদের কালেক্টর তাঁহার বিচার করিবেন। সিবিলিয়ানে সিবিলিয়ানের বিচার করিবেন! কারেণ না একজন নূতন "পরীক্ষোত্তীর্ণ" সিবিলিয়ান?

সিটেন কার, লুই জাকসন, (নদীয়ার জজ) ও কেম্প সাহেব প্রধানতম বিচারালয়ের সিবিলিয়ান বিচারপতি হইবেন, এবং বাবু রমাপ্রসাদ রায় এতদ্দেশীয় বিচার পতি হইতেছেন।

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক বলেন ধারওয়ার হইতে যে ধাতুমিশ্রিত মৃত্তিকা প্রেরণ করা হয় ডাক্তর হেনস তাহা হইতে স্বর্ণ বাহির করিয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক "ভারতবর্ষের বিপদ" এই শিরোনামের একপ্রস্তাবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে পুনর্ব্বার পারস্যদেশীয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সাটর্ডে রিবিউর যেরূপ স্বভাব তাহাতে তাহাকে বোম্বাইয়ের ইংলিসমান বলিলে বলা যায়। গবর্ণমেন্ট যেন ঐ প্রকার লোকের কথায় ভারতবর্ষকে পুনর্ব্বার ঋণগ্রস্ত না করেন।

বোম্বাই নগরে মেজর কর্টিসের এক জন পারসীর সহিত জুতা খুলিবার বিষয় লইয়া যে বিবাদ হয়, তন্নিমিত্ত উক্ত মেজর পারসীর নামে পুলিষে নালীশ করেন। কিন্তু তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় মধ্য সম্প্রদায় পারসীদিগের দৃষ্টান্তগামী হউন।

ঢাকা নিউস সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন গবর্ণমেন্ট দেওয়ানী বিচারালয়ের আমীন দিগের কি বৃদ্ধি করিয়াছেন। লোকে এরূপ ভাবিবেন না যে আমীনেরা এই বর্দ্ধিত টাকা পাইবেন; তাঁহাদিগের নির্দ্ধারিত বেতন হইয়াছে। ঐ কি গবর্ণমেন্টের কোষভুক্ত হইবে।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন ঢাকায় যাঁহারা নূতন জুরি হইয়াছেন তন্মধ্যে অনেকে নাম স্বাক্ষরও করিতে পারেন না; এবং ডোম ও চণ্ডালও তন্মধ্যে আছে, সুতরাং ভদ্রলোকেরা জুরি হইতে ইচ্ছুক নহেন। জাতির জন্য আইসে যায় না, মুর্খ লোকে কিপ্রকারে জুরি হইবে?

বিশ্বমনোরঞ্জন পত্রিকা সম্পাদক নিশ্চয় জানিয়াছেন লার্ড এলগিন মুরসিদাবাদের নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। লার্ড ডাল হাউসি রাজা ও নবাবদিগের অবমাননা করিয়া ভারতবর্ষে অগ্নি জালিয়া গিয়াছেন কিন্তু কর্ণেল মেকিঞ্জির দলের লোক তাহা বুঝেন না।

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে তথায় প্রতিবৎসর অনেক বাটীতে "কাম দেবের পূজা" হইয়া থাকে। তত্রত্য লোকেরা দুটি বাঁশ পুতিয়া তাহার উপরে ছিন্নপাদুকা, ঝাটা প্রভৃতি রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হইয়া নৃত্য ও নানা প্রকার অশ্লীল ব্যবহার করে। আমরা সকলে একত্র হইলে কি এই সকল জঘন্য প্রথা নিবারণ করিতে পারি না?

আমরা মঙ্গলোদয় নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র পাইয়াছি। ইহা প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে তাহা যে প্রকারে লিখিত হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে ইহা হইতে দেশের কল্যাণ সম্ভাবনা আছে।

প্রভাকরের কাশীর সংবাদ দাতা বলেন তত্রত্য লোকেরা গবর্ণমেন্টের কুম্ভম নোট লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন ভারতবর্ষে একণে প্রায় ১০০০ যুবা আফিসর অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে হয় কোন সেনাদলে নিযুক্ত করা অথবা তাঁহাদিগের অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবার বয়স যাইবার পূর্ব্বে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। ভাবনা কি তাহাদিগের নিমিত্ত কতকগুলি নূতন পদের সৃষ্টি হয় এই।

গবর্ণমেন্ট মজুরে দিগকে যে অধিক বেতন দেন উক্ত সম্পাদক তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন তাঁহাদিগের দোষেই চা-কর দিগকে ১০ টাকা করিয়া প্রত্যেক মজুরকে বেতন দিতে হইতেছে। গবর্ণমেন্টের বড় অন্যায় "শ্রীবৃদ্ধি কারীরা" যাহাতে এক টাকা ব্যয়ে দশ টাকার দ্রব্য জন্মাইতে পারেন গবর্ণমেন্টের সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। লাণ্ড হোলডার্স সভা আবেদন করিবার ত ভাল কারণ পাইয়াছেন তবে চুপ করিয়া কেন?

২৬এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

বাবু চন্দ্রকুমার দে এম. ডি, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় এদেশীয়দিগকে প্রথম এই উপাধি প্রদান করিলেন।

একণে গবর্ণমেন্টের ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রায় পাঁচ কোটি টাকার নোট চলিতেছে। বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের ৬৯,২৮,৮৯৫ বোম্বাইয়ের ২৫,৭৮,৬৮১ ও মান্দ্রাজের ব্যাঙ্কের ৬,৩৬,৭০০ টাকার নোট বাহিরে আছে।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি এক হিসাব প্রকাশ হইয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে ভারতবর্ষে সর্ব্ব শুদ্ধ ১৮,৫৭,০৮,২৭৭ লোকের বাস আছে, ইহার মধ্যে ১৩৫৪৪২,৯১১ লোক ইংলণ্ডেশ্বরীর ও ৫,০২,৬৫,৩১ এতদ্দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজার প্রজা। সর্ব্ব শুদ্ধ ১১,৪৯৫ টিবিদ্যালয় আছে। ইহাতে ১,৬৬,৭৫২ জন ছাত্র প্রত্যহ অধ্যয়ন করে। বিদ্যার জন্য মোটে ২৪,৩৫,৭২০ টাকা ব্যয় হয়। এই হিসাবে সম্পূর্ণ রূপে আস্থা করা যায় না।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স সম্পাদক বলেন বাজারের ডাকঘরের এক জন কেরাণী পত্র হইতে নোট প্রভৃতি লইয়া পত্র গুলি এক কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিত। সে এই প্রকারে প্রায় ৫০০ টাকা অপহরণ করিয়াছে। তত্রত্য পোষ্টআফিসইনস্পেক্টর তাহাকে ধৃত করিয়াছেন। ডাক ঘরের কর্ত্তৃপক্ষ কি কোন কালে চোরের উৎপাত শান্তি করিতে পারিবেন না?

আগামি বর্ষে সেনাদলের যে ব্যয় হইবে, কর্ণেল বালফোর কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহার এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে ১২,২২,০০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে। এই হিসাবে সর্ব্ব শুদ্ধ ৭৪,০০,০০০ টাকা বাঁচিবে।

সম্প্রতি ইংরাজসেনারা সাঙ্গের নিকটে চীনবিদ্রোহী দিগের কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ অধিকার করিয়াছে। বিদ্রোহীরা শাসিত না হইলে তথায় বাণিজ্য চলা ভার।

সিন্ধুদেশীয় বিখ্যাত সেনাপতি লি, গ্রাণ্ড জেকব পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। ঐ সেনাপতি সিন্ধুদেশের অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তিনি জেকবাবাদ নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ নগর তাঁহার নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের ১২ গণিত এতদ্দেশীয় সেনাদলের লেপটনান্ট কর্ণেল টেম্পলের স্ত্রী জে, এম, লেণ্ড, নামক এক জন চিকিৎসকের সহিত ব্যভিচারদোষদূষিত হওয়াতে কর্ণেল তাহাকে ত্যাগ করিবার আবেদন করিয়াছেন।

মহীসুরের রাজা ইংলণ্ডেশ্বরীকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গরু উপহার দেওয়াতে রাজ্ঞী অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

বীডন সাহেব ১লা মে অবধি আলিপুরের বেলবিড়িয়ার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি নিয়ম করিয়াছেন প্রতি বৃহস্পতিবার ভোজনের সময় দর্শকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই সুযোগে অনেকের আহার ও যথ দুই হইবে। হেলিডে সাহেবেরও বৃহস্পতিবার নিয়ম ছিল।

ব্যবস্থাপকসভায় ফর্ব্বস সাহেবের পদে কাহাকে নিযুক্ত করা হইবে না।

কলিকাতার যাবতীয় আফিস একটী বাটীর মধ্যে করিবার কল্পনা হইয়াছে। ঐ বাটীর একটী চিত্র করিবার জন্য গবর্ণর জেনরল এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্কের সেক্রেটারি এই কমিসনের সভাপতি।

কোচিনের রাজা তমাকের এক চৌকি উঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি একটী নূতন বন্দরে একটি আলোক দিবার বাটী নির্ম্মাণ করিবেন। অন্য অন্য স্থানে উৎকৃষ্ট নিয়মাদি হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের ব্যবস্থাপকেরা তমাকের কর ও পল্লীগ্রাম উৎসন্ন দিবার আইন করিতেছেন।

ইংলিসমান সম্পাদক জয়ন্তিয়া হইতে সংবাদ পাইয়াছেন সেনাপতি সা-উয়াসের ঘোষণাপত্রানুসারে একজন সরদার আত্ম সমর্পণ ও আর কয়েক জন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। এ সময়ে সেনাপতিরা ক্ষমা শব্দের অর্থটী যেন বিস্মৃত না হন।

কলিকাতার আসেসর ওগলটন সাহেবকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া পদচ্যুত করা হইয়াছে। কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁহার কর্ম্ম করিবেন। ওগলটনের বেতন বৃদ্ধির সুপারিস করা হইয়াছিল না?

গত কল্য একসচেঞ্জবাটীতে নিম্ন লিখিত টাকার অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে:—

	সিন্ধুক	টাকা
বেহারের	১৩০৫	১৯৬৮,৫০০
কাশীর	১৩৩৫	১৬,৬৫,৯৫০

বেহারের অহিফেন প্রতিবাক্স গড়ে ১৫০৮ ।০/১৫ কাশীর ১৪৬৭ ৸১৫ বিক্রীত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের এক খানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে তত্রত্য এক জন পাদরির বাটীতে চোর আসাতে তিনি তাহার দাসীকে একটী আলো আনিতে বলেন। দাসীর আসিতে বিলম্ব হওয়াতে পাদরী তাহাকে এক লগুড়াঘাত করাতে তাহার মস্তক হইতে রক্ত পতিত হয়। সে পাদরীর নামে নালীশ করে। কিন্তু পুলিসের মাজিষ্ট্রেট তাহার আবেদন অগ্রাহ্য (ডিস মিস) করিয়াছেন। এই প্রকার বিচার দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি না বলিবেন এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের পক্ষে স্বতন্ত্র আইন আছে?

আমরা শুনিতে পাইতেছি, মরিসসের কুলিদিগের মধ্যে "হঠাৎমৃত্যু" প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগের ইউরোপীয় প্রধানেরা তাহাদিগকে ভয়ানক প্রহার করে। তন্নিবন্ধন ক-

য়েক জনের মৃত্যু হইয়াছে। তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট তুইজন হত্যাকারীর তিন বৎসর মেয়াদ দেওয়াতে তত্রত্য "শ্রীবৃদ্ধি কারীরা" তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার প্রার্থনায় আবেদন করিয়াছেন। ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া বাস করেন ইহা এদেশীয়দিগের অভিপ্রেত নহে, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছেনত ?

২৭এ বৈশাখ শুক্রবার।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন লার্ড লিষ্টোরের নামক এক জন আয়ারলণ্ডীয় সম্ভ্রান্ত লোক ভারতবর্ষে শীকার করিতে আসিয়াছেন। আপ্‌স পর্ব্বত এখন পুরাতন হইয়াছে।

লেপ্টনন্ট ট্রিবেলিয়ান নামক এক ব্যক্তি কুকের আড়গড়ায় একটি ঘোড়া ক্রয় করিয়া মূল্য না দিয়া পলায়ন করে। পরে তাহাকে রাণীগঞ্জে ধৃত করা হয়। সম্প্রতি ছোট আদালতে তাহার নামে নালীস হওয়াতে সে টাকা দিয়াছি বলে এবং জজও সেই কথানুসারে আজ্ঞা দেন। পরে ট্রিবেলিয়ান লিখিত এক পত্র বাহির হওয়াতে পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা হইয়াছে। ঐ পত্রে সে বলে কিছু দিন বিলম্বে টাকা দিতে চাহিয়াছিল। ছোট আদালতে এই প্রকার এক কোপে কাটা মোকদ্দমা বিস্তর হইয়া থাকে।

হরকরা সম্পাদক বলেন টুরন নামক জাহাজে সর বার্টল ফ্রিয়ারের পুস্তকাদি যাইতেছিল, ইতিমধ্যে উক্ত জাহাজ জল মগ্ন হইয়াছে। সর বার্টল ফ্রিয়ারের পুস্তকালয়ে অনেক উত্তম পুস্তক ছিল, এই ক্ষতিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট বোধ হইবে।

ভীলজাতি পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য করিতেছে। ইহাদিগের প্রতি বলপ্রকাশে কিছুই হইবে না। গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি মিসনরি প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সভ্য ও সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা করুন।

সম্প্রতি আমেরিকার দক্ষিণ বিভাগের একখানি লৌহাবৃত জাহাজ অল্পকাল মধ্যে উত্তর বিভাগের তুইখানি কাষ্ঠ নির্ম্মিত জাহাজ নষ্ট করিয়াছে। পরে উত্তর বিভাগের একখানি ক্ষুদ্র লৌহাবৃত জাহাজ তুটি মাত্র কামান লইয়া বিদ্রোহী জাহাজকে আক্রমণ করিয়া দূরীভূত করে। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বাড়িল।

২৮এ বৈশাখ শনিবার।

গত কল্য মুরসিদাবাদের নবাব কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত ১৯ তোপ হয়। নবাব এবার কলিকাতায় আসিয়া নানাপ্রকারে অপমান সহ্য করিয়াছেন। পুলিস কমিসনর ওয়াকোপ সাহেব তাঁহার শরীর রক্ষক সেনাদিগের তরবারি কাড়িয়া লইয়া ছিলেন। ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তি কি ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন ?

বুধবার মুন্সী আমীর আলির বাটীতে মুসলমানেরা এক সভা করিয়া বীডন সাহেবকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইবার বড় সময় হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পত্র দিবার সময়ে সর বার্টল ফ্রিয়ার এক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া ছাত্র দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রয় হইতেছে :—

৪ টাকার	নিক্কা	কাগজ	৮৯।	৮৯।০
৪ "	কোম্পানির	ঐ	৯২৸০	৯৩
৫ "	ঐ	ঐ	১০৪	১০৪।
৫।। "	ঐ	ঐ	১১০	১১০।।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে কাগজেরও এই মূল্য।

১০ই এপ্রেল পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

সেনাপতি মাকিলন পটমাক স্থিত সেনাদলের এক প্রধান অংশ মনরো দুর্গের দিকে প্রেরণ করিয়াছেন। এবং তিনি নিজে নিউবরম অধিকার করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিবেন। বিদ্রোহীরা যোকর্ট ও মাকে ত্যাগ করাতে গবর্ণমেণ্টের সেনারা তাহা অধিকার করিয়াছে।

একটি নূতন আরমষ্ট্রং কামান পরীক্ষা করা হইয়াছে। ওয়ারিয়ার নামক জাহাজের এক অংশ লোহ দিয়া আবৃত করিয়া তাহা ঐ কামান দ্বারা ভেদ ও চূর্ণ করা হইয়াছে।

রাজকীয় ও ভারতবর্ষীয় সেনাদল একত্রিত করাতে শেষোক্ত সেনাদলের আফিসরেরা যে সকল আবেদন করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে সর এম কারকোনার তাহার নকল হাউস অব কমন্সে দিবার প্রস্তাব করিবেন।

ফরাসীসম্রাট নিজ সেনাদলের ৩২০০০ সৈন্য কমাইবার আজ্ঞাদিয়াছেন।

রাজস্ব বিষয়ের মন্ত্রি আয়ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিয়া কহিয়াছেন ১৫০০০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। তিনি ভূপের এ(এক প্রকার খেলনা) কর উঠাইয়া দিবার তাসের কর কমাইবার এবং সরাপের কর পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

প্রুসিয়ার রাজস্ব বিষয়ের মন্ত্রী এক গোপনীয় পত্র লিখেন কিন্তু তাহার প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাই লইয়া তুমুল হইতেছে।

ইটালির মন্ত্রীবর্গের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া গারিবাল্ডি নেপল্‌স ও সিসিলিতে গমন করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছেন। নেপল্‌সের সীমার নিকটে দস্যুরা পুনর্ব্বার সমবেত হইয়াছে, এরূপ জনশ্রুতি নেপল্‌সের ভূতপূর্ব্ব রাজা রোমে তাহাদিগের সংস্থানাদি দর্শন করিয়াছেন। রাজাকে রোম হইতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব লইয়া ইটালির প্রতিনিধি সভায় পুনরায় আন্দোলন হইতেছে।

স্পেনীয় গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা মেক্সিকোর স্বাধীনতা নষ্ট করিবার কোন চেষ্টা করিবেন না।

ইংলণ্ড হইতে বেলজিয়মে ও বেলজিয়ম হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যহ তুইবার করিয়া ডাক গমনাগমন করিবে এই প্রস্তাব হইয়াছে। বেলজিয়মের প্রতিনিধি সভা তদ্বিষয় বিবেচনা করিতেছেন ১লা মে অবধি ইহার আরম্ভ হইবে এরূপ সম্ভাবনা আছে।

ইষ্টার পর্ব্ব উপলক্ষে পার্লিয়ামেণ্ট ২৮ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টনন্ট গবর্ণরের

আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৪ পরগণা, যশোহর, নদীয়া ও পাবনার প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় ফরিদপুরের সাস্তোর, নলদিহি ও গঙ্গাপুত্র পরগণায় ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিদপুরের সাস্তোর নলদিহি ও গঙ্গাপুত্র পরগণার এবং পাবনার নসরকশাহী, মোহনশাহী, নসরতশাহী ও বেলগাছি পরগণায় ক্ষমতা চালন করিবেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ সাদক ফরিদপুরের সাস্তোর, নলদিহি ও গঙ্গাপুত্র পরগণা ও পাবনার নসরকশাহী, মোহনশাহী ও বেলগাছির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

যশোহর, নদীয়া, ২৪ পরগণা ও পাবনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বরদাপ্রসাদ মুস্তফি ফরিদপুরের সাস্তোর, নলদিহি ও গঙ্গাপুত্র পরগণায় ক্ষমতা চালন করিবেন।

যশোহর, নদীয়া, ফরিদপুর ও ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আনন্দ মোহন মজুমদার পাবনার নসরকশাহী মোহনশাহী, নসরতশাহী ও বেলগাছি পরগণায় ক্ষমতা চালন করিবেন।

কলিকাতার ইনকম টাক্স আসেসর কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ চতুর্থ শ্রেণি হইতে তৃতীয় শ্রেণিস্থ উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন।

বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬০ অব্দের ৩২ আইন অনুসারে রঙ্গপুরের আসেসর হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ওহাউদ্দীন নবী ২৪ পরগণায় বদলী হইয়া চিত্তপুরে স্থিত হইয়া উক্ত জেলায় মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা চালন করিবেন।

জে, এস, রিজ সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজে ইতিহাস ও বার্ত্তা শাস্ত্রের প্রতিনিধি অধ্যাপক হইবেন।

২২এ এপ্রেল—নওয়ালের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী দীন মহম্মদ ১৮৩৮ অব্দের ৩১ ধারানুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২৪এ এপ্রেল—মেজর এচ্ সি জেমস্ লেপটনন্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইবেন। তিনি আরও বঙ্গদেশীয় পবলিক ও য়াক ডিপার্টমেন্টের এক্‌সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র থাকিবেন।

সি জে আরস্কিন সাহেব বেথুন বিদ্যালয়ের সভার সভাস্থ হইবেন।

২৫এ এপ্রেল—প্রথম গণিত পুলিষ সেনাদলের লেপটন্‌ন্ট ডবলিউ, কাম্বেল তৃতীয় গণিত পুলিষ সেনাদলের প্রতিনিধি আডজুটান্ট হইবেন।

২৬এ এপ্রেল—ডবলিউ, ও এ বেকেট শিব সাগরের বিবাদের রেজিষ্টর হইবেন।

২২এ এপ্রেল—কাপ্তেন ই, এচ উইণ্টেল দমদমার কাণ্টোনমেণ্ট জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও আবকারির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

লেপ্টেনাণ্ট এ আগুস জয়ন্তিয়া ও খসিয়া পর্ব্বতের সহকারী কমিসনর হইবেন।

২৫এ এপ্রেল—কাপ্তেন জি, হল রইড ১০ গণিত বঙ্গদেশীয় পুলিষ সেনাদলের অধ্যক্ষ হইবেন।

কাপ্তেন সি, নিভ ৬গণিত পুলিষ সেনাদলের অধ্যক্ষ হইবেন।

২৬এ এপ্রেল—বাবু যদুনাথ সরকার ১৮৬০ অব্দের ৩২ আইন অনুসারে ভগলপুরের আসেসর হইবেন।

২৯এ এপ্রেল—টি, জে, সি, প্রাণ্টসাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

জে, মনরো সাহেব মেদিনীপুরের প্রতিনিধি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

আসামের প্রথম শ্রেণিরপুলিষ ইনস্পেক্টর লেপ্টনাণ্ট এচ, ই, ওয়ালার বেহারে বদলি হইবেন।

ডাকাইতি কমিসনরের অধীনস্থ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট জে, কোবরণ সাহেব মুরসিদাবাদ হইতে যশোহরে বদলি হইয়া ২৪ পরগণা, পাবনা, ও ফরিদপুরে মাজিষ্ট্রেটের সংপূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডাকাইতি কমিসনরের অধীনস্থ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু গুরুচরণ দাস যশোহর হইতে মুরসিদাবাদে বদলী হইয়া তথায় ও রাজশাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ ও বগুড়ার মাজিষ্ট্রেটের সংপূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে কুকসাহেব বড়িয়া হইতে ত্রিহুতের সদর ষ্টেসনে বদলী হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, আর, আণ্ডারসন সাহেব বড়িয়া বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৫ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারানুসারে তাঁহার বর্ত্তমান ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা পাইবেন।

ফরিদপুরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দীনবন্ধু মৌলিক ফৌজদারি আইনের ৩৮ ধারানুসারে সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন এবং তৎসংক্রান্ত সংপূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

৩০এ এপ্রেল—নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা গোহাটির শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সভ্য হইবেনঃ—

রেবরণ্ড আর, জে, ব্লাণ্ড, বি, এ, ডবলিউ, রবিন্সন সাহেব (কনিষ্ঠ) এস, সি, ষ্টুয়ার্ট সাহেব যশোহরের শিক্ষাসংক্রান্ত কমিটির সভ্য হইবেন।

১লা মে—কাপ্তেন আর, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেবের এডিকং হইবেন।

জে, সি, টটর সাহেব বেহারের অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

এচ, নেলসন সাহেব (তিনি একক্ষণে বিদায় লইয়া আছেন) বেহারের সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ডবলিউ, এচ, ব্রডহারষ্ট সাহেব সাহরণের সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ডবলিউ, এম, বোফর্ট সাহেব, ত্রিহুত সাহাবাদ ও সাহরণের অতিরিক্ত জজ হইবেন, কিন্তু যত দিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় বেহারের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ থাকিবেন।

এস, এফ, ডেবিস সাহেব ত্রিহুত, সাহরণ ও সাহাবাদের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন

মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর জে, উইগ্রাম সাহেব প্রথমশ্রেণির, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এফ, মাকনাট সাহেব পুরীতে দ্বিতীয়শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু যত দিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় সাহারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

১লা মে—দিনাজপুরের জজ ই, সান্‌ডিস সাহেব ১৮২৮ সালের ৩ আইনের অনুসারে ঐ প্রদেশে বিশেষ কমিসনরের ক্ষমতা পাইবেন।

—••—

প্রেরিত।

সবিনয় নিবেদন—মহাশয়! আমার লিখিত বিষয়টী অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিবেন। সংপ্রতি আমি মুঙ্গেরে আসিয়াছি। ১২ই বৈশাখ পথিমধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতি বনগাঁনামক স্থানে ছিলাম। ঐ দিন সায়ং সময়ে তথায় কি ভয়ানক ঝড়ই হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ নিবিড় ঘনঘটায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হয়। পরে উত্তর দিক হইতে বায়ু যেন আয়ুনাশক হইয়া আসিতে আরম্ভকরে। ঝড়ের বেগে বড় বড় শাখি সকল মড় মড় করিতে লাগিল। বট জটাসকল হস্তিশুণ্ডেরন্যায় দোদুল্যমান হইতে লাগিল। কল্লোলিনীর জল বিশাল তরঙ্গাকৃতি হইয়া কলকল রবে বহিতে লাগিল। ঝঞ্ঝার ঝনঝনশব্দে কর্ণবিদীর্ণ হইতে লাগিল। অবিরল ধারায় শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। শিলার ঠনঠনানি শব্দে আর আঘাতের টন টনানিতে ভূচর খেচর জলচর প্রাণিসকল অতিশয় ব্যাকুল হইল। প্রাণভয়ে কে কোথায় যায় কিছুই স্থির নাই। উঃ কি ভয়ানক সময় এই সময়েই একখানি গৃহ উড়িয়া নদীতে পড়ে, তন্মধ্যে পঁচিশজন পথিক ছিল। তাহারা বায়ুবেগে অনায়ত্তহইয়া নানা স্থানে পড়িল। পরে ঝড় নিবৃত্ত হইলে গিয়া দেখিলাম তাহাদিগের মধ্যে কাহার নাসিকা কাহারও পদ কাহার ও হস্ত কাহারও পৃষ্টী ভগ্ন হইয়াছে। আর দুই একজন একে বারেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! আমি আজন্মে এরূপ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি কখন চক্ষে দেখিনাই। ঝড়ে মানুষ উড়াইয়া নিয়া যায় এক পোয়া করিয়া এক একটা শিলা পড়ে? যাহাহউক পরদিবস গ্রাম মধ্যে গিয়া দেখিলাম গৃহমাত্রেই নাই। কেবল দুই একটী অট্টালিকা মাত্র আছে, বন্যার সময় যেরূপ সকলই জলমগ্ন হয় কেবল দুই একটী বৃহৎ বৃক্ষ মাত্র উন্নত থাকে ঠিক সেই রূপ বোধ হইতে লাগিল। আর হস্তেগৃহ বৃক্ষ শাখা ও গৃহনির্ম্মাণ সামগ্রী লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছে কারণ সকলই একাকার হইয়াছে। কোন্ দ্রব্য কাহার কেহই চিনিতে পারে না। দুরহউক বিশেষ রূপে ঝড় লখিয়া ঝোড়োহইবার আবশ্যক নাই। দুই একটী আবশ্যক সংবাদ লিখিতে হইবে দুইখান রেইল ওয়েশকটের পরস্পর আঘাত লাগাতে তিনজন লোক সাতিশয় আহত হইয়াছে। বোধহয় শীঘ্রই তাহাদিগের মানবলীলা সংবরণ করিতে হইবে। আর শুনিলাম ভগলপুরে একটী ঘোড়ার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর পীড়ন করাতে উমেশচন্দ্র মিত্র নামক একজন ভদ্রলোকের তিনমাস কারাবাস হইয়াছে। আহা? মনুষ্যপীড়ক কাঁদি প্রভৃতি স্থানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের কি কিছু হয় না? তাহবেইবা কেন? পাপাত্মনাং পাপ শতে ন কিংবা পাপাত্মাদিগের শতশত পাপেও কিছুহয়না— মুঙ্গেরের সংবাদ পরে লিখিব অদ্য বাহুল্যভয়ে লিখিতে পরিলামনা।

ভ্রমণকারিণঃ
মুঙ্গের।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পুর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

৪ ভাগ। ২৭ সংখ্যা। } সন ১২৬৯। ৭ জৈ্যষ্ঠ। ইং ১৮৬২। ১৯ মে { মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

বৈশাখমাস অতীত হওয়াতে অনেকের প্রদত্ত সোমপ্রকাশের মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তাহাদিগকে বিনয় পূর্ব্বক জানান যাইতেছে যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বরায় আগামি বর্ষের মূল্য পাঠাইয়া দেন। আপাততঃ সংস্কৃত যন্ত্রেই মূল্য পাঠাইবেন।

—০*০—

সোমপ্রকাশ।

৭ই জৈ্যষ্ঠ সোমবার।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

বীরভূমের অন্তঃপাতী কীর্ণহার গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র সরকারের যত্নে বালকদিগের পাঠার্থ একটী এবং বালিকাদিগের শিক্ষার্থ একটী এই দুটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসংক্রান্ত যে পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহা প্রকটিত হইল না।

লক্ষ্মীপাশা নিবাসী বিপিনবিহারী সরকারের লিখিত নড়াইলের কালীয়া গ্রামের ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি [illegible] প্রাচীন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষবৃত্তান্ত পাঠকগণের তাদৃশ প্রীতিকর হইবে না বলিয়া প্রকটিত হইল না।

ময়মন সিংহের দুই খানি এবং ফরিদপুরের এক খানি পত্র নিতান্ত অসার বলিয়া উপেক্ষিত হইল।

✓ হুগলির অন্তঃপাতি বালি গ্রামের মদনমহোৎসবসংক্রান্ত পত্রে অনেক দিনের সম্বাদ লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল না।

লেও সাহেবের প্রস্তাব পাঠ।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহক অনরেবল লেও সাহেব গত ১২ই মে সোমবার সন্ধ্যার পর ডেলহাউসি ইনষ্টিটিউট সভায় এক প্রস্তাব পাঠ করেন। গবর্ণর জেনেরল লার্ড এলগিন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেব প্রভৃতি অনেক প্রধান ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাবটি বহু বিস্তৃত হইয়াছে। উহা অতিশীঘ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। লেও সাহেব প্রস্তাব মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটি মূল কথার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম, ভাষার সৃষ্টি। দ্বিতীয়, মানবজাতির দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি সহকারে ঐ ভাষার বহুবিধ পরিবর্ত্ত। তৃতীয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ব্যাকরণাদি গত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির এক মূল হইতে উৎপত্তি নির্ণয়। চতুর্থ, আর্য্য বংশের ভিন্ন ভিন্ন দেশ গমন ও তথায় বসতি। পঞ্চম, হিন্দু ও ইংরাজদিগের ঐ বংশ হইতে জন্ম।

লেও সাহেব শেষোক্ত বিষয়টি লইয়া অধিকক্ষণ বক্তৃতা করেন। হিন্দু ও ইংরাজেরা এক বীজ পুরুষ হইতে উৎপন্ন, ইহারা পরস্পর ভ্রাতৃভাবাপন্ন; অতএব ইহাদিগের পরস্পর বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া সৌহার্দ্দ সম্পন্ন হওয়া উচিত, এতৎ প্রতিপাদনই লেও সাহেবের উল্লিখিত প্রস্তাব পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আজি কালি এই একটি ধরণ দেখা যাইতেছে, যাঁহারা বক্তৃতা দ্বারা আপনাদিগের উদার ভাবের পরিচয় দিয়া প্রশংসা লইতে অভিলাষী হন, তাঁহারাও উল্লিখিত প্রকার বক্তৃতা করেন, আর যাঁহারা সদাশয় লোক, হিন্দু ও ইংরাজদিগের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি দর্শন করিয়া বাস্তবিক অসুখিত হইতেছেন, তাঁহারাও পরস্পরের প্রণয় সম্বর্দ্ধন বাসনায় উল্লিখিত বক্তৃতা করিয়া থাকেন। লেও সাহেব প্রধান রাজপুরুষ, অত্রত্য হিন্দু ও ইংরাজেরা পরস্পর সুহৃদ্ভাবাপন্ন হন, তাঁহার যে এরূপ ইচ্ছা হইবে একথা বলা বাহুল্য। উভয় জাতির সৌহৃদ্য বন্ধন ব্যতিরেকে ব্রিটিস আধিপত্য এদেশে বদ্ধমূল হয়, সম্ভাবিত নহে, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই। ব্রিটিস রাজপুরুষেরা এদেশীয়দিগের উদ্বেগ না জন্মাইয়া রাজত্ব করেন এইটিই তাঁহার ইচ্ছা, সম্প্রতিকার ইনকম টাক্স প্রভৃতি রহিত করিবার চেষ্টা দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, উভয় জাতির সৌহৃদ্য পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়া পক্ষপাত প্রভৃতি যেগুলি প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছে, তত্তন্মূলন বিষয়ে কাহারও সবিশেষ যত্ন দৃষ্ট হইতেছে না। সেই প্রতিবন্ধকগুলি দূরীভূত না হইলে উভয় জাতির অকৃত্রিম প্রণয় হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই পক্ষপাত লক্ষিত হয়। এক জন ইংরাজ ও এক জন বাঙ্গালি উভ

য়ে এক কর্ম্মার্থী হইয়া যদি কোন প্রধান পুরুষের নিকটে যান, ইংরাজ যদি বাঙ্গালি অপেক্ষা হীনগুণ হন, তথাপি প্রধান পুরুষ বাঙ্গালিকে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজকে কর্ম্ম দিবেন। এবম্বিধ পক্ষপাত দর্শন করিয়া বাঙ্গালির মন কি কখন ইংরাজের প্রতি সৌহৃদ্য সম্পন্ন হইতে পারে? এক জন বাঙ্গালি যে বেতনে যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাতে এক জন ইংরাজ আসিলে অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ বেতন হইবে, এ কেন? ইহা দেখিয়া কি বাঙ্গালির মন প্রীতিপ্রসন্ন থাকিতে পারে? বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজদিগের ব্যয় অধিক, এ যুক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, পদস্থ বাঙ্গালিদিগকে যে কুপোষ্য পোষণ করিতে হয়, তাহাতে যে ব্যয় হয়, তাহা অনেক পদস্থ ইংরাজের ব্যয়ের অপেক্ষা অধিক, বিশেষতঃ এক্ষণকার পদস্থ বাঙ্গালিদিগের ব্যয় কোন ক্রমেই ন্যূন নহে।

এস্থলে কেবল এক চাকরীই পক্ষপাতের উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইল; এইরূপ অনেক বিষয়ে আছে। এদেশীয়েরা এই সকল দেখিয়া ক্রমশঃ বীতরাগ হইতেছেন। ইহাঁরা এত দিন এ সকল বিষয় তত অনুভব করিতেন না। যদ্দ্বারা সেই অনুভবশালিতা জন্মে, এখন দিন দিন সেই কারণ উপস্থিত হইতেছে। পক্ষপাত দর্শন করিয়া লোকের মনে যে বৈমনস্য হয়, ইহা অনৈসর্গিক নহে। বাইবেলোক্ত কথা পুরুষ কেইন এবলকে প্রাণে সংহার করে কেন? বাইবেলমতে ঈশ্বর এবলের প্রতি যে পক্ষপাত করেন, কেইনের অসাধুতারূপ তাহার একটি কারণ ছিল। কিন্তু হিন্দুদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে ইতর বিশেষ করা হয় আমরা তাহার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। চাকরী বিষয়ে ইদানীন্তন বাঙ্গালিদিগের সাধুতাই সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়া থাকে। তবে শারীরিক বল বিষয়ে ইহাদিগের হীনতাই কি সেই ইতর বিশেষ করিবার কারণ? শারীরিক বলের কথায় স্মরণ হইল, ইংরাজদিগের অধিক বল থাকাতে অনেকে হঠাৎ এদেশীয়দিগকে অপমান করেন। তাহাও এদেশীয়দিগের বিষম বিরাগের কারণ হইয়াছে। অনেককে আমরা ঐ আক্ষেপ করিতে শুনিতে পাই। ফলতঃ উল্লিখিত পক্ষপাত নিবন্ধন যে সমস্ত অবৈধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, যত দিন তাহা পরিত্যক্ত না হইবে, তত দিন অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গলা বিদ্যালয় ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান।

গবর্ণমেণ্টকৃত সাহায্যদানপ্রণালী গত যে দোষ আছে, আমরা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই সদোষ প্রণালী বাঙ্গলা শিক্ষার যত প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছে, ইংরাজীর তত নহে। দুটী কারণে লোকের ইংরাজীশিক্ষায় অধিকতর যত্ন ও অনুরাগ জন্মিয়াছে। এক, ইহা রাজভাষা। যাবতীয় রাজকার্য্য ইহাতে নির্ব্বাহ হইতেছে, ইহা জানিলে অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম হয়। দ্বিতীয়, এভাষাটী বাঙ্গলাভাষা অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য সন্তানকে শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করেন, তাঁহারাও ইংরাজীর প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছেন। ইহাতে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। তদধ্যয়ন জ্ঞানদ্বার সহজে উদ্ঘাটন করিয়া দেয়।

বাঙ্গলা ভাষায় ঐ উভয় গুণেরই সম্ভাব নাই। প্রথমতঃ বাঙ্গলা ভাষা ইংরাজীর ন্যায় অর্থকরী নহে। ইহার দশাও অদ্যাপি উৎকৃষ্ট হয় নাই। এ ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থদর্শন দুর্লভ। ঐ দুটী গুণ নাই বলিয়া কি এ ভাষা উপেক্ষিত হইবে? উপেক্ষার কথা দূরে থাকুক, যাহাতে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ হয়, সেচেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বাঙ্গালা দেশের উন্নতি ইহার উন্নতিমুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে। ইহার উন্নতি ব্যতিরেকে বাঙ্গালাদেশের উন্নতিলাভপ্রত্যাশা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই।

যখন এদেশীয়দিগের স্বেচ্ছানুসারে বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন বিষয়ে বিশেষরূপে নিবিষ্টমনা হইবার দুটী মহান অন্তরায় দৃষ্ট হইতেছে, অথচ ইহার উপেক্ষা কোন ক্রমেই যুক্তিসহ হইতেছে না, তখন গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সবিশেষ মনোনিবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আমরা আর কাহাকে কহিব? প্রজাগণ যাবৎ স্বহিত বুঝিতে না পারে, তাবৎ পিতৃস্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে সেই হিতসাধন ভার লইতে হয়। অসভ্য রাজগণের ন্যায় আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বোধ ও অবিবেক নহেন। প্রজার হিতসাধন যদি গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, প্রজার স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের তুল্য হিতকর কার্য্য অল্প আছে।

বাঙ্গলাভাষায় উন্নতি লাভ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দানের উপর নিতান্ত নির্ভর করিতেছে, ইহা যখন স্থির হইল, তখন সাহায্যদানবিষয়ে ইংরাজীর সহিত ইহার কিছু বিশেষ করা অত্যন্ত আবশ্যক। আমাদিগের অভিপ্রেত সে বিশেষ এই, গবর্ণমেণ্ট যাবৎ বর্ত্তমান সাহায্য দান প্রণালী পরিবর্ত্তিত না করেন, তাবৎ বাঙ্গলা বিষয়ে এই নিয়ম করুন, যে যে স্থানে বঙ্গবিদ্যালয় হইবে, তত্রত্য লোকেরা ছাত্রদেয় বেতন সমেত যত টাকার সংযোগ করিয়া দিবেন, গবর্ণমেণ্ট তত টাকার সাহায্য প্রদান করিবেন। এ নিয়ম হইলেও অনেক স্থলে বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অধিক সংখ্যা বঙ্গ বিদ্যালয় হইলে বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের যে অসদ্ভাব আছে, তাহাও ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে। উৎসাহলাভ ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কোন বিষয়েরই অসঙ্গতি থাকে না। পরিশেষে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে, আমরা যে প্রস্তাব করি

তেছি, গবর্ণমেণ্ট কি আপন ইচ্ছায় তদনুরূপ কার্য্য করিবেন? কখনই না। বাঙ্গলা শিক্ষার আবশ্যকতা আমাদিগের দেশের যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারা উল্লিখিত প্রার্থনা করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আবেদন করুন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের আগ্রহ বুঝিলে এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগ করিবেন সন্দেহ নাই। আজি কালি সবিশেষ আন্দোলন ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

কি সূক্ষ্ম বিচার?

অজ্ঞ মাজিষ্ট্রেট ও উৎকোচগ্রাহী দারোগারাই সব মজাইলেন। ব্যবস্থাপক সভা এত যে আইন করিতেছেন, প্রধান পুরুষেরা সর্ব্বত্র সমদর্শিরূপে সৎ ও সূক্ষ্ম বিচার প্রবর্ত্তিত করিবার এত যে চেষ্টা করিতেছেন, ঐ মহাপুরুষদিগের হইতে সমুদায় বৃথা হইতেছে। বোধ হয়, রঘু ডাকাইতের নাম আমাদিগের পাঠকগণের কাহারও অবিদিত নাই, সে নিজ বাস স্থানের নিকটবর্ত্তি গ্রামস্থ লোকদিগের নিকটে বার্ষিক করিয়া রাখিয়াছিল! যাহারা সেই বার্ষিক দিত, তাহারা অব্যাহতি পাইত। সে দস্যু বৃত্তি করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরন করিয়া আনিত না, অন্যথা হইলেই অন্যথা হইত। সে যখন ঐ বার্ষিক আদায় করিতে যাইত, গৃহস্থেরা কোন রূপে তাহাকে কিছু কিছু লবণ ভক্ষণ করাইতেন। ইহার তাৎপর্য্য এই রঘু নিমক হারাম হইয়া তথায় ডাকাইতি করিতে না পারে। রঘুও যাহাঁর একবার লবণ খাইত, তাহার গৃহে দস্যু বৃত্তি করিত না। কিন্তু আমাদিগের দারোগা রঘুদিগকে কিছুতেই পারিবার যো নাই, লবণ খাওয়ায় আর স্বচ্ছ কর, তাঁহারা সর্ব্বনাশ করিতে ছাড়েন না।

সম্প্রতি অন্যতর দারোগা সাহেবের দুরাত্মতা নিবন্ধন একটি বিষম ঘটনা হইয়াছে। বিশ্বমনোরঞ্জন পত্রিকার পূর্ণিয়ার সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, তথায় তীর্থ ভ্রমণকারী কয়েক জন রামাৎ বৈষ্ণব গমন করিয়াছিল। সকলেই জানেন রামাতেরা নিতান্ত নিঃস্ব নহে। তাঁহাদিগের সঙ্গে একটা হস্তী ও কয়েকটি অশ্ব ছিল। তথাকার দারোগা তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া গ্রেপ্তার করেন (বোধ হয় তাহারা দারোগা সাহেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নাই) এবং তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগের ছয় মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। এই সম্বাদ যদি সত্য হয়, ভয়ঙ্কর অরাজক কাণ্ড সন্দেহ নাই। অধিক সংখ্য মাজিষ্ট্রেট ও দারোগাকে আমাদিগের যেরূপ জানা আছে, তাহাতে এ সম্বাদে বড় অবিশ্বাস হইতেছে না। আমাদিগের প্রতিবেশী এক গ্রামের এক গৃহস্থের গৃহে একদা ডাকাইতি হয়। দারোগা আপনার চালাকী দেখাইবার নিমিত্ত কতকগুলি ঘাসুড়িয়াকে ডাকাইত বলিয়া গ্রেপ্তার করেন। মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটেরা তুরস্ক দেশীয় কাজীদিগের অপেক্ষা অলস ও রুশীয় বিচারপতিদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী। লোককে কারারুদ্ধ করিবার তাঁহাদিগের যে ক্ষুধা আছে দণ্ড বিধানের আইন তাহা তৃপ্ত করিবার বিলক্ষণ উপায় হইয়াছে। আমরা বিলক্ষণ জানি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কখনই এরূপ অভিপ্রেত নহে যে বিনা প্রমাণে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটেরা কি জন্য ইহার বিপরীত কার্য্য করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা অবিলম্বে পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান। যদি কেবল সন্দেহের উপরে নির্ভর করিয়া রামাৎদিগকে কারারুদ্ধ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে এই দণ্ডে মুক্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেটের বেতন হইতে তাহাদিগের ক্ষতি পূরণ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ রূপে সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

হিন্দুধর্ম্মের আসন্নকাল।

যে কোন ধর্ম্ম হউক, তদুপাসকগণের ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃসাধনই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু উপাসকগণের স্বার্থপরতা ও মূর্খতা নিবন্ধন বহু স্থলে সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়াছে। এক ব্রহ্মের উপাসনা হিন্দুদিগের আদি ধর্ম; উপাসকদিগের দোষে উহা ক্রমে এমনি বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে যে এখন অনেকে সভ্য সমাজে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। উপাসকদিগের ক্রূরতা ও নৃশংসতা দ্বারা মুসলমানধর্ম্ম নিতান্ত দূষিত হইয়াছে। রোমান কাথলিকেরা খৃষ্টধর্ম্মকে কি শোচনীয় অবস্থা না পাওয়াইয়াছে? সম্প্রতি চীন দেশে যাহারা রাজবিপক্ষ হইয়া মহান্ উপদ্রব উপস্থিত করিয়াছে, তাহারা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেয়, ইংরাজেরা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রথমে তাহাদিগের জয়পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া এখন আবার তাঁহারাই বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। ফলতঃ উপাসকদিগের স্বার্থপরতা ও মূর্খতা ধর্ম্মের অধিকতর অনিষ্ট করিয়াছে। আমরা যদর্থ অদ্য এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বোম্বাইনগরে সত্যপ্রকাশ নামে এক খানি সম্বাদপত্র আছে, তৎসম্পাদক কর্ষণ দাস মূলজী তত্রত্য অন্যতর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতের দোষের কথা লিখিয়া ২১এ অক্টোবর তাহা সত্যপ্রকাশে প্রকাশ করেন। প্রধান পুরোহিত যদুনাথ জী ব্রজরত্ন জী আপনাকে কৃষ্ণাবতার বলিয়া পরিচয় দেন এবং কৃষ্ণে

র ন্যায় ধর্ম্মোপাসকদিগের স্ত্রী কন্যাদি লইয়া লীলা করিয়া থাকেন। সত্যপ্রকাশে প্রধান পুরোহিতের (ইহাঁকে মহারাজ বলে) এইসকল দুর্ব্ব্যবহারের কথা লিখিত হওয়াতে মহারাজ তত্রত্য সুপ্রিমকোর্টে নালীশ করেন। সম্প্রতি তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। মহারাজের ৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে আর তাঁহাকে মোকদ্দমার সমুদায় ব্যয় দিতে হইবে।

প্রধান পুরোহিত উপাসকদিগের স্ত্রী কন্যাদি লইয়া ব্যবহার করিবেন, ইহা কোন্ ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে? এত দিন অজ্ঞানান্ধকার সমুদায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, দুশ্চরিত্রেরা ধর্ম্মনাম কঞ্চুক দ্বারা আবৃত হইয়া যাহা মনে করিয়াছে, তাহাই হইয়াছে। প্রতিবাদ করিবার লোক ছিল না। এখন সে কাল অতীত হইয়াছে। সাহস পুরঃসর ঐ সকল দুষ্প্রবৃত্তির বিষয় প্রকাশ করিতে পারে এখন এরূপ অনেক লোক হইয়াছে। ঐ সকল বিষয় যত প্রকাশিত হইবে, ততই লোকের হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবে।

বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারপতি উক্ত মোকদ্দমায় আজ্ঞা দিবার সময়ে এই কথা বলেন, "যে বিষয় নীতি বিরুদ্ধ তাহা কখন ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। যে সকল প্রথার সমাজের মূল পর্য্যন্ত নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে, প্রকাশ্যরূপে তাহার প্রতিবাদ করা নিতান্ত আবশ্যক।" যদি আমরা অনুধাবন করিয়া দেখি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, প্রধান বিচারপতি প্রকারান্তরে ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রচলিত কুসংস্কার পরিত্যাগে যত্নশীল হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের এ অংশে উক্ত মহারাজের ন্যায় ধার্ম্মিক নাই এমন নয়। ভৈরবী চক্র কি? এই চক্রের তান্ত্রিকদিগের সুরাপান ও বারাঙ্গনা সেবন কি অনুমত নয়? এরূপ জনশ্রুতি কোন কোন ভদ্রবংশীয় স্ত্রী লোকও চক্রেশ্বরের আরাধনায় দেহ সমর্পণ করেন। নেড়ানেড়ী, কর্ত্তাভজা আউলে ভজা এ সমুদায় দলে কি কুক্রিয়ার স্রোত প্রবাহিত দৃষ্ট হয় না? সত্যপ্রকাশ সম্পাদক এদেশীয় সম্পাদকদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছেন। যখন ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন সম্পাদকদিগের উদ্দেশ্য হইয়াছে, তখন শ্রেণি বিশেষ অথবা ব্যক্তি বিশেষের মনোরঞ্জন চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অপক্ষপাতচিত্তে যাবতীয় দোষের উদ্ঘোষণ করা বিধেয়। যে দেশে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও বিশুদ্ধ প্রথা প্রাদুর্ভূত না হয়, তাহার যথার্থ উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই।

—••—

লণ্ডন ৬ই এপ্রেল ১৮৬২।

প্রিয়সম্পাদক! প্রকাশ্যরূপে পরীক্ষা দিয়া সকলে রাজকার্য প্রাপ্ত হইবেন এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১ লা এপ্রেল হৌস আফ কমন্স সমাজে বিচারিত হয়। হেনেসি সাহেব সমাজে এই প্রস্তাব করেন যে সিবিল সরবিস সংক্রান্ত যাবতীয় পদ কেবল পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি দিগের প্রতি অর্পিত হয়। যদিও এই প্রস্তাব বিচারান্তে অগ্রাহ্য হইল তথাপি উক্তবিচার দ্বারা প্রকাশ্য পরীক্ষা বিষয়ে কোন কোন ক্ষমতাবান্ সভ্যের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়াছে। হেনেসি সাহেব কহিলেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক পদ কেবল অনুগ্রহ বা আত্মীয়তানিবন্ধন প্রদত্ত হইতেছে অতএব ইহা রহিত করিয়া কেবল পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি দিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। বানসিটার্ট সাহেব এই প্রস্তাবের পোষকতায় কহিলেন যে ভারতবর্ষের সিবিলসর্বিস বিষয়ে প্রকাশ্য পরীক্ষার যে আধুনিক রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা ফলবতী হয় নাই; পুস্তকীট নীচকুলজাত ব্যক্তিদিগকে ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা সিবিল সর্বিস্‌কে নীচকরা মাত্র; তথাপি তিনি ইংলণ্ডীয় কর্ম্ম সম্বন্ধে হেনেসি সাহেবের পোষকতা করিলেন। কক্রেন সাহেব বলিলেন, যে পরীক্ষার রীত্যনুসারে কার্য্যার্থীরা অতিরিক্ত অধ্যয়ন করে; তাহারা সাহিত্য ও গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু রাজকার্য্যে পারদর্শিতা প্রকাশ করিতে পারে না; অতএব প্রকাশ্য পরীক্ষার রীতি যাবতীয় ডিপার্টমেন্টে প্রচলিত করা অনিষ্টজনক হইবে। পীকক্ সাহেব এই অভিপ্রায়ের পোষকতায় কহিলেন যে পরীক্ষাকালে কার্য্যার্থিদিগের প্রতি যে সকল প্রশ্ন প্রদত্ত হয়, তাহা অতি অযুক্ত। তিনি শব্দশাস্ত্র সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন উল্লেখ করিয়া কহিলেন যে সভার অন্যান্য সভ্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং গ্লাডস্টোন্ সাহেব উহার উত্তর দিতে সক্ষম হইবেন না, ক্ষুদ্র রাজকার্য্যার্থি হইতে ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশাকরা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। তদনন্তর লর্ড ষ্টান্‌লি কহিলেন যে প্রকাশ্য পরীক্ষার প্রতি একটিও গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই; প্রথমত, কথিত হইয়াছে যে এই রীত্যনুসারে কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক বৃত্তির পরীক্ষা হয়, কিন্তু ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও শারীরিক গুণের অনুসন্ধান করা হয় না; ইহার উত্তর এই যে কার্য্যার্থির শারীরিক স্বাস্থ্য চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া থাকে। চরিত্র বিষয়ে বক্তব্য এই যে কেবল অভিজ্ঞানপত্র তাদৃশ আদরণীয় পদার্থ নহে; সকলেই জানে যে অনায়াসে অভিজ্ঞান পত্র লাভকরা যায়; কিন্তু ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্বিসের পূর্ব্বরীতিতে যেরূপে চরিত্রের পরীক্ষা হইত, এক্ষণে সেই রূপেই হইতেছে; বিশেষতঃ যখন একব্যক্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়, তখন সে আপনার সমধিক পরিশ্রমের পরিচয় দিয়া থাকে। একটি প্রধান আপত্তি এই যে প্রাচীন সিবিলদের সন্তানেরা রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইতে পারে; ইহার উত্তর এই যে প্রাচীন কেরাণীরা যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু কিজন্য তাঁহাদের সন্তানেরা অন্যান্য ব্যক্তির অপেক্ষা সমধিক অনুগ্রহ লাভ করিবে, তাহার কারণ অনুভূত হয় না। প্রশ্নের বিষয়ে কথয়িতব্য এই যে একরূপ প্রশ্ন কিছু সর্ব্বদা প্রদত্ত হয় না; কেবল উপহাস করিবার নিমিত্ত দুই একটি প্রশ্ন নির্ব্বাচিত করা অতি অন্যায়। এইসকল বিষয় বিবেচনা করিয়া হেনেসি সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত বোধ হইতেছে। তদনন্তর সর্ জর্জ বুইস্, সর্ জর্জ পাকিংটন্ প্রভৃতি সভ্যেরা বক্ত-

তা করিলেন, কিন্তু পরিশেষে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইল। ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ শুদ্র ভাবের অদ্যাপি তিরোভাব হয় নাই।

মাডস্টোন্ সাহেব ব্রিটন্ রাজ্যের আগামীবর্ষের আয় ব্যয়ের এস্টিমেট্ অর্পণ করিয়াছেনঃ ব্যয় ৭০,০৪০,০০০ পৌণ্ড, আয়, ৭০,১৯০,০০০ পৌণ্ড।

নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজী অনুবাদ এখানে মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে।

রোমক পত্তনে এমত জনরব উঠিয়াছে যে পোপ বেগম সমরুকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের বৈষ্ণবদের ন্যায় (বৈষ্ণবেরা প্রকারান্তর রোমান্কাথলিক মাত্র) রোমান কাথালিক খৃষ্টানেরা মৃত ব্যক্তি বিশেষকে সমধিক ধর্ম্মপরায়ণ বিবেচনা করিয়া গোস্বামী অথবা দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে; বেগম সমরু সেই রূপ এক দেবী হইবেন। বেগমের চরিত্র আপনার পাঠকদের মধ্যে অনেকে অবগত থা কতে পারেন। তাঁহার উপপতি দাসীর সহিত হাস্য পরীহাস করিয়াছিল বলিয়া বেগম ঐ দাসীকে এব কাষ্ঠাসনের নিম্নে জীবন্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন; অন্য করিয়া বেগম ছয়জন উপপতির মনোরঞ্জন করিতেন। পরে বৃদ্ধাবস্থায় তপস্বিনী হয়েন। মনে মনে তাঁহার ইস্লামে বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, অথচ তাঁহার হস্তে শালগ্রামাদির অবমাননা হইত না; তথাপি, ইটালি প্রদেশে তাঁহার বিস্তর ধন নিহিত হইবাতে বোধ হয় রোমান কাথালিক দেবীরূপে ভবিষ্যৎ কালে বিখ্যাত হইবেন। খৃষ্টান ধর্ম্মে তপস্বী হওয়া সুদূরপরাহত নহে; একব্যক্তি আজীবন কুপথাবলম্বী থাকিয়া মৃত্যুকালে যদি বলেন আমি প্রভু যিশুখৃষ্টে বিশ্বাস রাখিয়া মরিতেছি তবে সে শ্বেত মেষ দিগের সহিত মিশ্রিত হইবে। আমাদের স্বদেশীয় ধর্ম্ম যে ইহার কত অনুরূপ, তাহা আপনার পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন।

সংপ্রতি একজন সমাচারপত্র সম্পাদক ইচ্ছাপূর্ব্বক অনশন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।

পুরুষ ছাত্রেরা যেরূপ কলেজে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, স্ত্রীছাত্রদিগকে সেই অধিকার দিবার নিমিত্ত চেষ্টা হইতেছে।

ইংরেজদের একটি বিশেষ রীতি এই যে উত্তমাবস্থ ব্যক্তিরা অধমাবস্থ দিগকে উন্নতাবস্থ করিবার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টা করিয়া থাকেন।

একজিবিশন কার্য্য আরম্ভ করিবার নিমিত্ত কয়েকজন কমিশনর, নিযুক্ত হইয়াছেন; ইংলণ্ডেশ্বরী তৎকালে লণ্ডন হইতে দূরে থাকিবেন। ইহা নিশ্চিত বলিয়া শ্রুত হইল যে সম্রাট্ নপোলেঅন্ ইংলণ্ডে আগমন করিবেন।

ফরাশীশ দেশীয় বিখ্যাত কবি ও লেখক লামার্টিন্ আমাদের দেশীয় অনেককে আশ্বাসন করিয়াছেন; কবিদের সাধারণ ভাগ্যানুসারে তিনি একণে দৈন্য দশায় পড়িয়াছেন; এক ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ হইয়া ব্যবস্থাপক সমাজে তাঁহাকে বৃত্তি দিবার নিমিত্ত আবেদন পত্র প্রদান করেন; কিন্তু লামার্টিন্ ইহা শ্রবণ মাত্র ব্যবস্থাপক সমাজের এক সভ্যকে পত্র লিখিলেন যে ঐ আবেদন পত্র যেন অগ্রাহ্য হয়; কারণ, তিনি বলেন ফরাশীশ লোকেরা যে রূপ রাজশাসন প্রণালী অবলম্বন করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু পূর্ব্বে তিনি রাজশাসন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে সম্রাটের রাজকোষ হইতে বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন না। এ ব্যবহার লামার্টিনের উপযুক্ত বটে। আপনার পাঠকদের মধ্যে অনেকে জানেন যে উক্ত কবি সাধারণতন্ত্র পক্ষ লোক।

৯ই এপ্রেল।

মান্চেষ্টরের তুলার বস্ত্র ব্যবসায়ীরা পার্লিমেন্টে অর্পণ করিবার নিমিত্ত এক আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট সূত্রের উপর শতকরা পাঁচ টাকা ও বস্ত্রের উপর শতকরা দশ টাকা যে শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতি অন্যায়; তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ী দিগকে কেবল উৎসাহ দেওয়া হইতেছে; ভারতবর্ষীয় ধনীদিগের রাস্তাবন্দী প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকা উচিত, যেহেতু বস্ত্র ব্যবসায়ে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ অনধিকারচর্চ্চা বিশেষ। আবেদন কারীদের প্রার্থনা এই যে বস্ত্রের ব্যবসায় তাঁদের প্রতি এক চোটয়া করিয়া না দেওয়াতে গবর্ণমেন্ট পক্ষপাতিতা করিতেছেন।

১০ই এপ্রেল।

জাপান দেশীয় রাজদূতেরা ফরাশীশ দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্যকার ষ্টার পত্রে উক্ত হইয়াছে যে তাঁহারা মার্সেল্স, ও লিঅঁ নগরস্থ সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার কৌতুহলের সহিত অবলোকন করিয়াছেন। কোন কোন ফরাশীশ সম্পাদক মিথ্যা করিয়া লিখিয়াছেন যে লিঅঁ নগরে তাঁহারা বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিতে ভীরুতা প্রকাশ করেন; কিন্তু লেখকদের স্মরণ করা উচিত ছিল যে মিসর দেশে লৌহ বর্ত্ম ও বাষ্পীয় শকট বর্ত্তমান আছে, এবং রাজ দুতেরা তদ্দ্বারাই আগমন করিয়াছেন। ব্রাইটন্ নগরে অবিলম্বে বলন্টিয়রদের রিবিউ প্রদর্শিত হইবে; লার্ড ক্লাইড্ অধ্যক্ষতা করিবেন।

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু সুবিজ্ঞ আডম সাহেব ইতিহাস তত্ত্ব বিষয়ে এক অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহা মুদ্রিত হইতেছে, এবং অনতিবিলম্বে প্রচারিত হইবে।

মৃত অল্বর্ট বাহাদুরের কীর্ত্তিচিহ্ন স্থাপনার্থ উপযুক্ত টাকা সংগ্রহ হয় নাই, অতএব সাধারণ্যে ভিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রুত হইল যে এক ব্যক্তি নাবিকের বেশে গারিবাল্ডির সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যম করিতেছিল; অনুসন্ধান করাতে তাহার নিকট বারুদ ও গুলিপূর্ণ এক পিস্তল দৃষ্ট হইল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে 'রাহাজানি' বিষয়ে বঙ্গদেশের যে রূপ অবস্থা ছিল, একণে ইটালির কোন কোন অংশের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে।

আষ্টেল্ ও রীড্ সাহেব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেকটর রূপে মনোনীত হইয়াছেন; উক্ত কোম্পানি অদ্যাপি প্রাণ ত্যাগ করেন নাই।

সিন্ধ-রেল-ওয়ে কম্পানি প্রত্যেক অংশে ২০ পৌণ্ড হিসাবে ১২৫০০০ অংশ দ্বারা ২,৫০০,০০০ পৌণ্ড মূলধন বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন; তদ্দ্বারা পঞ্জাব হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইবে।

আমেরিকা হইতে কোন গুরুতর সংবা-

দ উপস্থিত হয় নাই। অদ্য মার্সেল্‌স্‌ মেল প্রেরিত হইবে।

লণ্ডন ১০ই এপ্রেল ১৮৬২।

উমিচাদ গুপ্তস্য।

—•—

ইংলণ্ডে শীত যাপন।

শ্রীযতি মাত্রাঘাতক কর্ত্তৃক।

কি কঠোর দংশ শীত রে তোর।
অবলেরে পেয়ে এতেক জোর॥
বিদেশী বলিয়া বুঝি নিদয়।
গতিরীতে তোর নাহি হৃদয়॥
ধূম কুয়াশায় ব্যাপিল ধরা।
আঁধারেতে তুই বড় পামরা॥
পৃথিবীর শোভা পাতা তরুর।
ঝাড়িয়া ফেলিলি অরে নিষ্ঠুর॥
জল পৃথিবীর জীব জীবন।
জমিয়া করিলি শিলা যেমন॥
উত্তরের বায়ু, সে তোর চর।
কলেবর মোর ছুঁইলে ডর॥
তুষারে আবৃত হল ধরণী।
বিশদবসন বিধবা গণি॥
দিনকর কৃশ চোরের প্রায়॥
দেখিতে দেখিতে কোথা পলায়।
উঠিতে বসিতে যায় তো দিন।
রাত্তি সংযাপন বড় কঠিন॥
কালরাত্তি সম বিষম ঘোর।
অনুমান যেন না হবে ভোর॥
আগুন বিহনে না বাঁচে প্রাণ।
কাঁপে দেহ কাড়ে তৃণ সমান।
কত দিন আর এই যাতনা॥
কত দিন শীত বিটলপনা॥
ছাড়িয়া না ছাড়ে একি বালাই।
মনে হয় দেশ ছেড়ে পলাই॥

লণ্ডন ১৫ই চৈত্র ১৭৮৩।

—•—

বিবিধ সংবাদ।

৩০এ বৈশাখ সোমবার।

হরকরা সম্পাদক নিম্ন লিখিত ইউরোপীয় ও আমেরিকার সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন :—

মেরিমাক নামক বিদ্রোহী জাহাজ (আমেরিকার দক্ষিণাংশের লোক দিগের জাহাজ) গবর্ণমেন্টের তিন খানি জাহাজ বন্দীভূত করিয়াছে। বিদ্রোহীরা জিয়রজিয়ার উপকূল হইতে পলায়ন করিয়া ডেনিসির শস্যাদি নষ্ট করিতেছে। ইয়র্ক টৌনের নিকটে একটি যুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বিদ্রোহীদিগের এক লক্ষ সৈন্য ও পাঁচ শত কামান আছে।

অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেন্ট সরবিয়ার সীমায় অনেক সেনা একত্রিত করিয়াছেন।

এরূপ জনশ্রুতি করাসী যুদ্ধ জাহাজ সকল নেপল্‌সে যাইতেছে।

মায়ার্স (এক জন বিখ্যাত করাসী বণিক) বিচারে মুক্ত হইয়াছেন।

১২ই এপ্রেল।

করিন্থনগরের নিকটে এক ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেন্টের ২০ সহস্র ও বিদ্রোহী দিগের ৩৫ সহস্র লোক হত হইয়াছে। সেনাপতি জনষ্টন (বিদ্রোহী) হত ও বরোপার্ড (বিদ্রোহী) আহত হইয়াছেন। বিদ্রোহীরা প্রথমতঃ জয়ী হয়। কিন্তু গবর্ণমেন্টের সেনারা সাহয্য পাইয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়াছে।

১০ গণিত দ্বীপ গবর্ণমেন্টের হস্তগত হইয়াছে।

মেকসিকোর গবর্ণমেন্ট অনিচ্ছু ব্যক্তি দিগের নিকট হইতেও টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন। সহযোগী সেনাপতিরা পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিবেন বলিয়াছেন।

আথেন্স, ২০এ এপ্রেল। রাজপক্ষ সেনারা অদ্য নাপুলিয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। পারিস, ২২এ এপ্রেল। হারজ গোবিনর একটা ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তথায় তুরস্ক সেনাদিগের আহ্বান করা ভার হইয়াছে। মণ্টিনিগ্রোর লোকেরা জাবাকে অবরোধ করিতেছে।

বাবু ব্রজনাথ ধর পুনর্ব্বার দেউলিয়া হইবার আবেদন করাতে বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক বিচারালয়ে তাঁহার প্রতিবন্ধকতা করেন। ফলতঃ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে ব্রজনাথ ধরের মাতা, পুত্র ও স্ত্রীর নামে অনেক সম্পত্তি আছে। বিচারপতি তাঁহাকে সতর্ক হইতে বলিয়া জুলাই পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিয়াছেন। অনেকে পরের সর্ব্বনাশ করিয়া এইরূপে দেউলিয়া হয়।

পশ্বাদির প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভার প্রতিনিধি জার্ভিস সাহেবের আবেদনানুসারে এক জন গোরুর গাড়য়ানের পাঁচ টাকা জরিমানা হইয়াছে। বটতলা সিমলা, প্রভৃতি স্থানে এরূপ অনেক অশ্ব আছে তাহারা অশক্তি নিবন্ধন কোন ক্রমেই গাড়ি টানিতে পারে না! তথাপি তাহাদিগকে খাটিতে হয়!

আলাহাবাদ গেজেটে প্রকাশ পাইয়াছে গত সোমবার তথায় ভয়ানক ঝড় হইয়াছে। প্রথমতঃ ধূলি উড়িয়া সমুদায় নগর অন্ধকারময় করে। পরে বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটিত ও অট্টালিকার ছাদ ভগ্ন হইয়া যায়। প্রাণিহত্যা হইয়াছে কি না জানা যায় নাই।

গবর্ণমেন্টের ভিন্ন২ ধনাগারে নিম্নলিখিত টাকা জমা আছে।

ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেন্টের		৫৬০৮১৬৫২
বঙ্গদেশীয়	ঐ	২৫৪৮৬৬০১
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের	ঐ	২৮৯৮৩১২১
পঞ্জাবের	ঐ	৯৬৭৭১৭১
মন্দ্রাজের	ঐ	২৮০৮৪০৭৭
বোম্বাইয়ের	ঐ	২৭৫৩৩৮৮
মোট টাকা		১৭৫৮৪৫৫৯৬

সর চাল্‌স উড ভারতবর্ষের উপরে যে হুণ্ডি কাটিয়াছেন তন্নিবন্ধনই গত [illegible]স অপেক্ষা এবার অল্প টাকা জমা দেখা যাইতেছে।

আমরা বাঙ্গালী নামক সাপ্তাহিক পত্রের দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্র খানি উত্তম রূপে লিখিত হইতেছে। আমাদিগের বলবৃদ্ধি যতই হয়, ততই মঙ্গল। সেই মঙ্গল বাঙ্গালী পত্র দ্বারা সাধিত হইবে আমরা এ আশা করিতেছি।

সব আসিষ্টাণ্ট সরজন বাবু যদুনাথ ঘোষ বিদ্রোহকালে এক অশ্বারূঢ় সৈন্যদলে ছিলেন; তন্নিবন্ধন তাঁহার পুরস্কার জন্য ইংলণ্ড হইতে একটি স্বর্ণ মেডাল আসিয়াছে। কিন্তু তিনি অনুপস্থিত থাকাতে গবর্ণমেন্ট তাহা রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন ছয় মাসের মধ্যে না লইলে ইহা [illegible]র চারলস উডের নিকটে প্রত্যর্পণ করা যাইবে।

পুলিসে সম্প্রতি এক জন ইউরোপীয় অপর এক ব্যক্তির নামে এই বলিয়া নালিশ

করে, প্রতিবাদী গোপনে তাহার এক নৌকা বিক্রয় করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ বিষয়ের প্রশ্ন করিলেই সে বলিল, আমি কি জন্য নালীশ করিয়াছি বলিতে পারি না। এইরূপ আরো সে অনেক মিথ্যা কহিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট তাহার দুই শত টাকার জামীন লইয়া মোকদ্দমা স্থগিত রাখিয়াছেন। দেখা যাউক, মাজিষ্ট্রেট মিথ্যাবাদিতার কি দণ্ড করেন?

৩১এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

ফিনিক্স সম্পাদক বলেন, সব আসিষ্টান্ট সরজন ডাক্তর এ, সলমন নিজ পদ ত্যাগ করিয়া এম, ডি, উপাধির জন্য ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতে যান। তিনি ঐ উপাধি পাইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে পুনর্ব্বার কর্ম্ম দিয়াছেন। সব আসিষ্টান্ট সরজনেরা পদত্যাগ করিলেও যদি তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার কর্ম্ম দিবার নিয়ম করা হয়, উত্তম চিকিৎসক লাভ দুরূহ হয় না।

এক ব্যক্তি ৩৮ গণিত এতদ্দেশীয় সেনাদলের সুবেদার মেজরের প্রাণবধ করিয়াছে। ঐ সেনা দল রাত্রিকালে যাইতে ছিল, সুবেদার অশ্বারোহণে তাহাদিগের পশ্চাতে ছিলেন, এমত সময়ে এক বন্দুকের শব্দ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ হত হইয়া অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। এক জন শীকে নায়ককে সকলে হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কারণ সে ব্যক্তি পলায়িত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সুবেদারের পার্শ্ব বর্ত্তি সেনারা সকলেই বলিতেছে তাহারা হত্যাকারীকে দর্শন করে নাই। সুবেদার বিদ্রোহ কালে গবর্ণমেন্টের সবিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহাকে বধ করাতে অনেকে বলিতেছেন ৩৮ গণিত সেনাদলকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া উচিত ঐ সকল লোকের পর মর্ম শুনিলেই প্রতুল।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন উপনিবেশে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল মজুর স্থির করা হয়, তাহাদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না, তাহাতে অনেকে জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বেই কুলির আড্ডায় প্রাণত্যাগ করে। অনেক সময়ে এরূপও ঘটনা হইয়াছে, পিতা মাতার মৃত্যু হওয়াতে উপায় হীন শিশুদিগকে মরিসসে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। সর চারলস উড তন্নিমিত্ত স্পষ্টাক্ষরে এই আদেশ করিয়াছেন যে মজুরদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশিষ্টরূপে মনোযোগ দেওয়া হয়। যাহারা প্রাণত্যাগ করিবে উপনিবেশের প্রতিনিধি তাহাদিগের সন্তানগণকে হয় গৃহে পুনঃ প্রেরণ করিবেন, অথবা তাহাদিগের যথোচিত ভরণপোষণ করিবেন। গ্রাণ্টসাহেব মজুরদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পণ করিবেন প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা কার্য্যবশতঃ করিতে পারেন নাই। বীডন সাহেব এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন।

সংবাদ আসিয়াছে গ্রীস দেশের বিদ্রোহ শান্তি হইয়াছে। রাজকীয় সেনারা বিদ্রোহিদিগের প্রধান দুর্গ অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক গ্রীসের যাবতীয় লোক রাজা ওথোর প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। প্রজা রঞ্জন করিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করা অনেক রাজারই ঘটে না।

ইংলণ্ডে একটা প্রথা হইয়াছে, স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহার্থী হইলে বর ও কন্যার নিমিত্ত সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন করিয়া দেয়। তাহাতে আপন আপন বয়স, রূপ, সম্পত্তি প্রভৃতির বিষয় লেখা হয়। সম্প্রতি এক কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। এক ব্যক্তি একদা এই ভাবে এই বিজ্ঞাপন করিয়া দেয় তাহার বয়স অল্প ও বাৎসরিক ৩০০০ টাকা আয় আছে, সে যদি একটি ভাল স্ত্রী পায় বিবাহ করে। এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া এক স্ত্রী লোক তাহার নিকটে লিখিয়া পাঠাইল যে সে বিবাহ করিবে না স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহার বিবাহ করিবার মানস হইয়াছে। উভয়ে এই রূপ দুই চারি পত্র লেখা লিখি হইলে পর স্ত্রী লোকটী একখানি গ্রামের নাম নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়া পাঠাইল যদি তিনি সেই স্থানে যান ঐ স্ত্রী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। পত্র মধ্যে লেখা ছিল, তিনি যখন তাঁহার প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, তখন যেন ছদ্মবেশে যান। নায়ক এই পত্র পাইয়া মহাহৃষ্টচিত্তে রেইলওয়ের শকটে উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। কতক দূর যাইতে না যাইতে কয়েক জন ভীমমূর্ত্তি পুলিস প্রহরী আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। এক দিনের পর প্রকাশ পাইল যে স্ত্রীলোকটি বিদ্রূপ করিবার জন্য তাহাকে দস্যু বলিয়া পুলিসে সংবাদ দেয়। পাঠকগণ! এটী যথার্থ কৌতুকাবহ ঘটনা কি না?

সমাচার হিন্দুস্থানী সম্পাদক অনুমান করেন, আফগানি স্থানের কয়েক জন অসন্তুষ্ট সরদারের চক্রান্তে তথায় যুদ্ধ ঘটিয়াছে। পারস্যাধিপতির আজ্ঞানুসারে পারস্য সেনাগণ তথায় প্রেরিত হয় নাই, হিরাটের রাজা সুলতান জান পারস্য দেশে সেনা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে রাজকীয় সেনা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক গবর্ণমেন্ট যেন ভাল রূপে অনুসন্ধান না করিয়া যুদ্ধে মত্ত না হন।

১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

মেটলাণ্ড সাহেব বণিক সম্প্রদায়ের সহকারী সভাপতি হইয়াছেন। ওয়ালটর ব্রেট বাকী থাকেন কেন?

পাঠকগণ শুনিয়াছেন বিলাতী কাগজের শুল্ক উঠিয়া গিয়াছে সম্প্রতি কলিকাতার এক জন বণিক ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি কাগজ আমদানি করেন। কষ্টম কালেক্টর তাহার উপরে শুল্ক গ্রহণ করেন, তন্নিমিত্ত বণিক বোর্ডে আবেদন করাতে তাঁহারা আজ্ঞা করিয়াছেন মুদ্রিত কাগজ ভিন্ন আর সমুদায় কাগজে শুল্ক লওয়া হইবে। ইহার অর্থ কি?

গত বর্ষে বঙ্গদেশে পবলিক ওয়ার্ক হেতু নিম্ন লিখিত টাকা ব্যয় হইয়াছে:—

নূতন কার্য্যে	১৭,৮৫,০১৯
সংস্কার কার্য্যে	১২,৯৫,৮৩৮
বেতন ইত্যাদি	১০,৯৯,৬৯১
মোট টাকা	৪১,৮০,৫৯২

পবলিক ওয়ার্কের তস্করদিগের উদর অন্বেষণ করিলে ইহার তিন অংশ বাহির হইতে পারে।

ফরাসীরা আসিয়া খণ্ডে পুনরায় আধিপত্য স্থাপন চেষ্টায় আছে। কোচিন চীন তাহাদিগের হস্তগত হইয়াছে; চীন দেশে তাহারা ক্রমে স্থিরপদ হইয়া উঠিতেছে।

ফরাসী রণতরির অধ্যক্ষ সম্প্রতি মস্কাটের সুলতানকে এই কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সুলতানের যে সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছেন, তিনি (রণতরির অধ্যক্ষ) তাহাদিগের দমনার্থ সাহায্য দান করিবেন। কিন্তু সুলতান তদুত্তরে কহিয়াছেন বিদেশীয় দিগের সহায়তা আবশ্যক হইলে তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে প্রথমে আবেদন করিবেন। কে ইচ্ছা পূর্ব্বক ঘরে বেনো জল ঢুকাইয়া থাকে?

গত কল্য চাপাতলায় একটি চারিবর্ষীয় ফিরিঙ্গি বালক গাড়ি চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দ্রুতবেগে ও অসাবধানে গাড়ি চালাইবার নিষেধক আইন আছে, পুলিস কর্ম্মচারীরা কি তাহা জানেন না।

সোমবার বেলা পাঁচ ঘটিকার সময়ে মেডিকেল কালেজের ছাত্রদিগের পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। লেপ্টেনান্ট গবর্নর তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ইংলিসমান সম্পাদক শুনিয়াছেন অনেক ইউরোপীয় চীনদেশীয় সম্রাটের সেনা দলে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন।

আমেরিকাবাসী এক ব্যক্তি সাঙ্গের নিকটবর্ত্তি রাজকীয় সেনাদলের অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক ইংরাজ আফিসর চীনদলে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। "শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং।"

বেহারের অহিফেনের কৃষকদিগের ক্লেশের বিষয় প্রসঙ্গ করিয়া উক্ত সম্পাদক বীডন সাহেবের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন "এক্ষণে কৃষক প্রভৃতি সাধারণ লোকদিগের রক্ষা করিয়া তাহাদিগের দুঃখ দুর করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। বহুকালাবধি তাহাদিগের এই সংস্কার ছিল যে তাহারা কষ্টভোগ করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব তাহারা রাজ পরিবর্ত্ত দর্শন করিয়া আহ্লাদ অথবা অনাহ্লাদ প্রকাশ করিত না, উদাসীন ভাব প্রদর্শন করিত। এক্ষণে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্ত হইতেছে: বিদ্যালয়, সামাজিক উন্নতি, সর জন পিটর গ্রান্টের ক্রিয়া, রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতিতে তাহাদিগের কষ্টের অনেক হ্রাস করিয়াছে। এদেশীয় কৃষকেরা একতার বল, আইনের মর্ম্ম, আবেদন, সভা প্রভৃতির ফল বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। অতএব তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি অমনোযোগী হওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। কৃষকেরা এত দিন নিজ স্বত্ব বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই ওয়াল্টর ব্রেট তাহাদিগকে ক্রীত দাসের ন্যায় রাখিবার পরামর্শ দিয়া আসিয়াছেন।

২ রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

লেপ্টেনন্ট গারেট ও লায়াল সাহেব এক রসিদে ইষ্টাম্প দেন নাই বলিয়া তাঁহাদিগের ২৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

করাচিতে ইউরোপীয় ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাদিগের নিমিত্ত পথে যাওয়া ভার হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তির উপরে পুলিষ আইন জারি না করা হয় কেন?

সিন্ধু ও পঞ্জাবের রেইল-ওয়ে কোম্পানি ১৮৬৩ অব্দের মধ্যে লাহোর অবধি মুলতান পর্য্যন্ত রেইলওয়ে খুলিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহারা লাহোর অবধি দিল্লীপর্য্যন্ত একটি রেইল্ওয়ে করিবার চেষ্টায় আছেন।

ছোট আদালতের প্রধান জজ বুলনয় সাহেবের চক্ষে বিলিয়ার্ডের গোলা লাগাতে শয্যাগত হইয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন চক্ষুটি অন্ধ হইবে। বুলনয় সাহেবের অনুপস্থিতি কালে উডরফি সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন।

মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায় বর্গ ভারতবর্ষের যান প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এদেশে আর অধিক কাপড় পাঠাইবেন না। এরূপ করিলে অনেককে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে।

সম্প্রতি পেগু নগরের অর্দ্ধাংশ ও প্রোমের প্রায় সমুদায় অংশ অগ্নি লাগিয়া ভস্মাবশেষ হইয়াছে। তথায় কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাটীর সংখ্যা অধিক বলিয়াই সর্ব্বদা এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

দিল্লীগেজেটের এক জন সংবাদদাতা যমুনা মসিদের দুরবস্থার বিষয় পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। মসিদের বালী পড়িয়া যাইতেছে, তাহার উপরে যে সকল পিঁপুল বৃক্ষ হইয়াছে তাহা শীঘ্র কাটিয়া না ফেলিলে এই বাটীটি শীঘ্র বিনষ্ট হইবে। বাবু জ্যোতিঃপ্রসাদ তাহার নিকটবর্ত্তি ঘাটের মেরামতের নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট হইতে ইহার সংস্কার না হয় কেন?

পারস্য দেশ হইয়া টেলিগ্রাফ করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় ধনাগার হইতে ২৩ লক্ষ টাকা লইয়াছেন। এই টেলিগ্রাফ দ্বারা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়েরই উপকার হইবে, তবে আমরা কিজন্য সমুদায় দি?

ইংলিসমান সম্পাদক সংবাদ পাইয়াছেন ব্রহ্মদেশে কয়েকজন দস্যু এক জন ইংরাজ আফিসর ও কয়েক জন সৈন্যের প্রাণবধ করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক শতাব্দীর মধ্যেও দস্যুবৃত্তি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। বড় লজ্জার কথা।

বোম্বাই গেজেট সম্পাদক বলেন বোম্বাইয়ের "কৃষ্ণাবতার" মহারাজ যদুনাথ জী সত্য প্রকাশ সম্পাদকের ভয়ে বোম্বাই নগর হইতে সহচর গণের সহিত পলায়ন করিয়াছেন। সম্পাদক তাঁহার নামে মিথ্যাবাদিতার নালিশ করিবার উদ্যোগে আছেন। বঙ্গদেশবাসী যুবকেরা ইহা দেখিয়া শিক্ষিত হউন।

মসুরির ইউরোপীয় নিবাসীরা তত্রত্য মিউনিসিপাল কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এদেশে ঐ ভার স্বহস্তে রাখিয়া আজিও কষ্ট পাইতেছেন কেন।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন, কাপ্তেন ফ্রেজর ও টমাস্ সাহেব পুলিষের সহায়তায় অর্জুন সিংহ নামক এক জন বিখ্যাত দস্যু ও তাহার দুইজন সহচরকে বন্দী করিয়াছেন। অর্জুন সিংহ আগরার জেল হইতে পলায়ন করিয়া দস্যু বৃত্তি করিতেছিল। তাহাকে গ্রেফ্তার করিবার সময়ে সে এমন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল ও এত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল যে কিয়দ্দিবসের মধ্যে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

মেইল যোগে চীনদেশ হইতে সমাচার আসিয়াছে ফরাসী ও ইংরাজ সেনারা সাঙ্গের নিকট বর্ত্তি বিদ্রোহীদিগকে পুনর্ব্বার

আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিয়াছে। কিন্তু তাহারা সবিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার আপনাদিগের শিবির অধিকার করিয়াছে। নিংপোর নিকটে বিদ্রোহি সেনা আছে, কিন্তু তত্রত্য বিদেশীয় বণিক দিগের উপরে কোন উপদ্রব হইতেছে না।

পাঠক গণ শুনিয়াছিলেন, নীলকর মাক অর্থর সর জন পিটর গ্রাণ্টসাহেবের নামে অভিযোগ করেন। গত কল্য সেই মোকদ্দমা সুপ্রীমকোর্টে উপস্থিত হইয়াছিল। সিটেনকার, লসিংটন সাহেব প্রভৃতির জবানবন্দি হইয়াছে। এডবোকেট জেনেরল এই বলিয়া গ্রাণ্টসাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ মাক অর্থরের সংক্রান্ত পত্র প্রকাশ করা হয়। সর বার্ণেস পিকক কোন আজ্ঞা দেন নাই। অল্প দিন হইল মাক অর্থর একটি মোকদ্দমায় যে দলিল ও সাক্ষ্য দেন এতদ্দেশীয় কেহ সেরূপ করিলে তাঁহাকে জালকারী বলিয়া কারারুদ্ধ করা হইত।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ইংলিসমান সম্পাদক বলেন গবর্ণমেণ্ট জয়ন্তিয়াবাসিদিগের নিকট হইতে ইনকম টাক্স গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা অলীক বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

আসাম টি কম্পানির দুইজন ডিরেক্টরের নামে নিম্নলিখিত অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদিগের নাম মাকে ও কার্টার। তাঁহারা কোম্পানির চারবীজ আপনাদিগের ভুমিতে বপন ও কোম্পানির নানা প্রকার দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়াছেন ও তাঁহাদিগের মজুর দ্বারা আপনাদিগের ভুমি কর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, কার্টার সাহেব “হঠাৎ কার্য্য” উপলক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। পাঠকবর্গ জানেন কি মাকে সাহেব লাণ্ড হোলডার্স সভার সভাপতি !!!

ফিনিক্স সম্পাদক পবলিক ওয়ার্কের কণ্ট্রাক্ট প্রথার প্রতিবাদ করিয়াছেন. ইহাতে এই হইবে এক চোরের প্রাপ্য দশ চোরে বাটিয়া লইবে।

৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ ক্রমে সর চারলস উড আজ্ঞা দিয়াছেন এক খানি বাষ্পীয় জাহাজ বোম্বাই হইতে পারস্য অখাতে মস্কাট, বন্দর, ও বুসায়ার হইয়া বসেরা পর্য্যন্ত যাইবে। প্রতিবার ১৫০০০ টাকা ব্যয় হইবে। এই প্রকার বৎসরে ৮ বার যাইবে। ইহাদ্বারা বাণিজ্য বিষয়ে উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স সম্পাদক বলেন মহীসুরের রাজার সাঙ্ঘাতিক পীড়া হইয়াছে। রাজার সন্তানাদি কিছুই নাই, সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পর কি হইবে? কেন তিনি জীবিত থাকাতে যাহা হইতেছে. ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আছেন।

ফিনিক্সের লণ্ডন স্থিত সংবাদ দাতা বলেন উত্তর সমুদ্রে সুবিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়া কারী সর জেম্‌স বসের মৃত্যু হইয়াছে।

উক্ত সংবাদদাতা বলেন ইংলণ্ডেশ্বরী শরৎকালে জর্ম্মেণিতে গমন করিবেন।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন রাও সাহেবকে পঞ্জাব হইতে কাণ্পুরে বিচারার্থে প্রেরণ করা হইবে।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম দুটী যুবা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনের মানসে কাল্না হইতে পাদরি লালবিহারি দের নিকট আসিয়াছেন। একজন বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি ইঁদেশ থানার দারোগার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম শ্রীরামশঙ্কর ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রীরাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়, ইনি কাল্নার গোস্বামিবাটীর দৌহিত্র সন্তান।

মঙ্গলোদয় নামে একখানি নুতন বাঙ্গলা সমাচার পত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে। ইহা কলিকাতা মৃজাপুর লেন ১০।২ নং গৃহে সুধার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়, ইহা আমাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সজ্জন রঞ্জন পত্রের এক জন পত্র প্রেরক কহেন যে ইনকমটাক্স ফারমে তিনি যে আয় লিখিয়া দিয়াছিলেন আসেসর তাহা রদ্দি করিয়া ১৫২ টাকা টাক্স আদায় করিবার জন্য সরকার পাঠান। তিনি সে সময়ে গৃহে ছিলেন না, অবশেষে আমিন ও চোল খরচ সমেত ১৭৸০ টাকা দিতে হইয়াছে। ইনকমটাক্স ঘটিত এ অত্যাচার সামান্য।

ভাস্কর সম্পাদক বলেন নীলকরদিগের সহিত প্রজাগণের আজিও যে বিবাদ রহিয়াছে তাহার কারণ এই প্রজারা অর্থে ও সামর্থ্যে নীলকরদের তুল্য নহে এবং বিচার পতিরা প্রায় নীলকরদিগের আপনার লোক, কোন অভিযোগ হইলে তাঁহাদের পক্ষেই বিচার হইয়া থাকে। এ ত পুরাতন কথা।

পরিদর্শক সম্পাদক শুনিয়াছেন এক কুলীন ব্রাহ্মণের সপ্তমবর্ষ বয়স্ক এক পুত্রের অতি সমারোহ পূর্ব্বক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের সময়ে দুগ্ধ পোষ্য বালক রোদন করিতে লাগিল, পরে এক সরকার এক বেত্র হস্তে করিয়া উপস্থিত হইলে বালক ভয়ে নিস্তব্ধ হইল। এই অবসরে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বাসর ঘরে বর মা, মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কৌলীন্য তোকে ধন্যবাদ!

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন যে কলিকাতায় এক মহাঝড় হইবে ও তাহা ৩ দিন অবস্থিতি করিবে বলিয়া যে জনরব হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন হইল না। বোধ হয় ঝড় পথ ভুলিয়া অন্য কোন স্থানে গমন করিয়া থাকিবে।

অনরেবল ইডন সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন যে আগামি বৎসর যত অহিফেন হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা হইবে না। ঝড়ের জন্য অতিশয় ব্যাঘাত হইয়াছে। কেবল বেহার হইতে ২০,৬৯৮ সিন্দুক এবং বেনারস হইতে ১৩,৮৭৫ সিন্দুক পাওয়া যাইবে।

নীলকর মেক অর্থর বঙ্গদেশীয় ভূতপূর্ব্ব লেফটেনেণ্টগবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবের নামে সুপ্রিম কোর্টে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহাতে গ্রাণ্ট সাহেবের এক টাকা জরিমানা হইয়াছে, এবং গ্রাণ্ট সাহেবকে মকদ্দমার ব্যয় দিতে হইবে। গ্রাণ্ট সাহেব জব্দ হইয়াছেন, আর নীলের ভাবনা নাই।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্ট কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার	সিক্কা	কাগজ	৮৯। ৮৯।০
৪ ,,	কোম্পানির	ঐ	৯২৸। ৯৩
৫ ,,	ঐ	ঐ	১০৪। ১০৪।০
৫৷৷ ,,	ঐ	ঐ	১১০। ১১০।০

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

সন্দীপের মুনসেক বাবু মহেশচন্দ্র রায় ফৌজদারি আইনের ১৮৬১ সালের ২৫ আইন ২২ ধারা এবং ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারার অনুসারে চট্টগ্রামে দ্বিতীয়শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৪০ ধারার অনুসারে নিম্ন লিখিত মুনসেফেরা ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন—

রাজসাহিতে বাবু দুর্গাপ্রসাদ বসু রঙ্গপুরে বাবু মদনমোহন দত্ত।

২রা মে—নবদ্বীপ ও যশোহরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় পূর্ণিয়ায় বদলি হইবেন এবং ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারার অনুসারে ঐ প্রদেশে দ্বিতীয়শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৫ই মে—কলিকাতার প্রতিনিধি কষ্টম কালেক্টর ই, টি, ট্রিবর সাহেব কষ্টম কালেক্টর হইবেন।

সি, টি, ডেবিডসন সাহেব (যিনি এক্ষণে অনুমতি পাইয়া অনুপস্থিত আছেন) রাজসাহি বিভাগে রেবেনিউ ও সরকুটের কমিসনর হইবেন।

সি, টি বকলণ্ড সাহেব ঢাকা বিভাগে রেবেনিউ ও সরকুটের কমিসনর হইবেন।

সি, এইচ কেম্পবেল সাহেব ত্রিপুরায় সিবিল ও সেসিয়ান জজ হইবেন, কিন্তু এক্ষণে যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন আপততঃ তাহাতেই থাকিতে হইবে।

ই, এফ, লাটোর সাহেব বাঁকুড়ার প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু যত দিন অন্য হুকুম না হয় পাটনার জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

ডবলিউ, জি, ইয়ং সাহেব চট্টগ্রাম বিভাগে রেবেনিউ ও সরকুটের কমিসনরের প্রতিনিধি হইবেন।

এ, আর, টমসন সাহেব কিছু কালের জন্য নবদ্বীপে সিবিল ও সেসিয়ান জজের প্রতিনিধি হইবেন।

৬ই মে—সাহাবাদের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ান জজ এফ, টকর সাহেব ঐ প্রদেশে সিবিল ও সেসিয়ান জজ হইবেন।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ান জজ ই, এস পিয়ারসন সাহেব ঐ প্রদেশে সিবিল ও সেসিয়ান জজ হইবেন।

এফ, এ, লসিংটন সাহেব (যিনি এক্ষণে অনুমতি পাইয়া অনুপস্থিত আছেন) ত্রিহুতের সিবিল ও সেসিয়ান জজ হইবেন।

হুগলির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, ভি, পামর সাহেব প্রথমশ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, সি, এফ, হারবি সাহেব ঐ প্রদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

আর, বি, ককরেল সাহেব (যিনি এক্ষণে অনুমতি পাইয়া অনুপস্থিত আছেন) বাকরগঞ্জে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এইচ, হাঙ্কি সাহেব বাকরগঞ্জের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন কিন্তু যতদিন অন্যহুকুম না হয় নয়াখালিতে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিবেন।

জে, বিমস, সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটি কালেক্টর হইবেন।

শ্রীহট্টের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, এস, এইচ, টেলর সাহেব প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ফরিদপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এল, আর, টটেনহাম সাহেব ঐ প্রদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এফ, আর, ককরেল সাহেব 'যিনি এক্ষণে অনুমতি পাইয়া অনুপস্থিত আছেন' বেহারের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ, টি, মেক্লিন সাহেব মুরসিদাবাদের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন কিন্তু যতদিন অন্যহুকুম না হয় ঐ প্রদেশে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিবেন।

সি, বি, গ্যারেট সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির জাইন্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এইচ, টেরেনো সাহেব শালিখার লবণের গোলার অধ্যক্ষ হইবেন।

৩রা মে—ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, ষ্টুয়ার্ট সাহেব সাসিরাম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়া সাহাবাদে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৭ই মে—পি, এ, হব্বিন্স সাহেব কিয়দ্দিবসের জন্য শ্রীহট্টের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডাক্তর এ, ফ্লেমিং মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি সিবিল সর্জ্জন হইবেন।

ডাক্তর এম, এচ, লাকরষ্টীন বালেশ্বরের প্রতিনিধি সিবিল সর্জ্জন হইবেন।

নিম্ন লিখিত মুন্সেফেরা ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির সহকারী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।—

বাবু লক্ষ্মীনাথ বড়ুয়া; মঙ্গল দিহি, দুরং শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস; বরপেটা; কামরূপ।

সাতক্ষীরার মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৫০ ধারানুসারে ২৪ পরগণার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

—০—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয়েষু।

দণ্ডবিধির দুরবস্থা।

সম্পাদক মহাশয়! "দণ্ডবিধি" নামক রাজনিয়ম প্রচলিত হওয়াতে আমরা এরূপ ভরসা করিয়াছিলাম তদ্দ্বারা সমুদায় লোকের চরিত্র শোধন হইবেক কিন্তু সে আশা কতদূর পর্য্যন্ত ফলবতী হইবেক স্থির করিতে পারিতেছি না। বলিতে কি যাঁহারা শান্তি রক্ষার্থ পুলিষের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারাই যখন সর্ব্বাগ্রে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তখন যাহারা ইতর লোক তাহাদের প্রকৃতি যে শুদ্ধ হইয়া উঠিবেক তার আর সম্ভাবনা কি? এতন্নগরের অন্তঃপাতি নবিগঞ্জের থানার এক জন সাহাজাতীয় দারোগা (যিনি বারম্বার দ্বিতীয়শ্রেণীস্থ হইবার প্রার্থনা করেন) মহাশয় একদা একটি উপায়হীন গোয়ালাকে নবনীত ও দুগ্ধ দেয় নাই বলিয়া শ্রীপাদপদ্ম হইতে চর্ম্ম পাদুকা উন্মোচন করিয়া আপনার অধীনস্থ এক জন বরকন্দাজকে হুকুম দেন 'শালাকো জুতা পিট দাও' বরকন্দাজ অমনি ধাঁ করিয়া আসিয়া সেই নিরাশ্রয় হতভাগা গোয়ালাকে বিলক্ষণ পাদুকা প্রহার করে, গোয়ালা তৎকালে বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া চলিয়া যায়, এক্ষণে সে ফৌজদারিতে দারোগার নামে অভিযোগ করিয়াছে। এই দারোগাটি কি সাহসী পুরুষ, এই অত্যাচারটি তিনি কোন নির্জ্জন স্থানে করেন নাই, প্রকাশ্য স্থলে এবং সর্ব্বজন সমক্ষেই করিয়াছেন। তৎকালে একজন রেবিনিউ কার্য্যকারক (পাটওয়ারি) ও আর আর অনেক ভদ্র লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। গোয়ালা কয়েক জন সামান্য লোককে সাক্ষী মানিয়া আপন নালিস প্রমাণ করে, কিন্তু হতভাগার ভাগ্য দোষে বিচারকর্ত্তা তৎপ্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। অনন্তর গোয়ালা নবিগঞ্জের মুন্সেফ ও পাটওয়ারি প্রভৃতি কয়েক ভদ্রলোককে সাক্ষি মানিয়াছে। মুন্সেফের কৈফিয়ত ও অপর সাক্ষিগণের তলব হইয়াছে, ইহাঁদের সাক্ষ্য গৃহীত হইলে পর হতভাগার কপালে যাহা ঘটে, পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি শুনিয়া থাকিবেন সেকালে হবচন্দ্র নামক এক নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দিবাকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিবা বলিয়া ব্যবহার হইত। এতন্নগরে ফৌজদারি ও কালেক্টরি পক্ষে সেই হবচন্দ্র রাজার রাজত্বকাল উদয় হইয়াছে। আমরা যে এক শ্বেতকান্তি মহাপুরুষকে কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট পাইয়াছি তিনি স্বপ্নেও নিয়মিত সময়ে বিচারালয়ে পদার্পণ করেন না, তিনি কয়েক জন আমলাকে লইয়া দিবাভাগে গৃহ-বিহার করেন। সায়ং হইবার প্রাক্কালে কাছারি-

চাপরাসি দপ্ করিয়া বাতি জ্বালাইয়া দেয়। তিনি কখন রজনী ৮ কখন বা ৯ কখন কখন ১০। ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিচার কার্য্য করেন। হতভাগা বিচারার্থি ও সাক্ষিগণের ক্লেশ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হতভাগারা দশ ঘটিকার সময়ে কাছারি প্রবেশ করিয়া রজনী দশ একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত থাকিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়ে। যদি সাহেব মহাশয় দিবসে নিয়মিত সময়ে বিচার কার্য্য করিয়া রজনীতে আমলা গণকে লইয়া ঘরে থাকেন তাহা হইলে আমাদের এত দুঃখ হয় না। যদিও আমলাগণ উক্তপ্রকার ক্লেশ পান বটে কিন্তু তাহাতে তাদৃশ দুঃখ না হইবার কারণ আছে। অসুখের শেষ চাকরি করা, ইহা জানিয়াই তাঁহারা চাকর হইয়াছেন। চাকর হইলে সুখ কোথায়?

শ্রীহট।
কস্যচিৎ যথার্থবাদিনো জনস্য।

—০—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক।
মহাশয় সমীপেষু।

১। মেদনীপুর নগরের দক্ষিণ ও পশ্চিমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আছে। সম্প্রতি তথায় ব্যাঘ্রের অত্যন্ত ভয় হইয়াছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময় প্রধান সদর আমিনী কাছারির ডিক্রীজারির মুহুরি শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিবাস হাজরা মহাশয় স্বীয় বাসাবাটী হইতে বহির্গত হইয়া, অদূরে একটি ব্যাঘ্র দর্শন করিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদকের নদীয়াস্থিত সম্বাদদাতার পত্র পাঠে বিদিত হইল তত্রত্য জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় ২টা ব্যাঘ্রের প্রাণ নাশ করিয়াছেন। এখানকার ইংরাজ মহাশয়ের, কেবল বন্য কুক্কুট সংহারেই পটু, ভয়ঙ্কর পশুর নাম শ্রবণে কম্পিত কলেবর হইয়া উঠেন।

২। গত বুধবার তমলুকের সন্নিহিত কোন এক গ্রামের এক জন বৃদ্ধ অত্রত্য সদর আমিনী কাছারিতে সাক্ষ্যদান জন্য আগত হইয়া, কাছারির সমীপবর্ত্তী একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট ছিল। সাক্ষ্যদান জন্য আহুত হইলে একজন পদাতিক দেখিল যে বৃদ্ধ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য!।

৩। গবর্ণমেণ্ট প্রায় সকল ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য সুশৃঙ্খল করিতেছেন কিন্তু পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের বিষয়ে এত উদাসীন কেন!। এই ডিপার্টমেণ্টটিই যত বিশৃঙ্খলার নিদান। এডিপার্টমেণ্টের প্রধানগণকেও নিতান্ত নির্দ্দোষ দেখা যায় না। এই মেদিনীপুর ডিবিজনের এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের অধীনে কলমী জেলে ও মেদিনীপুর জমিদারী নামে কতকগুলি বাঁধ আছে। এই দুইটী জমিদারীতে প্রায় ২১ কি ২২ জন সবওবর ও ওবরসীয়র কার্য্য করিয়া থাকেন। উঁহাদের বেতনে প্রায় ৬৩০ টাকা প্রতি মাসে ব্যয়িত হয়। এটাকা গবর্ণমেণ্ট স্বীয় ধনাগার হইতে প্রদান করেন না। জমিদারদিগের নিকট পুলবন্দীর খরচ হইতে আদায় হইয়া থাকে। পরিতাপের বিষয় এই জমিদার গণের যে পরিমাণে ব্যয়, কার্য্য তাহার শতাংশের একাংশও হয়না! স্থানীয় কর্ম্মকারকদিগের দোষে কর্ম্ম হয় না একথা বলা যাইতে পারে না। তাঁরাতো কর্ম্ম পেলেই বাঁচেন লাড়ু নাড়িলেই গুঁড়া পড়ে, কর্ম্ম নাহইবার কারণ এই। মফঃস্বলীয় কর্ম্মকারকগণ যে এষ্টিমেট প্রদান করিয়াছেন এপর্য্যন্ত তাহা মঞ্জুর হয় নাই। এষ্টিমেট মে মাসে মঞ্জুর হইবে। বর্ষা আরম্ভ হইলেই আবার কর্ম্ম বন্ধ করিতে হয়। প্রতি বৎসরেই এই প্রকার, জমিদারগণকেও প্রতি বৎসর অকারণে ৮,০০০ হাজার টাকার দায় গ্রস্ত হইতে হয়। জমিদারগণের প্রতি বক্তব্য এই তাঁহারা কেন পবলিক ওয়ার্কের কর্ম্মচারিগণের উদর পূর্ণ করিতেছেন, আপনাদের কর্ম্ম আপনারা করুন। সকলে ঐক্যমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া, ডিপার্টমেণ্টের হস্ত হইতে বাঁধ সকল খারিজ করিয়া লউন; তাঁহাদিগকে প্রতি বৎসর যে টাকা ওবরসীয়রদিগের বেতন দিতে হয়, তাহা খরচ করিলে প্রতি বৎসর বাঁধ সংস্কৃত হইবে এবং বানের দ্বারা ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে না। সকলে কেবল ঐক্য থাকিলেই হইল। গবর্ণমেণ্ট খাসমহাল যাহা ইচ্ছা করুন।

২৭এ এপ্রেল।
ইং ১৮৬২। প্রবাসিজনস্য।
মেদনীপুর।

—০—

অশেষগুণনিকরাকর সুধীবর
শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক।
মহাশয় সমীপেষু।
বিবিধবিনয়পুর্ব্বকং নিবেদনমিদং।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল, জেলা মেদিনীপুর থানা গড়বেতা সংক্রান্ত কাঁচড়া তোড় নিবাসী জনৈক কংসার জাতি গৃহস্থের বাটীতে আন্দাজী ২৫।৩০ জন ডাকাইত ১০।১২ টা প্রজ্বলিত মশাল সহ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রির সময় প্রবেশিয়া গৃহস্বামী মথুরকুমার ও তাহার ভ্রাতা এবং কয়েকজন কুতাকে যথোচিত প্রহার এবং গৃহমধ্যে নানাবিধ অত্যাচার করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১০৩৬।/ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি অপহরণ ও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পলায়ন করে। সম্পাদক মহাশয়! পাপাত্মা দস্যুগণ গৃহস্থের বাটীতে যেরূপ অত্যাচার করিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তদ্বিবরণ বাহুল্যভয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম না। প্রত্যুষে গৃহস্বামী উক্ত থানার প্রশংসিত দারোগা শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হাজরা মহাশয়ের নিকট সম্বাদ দেওয়াতে সুদক্ষ দেশহিতৈষী দারোগা বাবু অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া ঘটনার স্থলে উপস্থিত হন এবং ঘটনার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বকীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি ও কৌশল সহকারে বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়া বাঁকুড়া বর্দ্ধমান জিলাসংক্রান্ত, ইন্দাস, বিষ্ণুপুর এবং ওন্দা থানার এলাখা হইতে প্রায় ১৭২টাকার অপহৃত দ্রব্যসহ ১২ জন দস্যুকে ধৃত করিয়া গড়বেতা মহকুমার বিচারপতি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে প্রেরণ করেন। তৎপরে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কয়েকজন স্বকৃত দোষ অঙ্গীকার করিলে প্রমাণ সহ উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপরাধী আসামি গণকে জিলা মেদিনীপুরের সেসন জজ সাহেব বাহাদুরের বিচারালয়ে সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাধীন এই মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এবং সেসন জজ স্থানান্তরিত হওয়াতে বিচার এপর্য্যন্ত স্থগিত আছে। অনুসন্ধানকারী দারোগা বাবু এবিষয়ে অতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

২৭শে এপ্রেল ১৮৬২। নিতান্তানুগত।
গড়বেতা শ্রীদ্বারকানাথ সিংহ।

—০—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয়েষু।

মহাশয়! অদ্য আমি আপনাকে যে কয়েকটী সংবাদ দিতেছি, তন্মধ্যে দুটী সংবাদ সমধিক দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি। আমি একদা কোন যবন বাটীর একটী বালককে নয়নগোচর করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার আকৃতি দর্শনে মুসলমান বলিয়া প্রতীতি না হওয়াতে, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ বালকটী তন্তুবায় তনয়। উহার পিতা মাতা সাতিশয় দুঃখী ছিল। তাহারা অন্নাভাবে সমধিকতর যন্ত্রণাগ্রস্ত হইলে, প্রায় চারি বৎসর বয়সের সময় ঐ বালকটীকে করিম খাঁ নামক একজন মুসলমানের নিকট পঞ্চমুদ্রায় বিক্রয় করে। একণে ঐ বালকটী

বয়ঃ প্রায় আট বৎসর হইয়াছে। পূর্ব্বে করিমখাঁর এবং ঐ বালকটীর পিতা মাতার বাস বগড়ি পরগণায় ছিল। করিম সেই স্থানেই এই বালকটীকে ক্রয় করে। পরে প্রায় দুই বৎসর হইল বরদা পরগণার অন্তঃপাতি বুয়ালিয়া গ্রামে বাস করিতেছে। বালকটী করিমের বাটীতেই আহারাদি এবং ক্রীতদাসের ন্যায় গৃহ কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিতেছে।

চন্দ্রকোনার নিকট বর্ত্তী গ্রাম সকলে প্রায়ই প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিলক্ষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা লোক জনের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। অনেকেরই বাটী ঘর পতিত হইতেছে এবং কৃষিকার্য্যেরও বিঘ্ন ঘটিতেছে। বিগত ১৯এ বৈশাখ যে একটী দুঃখজনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, আমার নির্দ্দয় লেখনী তাহাই বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। কোতলপুর পরগণার অন্তঃপাতি তাজপুর গ্রামে রামধন চট্টোপাধ্যায় নামক একজন সম্ভ্রান্ত লোক বাস করেন; উক্ত দিবস অপরাহ্নে তাঁহার বাটীর পাঁচটী যুবক একত্রে তাসক্রীড়া করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট একজন খানসামা তামাক সাজিতেছিল, ইত্যবসরে ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, পরে দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ তাহাদের মস্তকোপরি বজ্র নিপতিত হইয়া চারি জনের প্রাণ সংহার করিয়াছে। অবশিষ্ট দুইজন বিলক্ষণ আহত হইয়াছে। বোধ করি তাহারা প্রাণ দান পাইলেও পাইতে পারে।

সম্পাদক মহাশয়! ইনকমটাক্স একেত সহজেই লোকের সমধিকতর ক্লেশকর হইয়াছে। তাহাতে আবার আনুষঙ্গিক কিছু অত্যাচার থাকিলে লোকে কিরূপে সহ্য করিতে পারিবে। হুগলি জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ ডিবিজনের কোন একজন ভদ্রলোক মুখে শুনিলাম; তিনি গত বৎসরের পূর্ব্ববৎসর যত টাকা আয়ের ফর্দ্দ দিয়াছিলেন, গত বৎসর তাহা অপেক্ষা আয় কিছু ন্যূন হওয়াতে ঠিক আয়ানুসারী ফর্দ্দ দাখিল করেন, কিন্তু ইহার কিরূপ অদৃষ্টের ফের বলিতে পারি না, পূর্ব্বে বেশি আয়েও যে টাক্স ধার্য্য হইয়াছিল, গত বৎসর আয় কম হইলেও ঠিক তাহাই আছে, এক পয়সাও কমি বেশি হয় নাই! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি আরো দুই এক স্থানে এইরূপ অন্যান্য অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

এই জাহানাবাদ ডিবিজনের আসেসর শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদিও ইহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ নাই বটে, কিন্তু কয়েক দিবস হইল ইহার সহিত এক দিন আমার সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রায় তিন ঘণ্টা কথোপকথন হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কাল কথোপকথনের দ্বারা আমার বিলক্ষণ বোধ হইল সঞ্জীব বাবু এক জন যথার্থ ন্যায় পরায়ণ সুচতুর উপযুক্ত লোক। ইনি দেশোন্নতিসাধনেও সমধিক যত্নশীল; তথাপি ইহার অধীনে কি জন্য এরূপ অত্যাচার হইতেছে বলিতে পারিলাম না। যাহা হউক সঞ্জীব বাবুর এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

বীরসিংহগ্রামে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং সাধারণের উপকারার্থে একটী চিকিৎসালয় আছে। বিদ্যালয়টীর অবস্থা বড় মন্দ নহে, কিন্তু চিকিৎসালয়টীর বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে সমধিক দুঃখিত হইলাম। ইহার এই হীনদশার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে কেবল বর্ত্তমান ডাক্তার বাবুর চরিত্রের প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ গুপ্ত এই স্থানে চিকিৎসক ছিলেন, তিনি এখানকার লোক সমাজে যে রূপ অনুরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। আধুনিক ডাক্তার বাবু তদনুরূপই বিরাগ ভাজন হইতেছেন এই লেখাতেই বোধ হয় তিনি শুধরিয়া উঠিবেন।

২৮এ বৈশাখ।
সন ১২৬৯ সাল। জি এল, এম,

মান্যবরেষু।

সম্পাদক মহাশয়! অদ্য একটী আশ্চর্য্য সংবাদ শ্রুতিকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বর্ত্তমান বর্ষে জেলা রাজসাহির অন্তর্গত (যাহা সম্প্রতি এই জেলা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে) মহিমসাহী পরগণার অধীন বেনড়া গ্রামে বহুতর গো বিনাশারম্ভ হওয়াতে তত্রত্য যবনকুল গোকুল রক্ষার্থে ব্যাকুল হইয়া নানারূপ কল্পনা করিতেছে, ইত্যবসরে জনৈক প্রাচীন মোল্লা তথায় উপনীত হইল, সম্পাদক মহাশয়! কেমন রত্ন কি কখন গুণশূন্য হয়? মোল্লাসাহেব কহিলেন আল্লার মেহের বাণিতে জানিয়াছি, শনি মঙ্গলবারে একজন মুচি দাগিলেই গোরুসকল রক্ষা হইবে। অনন্তর সমূহ যবন একত্রিত হইয়া এক দিবস শনিবারে নারিকেলবাড়িয়া নিবাসী পঞ্চদশবর্ষীয় এক পবাপন বালককে ধরিয়া দগ্ধ কর্ত্তনী দ্বারা তাহার নিতম্বে দাগ দেয়। তৎক্ষণাৎ ঐ বালকের আত্মীয় বর্গ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করে। পরে সাহেব বাহাদুর অবিলম্বে সরে জমিনে উপস্থিত হইয়া দৌরাত্মকারি গণের মধ্যে চারি জনকে গ্রেপ্তার করেন, অবশিষ্ট আসামিগণ আত্মগোপন করিয়াছে। ন্যায়পরায়ণ সাহেব বাহাদুর উক্ত যবন চতুষ্টয়কে ছয় ছয় মাস কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সন ১২৬৯। নিবেদক
২৩এ বৈশাখ। শ্রীঈঃ চঃ কঃ
মোঃ কশবা জেলা যশোহর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মোহনলাল রায়	ফরিদপুর	
১২৬৯ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং		৫
" দুর্গামোহন দাস	কালীঘাট	
১২৬৯। ১৫ই বৈশাখ অবধি ১৫ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত		৫
" জে ওয়েল্যাণ্ড সাহেব	খিদিরপুর	
১৮৬২।২৮ এপ্রেল হইতে ৬৩।২৭এ এপ্রেল পর্য্যন্ত		১০
" যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	
১২৬৮ চৈত্র অবধি ৬৯ ফাল্গুন পর্য্যন্ত		১০
" নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	
১২৬৯ আষাঢ় পর্য্যন্ত		৫
" গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত		৫
" দ্বারকানাথ বসু	কুমারখালি	
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত		১০
" নীলমণি বসাখ	বর্দ্ধমান	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত		৫
" তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়	মাগুরা	
১২৬৮ চৈত্র অবধি ৬৯ ফাল্গুন পর্য্যন্ত		১০
" সেখ আকবর আলি	পাবনা	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত		৫
" রোহিণীকুমার বসু	কুমিল্লা	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত		৫
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	দারজিলিং	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত		১০
" রমণীমোহন চৌধুরি	রঙ্গপুর	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত		১০
" কৈলাস গোবিন্দ মজুমদার		
১২৬৯ বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত		১০
" শীতল চন্দ্র শেট	হাবড়া	
১২৬৮ ফাল্গুন অবধি ৬৯শ্রাবণ পর্য্যন্ত		৫

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

৪ ভাগ।
২৮ সংখ্যা।

সন ১২৬৯। ১৪ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৬২। ২৬ মে

মাসিক মূল্য ১ টাকা
বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

বৈশাখমাস অতীত হওয়াতে অনেকের প্রদত্ত সোমপ্রকাশের মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তাহাদিগকে বিনয় পূর্ব্বক জানান যাইতেছে যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্বরায় আগামি বর্ষের মূল্য পাঠাইয়া দেন। আপাততঃ সংস্কৃত যন্ত্রেই মূল্য পাঠাইবেন।

সোমপ্রকাশ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

ময়মন সিংহের ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু রাধাচরণ দের পুত্রের জাতকর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের রীত্যনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে, তৎসংক্রান্ত যে একটি বক্তৃতা আমাদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া প্রকটিত হইলনা।

উচিত বক্তার পত্রও দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল না।

হিতার্থির পত্রে বড় হিত কথা দেখা গেল না।

নীলঘটিত অত্যাচার।

আমাদিগের বহুসমাদৃত মেদিনীপুরের পত্রপ্রেরক নিম্ন লিখিত পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয়েষু।

"তব বাড়া তাতে ছাই তব বাড়া তাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥"

কিছু দিন হইল মেদিনীপুরস্থ কোন পত্র প্রেরক আপনার সোমপ্রকাশে অত্রত্য জমীদার নজিরালি খাঁর নীলঘটিত অত্যাচার-বিষয়ক ক্রমে ক্রমে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ পত্রে এইভাব প্রকাশিত হইয়াছিল যে এক্ষণে আর তত অত্যাচার হইতেছে না। বাস্তবিক আপনার পত্র প্রেরকের বাক্য বড় মিথ্যা নহে। আমরা এপর্য্যন্ত রামনগর, জাগুল, মনিবগড় প্রভৃতি স্থানের প্রজাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবে বাস করিতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আর তাহাদের সেরূপ অবস্থা নাই। তাহাদের বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। কয়েকদিন ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়াতে পোড়া নীলবীজ ছড়াইবার উত্তম সুযোগ হইয়াছে। এ সময় নীল বুনানি না হইলে বিষম স্বার্থহানি হয় দেখিয়া নজিরালি খাঁর অন্নদাসেরা প্রজাদিগের অন্ন মারিবার জন্য ব্যস্তসমস্ত ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে আট-ঘাট বান্ধিয়া প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতেছেন তাহা শ্রবণ বা দর্শন করিলে হৃদয় পর্য্যাকুল ও শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। আজি ৪। ৫ দিন ঐ মহাপ্রভুরা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রায় ১০০ খান লাঙ্গল এবং কতক লাঠিয়াল নগদী সঙ্গে করিয়া ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছেন। প্রথমদিন বাড় মনিবগড় নামক স্থানে যাইয়া প্রজাদের সমুদায় ভুমিতে লাঙ্গল দিতে ও নীলবীজ ছড়াইতে আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ অনুষ্ঠিত হইল। প্রজারা ইতিপূর্ব্বে যে সকল ভুমিতে অন্যান্য শস্য রোপণ করিয়াছিল তাহাতেও হল চালিত ও নীল বিকীর্ণ করা হইল। যে সকল প্রজা সাহস মাত্র সহায় করিয়া আপন আপন ভূমি রক্ষা করিতে আসিয়াছিল তাহারা বিলক্ষণ শাস্তি পাইল। অনেকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল। "হা বিষ্ণু ? আমি একটু লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। নীল কর্ম্মচারীরা এরূপ অত্যাচার করিবে পূর্ব্বেই প্রজারা তাহা জানিতে পারিয়াছিল এবং অত্রত্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিয়াছিল যে আমাদের নীলচাষ করিতে কোন ক্রমে ইচ্ছা নাই। কিন্তু শুনিতেছি নজিরালি খাঁর নীলকর্ম্মচারীরা জোর করিয়া আমাদের ভূমিতে নীল বুনানি করিবেক এবং তদুপলক্ষে দাঙ্গা হইবারও সম্ভাবনা আছে। অতএব যাহাতে আমাদের ভূমিতে নীল বুনিতে না পারে ও দাঙ্গা না হয়, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। সুবুদ্ধি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে এইরূপ হুকুম দিলেন যে আমি নীলের কিছুই করিতে পারি না, কাহাকে নীল বুনিতে বলিতেও পারি না এবং কাহাকে নিবারণ করিতেও পারি না। তবে দাঙ্গা নিবারণ জন্য পুলিসের লোক পাঠাইয়া দিতেছি। তিনি বিবাদস্থলে উপস্থিত থাকিয়া দাঙ্গা নিবারণ করিবার জন্য দারোগাকে পরওয়ানা দিলেন। দারোগা স্বয়ং তথায় যাইলেন না (ডরপানিতে রহিলেন)। নায়েব দারোগাকে (পোলাকে) পাঠাইয়া দিলেন। দীন প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ ও অশ্রুপাত দেখিয়া অন্তঃকরণে একটুকু দয়ার সঞ্চার হয়, বর্ত্তমান পুলিসকর্ম্মচারিদিগের মধ্যে এরূপ লোক অতি বিরল। নায়েব দারোগা কেবল রাজার জয় রাজার জয় করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে প্রজাদিগের প্রতি যে প্রহা

হইতে লাগিল তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। ঝিঙ্গে কাকুড় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যখন জাঙ্গল লইয়া গেল, প্রজারা অশ্রুমুখে আপন আপন ক্ষেত্রের উপর শয়ন করিয়া পড়িল, অমনি নায়েব দারোগা আপন অনুচর দ্বারা তাহাদিগকে তফাত করিয়া দিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে নায়েব দারোগা প্রজাদিগের বিরুদ্ধে দুই একটি মিথ্যা রিপোর্ট করিতে লাগিলেন। ফলতঃ পুলিশ মোতায়েম থাকাতে প্রজাদিগের অধিকতর সর্ব্বনাশ ও নজিরালির পৌষমাস হইয়া উঠিল। নীল কর্ম্মচারীরা পর দিন উক্ত প্রকারে জাঙ্গুলে যাইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন। এই রূপে এক এক দিন এক এক গ্রামে যাইয়া দপাড়াইয়া আসিতেছেন। ধামাধরা নায়েব দারোগা সর্ব্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। নীল বাদোরা যে কত দিনের পর কত গ্রাম ছারখার করিয়া ক্ষান্ত হইবেন তাহা এখন বলিতে পারি না!

কি চমৎকার ব্যাপার! বিচার স্থানের দুই তিন ক্রোশের মধ্যেই একজন সামান্য জমীদারের লোকে অকুতোভয়ে যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেছে! আমি তাহাদের সাহসকে অগণ্য ধন্যবাদ করি। অত্রত্য বিচারপতিরা ও আমার অল্প সাধুবাদের আস্পদ নহেন। দুই তিন ক্রোশের ভিতরে যে সকল অরাজক কাণ্ড ঘটিতেছে তাঁহারা তাহার নিবারণ করিতে ও যাথার্থ্য অবগত হইতে সমর্থ হইতেছেন না। আর কিরূপেই বা হইবেন? অনক্ষর প্রায় একজন নায়েব দারোগার নিকট হইতে শান্তিরক্ষা ও যথার্থ সম্বাদ প্রাপ্তির কখনই আশা করা যাইতে পারে না। এমন স্থলে একজন সুশিক্ষিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে প্রেরণ করা উচিত ছিল। এখন অনেক সময় আছে, শেষে কোথায় গিয়া দাঁড়ায় কি ফল ফলে আমরা তাহার অপেক্ষায় রহিলাম।

পাঠক বর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম দিয়াছেন তাহা কেমন যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? তিনি কি যুক্তিতে বলিলেন আমি নীলের বিষয়ে কিছুই বলিতে পারি না! অত্যাচার নিবারণ করা কি

[illegible]

দিগের সর্ব্বস্ব। যদি একজন অপরের ভূমিতে জোর করিয়া অন্য শস্য রোপণ করে তাহা কি অত্যাচার নহে? বলপূর্ব্বক প্রজাদের জমিতে কেহ নীল বুনিতে না পারে দারোগাকে এরূপ পরওয়ানা দেওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলে একণে নীল ষণ্ডারা যেরূপ অত্যাচার করিতেছে সেরূপ করিবার বড় পথ পাইত না অথবা সকলই করিতে সক্ষম হইত, ঐ নায়েব দারোগার উপরেই ঐ কার্য্যের ভার পড়িত।

মেদিনীপুর ১৩ই মে।

আজি কালি কেমন হইয়াছে, "অত্যাচার অত্যাচার" এই শব্দ অবিরত শ্রুতিগোচর হইতেছে। যেখানে এক পক্ষে শ্রম ও অপর পক্ষে মূলধন বিনিযোগ সম্বন্ধ, সেই খানেই অত্যাচার। নীলকরেরা ত অত্যাচারকারী বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। চা করেরাও নীলকর দিগের অত্যাচারকারিতাজনিত কীর্ত্তির অংশগ্রাহী হইয়াছেন। হরকরার নিজ পত্রপ্রেরক বেহারের অহিফেনকৃষিব্যাপৃত ব্যক্তিদিগের প্রতি কৃত অত্যাচার বৃত্তান্ত লইয়া তুমুলকাণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদিগের নূতন লেপ্টেনন্ট গবর্ণর গ্রীডন সাহেব উহার অনুসন্ধান ও নিবারণ চেষ্টাদ্বারা নূতন লব্ধ নিজ পদের গৌরব বর্দ্ধনে উদ্যত হইয়াছেন। আমাদিগের পত্র প্রেরকেরাও নিশ্চিন্ত নহেন। কোন্ স্থানে কে কি অত্যাচার করিতেছে, সতত তাহার অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিয়া দিতেছেন।

এক্ষণে এইপ্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে এখন রাজপুরুষদিগকে অত্যাচার নিবারণ বিষয়ে সমধিক যত্নশীল দেখা যাইতেছে, কোথায় উহার নিবারণ হইবে, তাহা না হইয়া দিন দিন উহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল! ইহার কারণ কি? এখনকার লোক কি অত্যাচারকারী হইযাছে? [illegible]

হইতেছে, তাহাদিগের অনুভবশালিতা শক্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে? পূর্ব্বে অত্যাচারকারী ছিল না, এখনকার লোকেরাই অত্যাচারকারী হইয়াছে, এ অতি অকিঞ্চিৎকর বাক্য। কালভেদে অনুভবশালিতার তারতম্য হইয়াছে, এ কথাও শ্রোতব্য নহে। তবে যে এখন অন্যকৃত অত্যাচার বার্ত্তা অহরহঃ আমাদিগের শ্রুতি মূলের উদ্বেগ জন্মাইতেছে, তাহার একটী বিশিষ্ট কারণ উপস্থিত লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে দুর্ব্বলেরা মনে করিত প্রবলদিগের অত্যাচার সহ্য করিবার নিমিত্তই তাহাদিগের জন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং তাহারা পূর্ব্বে অত্যাচারকে অত্যাচার বলিয়া জ্ঞান করিত না, যাহারা মনে২ তাহা বুঝিতে পারিত, তাহারাও ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিত না। এখন আর অত্যাচার সহনশীল ব্যক্তিদিগের সে অবস্থা নাই। এখন অত্যাচারকে অত্যাচার বলিয়া তাহাদিগের জ্ঞান জন্মিয়াছে এবং সেই অত্যাচার বার্ত্তা প্রচার করিয়া দিবারও আর তাদৃশ বাধা নাই। তন্নিবন্ধনই "অত্যাচার অত্যাচার" এই শব্দ অনুক্ষণ আমাদিগের শ্রুতি মূলে প্রবিষ্ট হইতেছে।

যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোন রূপে এরূপ বোধ হইতেছে না যে অত্যাচারস্রোত শীঘ্র রুদ্ধ হইবে। যাবৎ সেই অত্যাচার সম্যক্ রূপে নিবারিত না হইতেছে, তাবৎ দুর্ব্বলদিগের জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন বিড়ম্বনা হইয়াছে সন্দেহ নাই। দুর্ব্বলদিগের এই অবস্থা দর্শন করিয়া বাইবল বর্ণিত আদমের অবস্থা আমাদিগের স্মৃতিপথে অধিরূঢ় হইতেছে। বাইবলে বলে, ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করিয়া ইডেন নামক উদ্যানে রাখিয়া দিলেন এবং ঐ উদ্যান মধ্যস্থিত ভাল মন্দ জ্ঞানরূপ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নি

স্ত্রেই বৃক্ষের ফলভক্ষণ না করিয়াছিলেন, ততদিন মহাসুখী ছিলেন, যখন ভাল মন্দ জানিতে পারিলেন, তখনই বিপাকে পড়িলেন, শোক মোহাদি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি স্বর্গসদৃশ ইডেন উদ্যান হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। দুর্ব্বল কৃষকদিগের এখন স্থানভ্রংশ অবশিষ্ট আছে। সেইটী হইলেই সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয়।

অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ঘটিত অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি।

আমাদিগের বর্ত্তমান রাজস্ববিৎ কর্ম্মকর্ত্তা অনরেবল লেঙ সাহেব রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধানতম কার্য্য কারকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া অবাধে না হউক দুই বৎসর কাল কার্য্য করিলেন। তাঁহার পুনর্ব্বার বিলাত গমন সময় উপস্থিত হইল। তিনি যদর্থ এদেশে আনীত হইয়াছেন, তাহার কি করিলেন এখন তাহার গণনা করা অসাময়িক হইতেছে না। তিনি যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিসম্বাদ নাই। বিদ্রোহের পূর্ব্ব অবধি অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট আয়ের অল্পতা ও ব্যয়ের আধিক্য নিবন্ধন কষ্ট পাইতেছিলেন, লেঙ সাহেবের যত্নে সে কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে উদ্বৃত্ত অর্থ দেখাইয়াছেন। তিনি ১৮৬২।৬৩ অব্দের আয় ব্যয় হিসাব মধ্যে অহিফেন সংক্রান্ত যে আয় অনুমান করিয়াছিলেন, ঝড়ে অহিফেনের অনিষ্ট হওয়াতে তাহা অনেক কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই, তথাপি গবর্ণমেন্টকে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় অর্থকৃচ্ছ্রে পতিত হইতে হইবে না, তাহা সুস্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে।

লেঙ সাহেব অর্থ কৃচ্ছ্র দূর করিবার প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা এতদিন সকল বিষয়েই অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের নবাবী কাণ্ড দেখিতেছিলাম। কোন বিষয়েই শৃঙ্খলা ছিল না। শৃঙ্খলা না থাকিলে যত আয় হউক সঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা নাই। লেঙ সাহেব ক্রমে যাবতীয় ডিপার্টমেণ্টের যাবতীয় কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অন্য অন্য ডিপার্টমেণ্ট অপেক্ষা বহুকালাবধি ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্টে অধিকতর বিশৃঙ্খলা ছিল। উহার বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন অধিকতর অনিষ্টও ঘটিতেছিল। লেঙ সাহেব উহার সংশোধন বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ১৩ই মের গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা এতদ্বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

এতদিন সিবিল সর্ব্বাণ্টেরাই এই ডিপার্টমেণ্টটী গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের একচেটিয়া ছিল বলিয়া ইহার কাজও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছিল না। লেঙ সাহেব এই দোষের সংশোধনার্থ এই ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের শ্রেণি বিভাগ করিয়াছেন। উচ্চ শ্রেণীস্থ সহকারি কর্ম্মচারিদিগের ১৫০০ অবধি ২০০০ এবং নীচ শ্রেণীস্থদিগের ৪০০ অবধি ৭০০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন হইবে। লেঙ সাহেব আর একটী মহোপকারক কার্য্য করিয়াছেন। ঐ ডিপার্ট মেণ্টের নিমিত্ত কতকগুলি কর্ম্মচারি প্রস্তুত করিবার উপায় করা হইয়াছে। শিক্ষার্থিদিগের ২৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন হইবে। প্রস্তাবিত ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্মচারি নিয়োগ কালে চিহ্নিত ও অচিহ্নিত এবং জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ ভেদ বিচার থাকিবে না। যদি কার্য্যকালে বাস্তবিক ইহার অনুসরণ করা হয়, এটীও একটী অনল্প উপকারক। এদেশীয়দিগকে যদি সুশিক্ষিত করিয়া লওয়া হয়, গবর্ণমেণ্ট স্বল্পব্যয়ে কার্য্য সাধনে সমর্থ হইবেন। এদেশীয়েরাও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির ও ক্ষমতার পরিচয় দানে ব্যগ্রমনা হইবেন। এদেশীয়দিগকে সুশিক্ষিত করিয়া কর্ম্ম দিবার প্রথা যদি যাবতীয় ডিপার্টমেণ্টে প্রবর্ত্তিত হয় কেবল যে ব্যয় সংক্ষেপ হইয়া অর্থের সঙ্কুল হইবে এরূপ নহে, গবর্ণমেণ্টও এদেশীয়দিগের দৃঢ়তর অনুরাগ ভাজন হইবেন। বিদ্রোহের পর যখন আয় ব্যয়ের সমতা বিধান প্রস্তাব লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়, তৎকালে লর্ড ষ্টানলি এই উপায় অবলম্বন করিবারই অনুরোধ করিয়াছিলেন। সর চারল্‌স ট্রিবিলিয়নেরও ইহা একান্ত অনুমোদিত। উইলসন সাহেব দুরাগ্রহ গ্রস্ত না হইয়া যদি এই উপায় অবলম্বন করিতেন, ইনকম টেক্স প্রবর্ত্তিত করিয়া লোককে অসুখিত করিবার প্রয়োজন হইত না।

১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন।

ভারতবর্ষীয় সভা উক্ত আইনের সংশোধন প্রসঙ্গ লইয়া আপনাদিগের অভিপ্রেত সংশোধন প্রস্তাব করিয়া বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে আবেদন পত্র প্রদান করেন, কয়েক সপ্তাহ হইল, তাহার একখণ্ড আমাদিগের সম্মুখে পতিত রহিয়াছে। আমাদিগেরও এ বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা আছে। যে সভা উল্লিখিত আইনের সংশোধন ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা এ সেসনে যত দূর করিবার কাজ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদিগের কৃত পরিবর্ত্ত এবং ভারতবর্ষীয় সভার পরিবর্ত্ত প্রস্তাব নির্দ্দোষ ও যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয় বিবেচিত হইতেছে।

১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা প্রজার প্রতি জমীদারদিগের স্বৈর ব্যবহার দর্শন করিয়াছিলেন এবং ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইলে পর জমীদার ও প্রজা উভয়ের সম্বন্ধ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চিত্ত উহার পরিবর্ত্ত সম্বাদ শ্রবণ করিয়া চমকিত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। উহা দ্বারা কেবল প্রজাদিগের স্বত্ব ও অধিকার নির্ণীত হইয়াছে এরূপ নহে, জমীদারদিগেরও বহু অংশে সুবিধা ও দুর্নীতি নিবারণ হইয়াছে পূর্ব্বে মিথ্যা পঞ্চম ও সপ্তমের স্রোত ও

বাহিত ছিল। জমীদার অথবা তাঁহার নায়েব অথবা গমস্তা কেহ কোন প্রজার প্রতি কোন কারণে কুপিত হইলে সেই প্রজাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে বাকী খাজনা আদায়ের ছল করিয়া মিথ্যা পঞ্চম ও সপ্তম করিয়া তাহাকে এককালে উৎসন্ন করিতেন। তদ্ভিন্ন প্রজাকে ধরিয়া আনিয়া চুণের গুদামে রুদ্ধকরা এবং লৌহকীলাবৃত উপানৎ প্রহারাদিও অসচরাচর ছিল না। ১০ আইন হইয়া অবধি তাঁহাদিগের হস্ত রুদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে সকল প্রজা দুষ্টতা করিয়া কর না দেয়, তাহাদিগেরও শাসনের সদুপায় হইয়াছে। বাকী খাজনার যথারীতি নালিশ হইলে এবং যথাবিধি প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইলে দুষ্টের আর অব্যাহতি পাইবার যো থাকে না।

মার্সমন, করিসাহেব প্রভৃতি উল্লিখিত আইনসৃষ্টির মূলকারণ। বহুকালাবধি তাঁহারা বহুতরপ্রয়াস পাইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহার সংগ্রহার্থ অনেক অনুসন্ধানকষ্ট ও অনেক পরিশ্রম হইয়াছিল, তাহাতেই ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু নীল ও জমীদারদিগের দুশ্চেষ্টা ইহাকে পুনরায় মলিন করিয়া তুলিতেছে। প্রজাদিগের বহুকালের আয়াসলব্ধ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। জমীদারেরাও অত্যাচার করিবার পুনরায় পথ পাইতেছেন।

সংশোধিত আইন দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, জমীদারেরা কর না লইলে প্রজারা কালেক্টরিতে কর জমা করিয়া দিবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর না দিলে প্রজাদিগের শতকরা ২৫ টাকার হিসাবে অর্থ দণ্ড হইবে। জমীদারেরা যদি প্রজাদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে কর না লন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে এপরিবর্ত্তে দোষ লক্ষিত হইতেছে না। বরং ইহা প্রশংসনীয় হইয়াছে। আমরা বহুদিন অবধি এবম্বিধ সংশোধনের ভুয়োভুয়ঃ অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু দুটি নিয়ম অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। প্রথম, জমীদারেরা করগ্রহণ না করিলে প্রজাদিগকে যদি কালেক্টরিতে কর দাখিল করিতে হয় তাহাদিগকে ইষ্টাম্পে আবেদন করিতে হইবে, জমীদারেরা সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন না। দ্বিতীয়, জমীদারেরা আপন ইচ্ছায় নিজ নিজ ভূমি জরিপ করিতে পারিবেন। প্রজারা জরিপের সময়ে উপস্থিত থাকে ভাল, নচেৎ তাহাদিগের অনুপস্থিতিকালে জরিপ হই। তদনুসারে কর ধার্য্য হইবে। এই নিয়মটী বহুবিধ অনর্থের প্রসূতি হইবে সন্দেহ নাই। জমীদারদিগের ইচ্ছাই বলবতী হইবে। তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে কর ধার্য্য হইবে, প্রজারা প্রতিবাদ করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না। প্রজারা যদি জরিপের সময়ে উপস্থিত না হয়, তথাপি জরিপ হইবে এ নিয়ম করিতে হইতেছে কেন? প্রজাদিগের দুষ্টতাই তাহাদিগের অনুপস্থিতির কারণ এইটা না বুঝিয়া সেকন্দরীগঞ্জ, শ্যামচাঁদ ও লৌহকীলাবৃত উপানৎ এই গুলিকেই কারণ বলিয়া গণনা করিলে ব্যবস্থাপকদিগের বহুদর্শিতা প্রদর্শিত হইত সন্দেহ নাই। ব্যবস্থাপক সভা আগামি সেসিয়নে এই অনিষ্টকর ধারাটির পরিবর্ত্ত করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয় হইয়াছে। অনিষ্ট ঘটিলে তন্নিবারণ চেষ্টা অপেক্ষা যাহাতে তাহা ঘটিতে না পারে সেই চেষ্টাকরা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।

এস্থলে আমাদিগের আর একটী বক্তব্য আছে। নীলকরেরা এবং তাঁহাদিগের সপক্ষ সম্পাদকেরা চেষ্টা পাইয়াছিলেন কর না দিলে প্রজাদিগের জমা বাজেয়াপ্ত হইবে; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন কিস্তিবন্দি ক্রমে টাকা লওয়া হইবে। প্রজারা যদি কিস্তি কিস্তিতে না দেয় এবং তাহাদিগের অন্য অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত না হয়, শেষে জমা বিক্রীত হইবে। এক্ষণে এদেশে এইরূপ কতক গুলি লোক আসিয়া জুটিয়াছেন, তাঁহারা প্রজাদিগের ভূস্বামিত্ব লোপ করিয়া তাহাদিগকে দৈনন্দিন শ্রমজীবী করিবার চেষ্টায় আছেন। ব্যবস্থাপক সভা যে তাহাদিগের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহাদিগের গৌরবের নয়, ভারতবর্ষের ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। অধিক কি যে দিন প্রজারা ভূমির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া দৈনিক শ্রমজীবী হইবে, সেই দিনই নিশ্চয় জানিবে ভারতবর্ষের শেষ হইল।

জমীদারেরা যদি দুষ্টতা করিয়া কর গ্রহণ না করেন, প্রজারা কর কালেক্টরিতে জমা করিয়া দিবে। এই নিয়মটী দ্বারা বিশিষ্ট উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে। যদি কালেক্টর ও ডেপুটিকালেক্টরেরা অকপট চিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, এবং নীলকরেরা অসঙ্গত কর লইবার আশা ত্যাগ করেন, তাহা হইলে নীল সংক্রান্ত বিবাদের শেষ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ক্রমে ক্রমে প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া উঠিল, ভারতবর্ষীয় সভা ১০ আইন সংশোধনের যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদুল্লেখ অদ্য দুর্ঘট হইল. বোধ হয় পাঠকগণ আগামি বারে দেখিতে পাইবেন।

বঙ্গীয় বিশ্বাস্য মন্ত্রাবলী।

আমরা এই নামের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা আমাদিগের হৃদয়ে অক্ষুদ্র কৌতুক জন্মাইয়া দিতেছে। ইহাতে সাপের ভূতের ও ডাইনের মন্ত্র প্রভৃতি অনেক গুলি মন্ত্র আছে। মন্ত্র গুলির যেমন ছন্দ, তেমনি রচনা, তেমনি ভাব ও তেমনি অর্থ, কোন অংশে ত্রুটি

নাই। ঐ গুলি নয়নপথে পতিত হইলে মৌনমুখ ব্যক্তিরও দন্তপংক্তি ওষ্ঠপুট ভেদ করিয়া শ্বেত কিরণ বিকিরণ করে। যিনি এই মন্ত্র গুলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন, গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার নাম নাই, কি উদ্দেশে ইহা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশিত হয় নাই। এই মন্ত্র গুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, ইহার উদ্ধার করিলে জগতের মহান্ উপকার সাধিত হইবে, এ বিবেচনা করিয়া প্রচারয়িতা যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ঐ পুস্তক খানি মুদ্রিত করিয়াছেন ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হইতেছে না। যাহারা লেখা পড়ার চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আজিও এরূপ নির্ব্বোধ আছেন, আমাদিগের এমন বিশ্বাস নাই। এদেশীয়েরা আজিও উল্লিখিত নির্ব্বুদ্ধিকৃত মন্ত্রে শ্রদ্ধা করেন, এই বলিয়া উপহাস করা অথবা ইহাঁদিগের এই নির্ব্বুদ্ধিতা দর্শন করিয়া ক্ষোভ করা, প্রচারয়িতার উদ্দেশ্য হইতে পারে। যে উদ্দেশ্য হউক, উল্লিখিত মন্ত্রে বিশ্বাস থাকাতে এদেশীয়দিগের বহুগুণ অনিষ্ট ঘটিতেছে। উল্লিখিত মন্ত্রে বিশ্বাস থাকাতে এদেশীয়দিগের বুদ্ধি তীক্ষ্ণতাবর্জ্জিত হইয়া হীন দশা প্রাপ্ত হইতেছে এই মাত্র অপকার নয় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ দুশ্চিকিৎস্য রোগ গ্রস্ত হইলে উল্লিখিত মন্ত্র প্রত্যয়কারীরা রোগীকে ভূতাবিষ্ট অথবা ডাইনদষ্ট বিবেচনা করিয়া ঔষধাদি সেবন প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোজা ডাকাইয়া ঝাড়াইতে আরম্ভ করেন। রোগী অচিরকালমধ্যে কেবল রোগের নয় যমদূত রোজারও হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে। তত শীঘ্র মুক্তিলাভ করিবার বিশিষ্ট কারণও আছে। এক, রোগের চিকিৎসা হইল না। দ্বিতীয়, যমসোদর রোজাদিগের নিদারুণ আঘাত।

বিদেশীয় পাঠকগণ হয় ত মনে করিতেছেন, এদেশের কি সুবুদ্ধি, কি নির্ব্বুদ্ধি, কি সুশিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকল লোকই উল্লিখিত মন্ত্রে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাহা নহে। সুশিক্ষিত দিগের কথাই ত নাই, বুদ্ধিমান্ লোকেরাও ঐ সকল মন্ত্রে প্রত্যয় করেন না। কিন্তু কি সুশিক্ষিত, কি বুদ্ধিমান প্রায় কেহই সম্পূর্ণ রূপে পীড়া কালে স্বগৃহে উক্ত মন্ত্র প্রবেশ নিষেধ করিতে পারেন না। অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ দিগেরই উল্লিখিত মন্ত্রে দৃঢ়তর বিশ্বাস আছে। সুশিক্ষিত দিগের গৃহেও সেই নির্ব্বোধ ও মূর্খ লোকের অপ্রতুল নাই। এদেশের স্ত্রীলোকেরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে প্রায় মূর্খ, তদ্ভিন্ন ভদ্র গৃহে অনেক অশিক্ষিত পুরুষও আছে।

আমরা যে সকল মন্ত্রের প্রসঙ্গ করিয়া অদ্য লেখনী গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সত্য হইবার সম্ভাবনা আছে কি না এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচিত হইতেছে। ভূতের ও ডাইনের মন্ত্রের বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। ভূত ও ডাইন বলিয়া বাস্তবিক পদার্থ আছে, এ কথা প্রামাণিক লোকে স্বীকার করেন না। উহা ঐতিহ্য মাত্র। দেশ যতদিন অজ্ঞ থাকে, তত দিনই ঐ সকল কল্পিত পদার্থ বাস্তবিক আছে বলিয়া লোকের সংস্কার থাকে। সেক্সপিয়ারের সময়ে ইংলণ্ডে ঐ সংস্কারের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। উপহাস করিবার উদ্দেশেই তিনি নিজ গ্রন্থে তাহার বহুল প্রসঙ্গ করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণ রূপে উহার তিরোভাব হইয়াছে। বাইবলে যে ভূতের কথা আছে, বাইবল ব্যাখ্যাকর্ত্তারা তাহারও অন্য অর্থ করেন। মূল যখন অসত্য হইল, তখন ভূত ও ডাইনের আবেশমন্ত্রের সত্য হইবার সম্ভাবনা কি?

এক্ষণে সর্পমন্ত্রের সত্যাসত্যতার বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। যুক্তি ধরিয়া বিবেচনা করিতে গেলে মন্ত্র কখন সত্য হইতে পারে না। স্বভাবতঃ আমাদিগের পীড়া প্রভৃতি যে সমস্ত উপদ্রব ঘটিয়া থাকে, তৎপ্রতিকারের ঔষধাদি রূপ নৈসর্গিক উপায় সৃষ্ট হইয়াছে। মন্ত্র ঈশ্বর সৃষ্ট নয়, মনুষ্য সৃষ্ট, অতএব ইহা কোন ক্রমেই নৈসর্গিক উপায় বলিয়া অবলম্বিত হইতে পারে না। অপর, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা যে সমস্ত মন্ত্রকে অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সর্পাদি মন্ত্র তন্মধ্যেও নিবিষ্ট নহে। ইহা বেদোক্ত নয়। বিশেষতঃ অশুচি জাতির মন্ত্রপাঠে অধিকার নাই। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যে যে জাতি অস্পৃশ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সেই চাণ্ডালাদি অশুচি জাতিই সর্পাদিমন্ত্রপ্রয়োক্তা।

অজ্ঞ লোকদিগের প্রবোধার্থই আমাদিগকে এত কহিতে হইল, সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এই সামান্য বিষয় লইয়া অধিকতর আড়ম্বর দেখিয়া বিরক্ত হইবেন সন্দেহ নাই, আর বাড়া বাড়িতে প্রয়োজন নাই। আমরা গুটি দুই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ দেখুন, যদর্থ এই মন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার তৎপ্রতীকারে সামর্থ্য আছে কি না?

আত্মসার।

অর্থাৎ আপনাকে ঝাড়ন।

টাঁ টাঁ টাঁ টিপ্‌নি, কা খুপ নি হাপটি কঁই হুঁ চাহিতে বিষ নাই, নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞায় নাই। সাতবার এই মন্ত্র বলিতে হয়।

বিষক্ষয়ের মন্ত্র।

রোজা এইমন্ত্র ৭ বার পাঠ করিয়া ফলার করিয়া থাকে।

মা পুছলি সকল চলি কাঞ্চন বিষ ভোজন করি, [illegible] বিষ ঝল মলানে বিষ [illegible] করি [illegible] [illegible] কর [illegible] করে, কাল কুটিল, সাপের বিষ চতুর্দ্দিগে মুখ চাঁদ সর্পকামুল, সেইখানে মহবলি, হব, চৌষট্টি সাপের বিষ মোয়াদিগে সুখ মে।

হিন্দি ভাষায় ঝাড়ন।

এই মন্ত্র ১৩ বার বলিলে বিষ ক্ষয় হয়।

মোঙ্গল নচঙ্গী গোড়রতি, নাড়ানি সাপ খা

ইন গুণ বৃত্তি অচল. গালই ঘোড়া বার বিষ. তের্জ্জাতি কোন কোন বিষ মাকড়সা, চিড়াভেই মারাল ভেই, ঈঙ্গল উড়েচিতি ঘোড়াচিতি সংখাচিতি সোনাচিতি, কালচিতি কুণ্ডরিতি, কম এ কোন কোন সাপ খাইলে বিষ চুষেরে ধোপার ঝাড়ন, উহে বিষ মার দিয়া, মার বিষ মার চোবে ঠিক বিষ তোমার দিগে মুখে যা মুখে বু আছু।—

এই প্রস্তাব লিখন সাঙ্গ হইলে পর এ দেশে ডাইন প্রভৃতি আছে বলিয়া বিশ্বাস থাকাতে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, হাতে হাতেই আমরা তাহার এক উদাহরণ পাইলাম। ডাইন বলিয়া রূপীনামে একটি স্ত্রীলোকের প্রাণ বধ করা হইয়াছে। সদর রিপোর্ট দ্বারা জানা গেল, রূপীর প্রতিবেশী এক ব্যক্তির পীড়া হইলে কোন রূপে তাহার পীড়া শান্তি না হওয়াতে সকলে কহিল রূপী ডাইন তাহাকে খাইয়াছে, তন্নিমিত্তই তাহার পীড়া ভাল হইতেছে না। ঐ কথা শুনিয়া তাহার দেবর তাহাকে এমনি নিদারুণ প্রহার করে যে সে তাহাতেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব ও নীলকর মাক অর্থর।

লক্ষীপাড়া নীলকুঠীর সহকারী কার্য্যসম্পাদক জন মাক অর্থর সাহেব অথবা নীলকর সভা গত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর জন পিটর গ্রাণ্ট সাহেবের নামে সুপ্রিম কোর্টে যে অভিযোগ করেন, তাহাতে প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পিকক সাহেব গ্রাণ্ট সাহেবের এক টাকা দণ্ড করিয়াছেন। গত বারে এ সমাচার পাঠকগণের গোচর করা হইয়াছে।

সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস সাহেব লঙ সাহেবের মকদ্দমায় যে দণ্ডাজ্ঞা দেন, তাহা মুদ্র যন্ত্রের স্বাধীনতায় আঘাত করে, এবারে সর বার্ণেস পিককের আজ্ঞা রাজকর্ম্মচারিদিগের স্বাধীনবাদিতার ব্যাঘাত করিয়াছে। পাঠকগণ অগ্রে অভিযোগ কারণটী শ্রবণ করুন। উল্লিখিত কুঠীর অধীন প্রজাদিগের সহিত একদা কুঠীর কর্ম্মচারিদিগের বিবাদ হয়। প্রজাগণের সহিত বিরোধকালে কুঠীর কর্ম্মচারীরা যত ন্যায়ানুগত ও বৈধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা আমাদিগের পাঠকগণের অবিদিত নাই। ঐ বিবাদের পর নদীয়ার কমিসনর লসিঙটন সাহেব এই রিপোর্ট করেন, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে উপস্থিত বিবাদে কুঠির সহকারী কর্ম্মচারী মাক অর্থর সাহেবের সহকারিতা আছে। পশ্চাৎ ঐ মকদ্দমা সদর আদালতে যায়। অত্যাচার কারী বলিয়া যে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, সদরের জজেরা সাক্ষিবাক্যে অনৈক্য দর্শন করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন। গ্রাণ্ট সাহেবের অপরাধ এই, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের যে সকল কাগজ পত্র একত্র সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়, লসিঙটন সাহেবের উল্লিখিত রিপোর্ট তন্মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পুস্তক মুদ্রণ কালে তাহা পরিত্যাগ করেন নাই।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচার পতি যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন, তাহাও পাঠকগণের অগোচর রাখা বিধেয় হইতেছে না। তাঁহার অভিপ্রেত যুক্তি এই, রাজকর্ম্ম চারিদিগের আপন২ এলাকার মধ্যে যে সকল ঘটনা হয়, তাহা উপরি পদস্থ ব্যক্তিদিগের গোচর করিবার বিষয়ে তাঁহাদিগের অধিকার আছে। কিন্তু যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা হয়, রাজ কর্ম্মচারিদিগের বিজ্ঞাপিত তেমন বিষয় প্রকাশ করা বিধেয় নহে। তাদৃশ বিষয় হাউস অব কমন্সের আজ্ঞানুসারে প্রকাশিত হইলেও প্রচারকারিকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। উপস্থিত বিষয়ে মাক অর্থরের নিন্দা সূচক বাক্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সদরের জজদিগের মতে তাহা সপ্রমাণ হয় নাই।

লঙসাহেবের নামে অভিযোগ আর উপস্থিত অভিযোগ এতদুটাই নিতান্ত অগ্রাহ্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের জজেরা ইহা গ্রাহ্য করিয়া কেবল আপনাদিগের চিত্ত দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়াছেন এরূপ নহে সুপ্রীম কোর্টের বিচার যে সময়ে সময়ে বিড়ম্বনা মাত্র হয়, তাহারও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যদি যুক্তি ধরিয়া বিবেচনা করা যায় যে ব্যক্তি বাস্তবিক নির্দ্দোষ, যদি কেহ বিদ্বেষ বশতঃ তাহার অনিষ্ট করিবার উদ্দেশে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে, অপবাদকারী দণ্ডনীয় হয় সন্দেহ নাই। আর যাহার বাস্তবিক দোষ আছে, যদি কেহ তাহার অপবাদ করে, তাহার দোষ প্রমাণ হউক না হউক অপবাদকারী দণ্ডনীয় হইতে পারে না। কিন্তু আইনে ইহার বিপরীত বলে, বাস্তবিক দোষীর অপবাদকারীও দোষ প্রমাণ করিয়া দিতে না পারিলে দণ্ডনীয় হন। অন্যে অকারণ লোকের অপবাদ দেয় বলিয়াই এই আইন দোষ জন্মিয়াছে। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিদিগের বিষয়ে ঠিক এইরূপ হয় না। তাঁহারা দোষী ব্যক্তির দোষের প্রমাণগত বৈকল্য দর্শন করিলেও মকদ্দমার আনুপূর্ব্বিক যাবতীয় বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগের যেরূপ সংস্কার জন্মে; তাঁহারা তাহা প্রচার করিতে পারেন। তাঁহাদিগের এ অধিকার না থাকিলে আপীল বিধি বিফল হইয়া যায়। জজেরা আপীলের মকদ্দমায় যদি নিম্ন পদস্থ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির সংস্কারের কথা প্রচার করেন, তাঁহারা কি দণ্ডনীয় হইবেন? উপস্থিত স্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অন্যের সংস্কার বিষয়ই প্রচার করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ আইনে দোষ হইলেও যখন বিচারপতি বুঝিতে পারেন অপবাদকারীর অভিসন্ধি দুষ্ট নয়, তখন দণ্ড করা কি ন্যায়ানুগত হয়? সর্ব্বত্র আইনের অক্ষরার্থের অনুসরণ করা সুবুদ্ধি বিচারকর্ত্তার কর্ত্তব্য নহে। সমুদায় দোষীর দোষ কি সপ্রমাণ হয়? বাস্তবিক মাক অর্থর উল্লিখিত দোষে লিপ্ত

ছিলেন, প্রবল লোক বলিয়া তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইল না, এরূপ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। অপর, মাক অর্থর স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন, উল্লিখিত অপবাদ নিবন্ধন তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় নাই, তবে দণ্ড কেন? অনিষ্টকারিতা বিবেচনা করিয়াই দণ্ড বিধির সৃষ্টি হইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যদি বাস্তবিক অপরাধী হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি মকদ্দমার সমুদায় ব্যয় দিবার অনুজ্ঞা হইল না কেন?

শুভকরী পত্রিকা।

এই নূতন পত্রিকার একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পাঠ করিয়া অতিশয় পরিতৃপ্ত হইলাম। বালিগ্রামের কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ইহার প্রণয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা মাসে মাসে একবার করিয়া বাহির হইবে। ইহাতে যে কয়েকটি বিষয় যে রীতিতে লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্টবোধ হইতেছে, কয়েকজন ভাল লোক এতৎসম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা যদি শ্লথাদর না হন, এই পত্রিকার নাম অন্বর্থ হইবে সন্দেহ নাই। ইহার স্থায়িতাবিষয়ে আমাদিগের অল্পমাত্রও সংশয় জন্মিতেছে না। মাসিক চারি আনা মাত্র মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। স্বল্পকাল মধ্যে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। স্বল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাইলে কোন্ ব্যক্তি গ্রহণ করিতে অভিলাষী না হইবেন? আমরা এই পত্রিকা হইতে একটি বিষয় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ ইহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বুঝিতে পারিবেন।

বানরের অনুচিকীর্ষা।

স্পেন দেশস্থ কোন সামান্য ব্যক্তি নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দেখিল যে কিছুতেই উত্তম রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না; অবশেষে মুসলমানদের দেশে গিয়া টুপি বিক্রয় করিবে এই স্থির করিল। অনন্তর তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান ছিল তাহা টুপি ক্রয়ে নিঃশেষিত করিল। মুসলমানেরা পাগড়ির মধ্যে যেরূপ লাল টুপি পরিয়া থাকে সেইরূপ কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া আফ্রিকা দেশে প্রস্থান করিল। একদা প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া একাকী ঐ বিদেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল; ক্রমে বেলা দুই প্রহর হইয়া উঠিল। মধ্যাহ্নকালে আফ্রিকা দেশে প্রচণ্ড রৌদ্র হইয়া থাকে। পথিক আতপে তাপিত হইয়া বিশ্রামার্থ একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করিল এবং শয়ন করিবার পূর্ব্বে একটী টুপি বাহির করিয়া মস্তকে দিল। বেলা অপরাহ্ণ হইলে পথিকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখে যে বৃক্ষের সমুদায় শাখায় অসংখ্য শাখামৃগ লোহিত বর্ণ টুপি পরিধান করিয়া স্বচ্ছন্দে বসিয়া আছে।

বানরেরা পথিককে টুপি মাথায় দিতে দেখিয়াছিল এবং সে নিদ্রিত হইবামাত্র তাহার টুপিগুলি বহিষ্কৃত করিয়া সকলেই এক একটী মাথায় দিয়াছিল। সুপ্তোত্থিত পথিক তদ্দর্শনে শোকে অধীর হইয়া শিরে করাঘাত করত হাহাকার করিতে লাগিল এবং বিরক্ত হইয়া মস্তকের টুপিটী ভূতলে নিক্ষেপ করিল। কি আহ্লাদ! পথিককে টুপি ফেলিতে দেখিয়া বানরেরাও তৎক্ষণাৎ সকলে স্ব স্ব মস্তকের টুপি ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তখন পথিক যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া টুপিগুলি সংগ্রহ করিয়া লইল।

কোন কোন দেশে নিম্ন লিখিত উপায়ে বানর ধরিয়া থাকে। তত্রত্য লোকে একটী পাত্রে জল রাখিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করে, পরে সেই পাত্রে তরল আঠা পূর্ণ করিয়া কিছু দূরে চলিয়া যায়। বানরেরা তদ্দর্শনে আপনারাও মুখ প্রক্ষালন করিতে আইসে এবং যেমন ঐ আঠাধার মুখ ধৌত করে, অমনি তাহাদের পক্ষ্ম সকল জুড়িয়া যায়, সুতরাং অন্ধবৎ হইয়া তাহারা আর পলাইতে পারে না। তখন সহজেই তাহারা ধৃত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার বানরদের মধ্যে এক বার বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়াতে কোন ডাক্তার তন্নিবারণার্থ এই উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি দুই তিনটী বালকের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া একটি বৃদ্ধ বানরের সাক্ষাতে উহাদের গোমসূর্য্যাধান করিয়া দিলেন। তিনি যাহা করিলেন বানরটী তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিল। তৎপরে ডাক্তার মহাশয় একটি ছোট বানর, কিছু বীজ, ও এক খানি ছুরিকা তথায় রাখিয়া গেলেন। যাহা ভাবিয়া ছিলেন তাহাই ঘটিল। ডাক্তার মহাশয় অন্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেন যে ঐ বৃদ্ধ বানর সেই বানরশাবকের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া গোমসূর্য্যাধান করিয়া দিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বানরেও ঐ চিকিৎসা শিখিল এবং সকলেই গোমসূর্য্যাহিত হওয়াতে দুরন্ত বসন্ত রোগ শীঘ্র নিবারিত হইল।

একজন কোন দেশে কতকগুলি নৌকার অধ্যক্ষ হইয়া একটি দ্বীপে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে দন্ত ধাবন করিতেন। কিছুদিন পরে দেখিলেন একটি বানর তাঁহার মত দন্তধাবন করিতেছে, আর কিছুকাল গত হইলে দেখিলেন যে শত২ বানর নদীর তটে এক একটি উইলো শাখা হস্তে করিয়া রীতিমত দন্ত ধাবন করিতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আউড গেজেট সম্পাদক কহেন তথায় এক বাটীতে দুই লক্ষ টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার এবং হীরক পাওয়া গিয়াছে। ঐ বাটীটি বেগমের, অধিকাংশ অলঙ্কারে তাঁহার নাম খোদা আছে।

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন গ্রাণ্ট সাহেবের মোকদ্দমা বিষয়ে গত শনিবারের যে লেখা হয়, তাহাতে ভ্রম হইয়াছিল, খরচা ৫ এক টাকা দিতে হইবে না, কেবল ক্ষতি পূরণ জন্য ১টাকা মাত্র দিবেন। ফিনিক্সের ভ্রান্তি বশতঃ সোমপ্রকাশেও ভ্রম হইয়াছিল।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি মুসলমানেরা বীডন সাহেবকে এক এড্রেস দিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহার উত্তর দান কালে কহিয়াছেন যে এদেশের বালকদের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষ রূপে মনোযোগী হইবেন, বিশেষতঃ মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার

জন্য সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। সকলে আগে মুসলমানদিগকে আলবোলা ছাড়াইবার চেষ্টা করুন, পশ্চাৎ লেখা পড়া শিখাইবেন।

দিল্লী গেজেট সম্পাদক বলেন ঝিলমে ৭ই মে অপরাহ্ণ ৫।০০ঘটিকার সময় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক শুনিয়াছেন, কানিং ফণ্ডে ৪৩১০০ টাকা আদায় হইয়াছে।

শুনা গেল শোণ নদের সেতু নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে।

অন্যতর ইউরোপীয় সমাচার পত্রে দৃষ্ট হইল পুর্তফিল্ড নামে এক স্থানের এক কারখানার একটী চোং ফাটিয়া প্রায় ২৩জন লোক মারা গিয়াছে।

বীরভূমের অন্তঃপাতী কুণ্ডলা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তথায় এক জন ভদ্র সন্তান ৩০০ টাকা পণ লইয়া পাঁচ মাসের একটী কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। কন্যা ক্রয় বিক্রয় প্রথা ও বাল্য বিবাহ উভয়ই যখন বিরাজমান, তখন এরূপ ঘটনা বিস্ময় কর নহে।

৮ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

আলেক জণ্ডার গ্রোভার নামে এক ব্যক্তি ফিনিক্স পত্রে লিখিয়াছেন যে তিনি পূর্ব্বে সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ছিলেন কিন্তু উপাধি লাভের নিমিত্ত বিলাতে পরীক্ষা দিতে গমন করেন, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেই কর্ম্ম আবার দিতে চাহিয়া ছিলেন কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

টাইম্স অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক সমাচার পাইয়াছেন যে লার্ড কানিং আলেক জাণ্ড্রিয়া হইতে ২৫এ এপ্রেল মারসেলিজ নগরে যাত্রা করিয়াছেন। ঐ স্থানে আউটরাম সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ হইতে বেপুর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

ফিলিপ গ্রভার নামে এক জন আফিসর মৃত্তিকার গুলির দ্বারা মানুষ মরে কি না এই পরীক্ষা করিবার জন্য মির খাঁ নামে এক ভৃত্যের গাত্রে লেপ দিয়া গুলি করেন। প্রথম গুলিতে কিছু হয় নাই কিন্তু দ্বিতীয়বার ঐ রূপ গুলি করাতে তাহার পায়ে অতিশয় আঘাত লাগে গুলিক্ষেপ কর্ত্তার অপরাধের বিচার হইয়া ৩ মাসের কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু বিচার পতিরা প্রধান সেনাপতি ক্ষমা করেন এই অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেনাপতি ক্ষমা না করিয়া কহিয়াছেন যথোচিত দণ্ড হয় নাই। পরীক্ষার জন্য এতাদৃশ গর্হিত কর্ম্ম করা অতিশয় অনুচিত হইয়াছে। গুলি পায়ে না লাগিয়া চক্ষে কিম্বা রগে লাগিলে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা ছিল। আফিসরদিগের অনেকেই প্রায় ঐ রূপ সুবুদ্ধি হন।

৯ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

হরকরা সম্পাদক ম্যাকে সাহেবের নামে অপবাদ লিখিয়া ছিলেন বলিয়া ম্যাকে সাহেব তাঁহাকে উকীল দ্বারা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যদি তিনি নিজ অপবাধ ক্ষালন না করেন, তাঁহার নামে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ হইবে। এই বারে হরকরার সাহসিকতা ও সত্য সম্বাদ সংগ্রহ করিবার পরিচয় হইবে।

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত অচিহ্নিত কর্ম্মচারিরা এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবেন যে তাঁহাদিগের ৭০০ টাকার অধিক বেতন নাই, কিন্তু ইউরোপীয়দিগের তুল্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তবে ইউরোপীয়দিগের অধিক এবং তাঁহাদিগের কম কেন? গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও কেন এই সঙ্গে যোগ দিন না।

বোম্বাই নগরে সর বার্টল ফ্রিয়র নিয়ম করিয়াছেন, যাঁহাদের পায়ে মোজা আছে, তাঁহারা চর্ম্ম পাদুকা লইয়া গবর্ণমেণ্ট বাটীতে আসিতে পারিবেন, কিন্তু যাঁহারা মোজা ব্যবহার না করেন, তাঁহাদিগকে জুতা খুলিয়া আসিতে হইবে। এ কথা বড় মন্দ হয় নাই। মন এক বারে পরিষ্কার হয় না।

সাটরডে রিভিউ সম্পাদক কহেন, পারস্য যুদ্ধের নিশ্চিত সমাচার পাওয়া গিয়াছে। আহম্মদ জা নামে হিরাটে একজন রাজা আছেন। তিনি সমুদায় আফগান স্থান জয় করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। দোস্তমহম্মদ খাঁ মৃত প্রায় হইয়াছেন শুনিয়া ঐ ব্যক্তি আপন সৈন্য লইয়া ফরানগর অধিকার করিয়াছেন। তিনি পারস্য রাজ্য হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছেন।

ইংলিসমান সম্পাদক কহেন নেপাল দরবার হইতে গণ্ডার কমিশনরকে এই পত্র লেখা হইয়াছিল যে এক জন গুরখা নেপাল হইতে পলায়ন করিয়া ব্রিটিসরাজ্যে আসিয়াছে, অতএব তাহাকে ধৃত করিয়া প্রেরণ করা হয়। কমিসনর সাহেব কোন অনুসন্ধান না করিয়া তাহাকে ধরিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

৭৪ সংখ্য হাইলাণ্ডর সেনাদলের অনেকে এদেশে বিদ্রোহ কালে প্রাণত্যাগ করেন, তাহাদিগের স্মরণার্থ স্কটলণ্ডে এক কীর্ত্তি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইতেছে।

কর্ক এগ্জামিনর সম্পাদক কহেন, বিলাতে মিস র‍্যাটক্লিফ নামে একটি স্ত্রীলোক রাত্রিতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন এমত সময় মসারিতে অগ্নি লাগিয়া সকল ভস্ম হইয়া গিয়াছে। তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তিনি যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী ছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের সম্বাদ।

হরকরার লণ্ডনের সংবাদদাতা কহেন, নীলদর্পণ পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবারে কি লংসাহেবকে জেলে যাইতে হইবে?

হরকরা সম্পাদক কহেন ইংলণ্ডেশ্বরী নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, এ বৎসর তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে সোমারোহ না হয়। উচিত আজ্ঞা হইয়াছে।

১০ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

ফিনিক্স সম্পাদক শুনিয়াছেন, লেং সাহেব পীড়ার জন্য ছয় মাসের বিদায় পাইয়াছেন। তবে তাঁহার বিলাত যাইবার আর বিলম্ব নাই।

উক্ত সম্পাদক বলেন লেং সাহেব প্রত্যাবর্ত্তন কালে বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কর্ম্মচারী সকলকে সঙ্গে লইয়া আনিবেন। এটী যদি সত্য হয়, তাঁহার এখানে লোক প্রস্তুত করিবার চেষ্টার সহিত এ ব্যবহারের বিরোধ হইতেছে।

লাহোর, লুধিয়ানা বেরিলি ও আলাহা-

বাদে অতিশয় ঝড় হইয়া অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়াছে।

দিল্লীগেজেটের লাহোরের সংবাদদাতা কহেন রাও সাহেবকে কাণপুরে প্রেরণ করা হইতেছে।

ইংলিসমান সম্পাদক কহেন ২৫ সংখ্য পদাতিক সৈন্যের অনেকে ওলাউঠায় প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। এবার অনেক স্থানে ঝড় ও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব বার্ত্তা শুনা যাইতেছে। এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকট কহিল ঢাকার অন্তঃপাতি মাণিকগঞ্জে অতিশয় ওলাউঠা হইয়াছে।

যত দিন বুলনয় সাহেব আরোগ্য লাভ না করেন তত দিন মেকফরসন সাহেব কলিকাতা ছোট আদালতের প্রথম জজের কর্ম্ম করিবেন।

সিটনকার সাহেব নিজামতে অতিরিক্ত জজ হইয়াছেন। নীলকরেরা যে চুপ করিয়া আছেন?

একজন গাড়োয়ান দুটী ক্ষতাঙ্গ ঘোটক শকটে যোজিত করিয়া চালাইতেছিল, পুলিসে তাহার ৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে। পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভা তবে কাজ করিতেছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক কহেন বরিসসে ২০০০ লোক ওলাউঠায় মারা পড়িয়াছে। সেখানকার লোক সংখ্যা বিবেচনা করিলে সে স্থানে লোক নাই বলিলে হয়।

উক্ত সম্পাদক আরো কহেন বিজয়নগরের রাজা এক পথ নির্ম্মাণ জন্য ৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন। এই ত দান।

উক্ত সম্পাদক শুনিয়াছেন লার্ড কানিং গমন কালে যে জাহাজে যান, তাহা পথে ভগ্ন হইয়াছে অন্য এক জাহাজ দ্বারা গমন করিতে হইয়াছে।

১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

সমর সেন সাহেব মৃত রিচি সাহেবের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত মেলযোগে সমাচার আসিয়াছে যে নূতন প্রধানতম আদালত সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সর বার্ণেস পিকক সাহেব নিয়ম প্রস্তুত করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক কহেন জয়পুরে ভয়ানক ঝড় হইয়াছে। অট্টালিকা সকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং এতবড় ও এত শিল পড়িয়াছে যে তেমন কেহ কখন দেখেন নাই ও শুনেন নাই।

ডিউ মেকফারসন সাহেব কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা করিয়া পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে ২০ বৎসরের হিসাব লিখিত হইয়াছে। তিনি কহেন প্রতিবৎসর হিন্দু ও মুসলমান গড়ে১৭০০০ মরে। ওলাউঠা দ্বারা অধিক সংখ্য লোকের মৃত্যু হয়। এদেশীয়ের অপেক্ষা ইউরোপীয় কম মরে। বৎসরের মধ্যে আপ্রেল মার্চ ডিসেম্বর ও নবেম্বরেই অধিক পীড়া হয়, জুলাই ও জুনই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল যায়। ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রেল ও মে মাসে ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। মন্দ চাউল ব্যবহারই এই পীড়ারস্থির কারণ। হিন্দু ও মুসলমান যে অধিক মরে সহরের মিউনি সিপল বন্দোবস্ত তাহার এক কারণ।

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন কলিকাতার নিকটবর্ত্তি ২৪ পরগণার এলাকার মধ্যে পুর্ব্বে মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দোকান করিতে হইলে লাইসেন্স লইলেই হইত কিন্তু একণে কলিকাতার অধীন হওয়াতে কমিসনরের মত ব্যতিরেকে বিক্রয়ের যো নাই। মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের যত প্রতিবন্ধক হয় ততই ভাল।

ফিনিক্সের ফয়জাবাদের সংবাদ দাতা কহেন যে তথায় এক দল দস্যু গবর্ণমেন্টের ডাক লুঠ করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ধরা পড়িয়াছে।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অডিট ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষের লৌহ সিন্দুক হইতে গত শনিবার ২১ টাকা চুরি যায়। সাহেব বাঙ্গালি কেরাণিদিগকে সন্দেহ করিয়া সকলের ডেক্স খুলিয়া সার্জ্জন দ্বারা অন্বেষণ করেন কিন্তু টাকা প্রাপ্ত হন নাই। কেরাণিরা একবাক্য হইয়া আফিস হইতে চলিয়া আসেন। সোমবার আফিসের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলেন কিন্তু কেহই ভিতরে যান নাই। সাহেব বিনতি পুর্ব্বক কহিলেন যে তোমাদিগকে অপমান করিবার জন্য এতাদৃশ কর্ম্ম করা হয় নাই। কেবল তোমাদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য অন্বেষণ করা হইয়াছে। সাহেবের বুঝাইবা দিবার কি ক্ষমতা? ইংরাজ কেরাণিদের ডেক্স অন্বেষণ করা হইল না কেন?

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক কহেন, বোম্বাইবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। ৪টি বালক বি, এ, এবং ৪ টি এল, এম উপাধি পাইয়াছেন। সর বার্টল ফ্রিয়র সভাস্থলে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন তিনি এ দেশীয় বালকদিগের বুদ্ধি বৃত্তির সবিশেষ প্রশংসা করিয়া এই আক্ষেপ করিয়াছেন যে এদেশীয়েরা দেশ ভ্রমণ বিষয়ে অত্যন্ত বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। আর ইহারা কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া করিতে সমর্থ নহেন। বোধ হয় অনেক দিন অবধি বিদেশীয় রাজার অধীনে থাকিয়া মনের উৎসাহ গিয়াছে। তথাপি ত অনেকের এই ইচ্ছা যে ইহারা দাসের মত থাকেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, মজীলপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ ফুটিগোদা নিবাসী একজন পয়সা ব্যবসায়ী বণিক, গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি অনুমান ৬ দণ্ডের সময় এক মোট পয়সা লইয়া মিত্রের গঞ্জ হইতে বাটী যাইতেছিল, জয়নগরের সদর রাস্তাতে বাজারে ঘোষদিগের গঞ্জার পুর্ব্ব পাড়ে কৃষ্ণমোহন মিত্রের রথের নিকটে হঠাৎ একজন দস্যু আসিয়া ঐ বণিকের মাতায় এক লাঠির আঘাত করে। সে দিন মিত্রের গঞ্জের হাটবার, রাস্তায় দুই একজন হেটো লোক চলিতেছিল, এবং তাহার নিকটেও লোকের বসতি আছে, বণিক চীৎকার করাতে দুরাত্মা পলায়ন করিল এবং দুই একজন লোকও আসিয়া পড়িল, শুনা গেল পয়সার থলি লইয়া যাইতে পারে নাই। জয়নগর গ্রামে কতকগুলি ভদ্র লোকের সন্তান নেসাখোর হইয়াছে। বোধ হয় তাহাদের মধ্যেই কোন মহাপাত্রের এই কর্ম্ম। এদেশে কখন দস্যু ভয় ছিল না, উক্ত ভয়ের এই নূতন অবতার। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক্ষণকার ময়দার থানা হইতে ঐ স্থান আট রসির অধিক দূর নহে। তথায় চীৎকার করিলে সহজে থানা হইতে অনায়াসে শুনা যায়. তাহাতে আবার রাত্রিকালের শব্দ, তথাপি থানা কর্ম্মচারীরা যে ঐ বণিকের চীৎকার ধ্বনি

নিতে পান নাই ও তাহার খবর রাখেন না। ইহাতে সকলে বুঝিতে পারিবেন থানার কর্ম্মচারী মহাপুরুষেরা সরকারের কর্ম্ম কিরূপ করিয়া থাকেন।

চট্টগ্রামের এক ব্যক্তি তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের ইংরাজী স্কুলের পূর্ব্ব পণ্ডিত শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কারের প্রশংসা করিয়া পরিশেষে ছাত্র দিগের প্রশংসা স্থলে লিখিয়াছেন, ৬ জন বালক ছাত্র বৃত্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০ টাকা করিয়া ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ৯ জন বালক এনট্রান্সের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং [illegible] শনিবার উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মিলিত হইয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক এক কালীপূজা করিয়াছেন। শেষ প্রশংসাটী সাজ্যাতিক প্রশংসা।

১লা মে সৈদাবাদের অন্তর্গত ঘাটবন্দর গ্রামে বাবু প্রেমলাল চৌধুরীর বৈঠক খানায় বহরমপুর কালেজের কতিপয় ছাত্র একত্র হইয়া জ্ঞানকুমুদচন্দ্রিকা নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন। সভাস্থলে বহুসংখ্য সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। যুবক সম্প্রদায়! কেবল সভার আড়ম্বর করিয়া বিড়ম্বিত হইতেছে কেন? কাজ কর।

২৬ এপ্রেল পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

পিট্সবর্গে এক ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। উভয় দলের বিস্তর লোক হত হইয়াছে। সেনাপতি বরোগার্ড (আমেরিকার দক্ষিণাংশের সেনাপতি) সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছেন এবং জনষ্টন হত হইয়াছেন। উত্তরাংশের সেনাপতি বন্দীভূত হইয়াছেন। মিসিসিপি দ্বীপ উত্তরাংশের হস্তগত হইয়াছে;

পটোমাকের সেনারা মনরো দুর্গে অবস্থিতি করিতেছে এবং সেনাপতি ডেবিস তাহাদিগকে ইয়র্ক সহরে লইয়া গিয়াছেন।

উত্তরাংশের সভা আজ্ঞা করিয়াছেন যে ইউনাইটেড ষ্টেট্সের লোক ভিন্ন অন্য সকল জাতি দক্ষিণাংশের বন্দর সকলে যাইতে পারিবেন।

ইংলণ্ডের যাবতীয় প্রদেশের কর্ম্মালয়ের লোকেরা অতিশয় কষ্টে পড়িয়াছেন।

এগজিবিসনের কর্ম্ম আরম্ভ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, রাজবংশীয় কতিপয় ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত হইবেন।

হেনরি সমর মেন সাহেব কলিকাতার প্রধান ব্যবস্থাপক সভায় রাজবিধিজ্ঞ সভ্যের পদ পাইয়াছেন।

জাপানের দূতগণ ২৮এ এপ্রেল পারিস হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর সেনা দলের অর্দ্ধেক পেন্সন লইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার যে নিয়ম ছিল, তাহা সংশোধিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয় রাজ্যে দাস ব্যবসায় সংক্রান্ত যে নূতন সন্ধি হয়, তাহা কংগ্রেস সভার বিচারার্থ সমর্পিত হইয়াছে।

বিক্টর ইমানুয়েলের যাবৎ সাক্ষাৎ সম্ভাবনা, তাবৎ করাসিস যুদ্ধ জাহাজ নেপল্সে থাকিবার আজ্ঞা পাইয়াছে।

প্রিন্স আলবর্টের মৃত্যু উপলক্ষে জাতি সাধারণ স্মরণ চিহ্ন স্থাপন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়া অন্য অন্য প্রস্তাব হইতেছে।

টাইমস পত্রের আমেরিকার সংবাদ দাতা সেনার সহিত পটোমাকে যাইতে নিষিদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

এমিলি, সেণ্ট, পিয়র নামে একখানি জাহাজ কলিকাতা হইতে যাত্রা কালে আমেরিকার উত্তরাংশের লোকদিগের হস্তগত হইয়াছিল কিন্তু মুক্ত হইয়া লিবরপুলে উপস্থিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলাদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৯ই মে—ডাক্তর এস বি পারট্রিজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপনিবেশকদিগের মেডিকাল ইনস্পেক্টর হইবেন।

জে, এ, কুক্টস সাহেব কলিকাতার সহকারী কষ্টম কালেক্টর হইবেন।

১০ই মে—হুগলির প্রতিনিধি জজ জে, ই, গ্রস, সিলি সাহেব ১৮৫২ অব্দের ১৫ই এপ্রেলের গেজেটে প্রকাশিত আজ্ঞানুসারে ঐ অব্দের ৩ আইন অনুসারে বিশেষ কমিসনরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

টি, জে, সি গ্রাণ্ট সাহেব কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বাবু দুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা কার্য্যের কমিটীর সভ্য হইলেন।

রেবেণিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সভ্য এচ, ডি, এচ, ফরগুসন সাহেব সংপূর্ণ সভ্য হইবেন।

পাটনার প্রতিনিধি কমিসনর জি, এফ, কোবরণ সাহেব তথাকার সংপূর্ণ কমিসনর হইবেন।

এচ, সি, এম, রিড সাহেব তিনি এক্ষণে বিদায় লইয়া আছেন, কটকের কমিসনর হইবেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি কমিসনর বি, এচ, সক সাহেব উক্ত বিভাগের সংপূর্ণ কমিসনর হইবেন।

ময়মন সিংহের প্রতিনিধি জজ জে, সি, ডজসন উক্ত জেলার সংপূর্ণ জজ হইবেন।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জজ এফ, এ, এলফিনষ্টোন ও ডালরম্পল সাহেব উক্ত জেলা দ্বয়ের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

ই, গ্রে সাহেব প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন; কিন্তু যত দিন অন্য আজ্ঞা না হয় নদীয়ার বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

জে, পি, এচ, ওয়ার্ড সাহেব দিনাজপুরের দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু যত দিন অন্যকোন আজ্ঞা না হয় ২৪ পরগনার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট থাকিবেন।

ডবলিউ মাকফর্সন সাহেব চট্টগ্রামের জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন; কিন্তু যতদিন অন্যকোন আজ্ঞা না হয় রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এফ, বি, পিয়ার্স সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

১লা মে—অবধি এই সকল নিয়োগ হইবে।

সি, জে, মেকেঞ্জি মেদিনীপুরের দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১২ই মে—ডবলিউ এল টি স্মিথ সাহেব ১৪ই এপ্রেল অবধি মুঙ্গেরের সব ডেপুটি অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

১২ ই—মে জে ডবলিউ আর তামস বরি সাহেব যশোহরের সাধারণ শিক্ষাসংক্রান্ত কমিটির সম্পাদক হইবেন।

১৩ই মে—এফ বি পিকক্ সাহেব মেদিনীপুরে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

ই বি বেকর সাহেব কিছুকালের জন্য প্রধান পুলিষ ইন্স্পেক্টরের সহকারি প্রতিনিধি হইবেন।

১৫ই মে—কটকের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরচন্দ্র ঘোষ কান্দ্রাপাড়া বিভাগের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এক্ষণে তাহার যে ক্ষমতা আছে তদ্ভিন্ন ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারা অনুসারী ক্ষমতা পাইবেন।

১৬ই মে—পি, এ, কার্ক সাহেব কলিকাতায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আহম্মদ পাবনায় বদলি হইয়া ঐ প্রদেশে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এফ গ্রাণ্ট সাহেব নাটোর বিভাগের কার্য্যভার পাপ্ত

হইবেন এবং ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারা ও ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারা মতে রাজসাহিতে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বলুয়ার নিমক চৌকীর প্রতিনিধি অধ্যক্ষ বাবু সূর্য্যকান্ত মুখোপাধ্যায় ঐ প্রদেশে নিমক চৌকীর অধ্যক্ষ হইবেন।

বালেশ্বরের নিমক এজেন্টের দ্বিতীয় সহকারী ডব্লিউ সি মেজ সাহেব অষ্টম শ্রেণিস্থ ছিলেন সপ্তম শ্রেণিতে অধিরূঢ় হইবেন।

আর, শিনক্লেয়ার সাহেব জলেশ্বরে নিমক চৌকীর অষ্টম শ্রেণির সহকারী অধ্যক্ষ হইবেন।

কলিকাতার প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টর ও আবকারি অধ্যক্ষ জে, মেকেঞ্জি সাহেব ১৮৬০ সালের ৩০ আইন অনুসারে ঐ স্থানের কমিসনর সভার সম্পাদক হইবেন।

১৭ই মে—সদর দেওয়ানি নিজামত আদালতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত জজ নিযুক্ত হইবেন।

এফ, বি, কেম্প সাহেব ডবলিউ, এস, সিটনকার সাহেব, এল, এস, জাকসন সাহেব।

ডবলিউ, এইচ, হেণ্ডারসন সাহেব বাখরগঞ্জে সিবিল ও সেসিয়ান জজের প্রতিনিধি হইবেন।

জে, এফ, আলেকজাণ্ডর সাহেব মুঙ্গেরে মাজিষ্ট্রেটের ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জে, টুইডি সাহেব চুনা ডেঙ্গার কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং ফৌজদারী আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারা মতে ও ১৮৫৬ সালের ১০ আইনের ১ ধারা মতে প্রথম শ্রেণির সহকারি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন এবং ১৮৫৪ সালের ১০ আইন মতে নবদ্বীপে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

জে বিম্‌স সাহেব পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

ডবলিউ এল হিলি সাহেব ময়মন সিংহে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জে বি ওয়ারগান সাহেব দিনাজপুরে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু অভয়চরণ মল্লিক বারাসত বিভাগের কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং ২৪পরগনার মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

এইচ ব্রিভারলি সাহেব মুঙ্গেরে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারি হইবেন এবং ঐ প্রদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য সম্পাদক এজি মেকফারসন সাহেব আপন কর্ম্মভিন্ন কিছুকালের জন্য কলিকাতা ছোট আদালতের প্রথম জজের প্রতিনিধি স্বরূপ থাকিবেন।

নিম্নলিখিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরেরা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

চট্টগ্রামে মৌলবি তজমল আলি ও বাবু ভগবানচন্দ্র বসু। মেদিনী পুরে মৌলবি জোহর আলি।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিরা ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারা মতে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও১৮৫৯ সালের ১০ আইন মতে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বর্দ্ধমানে জে টুইডি।

কটকে আর ডি হাইম।

পাটনায় এইচ সি বি সি বেবান।

মুরসিদাবাদে ডবলিউ আরল লারমনি।

বীরভূমে এইচ এল হারিসন সাহেব।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিরা ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারা অনুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

শ্রীহট্টে বাবু কালিকাদাস দত্ত বি এ এবং বি এল।

ত্রিপুরায় বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়।

সাঁওতাল প্রদেশে জি সি এম স্মিথ সাহেব।

বগুড়ায়, এফ গ্রান্ট সাহেব।

বর্দ্ধমানে, এইচএল জেক্স।

ঢাকায় ডি ডবলিউ রিচি।

চট্টগ্রামে এইচ ডবলিউ বারবার। ও, মৌলবি আহাম্মদ।

পূর্ণিয়ায় বাবু হরিচরণ ঘোষ।

যশোহরে বাবু মহিম চন্দ্র পাল।

বাখর গঞ্জে মৌলবি আবদুল গফুর।

—••—

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক।

মহোদয়েষু।

সসম্মাননিবেদনং।

২৫এ বৈশাখ গোয়ালিয়রের শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর বৃন্দাবনে আগমন করিয়া অদ্য আগরার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

গত ২৪।২৫এ বৈশাখ এপ্রদেশে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে। তদ্দ্বারা গম প্রভৃতি শস্যের কিঞ্চিদপকার হইয়াছে।

এবৎসর শস্যের মূল্য গত দুই বৎসর অপেক্ষা ন্যূন হইয়াছে। কেবল তৈল ও ঘৃতের মূল্য অধিক হইয়াছে।

এবার বৃন্দাবনে বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের অধিক সংখ্যা যাত্রী আসিয়াছে কিন্তু স্ত্রীলোকের সংখ্যা অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অল্প।

২৭এ বৈশাখ।

সন ১২৬৯। বৃন্দাবনস্থ পাঠকস্য।

বৃন্দাবন।

—•—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক।

মহাশয় সমীপেষু।

সুখের তরুতে দুঃখ বিপরীত ফল।

হেরিয়ে নয়নে বহে অবিরত জল।

অক্ষম ও অবোধ বালকেরা কোন দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উহাদিগের উৎসাহ প্রদানার্থ আপনারাই তাহার ভারগ্রহণ করিয়া সেই অনুষ্ঠিত কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমি সেই ভরসা করিয়া একটি ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপন করি। ভাবিয়াছিলাম এখানে যে সমস্ত ধনী ও ক্ষমতাপন্ন লোক অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা অবশ্যই এই অনুষ্ঠিত কার্য্যটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিদ্যালয়টির বয়ঃক্রম প্রায় এক বৎসরেরও অধিক হইল, কোথায় বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে কান্তি পুষ্টি হইয়া সুশ্রী হইয়া উঠিবে, তাহা না হইয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ দিনং ক্ষীণ হইয়া হতশ্রী হইতেছে। ফলতঃ একাল মধ্যে ঐ বিদ্যালয়টি কোন মহাত্মার দৃষ্টিপথেও পতিত হইল না।

সম্প্রতি অত্রত্য ডেপুটি মাজেষ্ট্রেট শ্রীযুৎ এচ্, রাইলগু সাহেব ন্যায়ানুগত হইয়া সুনিয়মে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি যে শিষ্টপ্রজারঞ্জন ও দুষ্ট দমন একথা বলা বাহুল্য। এক্ষণে নীলপবনে না উড়াইলে হয়। ইনি এই স্থানে কিছু কাল স্থায়ী হইলে বিদ্যালয়টিরও উন্নতি হইবার সম্ভবনা আছে।

১১ই মে ১৮৬১। ভবদীয় বশম্বদ।

২৯ বৈশাখ ১২৬৯। শ্রীগুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

নদীয়ান্তর্গত দুড়িয়া।

মান্যবর শ্রীযুত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! নিম্ন লিখিত সম্বাদ কয়েকটি যদি প্রকটিত হইবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে প্রকাশিত করিবেন।

১। প্রায় তিন মাস হইল এখানে একটী হিতার্থিনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সভা অদ্যাবধিও কোন বিশেষ কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই; খৃষ্টান সভ্য ও অন্য সভ্যের সহিত বিবাদই ইহার কারণ। এখন খৃষ্টান সভ্যেরা সভা ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা আশা করিতেছি সভা শীঘ্র [illegible] প্রকাশ করিবেন।

২। মহাশয় কালনা আশ্চর্যানক স্থান। ইহাকে দেখিলে বোধ হয় না যে এখানে ব্রিটিসদিগের অধিকার আছে। এখানে অদ্যাবধিও একচেটিয়া বাণিজ্য আছে। আলু, পান মিসি ইত্যাদি অনেক দ্রব্য একজনই বিক্রয় করিবে, দ্বিতীয় জনের বিক্রয়ের স্বত্ব নাই। এদিকে ঘাটে নৌকা লাগিলেই আট আনা শুল্ক দিতে হইবে। আপনি এমন মনে করিবেন না যে এই টাকা কোম্পানিতে লয়, এ টাকায় বর্দ্ধমানের রাজার অধিকার।

৩। শ্রীযুক্ত বাবু জীবানন্দ ভট্টাচার্য্য যিনি কলিকাতা সংস্কৃতবিদ্যালয়ের ছাত্র তাঁহার অবকাশ হওয়াতে এখানে আসিয়া একটী ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন, ও প্রত্যহ সেখানে নিজে শিক্ষকতাকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, বিদ্যালয়টী সুন্দর চলিতেছে। প্রায় ষোল সতর জন ছাত্র আসিতেছে।

৪। গত ২৫ শে বৈশাখ জীবানন্দ বাবুর উদ্যোগে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে সে দিন ২০ জন ব্রাহ্ম ও অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। নিয়মিত রূপে উপাসনা সাঙ্গ হইলে জীবানন্দ বাবু একটী উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যান দিলেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল। খৃষ্টানেরা ব্রাহ্মবিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম সমাজ হওয়াতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, ক্রুদ্ধ কেন বিদ্যালয় ও সমাজ যাহাতে ভঙ্গ হয় তাহার চেষ্টায় আছেন। যাহা হউক তাঁহারা কিছু করিতে পারিবেন না।

৫। এখানে চৌকিদারি টাক্স অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। চৌকিদারি টাক্স লইয়া রাস্তায় আলোক দেওয়া হইবে। কিন্তু কালনার অধিবাসীরা এত নিঃস্ব ও দরিদ্র যে ইহাদিগের অনেকের গৃহে অনেক দিন আলোক পড়ে না। আর চৌকিদারি টাক্স দ্বারা কি হইবে না রাস্তা উত্তম রূপে বাঁধা হইবে, কিন্তু আমি উত্তম রূপে বলিতেছি যে অনেকের বাটীর মধ্যে এতবন যে জঙ্গল বলিয়া বোধ হয়।

২৭ শে বৈশাখ।
১৮৬২ ইং অব্দ। শ্রীদিননাথ শর্ম্মা।
কালনা।

—•—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এখানে একটি ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার উৎপাতে অত্রত্য অধিবাসিগণ রাত্রিযোগে বাহিরে যাইতে পারে না। ঐ ব্যাঘ্র গত ৯ই বৈশাখ রজনীতে একটি দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে উদরসাৎ করিয়াছে। অনুসন্ধান দ্বারা তাহার মস্তকটী মাত্র পাওয়া গিয়াছে। অপর, এতৎপ্রদেশে ওলাউঠা রোগেরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি যাহাতে প্রত্যহ দুই একটি কাল কবলে পতিত হইতেছে না, এমন গ্রাম অতিবিরল। অতএব শীঘ্রই ইহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নতুবা ত্রিবেণী বংশবাটী প্রভৃতি স্থানের ন্যায় ইহার উৎসন্ন হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

১২ই বৈশাখ। নিবেদনম।
সন ১২৬৯। কস্যচিৎ অধিবাসিনঃ
বাইট ঘর।

—•—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়ং নিবেদনমিদং।

সম্পাদক মহাশয়! চোরের দৌরাত্ম্যে এ গ্রামে বাস করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত রাত্রি প্রায় সভয়ে জাগিয়া থাকিতে হয়। গত বৎসরও প্রায় এই প্রকার হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের জাগিয়া রাত্রি কাটাইতে হয় নাই। এ বারও যেপ্রকার উপদ্রব, তাহাতে বোধ হয় যে ভিন্ন গ্রামে বা বাস করিতে হয়। গত বৃহস্পতিবার রাত্রে এই গ্রামবাসী শ্রীদিননাথ বন্দোপাধ্যায়ের বাটীতে চুরি করিয়া বস্ত্রালঙ্কারে প্রায় ৩০০ শত টাকার জিনিস লইয়া গিয়াছে, এবং মধ্যে২ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে আজি অমুক বাটীতে সীঁদ দিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে আজি অমুক বাটীতে সীঁদ দিয়াছিল কিন্তু কিছু লইতে পারে নাই, যে খানে যাই এ প্রকার কথা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের কিছুই শুনিতে পাই না। মহাশয়! দুঃখের কথা কি বলিব গত রাত্রে আমাদের প্রতিবাসী ৮ জনার বাটীতে চুরি হইয়া ছ।

মহাশয়! এই গ্রামে একটি থানা আছে বটে ও তাহাতে একজন জমাদার ও কএক জন কর্ম্মচারী ও আছে এবং গ্রামান্তরে লম্বোদর দারোগা নায়েব দারোগা প্রভৃতি মহাত্মারাও আছেন, কিন্তু ইহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইতে ত দেখি না, কেবল স্বীয় উদর পূরণে অত্যন্ত পটু। প্রজাদের সর্ব্বনাশ হউক আর যাহা হউক তাহাতে তাহাদের কি ক্ষতি? তাহাদের উদর পূর্ণ হইলেই হইল। যদি কেহ আসিয়া তাহাদিগের নিকটে কহে, অমুকের বাটীতে গত রাত্রে চুরি হইয়াছে, অমনি তাহারা শবদর্শনার্থী গৃধ্র যূথের ন্যায় দলবলে ঐ দুঃখিত ব্যক্তির বাটীতে গমন পূর্ব্বক আপনং বলবীর্য্যের পরিচয় দিয়া ধুম ধাম করিতে থাকেন। চোরের অনুসন্ধান করা ওদিকে থাকুক, আগে ঐ ব্যক্তির বাটী অনুসন্ধান করা হয় ও তাহাকে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া দিব্য করান হয়। মহাশয় এই গ্রামের দুই ক্রোশ অন্তরে মাজিষ্ট্রেটের কাছারিও আছে। তাঁহারা নিজে কোন অনুসন্ধান করেন না, কেবল পরের মুখে ঝাল খান। কর্ম্মচারিরা কোথায় কি করে তাহার সমাচার লন না। তাহা না হইলে আমরা মধ্যে২ এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে পতিত হইব কেন?

৩১ বৈশাখ। চৌরৈরুদ্বেজিতস্য
সন ১২৬৯। কস্যচিৎ কোন্নগর নিবাসিনঃ।

———

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বামনদাস ঘোষ রাণাঘাট
১২৬৯ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ টাকা
" " ব্রজেন্দ্র কুমার রায় ঢাকা
১২৬৯ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" " পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী আমতা
১২৬৯ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" " দ্বারকানাথ ঘোষ হাবড়া
১২৬৯ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

৪ ভাগ। ২৯ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ২১ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৬২। ২ জুন | মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২১ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

অন্যায়নিবারণী সভার আবশ্যকতা।

মুসলমানদিগের অধিকারের কথা থাকুক, ইংরাজদিগেরই প্রাথমিক অধিকার কালে শুনিয়াছি ডাকাইতেরা প্রকাশ্যরূপে পত্র লিখিয়া ডাকাইতি করিতে যাইত; দুর্দ্দান্ত ধনবান অথবা জমীদারেরা প্রকাশ্য রাজপথ হইতে সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে স্বগৃহে ধরিয়া লইয়া যাইত; চৌরের উপদ্রবে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রাসুখ অনুভব করা ভার ছিল; প্রবলের আস্ফালজন দুর্ব্বলের সর্ব্বত্র প্রাণনাশের না হউক প্রাণনাশ সদৃশ যন্ত্রণা ভোগের হেতু হইত। এখন সর্ব্বপ্রদেশে (নীল প্রধান প্রদেশে ইহার অনেক উপদ্রব আজিও জাগরূক আছে) না হউক, অনেকস্থলে উল্লিখিত দৌরাত্ম্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। শাসন প্রণালীর দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি নয়নগোচর হইতেছে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের সম্যক অত্যাচার নিবারণের আজিও বহুবিলম্ব আছে। এক্ষণে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে অত্যাচার করিলে তদ্বিষয় সহসা রাজগোচর ও সপ্রমাণ হইয়া গুরুদণ্ড হইবার সম্ভাবনা আছে, দুষ্টেরা তাদৃশ অত্যাচার প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। দুর্ব্বলের পক্ষে আদালতে যে অত্যাচার প্রমাণ করা নিতান্ত কঠিন, এক্ষণে তাদৃশ অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত দৃষ্ট হইতেছে। আদালত হইতে সে সকলের প্রতীকার সহজ নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

বোধ কর প্রবল ও দুর্ব্বল উভয়ের ভূমি পাশ্ব সংলগ্ন। প্রবল সীমা অতিক্রম করিয়া দুর্ব্বলের পাঁচ হাত ভূমি হরণ করিল। যেরূপ আদালতের গতি, পাঁচহাত ভূমির উদ্ধার অন্ততঃ ৫০ টাকার ন্যূন সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা আদালতে মকদ্দমা করিয়াছেন, তাঁহারা কখন ৫ হাত ভূমির জন্য ৫০ টাকা ব্যয়ের কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন না। আমরা ঐরূপ একটী সীমাতিক্রমের মকদ্দমার বৃত্তান্ত জানি। এককাঠা ভূমি লইয়া সেই বিবাদ হয়। তাহাতে ১২৫ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। কোন্ বিষয়ে কি ব্যয় হইয়াছিল, তাহার সমুদায় ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু যে প্রক্রিয়াতে মকদ্দমাটী হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন আমরা যে ব্যয়ের কথা কহিতেছি, তাহা হইতে পারে কি না?

প্রথম আবেদন ও উকীলের ব্যয়। এক কাঠা ভূমির মকদ্দমায় আইনে যে উকীলের ব্যয় নিরূপিত আছে, তাহা অতি যৎসামান্য। তাহাতে উকীলেরা মকদ্দমা গ্রহণ করিতে সম্মত হন না, সুতরাং অধিক দিতে হইল। তাহার পর পদাতিকের মিয়াদ দিয়া নালীশ হইয়াছে, প্রতিবাদিকে জানাইতে হইল। প্রতিবাদী তাহার কোন উত্তর দিল না, পুনরায় সমন জারী করিতে হইল। সুতরাং পুনরায় পদাতিকের মিয়াদ দিতে হইল। তাহার পর সাক্ষী। এদেশের সাক্ষীর এমনি দুর্দ্দশা যে যাঁহারা অর্থ গ্রহণ না করেন তাদৃশ ভদ্রলোকেরা সাক্ষ্যদানে [illegible] পরাঙ্মুখ; তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণান্তেও আদালতে যাইতে চাহেন না। অতএব সাক্ষী লইয়া যাইতে হইল। অতএব সাক্ষিদিগের এই রীতি, তাহারা সম্য

বলুক, আর মিথ্যা বলুক, টাকা না পাইলে আদালতে পদার্পণ করে না। টাকা পাইলেই যে তাহাদিগের মন প্রসন্ন হইল, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান জামাতা হইলে তত আদর করিতে হব না, এত আদর করিয়া ঐ সকল সাক্ষীকে গাড়িতে (জন্মের মধ্যে তাহাদিগের এই যা গাড়িচড়া হয়) লইয়া যাইতে হয় এবং রাজভোগে আহার করাইতে হয়। সাক্ষী লইয়া যাইবার দিন আপনার প্রিয়তমার অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া অলঙ্কার বন্ধক দিতে হউক অথবা বসতিবাটী বিক্রয় করিতে হউক, বাদী অথবা প্রতিবাদী কিছুতেই কাতর নহেন (হা বিধাতঃ লোকের যে অসাধুতা ও নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ এই বিড়ম্বনা হইতেছে, তাহা কবে অন্তর্হিত হইবে) এইরূপে সাক্ষিগণকে আদালতে লইয়া গিয়া সাক্ষির জবানবন্দী করান হইল। এসময়ে আমলাদিগের কিছু প্রাপ্য আছে। তাঁহারা ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রতি সাক্ষিতে একটাকা অথবা আটআনা লইয়া থাকেন (যাঁহারা কিঞ্চিৎ অধিক দেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সাক্ষ্য অনুকূল হয়) তাহা দিতে হইল।

উভয় পক্ষের এইরূপে সাক্ষ্য দেওয়া হইলে বিচারকর্ত্তা সন্দিহান হইয়া মফস্বলে আমীন পাঠাইয়া দিলেন। আমীনের উদর বৃহৎ, যাঁহার ন্যায়পক্ষ তিনি তাহা পূর্ণ করিতে পারিলেন না, সুতরাং আমীন বিপরীত রোয়দাদ দিলেন। প্রস্তাবিত মকদ্দমায় কয়েকজন ভদ্রলোক সাক্ষী ছিলেন। প্রসিদ্ধ ১৯ আইন জারী করিয়া তাঁহাদিগকে আদালতে লইয়া যাওয়া হইল। তাহাতেও অল্প ব্যয় হইল না। কিছুতেই বিচারকর্ত্তার সংশয়চ্ছেদ না হওয়াতে তিনি স্বয়ং মফস্বলে গেলেন। তাঁহার বাইনেরাও (আমলারা) তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। আমলারা কখন বিনা লাভে একপদ গমন করেন না। তাহাতেও কিছু গেল। শেষে সুবুদ্ধি বিচারপতি অর্থিকে হারাইয়া দিলেন। আপীল হইল, তাহাও বিনা অর্থব্যয় সম্পন্ন হইল না। এখন পাঠকগণ কি বিবেচনা করিতেছেন, এককাঠা ভূমির উদ্ধারার্থ ১২৫ টাকা যাওয়া অসম্ভাবিত? দরিদ্রব্যক্তি এ টাকা কোথায় পায়?

পল্লীগ্রামে এক কাঠাভূমির মূল্য সচরাচর পাঁচ টাকার বড় অধিক হয় না। এই পাঁচটাকার উদ্ধারার্থ ১২৫টাকা ব্যয় করিতে সকলের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? মকদ্দমা করা কেবল অর্থব্যয় হইলেও হয় না, লোকবল চাই। যাহার লোকবল নাই, অন্যে বিষয় কাড়িয়া লইতেছে দেখিয়াও তাহাকে অগত্যা মনোদুঃখ মনে নীল করিতে হয়।

আমরা দিগ্দর্শনার্থ একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, মফস্বলে দিন২ এইরূপ সহস্র২ অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাহার নিবারণের উপায় কি? আদালতের দোষ সংশোধিত হইলে আদালতই তন্নিবারণে প্রভু হইবেন, এ আশা সুদুরপরাহত। গ্রামের ভদ্র ও ধার্ম্মিক লোকদিগেরই এতন্নিবারণের উপায় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। স্থানে২ অন্যায় নিবারণী সভাস্থাপন তন্নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়।

কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে এই সভাস্থাপনে কৃতোদ্যোগ হইতে হইবে। যে সে ব্যক্তিকে সভ্য করিয়া ইষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদিগের ধর্ম্মভয় আছে, যাঁহারা অন্যের হিত সাধনকে প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন এবং অর্থে অথবা চাটুবচনে যাঁহাদিগের চিত্তকে বিচলিত করিতে না পারে, তাঁহারাই এই সভার সভ্যপদ লাভের যোগ্য পাত্র। এই সভাকে যে রীতিতে যে যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহারও উল্লেখ করা যাইতেছে। এই সভা ধর্ম্ম অথবা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না, অন্যা২ প্রকার অন্যায়নিবারণের চেষ্টা করিবেন। কেহ কাহার প্রতি যদি অন্যায়াচরণ করেন, কোনরূপে তাহা সভার গোচর হইলে সভা প্রথমে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন। অন্যায় কর্ত্তার অন্যায়টী সভার হৃদয়ঙ্গম হইলে সভা অগ্রে অন্যায়কারিকে তদ্বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইবার অনুরোধ করিবেন। তিনি যদি অনুরোধ রক্ষা করেন, উত্তম, অন্যথা সভা অন্যায়সহিষ্ণুর প্রতিনিধি হইয়া ঐ বিষয়টী নিকটস্থ বিচারপতির গোচর করিবেন, বিচারকর্ত্তা কেবল সভার বাক্যের উপরে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে না চাহেন, অনুসন্ধান করিয়া ন্যায়ান্যায় নির্ণয় করিবেন।

এস্থলে এই আপত্তি হইতে পারে, বিচারকর্ত্তারা সভার কথা শুনিয়া কার্য্য করিবেন কেন? অর্থি প্রত্যর্থির আবেদনাদি শ্রবণ করিয়া কার্য্য করিবারই নিয়ম ও রীতি আছে। ইহার উত্তর এই, যদি প্রস্তাবিত সভা সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকলে যত্নবান্ হন, সভার কথা শুনিয়া কার্য্য করিবার আইন হওয়াও তখন দুরূহ হইবে না। অন্যায় নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। সেই অন্যায় নিবারণ যখন সভার উদ্দেশ্য হইতেছে, তখন গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুমোদন না করিবেন কেন? এস্থলে বিশেষ করিয়া আমাদিগের একটা বক্তব্য এই, অন্যায় নিবারণার্থই সভার সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু সভা যেন এক পক্ষে পক্ষপাতিনী হইয়া স্বয়ং অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন। সভা ন্যায়োপেত কার্য্য করিলে গবর্ণমেণ্ট হৃষ্ট চিত্তে অনুমোদন করিবেন সন্দেহ নাই। এইরূপ সর্ব্বত্র সভা হইলে গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় ও পরিশ্রমেরও অনেক লাঘব হইবে। এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কিছু কিছু অর্থের প্রয়োজন হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই

অর্থ চাঁদা দ্বারা গ্রামস্থ লোকদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

কেহ২ মনে করিতে পারেন, আমরা ভারতবর্ষীয় সভার শাখা অথবা প্রাচীন পঞ্চায়েত স্থাপন প্রসঙ্গ করিতেছি। ভারতবর্ষীয় সভা ও পঞ্চায়েতের ব্যাপক বিষয়, কিন্তু ইহার বিষয় ব্যাপ্য। ভারতবর্ষীয় সভা গবর্ণমেণ্ট কৃত আইনাদির দোষ সংশোধনেই সমধিক যত্নবতী, এ সভার সে উদ্দেশ্য নহে, এ সভা প্রজাগণের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অত্যাচার নিবারণেরই চেষ্টা করিবেন। পঞ্চায়েত ধর্ম্মাদি যাবতীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, ইহার সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ উদ্দেশ্য নহে।

আমেরিকার সংবাদ।

হরকরা সম্পাদক ২৬এ এপ্রেল পর্য্যন্তের যে আমেরিকার সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে কহিয়া দিতেছে, আমেরিকার দক্ষিণাংশের সহিত উত্তরাংশের যে বিবাদ হইতেছে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয় রাজ্য তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন, সহজে যদি মীমাংসা না হয়, ঐ উভয় গবর্ণমেণ্ট বল প্রকাশেও পরাঙমুখ হইবেন না।

টেলিগ্রাফ যোগে যে সমস্ত সমাচার আইসে, কর্ম্মচারিদিগের দোষে বহু সময়ে তাহার বহু ব্যতিক্রম ঘটে। উল্লিখিত বিষয়ে যদি সেইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, কথা নাই, যদি তাহা না হইয়া সম্বাদটি সত্য হয়, আমাদিগের অন্তঃকরণ বিস্ময় দ্বারা একান্ত অভিভূত হইতেছে। ভয় প্রদর্শন দ্বারা হউক, আর মৈত্রী দ্বারা হউক, আমেরিকার বিবাদ শান্তি হইলে জগতের বহুতর ইষ্ট লাভ হয় সন্দেহ নাই। এই ফলটি বিবেচনা করিলে উক্ত উভয় গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত কার্য্যে অনুমোদন করিতে কোন ক্রমেই আমাদিগের অনিচ্ছা জন্মে না, কিন্তু আমাদিগের বিস্ময়ের কারণ এই, তাঁহারা কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া এবম্বিধ কার্য্যে প্রবৃত্তি বিধান করিতেছেন? আমেরিকা স্বাধীন রাজ্য, তাহার উপরে ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্সের প্রভুত্ব নাই। কিন্তু ঐ উভয় রাজ্য প্রভুর ন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উত্তর আমেরিকার লোকেরা ভীত হইয়া যদি যুদ্ধপ্রয়াস পরিত্যাগ করেন, সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করিলে উত্তরাংশের লোকদিগের অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার সমধিক সম্ভাবনাও আছে। একে উক্ত উভয় গবর্ণমেণ্ট প্রবল, শত্রুতা জন্মিলে প্রবলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উত্তরাংশের গবর্ণমেণ্টের অর্থের সচ্ছল নাই।

কিন্তু উত্তরাংশের লোকদিগের যদি অপমান জ্ঞান প্রবল হইয়া উঠে, এ সকল চিন্তা তিরোহিত হইয়া যায়, তাহা হইলেই বিষম অনর্থ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয় গবর্ণমেণ্ট যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দক্ষিণাংশের আনুকূল্য করা হইতেছে। কিন্তু সেই সাহায্য দান বিধিবোধিত হইতেছে না। অনুধাবন করিয়া দেখিলে দক্ষিণাংশের লোকেরা এক প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লবকারী। দক্ষিণ ও উত্তর উভয় প্রদেশের লোক এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকাতেই আমেরিকার যত গৌরব। এক্ষণে দক্ষিণাংশ স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টা করাতে সেই গৌরব হানি হইতেছে। ইংলণ্ড যে আমেরিকার নিকট পরাভূত হন, উভয় অংশের ঐক্যাবস্থায় অবস্থান কি তাহার কারণ নয়? ফলতঃ দক্ষিণাংশের লোকেরা স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টা করাতে আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট ঘটিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি নিজ গবর্ণমেণ্টের অনিষ্টকারী, তাহাদিগের সহায়তা করা কি কখন বৈধ হয়?

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয় রাজ্য আমেরিকার বিবাদে হস্তক্ষেপ করাতে আমাদিগের আর একটি অনিষ্টের আশঙ্কা জন্মিতেছে। উত্তরাংশের লোকদিগের দাস ব্যবসায়ের প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষ বুদ্ধি আছে। অতএব উত্তরাংশের জয় হইলে যে ঐ ব্যবসায় বিলুপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে অধিকতর সন্দেহ জন্মিতেছে না। কিন্তু দক্ষিণাংশ যদি স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়, দাস ব্যবসায় বিলোপের বহুবিঘ্ন ঘটিবে সন্দেহ নাই।

১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন

সংশোধন প্রস্তাব।

উপরি উক্ত আইনসংক্রান্ত ভারতবর্ষীয়সভার আবেদন প্রসঙ্গকরা আমাদিগের গতবারের প্রতিজ্ঞাত বিষয়। ঐ আইন সংশোধিত হইয়া যে আইন প্রস্তাবিত হয়, তাহার ২, ৩ ধারায় লিখিত হইয়াছে, অর্থী অথবা প্রত্যর্থীর প্রতি যে দণ্ডদান অথবা মকদ্দমার ব্যয় দিবার অনুমতি হইবে, তাহা সুদ সমেত দিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় সভা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ প্রতিবাদ ন্যায়ানুগত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

অপর, সংশোধিত আইনের দ্বিতীয় ধারায় এই প্রস্তাব হয়, যদি কোন প্রজা খাজনা না দেয়, নালীশ হইলে তাহাকে আপনার দেয় খাজনা ও দণ্ড উভয় দিতে হইবে। ভারতবর্ষীয়সভা এবং পরিষদ্ প্রসঙ্গ করিয়া এই প্রস্তাব করেন, প্রজাকে সময় দিবার নিমিত্ত কিস্তি ক্রমে খাজনা দিবার নিয়ম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে প্রজা তিন কিস্তি আপনার দেয় খাজনা না দিবে, শেষ ডিক্রির ১৫ দিনের পর তাহার জমা বাজেআপ্ত হইবে। এ প্রস্তাবটী সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। প্রজাগণকে পৈতৃক জমা হইতে বহিষ্কৃত করা কোন ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে। জমীদারের পক্ষে যদি অত্যা

চার না থাকে, ন্যায্য খাজনা দিতে অসমর্থ এখন এমন প্রজা অতিবিরল। তাহাদিগের জমা বাজেআপ্ত হইবার অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এদেশীয় প্রজারা নিজ গৃহ ও পরিবার বর্গের ন্যায় আপন আপন জমার প্রতি অধিকতর স্নেহ করে। ভূমি হস্তান্তর হইবার ভয় না থাকিলে তাহারা প্রাণপণে তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। জমীদারেরা সেটী বুঝিতে পারেন না। ভূমির শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তম শস্যাদি জন্মিলে প্রজার সচ্ছল হয়। প্রজার সচ্ছল হইলেই জমীদারদিগের স্বচ্ছন্দ, তাহাও জমীদারদিগের অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তবে যাহারা দুষ্ট, জমা বাজেআপ্ত করিবার নিয়ম করিয়া তাহাদিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা না পাইয়া যদি দণ্ডের নিয়ম করা হয়, তাহা হইলে কি অভীষ্ট লাভ সম্ভাবনা নাই? কেবল এক দণ্ডভয় দ্বারা দস্যু তস্করাদির নিবারণ হইয়াছে, আর যাহারা দুষ্টতা করিয়া খাজনা না দেয়, দণ্ড দ্বারা তাহাদিগের কি শাসন হওয়া সম্ভাবিত নয়?

সংশোধিত আইন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভার যে দুটী প্রধান আপত্তি, তদ্বিষয় উল্লিখিত হইল। তদ্ভিন্ন, সভা অসংশোধিতাবস্থ আইনের যে যে অংশের সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত হইতেছে। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ৩।৪।৫ ও ৬ ধারার তাৎপর্য্য এই, যে প্রজা কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল (৪ ধারায় ২০ বৎসরের এবং ৬ ধারায় ১২ বৎসরের কথা আছে) যে ভূমি একবিধ খাজনা দিয়া ভোগ করিয়া আসিয়াছে, জমীদার তাহাকে তাহার ভোগ হইতে বঞ্চিত করিতে অথবা তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এধারাগুলি দশশালার বন্দোবস্তের প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ বলিয়া ভারতবর্ষীয় সভা ইহার পরিবর্ত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু এতৎ পরিবর্ত্ত আমাদিগের অনুমোদিত নহে। যে ব্যক্তি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত একবিধহারে খাজনা দিয়া আইসে, তাহার তাদৃশ হারে খাজনা দিবার বিশিষ্ট কারণ থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। সেই কারণ জানা অথবা প্রমাণ হইল না বলিয়া তাহার ভোগ ব্যতিক্রম হওয়া কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত হইতেছে না। এস্থলে জমিদারদিগের ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত হওয়াতে তাহারা যেমন লাভবান্ হইয়াছেন এবং বাঙ্গালা দেশের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি প্রজাদিগের সহিত যদি তাঁহাদিগের চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত হয়, কেবল প্রজার নয় তাঁহাদিগেরও স্বচ্ছন্দ লাভ হইবে এবং বাঙ্গলা দেশেরও সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

১৬ ও ১৭ ধারার বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভা যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহাতে কিছু বিশেষ নুতন কথা নাই। ৩।৪।৫ ও ৬ ধারাতে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যে যুক্তিতে সেই সেই আপত্তির খণ্ডনকরা হইয়াছে ১৬ ও ১৭ধারাও সেই যুক্তিতে খণ্ডনীয় হইতেছে। দশশালার বন্দোবস্তের প্রতিজ্ঞা তজ্জই সেই যুক্তি। অদ্য প্রস্তাবদ্রাঘিম ভয়ে অন্য ২ আপত্তির বিষয় উল্লিখিত হইল না।

আফগানের যুদ্ধ।

উপস্থিত আফগানের যুদ্ধ ফণিভাষিত ভাষ্য কক্কিকার ন্যায় নিতান্ত দুর্ব্বোধ হইয়াছে। প্রথমে আমরা শুনিলাম, পারসীকেরা আফগান স্থানের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দোস্ত মহম্মদ সমর সজ্জা করিয়াছেন, ইংরাজেরা সৈন্য প্রেরণ দ্বারা দোস্তের সাহায্য করিবেন কি না, এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে শুনা যাইতেছে, পারসীকদিগের সংগ্রামাবতরণ বার্ত্তা অলীক। হিরাটের সুলতান জানের সহিত দোস্ত মহম্মদের বিবাদ। সুলতান জান বিপক্ষকে ভয় সঙ্কুচিত করিয়া স্বাভীষ্ট সাধন করিবার উদ্দেশে পারসীকদিগের সমর সজ্জা প্রচার করিয়া দেন। দোস্ত মহম্মদও স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে ঐ অলীক সম্বাদে বাতাস দেন, তাঁহার বাতাস দিবার কারণ এই, তিনি ঐ উপায়ে যদি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পান, জয় অনায়াসলভ্য হইবে। কিন্তু ছল অবলম্বন করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মধ্যে আবার শুনা গেল, সুলতান জানের সহিত দোস্ত মহম্মদের সন্ধি হইয়াছে কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে, তাহাও অলীক। ঐরূপ কথা উঠিবার একটী কারণ আছে। সুলতান জান দোস্ত মহম্মদের জামাতা। অতএব শীঘ্র সন্ধি হওয়া অসম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, এক্ষণে শুনা যাইতেছে, দোস্ত মহম্মদ সসৈন্য অগ্রসর হইতেছেন। ইংরাজেরা দোস্ত মহম্মদের সাহায্য করিবেন কি না এখনও স্থির হয় নাই।

নীলপ্রধান প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত।

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়! নীলকুঠিয়াল সাহেবেরা কর বৃদ্ধির নালিশকেই প্রজাদিগকে জব্দ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় স্থির করিয়াছেন। মফস্বলের ডেপুটী কালেক্টরেরা অনেকে তাঁহাদিগের সাহায্য করিতেছেন। এই জিলার ভূতপূর্ব্ব জজ লুইস্ ষ্টুয়ার্ট জ্যাক্‌সন্ সাহেব কুঠিয়াল সাহেবদিগের দুরভিলাষ পূর্ণ হইবার প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন। এক্ষণে এলফিনষ্টন্ জ্যাক্‌সন সাহেব নীলকর ও প্রজাদিগের কর সংক্রান্ত বিবাদ ঘটিত মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি জন্য কমিসনর নিযুক্ত হইয়া এখানে শুভাগমন করিয়াছেন। শুনিলাম এদিকে কুঠিয়াল সাহেবেরা প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে লুইস্ জ্যাক্‌সন্ অবিচার করাতে আমরা গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়া আমারদিগের মনোমত বিচারক লইয়া আসিয়াছি। প্রজারা প্রথমে সে কথায় বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু যে সকল প্রজার ভূমি দখল করিবার স্বত্ব নাই তাহাদিগের প্রতি কুঠিয়াল সাহেব স্বেচ্ছানুসারে যে নিরি-

যে দাবী করিয়াছিলেন, এলফিনষ্টন্ জ্যাকসন্ সাহেব সেই নিরিখ বলবত্ত করিয়া ডিক্রী দিতেছেন। যে সকল প্রজার ভূমি দখল করিবার স্বত্ব আছে, তাহাদিগের গুজস্তাজমার দ্বিগুণ ডিক্রী করিতেছেন। এই সদ্বিচার দর্শন করিয়া কুঠিয়াল সাহেবদিগের প্রচারিত ঐ কথাতে প্রজাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু যিনি যাহাই করুন না কেন, প্রজারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, তাহারা প্রাণান্তেও নীলবপন করিবে না। কমিসনর সাহেবের এই বিচার দর্শন করিয়া প্রজারা অনেকেই জমাজমি ইস্তফা দিয়াছে এবং বহুতর প্রজা স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। এই বিচারপতি আর কিছু কাল এইরূপ বিচার করিলেই আমি বোধ করি ভবিষ্যতে কুঠিয়াল সাহেবদিগের তাকের সমুদায় প্রজা জমাজমি ইস্তফা করিবেক।

প্রজারা কোন ক্রমেই নীলবপন করিতে সম্মত না হওয়াতে কুটিয়াল সাহেবেরা মফস্বলের মহাজনদিগকে নিষেধ করিয়া দেন যে তাহারা প্রজাগণকে ধানাদি কর্জ্জ না দেন এবং ভিন্নাধিকারনিবাসী প্রজাদিগকে জব্দ করিবার নিমিত্ত মফস্বলবাসী ক্ষুদ্র২ তালুকদারদিগকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রাহ্য না করাতে ঐ সকল মহাজন ও তালুকদারদিগের প্রতি কুটিয়াল সাহেবেরা জাতমন্যু হইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! রাম রাবণের যুদ্ধকালে ইন্দ্র রামের নিমিত্ত রথ প্রেরণ করাতে রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রকেই বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

এক্ষণে একটী অদ্ভুত মোকদ্দমার বৃত্তান্ত লিখিতেছি। কুড়ারীগাছি গ্রামবাসী তালুকদার এবং মহাজন রামকুমার মজুমদারের সহিত নিশ্চিন্তপুরের কুঠীর জেমস্ হিল সাহেবের উক্ত কারণে শত্রুতা জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে মজুমদারের হিত সাহেবের প্রণয় ও আত্মীয়তা ছিল এবং মধ্যে২ মজুমদারের নিকট টাকাও কর্জ্জ লইতেন। ঐ সময়ে সাহেবের কুঠীর জমাদার তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে চাকরী দিবার নিমিত্ত মজুমদারের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মজুমদার তদনুসারে তাঁহাকে আপন বাটীতে এক বরকন্দাজী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মজুমদারের জ্যেষ্ঠপুত্র যদু বাবু ঐ বরকন্দাজের নিকট কয়েকটী টাকা রাখিয়াছিলেন। কয়েকদিবস পরে সেই টাকা চাহিলে বরকন্দাজ কহে যে আমি তাহা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। এই অন্যায় কথা শুনিয়া যদুবাবু তম্বি করিয়া ভয় দেখাইয়া কহিলেন যে শীঘ্র টাকা না দিলে ফৌজদারীতে নালিশ করিয়া তোমাকে কএদ করাইব। বরকন্দাজ ৩ দিবসের মধ্যে টাকা আনিয়া দিব বলিয়া তাহার খুড়া উক্ত জমাদারের নিকট চলিয়া যায়। এক্ষণে হিল সাহেব এই সোপান পাইয়া ঐ বরকন্দাজকে গোপন করিয়া তাহার খুড়া উক্ত জমাদারেরদ্বারা চুয়াডাঙ্গার জাইন্ট মেজষ্টরের নিকট এই বলিয়া নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন যে জমাদারের ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। তাহাতে তাহার মনিব মজুমদার জমীদারের প্রতি সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতেছে। এই সূত্রে জাইন্ট মেজষ্টরের আদেশ ক্রমে প্রথমে পুলিষ আমলারা মজুমদারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া খানাতলাসি ও গ্রামস্থ লোক দ্বারা সুরতহাল করেন, তাহাতে প্রমাণ হয় যে সে ব্যক্তি খুন হয় নাই। টাকা আনিবার নিমিত্ত তাহার খুড়ার নিকট হিল সাহেবের কুঠীতে গিয়াছে। আমি শুনিয়াছি হিল সাহেব যখন দেখিলেন তাঁহার এই কুমন্ত্রণা নিষ্ফল হইবার উপক্রম করিয়াছে তখন তিনি কৌশলে জাইন্ট মেজেষ্টর সাহেবকে জানাইলেন যে মজুমদারের পুত্রবধূর সহিত ঐ বরকন্দাজের প্রসক্তি ছিল, সেই কারণে মজুমদারের পুত্রেরা তাহাকে খুন করিয়াছে। সুবোধ জাইন্ট মেজষ্টর সাহেবের সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তিনি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বয়ং মজুমদারের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রথমে ঘর দ্বার অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে মজুমদারের বাটীর স্থানে২ খনন করাও হইয়াছে। ঐ গ্রামে অনেক ভদ্র লোকের বাস আছে; জাইন্ট মেজেষ্টর বহুতর ভদ্রলোকের জোবানবন্দী লইয়াছেন, তাহাতে উত্তম রূপে প্রমাণ হইয়াছে যে বরকন্দাজ টাকা আনিতে যাই বলিয়া হিল সাহেবের কুঠীতে চলিয়া গিয়াছে। ইহাতেও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট কান্ত না হইয়া মজুমদারের দুই পুত্র ও বাটীর দাস দাসী প্রভৃতিকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ রাখিয়া কষ্ট দিতেছেন; রাষ্ট্র হইয়াছে যে জাইন্ট মেজেষ্টর মজুমদারের পুত্রবধূদিগকে তলব করিয়া কাছারিতে হাজির করিয়া জোবানবন্দী লইবেন। সম্পাদক মহাশয়! যদি আপনি একবার মফস্বলে আসিয়া এই বিচারপতি মহামতিদিগের আচার ব্যবহার দর্শন করেন কিছুই বিচিত্র বোধ করিবেন না। যাহা হউক আমি এক্ষণে দেখিতেছি যে ঐ ব্রাহ্মণ জমীদার প্রজার সহায়তা করিয়া ও হিল সাহেবের অবাধ্য হইয়া এককালে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইলেন। আবার জাইন্ট মেজেষ্টর সাহেব যদি তাঁহার পুত্রবধূদিগকে তলব করেন তবে দেশাচারের দোষে তাঁহাকে সমাজচ্যুত ও জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবেক। আমি আরো আপনাকে জানাইতেছি যে মজুমদার মহাশয় ও তাঁহার পুত্রেরা অতি সুশীল ও শিষ্ট।

পরিশেষে হিন্দু পেট্রিয়ট ও ইণ্ডিয়ান ফীলড্ এবং ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকটে আমার প্রার্থনা এই যে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই পত্রের সার মর্ম্ম ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া আপন আপন পত্রিকাতে প্রকাশ করিলে আমি তাঁহাদিগের নিকট পরমোপকৃত হইব। নিবেদন

১২৬৯। [illegible]ই জ্যৈষ্ঠ।

—০০—

প্রাপ্ত।

মহাশয়!

প্রচলিত প্রথা, ব্যবহার অথবা সংস্কারের বিরোধী হইয়া কোন কথা বলিতে গেলে অগ্রেই " মূর্খ দুঃসাহস, নির্লজ্জ প্রভৃতি উপাধি লইতে প্রস্তুত হইতে হয়। যিনি কোন বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন, তাঁহারই এই ভাগ্য হইয়াছে। গালিলিয়, লুথর, নক্স, রামমোহন রায় প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ও আমার অবলম্বন। ১৬ বৈশাখের সোমপ্রকাশে আমি বাবু হরকালী মজুমদার প্রণীত অনঙ্গবিলাসের দোষ গুণ বিচার প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যের বিষয়ে যে অ-

ভিপ্রায় ব্যক্ত করি, তাহাতে প্রভাকরের এক জন পত্রপ্রেরক আমার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া আমাকে "প্রবোধ প্রভাকর" "হিত প্রভাকর" ও প্রভাকরের পুরাতন ফাইল পাঠ করিতে কহিয়াছেন। তর্ক বিনা কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়না. অতএব আমার প্রস্তাব যে সর্ব্বসাধারণের এক ব্যক্তিরও নিকটে খণ্ডনীয় বোধ হইয়াছে ইহা আমার আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে।

পত্রপ্রেরক প্রথমতঃ লিখিয়াছেন আমি ঈশ্বর বাবুর লিখিত উৎকৃষ্ট কবিতাদি পাঠ করি নাই। "ঈশ্বর গুপ্তের বিরচিত কবিতার ভাব, রস, তাৎপর্য্য, উপদেশ, ও স্বভাবের স্বরূপ বর্ণন যে প্রকার সুললিত অথচ সরল ভাবে প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহার কবিত্ব শক্তি ভীবরূপ রথে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধগমনে যে প্রকার সমর্থ হইয়াছে, তিনি কবিতা কুসুমে যে প্রকার নব সৌন্দর্য্য ও প্রেমবাৎসল্য প্রভৃতি কবিতার উপযোগী অতি উপাদেয় নব নব রস প্রকাশ করিয়াছেন, আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের লিখিত বিদ্যাসুন্দরে সেই রূপ পরম রমণীয় রস বর্ণিত হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্তের সমুদায় কবিতা আমি পাঠ করিনাই সত্য, কিন্তু যে হিত প্রভাকর ও প্রবোধ প্রভাকর আমাদিগের পত্র প্রেরকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং যাহা "এদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আদর পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন" তাহা আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তক দুই খানিতে ঈশ্বর গুপ্তের উদ্ভাবনী শক্তির কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। তিনি অন্যের ভাব চুরি করিয়া কুৎসিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এই মাত্র। সত্য কথা বলিতে কি এই পুস্তক দুই খানি মুদ্রিত না করাই ভাল ছিল। পত্র প্রেরক ঈশ্বর গুপ্তের ভাব, রস, স্বভাব বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন। পাঠকগণ দেখুন নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তিতে কত "ভাব, রস ও স্বভাব বর্ণনা" আছে:—

"গোপীগঞ্জে বাস করে, গোপীনাথ নাম ধরে,
গণ্ডগবা গোপ এক জন।
কারো সহ নাহি দ্বন্দ, নাহি জানে ভাল মন্দ,
সদানন্দ পূর্ণ তার মন।।
দ্বিচারিণী দারা তার, কাণা কাণি সমাচার,
ঠার ঠোরে শোনে দ্বারে দ্বারে।
চোখে নাহি দৃষ্ট হয়, গুমরে গুমরে রয়,
হতে নোতে ধরিতে না পারে।।"

পরে কবি বর্ণনা করিয়াছেন গোপ কুটম্বের বাটী যাইবার ছল করিয়া আপনার খাটের নীচে লুকাইত থাকে। (দরিদ্র গোপের খট্টা!!!) রাত্রি যোগে তাহার স্ত্রী উপপতি সহ শয়ন করে, সে তাহা প্রত্যক্ষ করে। তথাপি উক্ত স্ত্রীলোক হঠাৎ স্বামীকে দেখিতে পাইয়া তাহার কাল্পনিক প্রশংসা করাতে গোপ তাহাতে ভুলিয়াগিয়া তাহাকে সতী স্থির করিল। ইহাতে যেমন স্বভাব বর্ণনা, তেমনি ভাব, ও তেমনি উপদেশ! যে ব্যক্তি "গণ্ডগবা" হইল তাহার কিরূপে ধূর্ত্ততা সম্ভাবিত হয়? ধূর্ত্ত ব্যক্তির নিজ স্ত্রীকে উপপতি সহ দর্শন করিয়া সেই অসতীর বাক্যে বিমোহিত হওয়াই বা কিরূপে সঙ্গত হয়?

সুন্দ উপসুন্দ।

সুন্দ উপসুন্দের প্রতি।

আর কেন মত্ত হোলে রূপবতী হেরে।
মর মর হতভাগা কেরে তুই কেরে।।
সমরেতে এখনিই যাবি শেষে হেরে।
দেব দেব দেব তোরে একে বারে সেরে।।
মরণ নিকট তোর রহিয়াছে ঘেরে।
পড়িবি কালের হাতে পালাতে না পেরে।।
পায়ে ধোরে এই নারী আমারেই দেরে।
বিষয় বিভব যত তুই গিয়ে নেরে।।
ফের যদি কথা কোস আঁখি ঠেরে ঠেরে।
পাঠাইব যমালয় এক চড় মেরে।।
কোন মুখে কুলাঙ্গার নিতে চাস এরে।
মর মর হত ভাগা কেরে তুই কেরে।।
উপসুন্দ "মুকুরেতে মুখ দেখ কালামুখো কালা
বচন করিস কেন দিছে জ্বালা পালা।।
আমারে দিলেন শিব নারী কণ্ঠ মালা।
তুই তারি পতি হবি এতো ঘোর জ্বালা।।
ভাল চাস প্রাণ নিয়ে পালা পালা পালা।
নহে তোর দেহ চিরে করি ফালা ফালা।
তুই নিবি প্রিয়তমা, এরূপসী বালা।।
নেতবে কেমনে নিবি আয় দেখি শালা।

সুন্দ উপসুন্দের যুদ্ধ ও গৃহ বিচ্ছেদ বৃত্তান্ত বীররস প্রধান কাব্যেরই বর্ণনীয়। বীররসে কি ঈদৃশ ভাষা ও ভাব ভাল লাগে? যাহারা ব্রহ্মাণ্ড জয় করিয়া ছিল, তাহারা কখন এত মূর্খ হইতে পারে না যে ভ্রাতাকে "শালা" বলে (১). কোন ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের ভাবসৌষ্ঠব ও অর্থের ঔদার্য্যবোধ ছিল, পত্র প্রেরক যে "নব নব রসের কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদিগের জানিতে বাকী রহিল।

যথার্থ বিষয়ের বর্ণনা বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব শক্তি অপ্রতিহত ছিল না। উপহাস রসিকতা ও আদিরসপ্রসঙ্গে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। মার্সমান সাহেবের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া তিনি যে প্রকার রচনা করিয়াছিলেন, আমি অন্যভাষায় তাদৃশ রচনা দর্শন করিনাই। কেবল উপহাস রসিকতা প্রদর্শন করিতে পারিলেই কিছু কেহ মহাকবি বলিয়া পরি গণিত হইতে পারেন না। যাহার বর্ণনা দ্বারা অন্তঃকরণের নানা প্রকার ভাব উচ্ছলিত ও ক্রোধাদি উদ্দীপ্ত হয়, তিনিই মহাকবি বলিয়া পরিগণিত হন। কবি যে স্থলে শোক বর্ণনা করিতেছেন, তথায় পাঠকের অন্তঃকরণ শোকভাব ও নয়ন যুগল অশ্রু জলে পূর্ণ হইবে। যুদ্ধের সময়ে চিত্ত উৎসাহে পরিপূরিত হইবে, স্বদেশের গৌরব ও দুর্গতি সম্বাদ শুনিয়া মন আহ্লাদিত ও দুঃখিত হইবে। ফলতঃ যে কবি পাঠকের মনকে আলেকজণ্ডারের গায়কের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ লইয়া যাইতে পারেন, তিনি যথার্থ কবি। যাহাতে শোকাহাহির উদ্দীপন হয় ঈশ্বর গুপ্ত এমত কি লিখিয়াছেন? প্রায় ২৫ বৎসর

(১) বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা শত্রুর প্রতি "তুই" "শালা" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। প্রাচীন কালের লোকেরা মহৎ শত্রুকেও সম্মানে সংবোধন করিতেন। দুর্য্যোধন যুদ্ধ কালেও অর্জ্জুনকে "তুমি" বলিয়া সংবোধন করিয়াছেন।

কাল ব্যপিয়া তিনি নানা প্রকার কাব্য লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রণীত কোন্ কাব্যখানি লোকের মন যথার্থ রূপে আকর্ষণ করিতেপারে? ফরাশী বিদ্রোহ কালে "মারসেলিস, হিম" নামক গীতের ন্যায় তিনি কি কোন কাব্য রচনা করিয়াছেন? পত্র প্রেরক বলেন তিনি নীলের বিষয়ে গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, যদি তিনি যথার্থ কবি হইবেন, তাহা হইলে সেই গীতে কৃষকেরা নিঃসন্দেহ উৎসাহিত হইত। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেপারি, তাঁহার গীত কৃষকদিগের শত ভাগের ৯৯ তম ভাগ শুনে নাই।

পত্র প্রেরক ঈশ্বর গুপ্তের মহার্থবিষয়িণী রচনার ত্বরিতর প্রশংসা করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আমার পুনরায় বক্তব্য এই, হয় তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, নতুবা তিনি সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ চেষ্টায় আছেন যে ব্যক্তি তত্ত্ববোধিনীর মধ্যবিধ স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহার কি "হেন থ! তুমি ঈশ্বর গুপ্ত আমি ঈশ্বর গুপ্ত" প্রভৃতি প্রলাপ সূচক কাব্য পাঠ করিয়া বিরক্তি জন্মে নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ফিনিক্স সম্পাদক শুনিয়াছেন কর্ণেল ক্রস সাহেব রাজকার্য্য বিশেষের উপলক্ষে পারস্য দেশে গমন জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক কহেন সম্বলপুরে রাস্তা নির্ম্মাণের উদ্যোগ হইতেছে। ইহাতে গবর্ণমেন্টের অনেক ব্যয় হইবে। কটকের সর্ব্বস্থানে উত্তম পথ নাই বলিয়া বড় কষ্ট হইয়া থাকে, সে কষ্ট এইবার দূর হইবে। এইরূপ অন্য অন্য স্থানেরও কষ্ট দূর করিলে ভাল হয় না?

গোয়ালিয়ারের মহারাজ আগরায় গমন করিয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক সেইস্থানের লোকদিগকে এক ভোজ দিয়াছেন। তত্রত্য কোন বিদ্যালয়ে ঐ টাকা দিলে অধিক উপকার দর্শিত।

আলাহাবাদে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী হইবে বলিয়া যে জনরব হয়, তাহা ক্রমে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

ইণ্ডিয়ানফিল্ড সম্পাদক কহেন সর মর্ডান্ট ওয়েল্‌স সাহেব পীড়িত হইয়া মান্দ্রাজে গমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র সুস্থ হইয়া আসুন। বাঙ্গালিদিগকে গালি দিবার লোক কই?

আলাহাবাদগেজেট সম্পাদক কহেন গত সপ্তাহে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে গঙ্গা ও যমুনার জল দুইহাত বৃদ্ধি হইয়াছিল।

উক্ত সম্পাদক আরো কহেন আলাহাবাদে একজন বণিক ধনাঢ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া ১০০০০ টাকা ঋণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। নগরে মধ্যে মধ্যে এইরূপ অনেক ধনী দেখা দিয়া থাকে, তথাপি লোকের চৈতন্য হয় না।

আউড গেজেট সম্পাদক কহেন তথায় সোমবার রজনীযোগে অগ্নি লাগিয়া গোমতী নদীতীরের সমস্ত খড়ুয়া ঘর ভস্মাবশেষ হইয়াছে।

উক্ত পত্রের আলমোড়ার সংবাদদাতা কহেন তথায় প্রত্যহ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে শস্যের ক্ষতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কোনস্থানে হেউটেউ কোনস্থানে কিছুই নাই।

উক্ত সম্পাদক বলেন সীতাপুরে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাদৃশ ব্যাপার কেহ কখন দেখেন নাই, প্রায় ৩ কিম্বা ৪ সের ওজনে শিল পড়িয়াছে এবং তদ্দ্বারা বহুসংখ্য জীবহত্যা হইয়াছে। এতবড় শিল ডাক্তর বুইষ্ট সাহেব কহিয়াছিলেন মান্দ্রাজে একবার বৃষ্টির সময় মৎস্য পড়িয়াছিল।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

বারাসত এত দিন এক ক্ষুদ্র জেলা ছিল। সেখানে এক মাজিষ্ট্রেট ও ১ জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট থাকিতেন, তদ্ভিন্ন মুন্সেফের কাছারি আছে এবং বন্দীগণের থাকিবার এক জেলখানা আছে। এক্ষণে সে সকল গিয়া সামান্য এক বিভাগ হইল। একটি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মাত্র থাকিবেন। বাবু অভয়চরণ মল্লিক সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। বারাসতের, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের অধীনে থাকা এই প্রথম হইল।

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন এক জন সম্পাদক লিখিয়াছেন, বিদ্যা শিক্ষা নিমিত্ত এদেশে গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ে সাহায্য দান ও দেশীয় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি না করিয়া যদি পুস্তকালয় ও ইন্‌স্পেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে উত্তম হয়। প্রস্তাবকর্ত্তা সম্পাদক যদি পরিহাস না করিয়া থাকেন, আমরা বলি সকল বিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়া সম্পাদকের কিছু বৃত্তির নিয়ম করিয়া দিলে আরো ভাল হয়।

উক্ত সম্পাদক কহেন সম্প্রতি ইংলণ্ডে যে এগজিবিসন (মেলা) হইয়া গিয়াছে তাহাতে কেবল সুইডনের ও প্রুসিয়াররাজ পুত্রেরা আসিয়াছিলেন, অন্য রাজ পুত্রেরা আইসেন নাই। বিশেষতঃ ফরাসির সম্রাটের আসিবার কথা অবধারণ ছিল, তিনিও আইসেন নাই। ফিনিক্স সম্পাদক অনুমান করেন, রোমে যে ফরাসি সৈন্য আছে তাহাদিগকে উঠিয়া আনা হয় নাই, এই কার্য্যটী ফরাসি সম্রাট লুই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতেছে, লার্ড পামরষ্টন এইরূপ বক্তৃতা করাতেই ফরাসি সম্রাট বিরক্ত হইয়া আইসেন নাই।

উক্ত সম্পাদক আরো কহেন লেং সাহেবের সহিত সর চারলস উডের সদ্ভাব নাই। লেং সাহেব বক্তৃতাকালে কহিয়াছিলেন এ দেশ হইতে ইংলণ্ডস্থ সৈন্যের যে ব্যয় দেওয়া যাইতেছে, তাহা অন্যায়। ষ্টেট সেক্রেটারির এই কথা মনোমত হয় নাই। বোধ হয় লেং সাহেবকে এখানে পুনরায় আসিতে দিবেন না। যদি সত্য হয় এ অংশে লেং সাহেবর দোষ নাই, ষ্টেট সেক্রেটারিরই অন্যায়।

ইংলিসম্যান সম্পাদক কহেন শিবদয়াল দোবে নামে এক ব্যক্তি কোচবেহারের রাজার নিকট গিয়া নানা সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দেয়। রাজা তাহাকে ধৃত করিয়া ব্রিটিস কর্ম্মচারির হস্তে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহা স্বীকার করে নাই, সেকারণে যে রাজা রোষ পরবশ হইয়া এতাদৃশ কর্ম্ম করিয়াছেন। কর্ম্মচারিরা তাহাকে পুনরায় রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তবে কি রাজা গবর্ণমেন্টর প্রশংসালাভের জন্য এইরূপ করিয়াছেন?

দিল্লীগেজেট সম্পাদক কহেন জোয়ানপুরে সমসেরসিং নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহ কাল অবধি এক অরণ্যে বাস করে, তাহার অধীনে অনেক লোক আছে বলিয়া তাহাকে

কেহ ধৃত করিতে পারে নাই। সম্প্রতি কাপ্তেন গারেষ্টিন ১৫ জন পুলিষ সৈন্য লইয়া ধৃত করিতে গিয়া ভয়ানক আঘাত পাইয়াছেন। তাঁহার জীবন সংশয়। দুঃসাহস সকল সময়ে ফলোপধায়ক হয় না।

১৬ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন রসরাজ সম্পাদক আপন পত্রে এক ব্যক্তির নিন্দা লিখিয়াছিলেন বলিয়া নূতন ফৌজদারি আইন মতে ধৃত হইয়া জেলে অবস্থিতি করিতেছেন, আগামি সেসনে তাঁহার বিচার হইবে। সম্পাদককে আমরা পূর্ব্বেই সাবধান করিয়াছিলাম, তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি।

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক বলেন জেনজিবারে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি দাসব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছেন বলিয়া আরবেরা তাঁহার জীবন নাশের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সুলতানকে কহিয়া পাঠাইয়াছেন যদি কোন অত্যাচার হয়, তাঁহাকে অবিলম্বে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুলতান! মনুষ্য ব্যবসায় করিয়া লাভ করিবার কাল আর নাই।

ফিনিক্সের অম্বালার সংবাদদাতা কহেন তথায় ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সম্প্রতি একটী ঝড় হইয়া গিয়াছে। ২ ছটাক ওজনে শিল এত পড়িয়া ছিল যে ভূমি দেখা যায় নাই।

উক্ত সম্পাদক শুনিয়াছেন অম্বালায় অগ্নি লাগিয়া ৫০টী বাটী ভস্মসাৎ হইয়াছে।

উক্ত সম্পাদক আরো বলেন এক ব্যক্তি এক জনের মস্তক ছেদন করিয়া কালীকে অর্পণ করিয়া ছিল, সে ধৃত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালি জুরিরা তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি দিয়াছেন, একি সম্ভব?

ডেকান হেরাল্ড সম্পাদক কহেন, চিন্নুর নামে এক গ্রামে অগ্নি লাগিয়া ৭০০ বাটী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম সম্পাদক কহেন নহীসুরের রাজার অতিশয় পীড়া হইয়াছে, তাঁহার পুত্র নাই, যদি উত্তরাধিকারি নিযুক্ত না করেন, তাঁহার রাজ্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে পতিত হইবে। সে সিদ্ধান্ত স্থির আছে।

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক বলেন এদেশের লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্মের চেষ্টা না করিয়া আপন আপন চেষ্টায় অর্থ উপার্জ্জন করুন। বাণিজ্য ও অন্যান্য অনেক উপায় আছে। সৎপরামর্শ সন্দেহ নাই।

হরকরা সম্পাদক অবগত হইয়াছেন জুন মাসের শেষে রেইলওয়ে আলিগড় পর্য্যন্ত চলিবে এবং ডিসেম্বরে দিল্লী পর্য্যন্ত যাইবে।

বাঙ্গালি পত্র সম্পাদক কহেন বাবু রমাপ্রসাদ রায় উচ্চতর আদালতের এক জন জজ হইবেন এবং বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত তাঁহার কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন।

হরকরা সম্পাদক বলেন সাণ্ডিমান সাহেব মাসিক ৪০০০ টাকা বেতনে অডিটর জেনরেলের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালি পত্র সম্পাদক শুনিয়াছেন সদরের জজেরা মুন্সেফদের বেতন বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন। অতি উচিত কর্ম্ম হইয়াছে।

বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের অতিশয় শক্ত পীড়া হইয়াছে। আজিও সুস্থ হইতে পারেন নাই।

অল্পদিন হইল কুলীগোদানিবাসী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভট্টাচার্য্যের অষ্টাদশবর্ষদেশীয় একটী পুত্র সূর্য্যপুরের পূর্ব্ব নবগ্রামে শিষ্যালয়ে গমন করিয়াছিল। ঐ বালক সন্তরণ জানিত না, স্নান করিতে গিয়া পুষ্করিণীতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

ইংলিসমান সম্পাদক শুনিয়াছেন, বারাকপুরের সেনা দলের প্রতি সসজ্জ থাকিবার আজ্ঞা হইয়াছে। আফগানের যুদ্ধে যাইবার জন্য ত নয়?

দিল্লী গেজেট সম্পাদক কহেন আমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক, বিশ্বাস করিয়া এ দেশীয়দিগের হস্তে ধনাগার ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি রাখা উচিত নহে, ১৮৫৭-৫৮ অব্দের কথা এখন কেহ বিস্মৃত হয় নাই, অস্ত্র না লইয়া একাকী গমন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে এবং দেশীয় সমাচার পত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই সকল মহাপুরুষেরাই বিদ্রোহ ঘটাইবার কারণ।

আউড গেজেট সম্পাদক কহেন তথায় ১৪ দিনের মধ্যে ১৪টী ব্যাঘ্র মারা হইয়াছে।

ঢাকা নিউসের এক জন পত্র প্রেরক কহেন, তথায় এক জন আসেসর এই বলিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন অল্প সময় বলিয়া এইমাত্র টাকা আদায় হইল নচেৎ অধিক হইত। আসেসরটির আইনে বিলক্ষণ অধিকার আছে।

বাঙ্গালি সম্পাদক কহেন বিদ্যার যত উন্নতি হইতেছে ততই মনুষ্য হত্যার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। কেহবা বন্দুকের গুলি অধিক দূর যাইবার উপায় করিতেছেন, কেহ কামান দ্বারা বহু সংখ্য লোক মারিবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বারুদ দ্বারা একবারে সমস্ত সেনা দল ধ্বংস করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, যে উপায়ে হউক, জীব নাশ হইলেই হইল, অর্থ ধ্বংস হইলে পুনরায় পাওয়া যায় কিন্তু মনুষ্যের জীবন সেরূপ নহে। উষ্ণ শোণিত অবস্থায় প্রাণিবধ সভ্যতার বিরুদ্ধ নহে!

১৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

সমাচার হিন্দুস্থানী সম্পাদক করাচির এক পত্রে দর্শন করিয়াছেন যে এক জন সিপাহি আপন সহধর্ম্মিণী ও ঐ স্ত্রীর সহোদরাকে হত্যা করিয়াছে। তাহাকে ধৃত করা হইয়াছিল, কিন্তু তরবারি দ্বারা সে আপন জীবন শেষ করিয়া দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছে।

সমাচার পত্রে ছোট আদালতের মোকদ্দমার বৃত্তান্ত লিখিত হয় বলিয়া অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। স্ত্রী লোকের নামের মোকদ্দমা বৃত্তান্ত লিখিত হইলে ভৃত্যদিগকে অধীনে রাখা ভার হইয়া উঠিবে। ফিনিক্স সম্পাদক আপন রিপোর্টারকে উক্ত আদালতে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। বালকেরা কুকর্ম্ম করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে যেমন চক্ষু মুদিত করিয়া থাকে, এ উপায়টি সেই রূপ হইয়াছে।

হরকরা সম্পাদক বলেন, সর মর্ডান্ট ও য়েলস সাহেব গত ১৩ই মে মান্দ্রাজ হইতে গালিতে যাত্রা করিয়াছেন। কেবল এ দেশের লোক বলিয়া নয়, এ দেশের জল বায়ুও তাঁহার সহ্য হইল না।

ইংলিসমান সম্পাদক সিরিয়া হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তিনি এক দল আরবের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, সঙ্গে অধিক লোক ছিল না। আরবেরা তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী লুঠ করিবার উপক্রম করিলে এক ব্যক্তি কহিল ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাদের সদ্ব্যবহারে আছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া আরবেরা পলায়ন করিল।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর অদ্য মাতলা রেলওয়ের পিয়ালির পুল দেখিতে গিয়াছিলেন। আরো অনেক ভদ্র লোক তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

শ্রীরামপুরে একটি মনুষ্য হত্যা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি গমস্তার কর্ম্ম করিত, প্রত্যহ টাকা লইয়া যাইত. কিন্তু হত্যার দিন তাহার নিকটে টাকা ছিল না। দুরাত্মারা টাকা আছে মনে করিয়াই তাহাকে বধ করিয়াছে। এখন যেরূপ পুলিস আছে, কেহ কাহাকে হত্যা করিবে মনে করিলে হত্যাকালে তাহার নিবারণ সম্ভাবনা নাই।

১৯এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

হরকরা সম্পাদক ২৬এ এপ্রেল পর্য্যন্তের নিম্ন লিখিত আমেরিকার সম্বাদ পাইয়াছেন। পিট্সবর্গে একটী দ্বন্দ্ব হইবার সম্ভাবনা আছে ফরাশি দেশীয় যে কার্য্যকারক রিচমণ্ডে গমন করিয়াছেন, তাঁহার রাজকীয় ব্যাপার ঘটিত কোন উদ্দেশ্য আছে, তদ্বিষয়ে নানা জন নানা প্রকার অনুমান করিতেছেন। সেনাপতি বরগার্ডের জাল চিঠি ধরা পড়িয়াছে। গ্লাডেষ্টনের প্রদত্ত আয় ব্যয় হিসাব (বজেট) পার্লিমেণ্ট সভায় অনুমোদিত হইয়াছে। ৭ই মের পারিসের সম্বাদ এই, আমেরিকায় যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয় রাজ্য বল পূর্ব্বক তাহার শান্তি করিয়া দিবেন এবং দক্ষিণাংশের স্বাধীনতা সমর্থন করিবেন বলিয়া যে জনরব হয়, তাহাতে সকলে প্রত্যয় করিতেছে। লার্ড পামরষ্টন পার্লিমেণ্ট সভায় ঐ প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

চীনদেশ হইতে সমাচার আসিয়াছে, ইংরাজ ও ফরাশি সেনারা সম্রাটের সেনার সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে একটী নগর ও ১৩০০০০ ডলর মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী হস্তগত করিয়াছেন।

৩রা মে পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

১লা মে ইংলণ্ডে এগ্জিবিসন (মেলা) আরম্ভ হইয়াছে।

সুইডনের ও রুসিয়ার রাজারা স্বয়ং আসিয়া সাহায্য করিতেছেন, প্রায় ৩৫০০০ লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সেনাপতি মেক্লেনের সেনারা ইয়র্ক সহরের নিকটে আছে।

গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ জাহাজ ইয়র্ক সহরে অনেক তোপ করিয়াছিল, কিন্তু কোন অপকার করিতে পারে নাই।

পলাস্কিদুর্গ গবর্ণমেণ্টসেনাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

পশ্চিম খণ্ডে সেনাপতি বরগার্ড এখন পর্য্যন্ত করিন্থ অধিকার করিয়া আছেন।

গবর্ণমেণ্টসেনারা নিউ অব লিএন্স আক্রমণকারিদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।

ফরাসিদের ওয়াসিংটনের দূত বিশেষ কার্য্যানুরোধে রিচমণ্ডে গমন করিয়াছেন।

সভাপতি লিঙ্কলন কলম্বিয়ার দাসদিগকে মুক্ত করিবার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সেনাপতি গয়ওন রোম পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে ফরাসি দেশে প্রত্যাগমন করিবেন স্থির হইয়াছে।

বিক্টর ইমানুএলকে অতি সমারোহে নেপল্সে আহ্বান করা হইয়াছে।

লার্ড কানিং, ডিউক অব সমরসেট, আরল রসেল, লার্ড সাফ্টসবরি ও লার্ড কিট্জ উইলিয়মকে গারটার সম্মান প্রদত্ত হইবে।

লার্ড কানিং ১৬ই এপ্রেল ডোভারে উপস্থিত হইয়াছেন। জাপানের দূতেরা ৩০এ এপ্রেল ডোভারে আসিয়াছেন এবং এগ্জিবিসনে উপস্থিত ছিলেন, আরল রসেলের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

লাঙ্কাসায়ারের দুঃখিদিগকে সাহায্য করিবার জন্য চাঁদা হইতেছে। বেঙ্গাল কিউজিলিয়রের ২ সংখ্যা ইউরোপীয় সৈন্যান্তর্গত টমাস কেডল এডওয়ার্ড থ্যাকর সাহেবেরা বিকটোরিয়া ক্রস পাইবেন।

যে কারণে ইউরোপীয় ও এদেশীয় সেনা একত্রী করা হইয়াছে, সর চারলস উড সেই কারণ কমন্স হাউসের গোচর করিয়াছেন।

রুসিয়ার গবর্ণমেণ্ট নূতন ঋণ গ্রহণের যে চেষ্টা করেন, তাহা নিষ্ফল হইয়াছে।

মেক্সিকো গবর্ণমেণ্ট ফরাসিদিগের উপরে আবার অত্যাচার করিয়াছেন, তজ্জন্য ব্রেষ্ট হইতে মেক্সিকোতে সৈন্য ও যুদ্ধোপযোগি সামগ্রী প্রেরিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১৯এ মে—বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় ১৮৬০ সালের ৩২ আইন অনুসারে কিছুকালের জন্য পাবনা ও ময়মনসিংহে আসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

সন্দীপের মুনসেফ বাবু মহেশচন্দ্র রায় নওয়াখালিতে দ্বিতীয়শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২১এ মে—নবদ্বীপের আসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দে পঞ্চম শ্রেণিস্থ ছিলেন, চতুর্থ শ্রেণিস্থ হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরেরা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

পূর্ণিয়ায় বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফরিদপুরে বাবু দীনবন্ধু মৌলিক।

রঙ্গপুরে জে, টেলর সাহেব।

২১এ—মে লেপ্টনেন্ট, আর, সিমনি সাহেব ছোট নাগপুরে সহকারী কমিসনর হইবেন।

২২এ—মে নেটিব ডাক্তর সেখ [illegible] পুরের দাতব্য ঔষধালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

২৭এ—মে কটকের প্রতিনিধি [illegible] ও

সেসিয়ান জজ ও, টগুড় সাহেব ঐ প্রদেশের সিবিল ও সেসিয়ান জজ, হইবেন।

আর এন, সোর সাহেব পুর্ণিয়ার সিবিল ও সেসিয়ান জজ হইবেন কিন্তু যত দিন অন্য আজ্ঞা না হয় কটকের কমিসনরের প্রতিনিধি থাকিবেন।

বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এস, এস, হগ সাহেব প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এইচ, বি, সিমসন সাহেব দ্বিতিয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন

জে, পি, এইচ ওয়ার্ড সাহেব বালেশ্বরে মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও লবণের এজেণ্ট হইবেন কিন্তু যত দিন অন্য আজ্ঞা না হয় ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি থাকিবেন।

জে, বিমস সাহেব দিনাজপুরে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন কিন্তু যত দিন অন্য আজ্ঞা না হয় পুর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিবেন।

এইচ, এল, অলিফাণ্ট সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২৭এ—মে তারিখের কলিকাতা গেজেটের ৭ই জানুয়ারির বিজ্ঞাপন ভিন্ন সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ফৌজদারি আইনের ৩২২ ধারা মতে উক্ত আইনের ১৮ অধ্যায়ের সেসিয়নে সমর্পণ যোগ্য মকদ্দমা সকলের ২৪ পরগণা হুগলি, বর্দ্ধমান মুরসিদাবাদ, নদীয়া, পাটনা ও ঢাকাতে জুরির দ্বারা বিচার হইবে।

—০০—

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহোদয়েষু।

সবিনয় নিবেদন। মহাশয়! আমি গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত অধিক দূরদেশে ভ্রমণ করিতে পারিতেছি না অতএব মানস করিয়াছি যে নানা স্থানে ভ্রমণ করাতে যে সকল বিষয় আমার বঙ্গ দেশের হিতকর বোধ হইয়াছে, তাহা লিখিয়া দুঃসহ গ্রীষ্মসময় অতি বাহিত করিব। প্রাধান্য প্রযুক্ত প্রথমতঃ এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের বিষয় লিখিতে হইল।

সকল কালেজেরি শাখা বিদ্যালয় আছে, কিন্তু সংস্কৃত কালেজের কিছুই নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় সংস্কৃত কালেজ দ্বারা যে বঙ্গদেশের কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা প্রায় সকলে অবগত আছেন, সুতরাং বিশেষ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই, বিশেষতঃ মফস্বলের লোকের সংস্কৃতের প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা আছে। অতএব যদি সংস্কৃত ও ইংরাজি উভয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলেই অভিভাবকবর্গ অধিক যত্ন করিয়া বালকদিগকে শিখাইবার চেষ্টা পায়। বঙ্গদেশে চারিটী মাত্র সংস্কৃত ইংরাজি বিদ্যালয় আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্ট একটীতেও সাহায্য প্রদান করেন না। দ্বিতীয়তঃ এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর সাহেবের একটী কাউন্সেল থাকা বিধেয়। এক ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তির উপর যাবতীয় বঙ্গদেশের শিক্ষা কার্য্যের ভার অর্পিত থাকা উচিত নয়। তৃতীয়তঃ মফস্বলে যাঁহারা বাঙ্গালা পাঠশালার তত্ত্বাবধায়ক ডেপুটী ইনস্পেক্টর আছেন্ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালা কিছুই জানেন্ না। অতএব বাঙ্গালা পাঠশালা গুলি স্বতন্ত্র করিয়া সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগকে তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত করা বিধেয়। চতুর্থতঃ যে সকল ছাত্র মফস্বলের বাঙ্গালা পাঠশালা হইতে ছাত্র বৃত্তি পাইয়া কালেজে আইসে, এক্ষণে তাহাদিগের চারি বৎসর মাত্র ছাত্র বৃত্তি পাইবার নিয়ম আছে, কিন্তু তাহাদিগের অন্ততঃ ছয় বৎসর ছাত্র বৃত্তি পাওয়া বিধেয়। কারণ চারি বৎসরের মধ্যে তাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উঠিতে পারে না। ছাত্র বৃত্তি শেষ হইয়া গেলে আর বিদেশে থাকিয়া পড়িতেও পারে না। তাহারা ন য যৌ ন তস্থৌ হইয়া থাকে অর্থাৎ কৃতবিদ্য না হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিতে পারেন্, পড়িতেও পারেন না, বাহুল্য ভয়ে আর লিখিতে পারিলাম না।

ভ্রমণকারিণঃ

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। *

সবিনয় নিবেদনং।

কএক মাস অতীত হইল, হালিসহর প্রভৃতি স্থানে চৌকিদারিটাক্স সংগৃহীত হইতেছে, ইহা নির্দ্ধারিত হইবার সময় মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত গ্রামের কএক ব্যক্তিকে উক্ত টাক্স নির্দ্ধারণের ভার দেন। তাহাতে নির্দ্ধারকগণ অর্থাৎ (পঞ্চাইতগণ) এরূপ করিয়া টাক্স নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে তাহা সম্পূর্ণ অন্যায়। তাঁহাদের অনেক আত্মীয় ব্যক্তি ও আত্মীয় দ্বারা অনুরোধিত ব্যক্তি (দরিদ্র হইলে ত কথাই নাই) ধনবান্ হইলেও তাঁহাদের টাক্স এত অল্প পরিমাণে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে তাহা বলা যায় না, এমন কি ৴০ এক আনা মাসিক টাক্স অনেকের নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আর যাহারা অনাথ ও অনাশ্রিত (তাহারা যদি পঞ্চাইতগণের আত্মীয় না হয়) তাহাদিগকে পঞ্চাইতদের ধনী আত্মীয় অপেক্ষা দ্বিগুণ ও চতুর্থগুণ টাক্স দিতে হইতেছে। সাধারণ বিদ্যালয় ও দেবমন্দির প্রভৃতি স্থানে যেখানে উপাসনাদি হয় সে স্থানের ট্যাক্স লইবার নিয়ম নাই কিন্তু আমাদের দেশের টাক্স নির্দ্ধারকগণ তাহার অনুযায়ী কার্য্য করেন না। মদ্যপান করিবার স্থানের টাক্স করেন নাই। কর্ত্তাভজাদের রহস্য বিহার করিবার স্থানের টাক্স করেন নাই কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের উপাসনা হয়, যেখানে সেই নিরবদ্য নিরঞ্জনের স্তুতি পাঠ হয়, "পঞ্চাইতগণ" দ্বেষবশতঃ সেই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের টাক্স অধিক পরিমাণে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কি পরিতাপ! দলাদলি ঘোঁটের ও দ্বেষভাবের এখনও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে। সম্পাদক মহাশয়! এইরূপ ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে দেশের যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯ কস্যচিৎ হালিসহর বাসিনঃ

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয়েষু।

মহাশয়! আমাদিগের দেশের ধনাঢ্য লোকদিগের মধ্যে কে কেমন মহৎ কে কেমন দেশহিতৈষী তাহা তাঁহাদিগের কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভাস্তাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহের কএকটী মহৎ কার্য্যে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। বিদ্যালয় অথবা পুস্তকালয়ের জন্য কখন ২ কেহ চাঁদা দিয়া থাকেন কিন্তু উপযাচক হইয়া কখন কাহাকে কিছু দিতে দেখা যায় না, গত বৎসর যজ্ঞেশ্বর বাবু উপযাচক হইয়া চন্দননগর বিদ্যালয়ের জন্য ৭৫ টাকা পাঠাইয়াদেন। তাহাতে আমরা অতিশয় বাধিত হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে একান্ত অভিলাষী ছিলাম। সাম্প্রতি গ্রীষ্মের অবকাশ থাকায় দুই বন্ধুতে একত্রিত হইয়া উক্ত বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। বঁইচির ষ্টেসন হইতে নামিয়া শুনিলাম যে তথা হইতে ভাস্তাড়া পর্য্যন্ত ৩ ক্রোশ প্রকাশ্য পথ উক্ত বাবুদিগের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। পথে মধ্যে

মধ্যে সাঁকো আছে এবং সংপ্রতি একটী সাঁকো নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে ৬।৭ শত টাকা ব্যয় হইবেক। গ্রামের নিকট বর্ত্তী হইয়া দেখিলাম পথ ঘাট উৎকৃষ্ট এবং প্রতি বৎসর নিয়মিত সময়ে সংস্কার করা হইয়া থাকে। বাবুদিগের বাটীর সম্মুখে একটী ইংরাজি বিদ্যালয় আছে এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে তাঁহারা ৬০ টাকা মাসিক দান করিয়া থাকেন এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ পরিমাণে সাহায্য পাওয়া হয়, অন্যান্য ভুম্যধিকারিদিগের ন্যায় যজ্ঞেশ্বর বাবু শুদ্ধ অর্থের আমুকূল্য করত ক্ষান্ত না থাকিয়া স্বয়ং সর্ব্বদা বিদ্যালয়ে গিয়া বালকদিগের ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া থাকেন, শুনিতে পাই তাহাতে স্কুলের ডেপুটী বাবু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, অবশ্যই হইতে পারেন, বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম উপদেশ! মহাশয়! ডেপুটী বাবুদিগের মধ্যে কখন২ এমন শুনা যায় যে কেহ উপরিলাভ করিয়া থাকেন, কেহ বা বিদ্যাসাগর প্রচলিত বিধবাবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ থাকাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় অথবা আদর্শ বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পান। যজ্ঞেশ্বর বাবুর বিদ্যালয়ের একটী সুযোগ্য পণ্ডিত ব্রাহ্মধর্ম্মে ঐকান্তিক ভক্তি থাকাতে যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিয়াছেন। তাহাতে গ্রামস্থ প্রায় তাবৎ ব্রাহ্মণে তাঁহাকে একঘরিয়া করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু উক্ত বাবু সকলকে একত্রিত করিয়া কহিলেন, আপনারা পণ্ডিত মহাশয়কে একঘরে করাতে আমাদিগকেও একঘরে করা হইতেছে সুতরাং তাহা হইতে তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। মহাশয় ফলারের কি মোহিনী শক্তি! ফলার পাইলে কাহারও জাতি বিচার থাকে না। যজ্ঞেশ্বর বাবুর যত্নে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ৩০ টি ভদ্রলোকের কন্যা অধ্যয়ন করিয়া থাকে এবং উক্ত বাবু স্বয়ং তাহাদিগের শিক্ষা দিয়া থাকেন। বিধবাবিবাহে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইল এবং গ্রামে কেহ শীঘ্র বিধবা বিবাহ করেন এমত একান্ত ইচ্ছা। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা, যে হেতু তিনি বাটীর কাহাকে পৌত্তলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেন নাই। গ্রামে একটী ডাকঘর ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় আছেন। বিষয় কর্ম্ম তিনি সমুদয় নিজে দেখিয়া থাকেন এবং অতিশয় মিতব্যয়ী। ভ্রাতাদিগের সহিত অতিশয় সদ্ভাব এবং গ্রামের সকলেই তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের তাবৎ ধনাঢ্য লোকেরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর ন্যায় দেশহিতৈষী হইলে অচিরাৎ এই হতভাগ্য দেশের দুরবস্থা দূরীকৃত হইতে পারে।

শ্রীতারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয়েষু।

মহাশয়! আমরা ঈশ্বরের নিকটে অন্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যে সোমপ্রকাশ দীর্ঘজীবী হউক। সোমপ্রকাশের কৃপায় আমরা অনেক ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমরা পূর্ব্বে যে ডেপুটী বাবুর কথা লিখিয়াছিলাম, তিনি কখানি সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া একবারে চমকিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে প্রতিদিন নয়টার সময় আসিয়া চারিটা পর্য্যন্ত কাছারি করিতেছেন, আর সাক্ষি সকল আসিবা মাত্র হাজির হইতেছে, স্বয়ং উট্‌ ক্রয়ের দোষ স্বীকার করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! ডেপুটী বাবু এইরূপে ক্রয় করিয়া অনেক গরু জীর্ণ করিয়াছেন, আহা! উঠটী কোন রূপেই জীর্ণ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক যে ব্যক্তি এক মাস পূর্ব্বে ডেপুটী বাবুর কার্য্য দেখিয়া বিদেশে গিয়াছে, পরে যদি স্বদেশে আসিয়া ডেপুটী বাবুর এক্ষণকার কার্য্য দেখে তাহা হইলে ইহাঁকে চিনিতে পারিবে না। বোধ করিবে যেন সে ডেপুটী বাবুই নয়, আর এক ব্যক্তি আসিয়াছে। যাহা হউক আমরা কমিসন সাহেবের বিচার দেখিয়া অবাক হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন যে এবার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অপরাধ মার্জ্জনা করা গেল, তিনি যেন ভবিষ্যতে সাবধান হন। এই একবার বলিয়া নয়, যে ব্যক্তি হাকিম হইয়া পুনঃ পুনঃ আইন নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেছেন, যদি আইন ভালরূপে না জানেন, তিনি হাকিমি করিতে আসিয়াছেন কেন? বিশেষতঃ দণ্ড বিধির আইনে এইরূপ কার্য্য করিলে গুরুতর দণ্ড হইবার বিধান আছে। আমরা অবিকল ঐ আইনটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১৬৯ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক যে কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হওয়াতে কোন বিশেষ সম্পত্তি ক্রয় করিতে কিম্বা তন্নিমিত্তে নীলামে ডাকিতে আইন মতে নিষিদ্ধ হয়, সে যদি আপনার কি অন্যের নামে কিম্বা অন্যেরদের সহযোগে কি অংশ করিয়া সেইরূপ সম্পত্তি ক্রয় করে কি তাহার নিমিত্তে নীলামে ডাকে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ও সেই সম্পত্তি যদি ক্রয় করিয়া থাকে তবে ঐ সম্পত্তি দণ্ড হইবেক ইতি।

কান্দী।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! সোমপ্রকাশ পত্রিকা খানি আমাদের বড়ই শ্রদ্ধার সামগ্রী, সুতরাং তদ্দ্বারা অস্মদ্দেশীয় লোকের এবং ভিন্ন দেশস্থ যাঁহারা এদেশে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের অবিবেচনার কার্য্য প্রণালী সকল প্রকটিত হইলে কালে অবশ্যই তাহার কিছু না কিছু শোধিত হইবে ভরসা করিয়া নিম্নস্থ কএকটি বিষয়ের সারমাত্র গ্রহণ করিয়া আপনার কাছে পাঠাইতেছি, সোমপ্রকাশে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

অতি অল্প দিবস অতীত হইল আমাদের এই পাবনার অধীনস্থ দুইজন ভুম্যধিকারির পরস্পর জলকর লইয়া আপত্তি উপস্থিত হয়। ঐ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পধ[illegible] অথচ ন্যায্য পক্ষাশ্রয়ী ব্যক্তি আপনার হ[illegible] যায় ভাবিয়া মফস্বল তদারকের জন্য আমিনের প্রার্থনা করেন, তাঁহার সেই প্রার্থনানুসারে উপরিস্থ বিচারকেরা বিবেচনা করিয়া (পূর্ব্বে যাহাকে অমুৎকোচগ্রাহী বলিয়া জানিতেন এমন একজন) বেতনভুক সরকারি আমিনকে মফস্বলে পাঠাইয়া দেন। তিনি আসিবামাত্রই ধনরূপ ভুত তাঁহার পিছনে লাগে, পরিশেষে তিনি প্রতিবাদির পক্ষে জয় পতাকা উড়াইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। এখন দুর্ব্বলপক্ষের ভাগ্যে যে কি ঘটে, তাহা বলিতে পারি না।

কিছু দিন হইল কোন এক ফৌজদারি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁতিবন্ধ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়, এই পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তবাবু পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছারিতে উপস্থিত হইলে তিনি বিনাপরাধে চৌধুরী মহাশয়কে গালি দেন। সম্পাদক মহাশয়! মান বড় ধন, তাহার কিছুকাল পরেই চৌধুরী মহাশয় তদ্বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া সদরে জানাইলে তথাকার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি তাহার সত্যাসত্য জানিবার আদেশ হইয়াছে। শুনিলাম বোয়ালিয়ার কমিসনর সাহেব নাকি তদন্ত করিয়া ঐ বিষয়ের ন্যায্য বিচার করিবেন: কাজে যেমন দেখি তাহা আপনাকে জানাইতে

যত্ন করিব। সম্পাদক মহাশয়! বাঙ্গালির আর উপায় নাই, সদরেও গালি, মফস্বলেও গালি, বিবেচনা ছিল স্বদেশীয় বিচারক হইলে বুঝি গালি খাওয়া বাঁচা যাইবে। কিন্তু তা কোথায়? এখন দেখিতেছি, যেমন মা, তেমন ঝি, তার বাড়া তার নাতিনীটি।

অতি অল্পদিন গত হইল ডেপুটি ইনস্পেক্টর জোবানিশ সাহেব খুনজানাস্কুলে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রথম শ্রেণীর কএকজন ছাত্রকে সপাদুক চরণ দ্বারা বিলক্ষণ সম্মান করিয়া গিয়াছেন। এইত চাই ফিরিঙ্গীর বাচ্চা কি না। শুনিলাম ঐ স্কুলে এরূপ [illegible] ছাত্র আছে, তাহারা না কি এরূপ [illegible] করিলে পাঁচ প্রকারে তাহার উত্তর দিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে অবাক করে।

সম্পাদক মহাশয়! এ প্রদেশের নীলকর শ্রীমানেরা এক্ষণে বল ত্যাগ করিয়া ছলে প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তার মধ্যে আবার আসেসরি হাঙ্গামাতেও অনেককে কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। কোন প্রজা ঐ সকল ক্লেশে ক্লেশিত হইয়া যে একটী গীত প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা শুনুন।

সুর।

আমি আছিগো তারিণী ঋণী তব পায়।

রৈলে কোথা গো কুইন প্রজার জীবন,
দহে মন, যায় জীবন,
মাগো বারেক আসি ভারতে,
দেখে যা গো দুচক্ষেতে,
কি দুঃখেতে আছে তোর প্রজাগণ।
যা ছিল নীলেতে সব নিয়েছে,
কেবল পরাণ মাত্র অবশেষ রয়েছে,
অন্ন বিনে শীর্ণ দেহ হয়েছে,
শোকানলে সদা বপু দহিছে,
মাগো কোথা যাব বল আর,
কিসে পাইব নিস্তার,
উপায় না দেখে ঝুরে দুনয়ন॥
নিভিতে নিভিতে বিদ্রোহ অনল,
দিয়ে কর ভার পরে করিলে তুফানে তল।
বল কিসে বল পাব জননি,
শ্বাস রুদ্ধ হৈয়ে যায় পরাণী,
ও না করায়ে আরোগ্য স্নান,
করালে যে বিষ পান,
নাহি ত্রাণ হারালেম প্রাণ ধন॥
কিছু দিন যায় দিয়ে ঘোষণ,
বলেছিলে আমাদের ঘুচাইবে যাতন॥
এখন বারেক ফিরে সুধাও না,
ডাকি ঘনং কেন চাও না,
দিয়ে আশা নৈরাশ জলে,
ভাসালে কুপারকুলে,
এখন অকূলে হৈ গো মগন॥

বিদেশী বলিয়ে কি গো এত ভার,
এ হেতু বধির হয়ে কর না কি সুবিচার,
এ কোন আচার বুঝা হৈলো ভার,
এই কি উচিত ওগো [illegible] তোমার,
মাগো বিদেশী মা বলে যদি,
তারে কি বর্জ্জন বিধি,
কোন বিধি লিখেছে এ কুলিখন॥

তারিখ ২৬এ বৈশাখ ১২৬৯ সাল।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয়েষু।

বিনয়পূর্ব্বকং নিবেদনমিদং।

গত ২রা বৈশাখের সোমপ্রকাশে "আদালতে সকল মকদ্দমার সদ্বিচার কেন হয় না?" এই প্রশ্নটী দেখিয়া কিছু লিখিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রখানি সংশোধন করিয়া, সোমপ্রকাশে স্থান দান করিলে বাধিত হইব।

হাবড়ার মুন্সেফীআদালতটী শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মিত্র মহাশয়ের সময়াবধি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তিনি নিজে বড় মানুষ, বোধ হয় কেবল অনুগতদিগের হিতার্থই তাঁহার চাকরী করা। তাঁহার সময়ে সেরেস্তাদার সীতানাথ বসুর একাধিপত্য ছিল।

অনন্তর অল্পদিনের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু নরোত্তম মল্লিক মহাশয় তৎপদে প্রতিনিধি থাকিয়া, সদ্বিচার দ্বারা যশ বিস্তার করিয়া ছিলেন।

এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুন্সেফী আসন অধিকার করিয়াছেন। ইনি উচ্চউপাধি প্রাপ্ত সুশিক্ষিত লোক; ইঁহার দ্বারা সদ্বিচার লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইঁহার কএকটী কার্য্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি।

আমলাদের উপরিলাভের কথা আপনকার পাঠকবর্গের অবিদিত নাই, কিন্তু এ আদালতে অতিশয় বাড়াবাড়ী হইয়া উঠিয়াছে।

প্রত্যেক আরজী দাখিলে ॥০ আনা প্রত্যেক এজেহারে ॥০ আনা প্রত্যেক সাক্ষীর হাজিরী লেখাইতে ৵ আনা প্রত্যেক সমনজারী করাইতে ।০ আনা এবং প্রত্যেক সাক্ষীর জোবানবন্দীতে ॥০ আনা হিসাবে, আমলা বাবুরা উভয় পক্ষেরই নিকট হইতে লইয়া থাকেন। এমন কি ইহা তাহারদের ন্যায্য পাওনা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর যে পক্ষ যত অধিক দেয় তাহার কাজ তদ্রূপ করিয়া থাকেন।

মহাশয়! ১০ টাকার একটী মকদ্দমায় আমলাকে ১৫ টাকা ঘুস দিতে হয় এঅবস্থায় ভদ্র লোকের কি আদালতে আসা উচিত? বিচার পতিদের অযোগ্যতাদিদোষই আমলার প্রবল হইবার প্রধান কারণ।

এক্ষণকার আদালত কেবল কতকগুলি পেসকার সাক্ষী এবং অশিক্ষিত ও অসচ্চরিত্র আমলার অন্নস্থান হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আর কতদিন এবিষয়ে উদাসীন থাকিবেন? আদালতের জঘন্য অবস্থা আর কতদিন থাকিবেক? বিচারালয়কে আর কত কালই বা যমালয় জ্ঞান করিতে হইবে।

বিনয়পূর্ব্বক জানাইতেছি গবর্ণমেণ্ট নিম্ন লিখিত দুটী বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ করেন।

১ম। বিচারপতিদিগের যেমন আইনের পরীক্ষা লওয়া হয়, তেমনি যোগ্যতার ও চরিত্রের পরীক্ষা লওয়ার রীতিপ্রবর্ত্তিত করা উচিত। যে বিষয়ে যিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ না করিতে পারিবেন, তিনি কদাপি বিচারপতি শব্দের বাচ্য না হন। অধিক লেখাপড়া জানিয়াও যেঅনেকের চরিত্র মন্দ আছে, ইহার ভুরি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারা যায়।

২য়। আদালতের আমলাদিগের পরীক্ষা লইবার রীতি প্রচলিত হইয়া সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র লোককে অধিক বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হইবে তৎ পূরণের উপায় বলিতেছি।

এক্ষণে আদালতে ইষ্টাম্প প্রভৃতি যে ফি অবধারিত আছে, তাহা বিবেচনামত বাড়াইয়া দিলেই যথেষ্ট আয় হইবে। ইহাতে সাধারণেরও ক্ষতি হইবে না।

এক্ষণে বিচারপতি মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে কিঞ্চিদধিক বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে এদেশীয়েরা কিরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত ছিলেন, অধুনা যে পদ ও মর্য্যাদার ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে, সে কেবল এক ন্যায়পরতা গুণেই হইয়াছে সন্দেহ নাই। সকল বিচারপতি যদি শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতি ন্যায়পরায়ণ বিচারপতিগণের গুণের অনুকরণে যত্নশীল হন, বিচার কর্ত্তার দোষে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা নিবারণ হইবে।

সাত্রাগাছী।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব বাঙলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

৪ ভাগ। ৩০ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ২৮ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৬২। ৯ জন | মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আসামের চা-করগণ ও মেজর হপকিন্সন!

অত্যাচারকারিদিগের পক্ষে কি অলক্ষণে কালই পড়িয়াছে, তাহাদিগের অত্যাচারকারিতা ও স্বার্থপরতা আর গোপন রহিতেছে না। নীলকর ও চা করেরা আপনাদিগকে এ দেশের "শ্রীবৃদ্ধিকারী" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'আমরা বন পরিপূর্ণ ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া তন্মধ্যে নীল, চা, প্রভৃতি বপন করিতেছি, আমাদিগের চেষ্টায় অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, এবং আমরা যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিতেছি, তাহাতে শুল্ক স্বরূপ সরকারের অনেক টাকা লাভ হইতেছে।' কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ কৃষক ও শ্রমজীবি ব্যক্তিদিগের অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভ দেখিতেছি না। শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে তাহাদিগকে চিরকাল কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। তাহাদিগের যে কেবল স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে এরূপ নহে, তাহারা শরীর সমর্পণ করিয়াও উদর পূরণপর্য্যাপ্ত অর্থ লাভে সমর্থ হইতেছে না। নীলপ্রধান প্রদেশের প্রজাগণের দুর্দ্দশার বিষয় এখন আর অপ্রমাণ নাই। চা-প্রধান প্রদেশেও ইহা ক্রমশঃ সপ্রমাণ হইতেছে।

আসামের চা-করেরা পূর্ব্বে প্রত্যেক মজুরকে প্রতি মাসে ২।।০ টাকা করিয়া বেতন দিতেন; ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৪।।০ হয়। এক্ষণে পরিশ্রমের যে প্রকার মূল্য ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে ৪।।০ টাকা মাসিক বেতন অধিক নয়। এ বেতনে এখন মজুর পাওয়া যায় না। অল্প দিন হইল, আসামের অন্তর্গত দেবরুগড়ের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র প্রত্যেক মজুরকে প্রত্যহ চারি আনা করিয়া মজুরী দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং তত্রত্য চা-করেরা আর অল্প ব্যয়ে মজুর পাইতেছেন না, তাহাতে তাঁহারা মহাবিরক্ত হইয়া লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিসনর মেজর বিবারের নিকটে এই বলিয়া আবেদন করেন যে একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রের প্রতি এই আদেশ দেওয়া হয় যে চা-করেরা মজুরদিগকে যে হিসাবে বেতন দিয়া থাকেন, তিনিও সেই হিসাবে বেতন দেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, এই মেজর বিবার চা-করদিগের অনুরোধে পড়িয়া একবার এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন, আসামের লোকেরা মজুরী করে না, চা-করেরা মজুর পাইতেছেন না, অতএব আসামের লোকের প্রতি অধিক কর দানের অনুমতি হইলে তাহাদিগকে অগত্যা মজুরী করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

মেজর বিবার চা-করদিগের অনুরোধে এবার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, মজুরদিগের বেতন না কমাইলে 'সভ্যতার পথ প্রদর্শকদিগকে (চা-করদিগকে!!) কুটী বন্ধ করিতে হয়।" আসামের কমিসনর মেজর হপকিন্সন এই পত্র পাইয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে মেজর বিবারের কথা অগ্রাহ্য করিবার অনুরোধ করেন। কমিসনর স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন, আসামের চা-করেরা মাসে মজুরদিগকে দশ

১০টাকা বেতন দিলেও তাহাদিগের ক্ষতি হয় না। তিনি বলেন 'আসামের লোকেরা স্বভাবতঃ শ্রম করিতে অনিচ্ছু, বিশেষতঃ মজুরী করাকে অপমান জ্ঞান করে; অল্প বেতন দিয়া তাহাদিগের দ্বারা কাজ করিয়া লইবার ত কথাই নাই। একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র তত্রত্য আদিম বাসীদিগকে প্রত্যহ আট আনা করিয়া দিতেছেন, চা-করদিগের আনীত বিদেশীয় মজুরদিগের প্রতি তিনি হস্তার্পণ করিতেছেন না। মেজর বিবর বলিয়াছেন তিনবৎসরের মধ্যে লক্ষ্মীপুরে ২৪ লক্ষ টাকার চা জন্মিবে, তদ্ভিন্ন বীজের মূল্য স্বতন্ত্র আছে। যদি ৪০০০ লোক কর্ম্ম করে, তাহা হইলে প্রত্যেক মজুর ৬০০ টাকার চা উৎপাদন করিতে পারে, এরূপস্থলে অনায়াসে শতকরা ২০ টাকা ব্যয়করা যায়; এবং মজুরেরাও মাসে ১০ টাকা করিয়া পাইতে পারে।" স্বচ্ছন্দে যদি ১০ টাকা দেওয়া যায়, তবে শ্রীবৃদ্ধিকারীরা মজুরদিগের প্রতিব্যক্তিকে প্রতিদিন চারি আনা করিয়া দিতে কাতর কেন?

মেজর হপকিন্সন আপনার প্রশংসনীয় পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন " চা করেরা বলেন, তাঁহারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। শ্রীবৃদ্ধি কাহাকে বলে? বনপরিপূর্ণ ভূমি পরিষ্কৃত করিলেই কি দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইল? যদি দেশের লোকের অর্থ বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ভূমিপতিত থাকাই শ্রেয়ঃ— বার্ত্তা শাস্ত্র ইহাকে সৌভাগ্য বলেন না।" মেজরের এই কয়েকটী বাক্য স্বর্ণময় অক্ষরপংক্তি দ্বারা লিখিবার যোগ্য। এতদ্দারা কি স্পষ্টাক্ষরে এই কথা কহা হইতেছে না যে দেশের শ্রীবৃদ্ধিকারিতারূপ কঞ্চুক দ্বারা আবৃত হইয়া তাঁহারা কেবল আপনাদিগের অর্থ বৃদ্ধি করিতেছেন এইমাত্র। যাহারা অধিক বেতন পাইবার যোগ্য, তাহাদিগকে অল্প বেতন দিয়া বলপূর্ব্বক খাটাইয়া লওয়া কি অত্যাচার নহে? ঢাকা প্রকাশের কাছাড়ের সম্বাদদাতা এত দিন চা-করদিগের অত্যাচারের বিষয় যে লিখিয়া আসিতেছেন, তাহা কি মিথ্যা? যে সকল সম্পাদক ঢাকা প্রকাশের সম্বাদ দাতার বাক্য অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা কি এখন চা-করদিগের সপক্ষে লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হইবেন? বিশেষতঃ আসামের চা কোম্পানির কর্ম্মকর্ত্তা মাকে ও কার্টর সাহেবের চরিত্রের বিষয় যেরূপ শুনা যাইতেছে তাহা যদি সত্য হয় তাদৃশ লোকের অধীনে মজুরের প্রতি অত্যাচার হওয়া কি অসম্ভাবিত? যাহা হউক, লেপ্‌টেনন্ট গবর্ণর বীডন সাহেব এই বিষয়ের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, চা করদিগের মজুর সকলকে লোভ প্রদর্শন করিয়া ছাড়াইয়া লওয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু চা-করদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা মজুরদিগকে যথোচিত বেতন দেন।

আমরা বরাবর যে কথা কহিয়া আসিতেছি, গবর্ণমেণ্টও সেই কথা বলিলেন; মজুরদিগকে পর্য্যাপ্ত বেতন দান মূলধনের অধিকারী ও শ্রমজীবি উভয়েরই উপকারক। আডাম স্মিথ কহিয়াছেন, মূলধন সঞ্চিত রাখিয়া যথোচিত ব্যয় করাতে তাহার হানি হয় না। পরিশ্রমের মূল্য যথোচিত রূপে না দিলেই শেষে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়। নীলকরেরা ঠেকিয়া এই নিয়মের তাৎপর্য্য স্বীকার করিয়াছেন। নীলকরদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া চা-করদিগের শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে রেইলওয়ে প্রভৃতিতে মজুরেরা অনায়াসে প্রত্যহ চারি অথবা ছয় আনা উপার্জ্জন করিতেছে। এখন এমন নির্ব্বোধ কে আছে যে অল্প বেতনে অধিক শ্রম করিয়া চা ক্ষেত্রে প্রহার রূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিবে? নীলপ্রধান প্রদেশের কৃষক দিগের সহিত চা ক্ষেত্রের মজুরদিগের বহু প্রভেদ আছে। নীল প্রদেশের প্রজারা নীলকরদিগের অন্যা ভূমির লোভে অধিককাল অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, চা ক্ষেত্রের মজুরদিগের অত্যাচার সহ্য করিবার সে কারণ নাই। কণ্ট্রাক্টবিল বিধিবদ্ধ (দুঃখের বিষয় এই মেজর হপকিন্সন এই আইন বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক বলেন) হইলেও চা-করদিগের অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। মজুরেরা কণ্ট্রাক্ট লইয়া কখনই অত্যাচার সহ্য করিবে না।

আমরা চা-কর দিগকে পুনর্ব্বার সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন কখন নীলকরদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করেন। লাণ্ড হোলডার্স সভা তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ পথে আনিয়া দল বল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন। চা-করেরা যেন সাবধান হন, তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস না করেন। তাঁহারা যদি আর কিছু কাল নীলকরগণের ন্যায় অত্যাচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইবে।

অত্রত্য কতিপয় ইংরাজ সম্পাদকের অদূরদর্শিতা।

কাজকর্ম্ম না থাকিলে মানুষের মন পরানিষ্টচিন্তায় ও কুকর্ম্মে ধাবমান হয়, এই যে একটী প্রসিদ্ধ কথা আছে, ইহা অযথার্থ নহে। সাধুগণ ইহার লক্ষ্য স্থল না হউন, কিন্তু ইহার যাথার্থ্য বহুধা পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহার প্রতিপোষক আর একটী প্রসিদ্ধ বাক্য আছে। সেটী এই "বসে বসে করি কি, খুড়ার "নামে পেয়দা দি।" কর্ম্ম না থাকিলে পিতৃব্যের অনিষ্টচিন্তাও গর্হিত বলিয়া বোধ হয় না। অত্রত্য কতিপয় ইংরাজ সমাচারপত্র সম্পাদকের এই গতি দেখা যাইতেছে। যখন তাঁহাদিগের লিখিবার কোন বিষয় না থাকে, সেই সময়েই তাঁহারা এদেশীয় দিগের অনিষ্টচিন্তায় প্রবৃত্ত হন। আমি কি

না অমুক সম্পাদক বলিলেন, এদেশীয়েরা অতিশয় অকর্ম্মণ্য ও অলস, ইহাঁদিগকে কোন গুরুতর রাজকর্ম্ম দেওয়া উচিত নয়। অমুক কহিলেন, এদেশের লোক অত্যন্ত প্রতারক, ইহাঁদিগের হস্তে বিশ্বাসযোগ্য কাজ দেওয়া বিধেয় হয় না। আর এক জন আর এক দিক হইতে তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এদেশীয়দিগকে অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিতে দিলে নিঃসংশয় বিদ্রোহ ঘটিবে। অন্য সম্পাদক মনে করিলেন, সকল সম্পাদকই আপন আপন সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, আমার মৌনী থাকা উচিত হইতেছে না। এই ভাবিয়া তিনিও এই বলিয়া আপনার বুদ্ধি ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন যে এদেশের লোককে অধিক লেখাপড়া শিখান উচিত নয়, তহা হইলে পরিণামে ভারতবর্ষ ইংরাজ জাতির হস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। আর এক জন বা এই বলিয়া আপনার বাহাদুরী প্রকাশ করিলেন, ইংরাজ জাতি এদেশের বিজেতা, এদেশীয়েরা বিজিত; অতএব উভয় জাতির সম্বন্ধে একবিধ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া বিজিতের প্রশ্রয় বৃদ্ধিকরা কোনক্রমেই বিধেয় নহে।

এবম্বিধ অসারত্ব দূষিত বচনোপন্যাস ইংরাজ সম্পাদক দিগের অদূর দর্শিতার ফল সন্দেহ নাই। তাঁহারা মনে করেন, গবর্ণমেণ্টের বড় হিত করিতেছেন। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে তাঁহাদিগের তুল্য অহিতকারী আর নাই। প্রজার অনুরাগ ও বিরাগের উপরে রাজশ্রীর স্থায়িতা ও অস্থায়িতা নির্ভর করিতেছে। উক্ত সম্পাদকেরা যে পরামর্শ দিতেছেন, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি তদনুসরণ করেন, গবর্ণমেণ্টের প্রজার অনুরাগ ভাজন হইবার কি সম্ভাবনা আছে? এ পরামর্শের অনুসরণ দূরে থাকুক, সম্পাদকেরা যে উক্তপ্রকার বাক্য ব্যয় করিতেছেন, তাহাতেও ইংরাজ জাতির উপরে এদেশীয় দিগের বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মিতেছে। যে জাতি প্রজার বিদ্বেষ ভাজন হয়, তাহার রাজশ্রী কখন স্থায়িনী হয় না। সম্পাদকগণ! তোমরা কি প্রজার অনুরাগ লাভ চেষ্টাকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতেছ? অস্ত্রবল দ্বারা ভারতবর্ষকে চির কাল স্ববশে রাখিবে, তোমরা কি এই মনোরথ করিতেছ? এ তোমাদিগের দুর্ম্মনোরথ সন্দেহ নাই। ইতিহাস ইহার বিপরীত কথা কহিতেছে। কোন রাজা কখন এবম্বিধ উপায় অবলম্বন করিয়া রাজ্যপদ দীর্ঘকাল স্বহস্তে রাখিতে সমর্থ হন নাই।

আমরা তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা স্থির চিত্তে একটী বিষয়ের বিবেচনা কর। তোমরা যে ভারতবর্ষকে বশে রাখিবার উদ্দেশে এত স্বার্থপরতা ও নীচাশয়তা প্রকাশ করিতেছ, সে ভারতবর্ষ কোন্ জাতির পৈতৃক বাসভূমি? সেই জাতি যদি তোমাদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষকে লইয়া স্বয়ং পালন করিতে পারে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তোমাদিগের অপেক্ষা সেই জাতির ইহাতে সমধিক স্বত্ব আছে। তোমরা আপনাদিগকে মুক্ত রাখিয়া এদেশীয় সমাচার পত্রের কার্য্য দর্শনার্থ লোক নিয়োগ প্রস্তাব লইয়া মত্ত হইয়াছ, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখ, তোমাদিগেরই কার্য্য দর্শনার্থ অগ্রে লোক নিয়োগ আবশ্যক। তোমরা যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়, কিন্তু এদেশীয় সম্পাদকদিগের বচনাবলী বিদ্রোহোদ্দীপনী নহে। এদেশীয় সম্বাদ পত্রে এদেশীয়দিগের যে যে অভিপ্রায় প্রকটিত হয়, গবর্ণমেণ্ট যদি সেই গুলি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, বিদ্রোহ সম্ভাবনা থাকে না। একজনের বাক্য বিদ্রোহের উদ্দীপন করিতেছে, আর এক জনের বাক্য তাহা নির্ব্বাণ করিতেছে, এ উভয়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত হিতকারী কে?

জমিদারদিগের সুশিক্ষা বিরহেই এদেশের সম্যক উন্নতি হইতেছে না।

এখন উন্নতির কল্প। সমুদায় দেশের সমুদায় বিষয়েই প্রায় এখন উন্নতির দিকে ধাবমান হইয়াছে। আমাদিগের দেশও এ নিয়মবহির্ভূত নহে। কিন্তু এদেশের যেরূপ উন্নতি হওয়া উচিত, সেরূপ হইতেছে না। অন্য অন্য দেশের অপেক্ষা এ দেশের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবার বিশিষ্ট কারণ আছে। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকারে আমাদিগের বাস। এ গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে আমাদিগের যে যে অংশে অনুন্নতি আছে, তাহা দূরীভূত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ হয়। চিরন্তন কুসংস্কার প্রভৃতি উন্নতির যে সমস্ত দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক আছে, তাহা অপসারিত করিবার নিমিত্ত বাহুল্য রূপে বিদ্যার আলোক বিস্তার করিবার যথোচিত চেষ্টা হইতেছে। তথাপি আমরা বাঞ্ছিতফলে বঞ্চিত হইতেছি, তাহার কারণ কি?

এই কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকে অনেকবিধ কারণের নির্দ্দেশ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের মতে জমীদারদিগের সুশিক্ষা বিরহই প্রকৃত কারণ। এদেশের লোকেরা প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির নিতান্ত অনুরক্ত; ঐ সকলের সদোষতা নিবন্ধন ইহাঁরা যার পর নাই কষ্ট পাইতেছেন, তথাপি উহার দোষকে দোষজ্ঞান করেন না, একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু জমীদারেরা যদি সুশিক্ষিত হইতেন এতদিন ঐ সকল বিষয়ের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্ত্ত হইয়া দেশের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই। এদেশে জমীদারদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে; সমুদায় লোকেই তাঁহাদিগের বাধ্য; যাঁহারা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকেও জমীদারের নিকটে গরুড়াকৃতি হইয়া থাকিতে হয়; জমীদারদিগের বাক্য

লঙ্ঘনকরা আত্যন্তিক সাহসের কর্ম্ম। ফলতঃ তাঁহারা যদি কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তে কৃত সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়বান হন, তাঁহাদিগের চেষ্টা কখন বিফল হয় না। আমাদিগের দেশের আচার ব্যবহারাদির কখন কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই এরূপ নহে। পূর্ব্বে সমুদ্র গমনাদির প্রতিষেধ ছিল না, প্রবলব্যক্তিরা একবাক্য হইয়া তাহার নিষেধ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে আচার ব্যবহার ছিল, এখন তাহার বহু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। তদানীন্তন ব্রাহ্মণ ও ইদানীন্তন ব্রাহ্মণ উভয়কে একত্র করিবার যদি কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে উভয়কে এক বর্ণ বলিয়া কোন ক্রমেই চিনা যাইত না। তখনকার ব্রাহ্মণেরা দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রু নখাদি ধারণ করিতেন, এখনকার ব্রাহ্মণেরা লুঞ্চিতকেশ ও ওষ্ঠের উপরি ভাগে শ্মশ্রুধারী দৃষ্ট হন। তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা সায়ং প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন এই ত্রিকালে ত্রিসন্ধ্যা, নিত্য হোম ও দেবারাধনা করিতেন, ইদানীন্তন ব্রাহ্মণদিগের হোমাদি বিষয়ে জলাঞ্জলি দান ও রাজারাধনা সার হইয়াছে। শূদ্রেরাই তদানীন্তন ব্রাহ্মণদিগের শুশ্রূষা করিতেন, ইদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা শূদ্রশুশ্রূষু হইয়াছেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা বিনা বেদাধ্যয়ন জলগ্রহণ করিতেন না, ইদানীন্তন ব্রাহ্মণদিগের অনেকে বেদ কয়টী তাহাও অবগত নহেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে সত্য * শৌচ, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন, ইদানীন্তন ব্রাহ্মণদিগের অনেকে ঐ সকলে জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশের দুর্নামের হেতুভূত হইয়াছেন। এইরূপ অন্য অন্য বর্ণেরও আচার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

॥ যখন আমাদিগের দেশের আচার ব্যবহারাদি অপরিবর্ত্তনীয় হইতেছে না, এবং প্রবল ব্যক্তিরা চেষ্টা পাইলে তৎ পরিবর্ত্ত হয় সপ্রমাণ হইতেছে, তখন এ দেশের জমীদারেরা মনে করিলে অনায়াসে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে এবং বাল্য ও বহু বিবাহ প্রভৃতি উঠাইয়া দিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের এক এক ব্যক্তির যে ক্ষমতা আছে, সহস্রাধিক মধ্যবিধ ব্যক্তির সে ক্ষমতা নাই। তবে যে তাঁহারা পরিবর্ত্ত চেষ্টা করিতেছেন না, তাঁহাদিগের সুশিক্ষা বিরহই তাহার কারণ। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে এবং বাল্য ও বহু বিবাহ প্রচলিত থাকাতে দেশের যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা যদি তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইত, তাঁহারা কি ইহার উপায় না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন? সুশিক্ষা নাই বলিয়া তাঁহাদিগের ঐ দোষ গুলি হৃদয়ঙ্গম ও তৎসংশোধন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। যে বিষয় অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, সুশিক্ষা কি তৎ সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইতে দেয়? আত্যন্তিক ক্ষতি হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা থাকিলে তথাপি এক দিন কথা থাকে। জমীদারদিগের সে শঙ্কা নাই। কোন জমীদার যদি আপন গৃহে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করেন, তাঁহাকে জাত্যন্তর করিতে কি কেহ সাহসী হয়? তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অন্যকে অনায়াসে জাত্যন্তর করিতে পারেন, অন্যের এমন কি সাহস আছে যে তাঁহাদিগকে জাত্যন্তর করিবার কথাও একবার মনে করিতে পারেন? আমাদিগের ক্ষোভের বিষয় এই, বিধবা বিবাহাদি প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া বিধবা বিবাহকারীকে অগ্রাহ্ণেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিবার যথোচিত চেষ্টা পাইয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে কয়েক সহস্র প্রধান লোকের শিক্ষাদান অথবা সাধারণের শিক্ষাদান এই উভয়বিধ শিক্ষাদান প্রণালীর কোন্‌টী যুক্তি অনুসারে অবলম্বন করা বিধেয়, তৎ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতেছে। লার্ড কানিঙ বাহাদুর উপরি শ্রেণীস্থ কয়েক সহস্রের শিক্ষাদান প্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। রাজমহলে যে দিন রেলওয়ে গাড়ি খোলা হয়, সে দিন তিনি বক্তৃতা কালে স্পষ্টাক্ষরে ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। লার্ড অকলণ্ডেরও ঐরূপ মত ছিল। ঐ মতটী উৎকৃষ্ট যুক্তির অনুসারী সন্দেহ নাই। অল্পসংখ্য লোককে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে বহুসংখ্য উপকার লাভ হয় সন্দেহ কি? আমরাও উপরে সেই সেই উপকার লাভ গণনা করিলাম। জমীদার প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগের অর্থবল ও লোকবল আছে, তাহার সহিত সুশিক্ষার যোগ হইলে যে মহাফল লাভ হইবে তদ্বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলা সহজ ও সাধ্যায়ত্ত কি না, তদ্বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

জমীদার প্রভৃতির সন্তানগণের সুশিক্ষা হইবার অনেক গুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথম, জ্ঞানোপার্জ্জনই যে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, আজিও আমাদিগের দেশের অনেকের সে সংস্কার হয় নাই। জমীদারেরা সেই দলের প্রধান। জমীদারী হিসাব রাখিবার উপযোগি লেখা পড়া শিক্ষাকেই তাঁহারা পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করেন। দ্বিতীয়, জমীদারের সন্তানেরা অতিশয় অলসস্বভাব। আদর পাইয়া তাহাদিগের এমনি কদভ্যাস হইয়া উঠে যে উত্তরোত্তর তাঁহাদিগের শরীর অপটু হইয়া পড়ে, অণুমাত্র ক্লেশসহিষ্ণুতা শক্তি থাকে না, চিত্ত চিন্তাশক্তি বিরহিত

* ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥ মনুঃ।

সন্তোষ, ক্ষমা, চিত্তের বিকার না হওয়া, অন্যায় করিয়া পরধন গ্রহণ না করা, মৃজ্জলদ্বারা দেহ শুদ্ধি, বিষয় হইতে চক্ষুরাদির বারণ, শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্য, ও ক্রোধের অনুদয়।

হয়। যে সকল ব্যক্তির ঈদৃশ অবস্থা, তাহাদিগের কি সুশিক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে? বিনা শ্রম ও বিনা চিন্তায় দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষা সম্পন্ন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তৃতীয়, জমীদার সন্তানেরা অল্পেই ভোগপরায়ণ ও বিলাসী হইয়া উঠে। বিলাসপরতা বিদ্যাশিক্ষার একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। চতুর্থ, অসৎ সংসর্গ। এদেশে বাল্য ও বহুবিবাহাদি প্রচলিত থাকাতে জমীদারদিগের অল্প বয়সে বিবাহ ও অল্প বয়সে সন্তান জন্মে। একে অপক্ক বীজে জন্ম, তাহার পরও নিয়মের অতিক্রম, সুতরাং অল্প বয়সেই শরীরের বল বীর্য্য ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব জমীদার দলে অকাল মৃত্যু দর্শন অসচরাচর নহে। এই সকল কারণে অধিকাংশ জমীদার সন্তান অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়। উপযুক্ত অভিভাবক না থাকাতে অসচ্চরিত্র ও চাটুকার দিগের প্রাদুর্ভাব তথায় দুর্নিবার হইয়া উঠে। অসৎ সংসর্গ হইলে কুকর্ম্মে মতি হওয়া অনৈসর্গিক নহে। এই কারণে অধিকাংশ জমীদার সন্তানকে ব্যসনাসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যসনাসক্তি বিদ্যাশিক্ষার একটী মহান অন্তরায়।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইলে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যাঁহারা মনে করেন, জমীদারদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারাই অল্পায়াসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবেন, তাঁহাদিগের সে দুরাশামাত্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী হইতেই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। এই দুই শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলে জমীদারেরা যদি লজ্জায় পড়িয়া আপনাদিগের সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করেন, এই এক সম্ভাবনা আছে।

আসাম চা কোম্পানির মাকে ও কার্টর সাহেব।

উক্ত কোম্পানির অন্যতর অধ্যক্ষ মাকে ও কার্টার সাহেব ঐ কোম্পানির টাকা ও চার বীজ লইয়া আপনং কার্য্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয়, তাহা ক্রমেং সত্য হইয়া উঠিতেছে। ঐ দুই ব্যক্তির কার্য্যের অনুসন্ধানার্থ যে কমিটি নিয়োজিত হন, তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা এখানে প্রকাশ করেন নাই। ঐ কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ অধ্যক্ষসভার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পরম্পরা শুনিলাম, ঐ দুই ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। কমিটির কার্য্যদ্বারাও এক প্রকার সন্দেহ নিরাস হইতেছে। মাকে ও কার্টার যদি দোষী না হইবেন, কমিটি তাঁহাদিগের বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলেন না কেন? ঐ মাকে সাহেব লাণ্ড হোলডস সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার যত্নেই ঐ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে তাঁহার সভাপতিত্ব পদ পরিত্যাগ হইল কেন? সিংভূমে যে তাম্রখনি আছে, তাহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ এক কোম্পানি হয়। ঐ মাকে সাহেবের তথায় প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ঐ কোম্পানি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহাও মাকে সাহেবের কার্য্য দক্ষতা ও চরিত্রের বিষয়ে সংশয় জন্মাইয়া দিতেছে।

যাহা হউক মাকেসাহেবের একটী অদ্ভুত ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করা অতিশয় আবশ্যক হইতেছে। আসাম চা কোম্পানি ঘটিত মাকেসাহেবের অপবাদের বিষয় হরকরা পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। মাকে সাহেব ঐ টীকে মিথ্যাপবাদ বলিয়া হরকরা সম্পাদকের নামে ৩০০০০ টাকার ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা করিয়া সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিয়াছেন। যত দিন মাকে সাহেবের চরিত্র সংশয়াস্পদ রহিয়াছে, তত দিন তাঁহার কৃত মোকদ্দমাবৃত্তান্ত অনেকের মনে অনেক প্রকার তর্ক উপস্থিত করিয়া দিবে সন্দেহ নাই।

মাকে সাহেবের চরিত্রের অনুসন্ধানকারি কমিটি তাঁহার বিষয় সহসা প্রকাশ না করিয়া ইংলণ্ডস্থ অধ্যক্ষ সভার মত প্রতীক্ষা করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগকে দূষিত করি না, কিন্তু তাঁহারা যদি মাকে সাহেবের দোষ গোপন রাখিবার ও তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবার অনুরোধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে দূষিত হইবেন সন্দেহ নাই। মাকে সাহেব যদি বাস্তবিক চা কোম্পানির টাকা ও চার বীজ লইয়া আপনার কাজ উদ্ধার করিয়া থাকেন, তিনি কোন ক্রমেই ক্ষমার যোগ্য নহেন। তিনি কেবল যে ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন এমন নহে, তাঁহা হইতে একটী বিষম অনর্থকর অসৎ পথ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি অন্যং কোম্পানির অধ্যক্ষেরা তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, সত্বর সমুত্থান অন্তর্হিত হইয়া জগৎকে শ্রীভ্রষ্ট করিবে সন্দেহ নাই।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, বুধেলারহস্য নাটকের এক খণ্ড এবং সাল্ট ডিপার্টমেণ্টের ১৮৬০। ৬১ অব্দের একখণ্ড রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। বুধেলারহস্য শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার প্রণীত। ইনি যখন চট্টগ্রামের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন, তৎকালে জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি কাকিনীয়ার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর উৎসাহদানে এতৎ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার নৈপুণ্য সহকারে ইহাতে এদেশের আচার ব্যবহারাদির বিষয় অনেক বর্ণন করিয়াছেন এবং গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলে কৌতুকপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৮৬০। ৬১ অব্দের সাল্টডিপার্টমেণ্টের রিপোর্টদ্বারা জানা যাইতেছে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর অধিক লবণ প্রস্তুত অথবা বিক্রয় হয় নাই। ১৮৫৯। ৬০ অব্দে ৪৬৩৭০০৭ মণ বিক্রয় ও ১৬৫২০৭৭৫ টাকা লাভ হয় এবং ১৮৬০। ৬১ অব্দে ১৬০৭২৫৭ মণ বিক্রয় ৬২২১৬০৪ টাকা লাভ হয়।

বিবিধ সংবাদ।

২১এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

অদ্য হামিলটন কোম্পানির বাটীতে কড়াই ও বাঁদার লুটপ্রাপ্ত হীরক ও অলঙ্কারাদির এক অংশ বিক্রীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক বহুমূল্য দ্রব্য আছে। অদ্য নানা সাহেবের ও সিন্ধুদেশীয় ভুতপূর্ব্ব আমীর মীর মহম্মদ আলী খাঁর অলঙ্কারাদিও বিক্রীত হইয়াছে।

অদ্য পুলিষ আফিসে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের এক সভা হয়। তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে হরিণ বাটীর তত্ত্বাবধান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

বোম্বাই নগরে মালবদেশীয় অহিফেন ১৬১০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে।

অনেক মিলেটারি আফিসর অনুমতি না লইয়া নেপাল রাজ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া থাকেন। তত্রত্য গবর্ণমেন্ট এই বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন নেপালের রেসিডেন্ট দ্বারা রাজার অনুমতি না লইয়া কেহ নেপালে যাইতে পারিবেন না। বোধ হয় আফিসরেরা "নানা" প্রকার শীকার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ফিনিক্স সম্পাদক গোমহিষ ও শকটাদি বেগার ধরিবার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ১৮৫৭ অব্দে গ্রাণ্ট সাহেব বেগার ধরিবার প্রথা রহিত করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পণ করেন; কিন্তু অবিলম্বে বিদ্রোহ ঘটনা হওয়াতে ঐ বিল আর দ্বিতীয় বার পঠিত হয় নাই। সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঐ বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে। বেগার ধরিলে গাড়োয়ানেরা ভাড়া প্রায় পায় না; এই নিমিত্ত অনেকে আপন আপন শকট ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া থাকে।

হরকরা সম্পাদক সংবাদ পাইয়াছেন ক্রস পাইণ্টের লাইট হাউসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার সহকারী এক নৌকায় জলমগ্ন হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এবিষয় জানিবার জন্য এক খানি বাষ্পীয় জাহাজ প্রেরণ করিয়াছেন।

দিল্লী গেজেট সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন কয়েক জন ভুতপূর্ব্ব বিদ্রোহী মক্কা হইতে ভারতবর্ষে আপনাদিগের সহচরের নিকটে বিদ্রোহসূচক কয়েক খানি পত্র লিখে। কিন্তু পুলিষ কর্ম্মচারিরা সেই সকল পত্র হস্তগত করিয়াছে।

উক্ত সম্পাদক বলেন ফিরোজশাহ কাবুলে পলায়ন করিয়া এক্ষণে সুলতান জানের শিবিরে অবস্থিতি করিতেছেন। ফাঁশীকাষ্ঠ বড় আহার হইতে বঞ্চিত হইল।

উক্ত পত্রের এক জন সংবাদ দাতা বলেন ২০এ মে গোরক্ষপুরে ভয়ানক ঝড় হইয়া অনেক বাটী ও বৃক্ষাদি নষ্ট করিয়াছে। তত্রত্য শিবির ভগ্ন হইয়া কয়েক জন সৈন্য গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে।

হায়দরাবাদে ৪৭ জন লোক বালারাওর সহচর ও সহকারী বলিয়া ধৃত হইয়াছে। যে সিপাহীর সহায়তায় বালারাও পলায়ন করেন, তাহার দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তি নবাব ও তাঁহার মন্ত্রি সালার জঙ্গকে হত করিয়া দক্ষিণে মহারাষ্ট্রীয় রাজত্ব স্থাপন করিবার কল্পনা করিয়াছিল।

অযোধ্যা গেজেট সম্পাদক বলেন জয়পুরের রাজা নিজে রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার মন্ত্রি পণ্ডিত শিবদিনের হস্তে সমস্ত তার অর্পণ করিয়াছেন। এদেশীয় রাজারা এই দোষেই উৎসন্ন হন।

জন ডেবিস নামে এক জন ইউরোপীয় বিদ্রোহ কালে এক স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। সে পুনর্ব্বার "পরিতাপ" প্রকাশ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এখন আবার যেন অনুতাপ করিতে না হয়।

আলাহাবাদ গেজেট সম্পাদক বলেন জোয়ান পুরের পুলিস অধ্যক্ষ লেপ্টনণ্ট গার্টন শঙ্কর রাম সিংহ নামক এক জন বিদ্রোহী দস্যুকে ধৃত করিতে গিয়া হত হইয়াছেন। শঙ্কর রাম এক গহ্বরের মধ্যে কয়েক জন সহচরের সহিত লুক্কায়িত ছিল। গার্টন তন্মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দস্যু তাঁহাকে বধ করিল। পুলিস সেনাগণ দস্যুদিগকে ধৃত করিবার আর কোন চেষ্টা না করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিষ সেনারা সকল স্থলেই সমান সাহস প্রদর্শন করে।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা করিয়াছেন, নূতন ইষ্টাম্প আইন সিঙ্গাপুরে প্রচলিত হইবে না। কারণ?

পুলিষের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি এই আজ্ঞা দেন, কলিকাতার মাজিরা রাত্রি আটঘটিকার পর আগুন রাখিতে পারিবে না। মাজিরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কার্য্য ত্যাগ করিয়াছে। অনেক বণিকের দ্রব্যাদি তন্নিমিত্ত তীরে আনা হইতেছে না। কয়েকজন বণিক এই আজ্ঞা রহিত করিবার জন্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে প্রায় সকল স্থানেই চোরের ভয় হইয়াছে। ডাকাইতি কমিসনর স্লিলি সাহেব কি করিতেছেন?

নূতন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর পীড়িত বলিয়া ভগলপুরে গমন করিয়া অবস্থিতি করিবেন। আমরা শুনিলাম তথায় বাটী ক্রয় করা হইয়াছে। কাহার ব্যয়ে?

বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের যকৃৎ হইয়াছে। সমুদ্রে যাইয়াও তাঁহার পীড়া শান্তি হয় নাই। অতিশয় দুঃখের সম্বাদ।

২২এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক নিউজিলাণ্ড হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর জর্জ্জ গ্রের যত্নে তত্রত্য লোকেরা শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াছে। তত্রত্য প্রধান ব্যক্তিরা স্বদেশ মধ্যে সুশাসন প্রণালী প্রচলিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সর জর্জ্জ গ্রে নিউ জিলাণ্ডে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহা করিলে "শ্রীবৃদ্ধি কারীর" দল ক্ষেপিয়া উঠিতেন।

লণ্ডনের শিল্পাদি প্রদর্শনী সভায় ভারতবর্ষের যে সমস্ত দ্রব্যাদি নীত হইয়াছে, তাহা তত্রত্য লোকের অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল তন্নিমিত্ত কলিকাতাস্থ দ্রব্যাদি সংগ্রহকারিণী সভাকে ধন্য বাদ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত শিল্পাদি প্রদর্শনী সভায় এতদ্দেশীয় কয়েক ব্যক্তিকে প্রেরণ করা উচিত ছিল; কিন্তু রুশীয়াধিপতি পিটরের বুদ্ধি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ঘটে থাকা অসম্ভব।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ (দেশীয়) সংবাদ পত্রের এক জন তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন। তিনি যত অশ্লীল পুস্তকাদি প্রচার বন্ধ করিবেন। রসরাজ অন্তর্দ্ধান হইলেই বঙ্গদেশের দুর্নাম যায়।

সম্প্রতি বীডন সাহেব আলিপুরের বিলবিডর হাউসে নৃত্যাদি উৎসব করেন, তাহাতে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়েরা আহূত হন। তৎ প্রসঙ্গ করিয়া উক্ত সম্পাদক লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "মনরো, এলফিনষ্টোন ও মেটকাফ প্রভৃতি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহাও সেই উপায়, এত দ্বারা এই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইবে, এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীদিগের পরস্পর সদ্ভাব সঞ্চারিত হইবে"। একথা শুনিয়াও কর্ণ সুখ হইল। ঐ উৎসবসভায় এদেশীয়দিগকে জুতা খুলিয়া যাইতে হয় নাই। এই একটী বিশেষ লাভ।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন, ছোটনাগপুরের রাজা যে হতভাগ্য ব্যক্তিকে নানা সাহেব বলিয়া ধৃত করিয়া প্রেরণ করেন, তাহাকে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন। নানা সাহেবের জন্য কত লোককে "কান লয়ে গেল কাকে ত কাকের সঙ্গে যা" হইতে হইবে!

মঙ্গলোদয় সর উইলিয়ম ডেনিসন ও মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভাকে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইত একটী শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাঁহারা "বাদশাই কুড়ে" ছিলেন। অতএব তাঁহাদিগের হইতে একের অপরাধে গ্রামের সমুদায় লোকের জরিমানা অথবা কণ্ট্রাক্ট বিলের তত্ত্ব ছিল না।

আলাহাবাদ গেজেট সম্পাদক বলেন, এক জন পুলিস সৈনিক এক ব্যক্তির নিকটে আম্র ক্রয় করিতে গিয়া অধিক আম্র চাহিবাতে সে তাহাতে অসম্মত হইল। উক্ত "মহাবীর" তন্নিমিত্ত সাঙ্গিন দেখাইবাতে বিক্রেতা ভয়ে তাহাকে তাহার স্বেচ্ছানত আম্র দিল। সম্পাদক তন্নিমিত্ত মহাক্রোধে লিখিয়াছেন "যাহারা শান্তি রক্ষা করিবে তাহারা একার্য্য করিলে কি বোধ হয়?" হয় আর কি? জান না "কুড়ে মুরগির বজ্র ঠোকর"?

বাঙ্গালী সম্পাদক বলেন, সংবাদ পত্রে গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারিদিগের বিষয় আন্দোলন করা অন্যায়। তিনি কহেন যে সে ব্যক্তি রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হউন না কেন নিয়মিত সময়ে আফিস খুলিয়া নিয়মিত কার্য্য করিলে ও নির্দ্ধারিত কাগজ লিখিলে সম্পাদক দিগের কিছু বলিবার কি কারণ থাকে? যদি হরকরার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ফর্বস এক জন নীল কমিসনর হন বাঙ্গালী সম্পাদক কি নীরব থাকিবেন?

২৩এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

ভারতবর্ষীয় সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ হেনরি, জন, কাটার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা এদেশে প্রায় আসিতে অসম্মত; কিন্তু কাটার বিজ্ঞানের উন্নতির উদ্দেশ করিয়া এদেশে বহুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকে দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই।

সিবিল ও মিলেটারি ফিনান্স কমিসন যখন কেরাণীদিগকে ছাড়াইয়া দেন, তখনই আমরা কহিয়াছিলাম, শেষে এ চেষ্টা নিস্ফল হইবে। সম্প্রতি অনেক আফিসে নূতন কেরাণী নিযুক্ত করা হইতেছে; মিলেটারি কণ্ট্রোলরের আফিসে প্রতিমাসে ছয় শত টাকা অধিক ব্যয় করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। খুদতে কখন কি ছাতু ভেজে।

গবর্ণমেন্ট ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেন্টে অনেক পরিবর্ত্ত করিতেছেন। স্থির হইয়াছে ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত মুহুরি আনয়ন করা হইবে এবং এই ডিপার্টমেন্টের বর্ত্তমান কর্ম্মচারিরা যদি যথাবশ্যক গুণবত্তা ও শ্রমশীলতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, ক্রমশঃ উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইবেন। ইংলণ্ড হইতে মুহুরি আনয়ন করা অপব্যয় সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থানে এতদ্দেশীয় মুহুরিরাই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

উক্ত পত্রের মালদহস্থিত সংবাদ দাতা বলেন সম্প্রতি তথায় অগ্নি লাগিয়া যে সকল দরিদ্র লোককে এক কালে নিরাশ্রয় করিয়াছে তাহাদিগের সহায়তার জন্য তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটের যত্নে এক সভা হইয়া ৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের কষ্ট হওয়াতে ইংলণ্ডের সর্ব্ব স্থানে চাঁদা হইয়াছে। সুখের বিষয় এই এতদ্দেশীয়েরা ও এই সকল সংকার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন।

উক্ত পত্রের সম্পাদক বলেন গবর্ণমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারিদিগের নামে সরকারী পত্র সত্বর যথাযথ স্থানে প্রেরণ করিবার জন্য পোষ্ট আফিসে একটি স্বতন্ত্র ঘর থাকিবে। ঐঘরে সমুদায় সরকারী কাগজ পত্র রাখা হইবে। গবর্ণমেন্টের যাবতীয় আফিস এক বাটীতে হইবার কল্পনা হইতেছে। তাহা হইলে একজন হরকরার দ্বারাই কাজ হইবে। এতদ্দ্বারা সময় ও অর্থ উভয়বিধ লাভ হইবে।

ইংলিসমান সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন, সর চারলস উড ভারতবর্ষীয় সিবিল কর্ম্মচারিদিগের একবিধ বস্ত্র পরিধান নিয়ম করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মিলেটারিদিগের ন্যায় ইহাঁদিগেরও এক প্রকার স্বতন্ত্র বস্ত্র হইবে। তাহা কার্য্য স্থলে প্রকাশ্য সভা ও দরবার প্রভৃতির সময়ে পরিধান করিতে হইবে। সুশিক্ষিত দলের যেসকল ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা আর ব্যস্ত হইতেছেন কেন?

আলাহাবাদ গেজেট সম্পাদক বলেন, সম্প্রতি উক্ত নগরে গবর্ণমেন্টের টাকা আসিতেছিল। ইতিমধ্যে কয়েক জন দস্যু তাহা লুঠ করিবার চেষ্টা পায়। কয়েক জন পুলিষ "সেনা" দস্যুদিগের উপরে বন্দুক মারিল কিন্তু কাহার ও কিছুই হইল না। দস্যুরা চলিয়া গেল, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করে নাই। পুলিষ সেনাদিগের এত গুণ, তথাপি গবর্ণমেন্ট তাহাদিকে পুরস্কার দেন না!

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, দস্যু শঙ্কর রাম সিংহকে ধৃত করিবার জন্য ফুলপুরের অভিমুখে কয়েক জন সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। শঙ্কর রাম পুর্ব্বে চালাই গ্রামের জমীদার ছিল। এই সকল দস্যুকে ক্ষমা করিবার ঘোষণা করিয়া দিলে বোধ হয় তাহারা অস্ত্রত্যাগ করিতে পারে।

জেন্‌স্‌ হেনরি উইল্‌সন নামক একজন উর্জ্জিনিয়ার এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করাতে তাহার প্রথম স্ত্রী তাঁহার নামে নালীস করিয়াছেন। [illegible] তাঁহাকে ধৃত করিবার পরয়ানা হইয়াছে। উর্জ্জিনিয়ার দলে নীচপ্রকৃতি লোকেরই সংখ্যা অধিক।

সেপ্টেম্বর মাসে পাটনা পর্য্যন্ত রেইলওয়ে চলিবে। অক্টোবরে কাশী পর্য্যন্ত খুলিবে বোধ হইতেছে।

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বিদ্রোহীদিগের সহিত ইংরাজ ও ফরাসিদিগের পুনরায় একটি যুদ্ধ হইয়াছে। এবার বিদ্রোহীরা অপেক্ষাকৃত সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছে। ওয়ার্ড নামক একজন ইংরাজ চীনদেশীয় সম্রাটের সেনাপতি হইয়াছেন।

১৪এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

লার্ড কানিঙকে লইয়া যাইবার জন্য সর চারল্‌স উড ও লার্ড সিড্‌নি প্যারিসে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাকে অতিশয় সমাদর পুর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন।

কমরিণ অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে এক ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছে। ঐ গ্রামের লোকেরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। সে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মানিয়া থাকে, অথচ মহম্মদের ন্যায় অবতার হইতেছে। অনেকে তাহার কথায় প্রত্যয় করিতেছে। খৃষ্টিয়ানই বল, আর মুসলমানই বল সকল শ্রেণির মুর্খেরাই সমান।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স সম্পাদক বলেন, কিছু দিন হইল, থিরাটমিয়ো নগরে ওয়ালিস নামে এক জন পাদরি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা পান। তিনি প্রথমতঃ গুলি খাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ সকলে সতর্ক হওয়াতে তিনি এক দিন অলক্ষিত রূপে এক উচ্চ প্রাচীর হইতে ভূমিতে পতিত হন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। ওয়ালিস সাহেব একজন পাদরি, বিশেষতঃ বিদ্বান, তথাপি তিনি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বোধ হয়, পীড়া অথবা অন্য কারণ বশতঃ তাঁহার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে।

১৮ই মে মান্দ্রাজ হইতে বেপুর পর্য্যন্ত রেইলওয়ে খুলিয়াছে।

টালার নীলামের প্রধান কেরাণী লায়াল (এক জন ফিরিঙ্গি) তত্রত্য মুৎসুদ্দি বাবু নরসিংহ বসুকে " রাস্‌কেল " বলাতে বাবু বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়াছেন। তন্নিমিত্ত ফিরিঙ্গি দিগের সহিত তত্রত্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারি দিগের বিবাদ হইতেছে। " ঢেঙ্‌ বলে আমি যাই, কই বলে আমি যাই খলসে বলে আমিও যাই " ফিরিঙ্গি দিগের এই রোগ ঘটিয়াছে, তাহাতেই যত অনর্থ।

সিংহল দ্বীপে এ বৎসর ব্যয়বাদে দশ লক্ষ টাকা জমিয়াছে। গতবর্ষ অপেক্ষা এবার তথায় ১,৬৬,১৪০ টাকা অধিক শুল্ক আদায় হইয়াছে। সিংহল দ্বীপ ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের অধীনস্থ হইলে এত উদ্বৃত্ত টাকা প্রদর্শন করিতে পারে কি না সন্দেহ।

ব্রহ্মদেশীয় বাষ্পীয় জাহাজের কোম্পানির করিঙ্গা জাহাজের অধ্যক্ষ তাহার ইঞ্জিনিয়ার গলিলাণ্ডকে বিনা অপরাধে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাতে তাঁহার ১০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়র কল চালাইবার জন্য অধিক লোক চাহিবাতে কাপ্তেন তাঁহার প্রতি এই কুব্যবহার করেন। সর বার্নেস পিকক আজ্ঞা দিবার সময়ে কাপ্তেনকে বিশেষ রূপে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের যত উদাহরণ পাওয়া যায়, সৎব্যবহারের তত পাওয়া যায় না।

দক্ষিণ হেরাল্ড সম্পাদক বলেন, হায়দরাবাদের নবাবের প্রধান মন্ত্রি সালার জঙ্গকে অনেকে হত্যা করিবার চেষ্টা করাতে তাঁহার শরীর রক্ষা হেতু ৫০০ অশ্বারোহী সেনা নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা ইংলণ্ডেশ্বরীর অশ্বারোহীর শরীর রক্ষকের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। হায়দরাবাদে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

মধ্য ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সি, এ, আর ব্রাউনিঙ্‌ সাহেব বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। বহুসংখ্য মিসনরিবিদ্যালয়ে আনুকূল্য প্রদান করা হইয়াছে।

আমরা শুনিলাম উড্রো সাহেব বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলে জিয়লজিকাল সরবের মেডলিকট সাহেব তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। শিক্ষাসংক্রান্ত ডিপার্টমেণ্টে মেডলিকটের কি বিশেষ গুণ আছে, আমরা জানিতে পারিতেছি না।

চন্দননগরে সম্প্রতি কয়েক জন বোম্বেটিয়া এক নৌকায় ডাকাইতি করিয়াছে। রিলি সাহেবের কমিসনর হওয়া অবধি চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা প্রায় সকল স্থান হইতে চুরির সংবাদ শুনিতেছি।

১৩ই মে কাশ্মীরে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এদেশেই বা কবে ঝড় শুভাগমন করেন।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ খেলাতিগিলজি নগরে সসৈন্যে উপনীত হইয়াছেন। সুলতান জান খাসরুদ নদীর অপর তীরে অবস্থিতি করিতেছেন। পারস্য দেশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যরূপে সুলতান জানের সহায়তা করিতেছেন না, ইহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। সুলতান জানের সহিত আমীরের সন্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স সম্পাদক বলেন, মহীসুরের রাজা নিজ রাজ্যের ভার স্বহস্তে লইবার প্রার্থনায় আবেদন করেন, লার্ড কানিঙ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া রাজাকে এক কর্কশ পত্র লিখিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে যে এইরূপ এক এক কাজ করা হয়, তাহাতে যে অসন্তোষ জন্মে, ষ্টার প্রভৃতি নানা প্রকার সম্মান চিহ্ন দিয়াও তাহা যায় না।

সিটেন কার সাহেব সদর আদালতের এক জন অতিরিক্ত জজ হওয়াতে তাঁহার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ পরিত্যাগ হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে নিম্ন লিখিত ভূমিতে কাফি হইতেছেঃ—

	বিঘা	কর্ষিত বিঘা
মাদুরা	৩৭১১৹	৩৭১১৹
ভেনেবিলি	১১২৯৯৸৹	৩৫৯৭
কইম্বাতুর	১৮৩৪৪৸৹	২৭০৫৸৹
সালেন	১৪,৩০০	৫৯৫৩৷৹
উত্তর কানাড়া	০	০
দক্ষিণ কানাড়া	১৮৪১৹	১৫১৩
মালবার	৮২৫৭৯৸৹	৩১২৫৩৷।৹

এই সকল ভূমিতে সর্ব্ব শুদ্ধ ৭৫০০০ মণ কাফি হইতেছে। ৪১৩টি ক্ষেত্র আছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক হায়দরাবাদের নবাবের প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছেন। তিনি বলেন নবাব ইংলণ্ডেশ্বরীর বন্ধু নহেন, এবং সময়ে সময়ে ইংরাজ দিগকে অপমান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা পত্র না হইলে হায়দরাবাদ এতদিন অযোধ্যার পথে যাইত।

উক্ত সম্পাদক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংবাদ পত্রের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের বিষয়ে লিখিয়াছেন "যদিও এতদ্দেশীয় পত্রে বিদ্রোহ সূচক প্রস্তাব লিখিত হয়, তথাপি সে সমুদায়ের স্বাধীনতা দূরকরা উচিত নহে।" এদেশীয় সম্বাদ পত্রে বিদ্রোহ সূচক প্রস্তাব লিখনের বিষয় যিনি যা বলুন, এদেশীয় সম্বাদ পত্রের স্বাধীনতা হৃত হইলে গবর্ণমেণ্টকে অন্ধের ন্যায় চলিতে হইবে।

অযোধ্যা গেজেট সম্পাদক বলেন, আগরায় সম্প্রতি কয়েক জন দুশ্চেষ্টিত ব্যক্তি সমুদায় ইউরোপীয় সেনাকে বিষপান করাইয়া বধ করিবার চেষ্টায় আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সকল সংবাদ পত্রই বিদ্রোহ স্বপ্ন দেখিতেছেন।

বাঁদার লুঠ প্রাপ্ত দ্রব্য সকল বিক্রীত হইয়াছে। অনেক দ্রব্য, বিশেষতঃ আকবরী মোহর অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে।

কালীতে সম্প্রতি একটি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা থানার নিকট বর্ত্তি এক দোকান হইতে ১০০০ টাকার দ্রব্য লইয়া গিয়াছে। এখন আবার ডাকাইতদিগের অধিকার হইল না কি?

উক্ত স্থানের বিচারালয়ে এক অদ্ভুত মোকদ্দমা হইয়াছে। এক জন ফিরিঙ্গি কম্পাউণ্ডার চিকিৎসালয়ের এক দাসীর প্রতি আসক্ত হইয়া রাত্রিযোগে তাহার গৃহে প্রবেশ করে। দাসী তাহার প্রেমের পুরস্কার কয়েক লাথী দিয়াছিল। তত্রত্য কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট উক্ত মোকদ্দমা ফৌজদারিতে সমর্পণ করাতে দাসীর জরিমানা হইয়াছে, ফিরিঙ্গি বেকসুরে খালাস হইয়াছে। বিচার টী সূক্ষ্ম বটে!

এক জন ইউরোপীয় খালাসী এক ব্যক্তিকে প্রহার করিয়াছিল। সে পুলিষে আনীত ও পৃষ্ট হইয়া বলিল "আমি যে সে কাল নিগারকে মারিব" ভারতবর্ষের ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হয় এই।

২৫এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

শুনা গেল, সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস আজিও সুস্থ হইতে পারেন নাই, সিংহল দ্বীপে অবস্থিতি করিতেছেন।

এক জন মিসনরিকে মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ করাতে তত্রত্য লোকেরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। মিসনরির নাম শুনিয়াই অসন্তোষ কেন? ধর্ম্মোপদেশ দিবার যখন আইন নাই, তখন শঙ্কা কি? তাঁহাদিগের দ্বারা ধর্ম্ম নীতির উন্নতি হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে।

জর্জ্জ ইষ্টন নামক এক জন ইউরোপীয় এক জন উড়ীয়া বেহারাকে প্রহার ও তাহার পালকী ভগ্ন করিয়া তাহাকে কোন স্থানে যাইতে কহে। বেহারা আপন সহচর দিগকে আহ্বান করিয়া সাহেবকে পালকীতে লইয়া চলিল। কিন্তু তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে না যাইয়া এক কালে পুলিষে লইয়া গেল। ইষ্টনের পাঁচ টাকা জরিমানা হইয়াছে। তবে নাকি উড়ে দিগের বুদ্ধি নাই?

নিম্ন লিখিত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা পর্য্যায় ক্রমে হরিণ বাটী দর্শন করিবেন:—

ফিট্জ উইলিয়ম; হুই, বালফোর; জে, এচ, ফরগুসন সাহেব; রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ; এবং বাবু মাণিক জি রুস্তম জি।

অযোধ্যার কমিসনর, রাজা দিগ্বিজয় সিংহ প্রভৃতি তথায় সর্ব্ব শুদ্ধ ৩৭ টী ব্যাঘ্র বধ করিয়াছেন।

মাজি দিগের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা হইয়াছে। বণিক সম্প্রদায়ের অনুরোধ ক্রমে গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের পূর্ব্ব আজ্ঞা রহিত করিয়া মাজি দিগকে সকল সময়ে অগ্নি রাখিতে অনুমতি দিয়াছেন। তাহাদিগকে কেবল উত্তম উনান রাখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট নীল কৃষকদিগের প্রতি এরূপ কটাক্ষ না করেন কেন?

ফিনিক্স সম্পাদক বলেন, এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার প্রতি হস্তার্পণ করা গবর্ণমেণ্টের ইষ্ট নহে। এতদ্দেশীয় সম্পাদক দিগের অভিপ্রায় অবগত হওয়াই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত, সেই হেতু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক জন তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন। আমরা বরাবর এই অনুরোধ করিয়া আসিতেছি।

উক্ত সম্পাদক মিরাটের পে আফিসের এক জন কর্ম্মচারির ধূর্ত্ততার বিষয় লিখিয়াছেন। নন্দলাল নামক এক জন কেরাণী নানা লোকের নামে হুণ্ডি করিয়া তাহা পেমাষ্টরের দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়া টাকা লইত। একদা সে বিবি মাকডোনাল্ড নামে এক ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের নামে ৪০০ টাকার হুণ্ডি কাটিয়া তাহাকে তাহার টাকা লইতে বলে। সে তদনুসারে কার্য্য করিল; কিন্তু নন্দলাল তাহার অধিকাংশ টাকা লয়। পরে আর এক বার ঐ প্রকার করিবার চেষ্টা পাওয়াতে সে ধৃত হইয়াছে। এক জন বণিক তাহার সঙ্গে রুদ্ধ হইয়াছে। উক্ত স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে কেন?

হরকরার সম্বলপুরস্থিত সংবাদদাতা বলেন তত্রত্য বিখ্যাত বিদ্রোহী সুরেন্দ্র সিংহ আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। আর কয়েক জন শীঘ্র আত্মসমর্পণ করিবেন। দয়ার এই ফল।

প্রিন্স অব ওয়েলস পুনর্ব্বার এক দল বিদুইন আরবের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার নাম শ্রবণে চলিয়া গিয়াছে। এমত দেশে ভ্রমণ করা উচিত নহে।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি একটি শোকাবহ ঘটনা হইয়াছে। ওয়েব নামক এক ব্যক্তি একটি সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিবার আশা দেয়। ঐ ব্যক্তির পূর্ব্বে বিবাহ হয়। সে স্ত্রী বর্ত্তমান। ঐ বালিকাটী তাহার কুহকেই

জানিতে পারিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে! প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, কোর্টসিপের দোষে সরল বালিকারা ধূর্ত্ত লোকদিগের চাতুরীতে পড়িয়া চিরকালের মত মান ও সুখ এবং কখন কখন প্রাণও হারাইয়া থাকে। এই দোষের ফৌজদারী দণ্ড কি বিধেয় নহে?

২৬এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

পাঠকবর্গ এই সোমপ্রকাশেই দেখিয়াছেন "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" নামে এক খানি জঘন্য সমাচার পত্র হইয়াছিল। রসরাজের সহিত প্রতিযোগিতা করাই উহার উদ্দেশ্য। উহার গুণ রসরাজের অপেক্ষা ন্যূন নহে। আমরা শুনিলাম রসরাজ সম্পাদকের ন্যায় উহারও সম্পাদক শ্রীঘরবাসী হইয়াছেন। অবিনয়ের ফল ভোগ কে নিবারণ করিবে? আমরা পূর্ব্বে সাবধান করিয়াছিলাম।

হরকরা সম্পাদক নিম্নলিখিত সমাচার টেলিগ্রাফ যোগে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১লা মে নিউইয়র্ক। গবর্ণমেন্টের যুদ্ধ জাহাজ সমূহ নিউঅর্লিয়ন্স নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত নগর সমর্পণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। বিদ্রোহীরা পঞ্চার ট্রেন হ্রদের নিকটস্থ তুলা নষ্ট করিয়াছে। এরগার্ড অনেক সহকারী সেনা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১২ই মে, লিবরপুল। নিউঅর্লিয়ন্স হস্তগত হইয়াছে। ৫০০ বস্তা তুলা বিক্রীত হইয়াছে।

পঞ্জাবের গবর্ণমেন্ট উত্তর সিন্ধু নদে কয়েক খানি বাষ্পীয় জাহাজ রাখিয়াছেন।

২৩ এ জুন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ভাগলপুরে গমন করিবেন।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ওরিএন্টেল ব্যাঙ্কের এক জন সরকার ৭৮০০ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। সে সম্প্রতি ধৃত হইয়াছে।

হরকরা সম্পাদক জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন, প্রধান সেনাপতি সকল সৈন্য ও আফিসরকে আলবার্ট স্মরণীয় ফণ্ডে তাঁহাদিগের এক দিনের বেতন দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। সর [illegible] রোজ এত মূর্খ নহেন।

[illegible] সম্পাদক বলেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি লসিংটন সাহেব ছয় মাসের [illegible] লইয়া গমন করাতে ইডেন সাহেব তাঁহার কর্ম্ম করিবেন। হর্শেল সাহেব ইডেন সাহেবের কর্ম্মে ও এডওয়ার্ড গ্রে সাহেব হর্শেল সাহেবের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু আমরা শুনিয়াছিলাম গর্ডন ইয়ং সাহেব সেক্রেটরি হইবেন।

আকলাণ্ড নামক এক ব্যক্তির রাণীগঞ্জ স্থিত বাটীতে বিখ্যাত হত্যাকারী হিলি লুক্কায়িত আছে বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে পুলিস কর্ম্মচারিরা তাঁহার বাটী অন্বেষণ করিতে গমন করেন। আকলাণ্ড তাঁহাদিগের গমন প্রতিরোধ করাতে তাঁহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। গ্রাণ্ড জুরি তাঁহাকে দোষী স্থির করিয়াছেন। তবেই ত!

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রয় হইতেছে।

৪ টাকার	সিক্কা কাগজ		৯০৷০। ৯১
৪ টাকার	কোম্পানির	ঐ	৯১৷০। ৯২
৫ টাকার	ঐ	ঐ	১০৫। ১০৬
৫॥০ টাকার	ঐ	ঐ	১১১৷০। ১১২

সুপ্রিমকোর্ট।

অভিমানী নামক একব্যক্তি ২৫০ টাকার নোট ও ৬৫০০ টাকা নগদ চুরি করিয়া গুরুচরণ নামক এক ব্যক্তির নিকটে রাখাতে তাহাদিগের উভয়ের কঠিন পরিশ্রমসহ ১৮ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

উইলিয়ম ষ্টিবন্স নামক এক ব্যক্তি ১০০ টাকার এক নোট চুরি করিয়াছিল, তাহাকে নয়মাস কারাগারে থাকিতে হইবে।

টমাস আলেকজাণ্ডার নামক এক ব্যক্তি তাহার কর্ত্রী মিস হারিএটের কয়েক খানি অলঙ্কার অপহরণ করাতে তাহার ১৮ মাস মিয়াদ হইয়াছে।

জন মেণ্ডিস, জন ফ্রাঙ্ক ও পিটর ডানিএল নামক তিন ব্যক্তি সিঁদ দিবার চেষ্টা পায়, তাহাদিগের কঠিন পরিশ্রমসহ দুইবৎসর হরিণ বাটী হইয়াছে।

নবীন বাগদি দিনের বেলায় সিঁদ দিবার চেষ্টা পাওয়াতে তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

লাল মহম্মদ নামক একটি বালক তাহার কর্ত্রী এক বারাঙ্গনার কিছু অলঙ্কার অপহরণ করিয়া জাফর আলি নামক এক ব্যক্তির নিকটে রাখে। বালকটির ছয় মাস ও জাফর আলির দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে।

সেক করিম সিঁদ দিয়াছিল বলিয়া তাহার এক বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

হেনরি বিবান নামক ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের এক জন চৌকিদার শকটে মদ্যপানে অচেতন হওয়াতে তাহাকে এক মাস কারাগারে থাকিতে হইবে।

—•—

১০ই মে পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

ইয়র্কটৌনে অদ্যাপিও যুদ্ধ হয় নাই; কিন্তু উত্তর বিভাগের সেনারা দুর্গের প্রাচীরের আরও নিকটে খানা কাটিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেন্টের সেনারা রিচমণ্ডের পথি মধ্যস্থিত গর্ডনস্‌বিল নগরে সমবেত হইয়াছে।

গবর্ণমেন্টের সেনারা নিউঅর্লিয়ন্সের দক্ষিণস্থিত জাকসন দুর্গে গোলা নিক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছে। গবর্ণমেন্টের কয়েকখানি কামানের নৌকা ফ্লোরিডাস্থিত একটি নগর অধিকার করিয়াছে।

বিদ্রোহীরা আরকান্‌সাসের নিকটে মিসিসিপি নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, পরিধিতে প্রায় ২০ ক্রোশ হইবে এমন দেশ জলে প্লাবিত হইয়াছে। সভাপতি ডেবিস দক্ষিণ বিভাগের মহাসভার নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক অবধি ত্রিংশৎবর্ষীয় পুরুষদিগকে সৈনিক পদে নিয়োজিত করা উচিত।

ফরাশী দূত মসিউর মার্স্যিয়ার রিচমণ্ড নগরে গমন করাতে আমেরিকার অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিতেছেন। লেয়ার্ড সাহেব পার্লিয়ামেন্টে বলিয়াছেন রাজ্যসংক্রান্ত কোন কার্য্যের জন্য তথায় দূত গমন করেন নাই। এরূপ জনশ্রুতি অন্য অন্য বিদেশীয় দূতগণ রিচমণ্ডে গমন করিয়াছিলেন।

লাঙ্কেসায়ারের মজুরদিগের কষ্ট ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

লণ্ডনস্থিত প্রধান সভা চাঁদা করিয়া অনেক টাকা প্রেরণ করিয়াছেন, মাঞ্চেষ্টরের যে সকল মজুরের কর্ম্ম নাই তাহারা বলিয়াছে যে তাহারা পল্লীগ্রামস্থ দাতব্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে না।

সিংহল দ্বীপ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ করিবার প্রস্তাব লইয়া হাউস অব কমন্সে আন্দোলন হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রিরা ঐ দ্বীপ হস্তান্তর করিতে বড় সম্মত নহেন।

ফরাসী সেনারা মেক্সিকো নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ইংরাজ ও স্পেনীয় সেনাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইতে[illegible]

জাপানের দূতগণ শিল্পাদি প্রদর্শনী [illegible] ও অন্য অন্য সাধারণ স্থান দর্শন করিতেছেন। সুইটজরলণ্ডের জাতি সাধারণ সভা তাঁহাদিগকে উক্ত দেশ দর্শনার্থ আহ্বান করিয়াছেন।

আমেরিকার মহাসভা ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিয়া দাস ব্যবসায় রহিত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজী জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে যাবতীয় জাহাজ অন্বেষণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা অন্য দেশীয় কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না এবং ইটালির বিষয়ে কেবল আত্মরক্ষা করিবার উপায় অবলম্বন করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলাদেশীয় লেপ্টনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৬এ মে—শ্রীহট্টের জজ এম এ জি সা সাহেব ১৮৬২ অব্দের ২১ এপ্রেলের গেজেটে প্রকাশিত ১৮২৮ অব্দের ৩ আইন অনুসারে উক্ত জেলায় বিশেষ কমিসনরের ক্ষমতা পাইবেন।

নওগাঁয়ানের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী দীন্‌মহম্মদ ১৮৩৫ অব্দের ৯ আইনের ৩ ধারা ও ১৮১৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮৩৮ অব্দের ২৯ আইন অনুসারে তথায় নিমক চৌকির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

জি ডবলিউ, এস ডিকসন সাহেব ১০ই মে অবধি মুঙ্গেরের প্রতিনিধি সব ডেপুটি অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

২৮এ মে ডাক্তর আর বান্‌বারি ময়মনসিংহের ফেরিফণ্ড কমিটির একজন সভ্য হইবেন।

শিয়ালদহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কটক বিভাগে বদলী হইয়া তথায় ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

পূর্ণিয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ডবলিউ মারাস সাহেব সাহরণে বদলী হইয়া তথায় ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

সাহরণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোকুলচন্দ্র চৌধুরি পূর্ণিয়ায় বদলী হইয়া তথায় ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৩০এ মে—নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিরা আসামে সহকারী হইবেন ঃ-

লেপ্টনন্ট এ এল কাম্বেল, লেপ্টনন্ট এ এন ফিলিপ্‌স, লেপ্টনন্ট সি ডেলার। যতদিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় লেপ্টনন্ট ই এ ফিলিপ্‌স হাজারিবাগের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর হইবেন।

৫ইমে—৪র্থ অথবা পশ্চিম বিভাগের রেবিনিউ সরবের নিম্ন লিখিত ডেপুটি কালেক্টরেরা ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু যশোহর, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জে।

বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাকরগঞ্জে।

১৫ই মে—১৮৫৬ অব্দের ২০ আইনের ৩৬ ধারানুসারে কার্য্য করিবার জন্য বালেশ্বরে যে সভা হয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা তাহার সভ্য হইবেন।

বাবু নিতাইচরণ দাস।

” পদ্মলোচন মণ্ডল।

সিবিলসরজন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল্লা এক জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার।

২২এ মে—নাটোরর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এক গ্রাণ্টসাহেব।

[illegible] প্রসন্ননাথ ফণ্ডকমিটির এক জন সভ্য হইবেন

২৯এ মে—লেপ্টনন্ট জি এস হিলস কলিকাতার সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের অন্যতর অধ্যাপক হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রব্যক্তিরা ময়মনসিংহের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ কারিণী সভার সভ্য হইবেন।

জে পি হামটন সাহেব।

[illegible] আর ক র সাহেব।

বাবু কালীকিশোর রায় চৌধুরী।

ডবলিউ ফোব্স বি, এ, সাহেব শিবসাগরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা কমিটির সেক্রেটারি হইবেন।

৩০এ মে—ই, ই, গুড সাহেব হুগলি কালেজের প্রতিনিধি সাহিত্যাধ্যাপক হইবেন।

বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী বঙ্গভাষাধ্যাপক হইবেন।

৩১এ মে—মুনসেফ বাবু সাতকড়ি দেব নাটোরের দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

২রা জুন—সি জন সন সাহেব হাবড়ার প্রতিনিধি সিবিল সরজন হইবেন।

৩রা জুন—এফ, বি, পিপক সাহেব মালদহের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ, এম, মাকগ্রিগর সাহেব মেদিনীপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, কেম্বলসাহেব সাহরণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

গড়বেতার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কমলাকান্ত বসাখ মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! নিম্নলিখিত সমাচার কয়েকটী যদি প্রকাশিত হইবার যোগ্য হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন।

১। পূর্ব্বপত্রে উক্ত হইয়াছে যে ঘাটে নৌকা লাগিলেই আট আনা পয়সা বর্দ্ধমানের রাজাকে দিতে হয়। প্রায় তিন মাস হইল দুই জন মাজি ঐ শুল্ক দিতে অস্বীকার করাতে শুল্ক আদায়ীদের সহিত ঘোরতর বিবাদ হয়। অনন্তর মাজিরা রাজদ্বারে অভিযোগ করে, মাজিদের মৃত্যু হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী হইয়া বর্দ্ধমানের রাজার নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। রাজা উত্তর দিলেন যে আমি এবিষয়ের কিছুই জানি না। ইজারদার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধিকে এবিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা কর। পরে অঘোর বাবুকে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান হয়। অঘোর বাবু উপস্থিত না হওয়াতে এখানকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত পরশ্ব অ-

ঘোষকে ধৃতকরণার্থ আদেশ দেন্। অঘোর বাবু আবার এখানকার রাজবাটীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট। দারোগা গিয়া রাজবাটীর মধ্যে গোলমাল করাতে রাজবাটীর সিপাহিরা তরবারি ও বন্দুক লইয়া পুলিষ অমান্য করে। পরদিন সার সাহেব ও ডেপুটী বাবু দুই জনে অঘোর বাবুকে ধৃত করেন। এদিকে রাজবাটীসংক্রান্ত যাহারা ছিল সকলকেই ধৃত করা হয়, লালজি ঠাকুরের সেবা তিনবার বন্ধ হয়। কল্য কোন কোন ভদ্র লোককে বাঁধিয়া এদিক ওদিক করা হইয়াছিল, কাহাকে বা গলাধাক্কা দিয়া এদিক ওদিক করা হইয়াছিল।

ফলতঃ কল্য কালনায় মহাহুলস্থুল হইয়াছিল। পরিশেষে আমরা প্রতাপ বাবুকে ধন্যবাদ না দিয়া আর থাকিতে পারিলাম না, ইনি অঘোর বাবুর এক জন বন্ধু, তথাপি বন্ধুত্ব না রাখিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন।

২। এখানে যে একটী ডিস্পেন্সারি আছে তাহা উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, গ্রামের লোকে চাঁদা দিতে বিমুখ হইয়াছে, কারণ এখানকার ভূতপূর্ব্ব দারোগা শ্রীরাম ঘোষ গ্রামস্থ লোককে এই বিজ্ঞাপন দেন যে, যেব্যক্তি ডিস্পেন্সরিতে চাঁদা দিবে তাহাকে আর ডাক্তরের ফি দিতে হইবে না কিন্তু এখন কার্য্যেতে সেপ্রকার হইতেছে না, সুতরাং অনেকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করিয়াছে।

৩। গত ১২ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রিতে হিতার্থিনী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। আমার সে দিন কোন কার্য্য না থাকাতে আমিও উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ সভার কার্য্য দেখিয়া অশ্রদ্ধা জন্মিল, শেষে জীবানন্দ বাবু দেশীয় কবিরাজদিগের বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব পাঠ করিলেন। এই প্রস্তাব শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলাম।

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৬২ ইং অব্দ
কালনা শ্রীদিননাথ শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয়েষু।

প্রায় ৫। ৬ মাস হইল দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন এখানে আগমন করাতে অনেক দুষ্টের দমন হইয়াছে।

সম্প্রতি এতন্নগরে একটী প্রজারক্ষণী সভা সংস্থাপনার্থ কালীমোহন দাস বি এল, মহোদয় কথঞ্চিৎ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কতিপয় ব্যবহারাজীবের অনুৎসাহে বিরত আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পরীক্ষাতে এই নগরের স্কুল উত্তম হওয়াতেই দ্বিতীয় শিক্ষক ভুবন বাবু ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। প্রধান শিক্ষক চন্দ্র বাবু বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য দুই সহস্র টাকা পাইবেন।

আদালতের অনুবাদক গিরিশ বাবু ফৌজদারীর রাইটর হইয়াছেন। ইনি শারীরিক ও মানসিক উভয় গুণেই প্রশংসিত।

নারায়ণ পুরের কোন চক্রবর্তীর শ্রাদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঐ গ্রামে একটীও বিদ্যালয় দেখিতে পাইতেছি না।

বরিসাল।
১৬ ই জ্যৈষ্ঠ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত দুই সপ্তাহে অসহ্য গ্রীষ্ম হওয়াতে পল্লিগ্রামে অতিশয় সর্পভয় হইয়াছে! এমন কি লোকে সর্ব্বদা সর্প ইতস্ততঃ পতিত থাকিতে দেখেন এবং ভয়প্রযুক্ত বাটী হইতে রাত্রে বহির্গমন করিতে সাহসী হন না। সম্প্রতি ফরাশডাঙ্গা ও চুচুড়ার মধ্যে ৮ জন লোকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। মহাশয়! সর্প কি ভয়ানক জন্তু! সাক্ষাৎ যমদণ্ডস্বরূপ, স্পর্শ করিলেই লোকের প্রাণ বিয়োগ হয়। আমাদের এই উষ্ণ দেশে সর্পের প্রাদুর্ভাব অধিক দৃষ্ট হয়। তাহাতে আবার গত বৎসর অতিশয় বর্ষা হওয়াতে সমুদায় স্থান জলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল সুতরাং সর্প সকল গ্রামে ও বনে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, এক্ষণে আবার গ্রীষ্ম হওয়াতে তাহারা বাহির হইয়া মনুষ্যদিগকে দংশন করিতেছে। গবর্ণমেন্টের সর্পভয় নিবারণ জন্য একটী যে নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে প্রাণি হত্যার অনেক হ্রাস হইতে পারে; তাঁহাদের আদেশ এই যে, কোন ব্যক্তি সর্পধরিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলে কিঞ্চিৎ পুরস্কার পাইবে কিন্তু তাঁহারা যে অল্প পুরস্কার দিয়া থাকেন তাহাতে কেহ সহসা এতাদৃশ দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। অতএব তাঁহাদের কিঞ্চিৎ অধিক পুরস্কার দেওয়া উচিত এবং সর্ব্বত্রই এই নিয়মানুসারে যাহাতে কার্য্য হয় তাঁহাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। আপাততঃ যদি সমুদায় জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা বন পরিষ্কার ও সর্পবিনাশের নিয়ম প্রচলিত করিয়া দেন তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। ত্রিবেণী, হালিসহর প্রভৃতি স্থানের মারীভয় উপলক্ষে আপনি সর্ব্বাগ্রে লেখনী ধারণ করিয়া দেশেরলোক দিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়া বহু সংখ্যক লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন এক্ষণে সর্পভয় নিবারণ জন্য লেখনী ধারণ করুন। মারী ভয় নিবারণ জন্য কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষগণ ও ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষগণ যত্নবান হইয়া আমাদিগের দেশের মান রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং দেশের কোন প্রকার অমঙ্গল উপস্থিত হইলেই তাঁহাদিগকেই অগ্রগামী হইয়া তন্নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবেক।

৩ জুন সন ১৮৬২সাল
শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

গোলগ্রামের পত্রে বিশেষ সম্বাদ নাই, অতএব তাহা প্রকাশ করা গেল না।

কুমিল্লায় শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সরকারের যত্নে একটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৎসংক্রান্ত পত্র অত্যন্ত দীর্ঘ। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণের দীর্ঘ সন্তোষ লাভের সম্ভাবনা নাই। এই হেতু তাহা প্রকাশিত হইলনা।

কালনার একখানি পত্র প্রকটিত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত দ্বিতীয় পত্র প্রকাশিত হইল না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান চন্দ্র ভৌমিক ফরিদপুর
১২৬৯ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫
মেদিনীপুর লাইব্রেরি মেদিনীপুর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫
এইচ উড্‌রো সাহেব কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০
পরেশ নাথ চৌধুরী নদীয়া
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০
ডবলিউ বেভিরিজ সাহেব যশোহর
১৮৬২ মে হইতে ১৮৬৩ এপ্রেল পর্য্যন্ত কোং ১০
" চণ্ডীচরণ ঘোষ ফিরোজপুর
১২৬৯ বৈশাখঅবধি চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ১০
" নবীন কৃষ্ণ পালিত বর্দ্ধমান
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫
শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ প্রসাদ সেন রঙ্গপুর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ১০
" উমেশ চন্দ্র দাস হাবড়া
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

৪ ভাগ। ৩১ সংখ্যা। } সন ১২৬৯। ৩ আষাঢ়। ইং ১৮৬২। ১৬ জুন { মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

৩ রা আষাঢ় সোমবার।

মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সাহায্য দান।

যে পরিমাণে যে দেশের সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে পৃথিবীর অন্য অন্য ভাগের সহিত তাহার সম্পর্ক হইয়া পরস্পর সবিশেষ উপকার লাভ হইয়া থাকে, ঐরূপ যে সভ্য দেশ সংসর্গে যে পরিমাণে অন্য অন্য দেশের উপকার লাভ হয়, সেই সভ্য দেশের বিপৎপাত হইলে অন্য অন্য দেশের সেই পরিমাণে অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিষয়ে অবিকল এই ঘটনা হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয় সভ্য দেশ পরস্পর সম্পর্কে এতদিন পরস্পর বিলক্ষণ লাভবান হইতেছিল, সম্প্রতি আমেরিকার গৃহ বিচ্ছেদ হওয়াতে ঐ উভয় দেশই সঙ্কটে পড়িয়াছে।

ইংলণ্ডের সঙ্কট আপাততঃ মাঞ্চেষ্টরের মজুরেতেই স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকা হইতে তুল আনয়ন বন্ধ হওয়াতে মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের হস্তপদাদি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারা অন্ন বিনা বিপদ্যমান হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহাদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা হইতেছে। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক এতদ্বিষয়ে সাহায্য দানার্থ এদেশীয়দিগকে আহ্বান করিয়াছেন। হিন্দুপেট্রিয়ট ও ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড সম্পাদকেরাও তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। আমরাও সম্পূর্ণান্তঃ করণে এবিষয়ে এদেশীয়দিগের দান শক্তি বিনিযোগের অনুরোধ করিতেছি। আমরা যে দেশে থাকি না কেন, বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের বিপদুদ্ধার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের সহিত এদেশের পরস্পর উপকার্য্য ও উপকারক ভাব সম্বন্ধ হইয়াছে। সেদিন ইংলণ্ডীয়েরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষে দানশৌণ্ডতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এদেশীয়েরাও আয়লণ্ডের দুর্ভিক্ষকালে সাহায্য দানে বিমুখ হন নাই। কিন্তু আমরা ফিনিক্স সম্পাদকের একটী আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিলাম, তিনি বলেন " যতদিন এরূপ জানা না যাইবে যে ইংলণ্ড হইতে মাঞ্চেষ্টরের মজুর দিগের যথাবশ্যক সহায়তা হইবে না, ততদিন ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটে সাহায্য গ্রহণ উচিত নহে। ইহারা অতঃ পর গর্ব্ব করিবেন যে ইহারা অন্নাভাবে ম্রিয়মাণ ইংলণ্ড বাসী দিগের সহায়তা করিয়াছেন। "

ইংলিসমান সম্পাদক প্রভৃতি এরূপ কহিলে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইতাম না। তাহাদিগের মন অনুদার ভাবে পরিপূর্ণ, কিন্তু ফিনিক্স পত্রকে এবম্বিধ অনৌদার্য্য দোষ দূষিত বলিয়া আমাদিগের সংস্কার ছিল না। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ই এক রাজার রাজ্য। এই উভয় রাজ্যের প্রজাগণের পরস্পর বাধ্য বাধকতা হইয়া অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ হয়, ইহা কি প্রার্থনীয় নহে? পরস্পর উপকার করা কি সৌহৃদ্য বন্ধনের প্রধানতম উপায় নয়? এক জন প্রাচীন সংস্কৃত কবি কহিয়া গিয়াছেন, সহজ ও প্রাকৃত মিত্রতা ও শত্রুতা অপেক্ষা উপকার ও অপকার নিবন্ধন যে মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মে, তাহাই গরীয়সী।*

জুরি।

" জুরি দ্বারা বিচারের প্রথা ইংরাজদিগের স্বাধীনতার প্রধান উপায়। " ব্লাকষ্টোন।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে ফ্রান্স ও জর্মনির কয়েক জন প্রধান ব্যবস্থাপক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে জুরি দ্বারা বিচার প্রথা ইষ্ট সাধনী নহে। তন্নিবন্ধন ঐ উভয়দেশে ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানার্থ এক এক সভা হয়। উভয় সভাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। ফরাশী সভায় স্থির হইল, জুরি প্রথা অনিষ্টকারিণী নয়। পক্ষান্তরে

---

* যথা গরীয়ান্ শত্রুশ্চ কৃত্রিমস্তোহি কার্য্যতঃ। স্যাতাম্মিত্রৌ নিত্যেচ সহজ প্রাকৃতাবপি॥

মাঘ।

কৃত্রিম (কারণ বশতঃ জাত) শত্রু ও মিত্র গরীয়ান্, যে হেতু উহার উপকার ও অপকার রূপ কার্য্য বশতঃ শত্রু ও মিত্র হয়। সহজ (সহজাত অর্থাৎ এক শরীরাবয়ব জাত) শত্রু ও সহজ মিত্র এবং প্রাকৃত (প্রকৃতিসিদ্ধ) শত্রু ও প্রাকৃত মিত্র, ইহারাও উপকারাপকার নিবন্ধন মিত্র ও শত্রু হইয়া থাকে। সহজ মিত্র মাতৃস্বসেয়াদি পিতৃস্বসেয়াদি ও সহজ শত্রু পিতৃব্য তৎপুত্রাদি; আপনার বিষয়ের পর যাহার বিষয় থাকে, সেই প্রাকৃত শত্রু ও তাহার পর যাহার বিষয় সেই প্রাকৃত মিত্র

জর্দ্দগরি সভা স্থির করিলেন, ঐ প্রথায় অনিষ্ট বিনা ইষ্ট হয় না। অনন্তর, জর্দ্দগরির কোন কোন স্থানে এই প্রথা উঠিয়া গেল। কিন্তু ফরাশী সম্রাট লুই ফিলিপ ফ্রান্স হইতে উহা উঠাইয়া দিতে সাহসী হইলেন না।

যদি স্থির চিত্তে জুরি প্রথার দোষ গুণ বিবেচনা করা যায়, ইহা কোন ক্রমেই অনিষ্টকারী বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যে বিষয় একাধিক ব্যক্তির বুদ্ধি দ্বারা বিবেচিত হয়, তন্ন তন্ন করিয়া তাহার যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার হইয়া থাকে, একের বুদ্ধি দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। একের বুদ্ধি সকল সময়ে সকল বিষয়ের অবান্তর ভেদ বোধে সমর্থ হয় না। তবে যে জুরির বিচারে দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল বিচারকর্ত্তার ও জুরি মনোনীত করিবার দোষে হয়। জুরি ও বিচারকর্ত্তা উভয়ে ভাল হইলে বিচার ভাল হয় সন্দেহ নাই। জুরি দ্বারা বিচার এমনি প্রশংসনীয় ও ইহা দ্বারা সদ্বিচার হইবার এত সম্ভাবনা আছে যে ইংলণ্ডীয় বারণেরা (প্রধান জমীদারেরা) মাগনাচার্টা নামক স্বাধীনতার মহাসনন্দ গ্রহণ সময়ে প্রকাশ্যরূপে রাজার দ্বারা এই কথা লিখাইয়া লইয়াছিলেন যে "প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি দ্বারা বিচারিত হইবেন।"

এই উৎকৃষ্ট বিচার প্রথা এদেশে প্রচলিত হওয়াতে আমরা সর বার্ণেস পিককের নিকটে ঋণী আছি। তাঁহার চেষ্টাতেই এই বিষয় এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু বিচারপতির ও জুরি মনোনীত করিবার দোষে ষাঁড়ের গোময়ের ন্যায় ইহা এক প্রকার অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

বিচার পতির দোষে জুরির বিচার যে মন্দ হয়, আমরা তাহার অনেক উদাহরণ পাইয়াছি। জুরিরা এক প্রকার মত প্রকাশ করিলে যদি তাহা জজের অনভিমত হয়, জজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বিচার করিতে বলেন, ফলতঃ যত ক্ষণ বিচারপতির অভিমত মত দেওয়া না হয়, ততক্ষণ তাঁহাদিগের নিষ্কৃতি থাকে না। অনেক স্থলে জুরিদিগকে অপমান সহ্য করিতে হয়। জজেরা বিচারালয়ে বসিয়াই তাঁহাদিগকে পক্ষপাতী ও অনভিজ্ঞ বলিয়া থাকেন। সে দিন হুগলির অতিরিক্ত জজ বর্চ সাহেব এক মিথ্যা খুনী মকদ্দমার প্রধান জুরি বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তিকে "মূর্খ.." প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া গালি দিয়াছেন! জুরি জজের মতে মত দিয়া এক জন নিরপরাধ ব্যক্তির ফাঁশীর পরামর্শ দিলেন না বলিয়া বর্চ সাহেবের ক্রোধের পরিসীমা ছিল না। লও সাহেবের মকদ্দমায় সর মড্যান্টওয়েলস যেরূপে জুরিদিগের অগ্রে মকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বিচারপতির দোষের ত এই কথা গেল। জুরি মনোনীত করিবার দোষ এই, অনেক স্থলে অতি অসার ও অপদার্থ ব্যক্তিরাও জুরির পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। তাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা যত সৎ ও সূক্ষ্ম বিচার হইবার সম্ভাবনা আছে, তদ্বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় করা বিফল। আমরা গবর্ণমেণ্টকে জুরিদিগের বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। বিচারকর্ত্তারা জুরিদিগের অপমান করিলে কোন কৃতবিদ্য ভদ্র লোকে জুরি হইতে চাহিবেন না। মূর্খ লোকদিগকে জুরি করা বিচারের অবমাননা মাত্র। জজেরা মকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করিবার সময়ে আপনার মত প্রকাশ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডীয় টিণ্ডাল ও লার্ড টেণ্টাডেন প্রভৃতি বিচারপতিরা নিয়তকাল ঐ স্বত্বের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতেন না। মত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে বলিয়া বিচারপতি কখন জুরিকে একথা বলিতে পারেন না যে "আপনারা এই প্রকার মত দিবেন।" এদেশের বিচারপতিরা এই প্রকারই কহিয়া থাকেন। সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ লার্ড কোক বলিয়াছেন "জুরি সাক্ষীদিগের বাক্য অনুসারে আপনাদিগের মত প্রকাশ করিবেন।" এদেশে কি তাহা করিতে দেওয়া হইতেছে?

গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদিগের আর একটী অনুরোধ আছে। মফস্বলে এই নিয়ম আছে হত্যা প্রভৃতি হইলে এক জন চিকিৎসক মৃত ব্যক্তির দেহ ছেদ করিয়া যে কথা বলেন, তাহাই প্রমাণ হয়। যাবতীয় চিকিৎসক সুচারুরূপে নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই নিয়মের দোষে অনেকস্থলে অযথার্থ বিচার হইয়া থাকে। অতএব মফস্বলেও করনারের জুরির নিয়মকরা কর্ত্তব্য। কোন স্থলে হত্যা হইলে যদি কয়েক জন ভদ্রলোক জুরি হইয়া তদ্বিষয়ের প্রথম বিচার করেন, হত্যা গোপন করা সহজ হইবে না।

পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই; ব্যবস্থাপকসভায় এদেশীয়দিগের প্রবেশাধিকার দান, উচ্চতম আদালতের বিচারকর্ত্তৃপদে এদেশীয়দিগের নিয়োগ প্রভৃতির ন্যায় জুরিদ্বারা বিচারপ্রথাও এদেশের সমধিক উন্নতিকারিণী সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের দোষে যদি তাহার প্রতিবন্ধ হয়, তাহার পর ক্ষোভ আর নাই

অত্রত্য ইউরোপীয় ও সুপ্রিমকোর্ট।

সুপ্রিমকোর্ট যথার্থই শ্রেণি বিশেষের জয় পরাজয়ের স্থান হইয়াছে। যখন এদেশীয় কোন ব্যক্তি অপরাধ করেন, তখন সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার গুরুতর দণ্ড সিদ্ধান্ত করাই হয়। কিন্তু ইউরোপীয় দোষী হইলে প্রথমতঃ তাহাকে মুক্ত করিবার উপায় অ

ন্বেষণ করা হয়, নিতান্ত উপায় না থাকিলে সামান্য দণ্ড দিয়া তাহাকে মুক্ত করা হইয়া থাকে। আমরা অনেক বার দেখিয়াছি যে অপরাধে এক জন এতদ্দেশীয় দ্বীপান্তরিত হইল, সেই অপরাধেই এক জন ইউরোপীয় বড় অধিক ছয়মাস কারাবাসে রহিল।

পাঠকবর্গ হিলি নামক দুরাত্মার বিষয় অবগত হইয়াছেন। মার্চমাসের প্রারম্ভে কলিকাতায় সংবাদ আসিল, সেই দুরাত্মা আকলাণ্ড নামক রাণীগঞ্জস্থিত এক ইউরোপীয়ের বাটীতে আছে। তদনুসারে তিন জন পুলিষকর্ম্মচারী ও রাণীগঞ্জের সহকারী মাজিস্ট্রেট টুইডি সাহেব আকলণ্ডের বাটী অনুসন্ধান করিতে মনন করিলেন। আকলাণ্ড মাজিস্ট্রেটের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে গালি দিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার চেষ্টা পাইল। শুনিতে পাই সে তাঁহার গায়ে হাতও তুলিয়াছিল। মাজিস্ট্রেট তথাপি জিদ্ করাতে আকলাণ্ড বলিল "তোরা পাজি খে সামুদে গবর্ণমেণ্টের চাকর।" এই রূপ অনেক গালি দেওয়াতে মাজিস্ট্রেট তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করেন। দণ্ডবিধানের আইন অনুসারে এটী গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টে গত বুধবার এবিষয়ের বিচার হইয়া আকলাণ্ড মুক্তিলাভ করিয়াছে। সাক্ষিবাক্য দ্বারা তাহার দোষ সপ্রমাণ হয়, প্রধান বিচারপতিও তাহাকে দোষী স্থির করেন, কিন্তু জুরি মহোদয়েরা তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। জুরি মহোদয়েরা বিচার ভার পাইয়াছেন, যা মনে করেন, তাই করিতে পারেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম ত পরের কথা, আপাততঃ ভারতবর্ষের কিরূপ শান্তি রক্ষা হইবে, তাহার কি স্থির করিলেন?

আমরা আবার শুনিলাম জনরডের অপরাধ মার্জ্জনা জন্য ইউরোপীয়েরা আবেদন করিবেন। সে ব্যক্তি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক মনুষ্য বধ করিয়াছে, ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে, তথাপি তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টা করা হইতেছে! যদি এতদ্দেশীয়দিগকে হত্যা করিয়া সকল ইউরোপীয় এইরূপে মুক্ত হয়, এদেশের মঙ্গল কোথায়? বর্ণ শুক্ল হইলেই কি যে সে দুরাত্মা স্বচ্ছন্দে আমাদিগের প্রাণ বধ করিতে পারিবে?

আমরা বৈরনির্য্যাতনার্থী নহি, মনুষ্যের প্রাণদণ্ড দর্শনে আমাদিগের উৎসাহ ও অনুরাগ নাই, তবে যে আমরা এবম্বিধ বিচারের প্রতিবাদ করিতেছি, তাহার কারণ কেবল ভারতবর্ষ রক্ষার উদ্দেশ। অত্রত্য ইউরোপীয়েরা যদি মনুষ্য হত্যা করিয়া স্বচ্ছন্দে অব্যাহতি পায়, তাহাহইলে ভারতবর্ষে বাস আর সসর্প গৃহে বাস উভয়ই তুল্যরূপে পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

এদেশীয় দিগের ইংলণ্ড গমন।

এদেশীয়েরা ক্রমে ইংলণ্ডে পথ পাইলেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে রামমোহন রায় বিলাত গমন করেন, তাহার পূর্ব্বে ঐ পথ এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ মহানুভব কেবল এদেশের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদির সংশোধনকারী ছিলেন না, অনেকবিধ শুভ পথ প্রদর্শন করিয়া যান। তদবধি অনেক গুলিকে ক্রমে ক্রমে ইউরোপে গমন করিতে দেখা গেল। এক্ষণে যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত সমধিক ফলোপধায়ী হইতেছে। সে দিন আমরা বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রায় রামলোচন ঘোষের পুত্রের ইংলণ্ড গমন সমাচার পাঠকগণের গোচর করিয়াছিলাম, আজি এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তির বিলাত গমন সম্বাদ প্রকাশ করা যাইতেছে। সেই ব্যক্তি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তি সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থী হইয়া গমন করিয়াছেন, শেষোক্ত ব্যক্তি বারিষ্টর হইবার বাসনায় গিয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদন এক জন উপযুক্ত লোক। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজী, লাটিন প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা জানেন। তিনি যে উদ্দেশে যাইতেছেন, তাহাতে শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার ঐ সকল ভাষা কার্য্য কালে সবিশেষ সহায়তা করিবে। এবম্বিধ পণ্ডিত ব্যক্তিরা যদি ইংলণ্ডে যান, রাজপুরুষেরা আমাদিগের সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তা অচিরকাল মধ্যেই উদ্ঘাটিত হয়।

পূর্ব্বে লেখাপড়ার তাদৃশ চর্চ্চা ছিল না, কুসংস্কার ইংলণ্ড গমনের একটী প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল। এখন অপেক্ষাকৃত অনেকের হৃদয়ে বিদ্যার আলোক সঞ্চার হইয়াছে, কুসংস্কার অনেকের হৃদয় হইতে প্রস্থান করিয়াছে। তথাপি আমরা অধিক সংখ্য লোককে ইংলণ্ড গমনে উন্মুখ দেখিতেছি না। ইহার তিনটী কারণ প্রধান রূপে আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে। প্রথম, অলীকলোকভয় কুসংস্কারের স্থানগ্রাহী হইয়া কতকগুলি লোকের হৃদয়ে আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয়, কতকগুলির ইংলণ্ড গমনে বিলক্ষণ অনুরাগ আছে, তাঁহারা বৃথা লোকভয়ও করেন না, কিন্তু অর্থ সঙ্গতি বিরহে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। তৃতীয়, কতকগুলি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পাদৈক গমনেও উৎসাহী নহেন। যে কারণ হউক, যত দিন এদেশীয় অধিক সংখ্য লোক বিলাত গমন না করিবেন, ততদিন রাজ্যসম্বন্ধে এদেশীয় দিগের সম্যক উন্নতিলাভ সম্ভাবনা নাই। ততদিন রাজা ও প্রজা উভয়ের ভিন্নভাবও দূরীভূত হইবে না। "শ্রীবৃদ্ধি কারীরা" যে এদেশে এত প্রভুত্ব করিতেছেন, তাহার কারণ কি? আমাদিগের বিদেশগমনবিমুখতাই তাহার অন্যতর কারণ। "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" স্বচ্ছন্দে ইংলণ্ডে আমাদিগের দোষ প্রতিপন্ন করিয়া ইষ্টসাধন করিতেছেন, কিন্তু আমরা

তাহার প্রতিবাদ করিয়া আত্মশুচিতা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। অন্য কথা কি, আমাদিগের লণ্ডনস্থ সম্বাদ দাতাও (ইনি বঙ্গদেশের লোক) নীলকর দিগের বাক্যে বিমোহিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডে এক্ষণে শিল্প বিজ্ঞানাদি যাবতীয় বিষয়ক উৎকর্ষের পরা কাষ্ঠা হইয়াছে। ঐ সকল বিষয়ে আমাদিগের সবিশেষ নৈপুণ্য লাভের ইচ্ছা জন্মিলে এখন ইউরোপ গমন ব্যতিরেকে মনোরথ সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন এদেশে ঐ সকল বিষয়ের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি না হইবে, ততদিন ইউরোপ গমনই আমাদিগের তত্তৎ বিষয়ে প্রগাঢ় বুৎপত্তি লাভের একমাত্র উপায়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংলণ্ড যাত্রা কালে বঙ্গভূমিকে সম্বোধন করিয়া যে কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রকাশিত হইল।

বঙ্গভূমির প্রতি।

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে!
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে!
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব তারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে.
অমর কে কোথা কবে?—
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে.
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন,
কিন্তু কোন গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, হে শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—
ফুটি যেন স্মৃতিজলে
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

খিদিরপুর ১২৬৯।

১৬ই এপ্রেল ১৮৬২।

প্রিয় সম্পাদক, আমেরিকা হইতে এমত সংবাদ আগত হইয়াছে যে জেনেরেল বর্ণসাইড অবিরোধে বোকোর্ট দুর্গ অধিকার করিয়াছেন। মেকন্ নামক দুর্গে অদ্যাপি ১০০ কন্‌ফেডরেট্ সৈন্য রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের 'রসদ' পাইবার সম্ভাবনা নাই। ২০০০০ কন্‌ফেডরেট্ সৈন্য করিস্থ নামক স্থানে একত্রিত হইয়াছে, এবং স্থানান্তরে ২০০০০০ একত্রিত বলিয়া শুনা যায়। অবিলম্বে উভয় পক্ষের এক ঘোরতর যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে। সেক্রেটরি সম্‌নর রাজসভা মধ্যে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন; এবং তাহাতে মূল্য দিয়া কলম্বিয়ার দাসদিগকে মুক্ত করা উচিত ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কন্‌ফেডরেট্‌দের রাজসভার সোএন নামক সভ্য এমত প্রস্তাব করিয়াছেন যে ইংলণ্ড হইতে দুতদিগকে প্রত্যাহ্বান করা, এবং উক্তদেশ হইতে কনফেডরেট্‌দের স্বাধীনতার অঙ্গীকারপ্রত্যাশা পরিত্যাগ করা উচিত। পূর্ব্বে ইংরেজেরা কন্‌ফেডরেট্‌দের পক্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভাব পরিবর্ত্ত করিতেছেন।

গত ১৩ ই জাপানদেশীয় প্রধান রাজদুত শ্রীযুক্ত টাকেনো-উচি-সিমদ্‌জুকিনো-কামী পারিসের রাজনিকেতনে সম্রাট্ কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হন। রাজদুত সম্রাট্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহারাজ! মহিমার্ণব টৈকুনের আজ্ঞানুসারে আমরা অদ্য সম্রাটের সমক্ষে উপস্থিত হইলাম। জাপানের সহিত ফরাশীশদেশের যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উভয় জাতির পরস্পর মিত্রতা ক্রমশঃ প্রগাঢ়তর হইবে; এই হেতু আমাদের মহারাজ স্বকীয় হস্তলিখিত এই লিপি মহারাজকে অর্পণ করিবার ভার আমাদের প্রতি অর্পণ করেন; এবং এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে সন্ধিকে অখণ্ডনীয় করিয়া রাখা তাঁহার একান্ত মানস। আমাদের মহারাজের অনুমত্যনুসারে আমরা এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি যে ফরাশীশ দেশীয় এক যুদ্ধ-পোত দ্বারা আমরা স্বদেশে প্রতি প্রেরিত হই। আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে মহারাজ সপরিবারে সুখভোগ করিতে থাকুন এবং ফরাশীশ জাতির মঙ্গল হউক।" সম্রাট্ এই উত্তর দিলেন "আমি আহ্লাদ পুর্ব্বক জাপান সম্রাটের প্রতিনিধিদিগকে সৎকার করিতেছি, এবং এরূপ আশা করিতেছি যে সন্ধিস্থাপন দ্বারা মঙ্গলোৎপাদন হইবে। আপনারা ফরাশীশদেশে আসিয়াছেন, আমাদের রাজ্যের মহত্ত্ব যথার্থ রূপে প্রতীত হইবেন। আপনারা এদেশে যে রূপে গৃহীত হইবেন এবং যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিবেন, তদ্দ্বারা অবশ্যই জানিবেন যে অতিথিসৎকার সভ্যজাতির এক প্রধান ধর্ম্ম। আমি আহ্লাদিত হইয়া অনুমতি দিব যে আপনারা এক যুদ্ধপোত দ্বারা স্বদেশে প্রেরিত হন। আপনারা যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন ইউরোপ দর্শনের সুখানুভবের সহিত এই বোধ করিয়া যাইবেন যে জাপান সাম্রাজ্যের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।"

পৃথিবীতে যে বস্তু দ্বারা মহোপকার সাধন হয়, তাহা যদি অপব্যবহৃত হয় মহান্ অনর্থ উৎপাদন করে। সভ্যতা ও শিল্পবিদ্যার যত উন্নতি হইতেছে, ততই মনুষ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয় পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। যে বাষ্পীয়রথযোগে এক ব্যক্তি অতি দুরদেশ হইতে গিয়া মুমূর্ষু পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চরিতার্থ হয়, তদ্দ্বারাই দস্যুরা এক জনের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া নিমেষ মধ্যে প্রস্থান করে। লৌহাদি দ্রব্যের দ্বারা পৃথিবীর কত মঙ্গল। কিন্তু তাহা এক্ষণে মনুষ্য নাশের ভয়ঙ্কর উপায় হইয়াছে। আমেরিকা ফরাশীশ ও ইংলণ্ড এই তিন দেশে এক প্রকার অভুতপূর্ব্ব ও প্রকাণ্ড লৌহ যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে; উহা পোত বিশেষ; উহাতে অতি অল্প যুদ্ধ কৌশলের আবশ্যক; কিন্তু উহা পৃথিবীকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার অমোঘ উপায়।

প্রতিবর্ষের ১লা মার্চ ভারতবর্ষ ও চীন অঞ্চলে ইংলণ্ডের যত নাবিকসৈন্য আছে, তাহার বিবরণ পার্লিমেণ্টে অর্পিত হয়, গত ১লা মার্চের বিবরণ এই পোতসংখ্যা ৩৮। সৈ.

ন্য ৩৯৮২ ; বেতন ১৭০৭,৮৫০ টাকা ; খাদ্যাদি ৭৩১,০০০ টাকা ; বাজেখরচ ১,১১১,৩৯০ টাকা ; কয়লা ৯৯৬,৫৯০ টাকা ; ঔষধাদি ১৩,৫৫০ টাকা ; সুর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক ব্যয় ৪,৫৬০,৪৮০ টাকা।

আপনার পাঠকেরা অবগত থাকিবেন যে ভূমধ্যস্থসাগরের য়ুনান দ্বীপ সকল এক প্রকার ইংলণ্ডের অধীন ; তথাকার অধিবাসীরা নানা প্রকারে নিপীড়িত হইয়া শাসনকর্ত্তার নিকট এক আবেদন পত্র অর্পণ করেন ; কিন্তু এরূপ আবেদনে যে রূপ উত্তর সাধারণতঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাঁহারা সেই রূপ উত্তরই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ষ্টাণ্ডাড পত্রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে আফ্রিকায় দাস ব্যবসায় পূর্ব্ববৎ চলিতেছে ; এবং যদি ইংলণ্ড আমেরিকার দাসদের প্রস্তুত তুলা প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ না করিতেন, তবে উহা মন্দীভূত হইত। ইংলণ্ড আমেরিকার যুদ্ধের পুর্ব্বে তুলার নিমিত্ত বার্ষিক ৩০০,০০০,০০০, টাকা দিতে ছিলেন ; অথচ আমেরিকার ৪,০০০,০০০ দাস হইতে ধন বৃদ্ধি বিষয়ে এক পয়সাও লাভ করেন নাই।

পারিসের লুব্‌র্ রাজবাটীস্থ মিসরীয় চিত্রশালিকায় মিসর দেশীয় কতকগুলি প্রাচীন ও সুদৃশ্য শিল্পজাত বস্তু আনীত হইয়াছে।

বিখ্যাত বৃদ্ধ লর্ড ব্রুহম্ কিয়ৎকাল পীড়িত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে বিলক্ষণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

এমত জনরব যে সম্রাট্ নপোলেঅন্ সপরিবারে আসিয়া দশ দিন যাবৎ বকিংহাম নামক রাজাট্টালিকায় অবস্থিতি করিবেন।

মিস্ রাই টাইম্‌স্ পত্রে এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে এদেশে অনেক অবিবাহিতা স্ত্রী সাতিশয় কষ্ট পাইতেছে ; তাহাদিগকে পুরুষোপযুক্ত শ্রমজনক কর্ম্মে নিযুক্ত করা অন্যায় ; তাহাদের দুঃখ অপনয়নের এক উপায় এই যে তাহারা বিদেশে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে প্রেরিত হয়। অধ্যকার কিংস্লি এই অভিপ্রায়ের পোষকতা করিয়াছেন, এবং কহিয়াছেন যে স্ত্রীরা পত্নী ও প্রসূতি হইবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। প্রতীত হইল যে এদেশে ৭৫০০০০ অতিরিক্ত স্ত্রী আছে ; তন্মধ্যে কতক স্ত্রী বিদেশে যাইবার অনুপযুক্ত, কতকের যথেষ্ট অর্থসংস্থান আছে, এবং কতিপয় স্বজনবন্ধনে নিবদ্ধ। মিস্ রাইয়ের প্রস্তাব এই যে অবশিষ্ট স্ত্রীদিগের ভারতবর্ষাদি স্থানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অর্থ সাহায্য দেওয়া উচিত। অনেকদেশে প্রত্যেক স্ত্রীর সহিত তুলনায় দুই বা ততোধিক পুরুষ (ইংরাজ) বর্ত্তমান আছে।

এগ্‌জিবিশন্ প্রারম্ভনসম্বন্ধে এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে প্রারম্ভিকেরা এক বিশেষ বেশে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন ; কিন্তু কমিসনরেরা সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিদেশীয় আগন্তুক শিল্পকরদের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমত উপায় করিবার সুচারু নিয়ম অবলম্বিত হইতেছে ; তাহারা অতি অল্পব্যয়ে লণ্ডনে অবস্থিতি করিবে ; তাহাদের সুবিধার নিমিত্তে এক জন দ্বিভাষী নিযুক্ত হইবে ; পীড়িত হইলে অত্যল্প ব্যয়ে চিকিৎসা প্রাপ্ত হইবে ; এবং অনায়াসে লণ্ডনের নানা বিচিত্র স্থানে ভ্রমণ করিতে পাইবে।

ভারতবর্ষীয়েরা যে রূপে লর্ড কেনিংকে প্রতিষ্ঠা পত্র দিয়াছেন, তাহাতে এখানকার লোকে সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন ; মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও রাজা দিনকর রাও ইঁহাদের বক্তৃতা বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

টাইম্‌স্ সম্পাদক বঙ্গদেশের রাইয়তদিগের 'অত্যাচার' বিষয়ে এক প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে নীলকরেরা রাইয়তদের দোষ সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছে। প্রজারা যদিস্যাৎ সুবিচার চায়, তবে আপনারা অগ্রে শুদ্ধ ন্যায় পথ অবলম্বন করুক। নতুবা তাহাদের অবস্থা অবশ্যই 'নেকড়ে! নেকড়ে!' বাদী মেষরক্ষকের ন্যায় হইবে।

গত রাত্রে এথন লজিকল্ সুসাইটি নামক সমাজে বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে এক প্রস্তাব পাঠ করেন।

এগ্‌জিবিশন্ উপলক্ষে নানা দেশ হইতে লণ্ডনে কতকগুলি দুর্দ্দান্ত চোরের সমাগম হইয়াছে ; তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ফরাশী শাদি দেশের পুলীস সংক্রান্ত কতিপয় লোক এখানে নিযুক্ত হইবে।

কয়েক দিবসাবধি আকাশ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইয়াছে, সূর্য্য প্রকাশিত হইতেছে ; বঙ্গদেশের মাঘমাসের ন্যায় ভাব। আশ্চর্য্য এই যে শীতকালের মধ্যে অনেক সময়ে এত শীত অনুভূত হয় নাই।

উমিচাঁদ গুপ্তস্য।

লণ্ডন, ১০ই মে ১৮৬২।

প্রিয় সম্পাদক! শিল্প বিন্যাস নিকেতনের দ্বারোদ্ঘাটন এবারকার সর্ব্ব প্রধান সংবাদ। আমার অদ্ভুত পদাবলীদ্বারা "ওপনিং অব দি ইন্টর্নশনল্ একজিবিশন্" প্রতিপাদিত হইতেছে, ইহা আপনার পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন। এখানকার নানা সংবাদ পত্রে এই মহৎ ব্যাপার নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে ; কেহ কেহ ইহাকে সামান্য ও ৫১ শালের ব্যাপারের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর রূপে বর্ণন করিয়াছেন ; কেহ বা ইহাকে অদ্ভুতপূর্ব্ব বলিয়াছেন ; পরন্তু আমার হস্ত হইতে এবিষয়ে এক জন বাঙ্গালির মত কি, ইহাই আপনারা জানিবার ইচ্ছা করিতে পারেন।

১লা মে বৃহস্পতিবারের দুই তিন দিন পূর্ব্বাবধি সূর্য্য সম্যক্ প্রভান্বিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছিল ; দিবসের ভাব কোন অংশেই বঙ্গদেশের ফাল্গুন মাসের অসমান ছিল না ; কিন্তু উক্ত বৃহস্পতিবারের প্রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া জল বর্ষণ হওয়াতে সকলেরই মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয় ; যাহা হউক, বেলা নয়টার সময় বৃষ্টি অপসৃত হইল ; নগরের চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক সকল নানা সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া ব্রম্‌টন অভিমুখে গমন করিতে লাগিল ; বেলা দশটার পূর্ব্বে সমস্ত বর্ত্মাই শকটাদি দ্বারা পূর্ণ হইল ; শকট সকলের গতি যথার্থরূপে শম্বুক গতির সহিত উপমিত হইয়াছে ; পথের দুই পার্শ্বে অট্টালিকা শ্রেণি হইতে নানা বর্ণের পতাকা উড্ডীয়মানা এবং ব্রম্‌টন রোডের মধ্য দেশে এক বৃহতী পতাকা "স্বাগত সমস্ত জাতি!" বলিয়া লোকদিগের অভ্যর্থনা করিতেছিল। যে কোন পথের যত দূর দৃষ্টিগোচর হইয়া ছিল, তাহাতে শকট শ্রেণী ও মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায়

নাই। চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ব্রমটনে একপ্রকার জলপ্লাবন উপস্থিত। রাজপুরুষাদির আগমনার্থ বকিংহাম প্যালেস অবধি শিল্প বিন্যাস-নিকেতন পর্য্যন্ত দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া পথের দুই ধারে বিচিত্র সন্নাহ-ভূষিত অশ্ববার সৈন্য সকল দণ্ডায়মান হয় এবং তাহাদের পশ্চাদ্দেশে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়া রাজপুরুষদিগকে দেখিবার নিমিত্ত সাতিশয়-ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছিল, ১১ টার পূর্ব্বাবধি [illegible] মহাজন [illegible] সকল যানারোহণ পূর্ব্বক শ্রেণিবদ্ধ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। এদেশের সকল রাজমন্ত্রী সমান লোকপ্রিয় নহেন, যাঁহারা সমধিক প্রিয়, তাঁহাদিগকে দেখিয়া লোক সকল ধন্য ধ্বনি করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে নানা দেশীয় রাজদূত সকল লোকদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন। হৈতি প্রদেশীয় কৃষ্ণচর্ম্ম রাজদূত সকলকে, ও জাপান দেশীয় রাজদূতদিগকে দেখিয়া অনেকে হাস্য করিয়া উঠে। ইহা ইংরেজদের অতি ঘৃণাকর অসভ্য রীতি। অর্দ্ধঘণ্টাতীত ১২ টার সময় প্রভাকর প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল; তখন শিল্প নিকেতনের চতুর্দ্দিক মনুষ্যদ্বারা একেবারে আপ্লাবিত হইয়াছে. নিকেতনের বাহ্যমূর্ত্তির পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি কিন্তু ১লা মে যদিও উহা নানা পতাকায় শোভিত হয়, তথাপি পূর্ব্ববৎ কেবল বাণিজ্য শালার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক, অট্টালিকার অভ্যন্তরে এক ভিন্ন ব্যাপার! পাণ্ডুবার মন্দির ও জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণার্থ বিশ্বকর্ম্মার সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের সম্পাদন নিমিত্ত কত শত বিশ্বকর্ম্মার প্রয়োজন! মনুষ্যের দ্বারা যে এরূপ কীর্ত্তি অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা কেবল ইউরোপীয়েরাই সপ্রমাণ করিতে সক্ষম। পূর্ব্ব বা পশ্চিম দ্বারে প্রবেশ করিলে ১৫০ হস্তের অধিক উচ্চ গুম্বজের তল হইতে সম্মুখে ৬৫০ হস্ত দীর্ঘ ও ৪৩০ হস্ত প্রসারিত গৃহ দৃশ্য হয়; কিন্তু এক্ষণে অট্টালিকার পরিচয় দিবার সময় নহে; প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ ত্রিশ সহস্রাধিক ব্যক্তি মন আকর্ষণ করিতেছে। নানা জাতীয় নানা প্রকার লোক সমবেত হইয়াছে; কোন স্থানে সুপরিজ্ঞাত রক্ত, পীত, নীল, কৃষ্ণ বর্ণের পরিচ্ছদ-ভূষিত ইংরেজ রাজপুরুষ ও সেনাপতিগণ, সগর্ব্বিত চিত্তে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন, কোথায় বা ফরাশীশ, তুরুষ্ক, রুষ প্রভৃতি দেশীয় রাজদূত সকল স্ব স্ব জাতীয় সজ্জায় শোভা প্রকাশ করিতেছেন; কোথায় বহুমূল্য শাল, মুক্তাহার, এবং রত্ন খচিত উষ্ণীষধারী রাজা, কোন স্থানে বা স্বর্ণলতা শোভিত রক্ত কৌষেয় বস্ত্রের অঙ্গরক্ষণী-পরিহিত চীনান দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি; এইরূপে যাজক, বৈদ্য, ব্যবস্থাব্যবসায়ী, শিল্পকর, চিত্রকর, গ্রন্থকার প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় বেশে অবস্থান করিয়াছেন। জাপান দেশীয় রাজদূতেরা আপনাদের গভীর ভাব দ্বারা লোকদিগকে চকৎকৃত করিলেন; তন্মধ্যে দুই জন প্রবন্ধ রাজদূত গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিলে হয়; তাঁহারা সমস্ততঃ অত্যাশ্চর্য্য সমারোহ সন্দর্শন করিয়াও কোন ক্রমে অজ্ঞ লোকের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না; তাঁহারা বিস্ময়স্তব্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতও করেন নাই; কিন্তু তৃতীয় রাজদূতটি অপেক্ষাকৃত যুবা; তিনি চতুর্দ্দিকে মনোহর-বসন ভূষিত গন্ধর্ব্বনির্ব্বিশেষ ইংরেজ মহিলাদের ভাব ভঙ্গীর দ্বারা স্পষ্টতই উচ্চাটিত হন।

১টা ১৫ মিনিট গত হইলে তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল; তদনন্তর অট্টালিকার দক্ষিণ ভাগ হইতে পশ্চিম ভাগে রাজপুরুষেরা শ্রেণিবদ্ধ হইয়া গমন করিলেন; তথায় রাজসিংহাসন স্থিত ছিল; সকলে যথা স্থানে উপবিষ্ট হইলে অর গ্রানবিল একটী বক্তৃতা পাঠ করিলেন এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষ হইয়া ডিউক অব কেম্ব্রিজ তাহার উত্তর দিলেন। তদনন্তর রাজপুরুষেরা পূর্ব্ববৎ শ্রেণিবদ্ধ হইয়া উত্তরদিক দিয়া পূর্ব্ব গুম্বজের তলে গমন করিলেন; রাজমন্ত্রীরা প্রভূত প্রশংসাবাদ লাভ করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ লর্ড পামরষ্টনকে দেখিয়া লোকে আহ্লাদধ্বনি করিতে লাগিল। তৎপর যখন ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ চতুর্দ্দিকে রাজপুরুষদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তখন যে অদ্ভুত ব্যাপার লোকের প্রত্যক্ষ হইল, তাহা কথনাতীত। আমি পাঠযোগ্য বর্ণনার শতাংশের একাংশ সম্পাদন করিতে পারিতেছি না বলিয়া লেখনীকে সহস্রবার তিরস্কার করিতেছি। তৎকালে সূর্য্যের কিরণ দ্বিগুণ উজ্জ্বলতর হইল; এবং সভাস্থ লোকদের অঙ্গস্থিত মণিমাণিক্যের উপর পতিত হইয়া এককালে চক্ষু স্তব্ধ করিতে লাগিল, বলিলে হয়। অট্টালিকার মধ্যস্থ সুচারু ও সমুচ্চ স্তম্ভ শ্রেণী ঊর্দ্ধদেশে বিচিত্র চন্দ্রাতপ, পশ্চাদ্ভাগে সহস্র সহস্র গায়কপূরিত সঙ্গীত মঞ্চ, এই সমুদায় একত্রিত হইয়া যার পর নাই শোভা প্রকাশ করিল। তদনন্তর সঙ্গীত; কবিরাজ টেনিসন এই বিষয়ের নিমিত্ত এক সঙ্গীত রচনা করেন, তাহা টেনিসনের যোগ্য সন্দেহ নাই; ঐ সঙ্গীত যখন সহস্র সহস্র স্বর ও যন্ত্র সম্মিলিত হইয়া সঙ্গীত হইল, তখন অনেকেই আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অন্যান্য সঙ্গীতের পর ডিউক অব কেম্ব্রিজ শিল্প-বিন্যাস-নিকেতন অভিমুক্ত হইল বলিয়া উহার প্রতিষ্ঠা করিলেন; যদিও তাঁহার বাক্য উত্তম রূপে শ্রুত হয় নাই, তথাপি তূর্য্যধ্বনি দ্বারা উহা সর্ব্ব জনের গোচর হইল।

দেবতারা প্রকাণ্ড ব্যাপারে বলি ব্যতীত সন্তুষ্ট হন না; আমাদের দেশে বলির সহিত দেবতাপূজা আরম্ভ হইয়া থাকে; এখানে উহা বলির সহিত শেষ হইল; কলা দেবী একটি বালকের মস্তক লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ বালক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একটা চলিষ্ণু কলের নিকট দণ্ডায়মান হয়; কলের এক অংশ তাহার স্কন্ধোপরি পড়িয়া মস্তক চ্ছেদ করিল।

যাহা হউক, এই মহদ্ব্যাপারে অন্য কোন বিঘটনা হয় নাই; কোন কোন বিষয়ে প্রকারান্তর ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত; কিন্তু চিত্রকর না হইয়াও লোকে চিত্রের দোষ বিচার করিয়া থাকে। ১লা মের ঘটনা অনেকের মনে নিহিত থাকিবে।

এবারে অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় সম্বাদ নাই। পার্লিমেণ্টে সিংহল দ্বীপ ভারতবর্ষ সংযুক্ত হইবার প্রস্তাব বিচারিত হইয়াছিল; কিন্তু লর্ড ষ্টান্লি প্রভৃতি ঐ প্রস্তাবের পোষকতা করেন নাই।

উমিচাঁদ গুপ্তস্য।

বিবিধ সংবাদ।

২৮এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, রঙ্গপুর জিলার অন্তঃপাতী কাকিনিয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী সোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত্ত ৫০ টাকা দান করিয়াছেন। সোমপ্রকাশের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত যিনি যাহা দেন, তাহা আমাদিগের অতিশয় আদরের সামগ্রী। আমরা শম্ভু বাবুর বিদ্যাবিষয়ে ও দেশহিতকর বিষয়ে বদান্যতা শক্তির অনেক সম্বাদ শুনিয়াছি। কিন্তু ক্ষোভের বিনয় এই, উক্ত বাবু দীর্ঘরোগ গ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন।

সর হিউ রোজ যথার্থই সৈন্য ও আফিসরদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহারা এক দিনের বেতন আলবর্ট স্মরণীয় ফণ্ডের জন্য দেন। এ অনুরোধ করা অন্যায়, যদিও করা হইয়াছে, মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের নিমিত্ত করিলে ভাল হইত।

গত শনিবার অবধি ইডেন সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। হর্ষেল সাহেব বোর্ডে আসিয়াছেন। তিনি উপযুক্ত লোকই মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রাথমিক কার্য্য দর্শন করিয়া আমাদিগের বোধ হইতেছে, লোকনিয়োগ বিষয়ে তিনি গ্রাণ্টসাহেবের ন্যায় অসৌভাগ্যশালী হইবেন না।

বোম্বাই নগরে অহিফেনের মূল্য ন্যূন হইয়াছে। গত সপ্তাহে প্রতিসিন্ধুক ১৬০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

৩রা জুন সাহরণে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়াগিয়াছে। প্রায় ৬০ জন দস্যু তত্রত্য থানা ও কাছারির নিকটবর্ত্তি কয়েক বাটী লুঠ করিয়া প্রায় ১২ জন লোককে আহত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিষ কর্ম্মচারিরা যে রূপ করিয়া থাকে, দস্যুরা পলায়ন করিলে পর তাহাদিগের আস্ফালনের পরিসীমা ছিল না। গবর্ণরজেনরল এই বেলা সাবধান হউন, কবে তাঁহার বাটীর উপরে দস্যুদলের দৃষ্টি পড়ে।

মফস্বলাইট সম্পাদক বলেন, মিরাটের এক জন আফিসর তাঁহার এক দাসীকে চোর সন্দেহ করিয়া পুলিষে প্রেরণ করেন। থানার দারোগা ও আর এক জন কর্ম্মচারী ঐ হতভাগ্য স্ত্রীলোককে দোষ স্বীকার করাইবার ছলে তাহাকে বলপূর্ব্বক সুরাপান করাইয়া শেষে তাহার দুরবস্থা করে। দুই তিন দিবস তাহারা এই প্রকার পশুবৎ ব্যবহার করিয়াছিল। পরে আফিসর দাসীকে নির্দ্দোষ জানিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার বাটী আনিয়া দেখেন যে উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছে। পরে চিকিৎসা দ্বারা তাহার চৈতন্য হইলে সে সমুদায় প্রকাশ করিল। দারোগা ও তাহার কর্ম্মচারির তিন বৎসর কারাধিবাস দণ্ড হইয়াছে। অন্য কোন দেশে এপ্রকার ভয়ানক অত্যাচার হইলে কবে পুলিস সংশোধিত হইত!

উক্ত সম্পাদক লেঙ্ সাহেবের পরিবর্ত্তে মেজর মাকগ্রিগরকে রাজ্য সংক্রান্ত প্রাধান কার্য্যকারক করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। মিলেটারিরাই রাজস্ব বুঝিবার লোকই বটেন?

কয়েকদিন হইল আমরা "হঠাৎ" মৃত্যুর সম্বাদ শুনি নাই। দিল্লীগেজেট সম্পাদকের অনুগ্রহে সম্প্রতি তাহা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তত্রত্য রেইলওয়ে ষ্টেসন মাষ্টর একজন ইউরোপীয় "হঠাৎ" পদাঘাৎ করাতে তাঁহার মেষ পালকের মৃত্যু হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কি এই হঠাৎ মৃত্যু নিবারণের চেষ্টা করিবেন না?

উক্ত সম্পাদক বলেন ফিরোজাবাদের ষ্টেসনমাষ্টর ও আর ১২ ব্যক্তি বলপূর্ব্বক একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীর সতীত্ব হরণ করিয়াছে। ঐ স্ত্রীলোকটী রেইলওয়ে দ্বারা তাহার স্বামীর নিকটে যাইতেছিল, ঐ দুর্ব্বৃত্তেরা ষ্টেসনে তাহার দুরবস্থা করে। আমাদিগের দেশের শান্তির কি দুরবস্থাই হইল?

আলাবাদ গেজেট সম্পাদক বলেন, তত্রত্য গবর্ণমেণ্টবাটী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সাড়েতিনলক্ষ টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়াছে। এসকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হাতলম্বা।

অযোধ্যা গেজেট সম্পাদক বলেন, তথায় জনরব উঠিয়াছে জঙ্গবাহাদুর বিস্তর সৈন্য লইয়া অযোধ্যা জয় করিতে আসিতেছেন! এসকল জনরব কোথাহইতে উঠিতেছে, তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক।

উক্ত সম্পাদক আরো বলেন, রায়বেরেলিতে তিনজন ধূর্ত্ত আপনাদিগকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারি বলিয়া পরিচয় দিয়া গ্রামস্থ লোকদিগকে এই কথা বলে যদি তাহারা টাকা না দেয় গ্রাম দগ্ধ করিব। অনেক মূর্খ লোক ভয়ে ঐ ধূর্ত্ত দিগকে টাকা দিয়াছিল। তাহারা সম্প্রতি ধৃত হইয়াছে। এ এক মন্দ জুয়াচুরি নয়।

গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে এপ্রেলের শেষে নিম্নলিখিত টাকা জমা ছিল।

ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের	৫,৬৩,৫৬৪,০৬
বঙ্গদেশীয় ঐ	২,১৭,০৮২
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঐ	২,৫১,২৯,৯৫২
পঞ্জাবের ঐ	৭৭,০৯,৪৪১
বোম্বাইয়ের ঐ	২,৯৭,০৯,৫৮১
মধ্যভারতবর্ষের ঐ	৫২,৯৭,৪২৮
দক্ষিণ প্রদেশের	[illegible]
মান্দ্রাজের ঐ	২,৯২,৭৫,২১৪
মোট টাকা	১৭,৭৮,৭৬,৭৮২

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর করতোয়া নদী হইতে একটী খাল কাটান, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেই খালে কর লইতে অনুমতি দিয়াছেন।

মাণিক গঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের বিপক্ষে ঢাকাপ্রকাশে একটি প্রস্তাব লিখিত হওয়াতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সম্পাদককে লিখিয়াছেন "মহাশয়! আমি দেখিতেছি তুমি আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ ইত্যাদিঃপরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বলেন সম্পাদক যদি তাঁহার সহকারীদিগের নাম প্রকাশ না করেন তাহা হইলে তাঁহার নামে নালীশ হইবে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের বুদ্ধিমত্তার বিষয় যেমন তেমন হউক তাঁহার লেখার ভাব দেখিয়া বিখ্যাত শিষ্যের কথা মনে হইতেছে "ঠাকুর মশায় চলে গেল জুতা জোড়াটা পড়ে রহিলেন।"

বাজারে গল্প উঠিয়াছে লার্ড এলগিন শীঘ্র কর্ম্মচারিদিগের বেতন কমাইয়া দিবেন এবং চাউল প্রতি মণে ৸৵০ আনা ও তৈল টাকায় ছয় সের বিক্রয়ের নিয়ম করিয়া দিবেন। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই, যাহাদিগের বেতন কমিয়া যাইবে, তাহাদিগের কষ্ট হইবে না। এপ্রকার মিথ্যা জনরব তুলিবার লোক আজিও কলিকাতায় আছে!

আমরা শুনিলাম বারাকপুরে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইবে। সর হিউ রোজের আবার কি মত ফিরিল? ইচ্ছা নিরঙ্কুশ।

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক বলেন গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে চারি লক্ষ টাকা বঙ্গদেশে অধিক দিয়াছেন, তাহা হইতে এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রতি মাসে আর দুই শত টাকা দেওয়া হইবে। এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র ও পুস্তকাদির মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য এক জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট আরও নিজ ব্যয়ে এক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। শেষোক্তটি অপব্যয় হইবে।

২৯ এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

গত কল্য এক্‌চেঞ্জ বাটীতে নিম্নলিখিত অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে:—

সিন্দুক	মূল্য
বেহারের ১৩৪৫	১৯,৫৩,১৩০
কাশীর ১১৩১	১৬,৭৬,৮৭১

গড়ে প্রতি সিন্দুক ১৪৭১ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সহায়তার জন্য গবর্ণমেণ্টহৌসে একটী নৃত্যগীতময় উৎসব হইবে, ইহাতে যে টাকা আয় হইবে তাহা মাঞ্চেষ্টরে প্রেরণ হইবে।

সর হিউ রোজ লক্ষ্ণৌ নগরে সেনাগণকে সভা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সেনাদিগকে শান্ত করিতে হইলে তাহাদিগকে বিবাহ করিতে না দেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ পুস্তকালয়ই কর আর সভাই কর, সকলই বৃথা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিলেটারি সেক্রেটারি কর্ণেল নর্ম্যান আপনার অধীনস্থ অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের উপকারার্থ নিজ ব্যয়ে আফিসে এক পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন। কেরাণীরা আফিসে বসিবার পূর্ব্বে ও পরে তথায় পাঠ করিতে পারিবেন। শেষে যেন আফিস বিদ্যালয় হইয়া উঠে না।

ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানি দ্রব্যাদির দরে অশ্ব কুকুর প্রভৃতি জন্তুদিগকে লইয়া যাইতে অসম্মত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐ সকল প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগকে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হইবে।

নানা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র বালারাওকে কানপুরে প্রেরণ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, দ্বারকার যে হতভাগ্য পুরোহিতকে করাচিতে নানা সাহেব বলিয়া ধৃত করা হয় তাহাকে মুক্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে জানা গেল তাহাকে বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আনা হইয়াছে। সে এক্ষণে পুলিসে রুদ্ধ আছে। যাঁহারা নানা সাহেবকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকে বলিয়াছেন বিদ্রোহী সরদারের সহিত পুরোহিতের অঙ্গ সৌসাদৃশ্য নাই। তবে কি জন্যে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে?

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক বলেন ১ গণিত ড্রাগুণ (অশ্বারোহী) সেনা দলের কর্ণেল ক্রলি আপনার অধীনস্থ কয়েক ব্যক্তিকে সামান্য অপরাধে রুদ্ধ করিয়া এত কষ্ট দিয়াছিলেন যে তাহাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ইংরাজ সেনাদলের এই একটি বিশেষ দোষ. আফিসরেরা গুরুতর অপরাধ করিয়াও মুক্ত হন, কিন্তু সামান্য সেনারা কিছু করিলেই তাহাদিগের গুরু দণ্ড হয়।

হরকরা সম্পাদক টেলিগ্রাফ যোগে নিম্নলিখিত সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন:—আলেকজাণ্ড্রিয়া ১৯ এ মে। আমেরিকার বিদ্রোহীরা ইয়র্ক টাউন ত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সেনারা বরগার্ডকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। উভয় দলের বিস্তর লোক হত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সেনারা উইলিয়ম্‌স বর্গ অধিকার করিয়াছে। সিউয়ার্ড সাহেব দক্ষিণ বিভাগের অবরোধ ক্রিয়া শিথিল করিয়া বাণিজ্যের নিমিত্ত নিউঅরলিয়ন্স খুলিয়াছেন। মেক্সিকোর সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

ইংলিসমানের লক্ষ্ণৌস্থিত সংবাদ দাতা বলেন তথায় জনরব উঠিয়াছে সমুদায় কূপে বিষ দেওয়া হইয়াছে, ইউরোপীয় সেনাগণের প্রাণ বিনাশ করাই তাহার উদ্দেশ্য। এবম্বিধ জনশ্রুতির মূল অন্বেষণ করা অতিশয় আবশ্যক। অন্যথা বহুতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

দিল্লী গেজেটের জয়পুরস্থিত সংবাদ দাতা বলেন, তত্রত্য নূতন মন্ত্রী পণ্ডিত শিবদীন অতিশয় বিবেচনা সহকারে কর্ম্ম করিতেছেন। তিনি অজ্ঞ পুরাতন কর্ম্মচারিদিগকে বিদায় দিয়া আগরা কালেজের কৃতবিদ্য ছাত্রদিগকে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আপীল শুনিবার জন্য তথায় এক উচ্চতম বিচারালয় হইয়াছে। এই গুলি যথার্থ শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ। অন্য অন্য রাজারাও যদি এই রীতির অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগের রাজশ্রী বদ্ধ মূল হয়।

ঢাকা নিউস সম্পাদক হুগলীর নরবলির বিষয়ে বলিয়াছেন এতদ্দেশীয় জুরিরা ব্রাহ্মণকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়াছেন। আমরা জানি ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তথাপি যখন এই অপবাদ উঠিয়াছে তখন হুগলীর জুরিদিগের এই মকদ্দমার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত।

৩০এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার। ১২৬৯

লণ্ডনের বিখ্যাত মুদ্রাকর সিমকিন মার্সল কোম্পানি নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতি খণ্ড ৸০ আনায় বিক্রীত হইতেছে। এবার ইংলণ্ডের সকলে নীলকরদিগের বিষয় ভাল করিয়া অবগত হইবেন।

লোহিত সমুদ্র দিয়া যে টেলিগ্রাফ হইতেছে, তদ্বিষয়ে হাউস অব কমন্স আজ্ঞা করিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেক ব্যয় ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দিতে হইবে। এই সকল অত্যাচারে কাহার সাধ্য আমাদিগের অর্থের অসঙ্গতি দূর করিবেন।

গবর্ণর জেনেরল নিজে টেলিগ্রাফে সংবাদ আনয়ন ও প্রেরণ জন্য প্রতি বৎসর ৩০০০ টাকা পাইবেন। আমরা ইহার আবশ্যকতা দেখিতেছি না।

ভারতবর্ষের রেইলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়র গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন আগামি জানুয়ারির পূর্ব্বে কাশী পর্য্যন্ত রেইলওয়ে খোলা দুঃসাধ্য হইবে, কারণ কোম্পানির উপযুক্ত শকটাদি নাই। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাশী পর্য্যন্ত ও তাহার পূর্ব্বে দা-

নাপুর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চালাইবার আজ্ঞা করিয়াছেন। রেইলওয়ে কোম্পানি যে ওজর করিয়াছেন, ইহা বলবান্ নহে।

ইউরোপীয় সেনাদলের বিয়ার সরাপের অভাব হওয়াতে গবর্নমেণ্ট শশ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে ১২,৮০০ পিপা বিয়ার আসিয়াছে।

বোম্বাই সেনাদলের এক জন এতদ্দেশীয় আফিসর দুই বৎসরের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি সন্দেহ করিতেছেন ইউরোপীয় চিহ্নিত আফিসরদিগের ন্যায় ইহাঁদিগের ছুটির তুল্য নিয়ম করা উচিত কি না। রাজপুরুষেরা অন্য বিষয়ে যে রূপ পক্ষপাত করুন, ইংলণ্ড গমন বিষয়ে পক্ষপাত করিয়া লোককে ভগ্নোৎসাহ করিয়া দেওয়া বিধেয় নহে।

ইণ্ডিয়ান এম পায়ারে লিখিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি নানা সাহেব বলিয়া ধৃত হইয়া আনীত হইয়াছে, গবর্নমেণ্ট তাহাকে মুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন। ঐ ব্যক্তিকে পাথেয় ও ক্ষতি পূরণ করিয়া দিয়া স্বদেশে প্রেরণ করা হইবে।

ইংলণ্ডের এক খানি পত্রে লিখিত হইয়াছে এক্ষণে পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ একশত কোটি লোক আছে। ইহাদিগের মধ্যে ৩০৬৫টি ভাষা ও ১৫০০ প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। গড়ে প্রতি মনুষ্য ৩৩ বৎসর চারিমাস জীবিত থাকে। দীর্ঘাকার মনুষ্য খর্ব্বকায় লোক অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা সবল থাকে। দিবস অপেক্ষা রাত্রি কালে অধিক জন্ম ও মৃত্যু হয়। লোকে যত সভ্য ও বিদ্বান হয় তত বলবান ও সুস্থ হইয়া থাকে।

মফস্বলাইট সম্পাদক মিরাটের পুলিষ অত্যাচার নাটকের দ্বিতীয়াঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন। যে দুই জন থানাদার একটি স্ত্রীলোককে সুরাপান করাইয়া তাহার দুরবস্থা করে, তাহারা মাজিষ্টেটকে বলে, হরিদয়াল নামক এক জন পুলিষ ইনস্পেক্টর তন্মধ্যে ছিলেন। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটি স্পষ্টাভিধানে বলিল হরিদয়াল কিছুই জানিতেন না। তথাপি মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করেন। হরিদয়াল মুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম গিয়াছে। একপ জজ ও মাজিষ্ট্রেটেরা আর কত কাল জ্বালাতন করিবেন?

৩১এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার এক জন পত্র প্রেরক বলেন আরবদেশীয় জেদ্দানগরে খৃষ্টীয়ানদিগের বাস করা ভার হইয়াছে। মুসলমানদিগের একটী সংস্কার জন্মিয়াছে, সমুদায় খৃষ্টীয়ানের শীঘ্র লোপ হইবে।

হরকরার যে পত্র প্রেরক বেহারের অহিফেন ঘটিত অত্যাচারের বিষয় লিখেন, কালী সহায় নামক এক জন কর্ম্মচারী অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নামে নালীস করিয়াছেন। তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট পত্র প্রেরকের জামীন লইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছেন। লঙ্ সাহেবের কারাবাস অবধি সকলেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিনাশ সহজ জ্ঞান করিতেছেন।

গত বৎসর আসামের চা কোম্পানি ১১-৬৭৩৷০ মণ চা-বিক্রয় করিয়াছেন। ব্যয় বাদে তাঁহাদিগের ২,১৫,৩০০ টাকা লাভ হইয়াছে। অংশীরা শতকরা ১০ টাকা লাভ পাইবেন। এই কোম্পানির অংশিদারের মধ্যে তিনভাগের এক ভাগ এতদ্দেশীয় লোক।

পাসিফিক্ সাগরস্থ মাকিয়ান দ্বীপে আগ্নেয় পর্ব্বতের উপদ্রবে সমুদায় লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন, সিন্ধু নদের নিম্নস্থ সুড়ঙ্গ অতি সত্বর প্রস্তুত হইতেছে। ১৫০৫ ফিটের মধ্যে ১০২৮ ফিট সুড়ঙ্গ হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে শেষ হইবার সম্ভাবনা আছে।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় দুটী বিল অর্পণ করা হইবে। প্রথম কলিকাতার ধুম বন্ধ করিবার বিল। অনেকে অসাবধান হইয়া রন্ধনাদি করেন, তাহার ধূমের দ্বারা চতুঃপার্শ্বস্থিত লোকের কষ্ট হয়। দ্বিতীয়, বেগার ধরা নিষেধ করিবার বিল। এই বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে যুদ্ধ প্রভৃতির সময় ব্যতিরেকে কাহাকেও বেগার ধরা হইবে না। বেগার ধরিলে তাহাকে তৎপরস্থিত জেলায় ছাড়িয়া দিতে হইবে। কাহাকেও ৫০ ক্রোশের অধিক দুর লইয়া যাওয়া হইবে না। তাহা করিলে গাড়য়ানদিগের সম্মতি লইতে হইবে, এবং এমত স্থলে তাহাদিগকে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হইবে। এক জন সিবিল কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিয়া গাড়য়ানদিগের ভাড়া দিবেন। এই আইন নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু ইহার দ্বারা কাজ হয় একপ বোধ হয় না।

করেন্সি ডিপার্টমেণ্ট হইতে নিম্ন লিখিত নোট প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে এবং ঐ ডিপার্টমেণ্টের হস্তে নিম্ন লিখিত টাকা আছে:—

	কলিকাতা	বোম্বাই	মান্দ্রাজ	মোট
প্রচলিত নোট	২,৩০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০	৩৩,০০,০০০	৪,১৩,০০,০০০
প্রতিভূস্বরূপরৌপ্যমুদ্রা	১,৮৬১,১৩৯	৫১,০০,০০০	৩৩,০০,০০০	২,৭০,৫১,১৩৯
ঐ অমুদ্রিত রৌপ্য		৯৯,০০,৮০০		৯৯,০০,৮০০
ঐ গবর্ণমেণ্টের কাগজ	৪৮,৪৮,৮৬১			৪৮,৪৮,৮৬১

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ২৩এ জুন মফস্বলে যাইবেন, তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

সমাচার হিন্দুস্থানী পত্রে লণ্ডন স্থিত এক জন হিন্দু লিখিয়াছেন কর্ণাটের নবাবকে তদীয় সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিবার জন্য মাঞ্চেষ্টর প্রভৃতি ১৩টি নগরের লোকে সর চারলস্ উড ও মহাসভার নিকটে আবেদন করিয়াছেন। অন্য অনেক নগরের লোকে ঐ প্রকার করিবেন। নবাব আপনার দুঃখ বৃত্তান্ত এক পুস্তকে লিখিয়া চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করাতে ইংলণ্ডীয় লোকেরা তাঁহার সহায়তা করিতেছেন। এদেশের লোকেরা অনকৃত অত্যাচার কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করেন না বলিয়া বড় কষ্ট পান।

আমরা এক অভাবনীয় স্থানে মুক্তিবিষ্ব মত দর্শন করিলাম। ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া লিখি

রাছেন ? প্রবলরিপু মুর্খ ইউরোপীয়দিগকে ভারতবর্ষে বাস করিতে দিবার বিপন্ন গত কল্য সুপ্রিমকোর্টের এক হত্যার মোকদ্দমায় দর্শন করা গিয়াছে। ঐ সম্পাদক রক্তের বাঁধীয় দণ্ড যুক্তিসিদ্ধ বলেন। এব্যক্তি যদি মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের বিচার বন্ধ করাই কর্ত্তব্য।

উক্ত সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন বিখ্যাত হত্যাকারী হিলি বোম্বাই নগরে ধৃত হইয়াছে। সে এক জাল নাম করিয়া তত্রত্য সেনাদলে প্রবেশ করিতে গিয়াছিল।

৩২এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

শীঘ্র সদর ও সুপ্রিমকোর্ট একত্রিত হইবে বলিয়া, যে সকল কাজ বাকি পড়িয়াছে তাহা সম্পাদন করিবার জন্য আর দুই জন অতিরিক্ত জজ নিয়োজিত হইবেন।

ফিনিক্স সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন, হিলি করাচিতে ধৃত হইয়াছে। হিলি বা নানা সাহেব হয়।

ইংলিসমান সম্পাদক একটি আশ্চর্য্য সংবাদ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণমেন্টের পুরাতন কর্ম্মচারিদিগকে ছাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহারা কয়েক মাসের বেতন পুরস্কার স্বরূপ পাইবেন মাত্র।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সেনাদল আছে, উক্ত সম্পাদক তাহার এক হিসাব দিয়াছেন :—

ইউরোপীয়।

বঙ্গদেশ প্রভৃতিতে	৫২,৮৫৯
মান্দ্রাজে	১৩,৫৭৫
বোম্বাইয়ে	১২৮৯০
মোট	৭৯,৩২৪

এতদ্দেশীয়।

বঙ্গদেশ প্রভৃতিতে	৬৮,০৬৭
মান্দ্রাজে	৩৩,৫৭৬
বোম্বাইয়ে	২৬৩৫১
মোট	১,২৭,৯৯৪

প্রধান প্রধান নগরে সেনাদিগকে এপ্রকারে রাখা হইতেছে যে সিপাহীদিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অধিক। তথাপি কয়েক ব্যক্তি পদে পদে বিদ্রোহ স্বপ্ন দর্শন করিতেছেন।

সিমুলিয়া পল্লীতে এক জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক নিজস্বামীকে পরদারগামী বলিয়া তাঁহার নামে নালীশ করিয়াছেন।

মুনরাজের ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের বিচার হইয়া ক্ষেত্রমোহনের ৫০০ টাকা জরিমানা ও ৩ মাস মিয়াদ এবং ধর্ম্মদাসের এক মাস মিয়াদ হইয়াছে। ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাস্করেরও সম্পাদক।

১লা আষাঢ় শনিবার।

গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন ইনকম টাক্সের শতকরা এক টাকা রাজপথ প্রস্তুত প্রভৃতির জন্য বিনিয়োজিত হইবে। এই টাকা লোকালফণ্ডের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এইটী অবলম্বনীয় পথ।

গবর্ণমেন্ট অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগকে লেও সাহেবের প্রস্তাবানুসারে উচ্চতর পদ দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন তন্নিমিত্ত সকল আফিস হইতে কর্ম্মচারিগণের গুণাগুণের রিপোর্ট চাহা হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট ক্রমে প্রকৃত পথে আসিতেছেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর শিক্ষা কার্য্যের প্রধান অধ্যক্ষের অনুরোধ ক্রমে কলিকাতা স্থিত ফ্রিচর্চ অব কালেজ বিদ্যালয়ে মাসিক ৭৫ টাকা আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিকা	৯০ ৯।০
৪ টাকার কোম্পানির	৯৩।৯৩।
৫ টাকার	১০৩৸।১০৫
৫৪	১১১।১১।৷৷

—০০—

সুপ্রিমকোর্ট।

রাধানাথ রায় ও অনন্তরাম মুখোপাধ্যায় একটি বারাঙ্গনার কতকগুলি অলঙ্কার অপহরণ করাতে তাহাদিগের ১৮ মাস মিয়াদ হইয়াছে।

হিদিত হোসেন, মবতুবেগ ও তোরাপ নামক তিন ব্যক্তি চুরি করাতে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাস ও তৃতীয়ের ১৮ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

বিশ্বেশ্বর রায় ১০০ টাকার দুইগাছি বালা ও নগদ ৫০০ টাকা চুরি করাতে তাহার কঠিন পরিশ্রম সহ দুইবৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

নন্দকিশোর রায় নামক এক ব্যক্তি আপনাকে মিথ্যা করিয়া আবকারীর এক জন গোয়েন্দা বলিয়া পরিচয় দিয়া এক মুড়ির নিকটে পয়সা ও সুরা লওয়াতে তাহার ৩৬ পক্ষ মিয়াদ হইয়াছে।

জন রড নামক যে ব্যক্তি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক জন মেষপালকের প্রাণবধ করে, তাহার ফাঁসী হইবার আদেশ হইয়াছে।

রাজু দত্ত নামক এক জন পুরাতন চোর দুইটি পিত্তলের লোটা চুরি করিয়াছিল বলিয়া তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

দীন মহম্মদ মিথ্যা নালীশ করিয়াছিল বলিয়া তাহার সাতবৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

গোপালনাথ পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি কতকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার অপহরণ করাতে তাহাকে ১৮ মাস কঠিন পরিশ্রম সহ হরিণ বাটীতে থাকিতে হইবে।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৩১এ মে—নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা ১৮৩৫ অব্দের ৯ আইনের ২ ধারা, ১৮১৯ অব্দের ১০ আইনের ও ১৮৩৮ অব্দের ২৯ ধারানুসারে লবণচৌকির সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা পাইবেন।

চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট।
ভুলুয়ার ঐ
বাকরগঞ্জের ঐ
যশোহরের ঐ
২৪ পরগণার ঐ
হুগলির ঐ
মেদনীপুরের ঐ
বালেশ্বরের ঐ
কটকের ঐ
পুরীর ঐ

হুগলি।
জাহানাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট।

যশোহর।
জেনিদার ঐ
খুলনার ঐ
কোটচাঁদ পুরের ঐ
মোহংগেরের ঐ

মাগুরার ঐ

২৪ পরগণা।

বারাসাতের ঐ

বারুইপুরের ঐ

বসিরহাটের ঐ

ডায়মণ্ডহারবারের ঐ

সাতক্ষীরার ঐ

কটক।

জাজপুরের ঐ

কেন্দ্রাপাড়ার ঐ

বালেশ্বর।

ভদ্রকের ঐ

বাকরগঞ্জ।

মাদারিপুরের ঐ

পিরুজপুরের ঐ

মেদিনীপুর।

গরবেতার ঐ

তমলুকের ঐ

নওয়াখালি।

দক্ষিণ সাহাবাদপুরের ঐ

চট্টগ্রাম।

কক্সবাজারের ঐ

২বা জুন—বাবু দিননাথ ঘোষ তমলুকের দাতব্যচিকিৎসালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া এক জন সভ্য হইবেন।

—•—

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

কয়েকদিন হইল মরে নামক এক অল্পবয়স্ক সুবিজ্ঞ ইংরাজ এখানে আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন। ভুতপূর্ব্ব নীল দেবত মেট্‌কাফ ও টেলর সাহেবের ন্যায় ইনি আমলার বশীভূত নহেন। বিচার কালে সাধ্যানুসারে আপন বুদ্ধি পরিচালন করিতে ক্রুটি করেন না। বিদ্যা ও ধর্ম্মবিষয়ে ইহার অসাধারণ উৎসাহ। ইনি একদিন অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়া ঈশ্বরোপাসনা যথানিয়মে শ্রবণ করেন এবং সভার কার্য্য সমাপনান্তে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রধান মত ও নিয়মাদি অবগত হইয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করেন।

বিহারীলাল নামক এক জন মিসনরি এখানে আসিয়া কএকটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। মিসনরিরা এতদ্দেশের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী। এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে দুর্ব্বৃত্ত নীলকরের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যথার্থ লোক হিতৈষী মিসনরির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলে দেশের যে কত শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা অনুভব করা সুকঠিন। ব্রাহ্মদিগের সহিত উক্ত মিসনরি মহোদয় ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিবেন এরূপ বোধ হইতেছে।

আমাদিগের নুতন আলা সদর আমিন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি অদ্ভুত লোক। ইঁহার গুণাবলি লিখিতে গেলে লেখনী অবসন্ন হইয়া পড়ে। ইনি এমনই দীর্ঘ ও স্থূল কায় যে ইহাকে দেখিবামাত্র লঙ্কাকাণ্ডের সমুদয় কাণ্ড স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। ইহার যেমন স্থূল শরীর, বুদ্ধিটীও তদনুরূপ। ভদ্রলোকের সহিত সম্ভাষণাদি বিষয়ে ইনি একটি অদ্বিতীয় মহাত্মা। যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে পুর্ব্বে লোকমুখে ইহার গুণাগুণ অবগত না হওয়াতে একবার ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তিনি আর দ্বিতীয় বার ইহার বাসার নিকট দিয়া গমন করেন না। কাছারির উপায়হীন আমলাগণই কেবল সর্ব্বদাই প্রভুর দুর্ব্বচনানল সহ্য করিতেছে। শুনিতে পাই মধ্যে মধ্যে ইনি আবার জজ সাহেবের নিকট লোকের দুর্নাম করিয়া থাকেন। বোধ হয় এই উপায় অবলম্বন করিয়াই ইনি এতাদৃশ উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন। বিদ্যা বিষয়ে ইঁহার অসাধারণ উৎসাহ, কথায় কথায় স্কুলের প্রতি অনাদরসুচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আর ধর্ম্ম বিষয়েও একজন অসামান্য লোক। সম্পাদক মহাশয়! কোন্ হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণের পরদারগমনপাপ ত্রিসন্ধ্যাতেই মুক্তি পায়?

তিন চারি দিবস যাবৎ এখানে অসহ্য গ্রীষ্ম হইয়াছে। তাপমান যন্ত্রের ৯০ অংশের উপর উঠিয়াছে। আকাশেমেঘের চিহ্নও নাই। সকল লোকই হাহাকার করিতেছে।

রামপুর বোয়ালিয়া।
১৭ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহোদয়েষু।

ধর্ম্মের তনয় সম না হেরি সুন্দর।
কি অপূর্ব্ব রূপ তাঁর অতি মনোহর॥
শশধর শোভা তাঁর নিকটে মলিন।
গোলাপ কুসুম তথা সৌরভ বিহীন॥

বিশুদ্ধ ধর্ম্ম যদি মনুষ্যের হৃদয় অধিকার করে তাহা হইলে নিঃসংশয় তিনি মহাবল হয়েন। প্রচুর ঐশ্বর্য্যে যাঁহা না হয়, শত শত লোক সমবেত হইয়া যে কর্ম্ম করিতে অশক্ত, বিদ্যাও যে কর্ম্মে সঙ্কোচ প্রকাশ করেন, একাকী ধর্ম্মের বলে মনুষ্য তাহা অবলীলা ক্রমে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি কুসংস্কার পাশ ছেদন করিয়া এ দেশীয় ব্যক্তিরা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে পৃথিবীতে তাঁহারা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সম্ভ্রান্ত জাতিমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। যতদিন তাঁহারা আপনাদিগের সহজ জ্ঞানের উপদেশ অবহেলা করিয়া অশেষ অনিষ্টকর পৌত্তলিকতার শাসনে শাসিত হইবেন ততদিন তাঁহাদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা আপনাদিগের প্রতি আর কত কাল এরূপ ভয়ানক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবেন? পৌত্তলিকতা যে তাঁহাদের সকল উন্নতি দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! দ্বার উন্মুক্ত না থাকাতে গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু যে এক কালে কলুষিত হইয়া গেল, তাঁহারা কি তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না? দ্বার রুদ্ধ করিয়া আর কিছু কাল অচেতনে নিদ্রা যাইলে তাঁহাদের জীবনাশা এক বারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সাধারণ লোকে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং তাহাদিগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব নহে; কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে এখনও কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে পৌত্তলিকতার অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাহার অধিকার রক্ষা করিতে যত্নশীল হইতেছেন তাঁহারা হয়ত মনে করেন যে যখন বিদ্যোপার্জ্জন করিতে তাঁহারা শক্ত হইয়াছেন তখন তাঁহাদের সকল রত্নই লাভ হইয়াছে। তাঁহাদিগের এ বিষম ভ্রান্তি কত দিনে অন্তর্হিত হইবে। তাঁহারা সরল হইয়া একবার আপন আপন আত্মাকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, তাঁহার সকল অভাব দুর হইয়াছে কি না - সেই আত্মা যথার্থ আপনার পরম পদ লাভ করিয়াছে কি না। নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে তাঁহাদিগের আত্মা কখনই ইহাতে হাঁ বলিয়া সায় দিবেন না। তাঁহারা যত দিন ধর্ম্মচ্যুত হইয়া থাকিবেন তত দিন তাঁহাদের নিজেরও মঙ্গল নাই, ততদিন তাঁহাদিগের দ্বারা এদেশেরও মঙ্গল সাধন হইবে না। যদি আপনাদিগের ও স্বদেশের উন্নতি দর্শনে অভিলাষ থাকে তবে তাঁহারা মনের কুটিল ভাব সমস্ত দুর করিয়া দিউন। লোকভয় বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করুন, এবং যে কেহ ধর্ম্মের সহায়ে দেশের মঙ্গল বিধানে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদিগের পথে বিঘ্নরাশি সমুপস্থিত না করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানে তৎপর হউন। তাহা হইলে তাঁহারা দেশের আদরণীয় হইবেন, ধার্ম্মিক জনের নিকটে আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন এবং ঈশ্বর

তাঁহাদিগের অন্তরে আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে নিয়ত রক্ষা করিবেন। হায়! এমন অবস্থা প্রাপ্তহইতে কেনই তাঁহারা অগ্রসর না হয়েন।

এ দেশ যেমন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখেতে মলিন হয়েন, তেমনি যখন ধর্ম্মানুরাগিদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবস্থান ব্রাহ্ম সমাজ সকলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয় তখন তিনি আশার সঞ্চার পাইয়া যে মহাহর্ষযুক্ত হন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মেরা যে এখন স্বার্থপরতা লোভাদি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে উন্মুখ হইয়াছেন, ইহা তাঁহার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবেক। যখন শ্রবণকরা যায় পৌত্তলিকতার আদেশ অবহেলন করিয়া ব্রাহ্মেরা বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আজ্ঞানুমতে কার্য্য করিতেছেন, তখন এমন কোন্ দেশ হিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ আছেন যাঁহার মন আনন্দে পরিপূর্ণ না হয়? মহাশয় আপনি যদি শ্রবণগোচর করেন গত ১২ ই জ্যৈষ্ঠ কোন্নগরের নিকটবর্ত্তী মেড়ু পুকুর গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার ঘোষের নব কুমারের নামকরণক্রিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মমতানুযায়ী নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তবে আপনার মন কি পরম আহ্লাদ লাভ করে না? মহাশয় এই নামকরণ উপলক্ষে ৪০ জনের অধিক ব্রাহ্ম একত্রিত হইয়াছিলেন এবং ঈশ্বরপ্রসাদে কার্য্যকালে বিশেষ কোন বিঘ্নই উপস্থিত হয় নাই। এই রূপ অনুষ্ঠান যখন এদেশীয় প্রতিজনের গৃহে লক্ষিত হইবে তখন এ দেশ কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে না? হে ব্রাহ্মগণ যদি ঈশ্বর আপনাদের যথার্থ লক্ষ্য হন, যদি আপনারা সরল হইয়া প্রাণপণে সত্য পালন করিতে অগ্রসর হন। যদি স্বদেশের হিত সাধনে একান্ত অনুরাগী হন, যদি সদনুষ্ঠান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে না পারেন, তবে আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, কোন বাধাই আপনাদিগের পথে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না, সকল অবস্থাই আপনাদিগের অনুকূল হইবে, এবং কর্ত্তব্য পালন জন্য মহদানন্দ সম্ভোগে সহজেই সক্ষম হইবেন। লোকে যে আপনাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র নিরুৎসাহী হইবেন না। আপনাদিগের প্রকৃত ভাব অদ্যাপি স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহারা এখনও পর্য্যন্ত আপনাদের উপর বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অবস্থা দর্শনে যে আপনারা অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত আছেন, এবং যেমন আপনাদের তদ্রূপ তাহাদেরও মঙ্গলের জন্য যে আপনারা ব্যাকুল হইয়াছেন ইহা একবার জানিতে পারিলে অবশ্যই তাহারা আপনাদিগকে ভ্রাতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া আপনাদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইবেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! সাতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি ৯ই মে শুক্রবার দুই প্রহর চারি ঘটিকার সময় অত্রত্য কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট এইচ, এইচ, রবিন্সন সাহেব অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। পীড়ার যথাবিধি চিকিৎসা হয় নাই। ইনি অতি ভদ্রলোক ছিলেন। ইহাঁর সদৃশ ইংরাজ এখানে অতি অল্প আসিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে আমলা মোক্তার ও অপর সাধারণ অনেকেই অশ্রু মোচন করিয়াছেন। ইনি এখানে দুইমাস কালমাত্র অবস্থান করেন। এখানে আসিয়া অবধি অত্রত্য জলবায়ু ইহাঁর পক্ষে এমনই অসহ্য হইয়াছিল যে শেষে ইহাঁকে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে হইল। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে ইহাঁর ভ্রাতা পীড়ার সংবাদ পাইয়া সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই।

গত ১০ই মে শুভ শনিবার বাবু প্রেমচাঁদ দে নাএব দারোগা এবং জমাদার সাহেব উভয়েই আপীলে খালাস পাইয়াছেন। ইহা মহাত্মা শ্রীযুত সোশন জজ সাহেবের একটী প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। সম্প্রতি কোন অপরাধে অভয়চরণ ও শ্রীমন্ত লাল পাণ্ডা প্রত্যেকের ত্রিশ ত্রিশ বেত সাজা দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ ২৫ বেত মারা হইলে অভয় আপনাকে নির্দ্দোষী বলিয়া উল্লেখ করিলে অতিরিক্ত ৫ বেত একুনে ৩০ বেত মারা হয়।

গত ২০এ মে ৪ ঘটিকার সময়ে গগনমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি সহ তিনটী বজ্র পতিত হয়। একটী এতন্নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে চিড়াকুটি নামক স্থানে, একটী বড়বাজারের শীতলা মন্দিরের অতি নিকট পশ্চিমোত্তরে এক বেশ্যালয়ে, অন্যটী শুজাগঞ্জে জগন্নাথদেবের মন্দিরের পূর্ব্বপ্রান্তে এক গৃহস্থের গৃহে পতিত হয়। ইহার মধ্যে কোন স্থানে একটী প্রাণীরও প্রাণহানি হয় নাই। কেবল ঐ দরিদ্রের উপর দিয়া সব আপদ গিয়াছে। তাহার এক মাত্র গৃহ ছিল, তাহা ভস্মাবশেষ হইয়াছে। বজ্রকালে বজ্রপাত হয়, তখন তৎপরিবারের কোন প্রতিবেশীর বাটীতে ছিল। আর বেশ্যার আলয় ইষ্টকময় বলিয়া অন্য কোন হানি না হইয়া কেবল গৃহের খানিক চূণকাম খসিয়া গিয়াছে।

২৭এ মে দুই ঘটিকার সময় কোতোয়ালি বাজারে অগ্নি লাগিয়া ২৫।৩০ খানি গৃহ দাহ হইয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি দারুণ গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে পড়া গিয়াছে।

১৮৬২। ৫ই জুন নিবেদনমিতি।
মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয়েষু।

নিজ আমতা গ্রামে পুলিস থানা আছে, তথাপি যে রূপ চোরের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। সাক মাছ কলা মুলার ত কথাই নাই, কাপড়ের বস্তা পর্য্যন্ত টান ধরিয়াছে। শনির ভোগ আর কত দিন সহ্য করিতে হইবেক; ছাড়িতে ছাড়িতে ছাড়িতেছে না। এদেশে রাস্তা নাই। রাস্তা বিরহে এদেশের যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। রাজাপুরের বাঁধার রাস্তার সহিত আমতা হইতে এক রাস্তা সংলগ্ন করিবার কারণ দুই বৎসর কাল স্থানে স্থানে মাটি ফেলা হইতেছে, কিন্তু আর কয় বৎসরে তাহা ব্যবহারোপযোগী হইবেক বলা যায় না, গত বর্ষায় অনেক ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, আগামী বর্ষায়ও ঐরূপ হইবেক সন্দেহ নাই।

আমতার মুন্সেফি চৌকিতে এক জন প্রাচীন মৌলবি হাকিম আসিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষা জানেন না। পারস্য ভাষাতে মোকদ্দমার রায় লিখিয়া থাকেন। তাহার বাঙ্গালা করাইতে বাদী ও প্রতিবাদীর যথেষ্ট কষ্ট হয়। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ হাকিম দেওয়া বিড়ম্বনা বলিতে হইবেক। এক জন কৃতবিদ্য হাকিম এস্থানে আইসেন সকলের প্রার্থনীয়। অনেক স্থানের মুন্সেফের প্রতি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রদত্ত হইতেছে। মৌলবি সাহেব তদ্রূপ যোগ্য পাত্র হইলে এস্থানের প্রজাদিগের স্থানান্তরে বিচার জন্য যাইতে হইত না। এস্থানে একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্তব্যক্তির আবশ্যক।

আমতা।
১৯এ জ্যৈষ্ঠ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সেন গাজীপুর ১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ টাকা
" " ভাগ্যবান বিদ্যালঙ্কার মণ্ডলাই স্কুল ১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ১ ঐ
" " বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী রামপুরহাট ১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত ১০ ঐ
" " গঙ্গাধর রায় গাজীপুর ১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" " তারক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গের ১২৬৯ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" বিপিনবিহারী ভাদুড়ী হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুল ১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" " শ্রীরাম পালিত ঘাটাল ১২৬৯ চৈত্র হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত ৫ ঐ

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

৪ ভাগ। ৩২ সংখ্যা।

সন ১২৬৯। ১০ আষাঢ়। ইং ১৮৬২। ২৩ জুন

মাসিক মূল্য ১ টাকা
বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

সাহাবাদের অহিফেন সংক্রান্ত অত্যাচারের অনুসন্ধান ও তৎফল।

আমাদিগের নূতন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেবের অধিকারকাল একটী শুভ কার্য্য দিয়া আরম্ভ হইল। ইহাঁর পূর্ব্বগত লেপ্টনন্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবের চেষ্টায় নীলকরদিগের অত্যাচারবৃত্তান্ত জগৎ বিদিত হইয়াছে। যখন অত্যাচার প্রকাশ হইয়াছে, তখন আজি হউক কালি হউক দশ দিন পরেই হউক অবশ্যই তাহার প্রতীকার হইবে। বীডন সাহেবের যত্নেও গবর্ণমেণ্টের অবিদিত পূর্ব্ব (অন্যের অবিদিত নহে) একটী অত্যাচার প্রকাশ হইয়াছে। সেই অত্যাচার সাহাবাদের অহিফেন ঘটিত।

পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন হরকরার সম্বাদ দাতা প্রথমতঃ এই অত্যাচারের বিষয় সাধারণের গোচর করেন, বীডন সাহেব তাহা দেখিয়াই উঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অনুসন্ধান দ্বারা স্থির হইয়াছে, হরকরার পত্রপ্রেরক যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা অত্যুক্তি বটে কিন্তু অহিফেনের কৃষকদিগের নিকট হইতে আমলারা অন্যায় পূর্ব্বক যে অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা মিথ্যা নহে। তিনি বলেন বৎসরে দেড় কোটি টাকার অহিফেন ক্রয় করা হয়, কৃষকেরা তাহার যে মূল্য পায় তাহা হইতে বৎসর পনর লক্ষ টাকা আমলা প্রভৃতি ঠকাইয়া লইয়া থাকে। ঐ টাকা যদি এইরূপে কৃষকদিগকে না দিতে হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যে মূল্যে অহিফেন ক্রয় করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা অল্প মূল্যে পাইতে পারেন। এক্ষণে প্রতি সের পাঁচ টাকায় লওয়া হইতেছে, প্রবঞ্চনা বন্ধ হইলে প্রতি সের চারি টাকা আট আনায় পাওয়া যাইতে পারে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন হরকরার পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, কৃষকদিগের দ্বারা বলপূর্ব্বক অহিফেনের কৃষিকার্য্য করাইয়া লওয়া হয়, কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নীলকরদিগের ন্যায় বলপূর্ব্বক অহিফেনের কৃষি কার্য্য করাইয়া লন না বটে, কিন্তু আমলা প্রভৃতির যখন তত প্রভুত্ব ও অর্থ লোভ রহিয়াছে এবং অধ্যক্ষদিগের তাদৃশ তত্ত্বাবধান ও অন্যায় অর্থ গ্রহণপ্রয়াস নিবারণ চেষ্টা নাই, তখন কৃষকদিগের প্রতি বলপ্রয়োগ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। তবে সেই বল প্রয়োগ প্রকাশ হউক আর না হউক সে স্বতন্ত্র কথা।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই অত্যাচারের যে কারণ ও প্রতীকারের উপায় নির্ণয় করিয়াছেন, এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। আমলা প্রভৃতির বেতনের অল্পতাই উল্লিখিত অন্যায় অর্থ গ্রহণের কারণ। আমলারা চারি টাকা করিয়া বেতন পায়, কিন্তু এখন সচরাচর সামান্য মজুরের বেতন মাসিক ছয় টাকা। এই কারণটি অনুন্মূলিত থাকিতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রতিকারের যে উপায় স্থির করিতেছেন, তাহা কোন ক্রমেই ফলোপধায়ী হইবে না। তিনি বলেন আমলারা যাহাতে কৃষকদিগের নিকট হইতে অন্যায় অর্থ গ্রহণ করিতে না পারে, অধ্যক্ষেরা সবিশেষ সতর্কতা সহকারে তদ্বিষয়ে সদা দৃষ্টি রাখেন এবং কৃষকেরা আমলা প্রভৃতিকে দ্বারস্বরূপ না করিয়া যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে দাদন গ্রহণ করে এইরূপ চেষ্টা করা আবশ্যক তাহা হইলে প্রবঞ্চনার অল্পতা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অল্প বেতনভুক আম্‌লাদিগের আধিপত্য থাকিতে এক কালে যে প্রবঞ্চনা রুদ্ধ হইবে ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আম্‌লাদিগের বিষয়ে লিখিয়াছেন, অল্প বেতনে অধিক আমলা না রাখিয়া অধিক বেতনে অল্প আমলা রাখা বিধেয়। এস্থলে আমাদিগের এই একটি জিজ্ঞাস্য হইতেছে, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অধিক বেতন দিয়া যে আমলা রাখিবার প্রস্তাব করিতেছেন তাহারা কিরূপ আমলা? এক্ষণকার অশিক্ষিত আমলাদিগকে কি অধিক বেতন দিয়া রাখা হইবে? গবর্ণমেণ্টের যদি আমলার অত্যাচার নিবারণের বাস্তবিক চেষ্টা জন্মিয়া থাকে, সুশিক্ষিত লোকের অন্বেষণ করুন। তাঁহাদিগের বেতনে যেমন কিঞ্চিৎ অধিক যাইবে তেমন অন্যদিকে লাভ হইবেক।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের অতিশয় সবিস্ময় কৌতুক জন্মিতেছে। যে কোন রূপে

হউক যাহারা আমলার [illegible]র্কে যায় তাহাদিগের উপরেই অত্যাচার হয়, গবর্ণমেণ্ট এত [illegible]র পর এইটী নূতন জানিতে পারিলেন !!! [illegible]কেও এত দিন মুখে গোদিয়া ছিলেন !!! ভাগ্যে সম্বাদপত্র ছিল !!! এত উপকারকারী সম্বাদপত্রেরও মধ্যে মধ্যে স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা হইয়া থাকে !!!

হরকরা পত্র হইতে এই উপকার লাভ হইয়াছে বলিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তৎসম্পাদকের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। অপর, হরকরার পত্রপ্রেরক কালীসাহীর যে দুর্নাম করেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহা যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন না। এই কালীসাহী হরকরার পত্র প্রেরকের নামে মিথ্যাপবাদকারী বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। তত্রত্য অনতর অধ্যক্ষ ফিল্‌ড সাহেবের সহিত কালীসাহীর সবিশেষ প্রণয় ছিল এবং ফিল্‌ড সাহেব যথাবিধি স্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন না বলিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। যদি এরূপ হইল, তবে কেন আর হরকরার পত্র প্রেরকের নামে মোকদ্দমা চলে? তাঁহার যত্নেই গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত অত্যাচারের বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। যখন অন্য অন্য আমলার অত্যাচার বিষয়ে সন্দেহ রহিতেছে না এবং কালী সাহীর সহিত ফীলড সাহেবের ঘনিষ্ঠতার বিষয় সপ্রমাণ হইয়াছে, বিশেষতঃ ফীলডকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে, তখন যে ফীলড ও কালীসাহী সংক্রান্ত হরকরার পত্র প্রেরকের বাক্য সম্পূর্ণ অলীক, তাহা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে? যেখানে এত সন্দেহ, সেখানে দণ্ডবিধান কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ হয় না। এরূপ স্থলে দণ্ড বিধান হইলে আর কেহ অন্যের অত্যাচারের বিষয় রাজপুরুষদিগের গোচর করিতে সাহসী হইবে না। অন্যের অত্যাচারের বিষয় অপ্রকাশিত থাকুক, গবর্ণমেণ্টের কখন এরূপ অভিপ্রেত নহে।

পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া কোন ক্রমেই আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না যে কালীসাহী ও কীলডের বিষয়ে হরকরার পত্র প্রেরক যে কিছু লিখিয়াছেন, সে সমুদায় বিদ্বেষ মূলক।

ইংলণ্ডীয় সভার যথেচ্ছাচার।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে ইংলণ্ডীয় মহাসভা ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে লোহিত সমুদ্রের টেলিগ্রাফ কোম্পানিকে ব্যয় দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বলিয়া না দিলেও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন লোহিত সমুদ্রের টেলিগ্রাফ ইংলণ্ডেরই সবিশেষ উপকারের জন্য হইয়াছে। মহাসভা কি হেতুবাদে এদেশীয় রাজস্বের উপরে হস্তার্পণ করেন? তাঁহারা কি আমাদিগের অর্থসঙ্গতি ও অসঙ্গতির দায়ী? ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের ঋণের দায়ী হইলেন না! মহাসভাও দায়ী নহেন; তবে কি যুক্তিতে তাঁহারা আমাদিগের ব্যয়ের উপর হস্তার্পণ করেন? তাঁহারা আমাদিগের অসম্মতিতে ১৪০০০ সেনার বেতন লইতেছেন; তাঁহাদিগের অনেক কর্ম্মচারিও আমাদিগের নিকট হইতে বেতন পাইতেছেন, তাহাও যথেষ্ট হইল না! মহাসভা ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যথেচ্ছতা পূর্ব্বক আমাদিগের টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন!

আমরা এদেশের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া স্পষ্টাভিধানে ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। সত্য বটে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীনস্থ; ঐরূপ কানাড়া ও অষ্ট্রেলিয়াও ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রভুত্ব স্বীকার করে। কিন্তু মহাসভা অথবা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কখন কি তত্তৎ গবর্ণমেণ্টের অসম্মতিতে তত্রত্য রাজস্ব ব্যয় করিতে পারেন? কত রেজিমেণ্ট ইংলণ্ডে থাকিয়া কানাড়া বা অষ্ট্রেলিয়া অথবা কেপ কলনি হইতে বেতন পাইতেছে? যদি তাহা না হয় তবে ভারতবর্ষ কি জন্য অন্যায় সহ্য করিবেন?

আমরা এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সকলকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা সর চারলস উডের অনুমত মহীসুরের টাকার ন্যায় এই দানের প্রতিবাদ করুন। যাঁহারা কর প্রদান করিতেছেন, এবিষয়ে মনোযোগী না হইলে তাঁহাদিগের দশবৎসর অন্তর নূতন প্রকার করভার বহন করিতে হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা একত্রিত হইয়া কয়েক ব্যক্তিকে ইংলণ্ডীয় মহাসভার প্রতিনিধি করিবার চেষ্টা করুন। যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ও মহাসভা এদেশের রাজকার্য্যের ও রাজস্বের উপরে হস্তার্পণ করিতেছেন, তখন তথায় আমাদিগের কয়েক জন প্রতিনিধি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। আজি যেন অল্প টাকা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারেন যে পারস্যাধিপতির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহাসভা তাহার সমুদায় ব্যয় আমাদিগকে দিতে বলিবেন না? এই সময়ে সতর্ক না হইলে শেষে পরিতাপ করিতে হইবে!

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আমেরিকার এইরূপ প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিয়া তদধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়।

তিন প্রেসিডেন্সিতে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতাস্থ বিদ্যালয়ই সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রতি বৎসর উপাধিধারিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা দ্বারা দেশের যে মহোপকার লাভ হইবে তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়টিরও সর্ব্বাবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। কয়েকটী বিষয়ের অসদ্ভাব আছে। সেই অভাব গুলি পরিপূরিত না হইলে

ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ইহা কলোপধায়ী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমতঃ স্বতন্ত্র বাটী নাই। ইহার মহাসভা কেবল উপাধিই প্রদান করেন, কিন্তু ছাত্রদিগের শিক্ষা বিষয়ে সমধিক সহায়তা করিতে পারেন না। ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ইহার স্বতন্ত্র নিয়োজিত অধ্যাপক নাই। ফলতঃ আমাদিগের এই বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই অভাব গুলি দূর করিবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি দুইবার মহা সভার অধিবেশন হয়। সভ্যেরা গত শনিবার আপনাদিগের মত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়াছেন। অভিলষিত বস্তুযাবতীয় বর প্রার্থনা করা হয় নাই বটে কিন্তু ক্রমে অভিলষিত বিষয় গুলি সুসিদ্ধ হইবে তাহার সম্ভাবনা আছে।

সভা প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালি পল্লীতে সংস্থাপিত হইবে। ইহার নিমিত্ত প্রায় তিন বিঘা ভূমি লওয়া হইবে। এত ভূমি লইবার তাৎপর্য্য এই প্রয়োজন হইলে বাটী বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই বাটীতে সভার অধিবেশন, উপদেশ দান, পরীক্ষা প্রভৃতি হইবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পরীক্ষা এই বাটীতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রতি বৎসর যিনি বি, এ, শ্রেণির মধ্যে প্রথম হইবেন তাঁহাকে ৪০ টাকা মাসিক ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। এম, এ, উপাধি পাইলে ৫০০ টাকা দেওয়া হইবে। ডাক্তর ডফ, লার্ড বিশপ প্রভৃতি কয়েক জন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। কিন্তু বীডন সাহেব, আরস্কিন সাহেব প্রভৃতি কয়েক জন ইহার বিরোধী হওয়াতে শেষে স্থির হইয়াছে, যদি এতদ্দেশীয় কোন ধনবান ব্যক্তি অথবা কোন মিসনরি সম্প্রদায় পৃথক অধ্যাপক নিয়োগের ব্যয় দেন, গবর্ণমেন্ট তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন না। ঐ সমস্ত অধ্যাপক অন্য কোন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে পারিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা কালেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নিয়মিত বেতন দিয়া উহাদিগের উপদেশ শ্রবণ করিবেন। আপাততঃ পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক জন অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সভা যে যে প্রার্থনা করিয়াছেন সে সমুদায় গুলি সঙ্গত। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি অধ্যাপক নিয়োগের বিষয়ে তাঁহাদিগের মত ভেদ হইয়াছে। স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিয়োজিত না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথোচিত গৌরব থাকা সম্ভাবিত নহে। অত্রত্য কোন বিদ্যালয়েই ধর্ম্মনীতির যথাপদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় না। আপততঃ অন্ততঃ ধর্ম্মনীতির এক জন উপদেশক নিয়োজিত করা অতিশয় আবশ্যক। বিদ্যার্থিগণ যাহাতে কেবল বুদ্ধি বৃত্তির চালনা হয় এরূপ শিক্ষাই পাইতেছেন। অনেকে এরূপ শঙ্কা করিতেছেন ধর্ম্মনীতির অধ্যাপক নিয়োগ স্বীকৃত হইলে মিসনরি সম্প্রদায়ের অন্যতর ব্যক্তি নিঃসন্দেহ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ইহাতে এতদ্দেশীয়েরা বিরক্ত হইতে পারেন। মিসনরি অথবা বাইবলের নামে শঙ্কিত হওয়া বিধেয় নহে। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করিবার উদ্দেশে বাইবলের অধ্যাপনা অন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে বাইবল হইতে কিছু গ্রহণ করিলে দোষ হইতে পারে না।

এক্ষণে এতদ্দেশীয় ধনী ব্যক্তিদিগের নিকটে আমাদিগের অনুরোধ এই অনেকে গঙ্গায় ঘাট ও কাশীতে মন্দির প্রভৃতিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু এক্ষণে এক অবিনশ্বর মন্দির স্থাপন করিবার উপায় হইয়াছে। এই সময়ে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি সঞ্চয় করুন। ইউরোপের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয় বিশেষে অধ্যাপক নিয়োগের যাবতীয় ব্যয় প্রদান করিয়াছেন। সেদিন এই সোমপ্রকাশে পিবডি নামক বণিকের ১৫ লক্ষ টাকা দানের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় ভদ্র লোকেরা কি এ বিষয়ে যত্নবান হইবেন না?

সুশিক্ষিত দলে হিন্দুধর্ম্মের কত দূর প্রভুত্ব?

এক জন ব্রাহ্ম আপনার মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকটে এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্র খানি যথা স্থানে প্রকটিত দৃষ্ট হইবে। ঐ পত্র পাঠ করিলে কেবল যে সাধুশীল সুশিক্ষিত দলের মনের ভাব অবগত হওয়া যায় এরূপ নহে, এক্ষণে সুশিক্ষিত দলে হিন্দুধর্ম্মের কত দূর প্রভুত্ব আছে, তাহাও বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়।

এক্ষণে অনেকে লৌকিক রক্ষাতেই ব্যগ্র। লৌকিক রক্ষা করিতে গিয়া ন্যায়পরতা বিসর্জ্জন করিতে হউক, আপনাদিগের যেরূপ সংস্কার ও বিশ্বাস, তাহার বিপরীত আচরণ করিতে হউক এবং হিতাহিত জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিতে হউক, তাঁহারা কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন। যাঁহারা এই সকলে জলাঞ্জলি দিয়া নটের ন্যায় ব্যবহার করিতে না পারেন, তাঁহাদিগেরই বিষম বিপদ; তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। আমাদিগের সাধুশীল অকপটচিত্ত পত্রপ্রেরক এই বিপদে পড়িয়াছেন।

ধৈর্য্যাবলম্বন ব্যতিরেকে আপাততঃ এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায়ান্তর নাই। যে কারণে এরূপ ঘটনা হইতেছে, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। পত্রপ্রেরক স্বয়ংই কহিতে

ছেন, ইংরাজী শিক্ষা তাঁহার অসুখের কারণ হইয়াছে। আমরাও কহিতেছি, ইংরাজী শিক্ষাই বাস্তবিক কারণ। এ দেশে বহু কালাবধি যে ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি চলিয়া আসিয়াছে, ইংরাজী শিক্ষা সে সমুদায়েরই সম্পূর্ণ বিরোধিনী। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করেন, তাহাদিগের সেই চিরসেবিত ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও আচার ব্যবহারাদির প্রতি উপেক্ষা জন্মে। যখন এইরূপ দুটি বিরুদ্ধ বিষয়ের একত্র সমবায় হইতেছে, তখন সেই বিরুদ্ধ বিষয় সেবী উভয় পক্ষেরই অসুখিত হইবার কথা আছে। যে পক্ষ হীনবল, তাহার অধিকতর কষ্ট। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা দুটি কারণে অপর পক্ষের অপেক্ষা হীনবল। এক, ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত এ উভয়ের গণনা করিলে অশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক হইবে। দ্বিতীয়, যাহাতে বিশুদ্ধধর্ম্মে দৃঢ়তর বিশ্বাস, ধর্ম্মনীতিতে সবিশেষ অনুরাগ ও সৎক্রিয়া সাহসাদি জন্মে, তাদৃশ শিক্ষা হইতেছে না। তাদৃশ শিক্ষা হইলে এই অল্প সংখ্যা সুশিক্ষিত দলই অশিক্ষিত দল দমনে সমর্থ হইতেন।

ফলতঃ উপরিগণিত দুটি কারণ বশতঃ সুশিক্ষিত দল হীনবল হইয়াছেন। হীনবলের সচরাচর যে গতি হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে। সুশিক্ষিতেরা অশিক্ষিত দলের অনুগত হইয়া আছেন। কাজে কাজেই সুশিক্ষিতদিগকে অশিক্ষিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইতেছে। যত দিন সুশিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি অথবা উল্লিখিত প্রকার সুশিক্ষা না হইবে, তত দিন সুশিক্ষিত দলের লৌকিক ভয় পরিত্যাগের সম্ভাবনা কি?

এ দেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের যে রূপ শিক্ষা, তাহার বিপরীত কার্য্যের সহিত সম্পর্ক হইতেছে বলিয়া কেবল ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে কেন, রাজনীতি সম্বন্ধেও বিলক্ষণ বিরক্তভাব লক্ষিত হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষা কহিয়া দিতেছে, রাজার নিকটে সকলেই সমান, গুণই বিশেষকারী, বর্ণ অথবা জাতি ভেদ বিশেষ কারী নহে। কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষদিগের নিয়তকাল এবম্বিধ উদার ব্যবহার নয়নগোচর হয় না, কার্য্যকালে অনেকের নিকট গুণভেদ উপেক্ষিত হইয়া বর্ণভেদ আদৃত হয় আমরা দেখিতে পাই, এতদ্দর্শন অনেকেরই নিতান্ত অসহ্য হইয়া থাকে। উপসংহার স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, যত দিন উল্লিখিত বিষয়গুলির দোষ সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়া নব্য সম্প্রদায়ের যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষানুরূপ সম্পর্ক না হইবে, তত দিন নব্য সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণরূপে সুখিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ততদিন নব্য সম্প্রদায়কে বিরক্ত না হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিয়া যাহাতে ঐ গুলি সম্পন্ন হয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সহকারে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। ইংরাজীশিক্ষা আপাততঃ বিড়ম্বনা বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু পরিণামে অমৃতময় ফল প্রসবকারিণী হইবে সন্দেহ নাই!

বিবিধ সংবাদ।

৩রা আষাঢ় সোমবার।

লার্ড কানিঙের স্মরণার্থ প্রস্তর স্তম্ভের নিমিত্ত চাঁদায় ৪৯ ৫০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এ সমুদায়ই কি কেবল প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইবে?

ঢাকা প্রকাশে পুনরায় এক ব্যক্তি কাছাড়ের চাকরদিগের অত্যাচার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। অনন্ত ব্যক্তিকেও বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইবার প্রথা "শ্রীবৃদ্ধি কারীরা" কবে পরিত্যাগ করিবেন?

আমরা গত বারে লিখিয়া ছিলাম ইউরোপীয় মহলে চেষ্টা হইতেছে, মেষ পালকের প্রাণ হন্তা রডের অনুমত প্রাণ দণ্ড না হয়। এবারে ফিনিক্স পত্রে দৃষ্ট হইল, ইউরোপীয়েরা এই আবেদন করিতেছেন, যে রডের প্রাণ দণ্ড না হইয়া হয় দ্বীপান্তর বাসের নতুবা যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়। উক্ত পত্রের সম্পাদক রডের দোষ লঘু করিবার নিমিত্ত বলেন, রড সৈনিক পুরুষ, মেষ পালকেরা ভয় প্রদর্শন করাতেই রড ক্রোধে অধীর হইয়া উহাদিগের এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিয়াছে। অন্য লোকে কি ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত না হইয়া সুস্থচিত্তে প্রাণি হত্যা করে?

অযোধ্যা গেজেটের এক জন পত্রপ্রেরক নানা সাহেব ও তাহার ভ্রাতার বিষয়ে এই রূপ লিখিয়াছেন—"আমি (পত্রপ্রেরক) ১৮৫৬ অব্দে যখন তাঁহাকে (নানা সাহেবকে) দেখি, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ২৫ বৎসর, প্রায় ৫ ফীট ১১ ইঞ্চ লম্বা, গৌরবর্ণ, বলবান্, ঘোরাল মুখ, গোল ও তীক্ষ চক্ষু, এবং তাঁহার কর্ণ বিদ্ধ। ফলতঃ নানা সাহেবের মূর্ত্তি এমনি যে তাঁহাকে যদি বহুসংখ্য কৃত্রিম নানা সাহেবের মধ্যে রাখা হয় তথাপি তাহাকে ক্ষণমাত্রে চিনিয়া লওয়া যায়। তাঁহার ভ্রাতাও এক জন প্রসিদ্ধ লোক। আমি তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই বাস করিতাম, তাঁহার সহিত কথোপকথন কালে তিনি প্রায়ই এই কথা তুলিতেন যে গবর্ণমেন্ট তাঁহার ভ্রাতার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং যে ব্যক্তিকে পার্লিয়ামেন্টে আবেদন করিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, সে ঠকাইয়াছে।" ডেলহাউসি মর্ম্মান্তিক করাতেই নানা সাহেব বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হন।

নদীয়ার প্রসিদ্ধ হর্শেল সাহেব রেবিনিউ বোর্ডে নিয়োজিত হওয়াতে হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক এই অবসরে নদীয়ার প্রজাদিগকে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অনুরোধ করিয়াছেন। আমরাও এই অনুরোধে অনুমোদন করিতেছি।

এক ব্যক্তি রামপুর বোয়ালিয়া হইতে আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "আজি কালি এখানে আম্র বিক্রেতার উপরে পুলিস বার্টেলিয়ানদিগের দৌরাত্ম্য দেখিতেছি, উহারা আম্র লইয়া মূল্য দেয় না, মূল্য চাহিলে প্রহার করিতে যায়। ওয়াটসন কোম্পানির দারবানেরাও দ্বিতীয় পুলিস বা-

টেলিয়ান হইয়া উঠিয়াছে।" পুলিসের লোক না হইলে অন্যের উপরে আর কে দৌরাত্ম্য করিবে?

উক্ত পত্রপ্রেরক আরো বলেন "এখানকার (রামপুর বোয়ালিয়ার) নুতন কালেক্টর শ্রীযুত সদরলাণ্ড সাহেব পূর্ব্বকার অনেক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি বিলিয়ার্ড রূমে কালযাপন করেন না এবং মকদ্দমার রায়ও আর পেস্কারের দ্বারা লিখান না। কয়েক জন মুহুরি বিদায় লওয়াতে তাহাদিগের কর্ম্মে পেস্কারের পরিচিত লোক না রাখিয়া স্কুলের ছাত্রের অন্বেষণ করেন।" শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের পক্ষে ইনি কেমন?

হিন্দু পেট্রিয়টের এক জন পত্রপ্রেরক আসামের চা করদের এক অত্যাচারের বিষয় লিখিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয় এবং রাজপুরুষদের বিচারের উপর অভক্তি জন্মে।

কাছারিপুকহরি কুঠির অধ্যক্ষ সাহেব রামপ্রসাদ দে নামে এক জন মুহুরিকে একদিন কটু কথা কহিয়াছিলেন, পুনঃ পুনঃ এইরূপ করাতে সে কহিল এপ্রকার করা অন্যায়, যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে চাঃ অধ্যক্ষকে জ্ঞাত করুন। সাহেব শ্রবণ করিয়া আরো কটু কহিলেন। মুহুরি সহ্য করিতে না পারিয়া অধ্যক্ষকে জ্ঞাত করিতে যাইতেছিলেন, সাহেব দেখিয়া কুপিত হইয়া ধরিয়া আনাইয়া যষ্টি দ্বারা প্রহার করেন এবং আপন ভৃত্যদের দ্বারা ধৃত করিয়া স্বয়ং অধ্যক্ষের নিকট লইয়া যান, সেখানে যাইয়া কানে কানে অধ্যক্ষকে কি কহিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত রজনী গুদামে রুদ্ধ করিয়া রাখেন। পর দিন প্রাতঃকালে কুঠীর সকল লোকের সম্মুখে আনিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বেত্র দ্বারা পৃষ্ঠে প্রহার করিতে করিতে বেত্র ভগ্ন হইল। পরে এক চাবুক আনিয়া তদ্দ্বারা এতাদৃশ প্রহার করিলেন যে পৃষ্ঠে তিলার্দ্ধ স্থান রহিল না এবং স্বয়ংও শ্রান্ত হইলেন। মুহুরি এক বারে জ্ঞানশূন্য হইল, সাহেব মুহুরির মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া ভূমিসাৎ করিতে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু তাহার প্রাণ তখন বাহির হয় নাই, বরকন্দাজেরা জলসেচন ও বাতাস করিতে করিতে অনেকক্ষণের পর চক্ষু উন্মীলন করিল। সাহেব বিচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ১২ ক্রশ দূর এক স্থানে তাহাকে প্রেরণ করিলেন এবং তাহার গৃহ ভগ্ন করিয়া সমগ্রী সকল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার পরিবারগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

শিব সাগরের ডেপুটি কমিসনর ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দিয়া আপন সংকাবি স্কোন্স সাহেবকে এবিষয় অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। স্কোন্স সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া আসাম কোম্পানির অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন (ইনি একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট) তিনি কহিলেন একিছুই নয়, মুহুরি অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অল্প শাস্তি প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহার বাটী আসামে একারণ তথায় প্রেরিত হইয়াছে। ইহাই যথার্থ বিবেচনা করিয়া আর কোন অনুসন্ধান হইল না। পুলিষ দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া মুহুরি ডেপুটি কমিসনরকে আপন পিঠ দেখাইয়া সাহেবের নামে নালিষ করিল। তাহার পিঠে এক বিন্দু চর্ম্ম ছিল না। সাহেব দোষ স্বীকার করিয়া কহিলেন মুহুরি প্রথমে আমাকে প্রহার করে এবং আমি আত্ম রক্ষার্থ উহাকে প্রহার করিয়াছি। পাঠকগণ সাহেবের কি শাস্তি হইবে বিবেচনা করেন? এতাদৃশ গুরুতর দোষের গুরুতর শাস্তি সন্দেহ কি? বিচারপতি অনেক ক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিলেন এদেশীয়দের পিঠের চর্ম্মের কত ই মূল্য হইবে? তজ্জন্য সাহেবের ৫ টাকা জরিমানা করিলেন।

৪ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার।

ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সমুদায় ভারত বর্ষের আয় ব্যয় ও লোক সংখ্যা নির্ণয় করিবার জন্য এক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। গবর্ণর জেনেরলের ইচ্ছা এই যে কোন কোন স্বাধীন সভা বিষয় বিশেষের ভার গ্রহণ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি, বণিক সভা প্রভৃতি এবিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার যাবতীয় সভ্য "অনরেবল" (মান্যবর) উপাধি পাইবেন। সকলকে তাঁহাদিগকে এই উপাধি দ্বারা পত্রাদি লিখিতে হইবে।

আরাকানে মেইলের বাষ্পীয় জাহাজ ছয় ঘণ্টা মাত্র থাকিত। তন্নিমিত্ত তত্রত্য বণিকদিগের কষ্ট হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিসনরের অনুরোধে জাহাজ নয় ঘণ্টা রাখিবার আজ্ঞা করিয়াছেন।

হরকরা সম্পাদক বলেন গবর্ণমেণ্ট অতি শীঘ্র আর কয়েক ব্যক্তিকে নদীর তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করিবেন। ইহা দ্বারা আরোহীদিগের সবিশেষ উপকার দর্শিবে।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন মাতলার রেইলওয়ের কার্য্য শীঘ্র সম্পূর্ণ হইবে। তন্নিমিত্ত তত্রত্য নদীতে একখানি আলোর জাহাজ ও কয়েকজন আড়কাটীকে প্রেরণ করা হইবে। কিন্তু আমরা শুনিতেছি পিয়ালির পুল ফাটিয়া গিয়াছে।

পূজার পূর্ব্বে পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়েতে বাষ্পীয় শকট চলিতে পারে। আমরা শুনিলাম জুলাই মাসের প্রারম্ভে একখানি পরীক্ষার্থ শকট যাইবে।

জাবা দ্বীপের নিকটে বোম্বেটিয়ারা পুনর্ব্বার অত্যাচার করিতেছে, কয়েকখানি ওলন্দাজ ও ইংরাজী জাহাজ তাহাদিগের দমনার্থ গমন করিয়াছে।

ফিনিক্স সম্পাদক বলেন প্রধানতম আদালত শীঘ্র স্থাপিত হইবে, ১লা জুলাই অবধি কার্য্য আরম্ভ হইবার সম্ভবনা আছে।

উক্ত সম্পাদক নসিরাবাদ হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সম্প্রতি নিমচের নিকটে কয়েকজন দস্যু ডাক লুঠ ও একজন প্রহরীকে আহত করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

ইংলণ্ডীয় সুবিখ্যাত ডাক্তর উল্ফের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে এক জন ইহুদি ছিলেন; কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানে উক্ত ধর্ম্ম ঘোষণা করেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পৃথিবী খৃষ্টীয়ান মিসনরিদিগের নিকটে অনেক বিষয়ে ঋণগ্রস্ত।

বাঙ্গালী সম্পাদক বলেন বীরভূমের এক জন 'শ্রীবৃদ্ধিকারী দলের, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তত্রত্য এক জন উকীলকে ও এতদ্দেশীয় সক-

লকে গালি দেওয়াতে উকীল তাঁহার নামে গবর্ণমেণ্টে নালীশ করেন। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর তন্নিমিত্ত ক্ষুদ্র সর নর্ডাণ্ট ওয়েলসকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন।

গঙ্গায় এ বৎসর হাঙর ও কুম্ভীরের বৃদ্ধি হইয়াছে। কয়েক দিবস পূর্ব্বে এক জনকে কুম্ভীরে ভক্ষণ করে। গত কল্য একটী হাঙর এক জন মুটেকে দংশন করিয়াছে।

গত শনিবার বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে একটী বালক জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

৫ই আষাঢ় বুধবার।

ঢাকা প্রকাশের বরিসালের সংবাদ দাতা কহেন, তথায় এক স্ত্রীহত্যা হইয়া গিয়াছে। রাজচন্দ্র রায় নামে এক জমিদারসন্তান এক বেশ্যা রাখিয়াছিলেন। ক্রমে তাহাকে আপন গৃহে লইয়া রাখেন। সে রন্ধন করিয়া দিত, তিনি আহার করিতেন। পরে বাটীর লোকেরা গোলযোগ করাতে তাহাকে স্থানান্তরে রাখেন। ঐ বেশ্যার এক চাকরের সহিত প্রণয় হয়। বাবু তাহা জানিতে পারিয়া ঐ বেশ্যাকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছেন। বাবু ধৃত হইয়া আপন দোষ স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল গুণপুরুষ হইতেই মফস্বলের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

ইংলিসম্যানের কটকের সংবাদদাতা কহেন, সুন্দর সা নামে বিখ্যাত বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি প্রথম হাজারিবাগের জেলে ছিল. পরে তাহা ভগ্ন করিয়া অনেক সহচর সমভিব্যাহারে পলায়ন করে। পশ্চাৎ সম্বলপুরে যাইয়া পুনরায় বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে কমিসনর সাহেবের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ১০০০ টাকা বার্ষিক দিবেন ইহা স্থির হইয়াছে। তাহার ভ্রাতাকে সেইরূপ বার্ষিক দেওয়া হইবে।

এক্ষণে আবার শুনা যাইতেছে আসামে মেজর বিস্তার দুরাত্মা ফিরিঙ্গিকে ধৃত করিয়াছেন। ফিরিঙ্গি আপন নাম পরিবর্ত্ত করিয়া সিমট নামে এক সাহেবের বাটীতে ছিল। তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন করা হইয়াছে এবং সিমট সাহেব তাহাকে স্থান দান করিয়াছিলেন বলিয়া ধৃত হইয়াছেন। তিনি কহেন এবিষয় কিছুই জানেন না। এক্ষণে জামিন দিয়া মুক্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারও বিচার হইবে। মকদ্দমা অতি শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

হরকরা সম্পাদক কহেন কাছাড়ের অধ্যক্ষ গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন এবার ও প্রদেশ হইতে দশ লক্ষ টাকার চা রপ্তানি হইবে এবং আর বৎসর উহার দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। মজুরের জন্য কষ্ট হইতেছে, অনেকে পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু কেহ কাহাকে ধরিয়া আনিলে ৫ টাকা পুরস্কার পাইবে এই প্রচার করিয়া দেওয়াতে এক্ষণে অনেকে ধৃত হইয়া আসিতেছে। আমেরিকার দক্ষিণ বিভাগের তুল উৎপাদনকারিদিগের প্রথা অবলম্বন করিলে অধিক চা জন্মিতে পারে!!।

উক্ত সম্পাদক আরো কহেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত তিনটি বাটী নির্ম্মাণ জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

রাইটার্সবিল্ডিং (কোম্পানির বারিক) পুন নির্ম্মাণ	৩৫,৫০০০০
পোষ্ট আফিস নির্ম্মাণ জন্য	৮০০০০০
প্রেসিডেন্সি কালেজ নির্ম্মাণ জন্য	৬৫০০০০
একুনে	৫০,০০০০০

লাহোর ক্রনিকেল সম্পাদক কহেন তথায় ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আর গ্রীষ্ম নিবন্ধন কোন কষ্ট নাই।

গত সোমবার লেপ্টেনন্ট গবর্ণর মাদ্রাসা কালেজ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যাবিষয়ে মুসলমান দিগের উৎসাহ বর্দ্ধির জন্য তিনি অতিশয় যত্নবান আছেন, তাহা স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহাই করুন মুসলমানদিগের বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগ হওয়া বড় সহজ কথা নহে। বীডন সাহেবের আগমন জন্য মাদ্রাসা কালেজ ও কলিঙ্গা ইস্কুল ১ দিন বন্ধ হইয়াছিল। বীডন সাহেবের অন্যান্য বিদ্যালয়েও গমন করা কর্ত্তব্য।

৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

যে হতভাগ্য ব্যক্তি করাচিতে নানা সাহেব বলিয়া ধৃত হয়, সে গত কল্য ফিবর হস্পিটালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে করণার তাহার মৃত্যুর কারণ অন্বেষণ করিবেন। সর্ব্বসাধারণে পাছে ভাবেন তাহাকে বিষ পান করাইয়া বধ করা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত এই পরীক্ষা হইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে কেহই এত নীচ ভাবেন না। সে ব্যক্তির কারাগারে বৃথা কষ্ট ভোগ হওয়াতেই প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে একথা সর্ব্বসাধারণকে ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে হইবে।

ইংলণ্ড হইতে এক একটি সৈন্য আনয়ন করিতে বিস্তর ব্যয় হয়। গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত মনস্থ করিয়াছেন যে সকল সেনার কার্য্যের সময় উত্তীর্ণ হইবে তাহারা যদি পুনর্ব্বার সেনা দলে প্রবেশ করিতে চায় নিম্ন লিখিত টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিয়া নিয়োজিত করা হইবে।

হর্স আর্টিলেরি	১৩৬।৵৫
রয়াল ঐ	১২২৷৹
ইঞ্জিনিয়র	১২৫।৴৹
অশ্বারোহী	১৫৩॥৵৫
পদাতিক	১১৯৮১৫

ইহা দ্বারা অনেক ব্যয় সংক্ষেপ হইবে ও উত্তম সৈন্য পাওয়া যাইবে।

হারবি সাহেব প্রতিনিধি আকাউণ্টাণ্ট জেনরল হইতেছেন। তিনি এক্ষণে ৩০০০ টাকা পাইতেছেন তদতিরিক্ত আর ৫০০ টাকা পাইবেন। বোম্বাইয়ের পোষ্ট মাষ্টর জেনরল ১৫৮০ বেতন পাইতেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তাহাকে ২০০০ টাকা দিবেন। সিবিল ফিনান্স কমিসন ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছিলেন এক্ষণে আবার সর্ব্ব স্থলে বৃদ্ধি হইতে চলিল।

হরকরা সম্পাদক বলেন এতদ্দেশীয় প্রায় এক সহস্র লোক মেষ পালকের হত্যাকারী রডের ক্ষমার জন্য ইউরোপীয় গণের সহিত আবেদন করিয়াছেন। আবেদন প্রথমতঃ বীডেন সাহেবের নিকটে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু হত্যা তাঁহার সীমার মধ্যে হয় নাই বলিয়া তাহা গবর্ণর জেনরলের নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছে। সম্পাদক বলেন এতদ্দেশীয়েরা এই আবেদনে স্বাক্ষর করাতে ইংরাজদিগের সহিত এতদ্দেশীয়দিগের বিশেষ সদ্ভাব জন্মিবে। ইউরোপীয়েরা যা ইচ্ছা তাই করিলেও এদেশীয়েরা যদি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকেন তাহা হইলেই সদ্ভাব! এই সদ্ভাব সর্ব্বত্র হয় না বলিয়াই মধ্যে মধ্যে বিবাদ বাধে। এদেশীয় যে এক সহস্র ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা

কে? ইউরোপীয়দিগের আফিসের কেরাণিরা নয় ত?

সিমুলা হইতে একজন হরকরা পত্রে লিখিয়াছেন তত্রত্য বলন্টিয়র সেনারা নগরের ভিতরে বন্দুক ছুড়িয়া থাকেন। ইহার কারণ এই তত্রত্য লোকেরা যেন বুঝিতে পারে যে বিদ্রোহী হইলে বলন্টিয়রেরা উঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ দণ্ড দিতে পারিবেন। এই সকল লে কেরাই বিদ্রোহকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন লালা জ্যোতিঃ প্রসাদ প্রধান সেনাপতির অনুরোধে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। তাঁহাকে পুনর্ব্বার কমিসরিএটের ভার দেওয়া হইবে। জ্যোতিঃ প্রসাদ এ কার্য্যের বিশেষ উপযুক্ত।

অযোধ্যা গেজেট সম্পাদক বলেন সম্প্রতি এক ব্যক্তি দুরিয়াবাদ গ্রাম দগ্ধ করিতে যাইতেছিল এমত সময়ে সে ধৃত হইয়াছে। সম্পাদক অনুমান করেন সে বিদ্রোহের এক জন উদ্যোগী। ইহাঁরাই দিনে স্বপ্ন দর্শন করেন।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন পাটনার ভূতপূর্ব্ব কমিসনর টৈলর সাহেব (যিনি এক্ষণে উকিলের কার্য্য করিতেছেন) তত্রত্য প্রধান সদর আমিনের দুশ্চরিত্রতার বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়াছেন।

মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়দিগের সহায়তার জন্য বোম্বাইনগরে ৩৩, ২১৮ টাকা চাঁদা হইয়াছে। এখানেও চাঁদা করা কর্ত্তব্য।

এবৎসর ১৯০ জন সিবিলিয়ান হইবার পরীক্ষা দিবেন। ৮০ জন নূতন সিবিলিয়ান নিযুক্ত হইবেন। পরীক্ষার্থিদিগের অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষা দিতেছেন। সংস্কৃত বিদ্যা ক্রমে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইউরোপে চলিলেন।

টাইম্স অব ইণ্ডিয়া গুজর টি ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার সংবাদ পত্রের প্রস্তাব সকল অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিতেছেন। কলিকাতার দৈনিক সম্পাদকেরা এপ্রকার না করেন কেন?

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ হিরাট আক্রমণ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। বোখারার রাজা তাঁহাকে সুলতান জানের সহিত সন্ধি করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু বৃদ্ধ আমীর তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন।

সুরতনগরে অদ্যাপিও ওলাউঠার শান্তি হয় নাই। বিস্তর লোক প্রাণ ত্যাগ করিয়েছে। আমাদিগের যাবতীয় নগরের মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত ভাল না হইলে এই সকল অনিষ্ট সর্ব্বদা ঘটিবে।

সম্প্রতি মক্কা হইতে মুসলমানদিগের নিকটে যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে তত্রত্য ইমাম বলেন গেব্রিএল দূত পৃথিবীতে চারিবার আগমন করিবেন। প্রথম আসিবামাত্র রাজা ও শাসন কর্ত্তারা নিজ নিজ ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবেন; এবং সর্ব্ব স্থানে অরাজক ও বিশৃঙ্খলা হইবে। দ্বিতীয় বারে মনুষ্যদিগের খাদ্য তিক্ত বোধ হইবে; তৃতীয়বারে সতীত্ব ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে; সকলে যথেচ্ছাচারী হইবে এবং চতুর্থ বারে পৃথিবী উৎসন্ন হইবে। মুসলমানদিগের শুদ্ধরিনার অনেক বিলম্ব আছে।

৭ই আষাঢ় শুক্রবার।

নানাসাহেবের কোমর বন্ধ ৪৭০০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। সমুদায় দ্রব্য বিক্রয় হইলে বিস্তর টাকা লভ্য হইবার সম্ভাবনা আছে। দুর্ব্বুদ্ধিতা হেতু এই সমুদায় ঐশ্বর্য্য গেল।

বণিক সম্প্রদায় মাঞ্চেষ্টরের অকর্ম্মণ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত মজুরদিগের সহায়তার জন্য চাঁদা গ্রহণ করিবার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। এদেশীয় সকলের এবিষয়ে সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

জামালপুর পর্য্যন্ত রেইলওয়ে খুলিয়াছে। তথায় পরীক্ষার জন্য আপাততঃ ছয় মাসের নিমিত্ত একটি ডাকঘর হইয়াছে।

ফিনিক্সের সম্বলপুরের সংবাদদাতা বলেন তত্রত্য ডেপুটি কমিসনরের যত্নে যাবতীয় বিদ্রোহীসর্দ্দার আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, এক ব্যক্তিমাত্র অদ্যাপিও ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনতা স্বীকার করেন নাই। গবর্ণমেন্ট ডেপুটি কমিসনরকে পুরস্কার দিবেন। ক্ষমাপ্রদর্শন ইহার কারণ।

সমাচার হিন্দুস্থানী সম্পাদক পুনর্ব্বার কহিয়াছেন সম্প্রতি বিদ্রোহের যে আশঙ্কা হইয়াছে তাহার কোন মূল নাই। মফস্বলাইট প্রভৃতি ভয়ার্ত্ত সম্পাদকেরাও এক্ষণে শান্ত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার সম্পাদক জন রডের ক্ষমার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা যে কথা কহিয়াছিলাম তিনি তাহার পোষকতা করিয়া বলেন রডের ফাঁসী হইলে ভারতবর্ষস্থিত দুর্ব্বৃত্ত ইংরেজেরা এতদ্দেশীয়দিগের প্রাণ বধ করিতে সাহসী হইবে না।

৮ই আষাঢ় শনিবার।

ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যাভিষেকের দিন বলিয়া গত কল্য কয়েকটি তোপ হইয়াছে।

সেনাপতি সাউয়ার্স পুনর্ব্বার জয়ন্তিয়া পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন।

গবর্ণর জেনেরল জন রডকে ক্ষমা করিলেন না। তিনি বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন সে ক্ষমার যোগ্য পাত্র নহে। বোধ হয় এইবার "হঠাৎ মৃত্যুর, সংখ্যা অল্প হইবে। নেমেসার তাহার ফাঁসী হইবে।

হরকরা সম্পাদক বলেন দুরাত্মা হিলিকে দেবরুগড়ে ধৃত করিবার সংবাদ গবর্ণমেন্টের নিকটে আইসে নাই, কিন্তু তিনি যে ব্যক্তির নিকটে সংবাদ পাইয়াছেন তাহা অসত্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

হাওড়া হইতে এক জন ইউরোপীয় ফিনিক্স পত্রে লিখিয়াছেন ১৭ই জুন রাত্রিযোগে এক ব্যক্তি তাঁহার মালিকে এক ছুরিকা দ্বারা বধ করিয়াছে। থানা হইতে তাঁহার বাটী অল্প দূর মাত্র; তথাপি হত্যাকারী ধৃত হয় নাই। কি আক্ষেপের বিষয়! ক্রমশঃ সকলেরই জীবন ও সম্পত্তি বিপদে পতিত হইতে থাকিল। মালির "হঠাৎ ছুরিকাঘাত" নয়ত?

যে যে স্থানে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের শাখা হইয়াছে, তথায় গবর্ণমেন্টের আর স্বতন্ত্র ট্রেজরি থাকিবে না।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন গবর্ণরজেনেরল প্রধান সেনাপতিকে কলিকাতায় আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। কারণ?

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকার সিক্কা	৯৩৮০।৯১
৪ টাকার কোম্পানির	৯৬।০।৯৬॥
৫ টাকার ঐ	১০৪॥।১০৫
৫॥ টাকার ঐ	১১২।১১২।০

শুভকরী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

ইউনাইটেড্ এষ্টেট্স্—দাসত্ব—যুদ্ধ।

আমেরিকা দেশে এক্ষণে যে মহাভীষণ যুদ্ধ হইতেছে পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। কিন্তু কি কারণে ঐ ভয়ানক যুদ্ধের অবতরণ হয় বোধ করি অনেকেই তাহা অবগত নহেন। দাসত্বই ঐ যুদ্ধের মূল কারণ। ঐ দাসত্ব কিং স্বরূপ এবং আমেরিকা দেশে উহা কিরূপ প্রচলিত আমরা এস্থলে সেই বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যদি উত্তুঙ্গ শৈলমালী, স্রোতবাহিনী তরঙ্গিণী বিস্তীর্ণ অরণ্যানী, [illegible] সুদীর্ঘ হ্রদশ্রেণী [illegible] নিসর্গসম্ভূত দর্শনীয় পদার্থ সকল থাকিলে দেশের অধিক গৌরব হয়, তাহা হইলে ইউনাইটেড্ এষ্টেট্স অপেক্ষা গৌরবান্বিত দেশ ভূমণ্ডলের অন্য কোন অংশে আর দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু কেবল নৈসর্গিক গরিমাই উহার এক মাত্র শ্লাঘাস্থল নহে। উহার ইতিবৃত্তও অত্যন্ত চমৎকৃত। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে উহা নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল এবং ভয়ানক হিংস্র জন্তু ও তদপেক্ষাও অধিকতর ভয়ানক মনুষ্যগণের আবাস স্থান ছিল। কিন্তু এক্ষণে উহা জনাকীর্ণ নগর ও জনপদে পরিপূর্ণ হইয়াছে; বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় পোত উহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে, তাড়িত বার্ত্তাবহ অনুক্ষণ স্বীয় অত্যদ্ভুত দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবী পরম রমণীয় অত্যুজ্বল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন। অতএব ঐ দেশের ইতিবৃত্ত অধ্যয়নে স্বভাবতঃই সকলের ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে, বিশেষতঃ যখন কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাদৃশ ধন ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন দেশ মধ্যে অদ্যাপি দাসত্বপ্রথা প্রচলনের কথা শুনিতে পান তখন আর তাঁহার ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছাটীও নিতান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

দুই শত বৎসরের অধিক কাল গত হইল ইংলণ্ড দেশে পিউরিটান্ নামে এক সম্প্রদায় হয়। তাঁহাদের মতের সহিত দেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মের কোন কোন অংশে অনৈক্য ছিল। ঐ অনৈক্য বশতঃ পিউরিটান্দের প্রতি প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেক অত্যাচার করিতেন। যে ধর্ম্মের প্রতি পিউরিটানদিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল অত্যাচার ভয়ে কখন কখন তাঁহাদিগকে তাহার বিপরীত আচরণ করিতে হইত। ফলতঃ তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে স্বীয় মতানুযায়ী ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। অতঃপর তাঁহারা এই স্থির করিলেন যে, যে ধর্ম্মের প্রতি আমাদিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস আছে লোকভয়ে তাহার বিপরীত আচরণ করা অপেক্ষা দেশত্যাগ করাই সহস্র অংশে উত্তম। তদনুসারে কয়েক মহাত্মা স্বদেশে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার বিজন কাননে আসিয়া বসতি করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি জন্মিতে লাগিল ও নূতন নূতন ঔপনিবেশিকেরও সমাগম হইতে লাগিল। ফলতঃ অল্পকাল মধ্যেই ঔপনিবেশিকেরা গণ্য হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যদিও তাঁহারা দেশ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন হইলেন বটে তথাপি ইংলণ্ডের অধিবাসী বলিয়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডের অধীন থাকিতে হইল। অনন্তর তাঁহারা ইংলণ্ড দেশের অসহ্য অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ৪ ঠা জুলাই "ঔপনিবেশিকেরা ইংলণ্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিল" এই বলিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া দিলেন। ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরিশেষে দীর্ঘ কালব্যাপী তুমুল সংগ্রামের পর মহাবীর ওয়াসিংটনের বীরত্ব ও মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিনের বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে আমেরিকানরা যুদ্ধে জয়ী হইলেন ও ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড উহাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন।

ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার পূর্ব্বে আমেরিকানরা ভিন্ন ভিন্ন তেরটী প্রদেশে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। পরে ঐ তেরটী প্রদেশে মিলিত হইয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করাতে ঐ গুলির নাম ইউনাইটেড্ এষ্টেট্স্ (মিলিত প্রদেশ) হয়। কিন্তু উত্তরোত্তর প্রদেশ-সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়াতে ইউনাইটেড্ এষ্টেট্স্ এক্ষণে অতি বৃহৎ রাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন উহাতে ৩৪টী প্রদেশ ও চারিটী অভুক্ত প্রদেশ আছে। *

প্রত্যেক প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিধিদায়িনী সভা ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সভাপতি আছে; এক প্রদেশের নিয়ম ও শাসন কার্য্যের সহিত অন্য প্রদেশের নিয়ম বা শাসন কার্য্যের কোন সংস্রব নাই। এতদতিরিক্ত ওয়াসিংটন নগরে একটী মহাসভা আছে; ঐ সভায় সাধারণ হিতাহিত বিষয়ের বিবেচনা হইয়া থাকে। ঐ সভার নাম কংগ্রেস্ ও সভাপতির নাম প্রেসিডেন্ট,। ইংলণ্ডদেশে যেরূপ পার্লিয়ামেণ্ট, ইউনাইটেড্ এষ্টেট্সের মধ্যে কংগ্রেসও প্রায় সেই রূপ। ইংলণ্ডে কমন্সদের সভা, লার্ডদের সভা, এবং রাজা এই সকলের এক মত না হইলে যেমন কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় না, এখানেও তেমনি রেপ্রেজেন্টেটিভদের সভা, সেনেট, ও প্রেসিডেণ্ট এই সকলের ঐকমত্য না হইলে কোন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। ইংলণ্ডে যেমন রাজা কোন কোন কার্য্য পার্লিয়ামেন্টের বিনানুমতিতেও স্বয়ং করিতে পারেন এখানেও প্রেসিডেন্টের প্রায় সেইরূপ ক্ষমতা আছে। যে যে বিষয়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাদৃশ্য নাই বাহুল্য ভয়ে তাহা আমরা এস্থলে বলিতে পারিলাম না।

* (উত্তর ভাগে) —

মেইন
নিউ হাম্প সায়র (২)
বর্মন্ট
ম্যাসাচুসেট্স্ (২)
রোড আইলাণ্ড (২)
কনেটিকট (২)

(মধ্য ভাগে)

নিউ ইয়র্ক (২)
পেন্সিলভেনিয়া (২)
১। নিউ জার্সি (২)
১। ডেলাওয়ার (২)
১। মেরিলাণ্ড (২)
কলম্বিয়া ডিষ্ট্রিক্ট

(দক্ষিণ ভাগে)

১। ভার্জিনিয়া (২)
১। উত্তর কেরোলিনা (২)
১। দক্ষিণ কেরোলিনা (২)
১। জর্জিয়া (২)
১। এলাবামা
১। ফ্লোরিডা

(পশ্চিম ভাগে)

ওহাইও
ইণ্ডিয়ানা
ইলিনাইস
মিসুরি
১। কেণ্টাকি
১। টেনিসি
১। মিসিসিপী
১। লোসিয়ানা
১। টেকসস
১। আর্কেনসস
মিচিগান
উইসকনসিন
আইওয়া
ক্যালিফর্নিয়া
কানসস
মিনেসোটা
আরিগন

(অভুক্ত প্রদেশ)

ইউটা
নিউ মেকসিকো
ওয়াসিংটন
১। নেব্রেস্কা

২। এই চিহ্নিত প্রদেশ গুলি প্রথমে একত্রিত হয়।
১। এই চিহ্নিত প্রদেশ গুলিতে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত আছে।

প্রথমাবধি ইউনাইটেড্ এষ্টেট্ সংভুক্ত কতকগুলি প্রদেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, কতকগুলিতে ছিল না। দাসত্ব প্রথা যে অতি নিষ্ঠুর প্রথা সোদরপ্রতিমমানব মূর্ত্তিকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া ইতর পশুর ন্যায় তাহাদিগকে যদৃচ্ছাক্রমে কশাঘাত ও পণ্য দ্রব্যবৎ ব্যবহার করা যে নিতান্ত ঘৃণনীয়—ইহা তৎকালীন জ্ঞানালোকসম্পন্ন ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারেন নাই। কি আশ্চর্য্য যে ইউনাইটেড্ এষ্টেট্‌সবাসীরা ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে পরাধীনতা-নিগড় দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বাধীনতা-দেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন তাঁহারাই আবার লক্ষ২ আফ্রিকে মহামূল্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যে মহাত্মা ওয়াসিংটনের নাম স্মরণ করিলে অন্তরাত্মা পবিত্রতা লাভ করেন, যিনি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, তিনিও স্বীয় ক্রীত দাসদিগকে মুক্তি প্রদানে যত্নবান হয়েন নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ক্রমে২ লোকের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইতেছে, এবং অচিরকাল মধ্যে যে, আমেরিকা দেশের দাসত্ব প্রথা প্রচলন রূপ মহাকলঙ্ক অপনীত হইবে তাহারও সম্ভাবনা হইয়া আসিতেছে।

অতি প্রাচীন কাল অবধি সংসার মধ্যে দাসত্বের প্রথা প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম এই সমস্ত প্রধান প্রধান দেশেও ঐ কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে যে ব্যক্তি পরাজিত হইত সেই ব্যক্তিকেই পুরুষানুক্রমে দাসত্ব স্বীকার করিতে হইত। কখন২ যে অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইত তাহাকেও দেয় পরিশোধ স্বরূপ দাসত্ব স্বীকার করিতে হইত। কখন বা অর্থের প্রয়োজন বশতঃ কেহ২ পুত্র প্রভৃতিকে বিক্রয় করিত এবং ঐ বিক্রীত ব্যক্তিরা ক্রেতার নিকট চিরকাল পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইত। প্রভু মনে করিলে দাসদিগকে বিক্রয় করিতে পারিতেন। এমন কি দাসকে হত্যা করিলেও প্রভুর বিশেষ দণ্ড হইত না। ফলতঃ আমরা গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতি পশুগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, পূর্ব্বতন জাতিদের মধ্যে দাসেরা তদপেক্ষাও নিকৃষ্টরূপে ব্যবহৃত হইত। ঐ সমস্ত জাতিরা কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, সকলকেই দাস করিতে পারিতেন, কিন্তু আমেরিকায় প্রচলিত দাসত্ব সে প্রকার নহে। এখানে স্বদেশীয় লোক কখন দাস হয় না। অজ্ঞানান্ধ আফ্রিকাবাসিরা ইহাদের দাসত্ব কার্য্য করিয়া থাকে। [illegible] নিয়মানুসারে আমেরিকানরা দাস ব্যবসায় করিতে পারেন না, অর্থাৎ উহারা স্বয়ং আফ্রিকা হইতে দাস আনয়ন করিতে পারেন না। কিন্তু লুক্কায়িত ভাবে আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে দাস আনয়ন করিয়া থাকেন। বৎসর বৎসর প্রায় ১৫ কি ১৬ হাজার দাস লুক্কায়িতভাবে ইউনাইটেড্ এষ্টেট্ মধ্যে আনীত হয় কিন্তু তাহাতেও আমেরিকা বাসীদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না। সুতরাং যাহাতে দাসদিগের বংশ বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত যত্নবান থাকেন। ভার্জ্জিনিয়া প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশের লোক নিয়তই দাসবংশ বৃদ্ধি করাইবার নিমিত্ত নিযুক্ত আছেন। ঐ মহাপুরুষদের দাসবংশ বৃদ্ধি করানই ব্যবসায়। তাঁহারা বলপূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষের মিলন করিয়া দিয়া থাকেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে যদি কোন দম্পতীর বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা না দেখেন, তবে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া নূতন স্ত্রী ও পুরুষের সহিত উহাদের মিলন করাইয়া দেন।

ইহার শেষ আগামী বারে হইবে।

১৯ এ মে পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

আমেরিকার দক্ষিণ বিভাগের লোকেরা নিউ অরলিয়ন্স ও ইয়র্কটাউন পরিত্যাগ করিয়াছে, উহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা পলায়ন করিলে গবর্ণমেণ্টের সেনারা তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল। যুদ্ধ জাহাজ সকল রিচমণ্ডের ১৫ ক্রোশ দূরে রহিয়াছে। উভয় পক্ষে অনেক সেনা আছে এবং এক তুমুল যুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সেনাপতি বরগার্ড করিন্থ হইতে মেম্‌ফিসে প্রস্থান করিয়াছেন, তথায় ত্বরায় যুদ্ধ হইবে বোধ হইতেছে। মেকন দুর্গ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। সভাপতি লিঙ্কলন নিউ অরলিয়ন্স সাবেনা নিউবরণ বফোর্ট ও ফারনানডেজ অবরোধ মুক্ত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ফরাসীস দেশীয় কার্য্য কারক ইয়র্ক টাউনে যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশীয় চিহ্নিত সিবিল কর্ম্মচারিদিগের আবেদন পত্র কমন্স হাউসে অর্পিত হইয়াছে।

মেক্সিকোর রাজপ্রতিনিধিদিগের সহিত সন্ধি হয় নাই। সেনাপতি প্রিম কিউবাতে প্রেরিত হইয়াছেন।

ফরাশিশেরা শীঘ্র যুদ্ধ আরম্ভ করিবে এরূপ সম্ভাবনা ছিল। জোয়ারিজ গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ ও স্পেনদেশীয়দিগের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা ও ফরাশিশদিগের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে।

বেলজিয়মের রাজার এক্ষণে আর বিপত্তির শঙ্কা নাই।

প্রিন্স নেপোলিয়ান নেপল্‌সে উপস্থিত হইয়াছেন। মনিটিয়র সম্পাদক কহেন তিনি কোন রাজকার্য্যের অনুরোধে তথায় যান নাই।

হোয়াইট সাহেব বর্ত্তমান চীন দেশের অবস্থার বিষয়ে এক বক্তৃতা করিবেন বিজ্ঞাপন করিয়াছেন।

হর্ষগার্ড, কাপ্তেন রবটসনের বিষয় বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কর্ণেল বেনটীঙ্ক সাহেব আপন কর্ম্ম বিক্রয় কিম্বা অর্দ্ধেক বেতনে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

সিসিলির লোকেরা অতিশয় আনন্দ প্রদর্শন পূর্ব্বক ইটালির রাজাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে।

নেপলস্থিত ইংরাজদিগের কার্য্যকারক সর, জে হডসন সাহেবের কারডিনাল আন্‌টোনিলির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।

তুরস্ক সেনারা হারজি গোভিনার যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে। এতাদৃশ জনরব হইয়াছে পোলণ্ডের অনুকূলে যে মন্ত্রণা হইয়াছিল তাহা সেণ্টপিটরস বর্গে প্রকাশ হইয়া লিসবনে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সেনারা প্রজাগণের প্রতি গোলা নিক্ষেপ করিয়াছে।

২৬এ মে পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

সেনাপতি মাকিলনের অধীনস্থ আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের সেনারা উইলিয়মস্ বর্গ নগর অধিকার করিয়াছে। বিদ্রোহীরা সিকামিণ্ড অখাত পারে পলয়ন করিয়াছে। অনুমান করা গিয়াছিল তাহারা অগ্রসর হইয়া রিচমণ্ডনগরের সম্মুখে থাকিবে। সেনাপতি ফ্রাঙ্কলিন উইলিয়মস্ বর্গে মাকিলনের সহিত একত্রিত হইয়াছেন। বিদ্রোহীরা নরফোক নগর ত্যাগ করিয়াছে। ইহা করিবার পূর্ব্বে তাহারা মেরিমাক জাহাজ ও তত্রত্য অন্য অন্য ডক ও সমুদায় জাহাজ নষ্ট করিয়াছে। নিউঅর্লিয়ন্স অবধি মেম্‌ফিস পর্য্যন্ত মিসিসিপি নদী বিদ্রোহী শূন্য হইয়াছে। সেনাপতি বরোগার্ড করিন্থে আছেন।

ওয়াসিংটন নগরস্থিত প্রতিনিধি সভায় ইউনাইটেড্‌ষ্টেটসের সীমার মধ্যে ক্রীত দাস রাখিবার প্রথা উঠাইবার এক বিল বিধি বদ্ধ হইয়াছে।

লণ্ডনস্থিত আমেরিকার দূত এমিলিসেণ্টপিয়ার জাহাজ ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

মেকসিকোস্থিত ফরাশী সেনারা তত্রত্য রাজধানী লইবার জন্য অরজিবানগর অধিকার করিয়াছে। স্পেনীয় গবর্ণমেণ্ট সেনাপতি প্রিমের কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছেন। ফরাশী মন্ত্রি সম্প্রদায় এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ ন্যায়সিদ্ধ বলিয়াছেন।

হেসিকাসেলের ইলেক্টর অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার গবর্ণমেন্টের অনুরোধে স্বীয় রাজ্যে ১৮৩১ অব্দের শাসন প্রণালী পুনঃ স্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইলেক্টর রুশীর দূতের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করাতে প্রুসিয়া ও রুশীয়ার গবর্ণমেন্ট পরস্পরের রাজধানী হইতে নিজ নিজ দূতগণকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় পতিত ভূমি বিক্রয় লইয়া হাউস অব কমন্সে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে।

মান্দ্রাজের লোকেরা কর্ণাটের নবাবের পক্ষে যে আবেদন করিয়াছেন ২৭এ মে বেলি সাহেব হাউস অব কমন্সে তাহা প্রদান করিবেন।

ভারতবর্ষ চীনদেশ ও জাপানের ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মূলধন এক কোটি টাকা।

২৬এ মে পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

ইংলণ্ডীয় ব্যাঙ্কের বাঁটা শতকরা তিন টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমেরিকার বিদ্রোহীরা অতি সুশৃঙ্খলাবস্থায় রিচমণ্ডের দিগে পশ্চাদ্গমন করিতেছে। মার্কিনান তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। গবর্ণমেন্টের সেনারা করিন্থের নিকটে পরাজিত হইয়াছে। বরোগার্ড অদ্যাপিও উক্ত নগর প্রাচীর বদ্ধ করিতেছেন। বিদ্রোহীরা মেরিমাক নামক জাহাজ ও সমুদায় ডক নষ্ট করিয়া নরফোক ত্যাগ করিয়াছে। জাকসন ও ফিলিপ দুর্গ গবর্ণমেন্টের সেনাগণের অধিকৃত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা মেম্ফিস ও মিসিসিপি নদী তটস্থ সকল স্থানে তুলা নষ্ট করিয়াছে।

যে সকল জাহাজ আমেরিকার কনসলদিগের অনুমতি পত্র লইবে সে সমুদায় অর্লিয়ন্স ও বোফর্ট নগরে বাণিজ্য করিতে পারিবে। ক্রীত দাস রাখিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। প্রতিনিধি সভা এই নিয়ম বিধি বদ্ধ করিয়াছেন। নিউঅর্লিয়ন্স নগরে কঠিন সামরিক আইন প্রচলিত হইয়াছে।

—০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

বড়িয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট জে, আর, আণ্ডারসন সাহেব ফৌজদারি আইনের ৩৮ ধারানুসারে সেসিয়নে অথবা সুপ্রিম কোর্টে সমর্পণ করিবার মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিবেন; এবং তৎসংক্রান্ত সমুদায় ক্ষমতা পাইবেন।

ফল্‌স পাইন্টের লাইট হাউসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ডেবিডসন সাহেব আপনার কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত কটকের কষ্টম কালেক্টরের সহকারির কার্য্য করিবেন।

সব আসিস্টাণ্ট সরজন বাবু উদয়চাঁদ দত্তের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যতদিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় সব আসিটাণ্ট সরজন শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তমলুকের চিকিৎসার ভার পাইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সরজন নন্দলাল ঢোল পুর্ণিয়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য ভার পাইবেন।

নিম্ন লিখিত মুনসেফেরা ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৫০ ধারানুসারে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন" নাটোরের বাবু সাতকড়ি দেব ও সেরাজগঞ্জের বাবু শ্রীমোহন ঘটক। রাজসাহী। বাবু অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় বি,এ, বি,এল, চিত্রকোনা ময়মনসিংহ বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসু বি,এল, উকড়া, বীরভূমি। বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস বৌফুল বাকরগঞ্জ।

বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় ১৮৬০ অব্দের ৩২ আইন অনুসারে যশোহরের আসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন। ১৯ এ জুন তাঁহার পাবনা ও ময়মনসিংহে নিয়োগের যে আজ্ঞা হয় তাহা ইহা দ্বারা রহিত হইল।

৩রা জুন। কুমারখালির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এচ, এম, রিলি সাহেব ফরিদপুরে বদলী হইয়া তথায় মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমারখালি বিভাগের ভার পাইবেন।

৫ই জুন— অনরেবল এ, ইডেন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন।

ডবলিউ, জে, হর্ষেল সাহেব রেবেনিউবোর্ডের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।

ই, গ্রে সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

হাবড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, বি, গ্রাণ্ট সাহেব দিনাজপুরে বদলী হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

দিনাজপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, বি, প্রাট সাহেব হাবড়ায় বদলী হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথমশ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

কাছাড়ের মুনসেফ বাবু রামগোবিন্দ দেব মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

লেপ্টেনন্ট এন, লুই আসামের এক জন সহকারী কমিসনর হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিরা লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের কৌন্সিলের ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের ১৯ ধারানুসারে ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনসংক্রান্ত মোকদ্দমার নালীশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

নদীয়ার অতিরিক্ত কমিসনরের সহকারী এচ, বেভিরিজ সাহেব।

কুষ্টিয়ার ছোট আদালতের জজ ও, টেম্পল সাহেব, শান্তিপুরের ছোটআদালতের জজ বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ।

কোর্টচাঁদপুরের ছোট আদালতের জজ বাবু দ্বারকানাথ রায়।

পুর্ণিয়ার অন্তর্গত রাণীগঞ্জের মুনসেফ বাবু ফকিরালাল।

পুর্ণিয়ার অন্তর্গত অড়রিয়ার মুনসেফ বাবু গোকুল চাঁদ।

পুর্ণিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের মুনসেফ বাবু রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণগঞ্জের অতিরিক্ত মুনসেফ মৌলবী সামনত হোসেন।

৫ই জুন। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকের মুঙ্গিরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা কমিটির সভ্য হইবেন।

জি, ডবলিউ এস ডিকসন সাহেব ডবলিউ, ফিজট পেট্রিক সাহেব।

৬ই জুন। চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এচ, ডবলিউ, বারবার সাহেব নওয়াখালিতে বদলী হইয় ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

প্রথম গণিত পুলিষ সেনাদলের লেপ্টেনন্ট টি, ওয়েলডন উক্ত দলের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ হইবেন।

প্রথম গণিত পুলিষ সেনাদলের সহকারী লেপ্টেনন্ট হায়দত আলী উক্ত দলের প্রতিনিধি আডজুটান্ট হইবেন।

জি,কে, মিয়ার্স সাহেব সাঁওতাল পরগনার এক জন সহকারী কমিসনর হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন বুলনয় সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন অথবা অন্য কোন আজ্ঞা না হয় জি, এস, কেগান সাহেব আপনার কর্ম্ম ব্যতীত ছোটআদালতের প্রতিনিধি প্রথম জজ হইবেন।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয়েষু।

অসরল মন সদা, দুঃখ মাঝে ভাসে।
দিবা নিশি বাঁধা থাকে, অশ্রু জল পাশে॥

মহাশয়! আপনার সোমপ্রকাশ দুঃখাকুলিত জনের পরম আরাম স্থল হইয়াছে সন্দেহ নাই। সুহৃদ্ অন্তর্যাতনা নিবারণ করিতে শক্ত হউন আর নাই হউন, তাহাকে মনোদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া যেমন লোকে হৃদয় ভার হইতে উন্মুক্ত হয়, সেইরূপ এ দেশীয় লোকেরা কোন শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইলে যদিও সোমপ্রকাশ হইতে তাহার প্রতীকার না হউক তথাপি তন্মধ্যে কোন রূপে তদ্বিষয় প্রকাশ করিয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। কি সোমপ্রকাশ আমার মনঃপীড়া অপনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন? এমন ত আশা করি না। তথাপি যে তাহা আপনার শ্রুতি গোচর করিবার অভিলাষ জন্মিয়াছে তাহার কারণ কি। কেবল মনোভার লাঘব করা এক মাত্র উদ্দেশ্য জানিবেন। মহাশয়! যদি কোন উপায় বলিয়া দিতে পারেন অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব।

আমার বিপদের বিষয় শ্রবণ করিয়া সাধারণে আপাততঃ হাস্য করিয়া উঠিতে পারেন বটে, কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারি দয়াধার প্রশস্ত আত্মা সকল কখনই আমার প্রতি সকরুণ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। লোক ভয়ই আমার মহা বিপদ জানিবেন। হায়! কেনই বা ইংরাজেরা এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন, কেনই বা তাহারা ইংরাজী বিদ্যালয় সমস্ত স্থাপন করিলেন, কেনই বা তাহারা এ দেশের শুভ সাধন সংকল্প করিয়া কুসংস্কার নাশক বিদ্যা শিক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। হা পিতঃ! আমার প্রতি কি আপনার প্রগাঢ় স্নেহ ছিল না? কেমনে অর্থ লালসা আপনার স্নেহকে সহজে পরাস্ত করিল আপনিই জানেন। অর্থ লোলুপ হইয়া যদি আপনি আমাকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করিতেন তবে ত আমার দুর্দ্দশার সম্ভাবনা ছিল না। আমি যদি সংস্কৃত অধ্যাপকদিগের চতুষ্পাঠী মধ্যে প্রবেশ করিয়া অহরহঃ হিন্দু শাস্ত্রেতেই নয়ন যুগল নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতাম, যদি তাহাদিগের ভিন্ন অন্যের আচার ব্যবহার জন্মই আমার দৃষ্ট পথে পতিত হইত, তাহা হইলে কি পৌত্তলিকতার প্রতি আমার অবিশ্বাস জন্মে। তাহা হইলে কি বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ জন্য আমি উন্মনা হইয়া বেড়াই, তাহা হইলে কি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমার চিত্ত আকর্ষণে পটু হইতেন। পৌত্তলিকগণ! তোমরা আমার নিকটে কেন এমন করাল মূর্ত্তি ধারণ করিতেছ, তোমাদের ধর্ম্ম সার-হীন না হইলে ত আমার মন তাহা পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইত না। যে অতি দীন দরিদ্র, তাহার প্রতি তোমাদের এত নির্যাতন কেন? আমি সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি বলিয়া কি এত ভ্রুকুটি প্রদর্শন করিতে হয়, হে ব্রাহ্মধর্ম্ম! আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার উপদেশ পালন করিয়া আপনাকে পশুত্ব অবস্থা হইতে বিমুক্ত করির। কিন্তু লোক ভয় আমার মনে এমনি দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইয়াছে, যে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিতেছি না। তোমার প্রতি যখন এত ঔদাস্য করিতেছি, তখন আমার হৃদয় ত দুঃখে পীড়িত হইবেই স্থির আছে। হে মন! তুমি আপনার পদে আপনি কুঠার প্রহার করিয়া কেন বিপদগ্রস্ত হইতেছ। নিশ্চয় জানিও যত দিন তুমি সরল ভাবে সত্যের সহিত আপনাকে অনুবদ্ধ করিবে, তত দিন তোমার দুঃখ রাশি কেহই মোচন করিতে পারিবে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে যাহারা হৃদয়ে সত্যকে রক্ষা করেন এবং সামাজিক নিয়ম পরিপালনে বিমুখ হন না, তাহারাই প্রকৃত চতুর। মহাশয়! বলিতে কি তাহাদিগের মত কৃপাপাত্র জীব অতি অল্পই আছে। তাহাদিগের মানস ভূমি নির্বুদ্ধির প্রার্থনীয় বিলাস স্থান জানিবেন। যখন হিতাহিত জ্ঞানের কঠোর অনুজ্ঞা সকল অবহেলন করিয়া কোন হিন্দু উৎসবে তাঁহারা প্রবৃত্ত হন, তখন স্বজাতীয় আত্মগ্লানি আসিয়া কি তাঁহাদিগের হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে না? ধনপিপাসু ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কিছুতেই শ্রদ্ধার উদয় হইতেছে না, অথচ বাবুদিগের জয় হউক বাবুদিগের জয় হউক বলিয়া তাহারা প্রতি মুহূর্ত্ত আপনাদিগের চরণ ধূলি তাহাদিগের শিরোদেশে অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে দেখিয়া তাঁহারা কি দুঃখ প্রকাশে অসমর্থ মূকের ন্যায় অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া মরে না? কতকগুলি আলস্য পরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন, স্থূলোদরের জঠরানল নির্ব্বাণ করিবার জন্য আপনাদিগকে বিপুল অর্থ ব্যয়ে বাধ্য দেখিয়া কি তাঁহারা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েন না! মহাশয় যদি হৃদয় বিদারণ করিয়া মর্ম্মযাতনা সমূহ অন্যের গোচর করা অসম্ভব না হইত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনের দশা কি রূপ এই অবকাশে আপনাকে দেখাইয়া দিতে আমি ত্রুটি করিতাম না। আমরা যদি সুচতুর হই, তবে জগৎ মধ্যে কাহারা নির্ব্বোধ কাহারা অচতুর বলিয়া দিবার আবশ্যক করে। হায়! আমাদিগের কি দুর্দ্দশা ব্রাহ্ম সমাজে কিম্বা দেশ হিতৈষী সাধুগণসমীপে গিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারি না। যখন পবিত্র সমাজ মন্দিরে সরল হৃদয় সাধুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার আত্মাকে পরমেশ্বরে সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন সময় পাইয়া আত্মগ্লানি আসিয়া চিত্তের এরূপ বিকৃতি জন্মাইয়া দেয়, যে উপাসনার ফল লাভে আপনাকে এক বারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। আনন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হইলেও এক বার নয়ন দিয়া জলধারা বিনির্গত হয় না। তখন কাহার কপোলদেশ বহিয়া প্রেমাশ্রু বিনিঃসৃত হইতেছে, কেহবা উন্নতশিরা হইয়া উপাসনায় অতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন, ইহা নিরীক্ষণ করিয়া কেবল আপনাকে ধিক্কার দিতে থাকি। যখন সাধুগণ সন্নিধানে যাই, তখন আমার প্রতি তাঁহাদিগের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত দেখিয়া লজ্জার বেগ সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া অমনি অধোবদন হইয়া পড়ি। আপনার হীনাবস্থা স্মরণ করিয়া ব্যাকুলিত হই! হায় তাঁহাদিগের কি সৌভাগ্য তাঁহারা অধীনতা জনিত দুঃখকে অতিক্রম করিয়াছেন; কর্ত্তব্য জ্ঞানের আদেশ পালন পূর্ব্বক ক্রমাগত আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিতেছেন, দেশের কুরীতি ও কুসংস্কার দূরীভূত করিতে যত্নশীল হইতেছেন; দেশের পরম স্নেহের ও যত্নের সামগ্রী হইয়াছেন, এবং ঈশ্বরকে আপনাদিগের সহায় পাইয়াছেন।

মহাশয়! এই রূপ না, পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে থাকিয়া সুখ উপলব্ধি করিতে পারি না, ব্রাহ্মগণের সঙ্গ দ্বারা শান্তিলাভে সমর্থ হই। সন্ধি স্থলে পড়িয়া প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইয়াছে। শীত গ্রীষ্মের সন্ধি স্থল বসন্ত ঋতু কি পরম রমণীয় ভাব ধারণ করে। দিবস রজনীর সন্ধি স্থল প্রত্যূষ ও প্রদোষ কাল লোকের কেমন চিত্তানুরঞ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু হায়! সন্ধি স্থলে অবস্থিতি করিয়া আমরা কি বিরূপ হইলাম। হে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ! আপনারা আমার সদৃশ লোকের ভাব বিলোকন করিয়া এক বার এদিকে কৃপা দৃষ্টি করুন। আপনাদিগকে

নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতেছি কোন মতেই আপনারা আমাদিগের ন্যায় মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকিতে অভিলাষী হইবেন না। আপনারা লোক ভয় রূপ পাশকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলুন, পৌত্তলিকতাকে ক্রমাগত উৎপীড়ন করিয়া এদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিউন। আপনাদিগের এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই হৃদয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাউন, এবং অনবরত সাধু কর্ম্ম নিষ্পাদন দ্বারা আত্মপ্রসাদকে চির রক্ষিত করুন।— মন তোমার কি এপ্রকার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে নিষেধ আছে?

কস্যচিৎ দুঃখ ভারাক্রান্তস্য।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

উঃ! কি পরিতাপ! কি লজ্জাকর! সম্পাদক মহাশয়! বিলক্ষণ অবগত আছেন যে ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে কিয়ৎকালাবধি জ্বরাদি পীড়া একাধিপত্য করিয়াছে, অনেকে দরিদ্রতা নিবন্ধন ঔষধাভাবে ও পথ্যাভাবে মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছে, যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদিগেরও সকলে অদ্যাবধি নিষ্ঠুর পীড়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কএক দিবস হইল আমি ঐ ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী গহরপুর ও বাগাটী এই উভয় পল্লিতে বারোএয়ারি পূজার মহান্ আড়ম্বর হইতেছে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। নট নটী প্রভৃতি রাত্রি জাগরণের উপায় সকল আহ্বান করা হইয়াছে, কোন দিগে নহবৎ প্রস্তুত হইতেছে কোন দিগে স্ত্রীলোকদিগের নৃত্য দর্শন ও কুৎসিত কাব্যাদি শ্রবণ জন্য, উপবেসনোপযোগী স্থান প্রস্তুত হইতেছে, যাহারা ঔষধাভাবে অদ্যাপিও জ্বরের দুর্ম্মোচ্য হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, কোন কোন মহাত্মারা এরূপ লোকের নিকট হইতে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, যদি কেহ উৎপীড়িত হইয়াও অসঙ্গতি প্রযুক্ত অর্থদানে অশক্ত হইল, তাহা হইলে কোন গুণ পুরুষ বলপূর্ব্বক তাহার ঘটী বাটী লইয়া প্রস্থান করিতেন। মহাশয়! ধর্ম্মের সীমা কি হায়! কি! আক্ষেপের বিষয়! ইহাতে আর কি প্রকার বঙ্গভূমী উন্নতিকে প্রাপ্ত হইবে, দিন দিন ত ইহার পুত্রেরা ঘৃণাকর কার্য্য দ্বারা ইহাকে সমধিক দুঃখ ভাগিনী করিতেছে। হায়! বারএয়ারির অধ্যক্ষ মহাশয়রা! আপনাদের কি দুই এক মাস অন্তর জ্বর আইসে না? কেন অনেকেত দুদিন পাঁচ দিন অন্তরও হইয়া থাকে এবং কাহারও বা সামান্য অন্যায়াচরণ করিলেই জ্বর প্রকাশ হয়? তবে আপনারা কি সাহায্যে এই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের উপায় ঘৃণিত বারোএয়ারিপূজায় উৎসাহিত হইয়াছেন? ইহাতে কি সর্ব্বসাধারণের আমোদ বৃদ্ধি হইবে? না, কুইনাইনেরই আমোদ বাড়িবে? হায়! যে দেশের রোগ শান্তির জন্য কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজ অদ্যাপি ঋণগ্রস্ত রহিয়াছেন, সেই দেশ বাসিরা কিনা এইরূপ বৃথা ব্যয়ে নিযুক্ত হইতেছেন? হায়! একি সহৃদয় মনুষ্য জাতির ন্যায় কার্য্য হইতেছে? কি পরিতাপ।

৩রা আশাঢ় ১৭৮৪ শক   কস্যচিৎ দর্শকস্য

—০—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! বঙ্গদেশের শ্রীল শ্রীযুক্ত নবাব নাজিম বাহাদুর লখনৌ নিবাসি যে চিকিৎসককে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তিনি এবং তাহার পুত্র কৃত্রিম টাকা করিয়াছেন বলিয়া অত্রত্য মাজিষ্ট্রেট গত রবিবার দিবা তৃতীয় প্রহরের সময়ে তাঁহাদিগকে তলব করিয়া কাছারিতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহারপর নেজামতের পক্ষের নায়েব দেওয়ান ও খাজাঞ্চী বাবু রামসুন্দর সেন হাজির জামিন হইয়া পিতা ও পুত্র উভয়কে আনিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন টাকা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র, অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি যেযে ব্যক্তির বাটী হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাদিগকে হাজত দেওয়া হইয়াছে, মহাশয়; এটী বড় কম ঘটনা নয়! বোধকরি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অল্পে ছাড়িবেন না। অদ্য এইপর্য্যন্ত রহিল।

বহরমপুর
১২ জুন ১৮৬২।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়! গত ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ এই কলিকাতার কলুটোলা নিবাসী একটী ভদ্রলোক বেশ্যালয়ে মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া উপপত্নীর সহিত ছাদের উপর নৃত্যকরিতে ছিলেন, নৃত্য করিতে করিতে তাহার উপপত্নী তাহাকে উপহাস করিয়া বলিল তুমি আমাকে কেমন ভালবাস দেখি? তুমি যদি এই ছাদ হইতে লম্ফদিয়া নীচে পড়িতে পার তবে আমি তোমার চিরকালের দাসী হইয়া থাকিব। বাবুজি একে মদে মত্ত আনন্দের পরিসীমা নাই, তাঁহাতে আবার উপপত্নীর সহাস্য আস্যে সুমধুর প্রণয়বাণী, ইহাতে কি স্থির থাকিতে পারেন, বাবুজি তৎক্ষণাৎ ছাদ হইতে লম্ফদিয়া নীচে পড়িলেন। বাবুজির মস্তকাস্থি প্রায় ভগ্ন হইয়াছে, হস্ত পদাদিতে ক্ষত, এবং অস্থিতে চোট লাগিয়াছে, জীবন সংশয়। চিকিৎসার্থে হস্পিটালে আনীত হইয়াছে। যেমনকর্ম্ম তেমনি ফল।

২য়।— গত ২৪এ জ্যৈষ্ঠ বেলা প্রায় ৪ঘটিকার সময় কলিকাতার হাড়কাটা গলির লেনের নিকট ক্ষেত্রমোহন ছুতার নামক এক ব্যক্তির ষোড়শ বর্ষীয়া স্ত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আমরা তত্ত্বকরিয়া তাহার কারণ জানিলাম ক্ষেত্রমোহন ছুতার অতিশয় পরদারাশক্ত। পতিপ্রাণা স্ত্রী তাহাকে ঐ পাপাচরণ হইতে বিরত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করে। পাপিষ্ঠ তাহা না শুনিয়া সুশীলা স্ত্রীকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করাতে দুর্ভাগা পতিপ্রাণা স্ত্রী দুঃখ শান্তির আর কিছু উপায় করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধন দ্বারা সকল দুঃখের শেষ করিয়াছে।

৩য়। করাচির ধৃত নানা সাহেব পীড়িত হইয়া এইক্ষণে কলিকাতার কিবর হস্পিটালে আনীত হইয়াছেন। ইহার আকার প্রকার দেখিলে নানা সাহেব বলিয়া কখনই বোধ হয় না।

কস্যচিৎ
৩০এ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯। } মেডিকেল কালেজ ছাত্রস্য।

মল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চৌধুরি বর্দ্ধমান
১২৬৯ আষাঢ় অবধি অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ৫
„ ঠাকুরদাস সেন কলিকাতা
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫
„ দুর্গাচরণ নন্দী কলিকাতা
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫
„ গঙ্গাধর রায় গাজীপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫
„ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা
১২৬৯ আষাঢ় অবধি ৭০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কোং ১০
„ ভরতচন্দ্র ঘোষাল ফতেগড়
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫
„ যদুনাথ মজুমদার কলিকাতা
১২৬৯ আষাঢ় অবধি অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ৫
„ নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫
„ মহেশচন্দ্র বসু কলিকাতা
১২৬৯ আষাঢ় অবধি অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ৫

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ।"

৪ ভাগ। ৩৩ সংখ্যা। } সন ১২৬৯ । ১৭ আষাঢ । ইং ১৮৬২ । ৩০ জুন { মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

—=*==

সোমপ্রকাশ।

১৭ই আষাঢ় সোমবার।

হাইকোর্ট।

এত দিনের পর হাই কোর্ট (উচ্চতম বিচারালয়) স্থাপনের সনন্দ আসিয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী এই সনন্দ পত্র ষ্টেট সেক্রেটারি দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। ১লা জুলাই অবধি ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা আছে। সুপ্রিম কোর্টের বর্ত্তমান বিচারপতিগণ, সদর আদালতের জজেরা, দুই জন বারিষ্টর ও কেম্প ও লুই জাকসন সাহেব বিচারপতি পদে মনোনীত হইয়াছেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায় আরোগ্য লাভ করিলে এতদ্দেশীয় বিচারপতির আসন গ্রহণ করিবেন। শতাধিক বৎসর হইল, এ দেশে ইংরাজদিগের রাজত্ব হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত অনেক বিষয়েই বিশেষতঃ বেতনের বিষয়ে ইউরোপীয় ও এ দেশীয় বলিয়া ভেদ করা হইতেছে। ফলত উভয়ে তুল্য পদস্থ, তুল্য ক্ষমতাশালী ও তুল্য শ্রমশীল হইলেও এ দেশীয়দিগের বেতনগত বহু বৈলক্ষণ্য হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরী অনৌদার্য্যদূষিত পক্ষপাতমূলক এই অনর্থকারিণী প্রথাকে উল্লিখিত প্রধানতম আদালত হইতে অন্তরিত করিয়াছেন। সভ্য গবর্ণমেণ্ট আর কত কাল পক্ষপাতদূষিত ব্যবহার করিয়া সভ্য সমাজে নিন্দিত ও উপহসিত হইতে পারেন? আমরা উপরে যে সনন্দের বিষয় উল্লেখ করিলাম, তাহা কেবল এ দেশে উচ্চতম আদালত স্থাপনের সনন্দ নয়, আমরা ইহাকে এই অবধি এ দেশে ইংরাজ জাতির অগৌরবকর সপক্ষপাত ব্যবহারের উন্মূলনকারী সনন্দ বলিয়া গণ্য করিব। এই আদালত সংস্থাপিত হইল, এক্ষণে এ দেশে বিচার ও আইন প্রভৃতিগত যে সমস্ত পক্ষপাত দোষ আছে, তাহা ক্রমে উন্মূলিত হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই, ইউরোপীয় ও এ দেশীয় উভয়বিধ

বিচারপতিই তুল্য বেতন পাইবেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকে বৎসর বৎসর ৫০,০০০ টাকা করিয়া পাইবেন। আপাততঃ কেবল এই বিশেষ হইবে, এক্ষণে যাহারা সুপ্রিম্ কোর্টের বিচারপতি পদে আছেন, তাঁহারা যে বেতন পাইতেছেন, তাহাই পাইবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারীদিগকে এই নূতন নিয়মের পরাধীন হইতে হইবে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদিগকে নাইট (সর) উপাধি দেওয়া হইত, অতঃপর তাহা রহিত হইবে। এই উপাধি দেওয়া না দেওয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর ইচ্ছা।

সর চারলস উড আর এক বিষয়ে বিশেষ দুরদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম প্রধানতম বিচারালয়ে বারিষ্টর ব্যতিরিক্ত অন্য কেহ ওকালতী করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমাদিগের সে সংস্কার দুর হইয়াছে। সদর আদালতের বর্ত্তমান উকীলেরা ও সুপ্রিম কোর্টের বারিষ্টরেরা উভয়েই এই বিচারালয়ে ওকালতী করিতে পারিবেন। আর, যাঁহারা প্রেসিডেন্সি কালেজে বি, এল উপাধি প্রাপ্ত হইবেন তাঁহারা এবং উক্ত বিচারালয়ের যে সকল আটর্ণী প্রতিনিধিত্ব (মোকদ্দমার প্রমাণ জোগাড় করিয়া দেওয়া) পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহারাও ওকালতী করিতে পারিবেন।

উল্লিখিত প্রধানতম বিচারালয় যে রীতিতে সংস্থাপিত হইতেছে, তাহাতে কাহারও অসন্তোষ জন্মিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সকল শ্রেণির লোকই ইহার অন্তর্নিবেশিত হইয়াছেন। সর বার্ণেস পিকক, সর চারলস জাকসন ও সর মডাণ্ট ওয়েল্‌স ও দুই জন বারিষ্টর রাজপুরুষেতর ইউরোপীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ আছেন। কেম্প, ট্রিবর প্রভৃতি সিবিল সর্ব্বিস হইতে আসিতেছেন; রমাপ্রসাদ বাবু আমাদিগের প্রতিনিধি হইতেছেন। ইহাঁদিগের কেহই অনুপযুক্ত নহেন।

বিচারপতিরা মধ্যে মধ্যে মফস্বলে যাইবেন। পূর্ব্বে ইউরোপীয় অপরাধিদিগের মফস্বলে বিচার হইত না। তাহাদিগকে নানা স্থান হইতে কলিকাতায় আনা হইত। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ক্ষতি হইত, এবং যাহাদিগকে নানাস্থান হইতে সাক্ষ্য দিতে আসিতে হইত, তাহাদিগের ক্ষতি ও কষ্টের পরিসীমা ছিল না। এখন এক এক জন বিচারপতি স্থানে স্থানে গিয়া ইংলণ্ডীয় আসাইজেস বিচারকর্ত্তাদিগের ন্যায় ইউরোপীয়দিগের বিচার করিবেন। এতন্নিবন্ধন কেবল যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপ হইবে এরূপ নহে, দূরস্থ পল্লীগ্রামের লোকদিগের সুপ্রিম কোর্টে আসিয়া সাক্ষ্য দিবার বহুবিঘ্ন থাকাতে মধ্যে মধ্যে যে অবিচার হইত, তাহার নিবারণ হইবে। এক্ষণে বিচারপতিদিগের যথাবিধি নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনই আমাদিগের প্রতীক্ষণীয় হইয়াছে। অপর, মফস্বলের বিচারালয় সকল বহু দোষে দুষিত দৃষ্ট হইতেছে। ঐ গুলির উৎকর্ষ সাধন করা যেন তাহাদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়। বিচারালয়ের উৎকর্ষ সাধিত হইলে ইউরোপীয় ও এ দেশীয় বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আইন করিবার আর প্রয়োজন হইবে না। যত দিন এইরূপ না হইবে, তত দিন গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের যত হিতকর চেষ্টা করুন, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

অত্রত্য কারাগৃহ ও বন্দীগণ।

আমরা নীলপ্রধান প্রদেশের কৃষক ও চাকোম্পানির মজুরগণের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি বিষয় লইয়াই ব্যস্ত আছি। বহু সময়ে অন্য অন্য শ্রেণির কষ্টের বিষয় আমরা বিস্মৃত হইয়া যাই। আমাদিগের সমাজগত দোষ আমাদিগের সম্মুখে বিকটরূপে মুখ বিকার করিতেছে, কিন্তু সে বিষয়েও আমাদিগের যথোচিত মনোনিবেশ হইতেছে না। আইন ও রাজস্ব প্রভৃতি বিষয় আমাদিগের প্রধানতম আন্দোলনের বিষয় হইয়াছে। এতদ্দেশীয় এক শ্রেণির কষ্টের বিষয়ে আমরা নিতান্ত উপেক্ষা করিতেছি। এই শ্রেণি হতভাগ্য ও দুরাচার বলিয়া অনেকে ইহাদিগের বিষয় একবারও চিন্তা করেন না। এই কারণে ইহারা নিতান্ত উপেক্ষিত হইয়া যার পর নাই কষ্ট পাইতেছে এবং ইহাদিগের চরিত্র সংশোধনেরও কোন উপায় হইতেছে না। পাঠকগণ! আমরা এ প্রস্তাবে বন্দীগণের বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

এক জন বিখ্যাত জগৎ হিতৈষী কহিয়াছেন, দণ্ড পাপনিবারণের উৎকৃষ্ট নিয়ম নহে; মনোবৃত্তির কর্ষণ করিয়া ধর্ম্ম নীতির শিক্ষা না দিলে পাপপ্রবৃত্তি কিছুতেই দুরীভূত হয় না। অন্যায় কষ্ট, অপরিসীম যন্ত্রণা, ও গুরুতর দণ্ড দান করিলে দোষী ব্যক্তি পাপকার্য্যে অধিকতর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে। সে দণ্ডকে বৈর নির্যাতন জ্ঞান করে, বিচার পতি তাহার নিকটে শত্রু বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং সে রাজাকে দস্যু ও কারাগারকে কসাইয়ের দোকান বোধ করে। তাহার শ্রেয়ঃসাধন করা যে আইন, গবর্ণমেণ্ট ও বিচার পতির উদ্দেশ্য, সে তাহা বুঝে না। সে কি কারণে বুঝে না? অকৃতজ্ঞতা কি তাহার কারণ? না, প্রণালী দোষই তাহার কারণ। যত দিন এই প্রণালী দোষ সংশোধিত না হইবে, তত দিন কারাগার দোষসংশোধনের স্থান না হইয়া পাপীকে পাপক্রিয়ায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিবার স্থান হইয়া থাকিবে। হলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কয়েদিদিগকে কেবল খাটাইয়া লওয়া হয় না, তথায় তাহাদিগের মনোবৃত্তির উন্নতি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়া থাকে। এখানে সে রূপ কিছু করা হয় না। কেবল বন্দীগণকে খাটা

ইয়া লওয়া হয়। যে অধিক খাটিতে না পারে তাহাকে আমেরিকার ক্রীতদাস অথবা চা কোম্পানির মজুরদিগের ন্যায় নিদারুণ প্রহার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহাতেই কষ্টের শেষ হইল না, ইহার উপরে আবার আহারের কষ্ট। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন, তাহারা প্রত্যহ তিন পয়সা খোরাকী পাইয়া থাকে। একে এই দুর্মূল্যের সময়, ইহারও সমুদায় তাহাদিগের ভোগ যাত হয় না। যে ব্যক্তি রন্ধন করে, সে কিছু লয়, চাপরাসী ও দারোগারাও অনেক স্থলে পূজা পাইয়া থাকেন। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি যে সকল কয়েদী গৃহ হইতে টাকা আনাইতে না পারে, তাহাদিগের এক বেলা অর্দ্ধ ভোজন মাত্র হয়। তাহাদিগের বস্ত্র, শয্যা প্রভৃতির ত কথাই নাই। তদ্ভিন্ন, নির্ব্বাত প্রায় এক গৃহ মধ্যে বহুসংখ্য লোকের অবস্থান যাহাদিগের এত কষ্ট, তাহাদিগের কি বুদ্ধি দোষ বৃদ্ধি হইয়া পাপক্রিয়া প্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী হইবার সম্ভাবনা নয়? দুষ্কর্ম্মাই হউক আর দুরাচারই হউক তাহাকে অনাহারে রাখিয়া দণ্ডকরা কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ হয় না।

এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এদেশে যে প্রণালীতে কারাগৃহের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা অতি জঘন্য ও লজ্জাকর। যে ওলন্দাজ, কয়েদিদিগকে নানা প্রকার শিল্প কার্য্য শিখাইবার প্রণালী উদ্ভাবন করেন তাঁহাকে ধন্যবাদ। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কয়েদিদিগকে শিল্পাদি শিক্ষা দিবার প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন বটে কিন্তু কার্য্য দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় কয়েদিদিগকে খাটাইয়া লওয়া যেরূপ উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া সেরূপ নহে। যাহা হউক আমরা নিম্ন লিখিত কয়েকটি প্রস্তাব করিতেছি, তদনুসরণ কর্ত্তব্য।

১। সকল কয়েদিকে এক স্থানে রাখা না হয়। ইহা দ্বারা দুটী অনিষ্ট ঘটিতেছে এক, ভদ্র অভদ্র, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, তস্কর ও দস্যু একত্র থাকাতে পরস্পর সংসর্গে পরস্পরের স্বভাব দূষিত হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়, বলবান দুর্ব্বল, দীর্ঘ ও কুৎসিত রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পরস্পর সংসর্গে অনেকের চিরকালের মত স্বাস্থ্য ব্যাহত হইয়া যাইতেছে। অতএব ইহার সদুপায় করা আবশ্যক।

২। যাহাতে কয়েদিদিগের চরিত্র দোষ সংশোধিত হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। তাহা না করিলে সহস্র দণ্ডবিধানের আইন পাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। পাপীরা কিঞ্চিৎ সতর্কতা ও অধিকতর ধূর্ত্ততা শিখিবে এই মাত্র।

৩। যাহার যে ব্যবসায় তাহাকে তাহাতে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি এক জন কৃতবিদ্য ভদ্রলোককে মৃত্তিকা খনন করান হইতেছে। ইহা অতিশয় অন্যায় ও অনিষ্টকর।

৪। কয়েদিদিগকে পর্য্যাপ্ত খাদ্য ও মধ্যবিধ বস্ত্র ও শয্যা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে নগদ পয়সা না দিয়া চাউল ডাউল প্রভৃতি দেওয়া উচিত।

৫। এক্ষণে যথার্থ ভদ্র ও কৃতবিদ্য লোকেরা দারোগা প্রভৃতি পদ লইতে চাহেন না। তাঁহারা যাহাতে এই কর্ম্ম স্বীকার করেন তদ্বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। পর্য্যাপ্ত বেতন ও ভাবি উন্নত পদের আশা দিলে অনেকেই আহ্লাদ পূর্ব্বক এই সকল পদ গ্রহণ করিবেন।

৬। উপযুক্ত দেখিয়া কয়েক জন সহকারী জেল ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ইহাঁরা কয়েদিদিগের তত্ত্বাবধান করিবেন।

এই গুলি করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা ব্যয় সাধ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু লোকদিগের চরিত্র সংশোধন ও পরকালের মঙ্গল লইয়া যখন কথা হইতেছে তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই ব্যয় দানে কুণ্ঠিত হওয়া বিধেয় নহে।

নীল প্রধান প্রদেশের কর লইয়া বিবাদ।

নীল প্রধান প্রদেশের গোলযোগ নিবৃত্তি হইবার আকার ত দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন এবং যে সমস্ত কর্ম্মচারিকে প্রেরণ করিতেছেন, তদ্দ্বারা এই বিবাদের শান্তি হয়, এরূপ সম্ভাবনা নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম জাকসন ও কাম্বেল সাহেব নীলকর ও প্রজাদিগের পরস্পর আন্তরিক না হউক বাহ্য সদ্ভাব করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উভয়কেই অকৃতকার্য্য দেখিতেছি। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে নীলকর ও প্রজা উভয় পক্ষেরই অসন্তোষ জন্মিয়াছে। নীলকরেরা যে হিসাবে কর লইতে চাহিয়াছিলেন জাকসন সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আবার প্রজারা পরগণার হারে যে কর দিতে সম্মত ছিল তাহাও গ্রাহ্য করা হয় নাই। তিনি মধ্যে পড়িয়া গড়ে ৷৶ আনা, ৶৹ আনা ও ১৷০ কর ধার্য্য করিয়াছেন। তিনি বলেন এক্ষণে যাবতীয় দ্রব্য মহার্ঘ হওয়াতে প্রজারা বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছে, অতএব তাহারা কিঞ্চিৎ অধিক কর না দিবে কেন? এ স্থলে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, দ্রব্যের যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই প্রকার কি পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই? কৃষকেরা কিছু একাকী সমুদায় ভূমির কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না; তাহাদিগকে মজুর খাটাইতে হয়, লাঙ্গলের ব্যয় আছে, গোমহিষাদির আহার আছে, এ সকলের জন্য তাহাদিগকে কি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় দিতে হইতেছে না? আর ব্যয় বাদেও যদি তাহাদিগের

ধিকলাভ থাকে, ভূম্যধিকারীরইবা তাহাতে কি? তাঁহাদিগের যত্নে কি ভূমির উর্ব্বরতা গুণ সম্পাদিত হয়? তাঁহারা কি প্রজাদিগকে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের উপায় সকলের শিক্ষা দেন? প্রজারা আপনাদিগের যত্নে ও অভ্যাস বলে ভূমির যে কিছু উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে, সেই মাত্র। যদি ভূমির উর্ব্বরতা গুণ বর্দ্ধন বিষয়ে জমীদারের যত্ন ও সাহায্য না রহিল, তবে জমীদার ও নীলকরগণ কি যুক্তির অনুসারে অধিকতর কর প্রার্থী হইতে পারেন? বিশেষতঃ ভূমি সমধিক শস্যশালিনী হইলেই অধিকতর কর লওয়া হইবে এরূপ নিয়ম করা অতিশয় অন্যায় ও অনিষ্টকর। সে দিবস রাজা মানসিংহ কি বলিয়াছিলেন? তাঁহাকে তুলা প্রভৃতির কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বলাতে তিনি বলেন, পতিত ভূমিকে শস্যশালিনী করা বড় দুঃসাধ্য নহে, কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে? আমাদিগের জমীদারির কর বৃদ্ধি হইবে এই মাত্র। এই কারণে লার্ড কানিঙ অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। প্রজাদিগকেও কি সেই চির স্থায়ী বন্দোবস্তের অংশগ্রাহী করা বিধেয় নয়? তাহা করিলে কি ভূমির উর্ব্বরতা গুণের সমধিক বৃদ্ধি হয় না?

যখন জমীদারেরা চিরকাল একবিধ কর দিয়া মুক্ত হইতেছেন, তখন প্রজার অপরাধ কি? তাহারা অধিক পরিশ্রম করে, এই কি তাহাদিগের অপরাধ? তাহারা ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির আবাসস্থান পতিত ভূমি সকলে কৃষিকার্য্য করিয়া তাহাতে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করিতেছে বলিয়া কি তাহাদিগের অর্থদণ্ড করিতে হইবে? এরূপবিধ নিয়ম পূর্ব্বতন নবাবদিগের ও বর্ত্তমান তুরস্ক ও পারস্য গবর্ণমেণ্টেরই উপযুক্ত। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা [illegible]হারা জাকসন সাহেবের আ[illegible] যথার্থ পরগণার হিসাবে কর ধার্য্য করিতে বলুন। আমরা বরাবর কহিয়া আসিতেছি সমুদায় বঙ্গদেশ একবার জরিপ করিয়া ভূমির সীমা বদ্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। নেপোলিয়ন এই বলিয়া গৌরব করেন, তাঁহার কাডাষ্টার অর্থাৎ ভূমির যথার্থ হিসাব থাকাতেই ফ্রান্সে মকদ্দমার অনেক হ্রাস হইয়াছে। এদেশে সেই প্রকার করা না হয় কেন? বাঙ্গালীদিগকে মোকদ্দমাপ্রিয় বলিয়া গালি দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু যখন ভূমির এই প্রকার দুরবস্থা রহিল, তখন মকদ্দমা ব্যতিরেকে কিরূপে ভূমির স্বত্ব অব্যাহত থাকিতে পারে?

পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই, এই বিবাদের সত্বর মীমাংসা না হওয়াতে প্রজারা ক্রমশঃ উৎসন্ন হইতেছে। বহুদিন অবধি নীল সম্বন্ধ লইয়া নীলকরদিগের সহিত তাহাদিগের বিবাদ চলিতেছে, মকদ্দমায় মকদ্দমায় তাহারা অন্ন বস্ত্র ছাড়া হইয়াছে, সকল স্থানে সুন্দররূপ শস্যও উৎপন্ন হয় নাই। ইহার উপরে আবার কর লইয়া বিবাদ অবিশ্রামে যন্ত্রণা দিতেছে। এত উপদ্রবে ক্ষুদ্র প্রাণী প্রজারা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? এই বিরোধের মীমাংসা না হওয়াতে পূর্ব্বতন নীলসংক্রান্ত অত্যাচার পুনরাবৃত্ত হইতেছে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, অনেক স্থানের প্রজা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই অনর্থমূল প্রাচীন নিয়মে দাদন গ্রহণ করিতেছে। যে প্রণালীর উন্মূলনার্থ এত কাণ্ড হইয়া গেল, এত অর্থ ব্যয় হইল, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট মিসনরিদিগের সহিত শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের কোপে পতিত হইলেন, লঙ সাহেবের করাবাস হইল, সিটনকার সাহেব তিরস্কৃত হইলেন; সেই প্রণালী পুনরাবৃত্ত হইতে চলিল। উহা পুনরাবৃত্ত হইলে বঙ্গদেশের কৃষকেরা দক্ষিণ কারোলিনার ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষা সমধিক সৌভাগ্যশালী হইবে না।

এডুকেশন কৌন্সিলের পুনঃ স্থাপন প্রসঙ্গ।

এডুকেশন কৌন্সিল সভা উঠিয়া গিয়াছে। সভা যে সমস্ত কার্য্য করিতেন, সে সমুদায় এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কাজে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এটী শিক্ষাসম্বন্ধে এ দেশের সৌভাগ্যের বিষয় না হইয়া দুর্ভাগ্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে বিদ্যা শিক্ষার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দেওয়া হইতেছে, প্রধান প্রধান লোকেরা বিদ্যার উন্নতির জন্য যত্নবান হইয়াছেন, অনেক বি, এ, বি, এল প্রভৃতি বাহির হইতেছেন, কিন্তু এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট যেন অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে। পূর্ব্বে কৌন্সিল সভায় অনেকে একত্র বসিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক নানা প্রকার প্রণালীর উদ্ভাবন করিতেন, কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তন্ন তন্ন রূপে তাহার গুণ দোষ বিচার হইত, সুতরাং যে বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইত, তাহাতে সবিশেষ দোষ সম্পর্ক হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে কৌন্সিল সভা উপযুক্ত শিক্ষকদিগকে গুণানুরূপ পুরস্কার দিতেন; শিক্ষকেরাও উৎসাহ ও আহ্লাদ সহকারে আপন আপন কর্ম্ম সুন্দর রূপে বম্পন্ন করিতেন। তৎকালে এই একটি বিশেষ গুণ ছিল, কেহ ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে শিক্ষকদিগের উপরে আপনার নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনে সমর্থ হইতেন না। এক্ষণে এই দোষ ঘটিয়াছে, কোন শিক্ষক প্রধানতম কর্ম্মচারির অপ্রিয় হইলে তাহার যত কেন গুণ থাকুক না তাহার নিস্তার থাকে না। যাহাদিগের অন্য দিগে উপায় না হয়, তাহাদিগের পক্ষেই পতিত পাবন এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট আছেন। [illegible] কেহ এ ডিপার্টমেণ্টে আসিতে চান না।

এই সকল দোষের প্রতীকারের [illegible] কি? আমরা শুনিয়াছি বীডন সাহেব [illegible] না কি পুনর্ব্বার এডুকেশন কৌন্সিল স্থাপন

করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাই ঐ সকল দোষের প্রতীকারের একমাত্র উপায়। ডিরেক্টর এই কৌন্সিলের সেক্রেটরি হউন, ইনস্পেক্টরদিগকে ক্রমশঃ বিদায় দেওয়া হউক, (তাহাদিগের দ্বারা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কার্য্য ত দেখা যায় নাই) কয়েক জন সহকারী ইনস্পেক্টর থাকিলেই পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন হইতে পারিবে। পরিশেষে বক্তব্য এই, এক ব্যক্তির হস্তে শিক্ষা সংক্রান্ত গুরুভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমেই আমাদিগের অনুমোদিত নহে। কখন কখন এরূপ দেখা যায় বটে, এক ব্যক্তির হস্তে সম্পূর্ণ কার্য্যভার থাকিলে কার্য্য যেরূপ সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, পাঁচ জনের হস্তে থাকিলে সেরূপ হয় না। সেই সেই স্থলে পাঁচ ব্যক্তি প্রধান কর্ম্ম কর্ত্তার কার্য্য সম্পাদন পথের অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত গুণ ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির কার্য্যকর্ত্তৃত্ব পদে অধিষ্ঠান সুলভ নহে। আমরা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের দুই জন ডিরেক্টরকে দেখিলাম। ইয়ঙ সাহেবের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দি, পাঠকগণ শ্রবণ করুন। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের প্রধান অধ্যক্ষের কর্ম্ম দৈনিকশ্রমজীবীর, কেরাণীর অথবা কম্পোজিটরের কর্ম্ম নহে। কর্ত্তা যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহারা তাহাই করিবে। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রধান অধ্যক্ষের অনেকবিধ নূতন নূতন প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে হয়, তাহা অনেকবিধ চিন্তা ও সময় সাধ্য। তদ্ভিন্ন কোন্ বিদ্যালয়ে কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হয়। ভালরূপে এই সকল কার্য্য করিতে হইলে অনেক সময় আবশ্যক করে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর [illegible] সাহেব উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে লিখিয়াছিলেন, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহার অনেক সময় থাকে। না দেখিয়া না শুনিয়া কেবল সরকারী কাগজে স্বাক্ষর করাই কি প্রধান অধ্যক্ষের কর্ম্ম? প্রধান অধ্যক্ষ অসহায় হইয়া যদি সুন্দররূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মন্ত্রিসভা ও ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি রাখিয়া রাজারা অকারণ ব্যয় গ্রস্ত হইতেন না। রোমের প্রাচীন কালের রাজাদিগের যে যে ব্যক্তি সেনেট সভাকে উপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রজার অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

—০—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা

প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত নূতন পুস্তক ও পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। উত্তররামচরিত, সংস্কৃত, মহাকবি ভবভূতি প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই বি কাউএল সাহেব নিজ ব্যয়ে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ কালেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার স্থানে স্থানে টীকা ও দুরূহ শব্দের অর্থ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বের মুদ্রিত উত্তর চরিতের অনেক স্থানের অর্থ বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইত না। তর্কবাগীশ মহাশয়ের যত্ন ও পরিশ্রমে নূতন মুদ্রিত গ্রন্থের সে দোষ পরিহার হইয়াছে। গ্রন্থের কেবল এই অংশে উৎকর্ষ নয়, মুদ্রণ অংশেও উৎকর্ষ হইয়াছে। ইহার মূল্য এক মুদ্রা নিরূপিত হইয়াছে।

২। প্রাণিতত্ত্বসার। শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ দে ইহার প্রণয়ন কর্ত্তা। ইহা প্রশ্নোত্তর রীতিতে লিখিত হইয়াছে। ইহার রচনা প্রণালী অতিসহজ। এতদ্দ্বারা সহজে অনেক প্রাণির বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

৩। ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা। ইহা ঢাকায় প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

৪। ভারতবর্ষীয় সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনের বিবরণ।

—•—

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী আমাদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

১০ই আষাঢ় সোমবার।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি উত্তর পশ্চিমে বিদ্রোহ হইবে বলিয়া যে ভয় করা হইয়াছে তাহা অমূলক। আগরার সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার ট্রোপ সেনাদিগকে সর্ব্বদা অস্ত্রধারী রাখিয়াছিলেন, এবং গির্জ্জায় অস্ত্রধারী সেনা লইয়া গিয়াছিলেন বলি। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকটে কৈফিয়ত চাহিয়াছেন।

হরকরাসম্পাদক লিখিয়াছেন "জন [illegible] ইউরোপীয় হওয়াতে লার্ড এলগিন তাহাকে ক্ষমা করিলেন নাকি? এতদিন এতদ্দেশীয়েরা গুরুতর অপরাধ করিয়া সুপ্রিমকোর্ট হইতে মুক্ত হইয়াছে"

ফিনিক্সের ঢাকাস্থিত সংবাদদাতা নিম্নলিখিত রূপে তত্রত্য প্রধান কর্ম্মচারিদিগের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। ঢাকার জজ [illegible]সরের বৃদ্ধ মূর্খ, মাজিষ্ট্রেট অত্যাচারকারী ও আমলাদিগকে সর্ব্বদা গালি দিয়া থাকেন, এবং সদরআলা "গো বেচারা" কে ভাল, কে মন্দ বুঝিতে পারেন না। আবার এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আছেন, ইনি বাঙ্গালা হইয়া বলিয়াছেন, এতদ্দেশীয় কোন সাক্ষী দুইপ্রহর বেলা বলিয়া সাক্ষ্য দিলে তাহা দুই প্রহর রাত্রি বুঝিয়া লইতে হইবে!!! ইনিও তবে এক জন কম নন! রাজযোটক হইয়াছে!

এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে রজের ফাঁশার আবশ্যকতার বিষয়ে যাহা লিখিত হয়। উক্ত

পত্রের সম্পাদক বলেন তাহা অন্যায়। এতদ্দেশীয়দিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, (এ সংস্কার অমূলক নহে) ইউরোপীয় হত্যাকারীর ফাঁসী নাই। আমরা ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্তও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এরূপ স্থলে এ সংস্কার ও অজ্ঞ ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার দূর করা কি উচিত নহে?

ইংলিসম্যানসম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন কমিসরিএট ডিপার্টমেণ্ট প্রধান সেনাপতির অধীনস্থ হইবে। যাহা হউক, ইহার দোষের প্রাদুর্ভাব নিবারণ করিতে অনেক শ্রম লাগিবে।

পঞ্জাবদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আজিও মফস্বলে বাহির হওয়া হয় নাই।

লাহোর ক্রণিকেল সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁর এক দল সৈনা ফরানগরে উপস্থিত হইয়াছে। হয় সুলতান জানের সহিত শীঘ্র সন্ধি হইবে নচেৎ একটি ঘোরতর যুদ্ধ হইবে।

রাও সাহেবকে কানপুরে বিচারার্থ আনয়ন করা হইয়াছে।

অযোধ্যাগেজেটের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন অল্প দিন হইল জঙ্গবাহাদুর ২০,০০০ সৈন্যের সহিত গঙ্গাস্নান করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন! কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এত লোক লইয়া আসিতে দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ অনেক স্থানের লোকের কষ্ট হইতে পারে। সেনাপতি ২০০০ লোক লইয়া আসিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক বলেন সম্প্রতি বিদ্রোহ হইবার যে জনরব হয়, তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এমত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন দুশ্চেষ্টিত লোকেরা একত্র সমবেত হইলেই ইউরোপীয় সেনারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। সাবধান হওয়া ভাল। আমরা অকারণ ভয়েরই প্রতিবাদ করি।

কানপুরে এক দল অজ্ঞ ইউরোপীয় একত্রিত হইয়াছে। ইহারা কোন কর্ম্ম করে না ভিক্ষা ও সময়বিশেষে চাতুরী প্রবঞ্চনা প্রভৃতি করিয়া জীবন ধারণ করে। এই সকল লোকের উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বারাসতে একটি ১৭ বর্ষীয় যুবক উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ইহার কারণ কি তাহা জানা যায় নাই।

শ্রীরামপুরের সদ্গোপবংশীয় একটী স্ত্রীলোক তাহার ভাসুর পুত্রকে বধ করিয়াছে। ঈর্ষ্যা ইহার কারণ।

উক্ত স্থানে সম্প্রতি দুইজন ইউরোপীয় একটী ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকের দুরবস্থা করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু দৈবাৎ তত্রত্য দুইজন ভদ্রলোক তাহাদিগকে নিবারণ করেন। এই দুরাত্মারা কারারুদ্ধ আছে! অদ্যাপিও তাহাদিগের বিচার হয় নাই। ইহাদিগের প্রতি বিশেষ দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য।

ঢাকা প্রকাশের চট্টগ্রামের সংবাদ দাতা বলেন কুমিল্লা অবধি চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহা তত্রত্য কমিসনর পাকা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই রাস্তার জন্য লার্ড ডেলহৌসি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন; কিন্তু ইহা এমনি কদর্য্য যে বর্ষাকালে কাহারো তাহাতে গমন করা দুঃসাধ্য। ইহা পাকা করিলে তত্রত্য লোকদিগের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

১৬ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

আমরা বঙ্গোজ্জ্বল নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র পাইতেছি। এক্ষণে ইহার দোষ গুণ বলিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আপাততঃ আমরা এই মাত্র কহিতে পারি ইহাতে যে রাশি রাশি পদ্য প্রচারিত হইয়া থাকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া সম্পাদক যদি সামাজিক ও রাজ্যসংক্রান্তবিষয়ক প্রস্তাব লিখনে মনোনিবেশ করেন সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন।

গত বৎসরে কলিকাতায় নিম্নলিখিত টাকা আসিয়াছে :-

আমদানী	৫,২১,১৪,৬৫,৩,।
রপ্তানী	১,৭১,৩৫,৬০৭,।

হরকরা সম্পাদক বলেন, আসাম চা-কোম্পানি আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহাদিগের অতিরিক্ত চার বীজ দগ্ধ করা হইবে। পাছে অন্য কোন ব্যক্তি সেই বীজে চা উৎপাদন করে, কোম্পানি এই ভয়ে উদ্বৃত্ত বীজ নষ্ট করিতেছেন চা-কোম্পানি এত মূর্খ, আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না, কিন্তু যদি এপ্রকার প্রস্তাব হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত হইবার পথ আপনারাই করিতেছেন।

লঙসাহেবের কারাবাসের আদেশ হইলে মিসনরিদিগের যে সভা হয়, হরকরা পত্রে তাহার যেরূপ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে। উক্ত সম্পাদক ইংলণ্ডে যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে জন রডের বিষয়ে লিখিয়াছেন, গবর্ণর জেনেরল এতদ্দেশীয়দিগের ভয়ে ও কুমন্ত্রির অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা করিলেন না! প্রাত্যহিক পত্রে আবার লিখিয়াছেন, রডের প্রাণদণ্ড নিয়মানুসারেই হইয়াছে। লার্ড এলগিন ও তাঁহার মন্ত্রিরা যথার্থ আইন ও ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়াছেন!! যে পত্রে এই প্রকার লেখা হয়, হিন্দুপেট্রিয়ট তাহার যে বিশেষণ (পাগল) দিয়াছিলেন তাহা কোন ক্রমেই অসঙ্গত হয় নাই।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন এবৎসর কলিকাতায় অল্পসংখ্য ইউরোপীয়ের মৃত্যু হইয়াছে। বস্তুতঃ এই দুই বৎসর কলিকাতায় অল্পই পীড়া হইতেছে। লণ্ডন, বোম্বাই প্রভৃতি নগরের ন্যায় কলিকাতার জন্ম মৃত্যুর এক এক হিসাব কবে রাখা হইবে?

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদ দাতা বলেন সুলতান জান সন্ধিপ্রার্থী হইয়া দোস্ত মহম্মদ খাঁর নিকটে এক পত্র লিখিয়াছেন। কান্দাহার পূর্ব্বে হিরাটের অধীনস্থ ছিল। হিরাটে যখন ইয়ার মহম্মদ রাজা ছিলেন তখন দোস্ত মহম্মদ কান্দাহার অধিকার করিয়া লন। ঐ প্রদেশটী লওয়াই সুলতান জানের অভিপ্রেত। তিনি ইহার পর আর যুদ্ধ করিতে চাহেন না। বৃদ্ধ আমির এই পত্রের এই উত্তর দিয়াছেন "আমি ইদের দিবস হিরাটের কেল্লায় নমাজ করিব।" এই যুদ্ধ সহজে শেষ হয় বোধ হয় না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক বলেন, সুরতের জজ মানিকজী কাউয়াসজীকে [illegible] খুলিয়া যাইবার কথা বলিয়া যে [illegible] রেন; তাহা তিনি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে [illegible] করিয়াছেন। যদি উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাকে

কিছু না বলেন, তাহা হইলে পারসীরা চাঁদা করিয়া এবিষয় ইংলণ্ডীয় মহাসভার গোচর করিবেন। পারসীরা অত্রত্য ভারতবর্ষীয় সভা, অযোধ্যার শাখা সভা ও মান্দ্রাজের সমাজের সহিত এক বাক্য হইয়া কার্য্য করুন।

হরজী ব্রহ্মচার্য নামক যে হতভাগ্যকে নানা সাহেব বলিয়া ধৃত করা হয় তাহার মৃত্যুর কারণ করনার দ্বারা স্থির হইয়াছে। তাঁহার প্রস্রাবের দ্বারে পীড়া হইয়াছিল। তিনি এই পীড়া বহুদিবসাবধি ভোগ করিতেছিলেন। এস্থলে ইহার উল্লেখ করা আবশ্যক, যে পুলিষ কমিসনর ও তদধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ উক্ত পুরোহিত ও তাহার ভ্রাতার প্রতি বিশেষ রূপে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতাকে পাথেয় দিয়া করাচিতে পুনর্ব্বার প্রেরণ করা হইতেছে।

আমেরিকার গবর্ণমেন্ট ক্রমশঃ জয় লাভ করিতেছেন। ক্রীতদাস রাখিবার নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। বহুসংখ্য দাস সেনাদলে প্রবেশ করিতেছে। বিদ্রোহি দিগের অধিক সংখ্য জাহাজ ও বিস্তর অস্ত্র প্রভৃতি গবর্ণমেন্টের হস্তগত হইয়াছে। তাহারা সকলে ভীত হইয়াছে। রিচমণ্ড নগরের নিকটে যে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাতে যদি জয় হয়, তাহা হইলেই বিদ্রোহ ক্রীতদাস রাখিবার প্রথার সহিত নির্ব্বাণ হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের এই প্রার্থনা।

মেডলিকট সাহেব উড্রো সাহেবের প্রতিনিধি হইবেন। বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী হইবেন।

হুগলী জিলার ব্রাহ্মণ বংশীয়া একটি যুবতি বিধবা আপনার তিন বর্ষীয় একটি পুত্রকে ত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তির সহিত পলায়ন করিয়া বেশ্যা হয়, সে গৃহ হইতে অনেক দ্রব্য আনিয়াছিল, তাহার নামে নালীশ ও বিচার হইয়া তাহার দুই মাস মিয়াদ হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও আমাদিগের দেশের লোকেরা বিধবা বিবাহের বিপক্ষতাচরণ করেন কি আশ্চর্য্য।

১২ই আষাঢ় বুধবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া মাহরাষ্ট্রীয় সংবাদ পত্রের প্রস্তাব গুলি অনুবাদিত করিতেছেন। উক্ত ভাষায় অনেকগুলি সাপ্তাহিক পত্র আছে, এক খানিও প্রাত্যহিক পত্র নাই। সম্পাদক বলেন, এই সকল পত্র বোম্বাইয়ের অনেক ইংরাজী পত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিন্তু তত্রত্য কৃতবিদ্যেরা দেশীয়পত্রের যথোচিত উৎসাহ দান করেন না। বঙ্গদেশে এই দোষটি ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে।

ফিনিক্স সম্পাদক প্রস্তাব করিয়াছেন, লণ্ডনস্থিত টেম্পল বারের ন্যায় এখানেও একটি ব্যবস্থা বিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। উত্তম প্রস্তাব। ইহা সুসিদ্ধ করিয়া তুলিবার নিমিত্ত সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

উক্ত সম্পাদক কলিকাতার পেটিজুরির দোষ উল্লেখ করিয়া ভদ্রলোকদিগকে জুরিপদে নিযুক্ত করিতে কহিয়াছেন। ভদ্র লোক হইলে আকলাণ্ড প্রভৃতি শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের উপায় কি হইবে?

বঙ্গদেশীয় প্রিন্টিং কোম্পানি অংশীদিগকে ইনকম টাক্স বাদে শতকরা ৭ টাকা লাভ দিয়াছেন। গত ষাণ্মাসিক রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে ছয় মাসের মধ্যে ৭৫০১৬।/৫ টাকার কর্ম্ম হইয়াছে। দুইলক্ষ টাকার মূল ধনে এইলাভ সামান্য নহে।

জাপানের দুতদিগের ইংলণ্ড ও ফ্রান্স গমন বৃত্তান্ত পূর্ব্বে পাঠকগণের গোচর করা হইয়াছে, তাঁহারা লণ্ডনস্থিত যাবতীয় অদ্ভুত পদার্থ, শিল্প প্রদর্শনী সভা, জাহাজ নির্ম্মাণের ডক, চিকিৎসালয় প্রভৃতি দর্শন ও উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। দুতদিগের সহিত কয়েক জন কর্ম্মাধ্যক্ষ আছেন, তাঁহারা যে যে বিষয় দেখিয়াছেন তাহার চিত্র ও বিবরণ লিখিয়া লইয়াছেন। অনেক বিষয়ে দুতেরা বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত যে একজন চিকিৎসক গিয়াছেন, তিনি ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক ইংরাজ চিকিৎসক বিস্ময় জ্ঞান করিয়াছেন। দুতেরা ফ্রান্সে অতিশয় সমাদরে গৃহীত হন। সম্রাট তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রতিগমনার্থ একখানি বাষ্পীয় জাহাজ প্রদান করিয়াছেন। পাঠকবর্গ বোধ হয় শুনিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইবেন, প্রধান দুত সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ দুইপার্শ্বে দুইখানি তলয়ার বাঁধিয়াছিলেন।

ভাস্কর সম্পাদক বলেন, আলিপুরে অনেক মুদি, পোদ্দার প্রভৃতি জুরি হইয়াছে। ইহাদিগের কেহ কেহ নামও স্বাক্ষর করিতে পারে না এবং অধিক সংখ্য লোকের গাত্রে বস্ত্র নাই। আমাদিগের যেমন বিচারপতি তদনুরূপ জুরি হইয়াছে!

সম্প্রতি হরিশস্মরণীয় সভা ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে হইতেছে। সভ্যেরা সুকিয়াস ষ্ট্রিটে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রদত্ত ভূমিতে "হরিশ সমাজ" নামক একটি বাটী করিবেন। ইহাতে একটি পুস্তকালয় হইবে। এই বাটীতে লার্ড কানিঙের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও গ্রাণ্ট সাহেবের চিত্রপট থাকিবে। লার্ড কানিঙের স্মরণার্থ অনেক টাকা জমিয়াছে, সেই টাকা হইতে গ্রাণ্ট সাহেবের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি না হয় কেন?

গবর্ণমেন্ট সাধারণ আফিস নির্ম্মাণ জন্য ৩৫,৫০০০০ টাকা দিয়াছেন। নূতন পোষ্ট আফিসের জন্য ৮ লক্ষ ও প্রেসিডেন্সি ও অন্য অন্য কালেজের জন্য ৬,৫০,০০০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। রাইটর্সবিল্ডিং যথার্থই ক্রয় করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানি তৃতীয় শ্রেণির শকট পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিয়াছেন, চতুর্থ শ্রেণির শকট করিবারও উদ্‌যোগ করিতেছেন। এই সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণির শকটের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

মফস্বলাইট সম্পাদক বলেন, লালা জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিয়াছেন যাঁহারা বিদ্রোহের আশঙ্কা করিতেছেন তাঁহাদিগের শঙ্কা অমূলক। তিনি বলিয়াছেন "এই সকল ঘটনার সম্ভাবনা হইলে আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিব"। মুলতানের যুদ্ধ ও বিদ্রোহের পূর্ব্বে লালা গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

১৩ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে ১০০০ ব্যক্তি নিউজিলাণ্ড দ্বীপে উপনিবেশ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে। আর কয়েক সহস্র শীঘ্র যাইবে। উক্ত দ্বীপ শীঘ্র নূতন অষ্ট্রেলিয়া হইবে। উপনিবেশ করিবার বিষয়ে ইংরাজেরা

অদ্বিতীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, উপনিবেশকারিদিগের আগমনে আদিমদিগের কষ্ট আরম্ভ হয়, পরিশেষে কোন কোন স্থলে তাহাদিগের সমূলে উন্মূলনও হইয়া থাকে।

কাশ্মীর নিবাসী জাফর নামক এক ব্যক্তি উত্তম রেসম প্রস্তুত করিতেছে। তাহার ক্ষেত্রে বিস্তর গুটিপোকা ও তুতগাছ আছে। ঐ রেসম চীন দেশীয় রেসম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কৃষিবিদ্যার উন্নতিকারিণী সভা তাহাকে এক রৌপ্যের মেডাল দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে এদেশেও রেসম উত্তম রূপ জন্মিতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদিগের জমীদারেরা কেবল "কর" লইয়াই ব্যস্ত, কৃষিবিদ্যার উন্নতি তাঁহাদিগের পক্ষে "গাদার ভাতের কাঠি বহা" হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট তত্রত্য বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির প্রমাণ স্বরূপ কহিয়াছেন বণিকদিগের বাটীর সংখ্যার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে যথা:—

	পূর্ব্বতন	বর্ত্তমান
ইহুদির	২০	১৮
মুসলমানের	১	৩১
হিন্দুর	১১	২০৬
পারসীর	২৬	৫০

বাঙ্গালাদেশীয় হিন্দুরা বোম্বাইয়ের হিন্দুদিগের অনুকরণ না করেন কেন?

পঞ্জাবের রেইলওয়েতে এড়োর (স্লিপরের) অপ্রতুল হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট লৌহের এড়ো দিয়াছেন। উক্ত রেইলওয়ে ১৮৬০ অব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। এদেশে কাষ্ঠের এড়ো অল্পদিন মাত্র থাকে। অতএব লৌহের এড়ো ব্যবহার করা মন্দ হয় নাই।

ইংলণ্ডীয় এক খানি বিবিধার্থ সংগ্রহে লিখিত হইয়াছে, পূর্ব্বে এদেশে বাটী নির্ম্মাণ বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন ছিল। এক্ষণে যেমন শ্রম বিভাগ অল্প হইয়া আসিয়াছে পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। রাজ, বাপদার, সূত্রধর, ওলনদার সকলের কাজ পৃথক পৃথক ছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন অবস্থার অনুসন্ধান করিলে অনেক বিষয়েই উৎকর্ষ লাভ দৃষ্ট হইবে। চিরপরাধীনতাই ক্রমে সকল গ্রাস করিয়াছে।

বিচারপতিপদে বারিষ্টর নিয়োগের রোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইংলিসম্যানের একজন পত্রপ্রেরক বলেন, ব্রহ্মদেশে এক্ষণে যে নূতন রেকর্ড আদালত হইতেছে, বারিষ্টর ব্যতিরিক্ত অন্য ব্যক্তি তত্রত্য জজ, উকীল প্রভৃতি হইতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া থাকেন, তবে কি জন্য এদেশে একটি ব্যবস্থা বিদ্যালয় স্থাপিত না হয়? প্রতিযোগিতা থাকিলে এদেশীয়দিগকে কোন বিষয়েই বঞ্চিত থাকিতে হইবে না।

মূলমিন নগর ক্রমশঃ একটি বৃহৎ বন্দর হইতেছে। রেঙ্গুন টাইমস্ পত্র তত্রত্য বাণিজ্যের নিম্ন লিখিত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে:—

আমদানী	৮২,৩৬,০০০
রপ্তানী	৭৮,১২,০০০
মোট	১,৬০,৪৯,০০০

ইহার মধ্যে কাষ্ঠ ও শস্যের রপ্তানী অধিক হইতেছে।

ঠাকুর শিববক্স সিংহ কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে অযোধ্যায় একজন অবৈতনিক সহকারী কমিসনর হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনুপযুক্ত বোধ করিয়া পদচ্যুত করিয়াছেন।

ডাক্তর টমসন নামক একজন ফিরিঙ্গি ও আনন্দ নামক একজন হিন্দু চিহ্নিত চিকিৎসকের পদপ্রার্থী হইয়া মান্দ্রাজ হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিপরীত অন্যায় আজ্ঞা দেওয়াতে তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে বিনা পরীক্ষায় সব আসিষ্টাণ্ট সরজন করিয়াছেন। ইহা অনুগ্রহ নহে।

করাচির জেল দারোগা কিনারলি ৫০০ টাকা তছরূপ করাতে তাঁহার বিচার হইয়া দোষ সপ্রমাণ হয়। জুরিরা এই বলিয়া তাহার প্রতি ক্ষমার অনুরোধ করেন যে তাঁহার প্রধানতর কর্ম্মচারীরা প্রায় হিসাব পত্রে দৃষ্টি করিতেন না বলিয়া তিনি লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তন্নিমিত্ত তাঁহার এক বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। তবে চোরেরাও বলিতে পারে আমাদিগের দোষ কি? গৃহস্থ অসাবধান ছিল আমরা লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। হিন্দুজুরিগণ একথা বলিলে শ্রীবৃদ্ধিকারীর দল লাফাইয়া উঠিতেন।

হায়দরাবাদের নবাবের মন্ত্রী সালারজঙ্গ উক্ত নগরের পুলিষ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সংশোধন করিয়াছেন। তিনি বিদ্যা শিক্ষার জন্য এক সভা নিযুক্ত, একটি চিত্রশালিকা ও একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সালারজঙ্গ ও দিনকর রাও কোন ইউরোপীয় রাজার মন্ত্রি হইলে টালিরাণ্ড ও পামরষ্টনের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারিতেন।

মাতলায় মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত হইয়াছে। ২৪পরগণার মাজিষ্ট্রেট লিওনার্ড, কিলবরণ, সিলার ও কাম্পারো সাহেবেরা ও বাবু রামগোপাল ঘোষ এক সভা স্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছেন।

আমরা ভাবিয়াছিলাম, লার্ড কানিঙ গ্রাণ্টসাহেবের প্রদত্ত নীলপ্রধান প্রদেশের কর সংগ্রহ বিষয়ক প্রত্যুত্তর পাইয়া ক্ষান্ত হইবেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল গ্রাণ্টসাহেবের নিকট "অবাধ্যতার" এক কৈফিয়ত চাহেন। গ্রাণ্টসাহেব তদুত্তরে লিখিয়াছেন তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া কোন পত্র লিখেন নাই; উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যাহা বলিয়াছেন তিনি তাহাই করিয়াছেন; বিশেষতঃ যে স্থলে উভয় গবর্ণমেণ্টের মতের অনৈক্য হইয়াছে তথায় তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাই সাবধানে প্রতিপালন করিয়াছেন। তথাপি বঙ্গদেশবাসীরা লার্ড কানিঙকে এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও কৃষকদিগের উদ্ধার কর্ত্তাকে এক চিত্র পট দিলেন!

কড়াইয়ের লুঠের দ্রব্য বিক্রীত হইয়া ৩,৫০০০০ টাকা লব্ধ হইয়াছে, এক একটি আকবরী মোহর ৫০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। পাতিয়ালার রাজা ও কাশীর এক জন বণিক অধিকাংশ দ্রব্য ক্রয় করিয়াছেন।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অদ্য ভাগলপুরে গমন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস সম্পাদক বলেন হায়দরাবাদের নবাবের বাটীতে প্রতিমাসে দুই স-

হস্র টাকার বরফ ব্যয় হয়। তথাপি নবাবের শরীর শীতল থাকে না কেন?

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, জন্ রডের ফাঁশী হওয়া অন্যায় হয় নাই। এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্র সকলে উক্ত ব্যক্তির বিষয়ে যাহা লিখিত হয় তদ্বিষয়ে উক্ত সম্পাদক লিখিয়াছেন "তাঁহারা (এতদ্দেশীয় সম্পাদকেরা) যথার্থ পৌত্তলিকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্দেশীয়দিগকে কথায় কথায় হত্যা করা খৃষ্টিয়ানের কার্য্য। সেই হত্যাকারীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করাও খৃষ্টিয়ানের অলঙ্কার! খৃষ্টীয় ধর্ম্মের যদি এই ব্যাখ্যা হয়, তবে পৌত্তলিক ধর্ম্মই ভারতবর্ষে থাকুক।

১৪ই আষাঢ় শুক্রবার।

গবর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দশ লক্ষ টাকার পয়সা প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা শুনিলাম জুলাই মাসের প্রারম্ভে বর্দ্ধমানে একটি ওকালতী পরীক্ষা হইবে।

শুনা গেল হায়দরাবাদের নবাবকে নূতন ষ্টার দিবার সময়ে তত্রত্য রেসিডেণ্ট কর্ণেল ডেবিডসন ও ৪০ জন আফিসর জুতা ত্যাগ করিয়া সভায় যাওয়াতে গবর্ণমেণ্ট কর্ণেলকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কেহ জুতা পায়ে দিয়া না গেলে তিরস্কার খায়। জুতা পায় দিয়া গেলে লিপ্ত হইতে কাহার বা নাম কাটা হয়। কি পক্ষপাত।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স সম্পাদক করাশী উপনিবেশে কুলি লইয়া যাইবার পুনর্ব্বার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ বিষয়ের অনুসন্ধান না হয় কেন?

কোচিন কুরিয়ার পত্রে লিখিত হইয়াছে, ত্রিবাঙ্কুরের রাজা স্বীয় রাজ্যমধ্যে গবর্ণমেণ্টের নূতন নোট প্রচলনের আজ্ঞা দিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার যথার্থই বলিয়াছেন নিয়ম বহির্ভূত প্রথা (নন রেগুলেসন) অতিজঘন্য। কর্ম্মচারিগণ ভাল হইলে কতক সুখ হয়, নচেৎ এই প্রণালী দ্বারা লোকের কেবল কষ্ট। আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

উক্তপত্রের একজন পত্রপ্রেরক ঢাকার বিধবা বিবাহের উদ্যোগী ও প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরকারীদিগের কার্য্য বিবরণ জানিতে ইচ্ছু হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাঁরা এত আড়ম্বর করিয়া শেষে কি করিলেন? এদেশের লোকেরা এসকল বিষয়ে যা করিয়া থাকেন! ফলার বন্ধ হইবার ভয় বড়।

১৫ই আষাঢ় শনিবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম অদ্য বেলা দশটার সময় মাতলা রেইলওয়ের পিয়ালির পুলের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া কতক গুলি হত ও আহত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে হতের সংখ্যা দশ ও আহতের সংখ্যা কুড়ি। পিয়ালির পুল মাতলা রেইলওয়ে কোম্পানিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

পাঠকবর্গ ইউরোপীয় সমাচারে দেখিবেন কাবুলের যুদ্ধে হস্তার্পণ করা লার্ড পামরষ্টনের অভিপ্রেত নহে।

বোম্বাইয়ে অতিশয় ঝড় হইয়াছে।

ফিনিক্সের আলাহাবাদের সংবাদদাতা বলেন তথায় কয়েক ব্যক্তি অলঙ্কারের লোভে একটি বালকের প্রাণ বধ করিয়াছে। এই অনিষ্ট প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, তথাপি এ দেশীয়েরা সন্তানকে অলঙ্কার পরাইতে ছাড়েন না।

উক্ত সংবাদদাতা বলেন তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানার ব্যয় সংক্ষেপ করা হইতেছে। যে সকল লিথ গ্রাফর প্রভৃতিকে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা হইতে লইয়া যান, তাঁহাদিগের কি উপায় হইবে?

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার পারিসস্থ সংবাদদাতা বলেন, গিরার্ড নামক এক জন ইঞ্জিনিয়ার কেবল জল দ্বারা রেইলওয়ে শকট চালাইতেছেন। করাসীসম্রাট ইহা দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। এক্ষণে সামান্য পথে রেইলওয়ের ন্যায় গাড়ি চালাইতে পারিলে দর্শন শাস্ত্রের সবিশেষ মহিমা প্রকাশ পায়।

উক্তপত্রের লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা বলেন ইংলণ্ডে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭০০০০ বলণ্টিয়ার সৈনিক হইয়াছে। ভারতবর্ষের বলণ্টিয়রেরা কেবল সাধারণ অস্ত্রাগার শূন্য করিলেন।

অদ্য পূর্ব্ববাঙ্গালার রেইলওয়েতে পরীক্ষার্থে বাষ্পীয় শকট রাণাঘাট পর্য্যন্ত যাইবে। বাষ্পীয় শকট দুইখানি, প্রথম শ্রেণির গাড়ি ও এক খানি দ্রব্যের গাড়ি গিয়াছে। কয়েক জন ইঞ্জিনিয়র আরোহী হইয়া গিয়াছেন। পূজার পূর্ব্বেই সাধারণে যাইতে পারিবেন।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪টাকার সিকা	৯১। ৯১॥০
৪টাকার কোম্পানির	৯৩।০।৯৩।১০
৫টাকার ঐ	১১২।১১২৮
৫॥ টাকার ঐ	১১৪।১১৪৮/

—*—

শুভকরী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

গত বারের শেষ।

ইউনাইটেড্ এষ্টেট্স—দাসত্ব—যুদ্ধ।

দক্ষিণ কারোলিনা প্রদেশের একটী সভাতে কোন সময়ে এই প্রস্তাব হইয়া ছিল যে, দাসদিগকে উত্তম রূপে আহারাদি প্রদান করিয়া অল্প পরিমাণে কর্ম্ম করাইলে অধিক লাভ হয় না; অত্যল্প আহার দিয়া দিবা রাত্র খাটাইয়া সাত আট বৎসরের মধ্যে উহাদের আয়ুঃশেষ করিয়া দিলে অধিক লাভ হয়। সভ্য মহাশয়েরা নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া পরিশেষে এই স্থির করিলেন যে, শেষকল্পই অপেক্ষাকৃত লাভজনক সুতরাং ঐ কল্পই পরিগৃহীত হইয়াছে।

যে সমস্ত প্রদেশে চিনি ও তুলা জন্মায়, সেখানকার দাসের। প্রায় প্রত্যহ ১৫। ১৬ ঘণ্টা কর্ম্ম করিয়া থাকে। এবং সময়বিশেষে তাহাদিগকে সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি কর্ম্ম করিতে হয়। ফলতঃ লুসিয়ানা ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশেই সময়ের নিয়ম নাই। অন্যান্য প্রদেশের প্রভুরা ইচ্ছা করিলে যতক্ষণ দাস মৃত হইয়া ভূমিতে পতিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করাইতে পারেন। সদয় লুসিয়ানার নিয়ম এই যে, দিবা রাত্রির মধ্যে দাসকে ২॥০ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে দিতে হইবে।

যদি দাসের কোন প্রকার ত্রুটি হইল তবে তাহাকে ভয়ানক দণ্ড ভোগ করিতে হয়। কখন বা হস্তে রজ্জু বান্ধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়; কখন বা নগ্ন করিয়া কশাঘাত করা হয়; কখন বা উপুড় করিয়া ফেলিয়া হস্ত পদ গোঁজে বান্ধিয়া দোষী ব্যক্তির পুত্র কি ভ্রাতা কর্ত্তৃক আহত করান হয়; কখন বা ছুরিকা দ্বারা অঙ্গ চিরিয়া দেওয়া, কখন বা পিস্তল দ্বারা গুলি মারা কখন বা ক্রোধান্বিত বিড়াল দ্বারা গাত্র ক্ষত বিক্ষত করা, কখন উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা গাত্রে দাগ দেওয়া, ইত্যাদি অভাবনীয় ভয়ানক শাস্তি দাসদিগকে ভোগ করিতে হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন, দন্ত উৎপাটিত, কর্ণ ছিন্ন, ইত্যাদি ব্যাপার ত সর্ব্বদাই।

ঘটিয়া থাকে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরও এরূপ শাস্তি হইতে ত্রাণ পাইবার বিষয় নাই। তত্রত্য সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে যেরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার দুই একটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পাঠকবর্গ তদ্দ্বারা দাসদিগের দুরবস্থার বিষয় সহজেই অবগত হইতে পারিবেন।

"আমার দাসী নাম—পলায়ন করিয়াছে। উহার কর্ণে ও গলদেশে কশাঘাতের বিলক্ষণ চিহ্ন আছে।"

"আমার তিন জন দাস পলায়ন করিয়াছে; এক জনের পৃষ্ঠদেশে কশাঘাতের বিলক্ষণ চিহ্ন আছে, ওষ্ঠ ও চিবুক বিলক্ষণ ক্ষত।"

"আমার তিন জন দাস পলায়ন করিয়াছে। এক জনের কর্ণ নাই; এক জনের একটী চক্ষু নাই ও এক জনের হস্ত ভগ্ন।"

উত্তর কারোলিনার একটী নিয়ম এই যে, দাসকে লেখা পড়া শিখাইলে কি কোন পুস্তক পড়িতে দিলে শুভ্র ব্যক্তির দুই শত ডালর জরিমানা ও কাফ্রির কারাবাস হইয়া থাকে।

দাসদিগের অবস্থার বিষয় আর অধিক লিখিবার স্থান নাই; অতএব এস্থলে একটী অত্যন্ত শোচনীয় বিষয়ের বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হই।

"এক ব্যক্তি লুসিয়ানা প্রদেশে গিয়া সচারাচর লোকে যেরূপ করিয়া থাকে, অনেক ঋণ করিয়া চাস কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, বৎসর২ যেরূপ উপার্জ্জন হইত, তদনুরূপ উত্তমর্ণদের দেয় পরিশোধ করিতেন। তিনি তত্রত্য আর একটী সাধারণ প্রথা অবলম্বন করিলেন—একটী কাফ্রি বংশোদ্ভব স্ত্রীলোকের সহিত প্রণয় করিলেন। দেশীয় নিয়মানুসারে শুভ্র কায় ব্যক্তির সহিত কাফ্রিবংশ জাত কন্যার বিবাহ হইতে পারে না, সুতরাং আইন অনুসারে সেই কামিনী তাঁহার বিবাহিত পত্নী স্বরূপ হইল না। কিন্তু ন্যায় ও যুক্তি মার্গানুসারে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটী বুদ্ধিমতী, সুন্দরী, জ্ঞান সম্পন্ন ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহারা দুই জনে পরম সুখে বিংশতি বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটীর বর্ণে কৃষ্ণত্বের লেশ মাত্রও ছিল কি না, সন্দেহ; কিন্তু তাঁহার কাফ্রি বংশ হইতে উদ্ভব, সুতরাং তাঁহার সন্তান সন্ততির দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইতে পারে না, এই শঙ্কা করিয়া স্ত্রীলোকটী স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য স্বামীকে সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন। স্বামী আজি কালি করিয়া ঔদাস্য করিতেন। অবশেষে তিনটী কন্যা রাখিয়া দুই জনেরই মৃত্যু হইল। কন্যা তিনটী পরম সুন্দরী ছিল; একটীর বয়স ১৫, একটীর ১৭ ও একটীর ১৮ বৎসর। মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা উহাদের পৈতৃক বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে আইসেন। তিনি ভ্রাতুষ্কন্যাদের বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং অচির কাল মধ্যে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত সমাজে লইয়া যাইবেন, এমন আশা দিলেন। মৃত ব্যক্তির অত্যল্প ঋণ ছিল। উত্তমর্ণদিগের নিকট মৃত অধমর্ণের যাবতীয় বিষয়ের ফর্দ্দ দিবার রীতি ছিল; সুতরাং তিনি তাহাই করিলেন। কোন উত্তমর্ণ আসিয়া কহিল যে, তিনি সমুদায় বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই—তিনি দাসের প্রকৃত সংখ্যা প্রদান করেন নাই; তাঁহার ভ্রাতুষ্কন্যাদের বাদ দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি সমুদায় উত্তমর্ণের দ্বারে২ গিয়া বিনীত ভাবে করুণা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরা কহিল "আমরা এমন বহু মূল্য দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে পারি না।" তখন তিনি ভ্রাতুষ্কন্যা গুলির পরিবর্ত্তে তাঁহার নিজের সমুদায় সম্পত্তি দিতে চাহিলেন এবং বলিলেন "ইহাদিগকে দাসী করিবার জন্য লোকে যত মূল্য দিতে চাহিবে, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি আপনারা ঐ গুলিকে পরিত্যাগ করুন।" তাহারা উত্তর করিল, "উহারা দাসবৃত্তি ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বিশেষের উপযুক্ত; তাহাতে নিয়োজিত করিলে বহুতর লাভ হইবে।" তখন তিনি হতাশ হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে তাদৃশ অবস্থাপন্ন করা অপেক্ষা উহাদিগকে বিনাশ করাই ভাল। অবশেষে ভ্রাতুষ্কন্যাদের অদৃষ্টে কি আছে তাহা তিনি হঠাৎ তাহাদের সমক্ষে ব্যক্ত করিলেন। শুনিবামাত্র তাহাদের যে কি হইল তাহা আর কি বলিব। তিনি বলিয়াছেন যে কাহাকে শোক বলে, কাহাকে আর্ত্তনাদ বলে ইতি পূর্ব্বে তিনি তাহা অবগতই ছিলেন না। তাহারা সেই অবধি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল এবং বিক্রয়ের সময় পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও পরস্পর চক্ষুর অন্তরাল হইল না। অবশেষে নিউ অরলিয়ন্স বিপণিতে তাহারা অত্যুচ্চ মূল্যে অবক্তব্য উদ্দেশ্য সাধনার্থে ক্রীত হইয়াছে; এখন তাহারা কোথায় কেহই জানে না, কিন্তু এক দিন অবশ্যই তাহারা পরমেশ্বর সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সমুদায় ব্যাপারের সাক্ষ্য দিবে।"

যে যে প্রদেশে দাসব্যবসায় প্রচলিত আছে ও যে যে প্রদেশে প্রচলিত নাই তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সংক্ষেপে এই বলা যাইতেছে যে উত্তর খণ্ডে দাসব্যবসায় চলিত নাই; দক্ষিণ খণ্ডে আছে। স্বাধীন প্রদেশে (উত্তর খণ্ডে) বসতি প্রায় ১৯০৩৬১৭৩; দাস প্রদেশের বসতি স্বাধীন ৮,০৬২,৪৭০, দাস ৩,৯৯৯,৩১৪ সমুদায়ে ১২,০৬২,৩২৩। উত্তর খণ্ডের পরিমাণফল ৬১২,৫৯[illegible] বর্গ মাইল অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একত্রিত হইলে যত হয় তাহার দ্বিগুণ। এই ক্ষণে এই দুই খণ্ড পৃথক হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে; উত্তর খণ্ডের প্রেসিডেণ্ট লিন্‌কলন, দক্ষিণ খণ্ডের প্রেসিডেণ্ট ডেভিস। যুদ্ধের কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

যদি এক দেশের মধ্যে পরস্পর ভিন্ন মতাবলম্বী দুই সম্প্রদায় থাকে তাহা হইলে সে রাজ্য কখনই সুশৃঙ্খল থাকে না। দক্ষিণ দেশের লোক এরূপ দাসব্যবসায় অনুরক্ত যে ঐ প্রথার বিপরীত কথা শুনিবামাত্র অমনি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। যদি এই প্রস্তাবটী ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইত আর যদি ঘটনাক্রমে প্রস্তাবলেখক দক্ষিণ খণ্ডে উপস্থিত হইতেন তবে তাঁহার প্রাণ সংশয় হইত সন্দেহ নাই। দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করাতে হেল্পরের যে দুর্গতি হইয়াছিল এস্থলে তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। হেল্পর একজন দাক্ষিণাত্য লোক; তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে দাসব্যবসায় প্রচলিত থাকাতে দক্ষিণ খণ্ডের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। তিনি উত্তমরূপে প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন প্রথমে দক্ষিণ খণ্ড অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় অবস্থিত ছিল, কিন্তু কালসহকারে উত্তর খণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে; আর দাস ব্যবসায় প্রচলিত থাকাতে দক্ষিণখণ্ড ক্রমশঃ শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে। দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে গ্রন্থ প্রচার করাতে দক্ষিণ খণ্ডের লোকেরা হেল্পরকে মহাসভার মধ্যেই অপমান করিয়াছিলেন। যদি কেহ দাসত্বের বিরুদ্ধে কোন কথা কহে তবে তাহাকে এই বলা হয় তুমি একবার দাক্ষিণে গমন করিলে আর মাথা বাঁচাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। এদিকে উত্তর খণ্ডের লোকদিগের দাসব্যবসায়ের প্রতি আবার তেমনি বিদ্বেষ। যখন একটী নূতন প্রদেশ রাজ্যভুক্ত হয় তখন সেই নবভুক্ত প্রদেশে দাসব্যবসায় প্রচলিত হইবে কি না ইহা লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়া উঠে। মিসুরি প্রদেশ ভুক্ত করিবার সময় বিবাদের সূত্রপাত হয়। সেই অবধি দুই পক্ষে ঘোরতর বিসম্বাদ হইতেছিল। কখন বা এক পক্ষের জয় কখন বা অপর

পক্ষের জয় অর্থাৎ কখন দাসত্বের পক্ষে কখন বা দাসত্বের বিপক্ষে নিয়ম বিধিবদ্ধ হইত। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া গিয়াছেন যে শীঘ্রই উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশবাসিরা পরস্পর পৃথক হইবে। অবশেষে দাসত্বের প্রতিপক্ষ উত্তর খণ্ডবাসি লিঙ্কলন মহোদয় প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন এই শ্রবণ করিবামাত্র দক্ষিণ খণ্ডের ৭টী প্রধান প্রদেশ পৃথক হইল; সেই অবধি যুদ্ধ হইতেছে।

দাসত্বপ্রচলিত প্রদেশ মাত্রেই যে দক্ষিণ খণ্ডের সহিত যোগ দিয়াছে এমত নহে। প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কলন ঐ মধ্যবর্ত্তী প্রদেশগুলিকে হস্তগত করিবার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে ঐ সমস্ত প্রদেশের দাসগুলিকে ক্রয় করিয়া লওয়া হউক, তাহা হইলে উহারা আর দক্ষিণ খণ্ডের সহিত যোগ দিবে না; শত্রুপক্ষ সহায়হীন হইয়া হয় ক্লান্ত নয় পরাজিত হইবে। এটী ব্যয়সাধ্য কার্য্য কিন্তু ইহাতে সভাপতির বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যেই কলম্বিয়া প্রদেশের দাসদিগকে মুক্তি প্রদানের অনুমতিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে দক্ষিণ খণ্ডের লোকেরা অনেকবার জয় লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে উত্তরখণ্ডবাসীরাই জয় লাভ করিতেছেন। অতঃপর ঐ যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া কঠিন হইবে। উত্তর খণ্ডে এরূপ রাজ আজ্ঞা হইয়াছে যে লোকে যেন অতঃপর যুদ্ধের সংবাদ না পায়। টাইমস্ পত্রিকার সংবাদদাতা রসেল সাহেবকে যুদ্ধ স্থানে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন; ইহার তাৎপর্য্য কি ভাল বুঝা যায় না।

যাহা হউক ভ্রাতৃকুল মধ্যে সমরানল যত শীঘ্র নির্ব্বাপিত হয় ততই আহ্লাদ। শীঘ্র সন্ধি হউক, শীঘ্র দাসত্ব উঠিয়া যাউক এই আমাদের একান্ত বাসনা।

দক্ষিণ খণ্ডে তুলা ও চিনি প্রচুররূপে জন্মিয়া থাকে। ঐ তুলা হইতেই পৃথিবীস্থ অধিকাংশ লোকের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু সম্প্রতি দক্ষিণ খণ্ডবাসীরা যুদ্ধে মত্ত হইয়া তুলা প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য স্থানান্তরে নীত হইতে দিতেছেন না। এখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ঘোর বিপদ। আমেরিকার তুলাতে এই দুই স্থানের অনেক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সুতরাং সম্প্রতি ঐ সকল লোকের জীবিকার বিষম ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠিয়াছে *; ইংলণ্ডের প্রায় ৫০,০০০ লোকের অন্ন হইতেছে না। শুনা যাইতেছে যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া যাহাতে উহার নিষ্পত্তি হয় তাহা করিবেন। এমন কি যদি রণ ভিন্ন নিষ্পত্তি না হয় তবে তাহা হইতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। কিন্তু যে ইংলণ্ড দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য ২০০০০০০০০ বিশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং যে ইংলণ্ড ঐ মহতী কীর্ত্তি দ্বারা জগৎমান্য হইয়াছেন, সেই ইংলণ্ড যে দাসত্ব প্রথার কিছুমাত্র পোষকতা করিবেন, ইহা কি বিশ্বসনীয় হইতে পারে? কখনই না কখনই না।

* এই বিপদ উপস্থিত হইবার আশঙ্কাক্রমে এই দেশে তুলা চাস করিবার চেষ্টা হইতেছে। নীল দ্বারা যেরূপ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে বোধকরি তুলাতেও সেই রূপ হইবেক।

৩রা জুন পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

সেনাপতি মাকিলন রিচমণ্ডের কএক ক্রোশ দূরে আছেন। বিদ্রোহীরা উক্ত নগরের সম্মুখে শিবির স্থাপিত করিয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে অধিক সংখ্য সৈন্য আছে।

বিদ্রোহীরা চিরমণ্ডের সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে জেমস নদীতে গবর্ণমেণ্টের মনিটর ও অন্যান্য লৌহাবৃত জাহাজকে পরাভূত করিয়াছে।

করিন্থের নিকটে অদ্যাপিও কোন যুদ্ধ হয় নাই। সকলে অনুমান করিতেছেন, মেম্ফিস নগরের সন্নিহিত রাইট দুর্গের নিকটে গবর্ণমেণ্টের কামানের জাহাজের সহিত বিদ্রোহীদিগের কামানের জাহাজের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে।

গবর্ণমেণ্টের একজন সেনাপতি এক ঘোষণা পত্র দ্বারা জির্জ্জিয়া দক্ষিণ কারোলিনা ও ফ্লোরিডার ক্রীত দাসদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার আজ্ঞা দেন। সভাপতি লিঙ্কলন বলিয়াছেন ঐ ঘোষণা তাঁহার অসম্মতিতে হইয়াছে।

নিউ অর্লিয়ন্সের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মভার সবিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতেছে।

রোমনগরস্থিত ফরাশী সেনা কমাইয়া অর্দ্ধেক করা হইয়াছে। কাউণ্ট মন্টিবেলো তত্রত্য সেনাপতি হইয়াছেন। মসুর লাবালেট রোমে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

হাউস অব কমন্সে দুই দলে (হুইগ ও টোরি) সাধারণ ব্যয় লইয়া ঘোরতর বিবাদ করিবেন। ষ্টান্স ফিল্ড সাহেব প্রস্তাব করিবেন এই ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। লার্ড পামরষ্টন এই প্রস্তাব সংশোধনের প্রসঙ্গ করিবেন।

যদি ষ্টান্সফিল্ড সাহেবের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় তাহা হইলে ওয়ালপোল সাহেব লার্ড পামরষ্টনের প্রস্তাবের সংশোধনপ্রসঙ্গ করিবেন।

হাউস অব কমন্সে এই প্রস্তাব হইয়াছিল, সেনাদলের আফিসরের পদ ক্রয় করিবার প্রথা আছে, তাহা রহিত করিবার গুণানুসারে পদ বৃদ্ধির নিয়ম করা কর্ত্তব্য। এপ্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

হিরাটের সহিত আফগানিস্থানের যে যুদ্ধ হইতেছে, হাউস অব কমন্সে তদ্বিষয়ক তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। লার্ড পামরষ্টন বলেন এযুদ্ধে ইংলণ্ডের হস্তার্পণ করিবার আবশ্যকতা নাই।

তুরস্ক সেনারা মন্টিনিগ্রোর লোকদিগকে কয়েক যুদ্ধে গুরুতররূপে পরাজিত করিয়াছে।

—০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের

আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৯ এ মে—বাবু রামতারক রায় রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সদরআলা হইবেন।

বাবু মদনগোপাল নোম বগুড়ার প্রতিনিধি সদর আমীন ও সদর মুনসেফ হইবেন।

১৭ই জুন—বাবু অন্তবানন্দ গোস্বামী গৌহাটির সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাকার্য্যের কমিটির এক জন সভ্য হইবেন।

১৮ই জুন—জে, সি, গেডিস সাহেব পাবনার সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাকার্য্যের কমিটির এক জন সভ্য ও সেক্রেটারি হইবেন।

১৯এ জুন—জে. এফ, কে, হিউইট সাহেব সাহাবাদের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এল, হিলি সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

১০ই জুন—সাঁওতাল পরগনার অন্তঃপাতি দুমকার সহকারী কমিসনর জে, স্কট সাহেব মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তঃপাতি রাজমহলের সহকারী কমিসনর এ, ডবলিউ, কসাট সাহেব মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতি গদার সহকারী কমিসনর জি, সি, এম স্মিথ সাহেব ফৌজদারি আইনের ৩৮ ধারানুসারে সেসিয়নে ও সুপ্রিমকোর্টে সমর্পণ করিবার মোকদ্দামার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন। এবং তন্নিমিত্ত সকল ক্ষমতা পাইবেন।

২১এ জুন—নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা হাবড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইবেন।

আলানষ্টোকস সাহেব। বাবু হীরালাল শীল।

এস, লচ সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের ইতিহাস ও বার্ত্তা শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক হইবেন; কিন্তু যতদিন অন্যকোন আজ্ঞা না হয় উক্ত কালেজের প্রতিনিধি ইতিহাস ও বার্ত্তা শাস্ত্রের অধ্যাপক থাকিবেন।

বাবু প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সি কালেজের ইতিহাস ও বার্ত্তা শাস্ত্রের প্রতিনিধি সহকারী অধ্যাপক হইবেন।

কাসিমপুরের মুনসেফ বাবু গোপীনাথ মৈত্র ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৫০ ধারানুসারে

শারদ পুরে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২৩এ জুন—জে, ডবলিউ বাক্ সাহেব বালেশ্বরের লবণের এজেন্টের প্রতিনিধি সহকারী হইবেন।

ডবলিউ কেম্বল সাহেব ২৪ পরগণার মাজিস্ট্রেটের সহকারী হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির সহকারী মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকেরা ১৮১৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮০৮ অব্দের ২৯ আইন দ্বারা ১৮৩৫ অব্দের ৯ আইনের ২ ধারানুসারে ২৪পরগনার নিমক চৌকির সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের বিচারের ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট মৌলবী আবদুল লতিফ সিয়ালদহের মৌলবী ওয়াহিদ্দিন নবি।

কাজি মৌলবী আলি মহম্মদ।

পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি প্রদেশীয় পণ্ডিত।

২৪ এ জুন—ভগল পুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি বি স্কিনার সাহেব প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

পাটনার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, ডবলিউ, আলেক জাণ্ডার উক্ত জেলার দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই গ্রে সাহেব মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু যতদিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

সি বি গারেট সাহেব পাটনার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন। কিন্তু যত দিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় হুগলির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

ডবলিউ এল, হলি সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবে।

এই নিয়োগ গুলি উইগ্রাম সাহেবের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইবার পর অবধি হইবে।

প্রেরিত।

সবিনয় নিবেদন মহাশয়! কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক মদীয় কতিপয় পংক্তি সংশোধন করিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবেন।

আমি পূর্ব্বে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বিষয় লিখিয়াছি, এক্ষণে ফৌজদারী আদালতের বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু এক্ষণে পুলিসের আইন পরিবর্ত্ত হইয়াছে সুতরাং পুরাতন পুলিস দেখিয়া আমি যে সকল বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, তাহা লেখা বৃথা। যাহা হউক, মফঃসলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্য পরীক্ষার্থ এক জন লোক নিযুক্ত হওয়া উচিত, অথবা উপরিস্থ বিচারপতিরা অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে দুই বার আসিয়া গোপনে প্রজাদিগের নিকট হইতে ইহাদিগের গুণ দোষের বিষয় শ্রবণ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। আমি বহুতর স্থানে দেখিয়াছি যে অনেক ডেপুটী বাবুরা ভালরূপে কার্য্য করেন না, এবং ইহাদিগের প্রকৃতিও ভাল নহে। কেহ কেহ অতিশয় ধূর্ত্ত, কৌশল কৌশল করিয়া আপনার উন্নতি করিয়া লন, পরের দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। কেহ কেহ অর্দ্ধ উন্মত্ত, আপনি কিছুই করিতে পারেন না, পরের দ্বারা সকল কার্য্য করাইয়া লন, কেহ কেহ অতিশয় উদ্ধত স্বভাব অত্যন্ত লোক পীড়ন করেন, কেহ কেহ অভিমানী আপনার পদের গৌরবে অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তিকেও ক্লেশ দেন।

দূরহউক আর ডেপুটী বাবুদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া লেখনী দূষিত করিবার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে পুলিষের আর একটি বিষয় লিখিতে হইবে। মফস্বলে সিপাহী সৈন্যেরা অতিশয় দৌরাত্ম্য করে, পুলিষ দ্বারা কোনরূপে শাসিত হয় না, অতএব এবিষয়ের একটা উপায় হওয়া উচিত। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি বেলগ্রামে অর্দ্ধেকের অধিক লোক ঐজন্যে উঠিয়া গিয়াছে। হায়! তাহাদিগের ভগ্ন গৃহসকল দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কোন কোন গৃহ একেবারেই ভূমিশায়ী হইয়াছে; কোন গৃহের ভিত্তি অর্দ্ধভগ্ন হইয়াছে তন্মধ্য দিয়া আলোক দেখা যাইতেছে, কোনগৃহের উপরে তৃণমাত্রও নাই, কোন কোন গৃহের অঙ্গনে কেবল ভগ্ন মৃৎপাত্র মাত্র পতিত রহিয়াছে, এইসকল দেখিয়া অন্তঃকরণ দুঃখে পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু কি করি কোন ক্ষমতাই নাই, পরিশেষে এই ভাবিতে লাগিলাম তস্মাদৃতে জগত্রাণাৎ কোন স্ত্রাতা ভবিষ্যতি, সেই জগত্রাতা ব্যতীত রাজভৃত্যের দৌরাত্ম্য হইতে আমাদিগকে কে রক্ষাকরিবে।

ভ্রমণ কারিণঃ

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহোদয়েষু।

১। এখানকার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এইচ্ এইচ্ রবিন্সন্ সাহেব কি কুক্ষণেই মেদিনীপুরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এখানে পদার্পণ করিবার অনতিবিলম্বেই পীড়া পিশাচী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রায় একদিনও স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করিতে শক্ত হন নাই। এক মাস অতীত না হইতে হইতে দুরন্ত কাল তাঁহাকে কবলিত করিয়া, স্বীয় জঠরজ্বালা নিবৃত্ত করিয়াছে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান রিকর্ডরের কোন পত্রপ্রেরক অত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ আসিষ্টান্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত বি কেণ্ডল সাহেব মহোদয়ের কুচিকিৎসায় রবিন্সন্ অকালে মানব লীলাসম্বরণ করিয়াছেন বলিয়া একখানি ঘৃণিত পত্র প্রকাশ করাতে শ্রীযুক্ত ডাক্তর সাহেব ও শ্রীযুক্ত উইলিয়ম টেরি ক্রোধান্ধ হইয়া পত্রপ্রেরকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সন্দিগ্ধচিত্ত কেবল ইংরাজিভাষাভিজ্ঞ কৃতবিদ্য বাঙ্গালিগণের দ্বারে দ্বারেই ভ্রমণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে মিসনরি শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড কিন সাহেব মহোদয়ের বাতায়নতলে দৃষ্টিপাত করিয়া শঙ্কচিতচিত্তে প্রত্যাগত হইতেছে। শুনিতে পাই রিফরমর সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লেখা হইয়াছে। প্রত্যুত্তর পাইলেই একটি মিথ্যাপবাদের মোকদ্দমা উত্থাপিত হইবেক।

২। এই জিলার অন্তঃপাতি থানা কেশপুর সন্নিহিত শির্ষাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার মহাপাত্র নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির একটি একাদশবর্ষীয় সন্তান ঐ গ্রামনিবাসি কতিপয় নীচ জাতীয় দুরাত্মা কর্ত্তৃক নিহত হওয়াতে অত্রত্য সেসন জজ শ্রীযুক্ত আর, এইচ্ রশেল সাহেব মহোদয়ের বিচারে হত্যাকারি ৫ ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইয়া দুরাত্মাদিগের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অবস্থানের আদেশ হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ তদীয় পিতাই বালকটির অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার মূলীভূত কারণ। রামকুমার বাবু প্রায় লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া তাহার হস্তে কিছু টাকা দেওয়াতে বালকটী সুদের লোভে ঐ দুরাত্মাদিগকে প্রদান করিয়াছিল। ঐ বালক এক দিবস মৃত্যুকর্ত্তৃক আহূত হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে ঐ দুরাত্মাদিগের ভবনে সুদ আনিবার প্রত্যাশায় গমন করিয়া তাহাদিগের সহিত বাক্কলহ করাতে তাহারাও উচ্চবাক্য প্রয়োগ করে। তাহাদিগের দৌরাত্ম্যবৃত্তান্ত 'জনকের কর্ণগোচর করিব' বলিয়া ঐ অবোধবালক দুষ্টগণকে ধমকাইলে তাহারা ভীত হইয়া ঐ বালকটীকে হত্যাকরিয়া আপনাদিগকে নিরাপদ জ্ঞান করে। এদেশীয় ধনাঢ্য মহাশয়েরা প্রায় আপনাদিগের সন্তানগণের শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন হইয়া এই প্রকারে মনস্তাপ ভোগ করিয়া থাকেন।

১৯এ জুন ১৮৬২।
মেদিনীপুর।

প্রবাসি জনস্য।

মূল্যপ্রাপ্তি।

পোতাজিয়ার বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাবনা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানথ রায় যশোহর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫
,, কেদারনাথ দাস মেদিনীপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫
,, হরিহর মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫
,, রেবরেণ্ড ষ্টরন সাহেব কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫
,, রামনারায়ণ দাস কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫
,, ধনপতি সিংহ বালচর মুরশিদাবাদ
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৭০বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০
,, মহিমচন্দ্র মজুমদার বগুড়া
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫
,, কৈলাসচন্দ্র দত্ত চিৎপুর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫
,, কর্ণেল জেনিংস সাহেব লণ্ডন
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৭০বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১২

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

৪ ভাগ। ৩৩ সংখ্যা। } সন ১২৬৯। ২৪ আষাঢ়। ইং ১৮৬২। ৭ জুলাই { মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

২৩এ আষাঢ় সোমবার।

হুগলীর জুরি ও নরবলি।

কয়েক সপ্তাহ অবধি হুগলীর নরবলি প্রসঙ্গ লইয়া তুমুল আন্দোলন হইতেছে। ইংরাজী সম্পাদকদিগের অনেকে বাস্তবিক বোধ করিয়া ইহাতে প্রত্যয় করিয়াছেন। তৎসংক্রান্ত মকদ্দমায় যাঁহারা জুরি হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ঐ ঘটনা হইবার এবং জুরির বিচারে দোষ থাকিবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহার বিবেচনা করিয়া লোকের মনে যে অযথাভূত সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহার দূরীকরণ নিতান্ত আবশ্যক। হুগলী কলিকাতার অধিক দূরবর্ত্তী নহে। উহা গবর্ণমেণ্টের চক্ষুর উপরে রহিয়াছে বলিলে হয়। বিশেষতঃ [illegible] ও ডাকাইতি কমিসনর হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতিতে যে প্রতাপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তত্রত্য লোকেরা আজিও বিস্মৃত হন নাই, বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনাও নাই। এরূপ স্থলে আজি কালি নরবলি দিবার ইচ্ছা ভ্রমক্রমেও কি কাহার মনের মধ্যে উদিত হওয়া সম্ভাবিত হয়? যাহা হউক, এক্ষণে উহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করা হইতেছে পাঠকগণ! উহার তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিবেন।

জাহানাবাদে রামেশ্বর রায় নামে এক জন সদ্গোপ বাস করে। উহার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি আছে। তন্মূলক (যেমন আমাদিগের জমীদার ও তালুকদারগণের সচরাচর হইয়া থাকে) প্রতিবাসিগণের সহিত তাহার সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। সে নিজেও ভাল মানুষ নহে। কয়েকবার তাহার নামে নালীশ হইয়াছিল, তাহার দ্বারা গুরুতর পাপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসম্ভাবিত নয়। কিছু দিন হইল, কয়েক ব্যক্তি একপরামর্শী হইয়া বৈরসাধন করিবার উদ্দেশে হুগলীর ডাকাইতি কমিসনরের নিকটে এই বলিয়া নালীশ করে যে রামেশ্বর একটি বিংশতিবর্ষীয় যুবককে আপনার প্রতিষ্ঠিত কালীর নিকটে নরবলি দিয়া তাহার দেহ অর্দ্ধ দগ্ধ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছে। কমিসনর তৎক্ষণাৎ তাহার বাটীতে যাইয়া তাহাকে ধৃত করিয়া সেসিয়নে সমর্পণ করেন। এস্থলে ইহার উল্লেখ করা আবশ্যক যে তাহার কালীর নিকটে যুবকের ছিন্ন মস্তক দৃষ্ট হয়। রামেশ্বরকে দুশ্চরিত্র বলিয়া পূর্ব্বে জজের সংস্কার জন্মিয়াছিল; এক্ষণে এই অপবাদ শ্রবণ ও তাহার দেবী গৃহে ছিন্ন মস্তক দর্শন করিয়া তাহাকে অপরাধী বলিয়া ধ্রুবজ্ঞান জন্মিল, এবং জুরির নিকট ঐ সংস্কারের অনুরূপ মকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করিলেন।

"রামেশ্বরের বিপক্ষে যাহারা সাক্ষ্য দিতে আইসে, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান, সে বলিল, ৬ই জৈষ্ঠ অমাবস্যা প্রায় রাত্রি ৮;০ ঘটিকার সময়ে রামেশ্বর বিংশতিবর্ষীয় একটি যুবককে নরবলি দিয়াছে। জুরিরা জিজ্ঞাসা করিলেন" তুমি কি প্রকারে জানিলে?" সাক্ষী বলিল "আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি" সে আরও বলিল যে আমি দেড়রশি (১২০ হাত) দূরে দণ্ডায়মান ছিলাম, দেখিয়াছি রামেশ্বর এক হস্তে যুবককে ধরিয়া অন্য হস্তে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়াছে।" কিন্তু জুরিরা পঞ্জিকা আনাইয়া দেখিলেন ৬ই জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা নহে। অপর, অমাবস্যার রাত্রি, ঘোরতর অন্ধকার, ১২০ হাত দূর হইতে সমুদায় নিরীক্ষণ করা কি সম্ভাবিত হয়? সাক্ষী বলে, রামেশ্বরের নিকটে প্রদীপ ছিল না। বিশেষতঃ বিংশতি বর্ষীয় যুবককে রামেশ্বর এক হস্তে ধরিয়া অন্য হস্তে বলি দিল! সে গোল যোগ অথবা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল না! ইহা কখন সম্ভাবিত হয় না। অপর, বলীকৃত ব্যক্তির মস্তক গোলাকারে ও [illegible]

খায় ছিন্ন দৃষ্ট হয়। এক হাতে ধরিয়া অন্য হস্তে ছেদন করিলে সেরূপ হইবার সম্ভব নাই। পক্ষান্তরে রামেশ্বরের পক্ষীয় সাক্ষিগণ বলে ৬ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যার সময় তাহার স্ত্রী প্রসব হয়; সে ধাত্রী আনাইয়া আপনার অপর একটী সন্তান লইয়া নিজ গৃহে বসিয়া ছিল। তিন জন সাক্ষী এই রূপ কহিয়াছে। তাহাদিগের জবানবন্দির কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

এরূপ স্থলে কোন্ জুরি এই ব্যক্তিকে অপরাধী বলিতে পারেন? জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ব্যবস্থাপকেরা বলিয়াছেন "জুরিরা সাক্ষিগণের জবানবন্দির অনুসারে আত্মমত প্রকাশ করিবেন"। অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ দুই প্রকারে সপ্রমাণ হইতে পারে, এক, ধর্ম্মনীতির অনুসারে; দ্বিতীয়, আইনের অনুসারে। আইনের অনুসারে যে ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ না হয়, বিচারপতি কখন তাহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন না! যদি এই নিয়ম হইল, তাহা হইলে হুগলির জুরিদিগের কি দোষ আছে? তাঁহারা কি এক ব্যক্তির পূর্ব্বকার দুশ্চরিত্রতার কথা শুনিয়া সন্তোষকর প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার প্রাণ দণ্ডের বিধেয় মত দিতে পারেন? অর্থী কি তাঁহাদিগের নিকটে রামেশ্বরের দোষ সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? বলা হইয়াছে রামেশ্বরের কালীর নিকটে ছিন্ন মস্তক পাওয়া যায়। তাঁহার শত্রুরা কি অন্যের ছিন্ন মস্তক লইয়া তাহার কালীর নিকটে রাখিতে পারে না? সে সেদিবস ব্যস্ত ছিল। এস্থলে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, রামেশ্বর যখন গোপনে নরবলি দিয়াছে বলিয়া কথা হইতেছে, তখন তাহা প্রকাশ হইলে দণ্ডগ্রস্ত হইতে হইবে তাহার সে শঙ্কা ছিল সন্দেহ নাই। যাহার এরূপ শঙ্কা রহিল সে যে নরবলি দিয়া সেই ছিন্ন মস্তক কালীর নিকটে রাখিয়া দিল, অন্যে আসিয়া অনায়াসে দেখিয়া গেল, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার বিপক্ষগণ হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে ঐ কাণ্ড ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি গোপনে মনুষ্য হত্যারূপ বৃহৎ কাণ্ড করিতে পারিল, সে কি একটী মস্তক গোপন করিতে পারিত না? বরিসালে একবার এই রূপে এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়। সে জমীদারকে জব্দ করিবার জন্য স্বীয় কন্যার শিরশ্ছেদন করিয়া হত্যাকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীর নামে অপবাদ দেয়। আমরা শুনিয়াছি যুবকের স্বাভাবিক পীড়ায় মৃত্যু হয়, তৎপরে রামেশ্বরের বিপক্ষেরা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া উল্লিখিত কালীর মন্দিরে লইয়া রাখে। পীড়ামৃত ব্যক্তির শব লইয়া বিপক্ষকে জব্দ করিবার কথা পূর্ব্বে অনেক শুনা গিয়াছে। প্রায় তিন বৎসর হইল চব্বিশ পরগণার মধ্যে এই রূপ একটি ঘটনা হয়। যাহারা জুরি হন ও আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝেন, তাঁহারাই জানিতে পারেন জুরির কার্য্য কেমন গুরুতর। বিচারপতি বলিতেছেন বলিয়াই যে তাঁহারা এক ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিবেন, একথা কে বলিবেন? পরমেশ্বরের নিকটে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের জন্য দায়ী হইবেন? পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এরূপ স্থলে জুরিদিগকে জজের কটুবাক্য কহা অন্যায় সন্দেহ নাই। জুরিদিগেরও কর্ত্তব্য তাহারা এবিষয়ের প্রতিবাদ করেন।

প্রধানতম বিচারালয়।

গত সোমবার অবধি সুপ্রীম ও সদর আদালতের একতা হইয়াছে। ঐ দিবসের অতিরিক্ত গেজেট দ্বারা এই প্রধানতম বিচারালয় স্থাপন বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। মঙ্গলবার ১৪ জন বিচারপতি গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়া যথাবিধি শপথ করিয়াছেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায় পীড়া বশতঃ প্রথমাবধি এই বিচারালয়ে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। আমরা প্রামাণিক লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, ইংলণ্ডেশ্বরী এতদ্দেশীয় বিচারপতি নিয়োগের ভার গবর্ণর জেনরলের হস্তে দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জন বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর যত দিন ইচ্ছা, বিচারপতিরা নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

যে নিয়মে বিচারালয় স্থাপিত হইবে, এবং যে সকল ব্যক্তি উহাতে ওকালতি করিতে পারিবেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। আপাততঃ সদর ও সুপ্রিমকোর্টের যে দুই বাটী আছে, সেই উভয় স্থানেই বিচারপতিরা বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কলিকাতার ও মফস্বলের ইউরোপীয়দিগের বিচার পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণেও সুপ্রিমকোর্টে হইবে। যে সকল কাজ বাকী পড়িয়াছে সদর আদালত আপাততঃ তাহার নিষ্পত্তি ও আপীল শ্রবণ করিবেন। যত দিন একটি প্রশস্ত বাটী প্রস্তুত না হয়, তত দিন এই রূপে কার্য্য চলিবে। ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় জাতিকেই এই অবধি একবিধ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের অধীনস্থ হইতে হইবে। এই সঙ্গে উভয় জাতিকে এক বিচারালয়ের অধীনস্থ করা হইলেই ভাল হইত। এই বিষয়ের সুসিদ্ধি হেতু আমাদিগকে কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে সন্দেহ নাই। প্রধানতম বিচারালয় ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগের বিবাহ ও দম্পতীর পরস্পরকে পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ের বিচারাদি করিবেন। যে সকল ফৌজদারী মকদ্দমা প্রথমাবধি এই বিচারালয়ে হইবে, তাহার আর আপীল হইবে না। অধস্থ বিচারালয়ে দণ্ড হইলেও যে মকদ্দমা প্রধানতম বিচারালয়ের গ্রাহ্য হইবে, ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রিবি কৌন্সিলে তাহার আপীল চলিবে। দেওয়ানী বিষয়ে যে স্থলে ১০,০০০ দশ হাজারের অধিক টাকার মকদ্দমা হইবে, সে স্থলে আপীল চলিবে।

ইহার অল্প টাকার মকদ্দমায়ও যদি কোন বিষয়ে আইনের ব্যতিক্রম ঘটে অথবা আডবোকেট জেনরল তাহা গ্রাহ্য করেন তাহা হইলে তাহার আপীল হইবে। আপীল হইলে নথির সমুদায় নকল প্রেরণ করিতে হইবে। আর আর নিয়ম সকল সমান রহিল।

বিচারালয়ের কার্য্যের নিয়মাবলি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা প্রকাশ হইলে আমরা পাঠকবর্গের গোচর করিতে ত্রুটি করিব না। আমাদিগের দেশের অনেকে শঙ্কা করিয়াছিলেন, প্রধানতম বিচারালয়ে মকদ্দমা করিতে হইলে সুপ্রিমকোর্টের ন্যায় অধিক ব্যয় লাগিবে। কিন্তু আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি সে কেবল তাঁহাদিগের শঙ্কা মাত্র। এতদ্দেশীয় অনেক উকীল তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; প্রতিবৎসর অনেক বি, এল উকীল হইবেন। এমত স্থলে অধিক ব্যয় হওয়া সম্ভাবিত নহে।

═══

হুগলির ইমামবাড়ী ও বর।

সম্প্রতি হুগলীতে এক লজ্জাকর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। এক ভদ্রলোক সমারোহ করিয়া তত্রত্য এমাম বাড়ীর নিকট দিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন। তত্রত্য মাতয়ালী (এমামবাড়ীর কর্ত্তা) উক্ত বাটীর সম্মুখে বরযাত্রিদিগকে বাদ্য করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা সে কথা গ্রাহ্য না করাতে কয়েক জন মুসলমান আসিয়া মারামারি করিল। বর পাত্র পলাইয়া এক মিত্রের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে তাঁহারা এক শকটে করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ বিষয়ের নালীশ হইয়াছে। ইহার কি ফল হইয়াছে আমরা তাহার নিশ্চয় সম্বাদ পাই নাই, কিন্তু আমরা এক প্রামানিক লোক মুখে শুনিলাম, তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট পামর সাহেব (যিনি হুগলীর লোকদিগকে বল পূর্ব্বক রাজপথে জল দেওয়াইয়াছিলেন) আজ্ঞা করিয়াছেন, এমাম বাড়ীর নিকটে কোন হিন্দু বাদ্য করিতে পারিবেন না! কোন্ আইন অনুসারে এই আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

বর বাদ্য করিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছিল, ইমামবাড়ীর অধ্যক্ষ এই অপরাধে তাহাদিগকে প্রহার করিলেন, ইহা শুনিয়া পাঠকগণ বিস্ময়াপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইমামবাড়ীর অধ্যক্ষ যেরূপ লোক, তাঁহার গুণের কথা শুনিলে বিস্ময় জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ঐ ব্যক্তি এক জন আফগান, যে সময়ে ইংরাজদিগের সহিত কাবুলের যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে সে ইংরাজদিগের পক্ষ হইয়া চরের কার্য্য করিয়াছিল। সেই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ইমামবাড়ীর অধ্যক্ষতা পদ প্রদান করেন। ঐ ব্যক্তি অতিশয় মূর্খ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। সে যখন স্বদেশের বিপক্ষ হইয়া চরের কার্য্য করিয়াছে তখন তাহার স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বদেশানুরাগের সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে। তাহার অসাধ্য কোন কর্ম্ম আছে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

যাহা হউক, হুগলির মধ্যে তাহার ঐরূপ কার্য্য করা অল্প সাহসের কর্ম্ম নহে। এ চট্টগ্রাম বা গোয়ালপাড়া নহে যে হঠাৎ কেহ কিছু করিতে পারিবে না। আমরা অনুরোধ করিতেছি এই বৃদ্ধ ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তির ও তাহার দুশ্চরিত সহচরদিগের সমুচিত দণ্ড হয়। মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই হুগলীর শাখাভারতবর্ষীয় সভা ও তত্রত্য লোকে এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করুন।

═══

বারাসতের মারীভয়।

বারাসত প্রভৃতি স্থানের মারীভয় ক্রমশঃ আত্যন্তিক বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিদিন বহুসংখ্য লোকে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদিগকে জীবন্মৃত বলিলেই হয়। এক বৎসরের অধিক হইল, তাঁহারা জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি নানা রোগ ভোগ করিতেছেন। অনেকের এই সময়ের মধ্যে ৪০। ৫০ বার পীড়া হইল। সকল বাটীতেই পীড়া, সকল স্থানেই ক্রন্দন ধ্বনি, সকল পুষ্করিণীর তীরেই মৃত দেহ দৃষ্ট হয়! শবদাহ করেন, এরূপ লোক সকলের নাই। যাঁহাদিগের সঙ্গতি আছে, তাঁহারা নিয়মিত ঔষধ সেবন করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু বাঁচিয়া আছেন এই মাত্র। সকলেই প্রায় ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট! দরিদ্রলোকের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। যাহাদিগের কৃষিকার্য্যের উপরে নির্ভর, তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা নাই। রোগে রোগে জীর্ণ হইয়া তাহারা কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়িয়া আছে, সুতরাং পীড়া ও দারিদ্র্য তদ্বৎ গৃহে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অনেক গৃহ লোক শূন্য হইয়াছে। অনেক বালক ও বালিকা মাতা পিতা প্রভৃতি আশ্রয় হীন হইয়া ভিক্ষাজীবী অথবা কুটুম্বগণের গলগ্রহ হইয়াছে। কি বলবান, কি ক্ষীণ, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কেহই জ্বরের হস্ত হইতে মুক্ত নহেন। অন্য দেশ হইলে এত দিন ইহার প্রতিকার হইত সন্দেহ নাই।

বারাসতের শাখা ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর মারীভয় নিবারণের চেষ্টায় আছেন। চাঁদাদ্বারা যত দূর হইতে পারে তাঁহারা তাহা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বেগ নিবারণে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা এক প্রকার হতাশ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আবেদন পাইয়া এবিষয়ে কমিসনরের রিপোর্ট চাহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে আশ্রয় দিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; কিন্তু যত বিলম্ব হইতেছে, ততই লোকের কষ্ট অসহ্য হইতেছে। এক্ষণে কমিসনর নিজে যাইয়া সত্বর তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া এবিষয়ে রিপো

ষ্ট করেন এই আমাদিগের অনুরোধ। আমরা পূর্ব্বেও কহিয়াছিলাম, পুনরায় কহিতেছি, বারাসত প্রভৃতির স্থানদোষ জন্মিয়াছে। যাহাতে ঐ দোষ সংশোধিত হয়, বারাসতের শাখা ভারতবর্ষীয় সভা ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

—*—

দামোদরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ লোকদিগের দুরবস্থা !

আমরা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী শ্রীকৃষ্ণপুর হইতে এক খানি পত্র পাইয়াছি। উহা পাঠ করিলে কেবল যে দামোদরের পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামবাসিদিগের দুরবস্থার বিষয় অবগত হওয়া যায় এরূপ নহে, সময়ে সময়ে আমরা রাজকর্ম্মচারিদিগের দোষে যে সকল কষ্ট পাইয়া থাকি, উহা তাহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। দামোদরের যখন নৈসর্গিক অবস্থা (দুই পার্শ্ব খোলা) ছিল, তৎকালে উল্লিখিত প্রজাগণের এক্ষণকার শতাংশের একাংশ কষ্ট ছিল না, প্রত্যুত দামোদরের পলি ও উৎকৃষ্ট বারিসেক দ্বারা উভয় পার্শ্বের ভূমি অতিশয় শস্যশালিনী ছিল। প্রচুর শস্য লাভ লোভেই লোকে অন্যত্র হইতে আসিয়া উভয় পার্শ্বে বাস করেন।

যখন দামোদরের উভয় পার্শ্বে বাঁধ ছিল, তখনও অনেক অংশে লোকের স্বচ্ছন্দ ছিল। কখন কোন পার্শ্বের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে দুই একটি গ্রামের অনিষ্ট হইত এই মাত্র। কিন্তু প্রতি বৎসর এক গ্রামের অনিষ্ট হইত না। যে বৎসর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যে গ্রামের শস্য ক্ষতি হইত, তাহার পর বৎসর সে গ্রাম দ্বিগুণ লাভবান হইত। এক্ষণে পশ্চিম পার্শ্ববাসিদিগের কোন স্বচ্ছন্দই নাই। প্রতি বৎসর অবাধে তাহাদিগের শস্য ক্ষতি হইয়া থাকে। তবে যে বৎসর বর্ষা নিতান্ত অল্প হয়, সেই বৎসরই তাহারা দুই চারি মুষ্টি ধান্য পায়। জীবিকার স্বচ্ছন্দ ত এই গেল! তাহাদিগের বাস সুখের ও সীমা নাই! বর্ষাকালে বর্দ্ধমানের এক একটী গ্রাম এক একটি দ্বীপ স্বরূপ হয়; চতুর্দ্দিক জলাকীর্ণ ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়; গ্রামান্তরে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সর্ব্বনাশ; গ্রামান্তরে যাওয়া দূরে থাকুক, এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে যাওয়াও অসাধ্য সাধন প্রায় বোধ হয়; গ্রাম মধ্যে বন্যার জল প্রবিষ্ট হইয়া রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নিতান্ত দুর্গম করিয়া তুলে। ফলতঃ না আছে বাস সুখ, না আছে শস্য সুখ, কোন সুখই নাই! এত কষ্ট, তথাপি যে তাহারা বাসভূমি পরিত্যাগ করিতেছে না, সে কেবল তাহাদিগের পৈতৃক বাস ভূমিতে আত্যন্তিক মমতার পরিচয় দিতেছে। এ দেশীয়েরা যে পৈতৃক বাসভূমির প্রতি একান্ত আসক্ত, এটী তাহার একটি প্রধান উদাহরণ স্থল। যাহা হউক, এই হতভাগ্যদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ কৃপা কটাক্ষ করা উচিত। দামোদরের বহু স্থান নিতান্ত অপ্রশস্ত ও অগভীর। পর্ব্বত হইতে একদা অধিক জল আগমন করাতে নদীগর্ভ মধ্যে জল সমাবেশ না হইয়া দেশ ভাসিয়া যায়। স্থানে স্থানে দূরে বাঁধ দিয়া নদীগর্ভ প্রশস্ত করিয়া দিলে, এবং স্থানে স্থানে খাল কাটিয়া জল নির্গমের পথ করিয়া দিলে ঐ হতভাগ্যদিগের বর্ত্তমান ভাগ্য বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই সকল কার্য্যের ব্যয় সমাধানার্থ চাঁদা করেন, গ্রামস্থ লোকদিগের নিকট হইতে অনেক সাহায্য লাভ হইতে পারে।

"কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ঁ চাল।"

সম্পাদক মহাশয়! গত বৎসর দামোদর নদের জলপ্লাবনে তৎপশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণপুরনিবাসী জনগণের যে পর্য্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন লোক হত্যাদি যে সকল অনিষ্টাপাত হয়, তাহা মহাশয় ও কর্ত্তৃপক্ষ অবগত আছেন, সম্প্রতি এ বর্ষে পুলবন্দী কর্ম্মচারিদিগের অনবধানতায় যে ভয়াবহ দুর্ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন।

গত বর্ষের ন্যায় আমাদিগকে আর বিপদ সাগরে পতিত হইতে না হয়, তন্নিমিত্ত গ্রামস্থ সুশিক্ষিত জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় কএক মাস রাজধানীতে বাস করিয়া চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং সেতু কর্ত্তনের হেতুভূত কর্ণেল বিডেল সাহেবের সহিত অনেক বাদানুবাদ করিয়া অবতা কর্ত্তিত ও ভগ্ন সেতু বন্ধনের আদেশ বাহির করেন। তদনুসারে বর্দ্ধমানস্থ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত স্মীথ সাহেব কিছু কম ৮০০০ হাজার টাকা ব্যয়ের এষ্টিমেট্ করিয়া জনৈক সব-ইঞ্জিনীয়ার বাবু কেদারনাথ সেন ও সব-ওবরসীয়ার লক্ষ্মণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর সেতু নির্ম্মাণের ভারার্পণ করেন এবং লক্ষ্মণ বাবুকে সর্ব্বক্ষণ কার্য্য স্থলে উপস্থিত থাকিতে এবং কেদার বাবুকে মধ্যে মধ্যে কার্য্যের তত্ত্বাবধান লইতে আদেশ করেন। ভালই, বাবুরা চৈত্র মাহায় শ্রীকৃষ্ণপুরে উপস্থিত হইয়া কার্য্যারম্ভের আড়ম্বর করিলে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এদিকে কুলী লোক সমবেত হইয়া কাহার বাঁশ কাহার গাছ কাহার ভিটা কাটিতে প্রবৃত্ত হইল এবং নানাবিধ উৎপাত আরম্ভ করিল। বাঁধ হইবে বলিয়া সকলেই অম্লানমুখে পূর্ব্বোক্ত অত্যাচার সহ্য করিল। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! সকল ধুমধামই ক্রমে ধূম রূপে পরিণত হইল! কেদারনাথ বাবু নামে কিন্তু গুণে কেদারনাথ (সদাশিব) তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে লক্ষ্মণকে নন্দিস্বরূপ পাইয়াছিলেন, ভৃঙ্গীর অভাব ছিল। কোথা হইতে মাধবরায় নামে এক দীর্ঘকায় লম্বোদর ভৃঙ্গী জুটাইয়া সে অভাব দূরীকরণ করিলেন। তদ্ভিন্ন কতকগুলি চাপরাসী দফাদার প্রভৃতি ভূতপ্রেত সমবেত হইয়া এক অদ্ভুত ভূত-ভোজন আরম্ভ করিল। কে কোথা কি করে, তাহার অস্থি সন্ধি টের পাওয়া গেল না। সকলেই আপন আপন উদর পূর্ত্তির চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল; কুলী লোক হিসাব বুঝিয়া পায় না, রীতিমত কাজের মাপ হয় না সুতরাং কাজ আর এগোয় না, অনেক কুলী পলায়ন করিল, অবশিষ্ট লোক ইচ্ছামত ২।৪ ঘণ্টা কার্য্য করিয়া অপর চেষ্টায় প্রবিষ্ট থাকিল।

লক্ষ্মণ বাবু (না অলক্ষণ বাবু) সর্ব্বক্ষণ কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা দূরে থাকুক, সপ্তাহে তাঁহার এক বার দেখা পাওয়া দুর্ঘট হইল। যদি ইবা ভাগ্যক্রমে উপস্থিত হয়েন, কার্য্যের শৃঙ্খলা বা কুলীদের আপত্তি ভঞ্জনাদি আবশ্যক কর্ম্ম সকল না করিয়া কেবল ঢেঁকীজড়া পাখীর মত এখানে

ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। ভৃঙ্গী ভায়া হুন্‌কী দিয়া প্রজার বাঁশটা পাল্‌টা লইয়া নদী পার হইয়া যান। কেদার বাবুর তো বার পাঁওয়া ভার, মধ্যে মধ্যে এক আধ বার আসিয়া উকি ঝুঁকি মারিয়াই পলায়ন করেন। কিসে সত্বর কার্য্য সমাধা হয় তাহার উপায় অবধারণ বা অধীনস্থ শিথিল কর্ম্মচারিদিগের শাসন ইহার কিছুই করেন না, কেবল সর্ব্বারিষ্ট নিদান সাধন ভৃঙ্গীর ভঙ্গীরঙ্গিতে ভুলিয়া যান। গ্রামস্থ জমীদার মহাশয়েরা তাঁহাকে ও লক্ষণ অবতারকে ভুয়োভূয়ঃ সতর্ক করেন যে এগতিকে কখন বাঁদ প্রস্তুত হইবে না, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবেক, কিন্তু কে শুনে কার কথা, কেদার বাবু আর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার কথঞ্চিৎ অনবধান হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না বটে কিন্তু তৎকর্ম্মৈক ব্রতী কর্ম্মচারিগণ কি মন্ত্রে করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে রহিল তাহা অভাবনীয়। এমন কি মাসাবধি কাজের মাপ বা তত্ত্বাবধান কিছুই হইল না। কর্ম্মের সত্বরতা জন্য উত্তেজনা করিলে বারেক ভ্রূক্ষেপও করে না, 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' ভিতর ভিতর লাভের অভিসন্ধি রহিয়াছে, বাঁদ ভাসিলেই সে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

দুঃখের বিষয় এই যে জমীদার মহাশয়রা উজ্জন্য কেদার বাবুকে বিপদ আশঙ্কা সূচক সবিস্তার এক লিপি লেখেন। সেন বাবুর তাহাতে চৈতন্য হয় নাই, লিপির উত্তর দান বা কার্য্যের সত্বরতা সম্পাদন এপর্য্যন্ত তাহার কিছু করেন নাই। এদিকে আস্তে আস্তে বর্ষা উপস্থিত হইল। গত ৪ঠা আষাঢ় সন্ধ্যা অবধি পর দিবস বেলা ২॥ প্রহর পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে ধারা পাত হইল, ৬ই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় দামোদরের জল বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর হড়কা বান আসাতে একেবারে অসম্পূর্ণ নূতন সেতুখণ্ডকে ভগ্ন করিয়া ভীষণবেগে গ্রামকে আক্রমণ করিল। আমরা হঠাৎ জলবেষ্টিত হইয়া হাহাকার রবে স্বকীয় ও পুত্র কলত্রাদির জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলাম। জগদীশ্বরের কৃপায় সন্তরণাদি দ্বারা অনেক কষ্টে পরিজনের ও আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছি কিন্তু গৃহাদি অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

হায়! শব সাধন করিয়া যদি বা কর্ত্তৃপক্ষ প্রসন্ন হইলেন, অর্ব্বাচীন ও স্বার্থপর নৃশংস কর্ম্মচারিরা সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিল, গবর্ণমেন্টের অর্থও ব্যর্থ হইল। কার্য্যদক্ষ নিরপেক্ষ লোকের হস্তে কখন এরূপ গুরুতর কর্ম্মের শৈথিল্য হইত না। কখন তাঁহারা বর্ষা সন্মুখীন দেখিয়া নাসায় তৈল দিয়া নিদ্রা যাইতেন না। যে সময় ও যে টাকা ব্যয়ের জন্য নিয়োজিত ছিল, সতর্ক হইলে তাহাতে অবশ্যই সময়ে সেতু নির্ম্মাণ হইয়া সহস্র সহস্র লোকের জীবিকা রক্ষা হইত। বলিব কি তিন মাসের মধ্যে ঊর্দ্ধ সংখ্যা দুই সহস্র টাকার মৃত্তিকা নিক্ষেপ হইয়াছিল॥ (জানি না বাবুরা কত টাকা খরচ লেখেন)।

সম্পাদক মহাশয়! এক্ষণে গ্রামের অবস্থা দেখিলে কেবল ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। ভীষণ গর্জ্জন সহ বন্যাধারি শিয়াল কাল-ফণি সর্প আবাসস্থলে দংশন করিতেছে, মুখব্যাদান পূর্ব্বক সপ্তম পুরুষের অধিকৃত আশ্রমগৃহ গ্রাস করিতেছে। আবার বালুকারূপ গরলরাশি উদ্গীরণ পূর্ব্বক জীবিকাক্ষেত্র মরুময় করিয়া দিতেছে! ওদন ও আবাস চ্যুত হইয়া আমরা যে কীদৃশ নরক যন্ত্রণায় জীবন যাপন করিতেছি, তাহা ভগবান জানেন, এ অপেক্ষা আমাদের জলমগ্ন হইয়া প্রাণবিনাশ হইলে ভাল হইত। বর্ষার আরম্ভেই এই, না জানি অপরঞ্চ কিম্ভূত বিসাতি। মহাশয়! মাঞ্চেষ্টারের মজুরদিগের সাহায্যদানার্থে এদেশীয়দিগকে অনুরোধ করিতেছেন, আমরা স্বদেশস্থ অনাথ প্রজা অতএব যাহাতে এই হতভাগ্যদিগের প্রতি গবর্ণমেন্টের এবং দেশহিতৈষী মহোদয়দিগের কৃপা কটাক্ষ হয় এমত উপায় বিধান করিবেন। হে ধর্ম্মমূর্ত্তি ব্রাহ্মগণ! আপনারা কি আমাদের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিবেন না? অতি দূরবর্ত্তী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আপনারা প্রাণপণে সাহায্য দান করিয়াছিলেন, আমরা আপনাদিগের ক্রোড়ে বসিয়া ওদন বিনা গতাসু হইতেছি আমাদিগের প্রতি কি দৃক্‌পাতও করিবেন না? হে ভারতবর্ষীয় সভার সভামহোদয়গণ! আপনারা দামোদরের পশ্চিম পার্শ্বের দুর্গতি অবগত হইয়াছেন, এবিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে আর কত দিন উদাসীন থাকিবেন? রোগী মরিলে আর ঔষধে কি ফল হইবে? পরিশেষে, হে সম্পাদক মহোদয়গণ! আপনাদিগকেও সবিনয়ে জানাইতেছি আপনারা অনুকূল হইয়া যদ্যপি এপক্ষের পক্ষে লেখনী সঞ্চালন করেন তবে অবশ্যই আমরা দুস্তর দুঃখ সাগর হইতে নিস্তার পাই। বঙ্গাব্দা ১২৬৯ আষাঢ়।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি
শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসী প্রজাগণ।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়।

গত ১৬ই জৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার খানাকুল কৃষ্ণনগরস্থ সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক পারিতোষিকী ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পাঠ করেন। সভাস্থলে প্রায় ৪।৫ শত ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

পরমেশ্বরপ্রসাদে, সভাপতি মহাশয় ও সমবেত মহাশয়গণ! আমাদের এই খানাকুল কৃষ্ণনগরস্থ ইংরেজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের চতুর্থ পারিতোষিক দিন অদ্য উপস্থিত। আপনাদের সমাগম দ্বারা সেই পারিতোষিকী ক্রিয়া সেরূপ পূর্ণ হইবে, অদ্য এই নূতন বিদ্যা মন্দিরে পাঠার্থীদিগের প্রথম প্রবেশ সেইরূপ চরিতার্থতা লাভ করিবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেবালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতির কোন না কোন প্রকার প্রতিষ্ঠা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই সকল সাধু সমাগম অপেক্ষা আমাদের এই বিদ্যালয়ের পক্ষে অধিক আড়ম্বরের আর কি প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

যদিও আপনাদের অনেকে এ সমুদায় অবগত আছেন, তথাপি, যখন, অদ্য এই বিদ্যা মন্দিরে পাঠার্থীদিগের প্রথম প্রবেশ বলিয়া আপনাদের নিকটে নিবেদন করিলাম, তখন, আমার ইহাও নিবেদন করা কর্ত্তব্য যে এই চারি বৎসর কাল পাঠশালার সমুদায় কার্য্য আমার পিতৃঠাকুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। প্রকাশ্য রূপে পিতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের দেশের প্রচলিত পদ্ধতি নহে, নতুবা তিনি যে অমায়িকতা ও সদাশয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় বহির্বাটীর বিশিষ্ট রূপ অংশ পাঠশালার কার্য্যে এত দিন নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত, এই উপলক্ষে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতাম। বিদ্যামন্দিরটী যে এরূপ সুগঠন ও সুশ্রী দেখিতেছেন তাহা কেবল তাঁহার অবিশ্রান্ত যত্ন, অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই সম্পাদিত হইয়াছে।

বিদ্যামন্দিরে প্রকৃষ্ট রূপে প্রবেশ করিয়া যেরূপ আহ্লাদ অনুভব করিতেছি, তাহার সঙ্গে

আমার একটী মহৎ শোকেরও আবির্ভাব হইতেছে। সেই মতিমান্ বিদ্যাবান্ অমায়িক, অশেষ গুণ সম্পন্ন পুরুষ, যিনি প্রথমে এই পাঠশালার শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়া ইহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, যিনি ছাত্রবর্গকে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সহিত উপদেশ দিতেন, যাঁহার গুণে গ্রামস্থ সকল লোকেই বশীভূত হইয়াছিল, যিনি এই পাঠ গৃহের গঠনোপযোগী প্রথম ইষ্টিকা সকল ভিন্ন গ্রামে ক্রয় করিয়া আইসেন, তিনি অদ্য জীবিত নাই এ সমুদয় সন্দর্শন করিতে পারিলেন না ইহাঅপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিষয় গিরিশ চন্দ্র গুপ্তের নাম স্মরণ হইল তাঁহার সহিত পরিচিত কোন্ ব্যক্তির হৃদয় না বিদীর্ণ হয়। যে বাঙ্গালা পাঠশালার অপত্যস্বরূপ আমাদের এই ইংরেজী সংস্কৃত বিদ্যালয়, তাহার সংস্থাপনবিষয়ে যিনি বিশিষ্টরূপ যত্নবান ছিলেন, তাহাকে প্রথমে ক্ষীণকায় দেখিয়া যিনি সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ থাকিতেন, তাহাকে পরিবর্দ্ধিত করিবার মানসে যিনি অনেকের দ্বারস্থ হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার অবস্থান গৃহের অসদ্ভাব দেখিয়া যিনি আপনাদের বাসগৃহের বহির্বাটীর অধিকাংশ-যাহাতে সম্প্রতি ইংরেজী স্কুল সংস্থাপিত ছিল—প্রায় চারিবৎসর কাল আপনাদের অনেক অসুবিধা হইলেও, অধ্যয়নাদি কার্য্যের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই দেশহিতৈষী পুণ্যাত্মা বৈকুণ্ঠনাথ সর্ব্বাধিকারী জীবিত থাকিয়া এই সকল সন্দর্শন করিলে তাঁহার কি সামান্য আহ্লাদ হইত। তাঁহাকে আহ্লাদিত দেখিলে আমার কি অদ্য সামান্য আহ্লাদ জন্মিত। অথবা এরূপ আক্ষেপ করিবারই আবশ্যকতা কি? এই পাপ পূর্ণ ধরাতলে সুখ ও শোক অভিন্নরূপে বিমিশ্রিত হইয়া মনুষ্যমাত্রেরই মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বিশুদ্ধ সুখ উপভোগ করিবার এই ভূমণ্ডলে কাহারই অধিকার নাই।

পাঠগৃহ নির্ম্মাণ করিতে কত ব্যয় হইল এখনও তাহার হিসাব হয় নাই। সমুদয় শেষ হইলে আপনাদের নিকট পরে নিবেদন করিব।

পাঠগৃহ সংক্রান্ত যাহা বক্তব্য আপনাদের নিকট তাহা একপ্রকার নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে শিক্ষক মহাশয়দিগের কথা নিবেদন করি। আপনারা ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত বৎসর এইরূপে সমবেত হইবার প্রায় ডেড় মাস পরে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ, প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। যতদিন পর্য্যন্ত শ্যামাচরণ বাবু আগমন না করিয়াছিলেন, ততদিন শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী সবিশেষ যত্ন সহকারে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু শ্রাবণ মাস অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পৌষ মাসে বিদ্যাসংক্রান্ত কার্য্যের গবর্ণমেণ্টের সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত আটকিন্‌সন সাহেব তাঁহাকে মালদহের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে আমাদের এখানকার কর্ম্ম তাঁহাকে অগত্যা পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি এখানে থাকিতে থাকিতে অন্য দুই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহার পূর্ব্বে সবিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাদের স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেও তিনি আমাদের এখানকার মায়া পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের ওখানে কর্ম্মগ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। পরিশেষে, ডিরেক্টরের অভ্যর্থনায় অনাদর প্রদর্শন করা বিধেয় হয় না এই বিবেচনা করিয়া এবং পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার পাশে বদ্ধ হইয়া তিনি মালদহের কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্ বিদ্যাবান্ সুশীল, সচ্চরিত্র ও শিক্ষাকার্য্যে পটু, তাহাতে আমাদের এখানকার ছাত্রগণ যে তাঁহার প্রতি বিশিষ্ট রূপ অনুরক্ত ছিল এবং অ[illegible] সকলেই যে তাঁহাকে ভাল বাসিত ও শ্রদ্ধা করিত, একথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। ভদ্র স্থানে যে সজ্জনের সমাদর হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্যামাচরণ বাবুরও এখানকার প্রতি ও এখানকার ইংরেজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতি এরূপ মমতা জন্মিয়াছিল যে তিনি গমন কালে অজস্র অশ্রু বিন্দু বিসর্জ্জন দ্বারা স্বয়ং দুঃখিত হইয়া গিয়াছেন এবং বন্ধুবর্গকেও দুঃখিত করিয়া গিয়াছেন। শ্যামাচরণ বাবুর গমনের পর কয়েক দিবস শ্রীযুক্ত বাবু ললিতামোহন চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট আগ্রহের সহিত [illegible]না বেতনে প্রধান শিক্ষকতা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট, শ্যামাচরণ বাবুর নিকট, এবং আনন্দকুমারের নিকট অদ্য প্রকাশ্যরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইতেছি। ললিতামোহন বাবু কয়েক দিন কর্ম্ম করিলে পরেই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এ প্র[illegible]ন শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের যৎপরোনাস্তি উপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন শিক্ষাকার্য্যে যেরূপ আগ্রহযুক্ত ও পটু আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহদৃষ্টি এখানকার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তিনি যেরূপ শান্তস্বভাব ও [illegible]য়িক তাহাতে সমুদয় বিবেচনা করিলে আমাদের এই পাঠশালার পক্ষে তাঁহার মত অন্য শিক্ষক অতি বিরল অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু সুখ কি চিরস্থায়ী হয়? আমাদের এই বিদ্যালয়ের সৌভাগ্য কি চিরকালই অব্যাহত থাকিবে? কৃষ্ণকমল বাবু আর এখানে থাকিতে পারিবেন না, আগামি ২০এ জ্যৈষ্ঠ অবধি তাঁহাকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে। শিক্ষাকার্য্যের গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহোদয়ের অভ্যর্থনায় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতম সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার এখান কার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বড় ইচ্ছা ছিল না। আমি সবিশেষ অনুরোধ করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে কর্ম্মটী স্বীকার করাইলাম। বুঝিতেছি যে এরূপ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ ক্ষতি করিলাম। কিন্তু বলিলে কি হয়, আমাদের এখানে [illegible]সে ৮০ আশি টাকা মাত্র বেতন, নূতন কর্ম্মটীর মাসিক বেতন ২০০ দুই শত টাকা। কৃষ্ণকমল বাবুকে এ কর্ম্মটি গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্তনা না দিলে বন্ধুর [illegible]ত কাজ না হইয়া নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির মত কাজ করা হইত। এক্ষণে ভরসা করি যে তিনি সচ্ছন্দ শরীরে ও সচ্ছন্দ মনে নূতন কর্ম্মটী করিতে থাকুন এবং ক্রমশঃ তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইতে থাকুক। এক জন উপযুক্ত প্রধান শিক্ষকের চেষ্টা করিতেছি বোধ হয় পাইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত স্থায়ী হইয়া আছেন। তিনি এবং তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মিত্র বুদ্ধিমত্তা, আগ্রহ ও দক্ষতা সহকারে অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া আত্মাকে আনন্দিত করিতেছি। শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর তর্কবাগীশ চতুর্থ শিক্ষকের পদে এবং শ্রীযুক্ত নবগোপাল ঘোষাল কিছু দিনের নিমিত্ত পঞ্চম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদিগকে যেরূপ কর্ম্মক্ষম ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আমার সংস্কার আছে তাহাতে বোধ হইতেছে যে তাঁহারা এ স্কুলের উত্তম শিক্ষক হইতে পারিবেন।

শিক্ষক মহাশয়দিগের কথা আপনাদিগের নিকট এক প্রকার নিবেদন করা হইল। এক্ষণে

স্কুলের আয় ব্যয়ের কথা নিবেদন করিব। গত বৎসর মাসে মাসে ১৩০ এক শত ত্রিশ টাকা করিয়া নিত্য ব্যয়ে লাগিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কিছু কিছু নৈমিত্তিক ব্যয়ও আছে। নৈমিত্তিক ব্যয়ের পরিমাণ গড়ে মাসে ১০ দশ টাকার ন্যূন নহে। এই এক শত চল্লিশ টাকার মধ্যে এক্ষণে নিম্নোক্ত প্রকারে প্রায় চুয়াত্তর টাকা আদায় হয়।

ছাত্রবর্গের মাহিনা ৫৫
শ্রীযুক্তবাবু রমাপ্রসাদ রায় মাসিক ১০
শ্রীযুক্তবাবু কালীকুমার দে ১
শ্রীযুক্তবাবু কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ১
শ্রীযুক্তবাবু জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১
শ্রীযুক্তবাবু মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ১
শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার পাল ১
শ্রীযুক্ত কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল
বার্ষিক ২৫—২/৪
শ্রীযুক্তবাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
৬—॥০
শ্রীযুক্তবাবু রামলাল হালদার ১২—১
শ্রীযুক্তবাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ১২—১
শ্রীযুক্তবাবু রামকুমার হালদার ১২—১

অবশিষ্ট ৬৫ পঁয়ষট্টি। ৬৬ ছয়ষট্টি টাকার মাসিক অপ্রতুল আছে। ২০ জ্যৈষ্ঠ অবধি আর এক ক্লাস বাড়িবে এবং মাসিক ব্যয়ের ২৫ পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি হইবেক। বালকদিগের মাহিনা হইতে ১০।১২ টাকা নূতন আদায় হইতে পারে। তাহা হইলেই আর ১৪।১৫ টাকার নূতন অপ্রতুল হইবে। সম্প্রতি শ্রীযুক্তবাবু নীলমণি কোঙার বার্ষিক ১২ টাকা দানের এবং রাধানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোলকনাথ মৈত্র মাসিক ১ এক টাকা দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন।

আয় ব্যয়ের কথা যখন নির্দ্দেশ করিতেছি তখন আমার কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও নিবেদন করা কর্ত্তব্য যে পারিতোষিক দানের নিমিত্ত পুস্তকাদি ক্রয় করাতে যে ২০০ টাকা লাগিয়াছে তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৫।০ টাকা এবং শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাস ১০ টাকা দিয়াছেন, আর শ্রীযুক্তবাবু রমাপ্রসাদ রায় ২৫
শ্রীযুক্তবাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র ২০
শ্রীযুক্তবাবু কাশীনাথ মিত্র ১৫
দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন। অবশিষ্ট ১০৫ টাকার অপ্রতুল। এই সঙ্গে আমার ইহাও আপনাদিগকে অবগত করা কর্ত্তব্য যে শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস দত্ত এক কালীন ১০ দশ টাকা দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্তবাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য স্বীয় মৃত সহোদর কৃত বেকন রচিত কয়েকটী প্রবন্ধের অনুবাদ ১ খণ্ড এবং স্বরচিত বিচিত্রবীর্য্য ১ খণ্ড বিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন।

আপনাদের অনুমতি হইলে এখন বালকদিগের পাঠের বিষয় নিবেদন করিব। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা গত বৎসর সংস্কৃত শকুন্তলা, বীরচরিত এবং বিক্রমোর্ব্বশী পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গালা বেকন এবং ইংরাজীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পরীক্ষার পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিতেছেন। সমুদায়ে তাঁহাদের এখানে চারি বৎসর অধ্যয়ন হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের ঋজুপাঠ ৩ভাগ, রঘুবংশ, কুমার সম্ভব কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, মেঘদূত, শকুন্তলা, বীরচরিত, বিক্রমোর্ব্বশী ও মুদ্রারাক্ষস অধ্যয়ন হইয়াছে। কাহারও কাহারও মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ও অধ্যয়ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্যাকরণ পাঠ ও পুনশ্চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালাতে ভূগোল, পাটীগণিত বীজগণিত কতক দূর অধ্যয়ন হইয়াছে। এবং মধ্যে মধ্যে কোন কোন বাঙ্গালা কাব্যও অধীত হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রেরা ক্রমান্বয়ে তিন, দুই ও এক বৎসর পড়িতেছেন এবং তদুপযুক্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

এবারে বালকদিগের পরীক্ষা কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এবং আমি আমরা উভয়ে সম্পন্ন করিয়াছি। অনেকেই উত্তম পরীক্ষা দান করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই প্রশংসার যোগ্য। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর বৈকুণ্ঠনাথ গোস্বামী প্রিয়নাথ গোস্বামী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর হরিনাথ বসু বেহারিলাল গরাই, রামসদয় ঘোষ, ও বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় শ্রেণীর যোগেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীরাম বটব্যাল ও দেবেন্দ্রনাথ রায় এবং চতুর্থ শ্রেণীর মতিলাল দত্ত লাউসেন ঘোষ ও হরিনারায়ণ রায় ইহাদের বিশিষ্ট রূপ প্রশংসা করিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর বৈকুণ্ঠনাথ গোস্বামী দ্বিতীয় শ্রেণীর বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত পরীক্ষায় এবং প্রথম শ্রেণীর প্রিয়নাথ গোস্বামী ইংরেজী পরীক্ষায় বিলক্ষণ পটুতা প্রদর্শন এবং আপনাদের ব্যুৎপত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিম্ন নির্দ্দিষ্ট ছাত্রেরা পারিতোষিকের উপযুক্ত বলিয়া স্থির হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণী।

বৈকুণ্ঠনাথ গোস্বামী
প্রিয়নাথ গোস্বামী
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রিয়নাথ বসু
ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
হেরম্বচন্দ্র পণ্ডিত

দ্বিতীয় শ্রেণী।

হরিনাথ বসু
বেহারিলাল গরাই
রামসদয় ঘোষ
বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্যারীলাল রায়
রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীনিবাস বসু
ভূপতি সর্ব্বাধিকারী
নরেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী
অনন্তকুমার সর্ব্বাধিকারী

তৃতীয় শ্রেণী

যোগেশচন্দ্র মিত্র
শ্রীরাম বটব্যাল
দেবেন্দ্রনাথ রায়
প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
যোগেন্দ্রনাথ রায়
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য
উপেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী
রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শশিভূষণ মিত্র
উমেশচন্দ্র মিত্র
প্রিয়নাথ ঘোষ

চতুর্থ শ্রেণী

মতিলাল দত্ত
লাউসেন ঘোষ
হরিনারায়ণ রায়
প্রসন্নকুমার দত্ত
দীননাথ বালিয়াল
রামপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসন্নকুমার গোস্বামী
বেহারিলাল মুখোপাধ্যায়
প্রমথনাথ রায়
বেহারিলাল সিংহ

আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে গত বৎসর বৈশাখ অবধি আমাদের এখানকার চারিজন ছাত্র বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে পারিতোষিক স্বরূপ মাসে মাসে চারি টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন। তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ গোস্বামী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ইঁহাদের দুই জনের বৃত্ত

চারি বৎসরের নিমিত্ত এবং প্রিয়নাথ গোস্বামী ও ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের দুই জনের বৃত্তি এক বৎসরের নিমিত্ত নিরূপিত হয়। তদনুসারে গত ১১ বৈশাখ অবধি কেবল যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও বৈকুণ্ঠনাথ গোস্বামী ইঁহারাই ছাত্র বৃত্তি পাইবেন।

দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত হেনরি উড্রো মহোদয় আমাদের এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র শ্রীপতি সর্ব্বাধিকারীকে মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাসে মাসিক ৫ পাঁচ টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি দিবার অনুমতি করিয়াছেন।

আপনাদের নিকট বিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রায় সমুদয় কথা নিবেদন করিয়াছি, আর একটী নিবেদন করিলেই হয়। আপনাদের অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে বাল্য বিবাহকে অতি অনিষ্টকর প্রথা বিবেচনা করিয়া এখানকার ইংরাজি সংস্কৃত বিদ্যালয়ে এই এক নিয়ম প্রচারিত করা যায় যে এখানে অধ্যয়ন করিতে করিতে যাহার বিবাহ হইবে, তাহার নাম কর্ত্তন করা যাইবেক। সেই রূপে যাহার নাম কাটা যাইবেক, দশ টাকা জরিমানা না দিলে তাহাকে আর পুনর্ব্বার ভর্ত্তি করা যাইবেক না। দেখিতেছি অনেকে এই নিয়ম বশতঃ স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন নাই। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু চারিটী স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সেরূপ হওয়াতে দুঃখিত হইয়াছি। প্রকৃত রূপে পুত্রের কিসে মঙ্গল হয় আমরা কি তাহা এখন পর্য্যন্ত বুঝিব না? আমরা কি একবারও চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিব না? বাল্যবিবাহ হইতে বাঙ্গলা দেশের কত শত অনিষ্ট হইতেছে। আমরা কি ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের নিকট চিরকাল এই জন্য অন্য অন্য কারণের সহিত উপহাসাস্পদ থাকিব? ভরসা করি অনতিবিলম্বে সকলেই বাল্য বিবাহের উপর কোপ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া সেই দুরাশয়কে ভারত ভূমি হইতে এক বারে তিরোহিত করিবেন। চারি জন ছাত্রের বিবাহ হওয়াতে যেমন দুঃখিত হইয়াছি, আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত বিদ্যা শিক্ষার্থে তাহারা পুনর্ব্বার বিদ্যালয়ে নিবিষ্ট হইয়াছে ইহাতে, তেমন না হউক, কতক পরিমাণে আহ্লাদিতও হইয়াছি।

ছাত্রগণ তোমাদের নিকট আমার নূতন কিছুই বক্তব্য নাই। তোমরা যেমন পরিশ্রম ও সুশীলতা সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতেছ, সেরূপ করিতে থাক এবং ভুবনবিখ্যাত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামমোহনরায়ের জন্মভূমি খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের মুখ পুনর্ব্বার উজ্জ্বল কর এবং আপনাদিগকে মনুষ্য মধ্যে গণনীয় কর। বিদ্যামন্দিরের প্রথম সোপানে এই দণ্ডায়মান এখনও উচ্চতম প্রদেশে আরোহণ করিয়া কৃতার্থ হইবার অনেক বিলম্ব আছে যেন সর্ব্বদা এই কথাটী তোমাদের মনে জাগরূক থাকে। ভাল শিখিতেছ বলিয়া এসকল মহাশয়েরা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা প্রশংসা করিলে যেন শিথিলপ্রযত্ন হইয়া আপনার প্রকৃত স্বার্থ বিস্মৃত হইও না। তোমাদের ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে যে যিনি যিনি তোমাদের অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন তিনিই তোমাদের আবেশ গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং তোমাদের সচ্চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমাদের ইহা অল্প সৌভাগ্যেরও বিষয় নহে যে এপর্য্যন্ত তোমাদের যিনি যিনি শিক্ষক হইয়াছেন তিনি অতি উপযুক্ত সাধুশীল ও সচ্চরিত্র।

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ তোমাদের নিকট আমার এখন এই মাত্র বক্তব্য, দেখিও যেন আগামি অগ্রহায়ণ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অপ্রতিভ হইও না এবং আমার সমুদয় আশাকে তম রাশি দ্বারা ছাদিত করিও না। অন্যত্রে তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে না। তোমাদের প্রধান শিক্ষক সমুপস্থিত কৃষ্ণকমল বাবুকে আদর্শ করিয়া রমণীয় বিদ্যাভূমির প্রবেশ পথ শাস্ত্রপন্থার পথিক হও। জ্ঞানবান হইলেই সহজে স্বদেশের আত্মীয়বর্গের এবং অন্য সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবে।

সভাপতি মহাশয় ও সমবেত মহাশয়গণ! আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা যে আপনারা এই পাঠশালার উপর স্নেহ রাখিবেন, তাহা হইলেই ইহা পরম কারুণিক সর্ব্বশক্তিমানের প্রসাদে শ্রীমতী হইতে থাকিবে।

রিপোর্ট পাঠ সমাপ্ত হইলে পর বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ, সভাপতি প্রভৃতির অভ্যর্থনানুসারে পরীক্ষার সময় যে সকল প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে কতকগুলি কয়েক জন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাহারা স্ব স্ব লিখিত উত্তর পত্রিকা হইতে পাঠ করিল। পরিশেষে কৃষ্ণকমল বাবু ছাত্রদিগকে কতকগুলি সদুপদেশ দিলেন, সভাপতি মহাশয় এবং অন্য অন্য বৃদ্ধেরা প্রসন্নবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা পারিতোষিক পুস্তক প্রাপ্ত হইল পরে সভা ভঙ্গ হইল।

বিবিধ সংবাদ।

১১ই আষাঢ় সোমবার।

মণীউ ম,মক্ক আর এক ব্যক্তি চা—কোম্পানির সাধারণ সম্পত্তি তছরূপ করাতে ঐ কোম্পানি তাহাকে কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। রাজ্যের যত চোর ও অসৎ লোক গিয়া কি চা কোম্পানির দলে প্রবিষ্ট হইয়াছে?

গত বৎসর বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬১২ জনের গো বীজে টীকা দেওয়া হয়, ইহার মধ্যে ৩৪১০ জনের টীকার ফল দর্শিয়াছে। এক্ষণে ১২ জন টীকাদার আছেন।

আমরা শুনিয়া সবিশেষ দুঃখিত হইলাম রমাপ্রসাদবাবুর পীড়ার উপশম না হইয়া আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি এক্ষণে চৌরঙ্গিতে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার প্রধানতম বিচারালয়ে নিয়োগের সনন্দ আসিয়াছে। হর্ষে বিষাদ সন্দেহ নাই।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতি আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ওলাউঠা হইলে সে স্থান হইতে সেনাদিগকে অন্যস্থানে প্রেরণ করা হইবে। কিন্তু সম্প্রতি আদেশ হইয়াছে দুর্গ অস্ত্রাগার প্রভৃতি রক্ষক সৈনিকদিগের উপরে এ আজ্ঞা বর্ত্তিবে না।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন, মাতলায় কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া কস্তুরা উৎপাদন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত রেবেনিউ বোর্ডের নিকটে একটী চর প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু সে প্রার্থনা এপর্য্যন্ত গ্রাহ্য হয় নাই। মাতলায় একটী ব্যাঙ্ক হইতেছে।

অযোধ্যা গেজেট সম্পাদক বলেন, তত্রত্য হসার (অশ্বারোহী) সেনাদলের প্রায় ১২ জন সৈন্য এক বৎসরের মধ্যে দল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সম্প্রতি এক জন সৈনিক পুরুষ কানপুরের দিগে পলায়ন করিতেছিল এমত সময়ে এক জন সান্ত্রী তাহাকে ধৃত করে। সে একটী বোচকা খুলিবার অনুমতি লইয়া হঠাৎ এক পিস্তল বাহির করিয়া প্রহরীকে বধ করিয়া পলাইবার চেষ্টা পায়, কিন্তু এক জন আফিসর তাহাকে ধৃত করেন। সেনাদলে কি জন্য এত বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে?

লাহোর ক্রনিকেল সম্পাদক বলেন আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ করা নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। হিরাটের সেনারা কয়েকটী দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সুলতান জান একণে নিজ রাজ্য রক্ষার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন। দোস্ত মহম্মদের ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, তথাপি তাঁহার বল ও উৎসাহের হ্রাস হয় নাই। এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে হিরাট পারস্যাধিকারির করপ্রদায়ী প্রদেশ; দোস্ত মহম্মদ তাহা আক্রমণ করিলে নসিরুদ্দিন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন কি না?

পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট যাবতীয় কান্টনমেন্ট (শিবির) মাজিস্ট্রেটকে এপ্রেল মাসের মধ্যে ফৌজদারি দেওয়ানী ও আবকারী আইন সমূহের পরীক্ষা দিতে কহিয়াছেন। এপর্য্যন্ত তাঁহারা পরের মাথা কাটিয়া ক্ষুরকর্ম্ম শিখিতে থাকুন।

হরমত খাঁ নামক এক জন ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহী ও হত্যাকারীর মৃত্যু হইয়াছে। কাশ্মীরের রাজার উকীল তাহাকে ধরিয়া দিবেন স্বীকার করেন কিন্তু ধৃত করিবার সময়ে সে এমন সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করে যে বধ ভিন্ন তাহাকে বন্দী করিবার উপায়ান্তর ছিল না।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন, ধারের লুঠে প্রাপ্ত দ্রব্য সৈন্যদিগকে অংশ করিয়া দেওয়া হইবে। এই লুঠে সর্ব্বশুদ্ধ ১০ লক্ষ টাকা পাওয়া হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঐ দ্রব্যের মধ্যে কয়েক তোড়া ফরাশী টাকা ছিল।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া খান্দেসের সৈনিক উপনিবেশের এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক বৃদ্ধ সিপাহী তথায় বাস করিতেছে, গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে অগ্রিম টাকা দিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই উপনিবেশের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। অরণ্যচারী চুয়াড়, সাঁওতাল ও মানভূমের বন্যদিগকে এই উৎসাহ না দেওয়া হয় কেন?

যে চারিজন ইউরোপীয় সৈন্য দল ত্যাগ করিয়া কাবুলে পলায়ন করিতেছিল, তাহাদিগের প্রত্যেকের কঠিন পরিশ্রম সহ চারি বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আসামে যে কয়েক ব্যক্তি লেপ্টেনেন্ট সিঞ্জারকে বধ করে, তাহাদিগের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

ফিনিক্স সম্পাদক নিম্ন লিখিত ইউরোপীয় সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৩এ মে, নিউ ইয়র্ক। আমেরিকার গবর্ণমেন্টের সেনারা পোর্টরয়ালে পরাজিত হইয়াছে। জনরব এইরূপ বিদ্রোহীরা উক্ত নগর অধিকার করিয়াছে। একটি মহাযুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে।

২৯এ মে সেনাপতি ব্যাঙ্কস পরাজিত হইয়াছেন। অনেক লোক হত হইয়াছে। তিনি বর্জ্জীনীয়া ও মেরিলাণ্ডে পলায়ন করিয়াছেন। বিদ্রোহীরা পশ্চাদ্ধাবমান হইয়াছে। ওয়াসিংটনের লোকেরা ভীত হওয়াতে তথায় সেনা প্রেরণ করা হইয়াছে। বালটিমোরের লোকেরা বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। গবর্ণমেন্টের সেনারা মাঞ্চেষ্টরের নিকটে পরাজিত হইয়াছে। পটমাক পুনর্ব্বার অবরোধ করা হইয়াছে। করিন্থ ও রিচমণ্ডের নিকটে যুদ্ধ হইবে বোধ হইতেছে।

৯ই জুন লণ্ডন। ভারতবর্ষীয় রণতরিদল কমাইয়া দেওয়া হইবে। সেনাপতি জনষ্টন আমেরিকার গবর্ণমেন্টের সেনাদিগকে পরাজিত করিয়া সেন্দোয়া উপত্যকায় উপস্থিত হইয়াছেন। গবর্ণমেন্টের যুদ্ধতরিসমূহ নাচেস নগর অধিকার করিয়াছে। ঐ দিবস দুইপ্রহরের সময়ে পুনর্ব্বার টেলিগ্রাফে নিম্নলিখিত সংবাদ আসিয়াছে, বিদ্রোহীরা হঠাৎ ওয়াসিংটন নগরের সম্মুখে আসিয়াছে। তত্রত্য সকলে ভাবিত হইয়াছেন।

ফিনিক্সের ভগলপুরের সংবাদ দাতা বলেন, তথায় একজন ইউরোপীয় রেইলওয়ে কর্ম্মচারী আত্মহত্যা করিয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট একটী অনিষ্টের প্রতিবাদ করিয়াছেন। অনেক ইউরোপীয় স্ত্রীলোক টাকা কর্জ্জ করিয়া শেষে আপনাকে বিবাহিত স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া আদালতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে অনেকের স্বামী কল্পনা মাত্র আছে।

১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

গত কল্য প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিদিগের সনন্দ লাভের বিষয় অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য বিচারপতিরা গবর্ণমেন্টের রীতে শপথ করিয়াছেন।

এবৎসর কয়েক স্থানে ওকালতী পরীক্ষা হইবার কথা ছিল, কিন্তু লেপ্টনন্ট গবর্ণর সঙ্কল্প করিয়াছেন, আগামি জানুয়ারি মাসে পরীক্ষার নূতন প্রণালী করিবেন, তদনুসারে পরীক্ষা হইবে, অতএব এবৎসর পরীক্ষা রহিত হইল। একটী নূতন প্রণালী হওয়া অতিশয় আবশ্যক। মফস্বলের উকীলেরা কেবল আইন মাত্র জানেন, ব্যবস্থা পদ্ধতির মূলসূত্র যুক্তি ও ইতিহাসের বিষয়ে তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

শুনা গেল রেইলওয়ের কর্ম্মচারিদিগের পেন্সন পাইবার নিয়ম হইয়াছে। ঐ ডিপার্টমেন্টে যে যোগ্য লোক আসিবেন, এটী তাহার একটি উপায় হইল।

সমাচার হিন্দুস্থানীর এক খানি অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, দেবী নামক এক চামার আপনাকে গবর্ণমেন্টের চর বলিয়া পরিচয় দিয়া স্থানে স্থানে গ্রাম দগ্ধ করিতেছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জনরব উঠিয়াছে একটি সহমৃতা স্ত্রীলোক একজন ইউরোপীয় ডেপুটি মাজিস্ট্রেটকে মৃত্যু কালে এই কথা বলে যে গবর্ণমেন্ট যাবতীয় গ্রাম দগ্ধ না করিলে ইংরাজদিগের রাজ্য থাকিবে না। দেবী এই সুযোগ পাইয়া চারিদিগে অসন্তোষ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ কার্য্য করিতেছিল। তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে। ঐ দুরাত্মার আরো গুরু দণ্ড হওয়া উচিত ছিল।

অদ্য টেলিগ্রাফযোগে নিম্ন লিখিত সমাচার আসিয়াছে:—

লণ্ডন ১৬ই জুন। "ওয়াসিংটন নগর রক্ষার্থ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা ইহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে।

১৪ই জুন। লার্ড পামরষ্টন ষ্ট্রেসফিল্ড সাহেবের প্রস্তাবের যে সংশোধন করেন, তাহা মহাসভা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

পারিস ১৭ই জুন। সরবিয়ার গবর্ণমেন্ট যাবতীয় ইউরোপীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে বেলগ্রেড স্থিত তুরস্ক সেনাদিগের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন।

প্রকাশিত হইয়াছে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও রুশীয়া এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন।

ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক বঙ্গদেশীয় জালকারীদিগের জালকারিতা নিবারণ প্রস্তাব করিয়া বলেন আমাদিগের দেশের মধ্যে বাকরগঞ্জে অধিকাংশ জালকারীর বসতি। যেখানকার জমীদারেরা ডাকাইত তাঁহাদিগের অনুচরেরা আর কি হইবে?

এদেশীয় যে দুই যুবক সিবিলিয়ান পদের পরীক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এক পত্র ইণ্ডিয়ান মিরারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদিগের প্রতি সবিশেষ যত্ন করিতেছেন। আমাদিগের পরম বন্ধু সর এড ওয়ার্ড রায়ন ও প্রাট সাহেব কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজদিগের সহিত ইংলণ্ডস্থিত ইংরাজদিগের সৌসাদৃশ্য নাই। তথায় সকলেই তাঁহাদিগের সবিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন এবং সকলেই ভারতবর্ষীয়দিগের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করা শ্রেয়ঃ বলেন। তাঁহারা আরও লিখিয়াছেন এতদ্দেশীয়েরা যদি যথার্থ স্বদেশের মঙ্গল চাহেন তাহা হইলে ইংলণ্ডে গমন করুন। আমরাও ঐ কথা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি।

আমরা পরিদর্শকে একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, মেডিকালকালেজের চিকিৎসালয়ের এতদ্দেশীয় রোগীদিগকে মশারি দেওয়া হয় না, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের অতিশয় কষ্ট হয়। কয়েক জন দেশহিতৈষী তন্নিমিত্ত চাঁদা করিতেছেন। তাঁহারা ২৫০ টাকা মাত্র চাহেন। ইহার নিমিত্ত সকলেরই কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য।

১৯এ আষাঢ় বুধবার।

লাক্ষেণারারের কর্ম্মশূন্য মজুরদিগের সাহায্যার্থ জন্য গত কল্য কলিকাতা হইতে ৫০,০০০ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ের লোকেরা ৫০,০০০ টাকা পাঠাইয়াছেন।

শুনা গেল, সর চারলস উড আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সমস্ত চিকিৎসক ষ্টাফ ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্ম করেন, তাঁহারা সাধারণের চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান চিকিৎসকেরা বুঝি কেবল উপরিলাভ করিয়া বেড়াইতেন?

চীনদেশে অদ্যাপিও বিদ্রোহীদিগের সহিত ফরাশী ও ইংরাজদিগের যুদ্ধ হইতেছে।

বোম্বাইয়ে এরূপ জনশ্রুতি হইয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে সৈন্য প্রেরিত হইবে। চীনদেশ শেষে ভারতবর্ষের ন্যায় ইংরাজ অথবা ফরাশীদিগের হস্তগত হইবে সন্দেহ নাই।

লেঙ্‌ সাহেব যে নিয়মে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের হস্তে সাধারণ রাজস্ব ও নোট প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সর চারলস উড বিরক্ত হইয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটারি বলেন, ব্যাঙ্ককে অনেক লাভ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা লাভের অংশ লইবেন, কিন্তু ক্ষতি হইলে সরকারের হইবে। আমরা পূর্ব্বে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

শুনা যাইতেছে, পূর্ব্ববাঙ্গালার রেইলওয়েতে আগামি সপ্তাহ অবধি বারাকপুর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিবে।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর শিল্প বিদ্যালয়ে ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে জনরব হইয়াছে লার্ডকানিঙ সর চারলস উডের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি হইবেন। কিছু দিন পরে হইলে ভাল হয়।

পাঠকবর্গ সর জেমস ব্রুকের নাম শুনিয়া থাকিবেন, ঐ ব্যক্তি বোর্ণিও দ্বীপের সারাওয়াক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাকে স্বাধীন রাজাবলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সর জেম্‌স ব্রুক নিজ প্রজাদিগকে ক্রমশঃ সভ্য করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি এক দল বোম্বেটিয়াকে নষ্ট করিয়াছেন।

বাঙ্গালী সম্পাদক ঢাকার ফিরিঙ্গি রেজিমেণ্টের অত্যাচার নিবারণের অনুরোধ করিয়াছেন। ঢাকা প্রকাশে কয়েক বার ঐ দুরাত্মাদিগের অত্যাচারের বিষয় লিখিত হয়। গবর্ণমেণ্ট কি নিমিত্ত এই "তেতুলে বাগদি" সেনা দল রাখিয়াছেন?

২০এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

সম্প্রতি গোয়ালপাড়ায় গো হত্যা উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি হত হইয়াছে।

মহীসুরের নূতন কমিসনর বাউরিঙ্‌ সাহেব নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার নিয়োগের সময়ে অনেকে অনেক প্রকার বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।

পিনাঙে গত বৎসর ১,৬৮,৮৭৪৩৪ টাকার দ্রব্য আমদানী ও ২,০৩,৬৩,৬৫২ রপ্তানী হইয়াছে। চীনদেশীয় অনেক বণিক থাকাতে এই বন্দরটির ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, গত বৎসর মিসনরিরা বঙ্গদেশের কৃষকদিগের অবস্থার অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব ও প্রার্থনা করেন। খৃষ্টিয়ান অবজরবরে লিখিত হইয়াছে, গ্রাণ্ট সাহেব কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু উক্ত কর্ণেলের মৃত্যু হওয়াতে তিনি উপযুক্ত লোক বিরহে মিসনরিদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে সমর্থ হন নাই। বীডন সাহেব এবিষয় কি বিস্মৃত হইবেন? মিসনরিদিগের পুনর্ব্বার আবেদন করা কর্ত্তব্য।

চীনদেশীয় বিদ্রোহিদিগের সহিত ইংরাজদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইয়াছে। এক জন রণতরির অধ্যক্ষ ও আর এক জন লেপ্টনণ্ট হত হইয়াছেন। দুই ঘটিকা যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা পলায়ন করে।

দিল্লী গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, সুলতান আহম্মদ জান বৃদ্ধ আমীরকে বিনা যুদ্ধে কান্দাহার ত্যাগ করাইতে না পারিয়া ৮০০০ অতিরিক্ত সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। অবিলম্বে একটি যুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

লক্ষ্ণৌ নগরে পুনর্ব্বার ৪১৫০০ নগদ টাকা ও অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। অনেকে এক্ষণে গৃহ খনন করিতেছেন। মন্দ নয়।

প্রধান সেনাপতি বিবাহিত ইউরোপীয় সেনাদিগের সংখ্যার এক হিসাব চাহিয়াছেন। প্রতি বৎসর ১লা মে এই হিসাব দিতে হইবে। সৈন্যগণের বিবাহ হয়, অনেকে এই অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই এদেশে তাহাদিগের স্ত্রী মেলা ভার।

কোন সৈনিক স্ত্রী ভিন্ন রাজ্যের অধিক বিধবা থাকিতে পারে না। ইংলণ্ড হইতে উপনিবেশে স্ত্রীলোক প্রেরণ করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা করিলে কি তাহা হয় না?

মান্দ্রাজে ছয়টি ছোট আদালত স্থাপিত হইতেছে। ইহার মধ্যে পাঁচটির বিচারপতি প্রধান সদর আমীনের শ্রেণি হইতে মনোনীত হইবেন এক জন মাত্র বারিষ্টর বিচারপতি হইবেন। মান্দ্রাজ বাসীরা এবিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্য শালী।

বোম্বাইনগরে গত বৎসর ২,২৯৭ টি মাতালের পুলিষ বিচারালয়ে বিচার হয়। ভারতবর্ষের সকল স্থানে সুরাপানের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহার শ্রীবৃদ্ধি ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি বোম্বাই নগরীয় সদর আদালত অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেট দিগকে আইনে অনভিজ্ঞ বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে দণ্ডবিধানের আইন বুঝেন না এবং অধিকাংশ অলস। খান্দেশে এক ব্যক্তির তিনবার বিচার হয়, তিনিবারই মাজিষ্ট্রেট অনুচিত ক্ষমতা চালন করেন। সিবিলিয়ান বিচারপতিদিগের যতদিন এই সংস্কার না জন্মিবে যে দোষ করিলেই তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে ততদিন কাহার সাধ্য আমাদিগের আদালত সকলের উৎকর্ষ সাধন করেন?

সিঙ্গাপুরের একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ফরাশীরা কোচিন চীনের সম্রাটের নিকট হইতে আশাম দেশ ও যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ৮৮ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। ফরাশী সেনাপতিরা সম্রাটের সৈন্যদিগকে রণশিক্ষা দিবেন। ফলতঃ সকল বিষয়েই ফরাশী কর্তৃত্ব হইল। পূর্ব্ব আসিয়ায় ফরাশি দিগের একটি উত্তম রাজ্য স্থাপন হইল, ব্রহ্মদেশে তাহাদিগের ক্ষমতা আছে, চীনদেশের ত কথাই নাই। এক্ষণে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেন সতর্ক থাকেন, নেপোলিয়ন পৌলিয়ন রাজ দিগের ন্যায় অসার উপনিবেশ [illegible] করিবেন না।

[illegible] করে সিঙ্গাপুরে দ্যূত ক্রীড়া [illegible] যে তন্নিবারণ হেতু [illegible] এক সভা করিয়াছেন। চীনে [illegible] সংখ্যা অধিক। কলিকা-

তায় চীনেরদের যাবতীয় চণ্ডু আড্ডা প্রেমারা ও জুয়া প্রভৃতির স্থান আছে।

২৩এ জুন টেম্পল সাহেব নাগপুরে এক দরবার করিয়া জানকী উনসলকে এক সনন্দ দ্বারা রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তদুপলক্ষে যাবতীয় রাজ্য সংক্রান্ত সৈনিক কর্ম্মচারী নিমন্ত্রিত হন। টেম্পল সাহেব মধ্য ভারতবর্ষের কমিসনর হইয়া অবধি এতদ্দেশীয় দিগের প্রিয় পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যেমন এদেশীয় দিগের প্রিয় পাত্র হইয়াছেন, শ্রীবৃদ্ধিকরীরা তেমনি তাঁহার উপরে চটিয়াছেন।

আমরা শুনিয়াছিলাম ই, টি, ট্রেবর সাহেব বরাবর কষ্টম কালেক্টর থাকিবেন, মধ্যে মধ্যে শ্রেণি মত তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইবে এই মাত্র। গত কল্যের গেজেটে তাঁহাকে রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর করা হইয়াছে। ক্রফোর্ড সাহেব দ্বিতীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

ইংলিসমানের হায়দরাবাদের সংবাদদাতা বলেন তত্রত্য একটি ব্রাহ্মণকন্যা অনূঢ়াবস্থায় ঋতুমতী হওয়াতে তাহাকে নদীতীরে এককুটীরে রাখিয়া আসা হয়। তাহার পিতা ও আত্মীয়বর্গ এই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন যে নদীর স্রোত বৃদ্ধি হইয়া তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, এমত সময়ে প্রধান মন্ত্রী সালারজঙ্গ তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাহার পিতার মুচলকা লইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মে এই সকল দোষ থাকাতে হিন্দুধর্ম্ম বিলোপোন্মুখ হইয়াছে।

ফিনিক্স সম্পাদক এতদ্দেশীয়দিগের সুরাপান প্রবৃত্তির নিবারণ করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। আবকারীর উপস্বত্বে গবর্ণমেণ্টের লালসা থাকিলে নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এরূপ জনশ্রুতি ফিরোজ সাহ ফকিরের বেশে নেপালে আসিতেছিলেন এমত সময়ে কয়েক জন দস্যু তাহার প্রাণবধ করিয়াছে। বোধ হয়, ফিরোজ সাহের দৈববল অথবা পক্ষ হইয়া থাকিবে, অন্যথা কয়েক দিনের মধ্যে তিনি কি রূপে মক্কা হইতে পারস্যদেশ, তথা হইতে হিরাট ও হিরাট হইতে নেপালে আসিলেন!

টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক অবগত হইয়াছেন ওয়াগীরজাতি পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে।

সম্প্রতি কাণপুরের নিকটে আরোহীর ও দ্রব্যের উভয় বাষ্পীয় শকটে ধাক্কা লাগিয়া বিস্তর দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে সৌভাগ্যের বিষয় কোন প্রাণিহত্যা হয় নাই। কোন দুশ্চরিত ব্যক্তি রেইলের উপরে একটি বৃহৎ বৃক্ষশাখা রাখাতে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। উল্লিখিত স্থানের রেলওয়ে কোম্পানি তত্ত্বাবধানের ব্যয় কমাইয়াছেন না কি?

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের নিম্নলিখিত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে:—

আমদানী	১২৫,১১,৫০,০০০
রপ্তানী	২১৭,৩৫,১০,০০০
সর্ব্বশুদ্ধ	৩৪২,৪৬,৬০,০০০,

ইহার মধ্যে ভারতবর্ষে ১৬,৪১,২০,০০০ আসিয়াছে। ভারতবর্ষের বাণিজ্য অদ্যাপিও ইংলণ্ডের ছয়ভাগের এক ভাগ মাত্র আছে, অথচ ইংলণ্ড এদেশের একটী সামান্য প্রদেশ হইতে পারে না।

আগরায় সম্প্রতি এক জন হাওলদার কারাগার হইতে পলায়ন করিবার সময়ে দুয় জন পুলিষ সৈন্যকে গুরুতর রূপে আঘাত করিয়াছে। পরিশেষে পুলিস সৈন্যের অধ্যক্ষ ক্রেজার সাহেব তাহাকে এক পিস্তল দ্বারা গুলি করেন। ঐ ব্যক্তি তত্রত্য ৩৮ গণিত সেনাদলে ছিল। দিল্লীগেজেট সম্পাদক এইজন্য ঐ রেজিমেণ্ট ছাড়াইয়া দিতে কহিয়াছেন। এই মহামতিরা এই নিয়মেই, (এক জনের দেখিয়া) এতদ্দেশীয়দিগের চরিত্র নির্ণয় করিয়া থাকেন।

এরূপ জনরব ফরাশী সম্রাট চন্দননগর বিনিময় করিয়া আফ্রিকায় ইংরাজদিগের অধিকৃত কোন স্থান লইবেন। আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস হয় না।

২১এ আষাঢ় শুক্রবার।

গবর্ণমেণ্ট মাতলায় কস্তুয়ার উৎপাদন জন্য ৩০,০০০ বিঘা চর প্রদানের অনুমতি করিয়াছেন।

অযোধ্যায় ভারতবর্ষীয় সভা একটী বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা তত্রত্য প্রজাগণকে ঘোষণা দ্বারা জানাইয়াছেন

যে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের নাম করিয়া গ্রামদগ্ধ করিতেছে, তাহারা দুশ্চরিত্র লোক। প্রজারা ঐ ঘোষণা পাইয়া দেবী চাবীরকে ধৃত করিয়া দেয়। উহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

হায়দরাবাদের নবাব ও তত্রত্য রেসিডেণ্টকে লইয়া সম্বাদ পত্রে তর্ক বিতর্ক হইতেছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সম্পাদকেরা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার অবলিপ্ত ও অযৌক্তিক বাক্যের অনুমোদন করেন নাই। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদকের যেরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ঊনবিংশ শতাব্দী না হইলে তিনি মহম্মদের ন্যায় করে করবাল ধারণ করিয়া এতদ্দেশীয়দিগকে খৃষ্টীয়ান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন সন্দেহ নাই।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন পাটনার জজ ই, লাটৌর সাহেব নিজে সাক্ষীদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। আজি কালি ইহাও প্রশংসার বিষয় হইয়াছে।

এক জন ফিরিঙ্গি তাহার রক্ষিত এক জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের নাক কাটিয়া দেওয়াতে তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। ১৪ই জুলাই সেসিয়ন খুলিবে। এবম্বিধ পাপ ক্রিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

শিল্পপ্রদর্শন সভাগৃহে ফ্রান্স হইতে এক খানি অদ্ভুত দর্পণ প্রেরণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ আরশীর দেড় হস্ত দূরে দণ্ডায়মান হয়, তাহার সমুদায় অঙ্গ ছিন্নের ন্যায় পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয়। চারি হাত অন্তরে দাঁড়াইলে যাবতীয় অঙ্গ প্রকৃতিস্থ ও অবিকল দেখা যায় বটে কিন্তু মধ্যভাগের এক পার্শ্ব হইতে পদদ্বয় হীন একটী অর্দ্ধশরীর নিষ্ক্রান্ত দৃষ্ট হয়, যদি দর্শক লাঠী অথবা তরবারি লইয়া দর্পণে আঘাত করিতে যান, ঐ অর্দ্ধশরীর দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে আসিবে। আট হাত দূরে মূর্ত্তির কোন বৈলক্ষণ্য দর্শন হয় না।

২২এ আষাঢ় শনিবার।

গত বৎসর সিন্ধু প্রদেশে ২,৭৬,৬৫,৫৪৩ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৯,২৮,৬৫০ টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। সিন্ধুদেশ ক্রমে অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের ভারস্বরূপ না হইয়া সাধারণ ধনাগারের সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

ইংলিসম্যান সম্পাদক আসামের চাকের দিগকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে তাহারা মজুর দিগের পর্য্যাপ্ত বেতন দেন এবং তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার না করেন। গায়ে অধিক জোর আছে, তাহাই যে অত্যাচার করিতেছে, ইংলিসমান সম্পাদক বলিলে কি হইবে?

রিচার্ড জেম্‌স হজ নামে একজন ইউরোপীয় চার্লস নেফিউ কোম্পানির দোকানে কর্ম্ম করিত। এক জন পারসী উক্ত কোম্পানির দোকানে বিক্রয়ার্থ একটি অঙ্গুরীয় রাখিয়া যান। হজ তাহা আত্মসাৎ করাতে তাহার নামে পুলিসে নালীস হওয়াতে তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে।

সুপ্রিম কোর্টের সহকারী অনুবাদক ললর তহবিল তছরূপ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। ঐ ব্যক্তির নামে প্রায়ই পুলিসে নালিশ হইত। ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে কলিঙ্গা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পশ্চাৎ ঢাকার নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক হইয়াছিল। শিক্ষকের উপযুক্ত বটে।

আমরা অমাবস্যা নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মূল্য দুই পয়সা মাত্র। অমাবস্যা জগৎকে যেমন আলোকময় করে, ইহা কি সেইরূপ করিবে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিকা	৯১।০ । ৯১।৮০
৪ টাকার কোম্পানির	৯৩০ । ৯৩॥০
৫ টাকার "	১০৪০ । ১০৪৸০
৫॥ টাকার "	১১২ । ১১২৵০

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

২৩এ জুন—রেবরেণ্ড আর, জে, ইলিস, বীরভূমের বিবাহের রেজিষ্টর হইবেন।

২৬এ জুন—উলুবেড়িয়ার মুন্সেফ বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৫০ ধারানুসারে হুগলী জেলার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। অপর। বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় আরও বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৫৮ অব্দের ৬ আইনের ১৯ ধারা ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমার আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সরজন ক্ষেত্রচন্দ্র নন্দী বরিশালের ডাক্তারী চিকিৎসালয়ের কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইবেন।

২৭এ জুন—নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা অসামের সহকারী কমিসনর হইবেন:—

লেপ্টেনেণ্ট ডবলিউ, সি, এস, ক্লার্ক এবং জে, গ্রেগরি।

২৮এ জুন—হুগলীর প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ ই, জি, বার্চ সাহেব উক্ত জেলার [illegible]র ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আপীল শুনিতে পারিবেন।

বাবু মাধবচন্দ্র চৌধুরী কিছু দিনের জন্য পাটনার সদর আমীন হইবেন।

৩০এ জুন—আসামের ডেপুটি কমিসনর কাপ্তেন টি, ল্যাম গোয়ালপাড়া বিভাগের কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইবেন।

আসামের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর ডবলিউ, এচ, ব্রোধমো সাহেব কিছুদিনের জন্য নওগাঁর ভার প্রাপ্ত হইবেন।

আসামের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর সি, এ, ক্রম্ সাহেব মঙ্গলদিহি পরগণার ভার প্রাপ্ত হইবেন।

পূর্ণিয়ার প্রধান সদর আমীন বাবু গোবিন্দ চন্দ্র চৌধুরী উক্ত জেলার দলিল দস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

অনরেবল এচ, বি ডেবরো তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত গবর্ণমেণ্টের উকীল ও লিগাল রিমেম্ব্রান্সরের কার্য্য করিবেন।

১লা জুলাই—ই, টি, ট্রেবর সাহেব রেভেনিউ বোর্ডের এক জন প্রতিনিধি সভ্য হইবেন।

জে, এ, ক্রফোর্ড সাহেব কলিকাতার প্রতিনিধি কষ্টম কালেক্টর হইবেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আই. সি গেডেস সাহেব পাবনা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র ভৌমিক ঢাকা
১২৬৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" নীলকমল বসাক কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ মজিলপুর
১২৬৯ আষাঢ় অবধি অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ৫

এই পত্র কলিকাতার [illegible] সোমাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ [illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [illegible] প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং। "

৪ ভাগ। ৩৫ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ৩১ আষাঢ়। ইং ১৮৬২। ১৪ জুলাই | মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

৩১ আষাঢ় সোমবার।

লার্ড কানিঙের মৃত্যু।

পাঠকগণ! আজি সোমপ্রকাশ আপনাদিগকে একটী দারুণ শোক সম্বাদ প্রদান করিতেছে। আমাদিগের স্নেহ, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার আস্পদ পরম দয়াবান সেই মহানুভব লাড কানিঙ আর ভূমণ্ডলে নাই। যিনি অসামান্য দয়া, দাক্ষিণ্য, ন্যায়পরতা ও সমপক্ষপাতিতাদি সদ্গুণের আধার ছিলেন; যিনি বিদ্রোহ কালে বিপক্ষগণের কটু বচন বাতাহত হইয়াও অচলের ন্যায় থাকিয়া অবিচলিত চিত্তে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিলেন, যাহার হৃদয় মন্দিরে ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন চেষ্টা নিরন্তকাল জাগরূক ছিল, যাহার যত্নে সেই উন্নতি বিধায়ক বিধি ও উপায় সকলও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডস্থ হইলেও যাহা হইতে আমাদিগের ভাবি শুভ লাভের আশা ছিল, তিনি এক্ষণে আর নাই। তিনি ১৭ই জুন লণ্ডনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার যকৃৎ স্ফীত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্য বিহত হইয়া যায়। পথে পীড়া বৃদ্ধি হয়। তিনি লণ্ডনে উপনীত হইয়া সুস্থ চিত্তে আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাৎকার লাভ সুখ অনুভব করিতে পারেন নাই। সাধারণে তাঁহাকে লইয়া আনন্দ মহোৎসব করিতেও পারে নাই।

হায়! মানুষের জীবন কি ক্ষণভঙ্গুর! মানুষের আশা কি ক্ষণিক! এই আমরা আশা করিতেছিলাম, লাড কানিঙ ভারতবর্ষে থাকিয়া আমাদিগের অনেক শ্রেয়ঃ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু বিপক্ষগণের বিপক্ষতায় যে যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইংলণ্ডে গিয়া তৎসম্পাদন করিবেন। সর চারলস উডের পদে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইবে এই জনরব শুনিয়া আমাদিগের হৃদয়ে সেই আশা অঙ্কুরিতও হইয়াছিল, কিন্তু নিমেষ মধ্যে সমুদায় শেষ হইয়া গেল!

আত্যন্তিক পরিশ্রম, চিন্তা ও উদ্বেগই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া অবধি তিনি এক দিন সচ্ছন্দে যাপন করিতে পারেন নাই। পরিশেষে স্বদেশে প্রতিগমন করিবার সময়ে নিজ গুণবতী ভার্য্যা বিরহিত হন।

লাড কানিঙ ১৮১১ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত জর্জ্জ কানিঙ তাঁহার পিতা। তাঁহার সন্তানাদি কিছুই নাই। তাঁহার সম্পত্তি ও কুল সম্মান চিহ্নের অধিকারী হন এরূপ কোন নিকট আত্মীয় নাই। অতঃপর তাঁহার নাম লোপ হইতে চলিল! কুলাদর্শ হইতে তাঁহার নাম লুপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের সজ্জনগণ ও ভারতবর্ষবাসিদিগের হৃদয় হইতে তাঁহার নাম কখন বিলুপ্ত হইবে না।

ভারতবর্ষে যত উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন গবর্ণর জেনেরল আসিয়াছেন, লাড কানিঙ তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান। তাঁহার ও লাড বেণ্টিকের নাম ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে পাষাণ রেখার ন্যায় দীর্ঘকাল জাগরূক থাকিবে সন্দেহ নাই।

এদেশীয় নবাব ও রাজগণের দরবার স্থলে ইংরাজদিগের উপানৎ ব্যবহার প্রস্তাব।

এক্ষণে ভারতবর্ষে ব্রিটিস জাতির একাধিপত্য লাভ হইয়াছে। ভারতবর্ষে এখন আর কাহারও স্বাধীনতা নাই। নেপালের জঙ্গ বাহাদুর ও হাইদরাবাদের নিজাম প্রভৃতি আপনাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করেন বটে, কিন্তু উত্তম পর্যালোচনা করিলে তাঁহাদিগের সে স্বাধীনতা নাম মাত্রে। উহা ব্রিটিস জাতির অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা আপনাদিগের এই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারুন, কিন্তু অত্রত্য ইউরোপীয়দিগের ইহা অবিদিত নাই। নিয়তকাল এই বিষয়টী মনে উদিত হওয়াতে অত্রত্য রাজপুরুষেতর ইউরোপীয়দিগের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়াছে। সেই ভাব পরিবর্ত্তের অনুসারি ব্যবহার পরিবর্ত্তেরও চেষ্টা জন্মিয়াছে। এতদিন তাঁহারা এদেশীয়দিগের চিরাচরিত আচার ব্যবহারের যথোচিত সম্মাননা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সেই সম্মান প্রদর্শন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদিগের এক্ষণকার মনের কথা এই যে নবাব ও রাজগণ আপনাদিগের পুরুষ পরম্পরাগত আচার ব্যবহার অবিলুপ্ত রাখিবার চেষ্টা না আগ্রহবান না হইয়া তাঁহাদিগেরই (ইউরোপীয়দিগের) ইচ্ছা সদৃশ ব্যবহার করেন। এরূপ চেষ্টা হওয়া অনৈসর্গিক নহে। সর্ব্বরূপ প্রাধান্য লাভ হইলে মানুষের মনের ভাব এইরূপই হইয়া থাকে।

এতদিন ইংরাজেরা এদেশীয় নবাব ও রাজগণের দরবার স্থলে জুতা খুলিয়া অম্লান বদনে গিয়াছেন, কোন কথা ছিল না এখন আর এটী কোনক্রমেই সহ্য হইতেছে না। হাইদরাবাদের রেসিডেন্ট কর্ণেল ডেবিডসন তত্রত্য নিজামকে ষ্টার নামক সম্মান চিহ্ন প্রদান করিবার সময়ে নিজামের দরবারে জুতা খুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া কয়েক জন ইউরোপীয় তাঁহাকে লইয়া হুড়াহুড়ি করিতেছেন। অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে তাঁহার অল্প মাত্র অপরাধ নাই। শত বৎসর কাল ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধিরা যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তিনি তাহাই করিয়াছেন।

উপানৎ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণেল ডেবিডসনের নিজামের দরবারে গমন প্রসঙ্গ লইয়া যখন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তখন এ বিষয়ের মীমাংসা গবর্ণমেণ্টের উপরেই নির্ভর করিতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এ মীমাংসা সহজ নহে। এদেশীয়দিগের চিরন্তন আচার ব্যবহারাদির উন্মূলন অথবা বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া সকলের বিদ্বেষ ভাজন হওয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নয়। লার্ড ডেলহাউসি এদেশীয়দিগের দত্তকাদি গ্রহণরীতির নিষেধ করিয়া ভারতবর্ষে বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যান। লার্ডকানিঙ সেই প্রাচীন রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলের চিত্তের আশ্বাসন করিয়াছেন। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছানুসারে জুতা পরিত্যাগ করিয়া দরবার গমন রীতি রহিত করিতে পারেন না। তাহা করিলে এদেশীয়দিগের চিত্তবিরাগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। ইহা বিবেচনা করাও আবশ্যক যে, নবাব ও রাজগণ আপনাদিগের সভায় আপনারা রিক্তপদে উপবিষ্ট থাকিবেন, আর ইংরাজেরা সোপানৎক হইয়া তথায় গমন করিবেন, ইহা দেখিতে অসুন্দর সন্দেহ নাই। কেবল দেখিতে অসুন্দর এই মাত্র দোষ নয়, সভাস্থেরা তদ্দর্শনে আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিতে পারেন। বিশেষতঃ এদেশীয় নবাব ও রাজগণ যখন দেখিতে পান, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কৃত সভায় তাঁহাদিগকে জুতা খুলিয়া যাইতে হয়, অথচ ইংরাজেরা সভাস্থলে জুতা পরিয়া গিয়া আপনাদিগের জাতীয় ব্যবহারের অনুরূপ আচরণ করেন, তখন তাঁহাদিগের জাতীয় ব্যবহার রক্ষা হইবে না তাঁহারা কিরূপে তুষ্ট ও উদাসীন চিত্তে তাহা দর্শন করিবেন।

এরূপ সঙ্কট স্থলে কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইংরাজেরা রাজার জাতি বলিয়া গর্ব্বান্ধতা প্রযুক্ত যদি এ দেশীয়দিগের চিরন্তন ব্যবহারে উপেক্ষা করিয়া আপনাদিগের জাতীয় ব্যবহার রক্ষার চেষ্টা করেন, তন্নিবন্ধন যে যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা উপরে পরিগণিত হইল। অত্রত্য রাজপুরুষেতর ইউরোপীয়েরাও আর জুতা খুলিয়া দরবার স্থলে গমন সহ্য করিতে পারিতেছেন না। অতএব যাহাতে উভয়েরই জাতীয় ব্যবহার রক্ষা হয় এরূপ একটী মীমাংসা করা আবশ্যক। সে মীমাংসার উপায় এই, গবর্ণমেণ্ট একটী বিশেষ আজ্ঞা দ্বারা নবাব ও রাজগণকে এইকথা জানান যে তাঁহারা আপন আপন সভাস্থলে উপানৎ ব্যবহার আরম্ভ করেন এবং যে যে স্থলে ইংরাজদিগের দরবার হইবে, সেখানে এ দেশীয়েরা জুতা পরিয়া যাইবেন। এইরূপ সমান ব্যবহার হইলে আর কাহারও মানহানি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, সকল দিক রক্ষা হইবে সন্দেহ নাই।

হাইদরাবাদের প্রসঙ্গে আর একটী যে কথা উঠিয়াছে, নিজাম ষ্টারচিহ্ন লইতে চাহেন নাই, রেসিডেণ্ট তাঁহাকে অনেক লওয়াইয়া গ্রহণ করাইয়াছেন, নিজাম অনিচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন তিনি চিহ্নগ্রহণ কালে যথোচিত ভক্তিপ্রদর্শন করেন নাই। এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, এঅংশে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ হইয়াছে। দাতার নির্ব্বুদ্ধিতা এই, দাতা যখন নিজামের সহিত আপনার নিতান্ত অধীন প্রজার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া মিত্র রাজার ন্যায় ব্যবহার করেন, তখন তিনি

যে চিহ্ন আপনার অধীন প্রজাকে প্রদান করিয়া তাহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন, তখন সেই চিহ্ন প্রদান করিয়া মিত্র রাজার সম্মান বর্দ্ধন চেষ্টা করা বিধেয় হয় নাই। নিজামের নির্বুদ্ধিতা এই, তিনি আপনার ক্ষমতা বুঝিতে না পারিয়া বৃথা অভিমান প্রযুক্ত আপনাকে স্বাধীন রাজার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন।

যে সকল ব্যক্তি এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়া কালকুট গরলের ন্যায় অনর্গল কটু বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া তাঁহাদিগের সেনানী। তাঁহাদিগের এইটী করা নিতান্ত দরকার হইয়াছে যে এ দেশে আর কাহার কোন বিষয়ে অণুমাত্র স্বাধীনতা অথবা প্রাধান্য না থাকে, সমুদায় ভারতবর্ষ মধ্যে তাঁহাদিগেরই কেবল এক মাত্র স্বাধীনতা ও প্রাধান্য হয় এবং গবর্ণমেণ্ট যে যে নবাব ও রাজগণের সহিত অর্থ ও অন্য সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা ভঙ্গ করিয়া কাহাকে কিছু না দেন। ঐ সকল নবাব ও রাজারা সামান্য লোকের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট আফিসে রবিন্সন অথবা ডিক্রজের সোপানৎক চরণপ্রহার সহ্য করিয়া চাকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, ইহা তাঁহাদিগের (ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতির) আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু তাহারা গর্ব্বান্ধতা প্রযুক্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না যে গবর্ণমেণ্ট এখন যে রাজনীতির অনুসরণ করিতেছেন, তন্মূলকই তাঁহাদিগের উত্তরোত্তর রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহার বিপরীত করিলে বিপরীত হইবে সন্দেহ নাই। প্রাচীন রোমের শ্রীবৃদ্ধির সময় কখন? যখন চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্য ছিল, সেই সময়ই কি শ্রীবৃদ্ধির সময় নয়? রোম যখন ক্রমে ক্রমে সকলকে নিজ অধীন প্রজার ন্যায় করিয়া তুলেন, সেই সময়েই কি তাহার শ্রীভ্রংশ হইতে আরম্ভ হয় না? ফ্রান্সের প্রতিযোগিতা কি ইংলণ্ডের উন্নতির নিমিত্ত নহে? যদি এমন দিন উপস্থিত হয়, পৃথিবীর মধ্যে ইংলণ্ড ভিন্ন স্বতন্ত্র রাজ্য না থাকে, তখন কি ইংলণ্ড স্রোতঃশূন্য স্থিরপানীয় নদ্যাদির ন্যায় ক্রমে বিকৃত হইয়া যাইবে না? আমরা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বিষয়ে যে কথা কহিলাম, মুরশিদাবাদ ও হাইদরাবাদের নবাব ও টিপুসুলতানের বংশীয়দিগের প্রতি তাঁহার আক্রোশ বাক্যই তাহা প্রমাণ করিয়া দিবে।

—*—

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগের ষাণ্মাসিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক এক্ষণে সাধারণ ধনাগার হওয়াতে তথায় সমুদায় ভারতবর্ষের টাকা জমা ও তথা হইতে সমুদায় ব্যয় হইতেছে। তাঁহাদিগের যেমন কাজ বাড়িয়াছে, তেমন তাঁহারা শ্রমের অতিরিক্ত লাভ পাইতেছেন। এবার অংশীরা ইনকম টাক্স বাদে ১৪ টাকা শতকরা লাভ পাইয়াছেন। প্রত্যেক অংশ ৪০০০ অবধি ৮২০০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, ব্যাঙ্ককে অধিকতর ক্ষমতা ও লাভ দেওয়া হইতেছে। অধ্যক্ষেরা তাহা এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন। ট্রেজরিতে যে ৪৩,৬০৬ টাকা আফিসের ব্যয় হইত, তাহা ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যহ যত নোট প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাহাতে শতকরা বার আনা লাভ পাইবেন। গবর্ণমেণ্টের তহবিলে যে নগদ টাকা থাকিবে, তাহা তাঁহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের কাগজ, রেইলওয়ের অংশ প্রভৃতিতে খাটাইয়া লাভ করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট সেই লাভের অংশী নহেন। কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্টের কাগজে ক্ষতি হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টেরই হইবে! নোটের নিমিত্ত যে ৭০ লক্ষ টাকা প্রতিভূস্বরূপ আছে তাহা তাঁহারা আপনাদিগের বিবেচনানুসারে খাটাইতে পারিবেন। নোট জাল ও চুরি প্রভৃতি হইয়া যে ক্ষতি হইবে, তাহা ব্যাঙ্কেরই হইবে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ দুই জন অধ্যক্ষ থাকিবেন, এক জন ইনস্পেক্টর মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধান করিবেন।

ব্যাঙ্ককে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের বিবেচনার উপরেই নির্ভর করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন যে তাঁহারা ঐ ক্ষমতার অযথোচিত বিনিয়োগ করিবেন না। সাধারণের অর্থ এই প্রকারে কয়েক জন সামান্য বণিকের হস্তে দিয়া তাঁহাদিগের ক্ষমতার সীমা বদ্ধ করিয়া না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। নোটের দরুন শতকরা বার আনা ব্যাঙ্ককে দিবার যে কথা হইয়াছে, তাঁহাতে আমরা প্রতিবাদী নহি। উইলসন সাহেবের সরকল বিভাগ ও কমিসনর নিয়োগ হইলে ইহার চতুর্গুণ ব্যয় হইত। কিন্তু নোটের প্রতিভূস্বরূপ টাকা ও সাধারণের জমা টাকার উপর তাঁহাদিগকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া বিধেয় হইতেছে না। ব্যাঙ্কের স্বপক্ষেরা বলেন, গবর্ণমেণ্টের জমা টাকা ব্যয় হইলে তাঁহারা ব্যাঙ্কের টাকা লইতে পারিবেন। সত্য, কিন্তু আপাততঃ সাধারণ টাকা খাটাইয়া ব্যাঙ্ক অপরিমিত লাভ করিতে চলিলেন; লাভ তাঁহাদিগের, ক্ষতি সর্ব্বসাধারণের! এই বন্দোবস্ত দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ হয় নাই। সর চারলস উড তাঁহাদিগকে যে তিরস্কার করিয়াছেন এই নিমিত্ত তাহা অন্যায় হয় নাই। তিনি এক জন ফিনান্সিয়ার, তাঁহার মত লইয়া উক্ত নিয়ম করা উচিত ছিল। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের সহিত এই বন্দোবস্ত থাকিবে। কয়েক জন বণিকের সুবিধার নিমিত্ত এত দিন সর্ব্ব সাধারণের ক্ষতি হওয়া ন্যায্য

হইতেছে না। সর চারলস উডের মতের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য।

—•—

ইংলণ্ডীয় মহাসভায় ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি নিয়োগের আবশ্যকতা।

বর্ত্তমান সভ্যতম সময়ের রাজনীতিজ্ঞদিগের মত এই (এই মতই বিশুদ্ধ) যখন যে দেশে নূতন কর নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তদ্দেশবাসিদিগের মতগ্রহণ না করিয়া তাহা করা বিধেয় নহে এবং সেই কর ব্যয় করিতে হইলে তাহাদিগের অথবা তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণের মত গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক। যে অবধি প্রতিনিধি দ্বারা শাসন প্রণালী সংস্থাপনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই অবধি এই নিয়ম হইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডে এই নিয়ম আছে; ইটালি তাহার অনুসরণ করিয়াছেন; ফরাশী সম্রাট অসীম ক্ষমতাশালী হইয়াও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ও প্রজাদিগের মতনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যকারী নহেন; সম্রাট আলেকজাণ্ডর রুশীয়ায় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের সূত্র কি? ইংলণ্ডীয় মহাসভা তত্রত্য লোকদিগের অসম্মতিতে কর স্থাপনের চেষ্টা করাতেই তাদৃশ মহাসাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। আপনারা আপনাদিগের অর্থের ব্যয় ভার প্রাপ্ত হইলে করদাতার কেবল যে সুখ স্বচ্ছন্দ হয় এরূপ নহে, গবর্ণমেণ্টেরও সবিশেষ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। যে দেশে এই নিয়ম আছে, তথায় শাসন কর্ত্তা ও শাসিত উভয়েই পরস্পর সদ্ভাব সম্পন্ন ও সৌভাগ্যশালী দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে সমস্ত চিহ্ন দ্বারা সভ্য ও অসভ্য কালের ভেদ করা হয় এই নিয়মটী তন্মধ্যে একটী প্রধান। অসভ্য রাজারা কর নির্দ্ধারণাদি কালে প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দ, মনের ভাব ও ইচ্ছা প্রভৃতি কোন বিষয়েরই অনুসন্ধান করেন না, তাঁহারা আপনাদিগের স্বার্থ ও ইচ্ছার অনুসরণ করিয়াই ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, সভ্যরাজগণ সেরূপ করেন না।

আমরা উপরে সভ্য ও অসভ্য রাজগণের যে ব্যবহার ভেদের বিষয় উল্লেখ করিলাম, ভারতবর্ষে কি উহার অনুসারী কার্য্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে? আমরা যে কর দিয়া থাকি, তাহার বিষয়ে কি কিছু বলিতে পারি? ব্যয়ের বিষয়ে কি আমাদিগের হাত আছে? আমরা ভারতবর্ষবাসী, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টই যে কেবল স্বেচ্ছাক্রমে নূতনবিধ কর স্থাপন ও তাহার ব্যয় সমাধান করেন এরূপ নহে; আমাদিগকে অন্য এক গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাপরাধীন হইয়া চলিতে হয়। সে গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয়। যত দিন আমরা ইহার প্রতিকার করিতে না পারিব, তত দিন আমাদিগকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে লোহিত সমুদ্রের টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে অর্থ দানের যে অনুমতি করেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি, ভবিষ্যতে যাহাতে ভারতবর্ষের রাজস্ব ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছানুসারে ব্যয়িত না হয়, সে চেষ্টা করা আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তাহার প্রকৃত উপায় কি? ভারতবর্ষের কয়েক জন প্রতিনিধি ইংলণ্ডীয় মহাসভায় প্রবেশ করিতে না পারিলে সে উপায় হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের দেশের যাবতীয় গুরুতর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ইংলণ্ডে স্থির হয়। কয়েক জন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যে কথা বলেন, মহাসভা তাহাতে "হাঁ" দিয়া যান। কিন্তু আমাদিগের যথার্থ প্রার্থনীয়, যথার্থ কষ্ট, অসহ্য অত্যাচার, সামাজিক দুরবস্থা ও দেশীয় লোকের মনের ভাব প্রভৃতি বিষয়ের প্রায় বিন্দু জানিতে পারেন না। ইহা অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের তুল্য হইতেছে। মহাসভায় ভারতবর্ষের কয়েক জন প্রতিনিধি থাকিলে অজ্ঞতা সুলভ এই সকল অনিষ্ট ঘটিতে পারিবে না। প্রতিনিধি থাকিলে ইংলণ্ডীয় মহাসভা ও গবর্ণমেণ্ট অনেক অন্যায় অপবাদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষের মঙ্গলের ত কথাই নাই। যাবতীয় বিষয়ের যথাযথ অবস্থা ইংলণ্ডে বর্ণিত হইলে এ দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বিশৃঙ্খলা ঘটিবে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ও মহাসভা ভারতবর্ষের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতে অনুরক্ত, এ কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তাঁহাদিগের সুবিচার জগদ্বিখ্যাত। আমরা তাহার প্রতিবাদী নহি। তাঁহারা ভারতবর্ষের বিষয় ভালরূপ জানেন না বলিয়াই তাঁহাদিগের সদভিপ্রায় সকল সম্যক ফলোপধায়ী হয় না। প্রতিনিধি থাকিলে কেবল যে ভারতবর্ষের উন্নতিপথ পরিষ্কৃত হইবে এরূপ নহে, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞতা নিবন্ধন যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহারও সম্যক নিবারণ হইবে। পরিশেষে আমরা পুনর্ব্বার স্বদেশীয়দিগকে এ বিষয়ে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছি। কায়মনোবাক্যে যত্ন করুন অবশ্যই অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবেন।

—•—

লণ্ডন ২৫এ মে, ১৮৬২।—

প্রিয় সম্পাদক! পূর্ব্ব পত্রে লণ্ডনের শিল্প বিন্যাস নিকেতনসম্বন্ধে ১লা মের ব্যাপার যৎসামান্যরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি; অধুনা উক্ত অট্টালিকায় যাবতীয় অসংখ্য এবং অদ্ভুত পদার্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় বস্তুর সংক্ষেপ বর্ণন করিতেছি। অট্টালিকাস্থিত সমুদায় পদার্থের যথা বিস্তৃত বর্ণন করিতে গেলে বহুসংখ্য প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়, অতএব আমি কেবল কয়েকটি সামগ্রীর নামোল্লেখ মাত্র করিয়া সন্তুষ্ট হইব।

অট্টালিকার বিন্যাসভূমি ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে সমান রূপে বিভক্ত, এবং ইংরেজদের অধীনজাতি সকল ইংরেজদের মধ্যেই ভুক্ত হইয়াছে। শিল্প দুই প্রকার; শ্রম সাধ্য শিল্প, ও সুশিল্প। শ্রম সাধ্য শিল্প জাত বস্তু ত্রিবিধ, (১) অসম্পন্ন সামগ্রী, যথা, ধাতু দ্রব্য, তুলা, পট্ট, ঊর্ণা ইত্যাদি; (২) যন্ত্র অর্থাৎ যে সকল কৌশলের দ্বারা অসম্পন্ন সামগ্রী সকল মনুষ্যের ব্যবহারে আনয়ন করা যায়; এবং (৩) সুসম্পন্ন সামগ্রী, যথা অলঙ্কার, বস্ত্র ইত্যাদি। চিত্র, প্রস্তরাদি নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি পদার্থকে সুশিল্প জাত বলা যায়। ব্রম্‌টনের নিকেতনে উভয় প্রকার শিল্প জাত বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রম সাধ্য শিল্প ৩৬ শ্রেণিতে বিভক্ত; ১৬০০০ বিদেশীয়, ৫০০০ ইংরেজ, এবং ২০০০ ইংরেজদের অধীন জাতীয়, সর্ব্ব শুদ্ধ ২৩০০০ শিল্পকর আপনাদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। সুশিল্প জাত বস্তুর মধ্যে ইংরেজেরা একশত বর্ষের অন্তর্গত ২০০০ পদার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন; অবশিষ্ট যে সকল পদার্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বিদেশীয়।

শ্রম সাধ্য শিল্পের ১ম শ্রেণি ধাতু ও আকরীয় দ্রব্য; আকর হইতে কয়লা প্রভৃতি দ্রব্য যে রূপে সংগৃহীত হয়, তাহার কতিপয় প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

২য় শ্রেণিতে রসায়নোপযোগী প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য। চিকিৎসা বিদ্যার যাবতীয় বস্তু উপযোজিত হইয়াছে, এখানে তৎসমুদায় একত্রিত।

৩য় শ্রেণি খাদ্য সামগ্রী, সংরক্ষিত ফলাদি, পানীয়, তাম্রকূট প্রভৃতি।

৪র্থ শ্রেণি শিল্প কার্য্যে ব্যবহার্য্য প্রাণি ও উদ্ভিদ্ জাত বস্তু, মজ্জা, রবর প্রভৃতি।

৫ম, ৭ম, ৮ম, এবং ১০ম শ্রেণিতে বিবিধ বাষ্পীয় যন্ত্রাদি। কতক যন্ত্র স্থির, এবং কতক গুলি চলিষ্ণু। রাম্‌স্‌বটম নামক শিল্পকর এমত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন যে রেলওয়েতে এক্‌স্প্রেস্ ট্রেনে জল লইবার [illegible] থাকিতে হইবে না; আর [illegible] উষ্ট্র যেমন স্বীয় উদর হইতে জল [illegible] করিয়া তৃষ্ণা শান্তি করে, উক্ত যন্ত্রও [illegible]প করিবে; এতদ্ব্যতীত ধূমাহারী [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহা চলিবার সময় ধূম নির্গত হইবে না। ফরাশীশেরা দুইটি যন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের বল ৬০ ঘোটকের তুল্য। সূচী নির্ম্মাণ, অক্ষর নির্ম্মাণ মুদ্রা যন্ত্র, কুলাল চক্র প্রভৃতি অশেষ বিধ প্রয়োজনীয় যন্ত্রের সংখ্যা করা দুষ্কর। কৃষি বিদ্যা সংক্রান্ত কতক গুলি যন্ত্র সাতিশয় উপকারী; কয়েক বৎসরাবধি কৃষি কার্য্যে বাষ্পীয় যন্ত্র নিয়োজিত হইয়াছে। যুদ্ধ বিদ্যার উপযোগী অস্ত্র শস্ত্র বিবিধ প্রকার; কয়েকটি প্রকাণ্ড তোপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১শ, ১৩শ, ২৫শ, এবং ২৬শ শ্রেণিতে নানাবিধ বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্র, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, এক প্রকার চমৎকার বার্ত্তা বাহক যন্ত্র প্রভৃতি নানা বস্তু প্রত্যক্ষ হয়।

১৪শ শ্রেণিতে ফটগ্রাফ সম্পর্কীয় বিবিধ যন্ত্র; মনুষ্যের আকৃতি সমান আলোকচিত্র সকল প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৫শ, ও ২৮শ শ্রেণিতে নানাবিধ ঘটিক, যন্ত্র, একবৎসর ফিরাইতে হইবে না এমত ঘটিকা প্রদর্শিত হইয়াছে; কোন ঘটিকায় পৃথিবীর সমস্ত স্থানের সময় নিরূপিত রহিয়াছে।

তৃণ নির্ম্মিত কাগজ দিতে পৃথিবীর উপকার হইবে সন্দেহ নাই, ঈদৃশ নানা প্রকার কাগজ একত্রিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড ব্যাঙ্ক এমত এক 'নোট' প্রদর্শন করিয়াছেন, যে কেহ তা[illegible] কৃত্রিম করিতে পারিবে না।

১৬শ শ্রেণিতে নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্র, এবং ১৭শ শ্রেণিতে শস্ত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা যন্ত্র।

১৮শ অবধি ২৪শ এবং ২৭শ শ্রেণিতে, তুল, শণ, পট্ট, ঊর্ণা, জাত ও মিশ্রিত বস্ত্র সকল এবং উপানৎ প্রভৃতি চর্ম্মজ দ্রব্য।

২৯শ শ্রেণিতে শিক্ষা সংক্রান্ত বস্তু সকল; নূতন পুস্তক অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার উপকরণ ইত্যাদি।

অন্যান্য শ্রেণিতে লৌহ যন্ত্র সকল প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহাদের সংখ্যা করিয়া উঠি, এমত অবকাশ নাই।

ইংরেজদের অধীন নানা দেশ হইতে নানা বস্তু আগত হইয়াছে। চীনদেশ হইতে পট্টজবস্ত্র, মখমল, মৃত্তিকার বাসন প্রভৃতি। সিংহল দ্বীপ হইতে কাফি, দারুচিনি, মুক্তাদি মরীচ উপ[দ্বী]প হইতে উৎকৃষ্ট শর্করা, ও ফলাদি। অষ্ট্রেলিয়া হইতে জাতিফল, ঊর্ণাজ বস্ত্র, গোধূম প্রভৃতি এবং ১৮৫১ শাল অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ২৭৭৬৫ মণ পরিমিত অর্থাৎ ১০৩০,০০০,০০০ টাকা মূল্যের যে স্বর্ণ আকর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার এক স্বর্ণ মণ্ডিত প্রতিরূপ সঙ্গে আগত হইয়াছে। নিউ জীলণ্ড হইতে তিমি মৎস্য ধরিবার নৌকা প্রভৃতি। আফ্রিকা ও আমেরিকার ইংরেজাধীন অংশ হইতে তাদৃশ উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় নাই।

ভারতবর্ষ এখানে কি ভাব ধারণ করিয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমাদের সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। অট্টালিকার দ্বিতল গৃহের মধ্যে ১[illegible] চতুরস্র [illegible] আমাদের দেশের নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছে। প্রথমেই বঙ্গদেশ জাত বস্তু প্রত্যক্ষ হয়; তিল ও সর্ষপ বীজ, তৈল, রঞ্জনদ্রব্য, রেশম বস্ত্র, ও কাষ্ঠাদি নানা দ্রব্য একত্রিত হইয়াছে। আসাম কাছাড় শ্রীহট্ট, দারজীলিং, ডেরাডুন গড়ওয়াল প্রভৃতি স্থানের চা অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রায় ৬০০০ প্রকার বস্তু আমাদের দেশকে প্রদর্শন করিতেছে। দিল্লী হইতে হস্তিদন্তের উপর চিত্র সকল আগত হইয়াছে; তন্মধ্যে এক মন্দিরের অভ্যন্তর বিষয়ক চিত্র অনেকের মন আকর্ষণ করিতেছে। লক্ষ্ণৌনগরে যে সকল ফটগ্রাফ গৃহীত হয়, তাহার কতিপয় [illegible] প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। [illegible] চিত্রণ কর্ম্ম, তাহাদের [illegible] নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। কাশ্মীরের বনাতের উপর পটুকর্ম্ম, ও দিল্লীর জাল অতি উৎকৃষ্ট। নানা প্রকার গালিচা ও [illegible]লিচা, ও শ্রীনগরের ও অমৃতসরের শাল সাতিশয় মনোহর। গুজরাট ও পঞ্জাবের কফৎগারি অর্থাৎ স্বর্ণ নিহিত লৌহ কর্ম্ম সকল প্রশংসা যোগ্য। পট্টজবস্ত্র বিবিধ প্রকার এবং উৎকৃষ্ট; বারাণসীর কিংখাবের তুলনা নাই; তাহাদের মূল্যও সমুচিত। পঞ্জাব, মীরাট, ও বরাহনগর (আলিপুর?) স্থিত কারাগারের বন্দীদিগের প্রস্তুত নানাবিধ বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। নানা প্রকা

কাগজের নমুনা, মুঙ্গেরের খড়ের কর্ম্ম, মেয়ে-
লীর তন্তু নির্ম্মিত কর্ম্ম, লাহোরের পাকপত্তন
কর্ম্ম, এবং কৃষ্ণনগরের মানব প্রতিকৃতি কৌ-
তুহল জনক। কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, প্রস্তর প্রভৃতির
উপর খোদিত কর্ম্মের বহু প্রকার নমুনা, কিন্তু
ব্রহ্মপুরের হস্তিদন্ত খোদিত কর্ম্মের তুল্য অন্য
কিছু নহে। যিনি কদাপি কটকের রৌপ্য কর্ম্ম
দেখিয়াছেন, তিনি তাহার নির্ব্বিবাদিত প্র-
শংসা বিষয়ে কোন ক্রমেই সন্দিহান হইবেন
না। অসভ্য উড়িয়াদিগের এই একটি মাত্র
গুণ। ঢাকার বস্ত্রের নামোল্লেখ মাত্র যথেষ্ট।
বোম্বাই প্রদেশ হইতে নানা অসম্পন্ন সামগ্রী
ব্যতীত বিবিধ পদার্থের উপর খোদিত কর্ম্ম,
কৃষি ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রাদির প্রতিরূপ
প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের ভাগ
অত্যল্প বটে, কিন্তু শাল, এবং চিত্রণ কর্ম্মের
নমুনা ও অন্যান্য কতক গুলি দ্রব্য সমাগত
হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, ও অন্যান্য পূর্ব্ব
অঞ্চলীয় দেশ হইতে ধাতু দ্রব্য, হস্তিদন্ত, ব-
হুমূল্য প্রস্তর, ও স্বর্ণকণা প্রভৃতি পদার্থ প্রে
রিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশীয় কতিপয় কৌতুক
জনক চিত্র লোকের হাস্যোৎপাদন করি-
তেছে।

ফরাশীশ জাতির শ্রমের নিদর্শন অবশ্য
অতি উৎকৃষ্ট। তাঁহারা অশেষবিধ বস্ত্র প্রদ-
র্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাষ্পীয় যন্ত্র সকল
চূড়ান্ত বলিলে হয়।

অষ্ট্রিয়া হইতে নানাবিধ অসম্পন্ন সাম-
গ্রী। বীটমূল জাত শর্করা প্রদর্শিত হইয়া-
ছে। উক্ত দেশে প্রতি বর্ষে ১,৩৭৭,০০০ মণ
পরিমিত বীট শর্করা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রুসিয়ার অম্বর নির্ম্মিত বস্ত্র সকল রমণী-
[illegible]। রুস লোকেরা স্বদেশজাত উর্ণাজ বস্ত্র
সকল প্রেরণ করিয়াছেন।

সুশিল্প জাত বস্ত্রের এক শেষ প্রদর্শিত হই-
য়াছে বলিলে হয়, কারণ যে স্থানে যত বিখ্যা-
ত চিত্রাদি ছিল, তাহার অধিকাংশ একত্রিত
হইয়াছে। দেশের সর্ব্বাংশ হইতে ধনাঢ্য লো-
কেরা বহুমূল্য শিল্প রত্ন সকল প্রেরণ করি
য়াছেন।

এই মহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে
[illegible]রা পঞ্চ নামক পত্রে নানা প্রকার
[illegible] জনক চিত্র প্রকাশ করিতেছেন। এক
টি চিত্রের তাৎপর্য্য এই যে কয়েক দিন এক-
জিবিশনে প্রবেশের দক্ষিণা ১০ টাকা ছিল,
তন্মধ্যে এক দিন এক জন কাণ ব্যক্তি ৫ টাকা
দিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। আর এক-
টির তাৎপর্য্য এই রহস্যরসিকাযুক্ত নানা সাহেব
ভারতবর্ষীয় একজিবিশন প্রদর্শন করিয়াছে।

অট্টালিকায় প্রবেশের দ্বারা যেরূপ টাকা
সংগৃহীত হইতেছে, তাহা অদ্ভুত পূর্ব্ব।

আমেরিকা হইতে যুদ্ধের সমাচার আগত
হইয়াছে। নিউ অর্লিন্‌স্ ও ইয়র্ক নগর ফে-
ডেরল্‌দের হস্ত গত হইয়াছে, তাহাদের
সম্মুখে কন্‌ফেডরেটরা স্থির হইতে পারিতে
ছেন না, ইহাতে এমত দৃঢ় ভরসা হইতেছে
যে এই যুদ্ধে ধর্ম্মই জয় লাভ করিবে।

ইণ্ডিয়ন ফীল্‌ড্ পত্র সম্পাদক ভ্রম পূর্ব্বক
লিখিয়াছেন যে বর্ত্তমান ইগজিবিশনের অট্টা-
লিকা হাইড্ পার্কে নির্ম্মিত হইয়াছে, বস্তুতঃ
উহা উক্ত স্থান হইতে কিয়দ্দূরে ব্রম্‌টন না-
মক উপনগরে গ্রথিত হইয়াছে।

ফরাশীশ দেশে যে গোলযোগ হইবার
সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা নিরস্ত হইয়াছে।

লর্ড ক্যানিং স্বদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

উমিচাঁদ গুপ্তস্য

বিবিধ সংবাদ।

২৪এ আষাঢ় সোমবার।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিম্ন লি-
খিত টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রকাশ করিতেছি,
"লণ্ডন, ১৯এ জুন গতকল্য আরল কানি-
ঙের মৃত্যু হইয়াছে। মিসিসিপি নদীতে একটী
জলযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিদ্রোহিদিগের রণ-
তরি সমূহ এক কালে বিনষ্ট হইয়াছে। মেম্ফি-
স নগরীয়েরা আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বিদ্রো
হীরা রাইটদুর্গ ত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণমেন্টের
সেনারা মোবিল নগরের সম্মুখে উপস্থিত হ-
ইয়াছে। চারলস টৌনের সভা করসংক্রান্ত
বিল গ্রাহ্য করিয়াছেন।" গত সপ্তাহের ওয়া-
সিংটন নগরের বিপদের সংবাদ সত্য নহে।

বোম্বাই নগরে মালব দেশীয় অহিফেনের
বাক্স ১৫৭০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। চীন
দেশেও অহিফেনের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

মহীসুরের কমিসনর বাউরিঙ সাহেব ত-
ত্রত্য বাটীর টাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। অনে-
কেই ইহা সুবিধা জ্ঞান করিবেন, কিন্তু বস্তুতঃ
তাহা নহে।

আমরা নিশ্চয় রূপে শ্রবণ করিয়াছি ভা-
রতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কাবুলের যুদ্ধে হস্তার্পণ
করিবেন না। লার্ড পামরষ্টন মহাসভায় ব-
লিয়াছেন পারস্য দেশীয় রাজা এযুদ্ধের বিষ-
য়ে হস্তার্পণ করেন নাই। ইহা সুলতান জান
ও দোস্ত মহম্মদ খাঁর গৃহবিবাদ মাত্র।

দক্ষিণ হেরাল্ড সম্পাদক সর বার্টল ফ্রিয়া-
রের পুনার দরবারের বিষয় প্রকাশ করিয়াছে-
ন। উক্ত দরবারে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়
উভয়বিধ লোক উপস্থিত ছিলেন, এবং সক-
লেই শাসন কর্ত্তার বিনয় ও ভদ্রতায় সন্তোষ
লাভ করিয়াছেন।

উক্ত পত্রে ড্রাগুণ রেজিমেন্টের কর্ণেল
ক্রলি আত্মরক্ষা হেতু দুইখানি পত্র প্রকাশিত
করিয়াছেন। তাঁহার নামে সামরিক বিচারাল-
য়ে অনেক অপবাদ দেওয়া হয়। কয়েক জন
আফিসর তাহা সত্য বলিয়া শপথ করেন,
কিন্তু তাঁহাদিগের কথা মিথ্যা সপ্রমাণ হইয়া-
ছে। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ভূতপূর্ব্ব
কোম্পানির আফিসরেরা রাজকীয় আফিসর
দিগের অপেক্ষা ভদ্রলোক ছিলেন।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন, কয়েক দি-
ন অবধি কয়েক ব্যক্তি আগরার কাণ্টো-
নমেন্ট মাজিষ্ট্রেটের বাটীতে রাত্রিযোগে ঢিল
ফেলিতেছে। সম্পাদক নিজে কয়েক খানি
ইট পড়িতে দেখিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেটের বাটী
তে ইট পড়া বন্ধ নয়।

ইংলিসমান সম্পাদক লিখিয়াছেন সম্প্র-
তি খসিয়ারা ১৪ জন সিপাহীকে বধ করি-
য়াছে তাহা শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের দোষেই
ঘটিয়াছে। তাহারা সেনাদলের কতক রসদ
লইয়া যাইতেছিল। একটি নির্ঝরের নিকটে
অস্ত্র একত্রিত করিয়া রাখিয়া তাহারা স্নান
করিতে গমন করে, এমন সময়ে বন্য জাতী-
য়েরা আসিয়া তাহাদিগের প্রাণ সংহার করি-
য়াছে। গারোজাতীয় এক দল সম্প্রতি ত্রিপু-
রার রাজার অধিকারে প্রবেশ করিয়া কয়েক
খানি গ্রাম ধ্ব[illegible]য়াছে। এই বন্যদিগকে
পর্ব্বত হইতে [illegible] করিয়া দেশের মধ্যস্থ-
লে অথবা [illegible] বাস করিতে দেওয়া
কর্ত্তব্য।

গত শনিবারের গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে ১২টি নূতন ছোট আদালত হইয়াছে। দশজন সদর আলা ও দুই জন বারিষ্টর ইহার বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কয়েক জন উপযুক্ত সদরআলাকে প্রথম শ্রেণিস্থ করা হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট সদরআলাদিগকে বারিষ্টর অপেক্ষা বিচক্ষণ বিচারপতি জ্ঞান করেন ইহা বিশেষ আহ্লাদের বিষয়।

জোসেফ ক্লারবেরি ও তাঁহার ভগিনী দেউলিয়া হইবার আশয়ে আদালতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মাতা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেউলিয়া হওয়াতে তাঁহারা বস্ত্র বিক্রয়ের কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সকল দেউলিয়াদিগের অবস্থা বিশেষ রূপে অবগত হওয়া উচিত।

পূর্ব্ববাঙ্গলার রেইলওয়ের এজেন্ট আফিসের এক জন পাখাওয়ালা ৭১১ ॥১০ চুরি করাতে তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে।

বিশ্বমনোরঞ্জন পত্রিকার এক জন পত্রপ্রেরক বলেন মালদহের ধীবরবংশীয় একটি স্ত্রীলোক তিন বৎসর গর্ভধারণ করিয়া সম্প্রতি মাংসপিণ্ড মাত্র দুইটি সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুসন্ধানের উপযুক্ত বিষয় সন্দেহ নাই।

২৫এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী দেহড়দা হইতে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় ব্রহ্মসমাজে দিবার নিমিত্ত আমাদিগের নিকট পাঁচ টাকা ও নিম্ন লিখিত পত্র পাঠাইয়াছেন।

"সম্পাদক মহাশয়! শীঘ্র আমার কন্যার অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবেক। তদুপলক্ষে কিছু ব্যয় করিতে হইবেক। কিন্তু স্বীয় আত্মজার কল্যাণোদ্দেশে সর্ব্বাগ্রে করুণানিধান জগদীশ্বরের নিকট শুভ প্রার্থনা করা, এবং প্রকৃত ধর্ম্ম বিষয়ে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই পত্রের ভিতরে ৫ পাঁচ টাকার পোষ্টষ্টাম্প মহাশয়ের নিকট পাঠাইলাম। মহাশয় অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক উক্ত টাকা কলিকাতা ব্রহ্মসমাজে পাঠাইয়া দিবেন। সমাজের কার্য্যে এই টাকা ব্যয়িত হইলেই আমি পূর্ণ মনোরথ হইব। নিবেদন ইতি।
সন ১২৬৯ সাল।
তারিখ ৮ই আষাঢ়।"

সাহরণপুরের এল ভেন্ড নামক এক জন দারোগা ১০,০০০ টাকা তহবিল তছরূপ করাতে তাহাকে হাজতে দিয়া ১০০০০, টাকার জামিন চাহা হয়। সে তাহা দিতে অক্ষম হওয়াতে তাহাকে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট কারাগারে প্রেরণ করেন। তথায় সে পাগল হইয়াছে। সংপ্রতি তাহার স্ত্রী গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই বলিয়া আবেদন করিয়াছে যে কারাগারের ক্লেশে তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে। তত্রত্য সিবিল সরজন পাস্ক বলেন এ মিথ্যা কথা। যাহা হউক, আমাদিগের এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, এক জন শ্রীরদ্ধিকারী ১০০০০ টাকা বই ভাজে নাই, তন্নিমিত্ত তাহার মিয়াদ হইল।

এক্ষণে এতদ্দেশীয় রাজগণের অপবাদ লেখা একটী প্রথা হইয়া উঠিয়াছে অযোধ্যা গেজেটে এক জন লিখিয়াছেন, জঙ্গ বাহাদুর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি শীঘ্র অযোধ্যা আক্রমণ করিবেন। জঙ্গ বাহাদুর ইউরোপীয়দিগকে নেপালের বনে শীকার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহাই কি এরূপ লিখিবার কারণ?

দিল্লী গেজেটের সংবাদদাতা বলেন, মহারাজ রণবীর সিংহ প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছেন। তিনি নিজে কাশ্মীরের প্রায় সমুদায় বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়াছেন। শালের তাঁতিরা তাঁহার ক্রীত দাসের ন্যায়। রাজা সকল দ্রব্যের উপর অপরিমিত কর লইয়া থাকেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ দশা উপস্থিত।

২৬এ আষাঢ় বুধবার।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক কাবুল হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সম্প্রতি দোস্ত মহম্মদের সহিত সুলতান জানের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলাফল জানা যায় নাই।

মান্দ্রাজে যে সকল নোট প্রেরিত হইয়াছে তন্মধ্যে তামিল ভাষায় নম্বর না থাকাতে তত্রত্য লোকেরা তাহা লইতে অসম্মত হইয়াছেন। অনেক স্থানে নোটের পরিবর্ত্তে টাকা পাওয়া কঠিন হইয়াছে।

সর উইলিয়ম ডেনিসন গোদাবরী তটস্থিত প্রদেশ সমূহের পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের ব্যয়ের জন্য এক প্রকার মিউনিসিপাল কর স্থাপন করিতেছেন। বিদ্যাশিক্ষাকে বিদ্বিষ্ট করিবার ঐ একটী প্রধান কারণ হইতেছে।

ফিনিক্সের হুগলীস্থিত সংবাদদাতা বলেন, তত্রত্য ইউরোপীয় সৈনিক স্ত্রীগণকে চীন দেশে প্রেরণ করা হইতেছে। বড় ভাল।

২৭এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

গত কল্য একসচেঞ্জগৃহে নিম্ন লিখিত টাকার অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে:—

	বাক্স	মোট
বেহারের	১০৭৫	১৮,৫৮,৬৫০
কাশীর	১১৩৫	১৫,৬৩,৭০০

বোম্বাই নগরে সম্প্রতি তুলার মহাজন দিগের সহিত তুলার কৃষকদিগের একটী দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দালালেরা একপ্রকার মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন কিন্তু মহাজনেরা তাহাতে অসম্মত হওয়াতে অনেক দালাল পলায়ন করিয়াছেন। এক্ষণে কৃষকেরা পূর্ব্বনির্দ্ধারিত মূল্যের জন্য জিদ করাতে উভয় দলে ভয়ানক বিবাদ হইয়াছে। এখানকার নীলকর ও বোম্বাইয়ের সুকার উভয়েই প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ বিষয়ে পটু।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ারে লিখিত হইয়াছে, ফরাশীরা লোহিত সমুদ্রে এক ছাউনী করিয়াছে। সুমাত্রার নিকটবর্ত্তি একটি দ্বীপ তাহাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সম্রাট নেপোলিয়ন সুবিখ্যাত কলবার্টের প্রণালীতে ফরাশী উপনিবেশ করিতেছেন।

অযোধ্যা গেজেট সম্পাদক বলেন, তত্রত্য ১৯ গণিত অশ্বারোহী সেনাদলের মেজর গফ, গুলিদ্বারা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন। গুলি তাঁহার বাম কক্ষ দিয়া গমন করিয়াছে। তাঁহার জীবন সংশয়। ইউরোপীয় সেনাদলে অনুসন্ধান করিলে আত্মহত্যার কোন গোপনীয় কারণ বাহির হইতে পারে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার মান্দ্রাজস্থিত সংবাদ দাতা বলেন, সর উইলিয়ম ডেনিসন নিজ পদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহার অনেক পরিবার এবং অল্প মাত্র সম্পত্তি এমত স্থলে কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হওয়া তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইবে। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট ও ওয়েষ্ট মিনষ্টরের অধ্যক্ষ বর্গ অনেক বার উইলিয়ম ডেনিসনকে তিরস্কার করিয়াছেন। তাহার চ-

রিত্রগত অন্য কোন দোষনাই। তিনি কেবল অতিশয় অলস। ঐত রোগ।

পণ্ডিচরিতে আর্কট হইতে যে শস্য প্রেরিত হয় তাহার শুল্ক লওয়াতে ফরাসীশাসন কর্ত্তা সর উইলিয়ম ডেনিসনের নিকটে তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি তদুত্তরে আক্ষেপ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শুল্ক প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। এইসকলের নিমিত্তই কি ডেনিসন তিরস্কার খান।

নিম্নলিখিত মূতন নোট এবং তাহার প্রতিভূ স্বরূপ নগদ টাকা ও রৌপ্য প্রভৃতি আছে।

	কলিকাতা।	বোম্বাই	মান্দ্রাজ	মোট
প্রচলিত নোট	২,৪৩,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০	২৮,০০,০০০	৪,২১,০০,০০
প্রতিভূ স্বরূপ টাকা	১,৯৯,৫১,১৩৯	৫৮,০০,০০০	২৮,০০,০০০	২,৮৫,৫৫,১৩৯
তুমুদ্রিত রৌপ্য		৯২,০০,০০০		৯২,০০,০০০
গবর্ণমেণ্টের কাগজ	৫৩,৪৮,৮৬১			১৮,৪৮,৬১

মান্দ্রাজে নোট ও প্রতিভূস্বরূপ টাকা উভয় সমান। এই অল্পকালের মধ্যে চারি কোটির অধিক নোট প্রচলিত করা অন্যায় হইয়াছে।

কয়ার নিকটে আফগান সৈন্যের সহিত সুলতান জানের একটী যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে দোস্ত মহম্মদখাঁ পরাজিত হইয়াছেন। সুলতানজানের সন্ধি করিবার অভিলাষ আছে।

লার্ড কানিঙ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সময়ে লিখিয়া গিয়াছেন কর্ণেল বালফোরের চেষ্টাদ্বারাই ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সমান হইয়াছে। ভারতবর্ষে বালফোরের ন্যায় নিয়ত দুই এক জন লোক চাই।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সালেমের নিকটে দুই লাইনের বৃক্ষ রোপণ করিতেছেন। সাঁওতাল পরগণার মূতন সিঙ্কোনা বৃক্ষের কি হইল।

একরূপ জন শ্রুতি কয়েক রেজিমেণ্ট শীক সৈন্য পুনর্ব্বার চীন দেশে প্রেরিত হইবে। বিদ্রোহিদিগকে দমন করা ইহার উদ্দেশ্য। শেষে উপন্যাস লিখিত বানর দ্বারা বিড়াল দ্বয়ের মকদ্দমার নিষ্পত্তির ন্যায় উল্লিখিত বিবাদের নিষ্পত্তি না হয়।

ফিনিক্স সম্পাদক বলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুসারে ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল সৈন্য সময় পূর্ণ হইলে ইংলণ্ডে যাইতে চাহিবে তাহাদিগকে অধিক টাকা দিয়া এদেশীয় সেনাদলে রাখা হইবে। মূতন সৈন্য আনিতে বিস্তর ব্যয় হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ২,২০০ টাকা পড়ে কিন্তু পুরাতন সৈনিকদিগকে রাখা হইলে ত্রিবিধ উপকার হইবে। প্রথমতঃ পুরাতন সুশিক্ষিত সৈন্য পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয়তঃ মূতন সেনা আনিবার ব্যয় সংক্ষেপ হইবে, তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষের নামে যে ১৪০০০ সৈন্য ইংলণ্ডে আছে, তাহাদিগকে রাখিবার আর প্রয়োজন করিবে না। শেষোক্তটি আমাদিগের আশামাত্র।

হরকরা সম্পাদক বলেন বঙ্কশালের ঘাটে অনেক ইউরোপীয় খালাসী বিবস্ত্র হইয়া বৈকালে স্নান করে। পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের এতন্নিবারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। খালাসীরা এক প্রকার অবোধ জন্তু, তাহাদিগকে দমনে না রাখিলে তাহারা ঠিক পথে চলিবে কেন।

অযোধ্যাগেজেটের একজন সংবাদ দাতা বলেন, রাওসাহেবের হত্যাকারিতা প্রমাণ হইবে না। হেরাল্ড পত্রে রাওসাহেবের যে প্রকার সাহস ও অধ্যবসায়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহাতে তিনি যে যুদ্ধের যথার্থ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন একরূপ বোধ হয় না।

আলাহাবাদ গেজেটে বিখ্যাত দস্যু শঙ্কর রাম সিংহের অদ্ভুত সাহস ও ক্ষমতার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যক্তি আলাহাবাদ জেলাতেই আছে। সে এমনি সতর্ক যে, পুলিষ কর্ম্মচারিরা তাহাকে ধৃত করিবার জন্য চেষ্টা করাতে সে তৎসমুদায় জানিতে পারে। একদা দুইজন চরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে সে বলিল আমি জানি তোমরা আমাকে ধরিবার চেষ্টায় আছ, অতএব তোমাদিগের প্রধানের নিকটে এই চিহ্ন লইয়া যাও, এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে তলবারের আঘাত দিল। সম্প্রতি একজন কালেক্টরের বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত রাজস্ব ও বিচার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ক্ষণ কথোপকথন করে, কালেক্টর কতক্ষণ পরে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল আমি বিখ্যাত ডাকাইত শঙ্কররাম সিংহ। কালেক্টর তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে হস্ত দিয়া এক রিবলবার পিস্তল লইবার চেষ্টা করাতে শঙ্কররাম কহিল সাহেব তোমার পিস্তল ঐ মেজের উপর আছে, সাহেব তথায় যাইতে যাইতে শঙ্কররাম অর্দ্ধ ক্রোশ পথ বাহির হইয়া গেল। আমরা ইংলণ্ডীয় রবিণহুডের গল্প শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষীয় শঙ্কররাম রবিন হুডের নিকৃষ্ট নহে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন পবলিক ওয়ার্কের ব্যয়ের জন্য যে টাকা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হইবে না। এক মাসের চেকের টাকা অন্য মাসে দেওয়া হইবে না। পবলিক ওয়ার্কের অপব্যয় নিবারণ নিমিত্ত কি এই চেষ্টা হইতেছে।

প্রভাকরের নেপালের সংবাদ দাতা বলেন, তিব্বৎ দেশে কএকজন লামা নেপালীয় একব্যক্তিকে বধ করাতে উভয় রাজ্যে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু তিব্বতের গবর্ণমেণ্ট হত্যাকারিদিগকে নেপালে প্রেরণ করাতে সেই আশঙ্কা গিয়াছে।

উক্ত সংবাদদাতা আরও বলেন মহারাজ জঙ্গবাহাদুর আপনার দুই পুত্রকে ইংলণ্ডীয় সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার অভিলাষ করিয়া গবর্ণর জেনেরলের নিকটে আবেদন করেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল এই বলিয়া তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই যে যাঁহারা কেবল ইংলণ্ডেশ্বরীর সেনাদলে প্রবেশ করিবেন তাঁহারাই উক্তবিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে পারিবেন। নেপাল স্বাধীন রাজ্য অতএব জঙ্গবাহাদুর আপনার পুত্রদিগকে [illegible] সম্রাটের

নিকটে প্রেরণ করুন ফরাশীসম্রাট আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দিবেন। এ উত্তরে সকল দিক রক্ষা হইয়াছে।

২৮এ আষাঢ় শুক্রবার।

অদ্য লার্ড কানিঙের মৃত্যুসূচক ২১টি তোপ হইয়াছে। যাবতীয় ষ্টেসনে এই প্রকার হইবে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া এতদ্দেশীয় চিহ্নিত চিকিৎসকের কার্য্যের প্রার্থিদিগকে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নামে তত্রত্য প্রধান বিচারালয়ে নালীশ করিতে কহিয়াছেন, মহাসভা যে আইন করেন, সে আইনের বহির্ভূত কার্য্য করিলে বিচারপতিরা তাহা রহিত করিতে পারেন। হর্সগাডের অধ্যক্ষেরা উল্লিখিত বিষয়ে মহাসভার কৃত নিয়মের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। যাহা হউক বিচারালয়ে ইহার প্রতিকার হইবে না। সংস্কার দোষ অত্যন্ত প্রবল।

হরকরা সম্পাদক দুর্ব্বৃত্ত হিলির কয়েক খানি প্রশংসা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সে চীন দেশীয় যুদ্ধে সবিশেষ সাহস প্রকাশ করাতে সর রবর্ট নেপিয়র তাহাকে এক জন সেনাপতি করিবার অনুরোধ করেন। সম্পাদক কি উক্ত স্ত্রীহত্যাকারির জীবন রক্ষার চেষ্টা পাইতেছেন?

এক দাসী বাবু জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী হইতে প্রায় ২০০০ টাকার অলঙ্কার অপহরণ করিয়া তাহার উপপতিকে দেয়। তাহাদিগকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মর বিবেচনা করেন এতদ্দেশীয়দিগকে আসিষ্টাণ্ট সরজনের পদ হইতে বহিষ্কৃত করা অন্যায় হয় নাই। ইউরোপীয় ও খৃষ্টীয়ানেরা এতদ্দেশীয় হিন্দু চিকিৎসকদিগকে যদি আপনাদিগের পরিবারের চিকিৎসা করিতে না দেন, তদর্থে তাঁহাদিগের দোষ দেওয়া যায় না। খৃষ্টধর্ম্ম পূত পরিবারে অপবিত্র লোক গমন করিলে যদি সেই পবিত্র পরিবারের অপবিত্রতা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মবল কি?

২৯এ আষাঢ় শনিবার।

উড়িষ্যার ক্ষুদ্র যুদ্ধের শেষ হইয়াছে। খন্দপ্রভৃতি বন্যজাতীরা যে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, সম্পূর্ণ রূপে তাহার শান্তি হইয়াছে। জয়ন্তীয়ার গোলযোগ কবে যাইবে?

হরকরা সম্পাদক বলেন মুরসিদাবাদের হাকিমের নামে মেকিটাকা প্রস্তুত করিবার যে অপরাধ দেওয়া হয় তিনি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এই সুযোগ পাইয়া ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নবাবের চরিত্রে দোষ দিয়াছিলেন না?

চীনদেশে সেনা প্রেরণ সংবাদ অসত্য নয়।

সমাচার হিন্দুস্থানী সম্পাদক বলেন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার হায়দরাবাদের নবাবের বিপক্ষে প্রস্তাব সকল ভ্রম মূলক বোধ হয়, নবাবের অবমাননা করা ও কর্ণেল ডেবিডসনকে দূরীভূত করিয়া ৫ ফ্রেণ্ডের „ কোন মিলে টারী বন্ধুকে তথায় প্রেরণ করা ঐ সকল প্রস্তাব লিখিবার উদ্দেশ্য।

আমেরিকার যুদ্ধের ক্রমশঃ শেষ হইয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্টের সেনারা বিদ্রোহীদিগের যাবতীয় প্রধান নগর অধিকার করিয়াছে। যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইলেই ভাল।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিকা	৯১। — ৯১॥
৪ টাকার কোম্পানির	৯৩। — ৯৩॥
৫ টাকার ঐ	১০৪॥ — ১০৫
৫॥ টাকার ঐ	১১২। — ১১২৵

১০ই জুন পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

পোর্টরয়ালস্থিত বিদ্রোহী সেনার সেনাপতি ব্যাঙ্কসকে উইঞ্চেষ্টর নগরে আক্রমণ করিয়া পটমাক নদী পারে মেরিলাণ্ডে দূরীভূত করিয়াছে। ওয়াসিংটনের লোকেরা অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। সভাপতি (লিঙ্কলন) যুদ্ধ সম্পর্কে রেইলওয়ে আজ্ঞার অধীনস্থ করেন; সেনা সংগৃহীত হওয়াতে সেনাপতি ব্যাঙ্কের সর সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরিত হয়। বিদ্রোহীরা উইঞ্চেষ্টরে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

সেনাপতি মাকডুয়াল ফ্রেডারিকসবর্গ হইতে রিচমণ্ডের দিগে অগ্রসর হইয়াছেন। সেনাপতি মাকিলান হ্যানবার কোর্ট হাউস লইয়াছেন এবং এক্ষণে তিনি সমুদয় সৈন্যের সহিত তত্রত্য রাজধানীর পাঁচক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন।

মিসিসিপিস্থিত নাচেস নগর গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে।

ষ্টানফিল্ড সাহেব ব্যয় সংক্ষেপের যে প্রস্তাব করেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ৬৫ জন তাঁহার পক্ষ ও ৩৬৭ জন তাঁহার বিপক্ষ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ওয়ালপোল সাহেব প্রভৃতি যে সংশোধন প্রস্তাব করিবার সঙ্কল্প করেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইটালীর মহাসভা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদিগের অবিশ্বাস নাই। ইটালি রাজ্যে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে, কিন্তু আয় হইবার অনেক উত্তম উপায় আছে, এবং সমুদায় লোকে আয় ব্যয়ের হিসাবে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ফরাশী সেনারা মেক্সিকো নগরের কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছে। একরূপ জনশ্রুতি তত্রত্য সেনাদলকে পরাজিত করা হইয়াছে, ফ্রান্স হইতে আরো অধিক সেনা প্রেরিত হইবে।

টাইরলে অনেকে অষ্ট্রীর সেনা সমবেত হইতেছে। অষ্ট্রীয় সেনাদলে আরো অধিক ছয় ব্রিগেড (১৮,০০০) সেনা প্রেরিত হইবে।

১লা জুলাই অসবরণে রাজকুমারী আলিসের সহিত হেসির রাজকুমার লুইর বিবাহ হইবে।

মিসর দেশীয় রাজপ্রতিনিধি পারিস হইতে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন।

১১ই জুন জাপান দেশীয় দূতগণ ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছেন।

লোহিত সমুদ্র ও ভারতবর্ষীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানির বিল হাউস অব লার্ডসে দ্বিতীয় বার পঠিত হইয়াছে।

১৭ই জুন লার্ড কানিঙের মৃত্যু হইয়াছে।

রিচমণ্ডস্থিত বিদ্রোহীরা গবর্ণমেণ্ট সেনার এক অংশকে আক্রমণ করিয়া অনেক কামান ও দ্রব্য হস্তগত করে। পর দিবস পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে বিদ্রোহীরা পলাইয়া আপনাদিগের শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ৭০০০ লোক হত হইয়াছে।

বিদ্রোহীরা করিন্থ ত্যাগ করিয়াছে। মিসিসিপিতে তাহাদিগের রণতরি পরাজিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মেম্ফিস নগর অধিকার করিয়াছেন।

সেনাপতি ব্যাঙ্কস নবাগত সেনাগণের সহিত পুনর্ব্বার পটমাক নদী পার হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের সেনাপতি বটলর নিউ অর্লিয়ন্সের স্ত্রীলোকদিগের নিন্দাকারক এক ঘোষণা

পত্র প্রকাশ করাতে ইউরোপের সকল লোকে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন।

ফরাসী সৈন্যেরা যথার্থই মেকসিকোর সেনাদিগের নিকটে পরাজিত হইয়াছে। ফ্রান্স হইতে নূতন সেনা প্রেরিত হইতেছে।

জন ক্রতি হইয়াছিল ফ্রান্স ও ইংলণ্ড আমেরিকার যুদ্ধে হস্তার্পণ করিবেন, কিন্তু আর্ল্ রসেল, স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন আপাততঃ এ ইচ্ছা নাই।

পোপ রোম নগরস্থিত পুরোহিতদিগকে তাঁহার রাজ ক্ষমতার সহায়তা করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। পুরোহিতেরা তাহাতে সম্মত হইয়া এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন।

টিউরিণের মহাসভা রাজাকে এক এড্রেস দিয়া বলিয়াছেন, ইটালীয়দিগের রোমে উপরে অধিকার আছে।

এমত জন ক্রতি রুশীয়ার গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, পোলণ্ডের যে সকল লোক ইটালিতে পলায়ন করিয়াছে, যদি তাহাদিগকে সেনাদল ভুক্ত না করা হয় তাহা হইলে তাঁহারা বিক্টর ইমানুএলকে ইটালির রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন।

লার্ডপামরষ্টন মহামন্ত্রাক সেনাপতি বটলরের ঘোষণার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

এমত জন ক্রতি পোপ ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে কহিয়াছেন তিনি ইটালির রাজার সহিত সন্ধি করিবেন না।

তুরুস্কের সহিত সরবিয়ার লোকদিগের পুনরায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা দেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের

আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৪ এ জুন—সাহাবাদের প্রথম বিভাগের আসেসর ও ডেপুটী কালেক্টর এল, ডি, আবক্র সাহেব ১৩ ই মার্চ্চ অবধি নিজ কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত বকসার বিভাগের আসেসরের কার্য্যের ভার পাইয়াছেন।

২৬ এ জুন—প্রেসিডেন্সি কালেজের গণিতের সহকারী অধ্যাপক জে, এল, রিজ সাহেব নিজ কর্ম্ম করিয়া কিয়দ্দিবসের জন্য উক্ত কালেজের জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ববিদ্যার প্রতিনিধি অধ্যাপকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

বাবু কানাইলাল দে কিয়দ্দিবসের জন্য প্রেসিডেন্সি কালেজের বার্ত্তা শাস্ত্রের প্রতিনিধি অধ্যাপক হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীরা ৩০ মে ও ৫ ই জুন সহকারী কমিসনরের পদে নিযুক্ত হইয়া পশ্চালিখিত স্থানে গিয়াছেন।

লেপ্টনান্ট এ, ই কাবেল, নওগাঁ।

" এ, এল, ফিনিক্স গোয়ালপাড়া।

" এল, লুই, লক্ষ্মীপুর।

" ঐ, ডি, জোন্স সাহেব ইষ্টাপ ও জেনরবির প্রতিনিধি সুপরিন্টেণ্ডান্ট হইবেন।

এচ, বেল সাহেব যশোহরের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন। অপর, তিনি মাগুরা, জনিদা, কোটচাঁদপুর ও নড়ালের ছোট আদালতের প্রতিনিধি হইবেন।

জে, গেগান সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অণ্ডর সেক্রেটারি হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্ম ভিন্ন নদীয়া বিভাগের প্রতিনিধি কমিসনরের কর্ম্ম করিবেন।

১লা জুলাই—গবর্ণর জেনরলের অনুমতি ক্রমে লেপ্টনন্টগবর্ণর ১৮৬০ অব্দের ৪২ আইন অনুসারে নিম্ন লিখিত স্থানে ছোট আদালত সংস্থাপিত করিলেনঃ।

১	মুঙ্গের	৭	নাটোর
২	ভগলপুর	৮	পাবনা
৩	সেরাজগঞ্জ	৯	হুগলী
৪	কুমারখালী	১০	চট্টগ্রাম
৫	ফরিদপুর	১১	মেদনীপুর
৬	রামপুরবোয়ালিয়া	১২	কটক

উক্ত আইনের ২ ধারানুসারে উক্ত আদালতের ক্ষমতার বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

মুঙ্গের—ইহা সদর মুনসেফের সীমা।

ভগলপুর	ঐ
সেরাজগঞ্জ	ঐ
কুমারখালি	ঐ
ফরিদপুর	ঐ
রামপুরবোয়ালিয়া	ঐ
নাটোর	ঐ
পাবনা	ঐ
হুগলী	ঐ
কটক	ঐ
মেদনীপুর	ঐ

১লা জুলাই—মৌলবী মহম্মদ রাফিক মুঙ্গেরের ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু প্যারীমোহন বন্দোপাধ্যায় সেরাজগঞ্জের ছোটআদালতের জজ হইয়া পাবনা জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু দিগম্বর বিশ্বাস কুমারখালির ছোটআদালতের জজ হইয়া পাবনা জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্ন ফরিদপুরের ছোটআদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রাজশাহির ছোটআদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ, ডবলিউ লিণ্টন সাহেব নাটোরের ছোটআদালতের জজ হইবেন।

ডবলিউ, রাইট সাহেব পাবনার ছোটআদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় হুগলির ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবী নসিরুদ্দিন মহম্মদ কটকের ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কালীকিঙ্কর রায় চট্টগ্রামের ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

সি, ডি, লিণ্টন সাহেব লোহার্ডাগার ছোট আদালতের জজ হইবেন।

বাবু কাশীশ্বর মিত্র মুরসিদাবাদের ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

২৭এ জুন—হাঁনসির অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট জি স্মিথ সাহেব ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে উক্ত জেলার প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

উত্তর বিভাগের সহকারী রেবিনিউ সরবিয়ার ১ লা জুলাই অবধি সংপূর্ণ সরবেয়ার হইবেন।

৩০এ জুন—রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি বদিরহালির প্রতিনিধি মুনসেফ বাবু মহানন্দ রায় ১৮৫৯ অব্দের ১৫০ ধারানুসারে উক্ত জেলার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

১লা জুলাই—বাবু গোবিন্দ চন্দ্র চৌধুরি পূর্ব্ববর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমিন হইবেন।

৫ই জুলাই—জে, করণ্ড সাহেব ত্রিহুতের কেরিফণ্ড কমিটির একজন সভ্য হইবেন।

লেপ্টনান্ট ডবলিউ হাউই আসামে প্রথম শ্রেণির সহকারী পুলিস সুপরিন্টেণ্ট হইবেন।

৭ই জুলাই—এ, এচ, পিল্ সাহেব বরিসালের সাধারণ বিদ্যা শিক্ষাকার্য্যের কমিটির একজন সভ্য হইবেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। ভল্লুক ভুজঙ্গাদি যেরূপ হেমন্তাদি ঋতুতে অনাহারে দীর্ঘনিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, পদ্মানদীও ঐরূপ এপর্য্যন্ত সুষুপ্তাবস্থায় ছিল। কয়েক দিবস অতীত হইল চক্ষু উন্মীলন করিয়া অদ্য ১০ টি মনুষ্য দ্বারা মুখ শোধন করিয়া লইলেন। ধীবরেরা পদ্মার বিষদন্ত হইতে উক্ত ১০ জন মনুষ্যকে মুক্ত করিয়া, অত্রত্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করে। বাবু ধীবরদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ বর্ষাকাল পর্য্যন্ত নিষ্করে পদ্মার মৎস্য ধরিতে আদেশ করিয়াছেন। অন্যান্য ধীবর ও ভূম্যধিকারিগণও ইহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হউন।

অতি অল্প দিবস হইল। অত্রত্য খেত পোড়া নীলের কুঠিতে ডাকাইত পড়িয়াছিল। দুরাত্মারা ১৩১৫ টাকা অপহরণ করে। জাফর গঞ্জের দারোগা আসিয়া ১২ জন ডাকাইতকে ধৃত করিয়াছে। শুনিলাম কুঠির দেওয়ানের হস্তেও নাকি রজ্জুপাত হইয়াছে। সাধু।

প্রায় ৪।৫ দিবস যাবৎ ঢাকার কমিসনর সাহেব ও ফৌজদারির নাজির মফস্বল আসিয়া মাণিকগঞ্জের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের রাশিতে ভোগ করিতেছেন। বোধ করি ঢাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবও মফস্বল আসিবেন। "এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলের মেলা" ইতি ১৮৬২ ২১জুন।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র
তারিণীগঞ্জ

—০—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

৭ই আষাঢ় বর্দ্ধমানের ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের কালেক্টর শ্রীযুক্ত এস্ এস্ হগ সাহেব এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল মৈত্র একটি ব্রহ্ম সংগীত দ্বারা সভাসদগণকে মোহিত করিলেন। তৎ পরে উপাসনারম্ভ হইল; উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশিখর বসু (যাঁহার উৎসাহে উক্ত সমাজ স্থাপিত হয়) একটী সুললিত সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তদনন্তর নন্দবাবু পুনর্ব্বার একটী সংগীত করিলেন। পরে চন্দ্র বাবু গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হগ্ সাহেবকে কয়েক খানি ব্রহ্মসমাজের পুস্তক উপঢৌকন দিলেন। সাহেব তাহা গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গমন করিলেন। এই সমাজ দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন।

মাতঃ ভারতভূমি! কবে তোমার সন্তান দিগের প্রতি করুণা কটাক্ষপাত করিবে? কবে সকলের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইবেক? কবে কুসংস্কার সকল একবারেই উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইবে? মাতঃ কবেই বা আমরা এই দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিব এবং বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। সত্য ধর্ম্মের জ্যোতির অভাবে আমাদিগের এত দুরবস্থা হইয়াছে।

৯ই আষাঢ় ১২৬৯।

শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র

—*—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! এপ্রদেশীয় লবণ ঘটিত অত্যাচার বৃত্তান্ত শুনিয়া থাকিবেন। অত্রত্য নিমক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নৃশংস পদাতিকগণ ও কতিপয় ধনলিপ্সু দুর্বৃত্ত গোয়েন্দা বসনাস্তরালে কিঞ্চিন্মাত্র লবণ লুক্কায়িত করিয়া নিরন্তর পথে২ ভ্রমণ করে। সময় পাইলে কোন ব্যক্তির গৃহে উক্ত লবণ গোপনে রাখিয়া সেই গৃহস্বামীকে, অথবা কোন নিঃসহায় দুর্ভাগা পথিকের করে তাহা সমর্পণ করিয়া সেই পথিককে, লবণ অপহরণ করার মিথ্যা অপবাদ দিয়া, ধৃতকরিয়া তাহারদিগের স্থানে কিঞ্চিৎ২ উৎকোচ লইয়া ছাড়িয়া দেয়। আমরা চতুর্দ্দিগহইতে সর্ব্বদা এইরূপ সম্বাদশ্রবণ করিতাম। এক্ষণে কতিপয় উৎকোচদাতার অভিযোগ ক্রমে অত্র নাগওয়ান সবডিবিজনের নূতন আগত ন্যায়পরায়ণ শ্রীযুক্ত মৌলবি দীন মহম্মদ খান বাহাদুর ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের সদ্বিচারে, কতকগুলি অর্থলোলুপ দৌরাত্মাকারির দণ্ডবিধান হইয়া, উল্লিখিত উপদ্রব নিবৃত্তপ্রায় হইয়াছে।

অধুনা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, তিনি উত্তরোত্তর উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া সুবিচার দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হউন।

২৩এ জুন ১৮৬২

কাঁথী

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয়েষু।

আমাদের প্রধান সদরআমিন সাহেবের নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ হওয়াতে, তিনি সস্পেণ্ড ও তাঁহার আফিসের তিন জন কর্ম্মচারি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন; মোকদ্দমার এখনও বিচার হয় নাই, বিচারের ভার ঢাকা বিভাগের শ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে।

আমাদের জজ আদালতের সেরেস্তাদারের নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ হইয়াছিল, সুবিচারক শ্রীযুক্ত জজ সাহেব মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছেন।

এক জন চা-কর সাহেব নীলাম খরিদ উপলক্ষে অত্রত্য সদর মুন্সেফের কাছারিতে যাইয়া মুন্সেফকে অনেক কটূক্তি ও এক জন পেয়াদাকে সপাদুকাচরণপ্রহার করে, মুন্সেফ সাহেব রাজকীয় বিধ্যনুসারে তাহার (২০০) দুই শত টাকা দণ্ড করেন, আমাদের জজ সাহেব তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। চা-কর সাহেব ইংরেজ কি না?

শুনিতে পাই আমাদের জজ আদালতের অনুবাদক মহাশয় নাকি উৎকোচ গ্রহণ করেন, যদি এ জনরবটি সত্য হয় তবে তিনি, সুশিক্ষিত সমাজকে অপবিত্র করিতেছেন। ত্বরায় লোভ সম্বরণ করুন। আমরা শ্রীযুক্ত মহাত্মা জজ সাহেবের অনুগ্রহে এক জন প্রচণ্ডপ্রতাপ জএণ্ট মাজিষ্ট্রেট পাইয়াছি। তিনি এক জন অপূর্ব্ব বিচারক। তাঁহার বিচার কার্য্য শুনিলে কে না চমৎকৃত হইবেন। তিনি এমনি সুবিচারক যে আজি যারপ্রতি সদয়, কালি তার প্রতি নিদয়, যাহাকে আজি কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সুখসাগরে মগ্ন করিতেছেন, কালি আবার বিনা অপরাধে সেই ব্যক্তি তাহারি দ্বারা দুঃখসাগরে মগ্ন হইতেছে। বিচারালয়ে, মোকদ্দমায় লিপ্ত বাদী, প্রতিবাদী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রবেশকরিবার সাধ্য কি? দ্বারে দ্বারে যমদূত স্বরূপ প্রহরী, এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান, কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার আফিসে গিয়াছিলেন, তজ্জন্য সাহেব মহাশয় তাঁহার এক টাকা জরিমানা করিয়াছেন। তিনি যে সকল আবেদন পত্র গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে যে সকল দরখাস্তে, তাঁহার নিজে হুকুম দিবার ক্ষমতা নাই তাহাতেও তিনি ইচ্ছানুরূপ হুকুম প্রদান করেন, আর সেই দরখাস্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বৈঠক লিখিয়া তাঁহার দস্তখত করান (সাহেব কিনা তবে আর এতে দোষ কি?) আমাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেবও দরখাস্ত শুনিবার শ্রমের লাঘব হইয়াছে ভাবিয়া এবং তাঁহাকে সদ্বিচারক জানিয়া

অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই সকল হুকুমে স্বাক্ষর করিয়া দেন। আমাদের এই জএন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গ্রহার বিদ্যাতেও বিলক্ষণ পণ্ডিত তিনি যখন এতন্নগরীতে আসিষ্টান্ট ছিলেন, তৎকালে কালেক্টরীর এক জন কর্ম্মচারীকে খাজনাখানায় যষ্টির আঘাত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অভিযুক্তও হইয়াছিলেন। এতাদৃশ গুণ সম্পন্ন সুবিচারক বিচার কর্ত্তাকে পুনরায় পাইয়া আমাদের শ্রীহট্টনগরী এমনি আহ্লাদিত হইয়াছেন যে অত্যন্ত আনন্দ ভরে অনর্গল নয়ন যুগল হইতে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। শ্রীহট্টবাসি আমাদের শ্রীযুত কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের রজনীতে কাছারী করিবার যে একটি রোগ ছিল সম্প্রতি তাহার শান্তি হইয়াছে আর আনন্দের সীমা কোথায় তিনি এখন নিয়মিত সময়ে কাছারী করেন।

কস্যচিৎ শ্রীহট্ট বাসিনঃ।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আপনি অবগত আছেন প্রায় একবৎসর হইল আমাদের এই স্থানে একটি গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত ডিস্পেনসরি স্থাপিত হইয়াছে। এই ডিস্পেনসরির সব আসিষ্টান্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা কালনা ও তন্নিকটস্থ গ্রামের সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ দীন হীন লোকের অনির্ব্বচনীয় পকার লাভ হইতেছে। কিন্তু মহাশয়! দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইবার উপক্রম ঘটিতেছে। যখন ডাক্তারখানা স্থাপিত হয়, তৎকালে গ্রামের লোকেরা কিছু কিছু সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা দিতে গেলে বারইয়ারি পূজার কবির টাকা অনাটন পড়ে এই নিমিত্ত তাঁহারা সেই অঙ্গীকৃত চাঁদা দিতে অস্বীকার করিতেছেন। আর কেহ কেহ বলিয়াথাকে, আট আনা কিম্বা এক টাকা মাসিক দিলেও দিতে পারি কিন্তু দিব না, কেন না নবীন বাবু তো আমাদের বাটীতে আসিয়া বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিবেন না.. অপর কারণ এই যে গ্রামস্থ ব্যক্তিরা ডফ সাহেবের ইংরেজি ও বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের যাহাতে অনিষ্ট হয় তাহারি চেষ্টায় মত্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রতাপ বাবু দেশীয় প্রজাদের মঙ্গল চেষ্টা না পাইয়া ব্রাহ্মসমাজ ও মিসনরি বিদ্যালয়ের বিপক্ষে বিদ্যালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত শশব্যস্ত ছিলেন। বিদ্যালয় স্থাপন করা জন গণের নিকট যশো লাভের অভিলাষ করা ভাল বটে কিন্তু পরের অনিষ্ট করিয়া স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করা ভাল নয়।

প্রতাপ বাবুর পরিবর্ত্তে আমাদের এখানে এক জন মৌলবি হাকিম আসিয়াছেন। তিনি স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মে বিলক্ষণ পরিপক্ক কিন্তু ইংরেজি ভাষা জানেন না তাঁহাকে দ্বারা কারনা হইতে যাইতে হইবেক। অথবা সবিনয়ে গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন প্রতাপ বাবুর মত মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত না করেন।

কিছু দিন গত হইল আপনকার পত্রিকায় পাঠ করিয়াছিলাম যে কালনার গোঁসাই বাটীর রাখাল নামে ছেলেটি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিবার আশয়ে ডফ সাহেবের মিসন বাটীতে আসিয়াছিল। পরে শুনিলাম যে তথায় ৮দিবস আলি বক্স নামক বাবুর্চির হস্তে আহার করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। আর জনরব হইয়াছে যে গোঁসাই জী ব্যবস্থা আনিয়াছেন যে অনতিবিলম্বে ঐ রাখালকে গোময় ভক্ষণ করাইয়া জাতিতে তুলিবেন।

গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে এখানে সর্পের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। গত রবিবারে এক যবন যুবা, সর্প দষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এখানে প্রত্যহ বৃষ্টি হইতেছে। গঙ্গার জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, পশ্চিমাঞ্চলের নৌকার আমদানি তণ্ডুল কলাই তামাক এবং অন্যান্য দ্রব্য পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্য হইতেছে। ছিচকে চোরের দল বৃদ্ধি হইতেছে, বিশেষতঃ আজি কালি কাঁটাল চোরটা কিছু অধিক হইয়াছে। মহাশয় পুলিষের কি সংশোধন হইবে না? রাস্তার অসুবিধার জন্য আজি কালি বাটীহইতে বাহির হওয়া দুষ্কর। আমাদের চৌকী ও ইনকমটেক্স দিতে দিতে প্রাণটা গেল।

এক পাঠক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদন সম্পাদক মহাশয়! সংপ্রতি গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অতীত হওয়াতে আমি মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। দুই একদিন হইল কলিকাতা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। তাহার বৃত্তান্ত পরে লিখিব। প্রথমতঃ রেইলওয়ে আসিতে যেরূপ কষ্টভোগ করিয়া আসিয়াছি তাহাই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। রেইলওয়ের কর্ম্মচারিরা অতিশয় দৌরাত্ম্য করে। বিশেষতঃ যাহারা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যায় তাহাদিগের প্রতি যতদূর সম্ভবে ততদূরই দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে। প্রথমতঃ কিরিঙ্গি মহাত্মার নিকট টিকিট ক্রয় করিতে হয়। তাঁহার হস্তে পয়সা দিলে তিনি ঘুসি মারিতে আইসেন। তিনি একটু শকরিলে তাঁহার চাপরাসির বিলক্ষণকরিয়া দেন এখানেত এইরূপ পরে গাড়িতে উঠিবার সময় আবার বিলক্ষণ গলাধাক্কা খাইতে হয়, শুনিয়াছি নিয়ম আছে এক এক গাড়িতে কুড়িজনের অধিক উঠিতে পারিবে না কিন্তু পেয়াদা বাবাজিরা এক এক গাড়ীতে ৬০। ৬৫ জন করিয়া পুরিয়া দেন, তাহাতে অস্বীকার করিলে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়াথাকেন, শুনিতে পাই আপত্তি করিলে সাহেবেরা বলেন যাহারা ভদ্রলোক তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যায় কেন?

মহাশয় সকল ভদ্রলোকই কি সমান সঙ্গতিমান। আর যাহারা তৃতীয় শ্রেণির গাড়িতে যায় তাহারা মনুষ্যই নয়। মনুষ্য বলিয়া তাহাদিগের যে এক প্রকার সম্মান ও অধিকার আছে তাহাদিগের তাহাও নাই, যাহাহউক এজন্যই বিখ্যাত ভদ্র লোক ৺বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র ডাক্তর কোনরূপেই রেইলওয়ের গাড়িতে যাইতে স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন ওখানকার কর্ম্ম চারিরা লোকের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করে আমি তাহা দেখিতে পারিব না কিন্তু মহাশয়! আমার ওরূপ মত নয় কারণ অনেক গুণ থাকিলে দুই একটী দোষ ব্যক্ত করা উচিত নয়। যথা একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ (যেমন চন্দ্রের অনেক গুণ থাকাতে তাঁহার কলঙ্ক দোষটী বক্তব্য হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

জেমুয়ার রাজা
১২৬৯ আষাঢ় হইতে ৭০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কোং ১০

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল রায় বরিসাল
১২৬৯ ফাল্গুন পর্য্যন্ত কোং ১০ ঐ

" বাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর
১২৬৯। ১৫ই আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ১০ ঐ

" অখিলচন্দ্র দত্ত মেদিনীপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

অযোধ্যালাল পাল মেদিনীপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

নবলাল খাঁ জমীদার মেদিনীপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

" নবীনচন্দ্র নাগ মেদিনীপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

" যদুনাথ সেন কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

৪ ভাগ।
৩৬ সংখ্যা।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্। "

সন ১২৬৯। ৬ শ্রাবণ। ইং ১৮৬২। ২১ জুলাই

মাসিক মূল্য ১ টাকা
বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

৬ই শ্রাবণ সোমবার।

ইনকম টাক্স ঘটিত অত্যাচার।

অর্থকৃচ্ছ্র হওয়াতে প্রজাদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া অসঙ্গতি দূর করিবার উদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট এ দেশে ইনকম টাক্স প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মচারিরা অতি লোভে উপন্যাসপ্রসিদ্ধ স্বর্ণময় অণ্ড প্রসবকারিণী হংসীর প্রাণ বধের ন্যায় একবারে প্রজাগণের আমূল বিনাশের চেষ্টায় আছেন। আমরা পূর্ব্বে রাজকর্ম্মচারিদিগের এই দুশ্চেষ্টার কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি, সম্প্রতি কুমারখালি, পাবনা প্রভৃতির মহাজনগণ এতৎ সংক্রান্ত যে এক খানি পত্র পাঠাইয়াছেন নিম্নে প্রকটিত হইল, তাহা দর্শন করিলে পাঠকগণ আর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইবেন।

মহাশয়! জেলা কৃষ্ণনগর ও পাবনার অধীন কুমারখালী প্রভৃতি স্থানের মহাজনগণ প্রথম বৎসরে ইনকম টাক্সের ফরম প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের যে যে কর্ম্মস্থল আছে সমুদায় কর্ম্মের আয় একত্র করিয়া উক্ত ফরমে লিখিয়া দিয়া আসেসর মহাশয়দিগের নিকট অর্পণ করেন তাহাতে গর্ভস্থ অংশী ও অংশভাগী কর্ম্মচারীদিগের লাভের টাকা বাদে যে নামের কারবার তাহার নিজের যে যথার্থ আয় তাহাই লিখিত হয়। জেলার কালেক্টর সাহেব ঐ রিটর্ণের লিখিত আয়ের উপর কিছু কিছু অতিরিক্ত ধরিয়া আসেসরদিগের প্রতি আদায়ের ভার অর্পণ করেন। মহাজনেরা তদ্বিষয়ে আপনাদিগের প্রতি অন্যায় হইতেছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া কালেক্টর সাহেবের নির্দ্ধারিত টাক্স আদায় হইয়া তাহার সার্টিফিকেট ও রসিদ পাওয়া হয়। দিনাজপুর ও কলিকাতা প্রভৃতি যে যে স্থানে মহাজনদিগের গদি আছে, তথাকার আসেসরদিগের নিকট ঐ সকল সার্টিফিকেট ও রসিদ প্রেরণ করা হয়, কিন্তু কলিকাতার আসেসর কলিকাতার বাণিজ্যের আয় পাবনা প্রভৃতি স্থানে প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ ঐ সকল আসেসরের দত্ত সার্টিফিকেট ও রসিদ অগ্রাহ্য করিয়া কেবল মহাজনদিগের বাজার সম্ভ্রমের উপর দৃষ্টি করিয়া অন্যায়রূপে কাহার নিকট ৫০০ কাহার নিকট ৭০০ কাহার নিকট ৯০০ শত টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া লইয়াছেন। ওদিকে দিনাজপুরের কালেক্টর সাহেব মহাশয়ও তথায় প্রেরিত ঐ সকল সার্টিফিকেট ও রসিদ অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত স্থানের প্রতি দোকানে ১০০ শত টাকা পরিমাণে কাহার নিকট ২০০০ কাহার নিকট ২৫০০ কাহার নিকট ৩০০০ হাজার টাকা বল পূর্ব্বক আদায় করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আরো কিছু বিশেষ অত্যাচার আছে। যে সকল মহাজন উল্লিখিত টাকা পয়সা সংগ্রহ করিয়া দিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যাহার ৩০০০ হাজার টাকা টাক্স ধার্য্য হয়, তাহার প্রতি শতে ১০ টাকা হিসাবে খরচ ধরিয়া ৩৩০০ শত টাকা পাওয়ানা করিয়া ৩৩০০ শত বস্তা চাউল নীলামে বিক্রয় করিয়া লইয়াছেন। উক্ত চাউল পরিমাণে ৪০০০ হাজার মণ, থলিয়া ৩৩০০ শতটা। যাহাদের সমুদায় বিষয়ের আয় বুঝিয়া ৩০০। ৫০০ অথবা ৭০০ শত টাকা টাক্স নির্দ্ধারিত করা হয়, তাহাদিগের নিকট হইতে প্রায় ৫০০০ হাজার টাকা অন্যায়রূপে আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ দিনাজপুরের চাউলের বস্তা নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় করাতে মহাজন লোকেরা নিতান্ত হতাশ হইয়াছে। এক লক্ষ পচিশ হাজার টাকা আয় না হইলে ৫০০০ হাজার টাকা টাক্স হইতে পারে না। কিন্তু যাহার এক লক্ষ পচিশ হাজার টাকা মাত্র মূলধন, তাহার নিকট হইতে ৫০০০ হাজার টাকা টাক্স আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে, ইহার অপেক্ষা অন্যায় আর কি আছে? মহাজনি কারবারের পদ্ধতি এই,

যেব্যক্তি ১৭৫০ হাজার টাকা লইয়া বর্ষ বর্ষে কারবার করেন তাহার দুই লক্ষ টাকার সম্ভ্রম হয়। কেবল এই সম্ভ্রমের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া টাক্স ধার্য্য করা অত্যন্ত অবিবেচনার কর্ম্ম সন্দেহ নাই। এক বৎসরেও পূর্ব্ব বৎসরের গৃহীত টাক্সের পরিমাণ এবং নিজ পাবনার কোন কোন ব্যক্তির নামে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ পরিমাণে টাক্স গ্রহণের নোটিস দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসরে মহাজন লোকের লাভ হওয়া দূরে থাকুক, মূলধন হইতে ৵ আনা ৵১০ আড়াই আনা করিয়া ক্ষতি হইয়াছে। ইহাতেও যদি ঐরূপ অন্যায় করিয়া টাক্স আদায় করা হয়, তাহা হইলে মহাজন বর্গ অচিরাৎ উৎসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই।

কুমার খালি পাবনা
প্রভৃতির মহাজনগণ।

মহাজনগণের স্থানে স্থানে যে যে কারবার আছে, তাহারা সে সমুদায়ের আয় একত্র গণনা করিয়া ইনকম টাক্স ফরমে লিখিয়া দিয়াছিলেন, এই তাঁহাদিগের অপরাধ! এই অপরাধে তাঁহাদিগের মূল ধন পর্য্যন্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছে! তাঁহাদিগের রক্ষারও কোন উপায় নাই। কি কালেক্টর কি আসেসর কেহই তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করেন না! আমরা যে পত্র খানি উপরে প্রকাশ করিলাম, তাহাতে যে প্রকার অত্যাচারের কথা লিখিত হইয়াছে, কিছু দিন এরূপ হইলে মহাজনগণ কতকাল ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন? প্রধান পুরুষদিগের কর্ত্তব্য, হয়, মহাজনদিগের আবেদন শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে, তাহার নিবারণ করেন, নতুবা একবারে ইনকম টাক্স রহিত করেন। এককালে ইনকম টাক্স রহিত করাই শ্রেয়ঃকল্প। উহার গন্ধ মাত্র থাকিলে অত্যাচারের নিবৃত্তি হইবে না। আমাদিগের এই ক্ষোভের হইতেছে, লেও সাহেব এই মহত্তর অনর্থমূল-ইনকম টাক্সের উন্মূলন চেষ্টা না করিয়া মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের ও অত্রত্য ব্যাঙ্কের বণিকগণের সুবিধা অন্বেষণ করিলেন!

চিহ্নিত চিকিৎসকপদ ও বোম্বাই-
য়ের আবেদন।

লার্ড মেকলি প্রভৃতি উদারচেতা কয়েক ব্যক্তির সবিশেষ চেষ্টায় ইংলণ্ডের অধীশ্বর চতুর্থ উইলিয়মের সময়ে মহাসভা ইংলণ্ডের যাবতীয় প্রজাকে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদ পাইবার অধিকার দেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরও এতদ্দেশীয়দিগকে চিহ্নিত চিকিৎসকের পদ লাভের অধিকার দিয়াছিলেন। ১৮৫৩ অব্দের নূতন সনন্দ দ্বারা ঐ অধিকার কেবল যে দৃঢ়ীভূত করা হয় এরূপ নহে, সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশাধিকার দান রূপ এদেশীয়দিগের আর একটী কল্যাণ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল স্বত্ব ও অধিকারের মধ্যে চিহ্নিত চিকিৎসক পদ লাভের অধিকারকেই আমরা প্রধান জ্ঞান করিয়া থাকি। মান, সম্ভ্রম ও বেতন প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিলে সিবিলিয়ান পদ আমাদিগের অত্যন্ত আদরের সন্দেহ নাই, কিন্তু উক্ত চিকিৎসক পদ ইহা অপেক্ষা মহোপকারক। ভারতবর্ষে রাজনীতিজ্ঞের অভাব নাই। আইন বিষয়ে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ অচিহ্নিত কর্ম্মচারী সিবিলিয়ানদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন। সত্য কথা বলিতে কি, আমাদিগের অনেক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও সদর আলা যেরূপে কাজ করিয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠ ও লোকের বিশ্বাস ভাজন হইয়াছেন, অনেক সিবিলিয়ান সেরূপ হইতে পারেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিষয়ে এরূপ নহে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিকতর উন্নতি হয় নাই। অত্রত্য চিকিৎসা বিদ্যালয় সকলে অল্প মাত্রই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে এডিনবর্গ অথবা পারিসের ন্যায় চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলন হইতেছে? এ দেশের কয় জন চিকিৎসক উদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শন করিয়া কোন্ সূক্ষ্মবিধ বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন? বিজ্ঞানশাস্ত্র কোন্ বিষয়ে তাঁহাদিগের নিকটে ঋণী হইয়াছেন? এ দেশে প্রতিভাগুণ সম্পন্ন লোক জন্মেন না, এ কথা অকিঞ্চিৎকর। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিকতর অনুশীলন হইতেছে না, বলিয়াই প্রতিভা গুণের ক্রিয়া দেখা যাইতেছে না।

এ দেশীয়দিগের চিহ্নিত চিকিৎসক পদ লাভ পথ অরুদ্ধ থাকিলে ইহাঁরা ইংলণ্ডে শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইবেন, আমাদিগের এই এক মহতী আশা ছিল। কিন্তু সেনাদলে প্রবেশাধিকারের নিষেধ হওয়াতে আমরা নিতান্ত হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি। এখন অনেকে কেবল বিদ্যাকাম হইয়া ইংলণ্ডগমনার্থী হইবেন না। উচ্চ পদ, অধিক মান ও অধিক বেতন লাভ লোভ বিদ্যা শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দীপন বিভাব। কেবল বিদ্যার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করেন এরূপ লোক অতি বিরল।

যে দিন ভারতবর্ষীয় ও রাজকীয় সেনা দল একত্রিত হয়, সেই দিনই আমাদিগের উল্লিখিত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার গণনা আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের শারীরিক দোষকে উহার কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু অনেক প্রধান প্রধান চিকিৎসক এ বিষয়ে যে মত প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উল্লিখিত বাক্যের অমূলকতা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। শরীরগত অপটুতা যদি প্রতিবন্ধক না হইল, তবে আর কি অন্য প্রতিবন্ধক? তবে কি বর্ণভেদ প্রতিবন্ধক? ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা পত্র এ বিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিতেছে। উহাতে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিত প্রভৃতি কোন বর্ণের কথা নাই। ভাল ইউরোপীর দলে যেন না হইল, সি

পাহী দলে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট পদ লাভ না হয় কেন? এখন পর্য্যন্ত এক লক্ষ ত্রিশ সহস্র সিপাহী আছে; তাহারা ত কেবল ভারতবর্ষে থাকিবে, ঐ দলে এতদ্দেশীয় দিগকে নিযুক্ত করিলে দোষ কি? জেলায় জেলায় এ দেশীয়দিগকে সিবিল সরজন না করাই বা হয় কেন? ইউরোপীয়দিগের কেহ কেহ এদেশীয় চিকিৎসকগণকে আপনাদিগের পরিবারের চিকিৎসা কার্য্যে নিয়োজিত করিতে অসম্মত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় অধিক হইবেন না; যদিই বা অধিক হন, শ্রেণি অথবা সম্প্রদায় বিশেষের কুসংস্কারের অনুরোধে একটী জাতিকে এককালে একটা মহত্তর অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কোন ক্রমেই বিধেয় হয় না। দেওয়ানী বিষয়ে ইউরোপীয়েরা মফস্বল আদালতের অধীনস্থ। তাঁহারা এই যুক্তিতে তবে বলুন না কেন যে এ দেশীয় মুনসেফদিগের নিকটে তাহাদিগের বিচার না হয়? গবর্ণমেণ্ট কি ইউরোপীয়দিগের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশে এ দেশীয়দিগকে মুনসেফি পদ হইতে বঞ্চিত করিবেন? আমরা দুঃখিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মর সম্পাদক ইউরোপীয়দিগের উল্লিখিত কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়াছেন। যে রাজনীতি শ্রেণিবিশেষের কুসংস্কারের অনুরোধ রক্ষা করে তাহা নির্দ্দোষ ও প্রশংসনীয় নহে। যেবিষয় বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত, তাহা কখন বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অননুমোদিত হয় না। যাঁহারা ধর্ম্ম ভেদ প্রদর্শন করিয়া রাজনীতি বিঘটিত ও বিকলিত করেন, তাঁহারা যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ নহেন। যিনি ভারতবর্ষের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং যিনি স্বদেশীয়দিগের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিতে উৎসুক, তাঁহার এ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া লেখা কর্ত্তব্য। হিন্দুপেট্রিয়ট এই জন্যই ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত ও আদরের পাত্র হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের পারসী ও হিন্দুরা উল্লিখিত অধিকারের পুনর্লাভ বাসনায় পালিয়ামেণ্ট মহাসভায় আবেদন করিয়াছেন। মান্দ্রাজ ও বঙ্গ দেশের লোকদিগেরও এ বিষয়ে উদাসীন থাকা বিধেয় নয়। এবম্বিধ বিষয়ের নিমিত্ত পালিয়ামেণ্টে যে আবেদন হয়, তাহাতে একটি মহতী ক্রটি হইয়া থাকে। তিন প্রেসিডেন্সির একত্রিত হইয়া এই সকল আবেদন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আবেদনের ভার গুরুতর হয়। ভারতবর্ষীয় সভা কি জন্য বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সভাকে এ বিষয়ে পরামর্শ না দেন? বর্ত্তমান আবেদন যাহাতে এ দেশের যাবতীয় প্রেসিডেন্সি হইতে যুগপৎ প্রেরিত হয়, ভারতবর্ষীয় সভা তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করুন। উল্লিখিত অধিকার লাভের জন্য আমাদিগের যত দূর সাধ্য চেষ্টা করা উচিত। যদি ভারতবর্ষের সমুদায় লোকে একত্র হইয়া এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ক্রমেই আপনাদিগের অন্যায় ও অনর্থ মূলক আজ্ঞা অপরিবর্ত্তিত রাখিতে সাহসী হইবেন না।

পতিতভূমি বিক্রয়।

এই বিষয়টী যেমন আমাদিগের অতীত গবর্ণরজেনরলকে শেষাবস্থায় শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের প্রিয় পাত্র করিয়াছিল, তেমনি আবার নূতন গবর্ণর জেনরলকে ঐ মহাপুরুষদিগের বিদ্বেষ বিষয় করিয়া তুলিতেছে। লার্ড কানিঙের সময়ে পতিত ভূমি বিক্রয় প্রতিজ্ঞা সিদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু লার্ড এলগিন হইতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। শেষোক্ত লার্ড আপাততঃ পতিতভূমি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, শ্রীবৃদ্ধিকারি দলের কোপ সীমাতিক্রম করিয়াছে। ভারতবর্ষের ভূমিতে ইহাদিগের নিতান্ত লোভদৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহাঁদিগের প্রস্তাবানুসারেই লার্ড কানিঙ পতিত ভূমি বিক্রয়ের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেন। যে দিবস লার্ড এলগিন কলিকাতায় আসিবেন, সেই মৃত শাসনকর্ত্তা এইবিষয়ের বিল ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিয়া তাহা শীঘ্র বিধিবদ্ধ হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এবিষয়ের শীঘ্র নিষ্পত্তি হয়, লার্ড কানিঙের একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা কারণে এ বিষয় স্থগিত রহিয়াছে।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা পতিতভূমি বিক্রয় করিবার যে আজ্ঞা দেন, শ্রীবৃদ্ধিকারির দল ব্যতিরিক্ত অন্য সকলে তাহাতে সংপূর্ণ অনুমোদন করেন নাই। পতিতভূমি বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্য কেবল কি গবর্ণমেণ্টের ধনাগার পরিপূর্ণ করা অথবা ইহার অপেক্ষা আর কিছু মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বন পূর্ণ ভূমি সকল পরিষ্কার করিয়া ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা কি মুখ্য উদ্দেশ্য নয়? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে লার্ড কানিঙের পতিতভূমি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা নির্দ্দোষ নহে। গ্রাণ্ট সাহেব প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভূমির বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, মালাক্কা, সুন্দরবন প্রভৃতির ভূমির ন্যায় এই সকল ভূমি বিক্রয় করিবার সময়ে ক্রেতাদিগকে এই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য যে, যিনি যে ভূমি লইবেন, তাঁহাকে কয়েক বৎসরের মধ্যে কিয়দংশ পরিষ্কৃত ও কর্ষিত করিতে হইবে, নচেৎ গবর্ণমেণ্ট ভূমি বাজেআপ্ত করিবেন, "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা ইহাতে সম্মত ছিলেন না এবং লার্ড কানিঙও তাঁহাদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করাই শ্রেয়ঃসাধন জ্ঞান করেন। যাহারা নীল ও চা প্রভৃতির উৎপাদন কার্য্যে ব্রতী হন, তাহাদিগের যত মূলধন থাকে, তাহা এক্ষণে কাহার অবিদিত নাই। তাঁহারা প্রথমে কিঞ্চিৎ টাকা কর্জ্জ করিয়া কাজ আরম্ভ করেন, শেষে শ্যাম চাঁদ প্রভৃতির উপরেই নির্ভর। গ্রাণ্ট

সাহেব প্রভৃতির অনুমোদিত ভূমি বিক্রয় প্রথা অবলম্বিত হইলে ক্রেতৃগণের প্রথমে অনেক টাকা সংগ্রহের আবশ্যক করে। যাঁহারা সেই আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই দেশের কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু শ্রীবৃদ্ধিকারিদলে তাদৃশ লোকের সংখ্যা অল্প। নূতন গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিদিগের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ হও য়াতে লার্ড এল্গিন এ বিষয়ে সর চারলস উডের মত গ্রহণ প্রতীক্ষা করিয়াছেন। রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষে যে সমস্ত নূতন নূতন বিধি নিষেধাদি করেন, তাহা ভার তবর্ষবাসিদিগের শ্রেয়ঃসাধন লক্ষ্য করি য়াই করা হয়, সর্ব্বদা আমরা এই অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু অত্রত্য রাজ পুরুষেরা সকল সময়ে এই নিয়মের অনু সারে কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহারা শ্রেণি বিশেষের ভয়ে রাজনীতির অননুমো দিত অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় সর চারলস উডের হস্তার্পণ ভার তবর্ষের মঙ্গল হেতু সন্দেহ নাই। সর চার লস উড বলেন, পল্লীগ্রাম মধ্যে যে সকল পতিত ভূমি আছে, তাহা সাধারণের গো চারণের স্থান ও সাধারণ সম্পত্তি, অতএব তাহা বিক্রয় করা বিধেয় হয় না। তদ্দারা সাধারণের স্বত্ব হানি হইবার সম্ভাবনা। পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে যে সকল বন পূর্ণ ভূমি আছে, তাহাই বিক্রয়ের যোগ্য। আমরাও এই বাক্যে অনুমোদন করি। ফলতঃ আমাদিগের অভিপ্রেত এই, পর্ব্বত ময় প্রদেশে যে সকল ভূমি পতিত আছে, তাহাই শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগকে দেওয়া হয় এবং তাহারা তাহা লইয়া ফেলিয়া না রা খেন। শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের সচরাচর যে রূপ চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদি গকে গ্রাম, নগর ও জনপদে বাস করিতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য। ঐ সকল স্থানে বাস করিতে দিলে পূর্ব্ববাসী ও শ্রীবৃদ্ধিকারী উভয়েরেই অনিষ্ট ঘটিবে। পূর্ব্ববাসিদিগের অনিষ্ট এই, শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের দৌরাত্ম্যে তাহাদিগের বাস করা ভার হইবে এবং শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের অনিষ্ট এই যে পূর্ব্ব বাসিদিগের সংসর্গে শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে।

নীল প্রধান প্রদেশের প্রজা-
দিগের কষ্ট।

ঐ হতভাগ্যদিগের কি কষ্টের শেষ হইবে না? হয় প্রজা না হয় নীলকর, ইহার অন্যতর উৎসন্ন না হইলে বুঝি রাজপুরু ষেরা উহাদিগের বিবাদের মীমাংসা করি বেন না। উৎসন্ন হইতে প্রজারাই হইবে, যেহেতু তাহারা দুর্ব্বল। নীল সংক্রান্ত যত মকদ্দমা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সমুদায়েই প্রায় বিচারপতিদিগের পক্ষ পাতিতা ও অনভিজ্ঞতা স্পষ্ট প্রকাশ পা ইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি, এখনও শুনিতেছি কোন কোন ডেপুটি কালেক্টর অন্যায় করিয়া ডিক্রি দিয়াছেন; কোন কোন মাজিষ্ট্রেট সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কেবল নীলকরের কথায় অ নেক প্রজাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। ছোট আদালতের বারিষ্টর বিচারপতিরা ত নী লকরদিগের গৃহদেবতা। তাঁহাদিগকে পাইবার জন্য শ্রীবৃদ্ধিকারীর দল অনেক আরাধনা করিয়াছিলেন। বারিষ্টরেরাও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে পূর্ণমনোরথ ক রিয়াছেন। সম্প্রতি যশোহরের অন্তঃপাতি জেনিদহের প্রজারা তত্রত্য ছোট আদাল তের জজ লিজাম সাহেবের নামে এই বলিয়া নালীশ করিয়াছে যে তিনি নীল কর মিয়ার্স সাহেবের কুঠিতে কাছারি ক রেন। মিয়ার্স যাহার নামে নালীশ করেন, তাহা সত্য হউক আর না হউক, বিচার পতি তাহারই বিপক্ষে আজ্ঞা দেন। অধি কাংশ প্রজা ভয়ে নীলকুঠীতে গমন করি তে পারে না; সুতরাং প্রায় একতরফা ডিক্রিই হইয়া থাকে। নীলকরদিগের ভ দ্রতা ও অমায়িকতার ত্রুটি নাই। তাঁহারা সকলকে আপনাদিগের ভদ্রতা দেখাইবার জন্য কয়েক জনের নামে নালীশ করেন, তাহারা দাদন লইয়াছে, স্বীকার করিয়াছে। পাঠকগণ! জানেন তাহারা কে? তাহারা সকলেই নীলকরের লোক। তাহাদিগের বিরুদ্ধে ডিক্রি মাত্র হইয়াছে। কিন্তু তাহা দিগকে কোন ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয় নাই। লিজাম কথায় কথায় লোকের জরিমানা করেন। পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, যশোহরের সহকারী মাজিষ্ট্রেটের গুণে ও পুলিষ সেনাদিগের সহায়তায় মথুরানাথ আচার্য্য নামক এক ব্যক্তির বাটীতে ছয়টি হত্যা হয়। ঐ ব্যক্তিকে নীলকরদিগের চক্রান্তে ৩০০০ টাকা জরিমানা দিতে হই য়াছে। আচার্য্য নীল বপন করিতে দিতে ছে না, তাহাতেই প্রজারা দাদন লইয়া করার ভঙ্গ করিতেছে, নীলকরেরা এই কথা বলিবামাত্র বিচারপতি তাঁহার জরি মানা করেন। ঐ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের নিক টে আবেদন করিয়াছেন। যদি সদ্বিচার এক কালে ভারতবর্ষ ত্যাগ না করিয়া থা কেন, ঐ ব্যক্তির দুঃখের প্রতীকার হইবে।

বিচারপতি অর্থি অথবা প্রত্যর্থির স হিত একত্র বাস করিলে এতদ্দেশীয়েরা তাঁহার কৃত বিচারে অবিশ্বাস করেন, ইহা প্রধান পুরুষেরা জানেন না এমন নয়, ত থাপি যে তাঁহারা ইহার নিবারণ করিতে ছেন না, ইহা অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে। এই অবিশ্বাসের বিশিষ্ট কারণ আছে। এরূপ অনেক শুনা গিয়াছে নীলকরদিগের খানা ও সাম্পেন বিচারপতির মতিভ্রম জ ন্মাইয়া দিয়াছে। লিজাম কি কারণে নীল কুঠীতে কাছারি করেন? ইহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহার পক্ষপাতিতা শঙ্কা না করিবে ন? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি জজের নিক টে যে সকল নালীশ হইয়াছে তাহা সত্য

নহে। প্রজারা দাদন লয় নাই। দাদন লইলে নীলকরেরা তাহা পাকা করিয়া লিখিইয়া লইতেন সন্দেহ নাই, তাহারা সামান্য কাগজে বিনা রেজিষ্টরিতে করার পত্র লিখাইয়া লইবার পাত্র নহেন। যদি বল বিশ্বাস থাকিলে ঐ রূপ ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে, নীলঘটিত গোল যোগ হইয়া অবধি পরস্পরের সেবিশ্বাস গিয়াছে। ছিলই বা কি? এরূপ স্থলে মিয়ার্স প্রভৃতি যে সকল দলিল দিতেছেন, তাহা সহজে প্রমাণসিদ্ধ বিবেচনা করা কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত নহে। যে বিচারপতি ইহা বুঝিয়া উঠিতে না পারেন, তাঁহাকে এই দণ্ডে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য।

যশোহরে ত এই হইতেছে। নদীয়ার বিষয় হিন্দুপেট্রিয়টে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। নদীয়ার এক জন খৃষ্টীয়ান ডেপুটি কালেক্টর সম্প্রতি অন্যায় করিয়া এক মোকদ্দমায় নীলকরের জয় করিয়া দিয়াছেন। যে প্রজার নামে নালীশ হয়, তাহার উপাধি গোস্বামী, কিন্তু নীলকরের যথার্থ দলিলে তাহা ঘোস্বামী লিখিত আছে। উক্ত প্রজা এই অন্যায় আজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়া তত্রত্য জজ লুই জাকসনসাহেবের নিকটে নালীশ করে। তিনি নথি চাহিবাতে ডেপুটি কালেক্টর বলেন, তাহা ডাকে প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা কৃষ্ণনগরের জজ আদালতে পঁহুছে নাই। লুই জাকসনসাহেব গমন করিলে এলফিনষ্টন জাকসন সাহেব দেখিলেন নথি হারাইয়াছে। অনন্তর এই বিজ্ঞ বহুদর্শী বিচারপতি প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রী অপরিবর্ত্তিত রাখিলেন!!! যখন প্রজা নীলকরের দলিল জাল বলিতেছে, তখন এই রূপ আজ্ঞা দান যে কতদূর অন্যায়, তাহা সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন। দক্ষিণ কারোলিনার বিচারপতিরা বিচার করিবার সময়ে অধিকতর মাদকতা শক্তিসম্পন্ন সুরাপান করিয়া থাকেন। আমাদিগের বিচারপতিরা বিচারকালে সুরাপান না করিয়াও সুরাপায়ীর কার্য্য করেন।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্টকে দুই একটী অনুরোধ করা উচিত। প্রথমতঃ লিঙ্গামকে এই দণ্ডে মিয়ার্সের নীলকুঠি ত্যাগ করিতে বলুন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে আবেদন হইয়াছে, উত্তমরূপে তাহার বিচার করা উচিত। সাক্ষী দ্বারা যদি লিঙ্গামের পক্ষপাত সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে এই দণ্ডে পদচ্যুত করা কর্ত্তব্য। খৃষ্টীয়ান ডেপুটি কালেক্টর কে? পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। ইনি যখন আসেসর ছিলেন তখন ইহার নামে উৎকোচ গ্রহণের নালীশ হয়। ইনি ধর্ম্মবলে রক্ষা পাইয়াছেন। কিন্তু ইহাঁর ভ্রাতাকে কারাগারে যাইতে হইয়াছে। উক্ত সদ্‌গুণ সম্পন্ন ডেপুটি কালেক্টর নথি ডাকে পাঠাইয়াছেন কি না; তাহা কাহা দ্বারা পাঠান হইয়াছিল; সে কি প্রকারে হারাইয়াছে; কোথায় এবং কি প্রকারে হারাইল, এই সকল বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করা অতিশয় আবশ্যক। উল্লিখিত নথি অগ্নি ডাকে যায় নাই ত?

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, এসপ্তাহে এক খানি বাঙ্গালা ও এক খানি ইংরাজী এই দুই খানি নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। বাঙ্গলা খানির নাম ভূগোলপরিচয়। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্য এতৎ প্রণয়ন করিয়াছেন। বালকদিগের পাঠার্থ ইহাতে সংক্ষেপে ভূগোল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। ইহা প্রথম শিক্ষার্থিদিগের উপযোগী হইয়াছে। স্কটলণ্ডের ফ্রি চর্চের অন্যতর মিসনরি রেবরেণ্ড জন বোমণ্ট সাহেব হুগলীর সুটিয়া বাজারের এক সভায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে দ্বিতীয় পুস্তক খানির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার সারাংশ আমরা আগামি বারে পাঠকগণের গোচর করিব।

লণ্ডন ১০ই জুন ১৮৬২।

প্রিয় সম্পাদক!

লণ্ডন এক্ষণে এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে: প্রাচীন কবি ও পুরাবৃত্ত লেখকেরা অযোধ্যা, নিনেবা, বাবিলন, মেম্ফিস ও রোমক পত্তন প্রভৃতি নগরকে মনুষ্য কুলের গৌরব স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; সেই মনঃকল্পিত বর্ণনা সকল কেবল বর্ত্তমান লণ্ডনে সংসিদ্ধ হইতেছে। এই মহানগর মনুষ্য ক্ষমতার মহতী কীর্ত্তি; এক্ষণে ইহাকে একটী ক্ষুদ্র পৃথিবী বলিলে হয়। পৃথিবীর সর্ব্বাংশ হইতে সহস্র সহস্র লোক সমাগত হইয়াছে; ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা, এবং আমেরিকা যেন একটি আধিশ্রয়ণিক কেন্দ্রে পরস্পর সাক্ষাৎ করিতেছে। মিসর দেশের অধিপতি, জাপান দেশীয় রাজদূতগণ, তুরুক, হেতী প্রভৃতি দেশের দূত সকল, এবং রাজোপাধিধারী নানা দেশীয় বহুশত ব্যক্তি এস্থানে বিচরণ করিতেছেন। এখানকার অসংখ্য মনোরঞ্জক বিষয় সকল দর্শকদের নিমিত্ত অভিযুক্ত হইয়াছে। অশ্বক্রীড়া মল্লক্রীড়া, নৌকাক্রীড়া, ক্রিকেট, বিলিয়র্ড, চতুরঙ্গ প্রভৃতি অশেষবিধ আমোদ সকল লোকদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে নানা স্থানে গীত নৃত্য, মিত্র সম্মিলন প্রভৃতি বিবিধ সুখে লোক সকল পরিতৃপ্ত হইতেছে। কীন্ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নটেরা এতন্নগরীয় মনোহর নাট্যশালায় আপনাদের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন। এক শিল্পবিন্যাস অট্টালিকা প্রতিদিবস বহুসহস্র ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিতেছে। লার্ড ব্রুহমের সামাজিক বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও ইউরোপস্থ অন্য দুই তিন সভা এখানে উপবেশন করাতে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছেন। এই রূপ চতুর্দ্দিগে যে কত ব্যাপার উপস্থিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করিয়া উঠা দুষ্কর। ইহা ব্যক্ত করা উচিত, স্বয়ং লণ্ডনবাসীরা ইহা স্বীকার করিতেছে যে লণ্ডনের বর্ত্তমান আড়ম্বর অতুল, অদ্ভুতপূর্ব্ব কথাতীত ব্যাপার।

আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত ভারতবর্ষীয় শিল্পজাত বস্তু সকল দেখিবার নিমিত্ত সম্প্রতি এগজিবিশনে গিয়াছিলাম। অন্যান্য দেশীয় দ্রব্যের সহিত তুলনায় আপনা-

দের নিকৃষ্টতা কোন ক্রমেই অস্বীকার করিতে পারিলাম না। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে কলিকাতার শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কৃত কোন কোন দ্রব্য এখানে প্রেরিত হয় নাই. তৎপরিবর্ত্তে অনিপুণ স্বভাব জ্ঞান বিমূঢ় শিল্পকরদের কার্য্য সকল প্রেরিত হইয়াছে। আমি কাশ্মীরের শাল, বারাণসীর কিংখাব, বা ঢাকার বস্ত্রের উপলক্ষে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি না ; এসকল ব্যাপারে আমাদের প্রাচীন নৈপুণ্য জগদ্বিখ্যাত আছে; বস্তুতঃ চিত্রাদির বিষয় বলিতেছি। ভবানীপুরের কাশীনাথের খোদিত কর্ম্ম না দেখাইয়া যদি সিমুল্যার রামধন স্বর্ণকারের খোদিত কর্ম্ম বঙ্গদেশের তদ্বিষয়ের চূড়ান্ত বলিয়া প্রদর্শিত হয়, তবে সহৃদয় ব্যক্তিরা অবশ্যই ক্ষোভ পাইতে পারেন। আমরা আদিম ক্ষমতা প্রদর্শনে নিতান্ত অপটু ; মিথ্যা গর্ব্ব করা আমাদের রীতি বটে ; কিন্তু অতি অল্পবিষয়ে আমরা যথার্থ মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিয়া থাকি। যাহা হউক, যদি আমাদের দেশীয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি বর্ত্তমান বিষয়ে উৎসাহী হইয়া বাঙ্গালিদের কৃত লিথগ্রাফ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতি শিল্পবস্তু প্রেরণ করিতেন, তবে ভারতবর্ষ কিছু উৎকৃষ্টতর ভাব ধারণ করিতে পারিত।

সংপ্রতি লণ্ডনের নগরীয় সভা লার্ড কেনিঙকে মহানগরীয় স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমাদের দেশীয় লোকদের প্রদত্ত প্রতিষ্ঠাপত্রের কিয়দংশ প্রশংসাবাদের সহিত পঠিত হয়। লার্ড কেনিঙ পীড়া প্রযুক্ত সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ব্যক্তি বিশেষের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে তিনি উৎকট রোগ ভোগ করিতেছেন ; কিন্তু সংবাদপত্রে ইহার কোন উল্লেখ দেখি নাই।

সর চারলস্ উড্ পার্লিমেন্টে ব্যক্ত করিয়াছেন যে ল্যাঙ সাহেবের হিসাবে এক কোটি টাকার ভ্রম প্রত্যক্ষ হইয়াছে ; এবিষয়ে স্বয়ং সর চারলস্ উডের ভ্রম সপ্রমাণ হইলে আহ্লাদের বিষয় হয়।

আমেরিকায় ক্রমাগত যুদ্ধ হইতেছে, ফেডেরল ও কনফেডরেট সৈন্যদিগের মধ্যে রোগ উপস্থিত হইয়াছে। ফেডেরলদের সৈন্য সংখ্যা ৫০০০০০, নূতন বলন্টিয়র সকল গৃহীত হইতেছে ; যেহেতু ফেডেরলেরা যে যে স্থান পরাজয় করিতেছে, তথায় রক্ষক নিযুক্ত না করিলে, তত্তৎ স্থানকে করতলস্থ রাখিবার সম্ভাবনা নাই। কনফেডরেট সৈন্যেরা কেবল রোটি ও মাংস অভ্যবহার করিয়া কাল যাপন করিতেছে। কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে এতদ্দেশে এমত ভরসা হইয়াছিল যে অচিরাৎ আমেরিকার যুদ্ধ শেষ হইবে ; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কোন সম্ভাবনা অনুভূত হইতেছে না।

তুরুস্কেরা মন্তেনিগ্রো প্রদেশীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে ; উক্তদেশ অষ্ট্রিয়াদেশের পূর্ব্বাংশে। তথাকার লোকেরা নিকসিখ নামক স্থান আক্রমণ করিয়া ৮০০ তুরস্ক লোককে বন্দী করিয়াছে। দর্‌বেশ পাশা নিক্‌সিখ্ নগরকে সাহায্য দিবার নিমিত্ত যাইতেছিলেন, কিন্তু শত্রুদের দ্বারা ধৃত হইয়াছেন, ও তাঁহার অধীনস্থ ১৫০০ লোক বিনষ্ট হইয়াছে। আবদি পাশা মন্তেনিগ্রোর পূর্ব্ব দিক দিয়া প্রবেশ করেন, কিন্তু মন্তেনিগ্রোর অধিপতি গত ১লা মে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। দীর্ঘ কাল যুদ্ধ হয় ; পরিশেষে ৬০০ ব্যক্তি বিনষ্ট হইলে মন্তেনিগ্রোর অধিপতি যুদ্ধভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। যুদ্ধের কারণ প্রতীত হয় নাই।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নাবিক বল নিয়ে প্রদর্শন করিতেছি, ইহাতে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রভাব বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে।

ফরাশীশ দেশের প্রস্তুত যুদ্ধপোত সংখ্যা ৩১৮ এবং ৪১খণ্ড প্রস্তুত হইতেছে ; সৈন্য সংখ্যা ৩১০০০ ব্যক্তি ; ১৮৬৩ শকের ব্যয় ৭৭ ৫৮২৩২০ টাকা।

ইংলণ্ডের প্রস্তুত যুদ্ধপোত সংখ্যা ৫২৫ এবং ৫৫ খণ্ড প্রস্তুত হইতেছে। সৈন্য সংখ্যা ৮৬০০০। ব্যয় ১১৭৯৪০০০০ টাকা। আগামি ১লা জুলাই মহারাজ্ঞীর দ্বিতীয় দুহিতা কুমারী আলিস হেসে প্রদেশীয় কুমার লুইসের সহিত পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন ও য়াইট উপদ্বীপস্থ অসবর্ণ নামক রাজনিকেতনে উক্ত উদ্বাহ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে।

গত বুধবারে এপ্‌সমে মহাসমারোহের সহিত ডরবি নামক অশ্বক্রীড়া উপস্থিত হয়। অনেক প্রসিদ্ধ লোক ও প্রসিদ্ধ ঘোটক তথায় একত্রিত হইয়াছিল। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বাবধি যুবা ব্যক্তিরা কোন ঘোটক সর্ব্বজয়ী হইবে এই বিষয় লইয়া বাজী রাখিতেছিল, কেহই মনে করে নাই যে কারাক্টেকস্ নামক এক অপ্রসিদ্ধ অশ্ব অন্যান্য সুবিখ্যাত ঘোটকের সমকক্ষতা করিতে পারিবে ; বস্তুতঃ ঐ ঘোটক সর্ব্বজয়ী হইয়াছে। এক অশ্বপাল বালক উক্ত অশ্বে আরোহণ করিয়াছিল ; ঘোটকের স্বামী তাহাকে জীবনের নিমিত্ত সহস্র টাকা বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

একণে এদেশে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে কয়েক দিবস প্রবল বায়ু বহমান হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশের মহিমান্বিত বজ্রধ্বনি এখানে সর্ব্বদা শ্রুত হয় না। তরুসকল মনোহর হরিৎবর্ণে সুশোভিত হইয়াছে এবং যৎকালে আপনারা দারুণ গ্রীষ্মে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, তৎকালে আমরা এখানে সুদীর্ঘ বসন্ত সম্ভোগ করিতেছি।

আপনার পাঠকদের অবগতি নিমিত্ত জানাইতেছি যে রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু উইলিয়ম আদম সাহেব ইতিহাস বিদ্যা বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অচিরাৎ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীউমীচাঁদ গুপ্তস্য।

—•—

নড়াইল হইতে প্রাপ্ত।

দিন দিন এই মহকুমাটি জাকিয়া উঠিতেছে। প্রায় দুই সপ্তাহ হইল যশোহরের অন্তর্গত চৌকি সোহাগড়ার মুনসেফ সদরের আজ্ঞাক্রমে এখানে উঠিয়া আসিয়াছেন। বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে যে জিলায় ছোট আদালত সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই ২ খানেই মুনসেফদিগের সংখ্যাও অল্পকরা হইয়াছে। এই যশোহরে পূর্ব্বে ১২টি মুনসেফি চৌকি ছিল। এবারে ৫টি মাত্র রাখিয়া আর সকল উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সদরের এই যুক্তিগর্ভ নিয়ম বোধ হয় সকলেরই চিত্তরঞ্জন করিয়াছে। এই সুনিয়মে যুগপৎ ব্যয় সংক্ষেপ এবং অনাবশ্যক আদালতের সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় এই বারে সদর

আদালত মুনসেফদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া চিরাগত অসন্তুষ্টির কারণ উচ্ছেদ করিবেন। যখন গত বর্ষে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কয়েকটি আলা সদরআমিন আদালত উঠাইয়া দিয়া তত্রত্য মুনসেফদিগের বেতন বৃদ্ধিকরা হইয়াছে, তখন সদর আদালত বাঙ্গালিদিগের আশীর্ব্বচন সঞ্চয় করিতে ত্রুটি করিবেন না। ফলেও বিবেচনা করা উচিত, পূর্ব্বে যেরূপ হউক, আজি কালি মুনসেফদের বেতন বৃদ্ধি না করাতে তাহাদিগের বিলক্ষণ অবমাননা করা-হইতেছে। এক বৎসর অতীত হইল, মুনসেফদিগের সিরিস্তাদারগণের প্রতি নাজিরি কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে। এমন চৌকিই নাই যেখানে বেতন ও ফিসের সমষ্টিতে সিরিস্তাদারগণ শতাধিক টাকা মাসে উপার্জ্জন না করে, এমন কি অনেক সিরিস্তাদার (অবশ্য ন্যায়মত) ২০০ টাকার অধিক পাইয়া থাকে। অধীনস্থ কর্ম্মচারির দ্বিগুণ বেতন, ইহা কি মুনসেফদিগের সমধিক অবমাননার বিষয় নহে?

২। অত্রত্য ছোট আদালত উত্তম রূপে চলিতেছে। কাজের ভিড় সেইরূপই আছে। কিন্তু ছোটআদালতে ৪২ আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত ন্যূন হইয়াছে। গত বর্ষে যে অবধি ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই ৮ মাসের মধ্যে ১৪৯৫ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষের ৬ ছয় মাস মধ্যে ৪০৭টি বই উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু মহাশয়! মোকদ্দমার সংখ্যা দেখিয়া কেহ যেন এখানকার কাজের পরিমাণ অনুমান না করেন ছোট আদালত ব্যতিরিক্ত আলা. সদর আমিন এবং ১০ আইন সংক্রান্ত ন্যূনাধিক দুই হাজার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত কর্ম্মচারির সংখ্যা বৃদ্ধি করেন নাই! এখানে নীল ঘটিত মোকদ্দমার বড় প্রাদুর্ভাব নাই। কোন কোন নীলকর খাতা সুত্রে দাদনের বাকি বলিয়া দশ পনরটি মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐ মোকদ্দমা গুলি তাঁহাদের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইলে প্রতি কুঠি হইতে দুই এক হাজার করিয়া নালিস উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু নীল করেরা আপনার দিগের দাবি সপ্রমাণ করিতে না-পারাতে ঐ সকল মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গিয়াছে। এই ছোটআদালতে ঘুষের প্রাদুর্ভাব নাই। সকল বিচারালয়ে এইরূপ হইলে দেশের কত উন্নতি লাভ হয়, নড়াইলের লোকেরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন।

৩ এখানে একটি সাহেব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আছেন! দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার কার্য্য প্রণালীতে কোনক্রমেই তোষ জন্মিবার উপায় নাই। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বসেন। বনদেশে শিয়াল রাজা হইয়া তিনি আপনাকে গবর্ণর জেনেরল অপেক্ষাও এক ইঞ্চ বড় মনে করেন। সম্পাদক মহাশয়! ইহাঁর দাম্ভিকতার কথা মনে হইলে যুগপৎ ঘৃণা-ও রোষ সঞ্চার হয়। ইনি ২৫ আইন অর্থাৎ ফৌজাদারি কার্য্য বিধির মস্তকে পদার্পণ করিয়া আমলাগণের দ্বারা সাক্ষীদিগের জোবানবন্দি লেখাইয়া লইয়া থাকেন, ওদিগে শাসন কার্য্যে ডেপুটি বাহাদুর একটি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। পূর্ব্বে চোরের নামগন্ধ মাত্র ছিল না, তাঁহার শুভাগমনের পর অবধি কয়েকটা বৃহৎ বৃহৎ চুরি হইয়া গিয়াছে, এখনও শেষ হয় নাই, আরও কিছু শুনুন। সাহেবের দুটি কুকুর আছে, তাহারা ন্যূনাধিক ৪।৫ টি লোককে আঘাত করিয়াছে। কুকুরাক্রান্ত পথিকদিগের সমধিক দুরবস্থা দর্শন ও আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সাহেব কৌতুহল প্রকাশ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে যে গবর্ণমেন্ট আছেন, বোধ হয় সাহেব সেটি ভুলিয়া গিয়াছেন, অন্যথা এরূপ হইবার কারণ কি? গবর্ণমেন্ট জানিতে পারিলে এরূপ লোকদিগের যে যথোচিত দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, সাহেবকে তাহার একটি উদাহরণ স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তিন বৎসর অতীত হইল, ফরিদপুরের একটি সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট লোকের উপরে ঐ রূপ কুকুর ছাড়িয়া দিতেন। সেই স্থানের লোকেরা গবর্ণমেন্টে আবেদন করিয়া উক্ত অপরাধ প্রমাণ করিলে পর তিনি সস্পেণ্ড হইয়া অপেক্ষা কৃত কদর্য্য স্থানে প্রেরিত হয়েন। ডেপুটি সাহেবের মনে করা উচিত, গত নীল গোলযোগে যশোহরের লোকেরা গবর্ণমেন্টে আবেদন করা শিখিয়াছে।

৪। এখানকার ব্রাহ্মসমাজ এখন এক রূপ চলিতেছে। অত্রত্য জজ বাহাদুরের যত্নে ও উপদেশে অনেকেই বঙ্গভাষার আলোচনায় সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। প্রাচীন দলের শিক্ষার জন্য তাঁহার প্রস্তাবিত নাইট স্কুলটি শীঘ্র সংস্থাপিত হইলে আমরা চির বাধিত হইব।

৫। এপ্রদেশে এবার উত্তম নীল হইয়াছিল কিন্তু নিপীড়িত প্রজাদিগের অভিসম্পাত বশতই হউক অথবা অন্যকোন শুভ কারণ বশতই হউক একাদিক্রমে কয়েক দিন বৃষ্টি হওয়াতে নীলের গাছ বিনাশোন্মুখ হইয়াছে।

৬। দুরাত্মা মরল সাহেবের মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এই যশোহরের শ্রীযুক্ত রছল সাহেব সংপ্রতি দুরাত্মাদিগের মধ্যে এক জনকে ফাঁসি ও ১১জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং ২ জনকে দশবৎসর করিয়া কারারুদ্ধ করিবার আদেশে করিয়াছেন। যে ব্যক্তির ফাঁসের বিধান হইয়াছে, সে ব্যক্তি ঐ গ্রামের চৌকিদার। কোন বিশ্বস্ত বন্ধু মুখে শুনিলাম দুরাত্মা হিলি বোম্বাই নগরে ধৃত হইয়া খুনসিয়ামহকুমায় অর্পিত হইয়াছে। কয়েক দিবস হইল তাহাকে যশোহরে আনিবার জন্য ২৫ জন সিপাহি প্রেরিত হইয়াছে। দেখা যাইবে শ্বেতচর্ম্মে কতদুর কি হয়?

৭। যশোহরে যে মুদ্রাযন্ত্র আনীত হইয়াছে, তাহা হইতে অবিলম্বে এক খানা সম্বাদপত্র প্রচারিত হইবে। শুনা গেল কৃষ্ণনগরেও ঐরূপ উদ্যোগ হইতেছে।

৮। সম্প্রতি অত্রত্য ছোটআদালতের দ্বিতীয় ক্লার্কের বাসায় ভয়ানক একটি চুরি হইয়া গিয়াছে। আমাদের ডেপুটি সাহেব স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৌতুহল চরিতার্থ করিয়াছেন। মহাশয়! নড়াইলে আজি কালি এটি বড় ছোট কথা নয়।

কান্দি হইতে প্রাপ্ত।

সম্পাদক মহাশয়!

১৭ই আষাঢ় অবধি দুই তিন দিন এখানে কতকগুলি রাজসৈন্য আসিয়া অত্যন্ত উৎপাত করে। যে সিপাহি ৶ আনার দ্রব্য লইয়া দোকানিকে এক পয়সা দেয়, তাহাকে অ-

তিশয় ভদ্র বলিতে হয়। ইহাতেই শিপাহিরা বাজারে কেমন দৌরাত্ম্য করে তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। দোকানিরা অত্যাচার দেখিয়া দোকান বন্ধ করাতে এখানকার লোকদিগের আহার সামগ্রী দুর্লভ হয়, দুঃখি লোকেরা বেগার ধরিবার ভয়ে ঘরের বাহির হয় না, কি ইতর, কি ভদ্র, গৃহস্থ মাত্রেই স্ব স্ব জাতি ও প্রাণভয়ে সশঙ্কিত। শিপাহিদিগের সমভিব্যাহারি অশ্ব সকলকে রাজ পথে রাখাতে সাধারণের গমনাগমনেরও সবিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। ঐ দিবস বৈকালে এখানকার রাজবাটীর হস্তিপক হস্তিটী লইয়া যাইতেছিল। অশ্বজাতির স্বভাব হস্তি দেখিলে লম্ফ ঝম্ফ করিয়া থাকে। ঐ হস্তীকে আনিতে দেখিয়া শিপাহিরা নিষেধ করে। হস্তিপক উপায়ান্তর না থাকাতে সেই পথে আসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তিন চারি জন শিপাহি তত্রস্থিত একটা বাঁশ লইয়া প্রথমতঃ হস্তীকে বিলক্ষণ প্রহার করিল: তাহার পর মাহুতের কর্ণমূল ও মস্তকে এমন প্রহার করিল যে, সে হস্তী হইতে ভূমিতে পড়িয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল: দেখা গেল তাহার মস্তকের একস্থান অত্যন্ত ক্ষত হইয়াছে, তথাপি ঐ দুরাত্মারা প্রহার করিতে বিরত হয় নাই, মৃতপ্রায় হইলে ছাড়িয়াদেয়। শুনিতে পাই গবর্ণমেন্ট ইহাদিগকে শান্তিরক্ষার জন্য রাখিয়াছেন কিন্তু আমাদের এখন এমন মন যে ইহারা গেলেই আপদঃ শান্তি হয়।

গত আশ্বিনমাসে পূজার কয়েক দিন বন্যার দরুণ লোকের বাটী ঘর রাখাই ভার হইয়াছিল, সেই কষ্টের উপর আবার কতকগুলি শিপাহি আসিয়া যৎপরোনাস্তি দৌরাত্ম্য করিয়া গিয়াছে। পরে শীতকালে আবার এই রূপ হয়। বোধ করি এখন এই রূপই হইতে চলিল।

বিবিধ সংবাদ।

৩১এ আষাঢ় সোমবার।

মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায় মজুরদিগের সহায়তার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাঁদা আরম্ভ হইয়াছে। তত্রত্য লেপ্‌টনন্ট গবর্ণর ২০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

কয়েকশত প্রজা নদীয়ার অন্যতর নীলকর স্মিথ সাহেবের জমীদারি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছে। তাহার ৬০,০০০ টাকা আয় ছিল, তন্মধ্যে কেবল ৩৫০০০ টাকা মাত্র কর আদায় হইতেছে। আরও কর বৃদ্ধি করিলে আয় বৃদ্ধি হইবে?

আলাহাবাদে জুয়াচোরের দলবৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক ইউরোপীয় বণিক বাহ্য আড়ম্বর দেখাইয়া ধনীর নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়া শেষে প্রতারণা করিতেছেন।

দেউলিয়াদিগের বিচার করিবার সময়ে সর মর্ডান্ট ওয়েলস স্পষ্টাভিধানে কহিয়াছেন যাহারা দেউলিয়া হয় তাহারা দুর্ব্বৃত্ততা নিবন্ধন আপনাদিগকে নিঃস্ব বলিয়া পরিচয় দেয়, অতএব ইহাদিগের বাসস্থানে গিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য: ঐরূপ না করিলে প্রতীকারেরও সম্ভাবনা নাই।

পারিসনগরে লিক্রাঙ্ক নামক এক ব্যক্তি আছে, তাহার দক্ষিণ গালে ৮ বুরুল লম্বা শৃঙ্গাকার একটী পদার্থ আছে। ফন্টেনব্লোর নিকটে একটি স্ত্রীলোকের ঐ প্রকার একটী শৃঙ্গ ছিল। ঐ শৃঙ্গ অদ্যাপিও পারিসস্থ চিত্রশালিকায় রহিয়াছে। স্বভাবের কাণ্ড বলিয়া তাদৃশ বিস্ময়কর নয়।

ফিনিক্স সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্বতন্ত্র একটি প্রধানতম বিচারালয় হইবে। সর চারল্‌স জাকসন ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন, অতএব সর মর্ডান্ট ওয়েল্‌স তত্রত্য প্রধান বিচারপতি হইবেন। সর মর্ডান্ট ওয়েল্‌স উত্তর পশ্চিমের যোগ্য বিচারপতি বটেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থ যে বাঙ্গালা পুস্তক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উক্ত পত্রের এক জন পত্র প্রেরক তাহার দোষোল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি বলেন, এবৎসর যে অংশ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ছাত্রগণের কিছু মাত্র উপকার নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা সকলের কথায় কাণ দেন না!

উক্ত সম্পাদক বলেন, অত্রত্য গবর্ণমেন্ট আর লবণ প্রস্তুত করিবেন না। আবকারী লবণে অধিক লাভ হইতেছে। তবে আর বৃথা ব্যয় কেন?

সর চারল্‌স উড পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় কহিয়াছেন ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত অর্থ গণনা কালে লেঙ সাহেব হিসাবে এক কোটি টাকা ভুলিয়াছেন। লেঙ সাহেবের ভুল হইলেই ত আমরা মারা যাই।

লাহোর ক্রনিকেলের এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, এক জন লেপ্‌টনন্টের বাটী হইতে কিছু দ্রব্য অপহৃত হওয়াতে তিনি তাঁহার খানসামার উপর সন্দেহ করেন। খানসামাকে ঐ চুরির বিষয় স্বীকার করাইবার জন্য তিনি তাহাকে এক বৃক্ষে বন্ধন করিয়া এক শাখা দ্বারা প্রহার করেন। এক ঘণ্টা প্রহার করিয়া সাহেবের শ্রান্তি হওয়াতে আপনি এক চৌকিতে বসিয়া অন্য ভৃত্যদিগকে প্রহার করিতে আদেশ দিলেন। খানসামা বরাবর আপনার নির্দ্দোষিতার কথা বলিয়া আসিতেছিল। এক জন ভদ্র লোক তদ্দর্শনে লেপ্‌টনন্টকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা অগ্রাহ্য হওয়াতে তিনি ঐ বিষয় ডেপুটি কমিসনরের গোচর করিলেন। ডেপুটি কমিসনরের আজ্ঞাক্রমে লেপ্‌টনন্টকে ধৃত ও কারা রুদ্ধ করা হইয়াছে। হতভাগ্য খানসামা চিকিৎসালয়ে আছে, তাহার রুধির বমন হইতেছে, তাহার জীবন সংশয়। এই লেপ্‌টনন্ট আমাদিগকে দারোগার গুণ বিস্মৃত করাইলেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রে বোম্বাইয়ের কয়েক জন তুলার বণিকের ধূর্ত্ততার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্বে এক দর স্থির করিয়া পরে তাহার পরিবর্ত্ত করাতে অনেককে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। পৃথিবী কি কেবল বঞ্চনারই স্থল?

অদ্য প্রধানতম বিচারালয়ের ফৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে। সর মর্ডান্ট ওয়েলস বিচারপতি। এবার কয়েকটি গুরুতর মোকদ্দমা আছে।

হঙ কঙের বিখ্যাত অহিফেনের বণিক হরমসজী রুস্তমজী দেউলিয়া হইয়া মেকেও দ্বীপে পলায়ন করিয়াছেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক বলেন সম্প্রতি কয়েক জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হরিণবাটী দর্শন করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাহার প্রণালীগত যে দোষ আছে, তাহা তাঁহারা শীঘ্র গবর্ণমেন্টের গোচর করিবেন। ঐ হতভা-

গ্যদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা দৃষ্টি করা উচিত।

উক্ত পত্রে একজন লিখিয়াছেন কৃষ্ণনগরের মিসনরি ডাইসন একটি বালককে পদাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্র "হরিবোল" দিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে। প্রহৃত বালক মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালীশ করে, মিসনরির দোষ প্রমাণ হইল তথাপি মাজিষ্ট্রেট বালকটির ১০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। এমন না হইলে মাজিষ্ট্রেট কি?

আমরা বঙ্গোজ্জ্বল পত্রে জমীদার ও প্রজাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ সংক্রান্ত এক উত্তম প্রস্তাব পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই প্রকার প্রস্তাব আন্দোলিত হইলেই সংবাদ পত্রের উন্নতি হয়।

বরিসাল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট প্রত্যহ আমলাদিগকে গালি দেন ও জরিমানা করেন। তত্রত্য সকলেই ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন। প্রজাগণ কবে এই সকল অযোগ্য ব্যক্তির হাত এড়াইবেন।

৩২ এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

বোম্বাইনগরে মালবদেশীয় অহিফেন ১৪৭০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। ওদিকে সর চারল্‌স উড পার্লিয়ামেন্টে কহিয়াছেন, ভারতবর্ষে এক কোটি টাকা অকুলান, এদিকে আবার অহিফেনের একশত টাকা মূল্য কমিয়া গেল, বার্ষিক দুইশত টাকা আয়ের উপর ইনকমটাক্স পুনরায় বা প্রবর্ত্তিত হয়!

ফিনিক্স সম্পাদক টেলিগ্রাফযোগে নিম্নলিখিত ইউরোপীয় সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেনঃ—

লণ্ডন। ২৪এ জুন। "হাউস অব কমন্সে ভারতবর্ষ হইতে তুলা আনয়ন সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেন্ট তুলা উৎপাদন বিষয়ে সমুদায় সুবিধা করিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

লার্ড পামরষ্টন মহাসভায় কহিয়াছেন, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পরস্পর সদ্ভাব আছে। তথাপি তাঁহার ইচ্ছা এই যে ইংরাজীয়েরা আবশ্যক রণ সজ্জায় অর্থ দান বিষয়ে কার্পণ্য না করেন। কারণ প্যারিসে গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন হইতে পারে।

হ্যারিসবর্গ নগরে ফ্রিমন্টের সহিত জাকসনের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষীয় বিস্তর লোক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। জাকসন পরে পলায়ন করেন। অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে গবর্ণমেন্টের সেনাদল রিচমণ্ডের নিকটে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহাদিগের সাহায্যার্থ যে সকল সৈন্য আসিতেছে, তাহারা তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার পর চারল্‌স টৌন আক্রমণ করা হইবে। মেক্সিসে অনেক তুলা দগ্ধ করা হইয়াছে, তিন কোটি টাকার নোট বাহির করা হইয়াছে।

প্যারিস। ২১এ জুন। ফরাশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে সেনাপতি ফরি দশ সহস্র সহকারী সৈন্যের সহিত মেক্‌সিকো দেশে যাইতেছেন।" তবে কি ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সৌহৃদ্য বিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইয়াছে?

মেইল যোগে নিম্নলিখিত চীনদেশীয় সংবাদ আসিয়াছে।

হরমসজী রুস্তমজী নামক পারসীদিগের হাউস দেউলিয়া হইয়াছে। ৩৫ লক্ষ টাকা তাঁহাদিগের ঋণ। যত দূর জানা গিয়াছে তাঁহাদিগের কিছুই সম্পত্তি নাই। টপিক নামক অহিফেনের জাহাজের অধ্যক্ষ অতিশয় ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ২,৫০০ সিন্ধুকের মূল্য লইয়া রসিদ দেন, অথচ জাহাজে ২১টী সিন্ধুক মাত্র পাওয়া গিয়াছে। টপিকের অধ্যক্ষকে হাজত দেওয়া হইয়াছে। রুস্তমজী মেকেয়োস্থিত পর্টুগিজ উপনিবেশে পলায়ন করিয়াছেন। অহিফেনের বাজার বড় নরম, মূল্য আরও কমিয়াছে।"

রাও সাহেব সম্প্রতি দক্ষিণে গিয়াছিলেন, স্বীকার করিয়াছেন।

রেবেনিউ বোর্ড কমিসনরদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন আপাততঃ পতিত ভূমি বিক্রীত হইবে না। যাঁহারা ভূমি ক্রয় করিবার আবেদন রেজিষ্টর করিবেন, তাহা লওয়া হইবে, কিন্তু তাঁহারা যেন এরূপ ভাবেন না, তাঁহারা প্রার্থিত ভূমি পাইবেন অঙ্গীকার করা হইল। জরিপ প্রভৃতির জন্য টাকা লওয়া হইবে না, যাহা লওয়া হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। সর চারল্‌স উড মহাসভায় কহিয়াছেন পর্ব্বতের উপরিস্থ বনপরিপূর্ণ ভূমি, সুন্দরবন প্রভৃতির ভূমি বিক্রয় করা যাইতে পারে বটে কিন্তু এবিষয়ে তিনি লার্ড কানিঙের প্রস্তাবের এক কালে অনুমোদন করেন নাই। "শ্রীবৃদ্ধিকারীর" দল কি বলিয়া বসেন বলা যায় না।

ফিনিক্স পত্রের ভগলপুরের সংবাদদাতা বলেন, লেপ্টনন্ট গবর্ণর ভগলপুরের বিচারালয়, কারাগার, বিদ্যালয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি কর্ম্মনাশা নদী পর্য্যন্ত রেইলওয়ে দ্বারা গিয়াছিলেন। তত্রত্য লোকেরা তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু কোন কারণ বশতঃ দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, ভগলপুর বীডন সাহেবের কার্য্যের প্রথম স্থান, তথায় তাঁহার বিস্তর শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার একজন পত্র প্রেরক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার কর্ণেল ডেবিডসনের প্রস্তাবের বিষয়ে লিখিয়াছেন শেষোক্ত সম্পাদক অনেক অলীক কথা লিখিয়াছেন। দক্ষিণ দেশে এক্ষণে মুসলমানদিগের কোন গোলযোগ নাই। ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা অবধি সকলেই নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু ফ্রেণ্ডের প্রস্তাব দেখিয়া তত্রত্য অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভীত ও চিন্তিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সংস্কার আছে গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় অনেক প্রস্তাব লিখিত হয়। অযোধ্যা লইবার পূর্ব্বে এই প্রকার কয়েকটী বিষয় লিখিত হইয়াছিল। অতএব অনেকে সন্দেহ করিতেছেন, হায়দরাবাদের নবাবকেও বা রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। লার্ড কানিঙের প্রতিকূল প্রস্তাব সকল দেখিয়াও কি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বিষয়ে আজিও লোকের উল্লিখিত ভ্রম আছে? যাহা হউক, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া "ফ্রেণ্ড" এই নাম লইয়া ভারতবর্ষের অত্যন্ত অপকার করিতেছেন।

উক্ত পত্রের লক্ষ্ণৌস্থিত সংবাদদাতা বলেন, তত্রত্য বিচারকার্য্যের কমিসনর কাম্বেল আপনার রিপোর্ট মধ্যে তালুকদারদিগের অপ্রকাশ্য চরিত্রদোষ লিখিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া সেই সকল অংশ ত্যাগ করি

তে আজ্ঞা দেন। কাম্বেল ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার এক জন লেখক হইবার যোগ্য লোক।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন, আগরা মথুরা প্রভৃতি স্থানে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ওলাউঠা কি সকল ঋতুই অধিকার করিয়া লইল?

ইটোয়ার নিরঞ্জন সিংহ নামক একজন দস্যু ধৃত হইয়াছে। রাজা মানসিংহ তাহার জামীন হইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। সে আর ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যে আসিতে পারিবে না।

সম্প্রতি সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস একজন আফিসরের খানসামাকে মিয়াদ দিবার সময়ে বলিয়াছেন 'আমি সর্ব্বদা শুনিতে পাই যুবক আফিসরদিগের ভৃত্যেরা তাঁহাদিগেরই দ্রব্যাদি অপহরণ করে। এবার যে ভৃত্য এই অপরাধে ধৃত হইবে তাহাকে আমি নিঃসন্দেহ দ্বীপান্তরিত করিব।' সর মর্ডাণ্টওয়েলস উত্তম কল্প স্থির করিয়াছেন। এই সঙ্গে আর একটী বিষয় স্থির করিয়া রাখা আবশ্যক। যুবক আফিসরদিগের যাহারা কথায় কথায় নরহত্যা করে, তাহাদিগের কিরূপ বিচার করিবেন?

ভাস্কর সম্পাদক বলেন, কুকের বাটীর দুই জন সহিস দুটি অশ্ব লইয়া বারাকপুরে গিয়াছিল। দুই জন "শ্রীবৃদ্ধিকারী" তাহাদিগের নিকট অশ্ব ক্রয় করিবার ছল করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে এক পত্র দিয়া বলিল" অমুক বাটীর সাহেবের নিকটে যাইলে অশ্বের মূল্য ও তোমাদিগের বকসিস মিলিবে" ধূর্ত্তেরা এই বলিয়া প্রস্থান করিল, সহিসেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া প্রতারণা জানিতে পারিল। এই দুই ধূর্ত্ত ধৃত হইয়াছে। তাহাদিগের দশ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

১লা শ্রাবণ বুধবার।

যাবতীয় আফিস এক বাটীতে করিবার যে কল্পনা হয়, ক্রমশঃ তাহার উদ্‌যোগ দেখা যাইতেছে। পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট প্রধান রাজকর্ম্মচারিদিগের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কোন্ আফিসে কত কামরা ও কত স্থান আবশ্যক।

মিলেটারি ফিনান্স কমিসন আজ্ঞা দিয়াছেন পেমাষ্টরেরা মফস্বলের সেনা সংক্রান্ত বেতন, পেনসন প্রভৃতির চেক আডিটর ও আকাউণ্টাণ্ট জেনরলের সম্মতির প্রতীক্ষা না করিয়া আপনারা তত্তৎ স্থানীয় ধনাগার হইতে ভাঙ্গাইয়া লইতে পারিবেন। ভাল হইয়াছে: অনেকের এতদর্থ কষ্ট সহ্য করিতে হইত।

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বিদ্রোহীরা সম্প্রতি একটি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছে। ফরাশী ও ইংরাজ সেনাগণ আপনাদিগের শিবিরমধ্যে এক প্রকার রুদ্ধ রহিয়াছে। আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, কি জন্য কয়েক রেজিমেণ্ট শীকসেনা চীনদেশে প্রেরিত হইবে।

রাও সাহেব কহিয়াছেন, বিদ্রোহের প্রারম্ভে নানা সাহেব তাঁহাকে বিথুরের সেনাপতি করেন। সেনাপতি হাবেলক নানাকে তথা হইতে দুরীভূত করিলে রাও সাহেব ছদ্মবেশে কুল্‌পীতে পলায়ন করিয়া সেনা সংগ্রহ করিয়া তাঁতিয়াতোপির সহিত একত্র হন। কুল্‌পী ইংরাজদিগের অধীনস্থ হইলে তাঁহারা গোয়ালিয়রে গমন করেন। তৎপরে মধ্য ভারতবর্ষে পলায়ন করেন। ধাউসার নিকটে তাঁতিয়া পরাজিত হইলে উভয়ের বিচ্ছেদ হয়। ঝান্সীর রাণী কিয়দ্দিবস তাঁহাদিগের সহিত ছিলেন কিন্তু গোয়ালিয়রের নিকটে আহত হইয়া তিনি অন্যত্র গমন করেন। সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে পর রাও সাহেব আত্ম সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহচরগণের অনুরোধে তাহা করিতে পারেন নাই। তিনি নাম পরিবর্ত্ত করিয়া পঞ্জাবে ও কাশ্মীরে ভ্রমণ করেন। শিয়ালকোটে ভীমরাও নামক এক ভৃত্য বাটী যাইবার ছল করিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া দেয়। তিনি স্পষ্টাভিধানে কহিয়াছেন কোন ইউরোপীয় তাঁহার হস্তে হত হন নাই।

শুনা গেল, ফরাশীরা কোচিন চীনে ছয়টি বৃহৎ প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ফরাশীরাজ্য আসিয়ায় ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে।

ঢাকা নিউস সম্পাদক বলেন, শ্রীহট্টের সদর আ.লা মাকে সাহেবের নামে যে উৎকোচ গ্রহণের নালীশ হয়, তাহা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। মাণিকগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বোধ হয় দোষী হইলেন।

উক্ত সম্পাদক ললার সাহেবের পরিবর্ত্তে বাবু রামকানাই ঘোষের নিয়োগ দর্শনে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন লালার সাহেব কিছু দিন ঢাকার নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন? ' লালার কিঞ্চিৎ টাকা কর্জ্জ করিয়া চন্দননগরের দিগে সরিয়া পড়িয়াছেন।

২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

হিলস পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তিব্বৎ ও কাশ্মীরের পর্ব্বত সকল জরিপ করা হইতেছে। কয়েক জন ফিরিঙ্গি ইহা করিতেছেন। প্রধান প্রধান শৃঙ্গের উচ্চতার পরিমাণ নিম্নে লিখিত হইতেছে—

এবরেষ্ট	২৯,০০২ ফিট
কেকে	২৮,২৭৮ ঐ
কাঞ্চনগঙ্গা	২৮.১১৬ ঐ
ধবলগিরি	২৬,৮২৬ ঐ

দানাপুরে এক জন ইউরোপীয় বলপূর্ব্বক একটি ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ করিয়াছে ঐ ব্যক্তি এক জন সিবিলিয়ানের জারজ পুত্র। সে প্রথমতঃ সেনাদলে এক জন লেপ্টনেণ্ট ছিল। ইংলণ্ডে সে এক ভদ্র বংশীয় যুবতিকে বিবাহ করে। একটি কৃষকবালিকা দাসী হইয়া তাহাদিগের সহিত আইসে। লেপ্‌টনেণ্টের স্ত্রী যে দিবস সূতিকা গৃহে প্রবেশ করেন, সে সেই দিবস ঐ বালিকার দুরবস্থা করিয়াছে। ঐ অবশেন্দ্রিয়ের গুরুতর দণ্ড করা কর্ত্তব্য।

বীরভূমের কয়লা কোম্পানির অংশীরা শতকরা ৫ টাকা লাভ পাইয়াছেন। বরাকর পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইলে তাহাদিগের অধিকতর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন, ব্যয় সংক্ষেপ অভিপ্রায়ে যে সকল কর্ম্মচারিকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে তাঁহারা যদি ছয়মাস বেকার থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ঐ সময়ের বেতন পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইবে, নচেৎ নহে।

সিঙ্গাপুরে বাষ্পীয় আলোক হইতেছে।

১৫ই জুলাই অবধি পুনানগরে বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমাদিগের ব্যবস্থাপক সভা এত নিদ্রালুকেন?

অল্প দিন হইল, এক খানি ওলন্দাজ জাহাজ বোর্ণীও দ্বীপের নিকটে এক দল বোম্বেটিয়াকে আক্রমণ করিয়া ৬০ জনকে বন্দীভূত করিয়াছে। বোম্বেটিয়ারা সবিশেষ সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে কয়েক জন ওলন্দাজ আফিসর হত হইয়াছেন। ওলন্দাজ ও ইংরাজেরা মিলিয়া এই দুর্বৃত্তদিগের বাসা ভাঙ্গিয়া দিন।

নয় জন ফরাশীদলত্যাগী সৈন্য কাম্বোদিয়ার বিদ্রোহীদিগের প্রধান হইয়া শ্যামদেশীয় গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। এই সূত্রে ফরাশীরা বা শেষে শ্যামদেশেও হস্তক্ষেপ করেন।

বোম্বাইয়ের এক জন হিন্দু বণিক প্রচার করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইংরাজিতে বেদ সংক্রান্ত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাহাকে ২০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। তত্রত্য উইলিয়ম নিকোল কোম্পানির হস্তে ঐ টাকা আছে। সুবিখ্যাত ডাক্তর হগ লেখার পরীক্ষা করিবেন।

সর চারল্স উড প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিদিগের বেতন প্রভৃতি স্থির করিয়াছেন, অতঃপর প্রধান বিচারপতি প্রতি বৎসর ৭২০০০ টাকা ও অন্য অন্য বিচারপতির ৫০,০০০ টাকা পাইবেন। সিবিলিয়ান বিচারপতিরা সিবিল সরবিসের নিয়মানুসারে বিদায় পাইবেন। সাধারণ কার্য্যোপলক্ষে ছয় মাস বিদায় দেওয়া হইবে। এক বৎসরের অধিক অনুপস্থিত থাকিলে কর্ম্ম যাইবে। প্রধান বিচারপতি বার বৎসরের পর ১৮,০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন, কিন্তু তাহাকে অন্ততঃ এই বার বৎসরের ছয় বৎসর প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিতে হইবে। অন্য অন্য বিচারপতিরা নিয়মিত সময়ের পর অর্দ্ধেক বেতন পেন্‌সনের স্বরূপ পাইবেন। ইংলণ্ড হইতে যে প্রধান বিচারপতি আসিবেন, তিনি ১০,০০০ ও অন্য অন্য জজ ৮০০০ টাকা পাথেয় পাইবেন।

মেজর কার্ণেগি মিনি লক্ষ্ণৌ নগরে বিদ্রোহকালে গবর্ণমেন্ট কাগজ অল্প মূল্যে ক্রয় করেন, তাহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

বাকরগঞ্জের বিখ্যাত জমীদার নরেল ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। হিলির বিচারের পূর্ব্বে মরেলকে যাইতে দেওয়া যাহার পর নাই অন্যায় হইয়াছে। মরেলের দুইজন ভৃত্য দ্বীপান্তরিত ও একজনের ফাঁসী হইয়াছে।

গবর্ণমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে নিম্নলিত টাকা জমা আছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের	২,৫৪,৪৫,০২৭
বঙ্গদেশীয় ঐ	১,৮৯,০৫,৩৯২
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেয়	৩,০০,৭৩,০৯৩
পঞ্জাবের ঐ	৮০৯,৩৬৮
বোম্বাইয়ের	৬,২২,৫৮,৬২৫
মধ্য ভারতবর্ষের ঐ	৫৮,৭০,৫৯২
দক্ষিণাত্যের	২৫,১১,০৬৭
মান্দ্রাজের	৩,১৫০০,৭০৩
মোট টাকা	১৮৪৬,২৭,০৬৭

গত মাস অপেক্ষা এবার তহবিলে অধিক টাকা আছে।

রসেল উইলিয়মস নামক এক জন ইংরাজ আপনাকে কাপ্তেন রসেল বলিয়া পরিচয় দিয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজের কয়েক ব্যাঙ্কে ২২০০ টাকার হুণ্ডি জাল করিয়া ধৃত হইয়াছে, ঐ ব্যক্তি ৯৫ গণিত সেনাদলের এক জন লেপ্টনেন্ট। ক্রমশঃ উচ্চদরের ইউরোপীয় দলেও জালকারিতা প্রবিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

লাহোর ক্রনিকেল সম্পাদক বলেন, অল্প দিন হইল দোস্ত মহম্মদ খাঁর পুত্র মহম্মদ সরিক সুলতানজানের এক দল সৈন্যকে পরাজিত করিয়া কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিয়াছেন।

এবার প্রধানতম বিচারালয়ের সেসিয়নে কয়েকটি বারাঙ্গনাকে ধুতরা খাওয়াইয়া তাহাদিগের অলঙ্কার অপহরণ করিবার মোকদ্দমা হইয়াছে। সর মর্ডান্ট ওয়েলস যাবতীয় দোষী ব্যক্তিকে সাত বৎসর করিয়া দ্বীপান্তরিত করিয়া বলিয়াছেন, এবার আর কেহ একাজ করিলে তিনি গুরুতর দণ্ডবিধান করিবেন। যাবতীয় কুক্রিয়া বারাঙ্গনাগৃহে রাশীভূত হইয়াছে। গুরুদণ্ড বিধানদ্বারা ক্রমে তাহার নিবারণ চেষ্টা করা উচিত।

আগামি শনিবার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে। প্রধানতম বিচারালয় সংক্রান্ত নিয়মকরাই এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য। সভায় কে উপস্থিত হইবেন, প্রায় সকলেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন?

দিকপ্রকাশের কুচবিহারের সংবাদ দাতা বলেন, তত্রত্য রাজা ভোটদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণের উদ্দেশে কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। রাজার সহায়তার জন্য গবর্ণর জেনেরল যথার্থই দুই কোম্পানি সিপাহি প্রেরণ করিয়াছেন।

ফিনিক্সের রামপুর বোয়ালিয়ার সংবাদ দাতা বলেন, লেপ্টনেন্ট গবর্ণর তথায় গমন করিয়া পাদ্মানদীর অবস্থা দর্শন পূর্ব্বক সাধারণ বিচারালয় প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ঐ সকল বাটী অবিলম্বে ভগ্ন করা হইবে, যতদিন অন্য বাটী নির্ম্মিত না হইবে বাঙ্গালা ঘরে বিচার কার্য্য হইবে।

মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সহায়তার জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬,১৬৭৸০ আদায় হইয়াছে। এতদ্দেশীয় অনেকে ক্রমশঃ টাকা দিতেছেন।

অযোধ্যাগেজেট সম্পাদক বলেন কর্ম্মনাশার সেতুর একটি খিলানে চিড় খাইয়াছে। ইহা অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় সন্দেহ কি। মাতলার রেইলওয়েতে পিয়ালির যে পুল হইতেছে, সেই পুল খাটাইবার নিমিত্ত যে থাম গাঁথা হয়, তাহার একটীর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যায়, ইঞ্জিনিয়রেরা যথোচিত সাবধান না হওয়াতে কয়েক জন লোকের প্রাণ হত্যা হয়।

ইঞ্জিনিয়র জর্নালে প্রকাশিত হইয়াছে শীঘ্র পলতার নিকটে গঙ্গার সেতু আরম্ভ হইবে। ইহার জন্য ২৮ লক্ষ টাকা বর্দ্দ হইয়াছে। সেতুর সাতটি খিলান হইবে।

ইণ্ডিয়ান মিরারের কৃষ্ণনগরস্থ সংবাদ দাতা বলেন তত্রত্য ছোট আদালতের তিন জন বিচার পতি বাবু কাশীশ্বর মিত্র, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ ও টমসন সাহেব সর্ব্ব সাধারণের প্রিয় পাত্র হইয়াছেন। নীল করেরাও তাঁহাদিগের বিচারের কোন দোষ বাহির করিতে পারেন না। ইহারা তিন জনেই সদরআলা ছিলেন, এবং তিন জনেই ১০০০ টাকা বেতনে প্রথম শ্রেণির বিচার পতি হইয়াছেন। নীল করেরা তাহাদিগের বিচারের দোষ বাহির

করিতে না পারুন, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট সন্দেহ নাই।

উক্ত পত্র প্রেরক আরও বলেন তত্রত্য আসেসর বাবু রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার বিরুদ্ধে গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ত্রিগুণ, চতুর্গুণ ইনকমটাক্স আদায় করিয়াছেন। হর্ষেল সাহেব তাঁহাকে এ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নিষেধ করিলে কি হয়, গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রতিপত্তি চাই কি না।

৩রা শ্রাবণ শুক্রবার।

আমরা পূর্ব্বে হুগলির ইমাম বাড়ীর সম্মুখে বরের সহিত যে দাঙ্গার সম্বাদ লিখিয়াছিলাম, তৎপ্রসঙ্গে এক ব্যক্তি হুগলি হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, বিবাহের ব্যাঘাত হয় নাই, বরপক্ষীয় এক প্রধান ব্যক্তি দাঙ্গা উপস্থিত দেখিয়া আপনি যে গাড়িতে বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন, বরকে সেই গাড়িতে আরোহণ করাইয়া বিবাহ স্থলে পাঠাইয়া দেন এবং আপনি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যান। মাজিষ্ট্রেট দারোগার উপরে দাঙ্গা নিবারণের অনুমতি দেন। দারোগা পর দিন অনেক লোক জন লইয়া ইমাম বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত থাকেন। বর সমারোহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন। মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে এই বিষয়ের নালীশ হইয়াছে আজিও তাহার নিষ্পত্তি হয় নাই।

ঐ পত্র প্রেরক আরো বলেন, এক ব্যক্তি সপ্তম বর্ষীয়া একটী বালিকাকে বলৎকার করিয়াছে। তাহার মকদ্দমা হইতেছে।

আমরা কালনা হইতে দুই খানি পত্র পাইয়াছি, দুই খানিতেই দেখা গেল, তথায় মহা সমারোহে বারইয়ারি পূজা হইয়া গিয়াছে। পত্রপ্রেরকেরা উভয়েই আক্ষেপ করিয়াছেন, এদেশীয়েরা যদি এই রূপ অনর্থক অর্থ ব্যয় না করিয়া কল্যাণকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। যাঁহারা বারইয়ারি পূজার মত তাঁহাদিগের কি কল্যাণকর ও অকল্যাণকর কার্য্যের প্রভেদ করিবার ক্ষমতা আছে?

হায়দারাবাদের যে সকল লোক রাও সাহেবের সহায়তা করিয়া বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ধৃত হইয়া দণ্ড পাইয়াছে। কয়েক জন বণিক এবিষয়ে সবিশেষ উদ্যোগী ছিল। এক জনের এই জন্য ১৫,০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রেলিয়ার জারা নামক এক প্রকার বৃক্ষের একটি বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বৃক্ষ শাল অপেক্ষা কঠিন, ইহা দ্বারা রেলওয়ের স্লীপার, বাটীর কড়ি প্রভৃতি উত্তম রূপে হইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার কোথায় কি আছে তাহা অদ্যাপিও প্রকাশ করিতে রহিয়াছে।

সিন্ধিয়ান পত্রে প্রকাশ করে সিন্ধুদেশ হইতে অনেক বাহাদুর কাষ্ঠ রপ্তানী হইতেছে। সিন্ধু নদের তীরে যে সকল বৃহৎ বৃক্ষ আছে, তদ্দ্বারা রেইলওয়ে প্রভৃতির সবিশেষ সহায়তা হইতে পারে।

লাহোর ক্রণিকেল সম্পাদক বলেন, আমীরদোস্ত মহম্মদ ফরা নগর আক্রমণ করিয়াছেন। সুলতান জান নগর রক্ষক সেনাদিগের সহায়তার জন্য সেনা প্রেরণ করেন নাই; সুতরাং ফরা শীঘ্র শত্রুহস্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা।

ডাকযোগে যাহাতে হুণ্ডি প্রভৃতি নিরাপদে আইসে একব্যক্তি তদ্বিষয়ক কার্য্যাধ্যক্ষ হইতেছেন। টাকার পরিমাণে ফি দিলে দূর বিবেচনা করিয়া তাহার মাশুল লওয়া হইবে। ডাকযোগে এখন রেজেষ্টরী করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেও নিরাপদ নাই।

ফিনিক্স সম্পাদক সর বার্ণেস পিককে, বঙ্গ দেশীয় অধস্থ বিচারালয় সমূহের উন্নতি সাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমলাগণের পরিবর্ত্ত না করিলে কিছুতেই আমাদিগের মফস্বলের বিচারালয় সমূহের দোষ সংশোধিত হইবে না।

৪ঠা শ্রাবণ শনিবার।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ছয় মাসের জন্য কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ে এবং কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় ও অন্য অন্য বিদ্যালয়ে আনুকুল্য প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গালার দক্ষিণ বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইনিস্পেক্টর লজ সাহেব মাসে ৩০০ টাকা পেন্সন পাইবেন। এই টাকা ভারতবর্ষে তাঁহার কোন প্রতিনিধির নিকটে দেওয়া হইবে।

শিবপুর ও হাবড়ার লবণের গোলার সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯০০০ টাকা দিয়াছেন। লিবরপুল জেদ্দা করাচি প্রভৃতি স্থান হইতে যে লবণ আসিতেছে, তন্নিমিত্ত কয়েকটি নূতন গোলা হইবে।

মার্চ ও এপ্রেল মাসে দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব বাদসাহের জন্য ৭৫০ টাকা ব্যয় হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ঐ বাদসাহের কয়েক জন ভৃত্যকে ছাড়াইয়া দিবেন এবং বাদসাহকে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। কাপ্তেন ডেবিস তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন। বৃদ্ধ নৃপতিকে অধিকতর স্বচ্ছন্দে রাখা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন তাঁহাদিগের আজ্ঞা ব্যতিরেকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন নূতন প্রকার ব্যয়ের আজ্ঞা দিতে পারিবেন না। কয়েকটি বিদ্যালয়ের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে কৈফিয়ত চাহিয়াছেন। শেষে কেবল আটাআটি সার হইবে!

মাক্রাজের কনেষ্টাবুলরি পুলিষ এদেশের অপেক্ষা বড় উৎকৃষ্ট নহে। তত্রত্য গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি যখন নীলগিরিতে যাইতেছিলেন, তৎকালে কয়েক জন দস্যু তাঁহার দ্রব্যাদি লুঠ ও তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে। দস্যুরা প্রধান পুরুষদিগের যে দ্রব্য সামগ্রী হরণ করিতেছে, এ ভাল হইয়াছে, যদি তাঁহাদিগের চৈতন্য হইয়া, পুলিষ দোষ সংশোধিত হয়!

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪টাকার সিক্কা	৯১৷৷-৯১৸
৪ টাকার কোম্পানির	৯২৷০-৯২৷
৫ টাকার	১০৩৷৷-১০৩৸
৫৷৷ টাকার	১১১৷৷-১১১৸

চীন দেশে যে বণিক দেউলিয়া হইয়াছেন তাহাদ্বারা এখানকার মার্কাণ্টাইল ব্যাঙ্ক প্রভৃতির অনেক ক্ষতি হওয়াতে কাগজের বাজার নরম হইয়াছে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারি সেন বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০,
" গণপতি ঘোষাল বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫,
" ঈশানচন্দ্র রায় বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫,
" শ্যামধন মুখোপাধ্যায় বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫,
" ত্রৈলোক্যনাথ দে বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫,
" শ্যামাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রামপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫,
" রামসুন্দর সেন বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০,
" গোবিন্দচন্দ্র দাস কলিকাতা
১২৬৯ আষাঢ় অবধি অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ৫
" শিবদাস বন্দোপাধ্যায় দেবগ্রাম
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫,
" গোপালচন্দ্র পাল কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সরকার।
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" মহেন্দ্র নারায়ণ মল্লিক বৈদ্যপুর
১২৬৯ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ [illegible] সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ [illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [illegible] সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

৪ ভাগ। ৩৭ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ১৩ শ্রাবণ। ইং ১৮৬২। ২৮ জুলাই | মাসিক মূল্য ১ টাকা. বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

১৩ই শ্রাবণ সোমবার।

গাধা কি কখন ঘোড়া হয় ?

আমাদিগের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষেরা কি সোনার চক্ষে গুরুমহাশয়দিগকে দেখিয়াছিলেন, তাহাদিগের গুণ কোন ক্রমেই ভুলিতে পারিতেছেন না। অল্প দিন হইল, আমরা শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের [illegible] আটকিন্‌সন সাহেব বাঙ্গালা দেশের মধ্যম ও তৃতীয় [illegible] কার্য্যের সদুপায় করিবার [illegible] গবর্ণমেন্টে এক পত্র লেখেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত শ্রেণীদ্বয়ের শিক্ষা দান বিষয়ে উদাসীন নহেন। কিন্তু আমরা ভাবিয়াছিলাম কেবল প্রধান প্রধান কালেজের অধ্যাপকদিগের বেতন বৃদ্ধি ও বাটী নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেই এবারের [illegible] চারি লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে! আটকিন্সন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশ ক্রমে যে বিষয়টি স্থির হইয়াছে ফলোপধায়িতা অংশে ইহা অপেক্ষা বড় নিকৃষ্ট নহে। সে বিষয় এই, গুরুমহাশয়েরা পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইয়া নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে এক বৎসরকাল শিক্ষকতা কার্য্য শিখিবেন। তাহাদিগের যাবৎ অনুপস্থিতি কাল ইনস্পেক্টরেরা ১২ টাকা মাসিক বেতনে এক এক জন নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রকে তাহাদিগের কৃত পাঠশালায় প্রেরণ করিবেন। গুরুমহাশয়েরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে স্বল্প বেতনে পুনরায় সেই সেই পাঠশালায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ করিলে প্রত্যেক পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যয় বার্ষিক ৬০ টাকা হইলেই চলিতে পারিবে। গ্রাম বাসীরা অন্য অন্য ব্যয় দিবেন। উড্রো সাহেব এবম্বিধ প্রথা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিষয় সম্পাদন জন্য আপাততঃ ৩০,০০০ টাকা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অধিক ব্যয়ের আবশ্যক হইলে অন্য বিষয় হইতে যে টাকা বাচিবে, তাহা হইতে টাকা দেওয়া হইবে।

, গবর্ণমেণ্ট কৃষক ও অন্য অন্য দরিদ্র ব্যক্তিদিগের শিক্ষার্থ যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমাদিগের অনল্প আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা তদর্থ তাহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। এ বৎসর সাহায্য দান বিষয়ে ৭৬,০০০ টাকা দেওয়া হইতেছে। ইহা এ দেশের সবিশেষ কল্যাণকর সন্দেহ কি ? কিন্তু তাহারা যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তদ্দ্বারা যে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইবে, এরূপ বোধ হইতেছে না। গুরু মহাশয়েরা পরিপক্ব মূর্খ। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া অভীষ্ট সাধন করা কোন ক্রমেই সুসাধ্য বোধ হইতেছে না। পাকা বাঁশ নোয়ান যায় না একটী প্রসিদ্ধ কথাই আছে।

আমাদিগের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষদিগের অবলম্বিত নীতি নিতান্ত দুর্ব্বোধ! তাহাদিগের অনেক কার্য্যে ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অদ্য একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। বাঙ্গলার দক্ষিণ বিভাগের ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে মেডলিকট সাহেবকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। মেডলিকট ভূতত্ত্ব বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অভিজ্ঞ নহেন, বিশেষতঃ বাঙ্গলা জানেন না। অথচ তাঁহাকে ইনস্পেক্টর করা হইল! বাঙ্গলা না জানিলে ঐ কার্য্য চলিতে পারে না, এ জন্য [illegible] হাঁকে আ

বাবু তাঁহার সহকারী করিয়া দেওয়া হইল। শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষেরা এইরূপে যে অর্থ নষ্ট করিতেছেন, এটী অত্যন্ত অন্যায়। তাঁহারা এ বিষয়ের পারদর্শী এক ব্যক্তিকে রাখিলে কি ঐ টাকা নষ্ট হইত? এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট কিছু কার্য্য শিক্ষা করিবার স্থান নহে।

যদি পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ের যথার্থ উন্নতি সাধন করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ও নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে নিয়োজিত করিবার নিয়ম করাই কর্ত্তব্য। প্রধান পুরুষদিগের এবম্বিধ চেষ্টা না হইবার একটি কারণ আছে। তাঁহারা মনে করেন, স্বল্প ব্যয়ে অধিক কার্য্য করিবেন। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। স্বল্প ব্যয়ে কখন ভাল কাজ হয় না। তাঁহারা গুরুমহাশয়দিগকে শুধরিবার চেষ্টায় যে অর্থ ব্যয় করিবেন, তাহা ব্যর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্টের লবণ প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পরিত্যাগ।

বাণিজ্যগত স্বাধীনতা না থাকিলে কখন উহার সম্যক শ্রীবৃদ্ধি হয় না। এই নিমিত্ত সভ্য কালের লোকদিগকে যত্নবান হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই স্বাধীনতার ব্যাঘাতকারী বিঘ্ন সকলকে দূরীভূত করিতে দেখা যায়। অসভ্য কালের লোকেরা ইহার বিপরীত বিবেচনা করেন। তাঁহারা মনে করেন বাণিজ্য একচেটিয়া হইলেই অধিকতর লাভের হেতু হয়। তাঁহাদিগের এই ভ্রমাত্মক সংস্কার নিবন্ধনই প্রাচীন কালের অধিকাংশ একচেটিয়া বাণিজ্য সম্বন্ধ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রিটিস রাজপুরুষেরা সভ্য কালের লোক হইয়াও সর্ব্বতোভাবে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের একচেটিয়া সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। মোগল রাজাদিগের অধিকার অবধি অহিফেন ও লবণ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে একচেটিয়া হইয়া আসিতেছে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়া গুবাকের একচেটিয়া ত্যাগ করিয়াছেন; অহিফেন ও লবণের একচেটিয়া অদ্যাপিও রহিয়াছে। কিন্তু যে একটি ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে লবণের বাণিজ্য স্বাধীন হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে।

লিবরপুল, জেদ্দা প্রভৃতি স্থান হইতে অধিক পরিমাণে লবণের আমদানী হইতেছে। আমেরিকার গৃহবিচ্ছেদ হইবার পূর্ব্বে লিবরপুল হইতে ঐদেশের দক্ষিণ বিভাগে বিস্তর লবণ যাইত। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ বিভাগের বন্দর সকল অবরুদ্ধ করাতে সেই সমুদায় লবণ এক্ষণে এ দেশে আসিতেছে। এই লবণ কি বর্ণ কি আস্বাদন উভয়থাই এ দেশের পাঙ্গা ও করকচ উভয়বিধ লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অদ্ভুত রাং বঙ্গ দেশে বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই লবণই অধিক উঠতি হইতেছে। এই কারণে গবর্ণমেণ্টের লবণ পূর্ব্বের ন্যায় বিক্রয় হইতেছে না। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই কারণ অবগত হইয়া রেবিনিউ বোর্ডের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত করিবার কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারেন কি না? বোর্ড তদুত্তরে লিখিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের কৃত লবণের আর তাদৃশ গৌরব নাই। গড়ে এ দেশে ৭৫ লক্ষ মণ লবণ লাগিয়া থাকে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন গোলায় ৮৭ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত আছে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় লিবরপুল প্রভৃতি স্থান হইতে ৩৫৫০০০০ মণ লবণ আসিয়াছে। এই সকল কারণে গ্রোট সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন (এই প্রস্তাব ইহার পূর্ব্বে বোর্ডের প্রধান সভ্য ষ্টেনকোর্থ সাহেব করেন) চট্টগ্রাম, হিজলী ও বালেশ্বরের পোক্তান বন্ধ করিয়া অল্প পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আমদানী লবণে যে শুল্ক লব্ধ হইবে, তাহাতে সাধারণ রাজস্বের হানি হইবে না। বিশেষ লাভ এই, গোপনে লবণ বিক্রয় করা অনেক বন্ধ হইবে। জাহাজ হইতে লবণ চুরি করা অপেক্ষাকৃত কঠিন কর্ম্ম সন্দেহ নাই।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বোর্ডের অনুরোধ ক্রমে আপাততঃ চট্টগ্রাম, হিজলী ও তমলুকের পোক্তান উঠাইয়া দিতেছেন। বালেশ্বরে কেবল এক্ষণে পোক্তান রহিল। যুদ্ধাদি কারণ বশতঃ যদি দৈবাৎ লবণের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের গোলায় এক বৎসরের উপযুক্ত ৮৭ লক্ষ মণ লবণ সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকিবে। লবণ প্রস্তুত করা বন্ধ হওয়াতে যে সকল মলঙ্গী কর্ম্মচ্যুত হইবে, তাহারা ইচ্ছা করিলে লবণের ভূমি সকল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে লইয়া তাহাতে কৃষি কার্য্য করিতে পারিবে। যে সকল বণিক লবণ ক্রয় করিবেন, তাহাদিগকে জানাইবার জন্য লবণের হিসাব প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বে কেবল বিক্রীত লবণের হিসাব প্রকাশ করা হইত; এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের গোলায় কত লবণ আছে, প্রতি মাসে দুই বার করিয়া তাহার এক এক হিসাব প্রকাশিত হইবে।

যে কোন বাণিজ্য হউক, অন্যকে বঞ্চিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের স্বহস্তে রাখা অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম সন্দেহ নাই। কিন্তু লবণ ও অহিফেন আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের প্রধান উপায় বলিয়া তাহা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। গত বৎসর এক বঙ্গদেশে লবণে নিম্ন লিখিত আয় হইয়াছে:—

আমদানী লবণের শুল্ক	৯৭,৫০,০০০
গবর্ণমেণ্টের লবণের মূল্য	১,৭৯,০০,০০০
মোট	২,৭৬,৫০০০০
এজেন্সি প্রভৃতির ব্যয়	৪৮,৫৯২,৬৬
লাভ	২,২৭,৯০,৭৩৪

এক বঙ্গদেশে ব্যয়বাদে প্রায় আড়াই কোটি টাকা এবং সমুদায় ভারতবর্ষে আয়

পাঁচ কোটি [illegible] হইয়াছে? আমদানী লবণে এত টাকা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহা পরীক্ষা স্থলে রহিল। আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষের মাসিক বা ত্রৈমাসিক হিসাব বাহির হয় না। তাহা হইলে আমরা এক প্রকার সংশয় ভঞ্জন করিতে পারিতাম।

নব্য সম্প্রদায় কিরূপে কাজ করিলে এদেশের উন্নতি সাধনে সমর্থ হইবেন ?

হিন্দুপেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, ইণ্ডিয়ান রিফর্মর ও বাঙ্গালী, এই কয় খানি পত্র আমাদিগের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্ত প্রসঙ্গ লইয়া কয়েক সপ্তাহ আন্দোলন করিতেছেন। তদ্দর্শন করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে উপরি উক্ত প্রশ্ন উদিত হইতেছে। প্রশ্নটী যেমন সহজ, ইহার মীমাংসাটী তেমন সহজ নহে। যে সকল বিষয়ে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরও মতভেদ দৃষ্ট হয়, এবিষয়টীও তাঁহার অন্তর্নিবিষ্ট। ইহার সমাধান বিষয়ে ঐকমত্য দর্শন সম্ভাবিত নহে। কেহ বলেন, আমাদিগের দেশে এক্ষণে যে সমস্ত আচার ব্যবহারাদি প্রচলিত দৃষ্ট হয়, সম্পূর্ণ রূপে এককালে তাহার উচ্ছেদ করিতে না পারিলে উন্নতি লাভ সম্ভাবনা নাই; কেহ কেহ বলেন, উচিত রীতিতে [illegible] ন্যায় কার্য্য করিলে ইষ্ট লাভ [illegible] হইবে। [illegible] তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই, এককালে আমাদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্ত না করিয়া উহার অনুমোদিত প্রথা অবলম্বন করিয়া ক্রমে দোষ সংশোধন করিতে হইবে। কেহ কেহ আমাদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির [illegible] এ কান্ত [illegible] উহার দোষ দেখিতে পান না [illegible] উহার পরিবর্ত্ত [illegible]

পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্ম, রাজনীতি, শাসন প্রণালী ও সামাজিক নিয়মের যত উৎকর্ষ ও পরিবর্ত্ত দৃষ্ট হয়, সে সমুদায়ই প্রায় প্রথমাবস্থায় এক বা তদধিক অলোক সামান্য প্রতিভাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল ব্যক্তি মধ্যবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এক কালে তদানীন্তন ভ্রান্তিসঙ্কুল কুৎসিত প্রথার উন্মূলন চেষ্টা করিয়াই কৃতকৃত্য হইয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহাদিগের কেহই অনেক সংখ্যা অনুচর প্রাপ্ত হন নাই; অধ্যবসায় ও সাহস সহকারে কার্য্য করাতে তাঁহারা ক্রমশঃ সহচর ও অনুচর প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশের শ্রেয়ঃসাধনে সমর্থ হন এবং পৃথিবীর অন্য অন্য লোকদিগের সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত স্থলে হইয়া যান। লুথর, জন নক্স, কালবিন, উইকলিফ, মহম্মদ প্রভৃতি এই রূপে কার্য্য করিয়া মহান্ পরিবর্ত্ত সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে যিনি যখন কোন বিষয়ের পরিবর্ত্ত চেষ্টা পাইয়াছেন, সাহসের অল্পতা প্রযুক্ত প্রায়ই তিনি মধ্যবিধ উপায়ের অবলম্বনে যত্নবান্ হইয়াছেন, সুতরাং তাদৃশ কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হন নাই। আমরা রামমোহন রায়কেই উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলাম। তাঁহার দ্বারা আমাদিগের দেশের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু তিনি আপনার চিত্ত শুদ্ধি ও সংস্কারানুরূপ একটী স্বতন্ত্র পথ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি প্রাচীন বেদ বেদান্তাদিকে মূল পত্তন করিয়া আপনার মত সংস্থাপন করেন। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, প্রাচীন ও নব্য উভয় দলকেই কৌশল ক্রমে আপনার বক্ষে লইয়া অভীষ্ট সাধন করিবেন। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে তাঁহার সেই অভীষ্ট পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। প্রাচীন দল প্রচলিত মত বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইতেছেন না। আর, ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা বেদে আস্থা না থাকাতে ক্রমশঃ তন্মত পরিত্যাগ করিতেছেন। বরং একটি অনিষ্ট ঘটিয়াছে. নব্য সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক তাঁহাকে আদর্শ করিয়া এ দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছেন। "কাল ও সমাজের অবস্থা বুঝিয়া চল" এইটী তাহাদিগের কার্য্যের মূল যুক্তি হইয়াছে। কিন্তু আমরা কত কাল কালের প্রতীক্ষা করিব? কার্য্যের কাল কবে হইবে?

উপরে যেরূপ কথিত হইল, তাহাতে অনেকে এরূপ অনুমান করিতে পারেন যে আমরা নব্য দলকে এই অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা আমাদিগের কি ভাল কি মন্দ যাবতীয় আচার ব্যবহারাদির উচ্ছেদ করিয়া নূতনবিধ আচার ব্যবহারাদি প্রবর্ত্তিত করেন। এরূপ অনুরোধ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। উৎকৃষ্টের উচ্ছেদ করা অবিবেচকের কার্য্য সন্দেহ কি? বিশেষতঃ একদা সমুদায়ের পরিবর্ত্ত করিতে গেলে সমাজের বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। স্বদেশের রীতি অপরিবর্ত্তিত রাখিবার চেষ্টা পাওয়া স্বদেশহিতৈষির কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে সেই সকল রীতি অনিষ্টের মূল কি না? পুরাতন হইলেই যে ভক্তি ও পূজার দ্রব্য হইল একথা নিতান্ত অসঙ্গত। যাহা হউক, আমাদিগের বক্তব্য এই নব্য সম্প্রদায়ের যাঁহারা সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে চাহেন, অথবা স্বদেশের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ সদোষ আচার ব্যবহারাদি অপরিবর্ত্তিত রাখিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা এভাব পরিত্যাগ করুন, এবং যে সকল বিষয়ের সদোষতা নিবন্ধন বাস্তবিক দেশের অনিষ্ট ঘটিতেছে, অকপট চিত্তে ও সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার দোষ সংশোধন চেষ্টায় কৃত

ন। স্বদেশহিতৈষী হইয়া সে সমুদায়কে আর জীর্ণাবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করা বিধেয় হইতেছে না। নব্যদল কি সে চেষ্টা করিতেছেন? কয় জন ব্যক্তি প্রকাশ্য রূপে আমাদিগের ধর্ম্ম ও সমাজ ঘটিত দোষের প্রতিবাদী হইয়াছেন? ইহাঁরা দুই নৌকায় পদক্ষেপ করিয়াছেন। ইহা কি সত্য নয়? গোপনে অনেকে হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধ কাজ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্য রূপে স্বদেশের শ্রেয়স্কর কার্য্য করিতে কাহার সাহস হইতেছে? মনে যে বিষয় যুক্তিবিরুদ্ধ ও অনর্থ মূল বলিয়া বুঝা যাইতেছে, কয় জন তাহার সমূলে উন্মূলন চেষ্টা করিতেছেন?

আমরা নব্যদলকে এইরূপে কার্য্য করিবার অনুরোধ করিতেছি, তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। আমাদিগের দেশের আচার ব্যবহারাদি সংশোধন করিবার ভার তাঁহাদিগের উপরে পতিত হইয়াছে, তাঁহারা যদি কেবল প্রাচীন দলের মতের অনুমোদন করিয়া যান কিরূপে উন্নতি হইবে? তাঁহারা যদি প্রাচীনদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া অকপট ও সোৎসাহ চিত্তে উল্লিখিত প্রকারে কার্য্য করেন প্রাচীন সম্প্রদায় তাঁহাদিগের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা আচার ব্যবহারাদিকে ঊর্দ্ধ দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করুন, প্রাচীনেরা নিঃসংশয় ঐ সকলকে উহার পূর্ব্ব সীমায় রাখিবার প্রয়াস পাইবেন। এইরূপে উভয়তঃ আকৃষ্যমাণ হইলে যে যে আচার ব্যবহারাদিতে দোষ আছে, তাহা সংশোধিত হইবে এবং নির্দ্দোষ গুলি আদৃত ও পরিগৃহীত হইবে। এ দেশে আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বহুকাল অবধি বদ্ধ মূল হইয়াছে। ক্রমশঃ তাহার দোষ উন্মূলন করিতে হইবে। সেই উন্মূলনের এই একমাত্র উপায়। আমরা পুনরায় কহিতেছি সেই উন্মূলন কারী কোথায়? কাজ অল্পে অল্পে হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। ক্রমশঃ সহকারীর দল বৃদ্ধি চাই, তাহা হইলেই কার্য্য অগ্রসর হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সকলেই ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান আছেন; কাজে কেহই হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

যাঁহারা অজ্ঞ ও অসভ্য সময়ের প্রচলিত মতের পরিবর্ত্তনে সাহসী হইয়াছিলেন, আমাদিগের নব্য সম্প্রদায় তাঁহাদিগের ন্যায় দুঃসময়ে পতিত নহেন। ইহারা এ বিষয়ে পরম সৌভাগ্যশালী। স্বদেশের সদোষ ব্যবহারাদি পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাদিগকে কারাগারেও যাইতে হইবে না, দারুণ প্রহারও সহ্য করিতে হইবে না। প্রাচীন দলের সহিষ্ণুতা শক্তি এক্ষণে বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে, নব্য সম্প্রদায় সমাজ ও গৃহ পরিত্যাগ না করিয়া যাহা করুন তাহাতে তাঁহারা আর বড় কিছু বলেন না, স্বমতপরিত্যাগী সন্তানকে বিষপান করাইয়া হত্যা করেন, এমন পিতা ত আমাদিগের শ্রবণ ও নয়নগোচর হন নাই। বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ সংসর্গ নব্য দলের অনেক সহায়তা করিতেছে, ইহাঁদিগের উদ্ভাবনী শক্তি বিনিয়োগ করিবার আর প্রয়োজন নাই কেবল কিঞ্চিৎ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সংযোগ হইলেই ইহারা অনায়াসে অভীষ্ট সাধন করিতে পারেন।

উপসংহার কালে সংক্ষেপে আমাদিগের বক্তব্য এই, ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ বিপ্লবের ন্যায় আমরা এককালে যাবতীয় বিষয়ের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী নহি। তাদৃশ বিপ্লব কখন দেশের কল্যাণকারী হয় না।

বোমণ্ট সাহেবের প্রস্তাব।

হুগলীর খুঁটিয়া বাজারের 'যুবা বান্ধিদিগের সভায়, তত্রত্য মিসনরি জন্, বোমণ্ট সাহেব যে উপদেশ প্রদান করেন আমরা গত বারে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। বোমণ্ট সাহেবের প্রস্তাবটি অতি মনোহর হইয়াছে। দেশের নৈসর্গিক অবস্থা ও সমাজ প্রভৃতির মনুষ্যের চরিত্র ও ধর্ম্মাদির উপরে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, তিনি ইহা এই প্রস্তাবে উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পর্ব্বতীয় লোকেরা প্রায় সত্যধর্ম্মাবলম্বী হয় না। স্কটলণ্ডের হাইলাণ্ড ও এ দেশের মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পক্ষান্তরে, প্রান্তর ও সমতল ক্ষেত্র বাসীরা নিস্তেজ ও বিলাসপরায়ণ হয়। বঙ্গ দেশ, ফ্রান্স ও ইটালির কাম্পেনিয়া বিশেষ রূপে ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। কিন্তু শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা ইহার বহুতর পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। লার্ড বেকন অভ্যাসকে দ্বিতীয় স্বভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পৃথিবীর যে সময়ের যে অবস্থা, ও যে সময়ে যে প্রকার উন্নতি হয়, সেই সকল দর্শন ও বিবেচনা করিয়া লোকে ক্রমশঃ যদি সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিবার চেষ্টা পায়, পূর্ব্ব স্বভাবাদির বহু পরিবর্ত্ত হয় সন্দেহ নাই।

বোমণ্ট সাহেব এদেশের বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তের বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রশংসনীয়। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তের বিষয়ে তিনি বলেন, "ভারতবর্ষ ওটাহিটী প্রভৃতি দ্বীপের ন্যায় নহে। এতদ্দেশীয়দিগের প্রাচীন গ্রন্থ, স্বতন্ত্র ধর্ম্ম ও স্বতন্ত্র আচার ব্যবহার প্রভৃতি আছে, সে সমুদায় এক দিনে পরিবর্ত্ত হইবার নয়। ক্রমশঃ তাহার পরিবর্ত্তন চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রশান্ত সাগরের অনেক দ্বীপের লোকে এককালে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছে, যথার্থ; কিন্তু তাহাদিগের পূর্ব্বের কিছুই ছিল না। তাহারা যেমন সহজে খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তৎপরিত্যাগও তেমনি তাহাদিগের সহজ। মাডাগাস্কার, জাপান প্রভৃতি কি ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল নহে? উন্নতিস্রোত প্রবাহিত হউক, কিন্তু এককালে যেন উচ্ছ

লিত হইয়া একেবারে তাহাই লইয়া না যায়। আমাদিগের দেশের যাহারা এককালে প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির সংপূর্ণ উচ্ছেদ ও পরিবর্ত্ত দর্শন করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন বোমণ্ট সাহেবের এই বাক্যে বিশেষ রূপে অবহিত হন।

বিবিধ সংবাদ।

৬ই শ্রাবণ সোমবার।

বোম্বাইনগরে মালবদেশীয় অহিফেনের বাক্স ১৪৯০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। গত সপ্তাহ অপেক্ষা ২০ টাকা মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভা সুন্দর রূপে স্বকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহাদিগের দুই জন প্রতিনিধি সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতেছেন কে কোথায় পশুর প্রতি অত্যাচার করে। তাঁহারা ইহার মধ্যে ৬০০ গাড়য়ানকে সাবধান করিয়াছেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, দোস্ত মহম্মদ স্বয়ং কন্দার সম্মুখে উপনীত হইয়াছেন। সুলতান জান পুনর্ব্বার সন্ধির প্রস্তাব করেন; কিন্তু পুনর্ব্বার তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। সুলতান জান পারস্যাধিপতির নিকটে এক দূত প্রেরণ করিয়াছেন।

যিনি সুবিচার করেন তিনি শ্রীবৃদ্ধিকারীর দলের অপ্রিয় হন, তাহার প্রধান কারণ এই, এক মহামতি লাহোর ক্রনিকেল পত্রে লিখিয়াছেন, কোন ইউরোপীয় এতদ্দেশীয় কোন ভৃত্যকেও প্রহার করিলে হিউম সাহেব (কলিকাতার প্রধান মাজিষ্ট্রেট) তাহার দণ্ড করেন। এদেশে কত কগুলি এরূপ ইউরোপীয় আছেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এদেশীয়দিগকে প্রহার ও বধ করেন, কেহ কিছু না বলে এই তাঁহাদিগের ইচ্ছা। হিউম সাহেব [illegible] বলিয়াই তাহাদিগের [illegible]।

[illegible] উত্তর পশ্চিম [illegible] জন্য যে টাকা [illegible] দিগের সাহায্য [illegible] কর্ত্তব্য। উত্তম [illegible] নাই।

উক্ত পত্র আরও বলেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে তিনটি ডাকের কোম্পানি আছেন, তাঁহারা একবাক্য হইবেন। যাঁহারা ডাকের গাড়িতে গমনাগমন করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে অধিক ভাড়া লওয়া ও তাহাদিগকে অধিক কষ্ট দেওয়াই কি তাঁহাদিগের একবাক্য হইবার উদ্দেশ্য?

দেরাগাজি খাঁর নিকটবর্ত্তী নদী উচ্ছলিত হইয়া ঐ স্থান ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

কর্ম্মনাশা নদীর অত্যন্ত জল বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার উপরিস্থ সেতুর একটী পিপা ভগ্ন হইয়াছে।

পঞ্জাবের লোকেরা নূতন নোট লইতে সম্মত নহে, তথায় শতকরা ২॥ টাকা বাটা দিয়া নোট ভাঙ্গাইতে হইতেছে।

দিল্লীগেজেট বলেন ফোর্ড নামক একজন ইউরোপীয় পূর্ব্বে খয়রাবাদে একজন শিক্ষক ছিলেন। কোন অপরাধে পদচ্যুত হওয়াতে তিনি কাবুলে গমন করেন এবং ছদ্মবেশে তথায় অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। জেলেলাবাদে তাঁহার ছদ্মবেশ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রকাশিত হওয়াতে কয়েক জন তাঁহাকে প্রহার করে। এই কলহ কালে তিনি এক জনকে বধ করেন। তত্রত্য শাসন কর্ত্তা তাঁকে রুদ্ধ করিয়া পেশোয়ারে বিচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

পেশোয়ারে এক্ষণে ওলাউঠার কিঞ্চিৎ শান্তি হইয়াছে।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ভিন্ন ভিন্ন আফিসে কাগজ কলম প্রভৃতি প্রেরণের কতকগুলি নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন।

হাউস অব লর্ড লার্ড কানিঙের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

চর্চ্চ মিসনরির সেক্রেটারি ই, ষ্টুয়ার্ড সাহেব হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে লিখিয়াছেন ডাইসন সাহেব তাঁহার বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রকে লাথি মারেন নাই তাহাকে মনোযোগী করিবার জন্য তিনি পদ দ্বারা তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন। যাহা হউক সর্ব্ব সাধারণে মিসনরি ও মাজিষ্ট্রেটের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক ভারতবর্ষের যাবতীয় লোককে ইনকমট্যাক্সের বিরুদ্ধে আবেদন করিবার পরামর্শ করিয়াছেন। আমাদিগের কি এত ঐক্য হইবে?

৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

কিয়দ্দিবসাবধি টৌনহালে ফটগ্রাফ দ্বারা গৃহীত প্রতিমূর্ত্তি সকল প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিমূর্ত্তি আছে. দেখিবার বিশেষ বস্তুর মধ্যে লর্ড কানিঙের সভা ও বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার আদর্শই প্রধান।

মান্দ্রাজের ও ভারতবর্ষের ইরিগেসন কোম্পানি (ক্ষেত্রে জলসেককারী কোম্পানি) তাহাদিগের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার যে সকল খাল খনন করিয়াছেন তদ্দ্বারা চতুঃপার্শ্বস্থিত স্থান সমূহের কৃষি কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কোম্পানির যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে। জলই কৃষিকার্য্যের প্রধান প্রয়োজনোপযোগী বস্তু, অতএব অধিক সংখ্য খাল খনন আবশ্যক।

ফিনিক্স বলেন সর চারলস উড সিন্ধুদেশীয় আমীরদিগের বাৎসরিক বৃত্তির এক হিসাব চাহিয়াছেন। তাঁহাদিগের বৃত্তি অল্প হওয়াতে ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা বৃদ্ধি করিবার মানস করিয়াছেন। উক্ত পত্র এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগকে ইহার প্রতিবাদ করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। বিবেচনা পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত সমুদায় অবগত না হইয়া এতদ্দেশীয়েরা যেন প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত না হন।

উক্তপত্রে এক জন এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন ফেগ্যান সাহেব একটার সময়ে ছোট আদালতে বিচার করিতে আইসেন। ফেগ্যন সাহেব পুলিষ ও ছোট আদালত উভয় স্থানে কার্য্য করেন; গবর্ণমেণ্টেরই দোষ, এক ব্যক্তির উপর দুই কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন।

হরকরা বলেন মাকে ও কার্টার সাহেব আসাম কোম্পানির দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করাতে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। কোম্পানির অধ্যক্ষেরা বিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এদিকে লাণ্ডহোলডার্স সভা মাকে

সাহেবকে আপনাদিগের সহকারী সভাপতির পদ হইতে বিদায় দিয়াছেন। শ্রীবৃদ্ধিকারী নাটকের ক্রমশঃ অভিনয় হইতে চলিল।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন বোম্বাইনগরে একটি ইউরোপীয় স্ত্রীলোক সর্ব্বদা সুরাপান করিয়া তাহার স্বামীর সহিত বিবাদ করিত। একদা সে ভয়ানক উন্মত্ত হইয়া এক পিস্তল দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে। নিম্নশ্রেণিস্থ ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের প্রায় এই দোষ দেখা যায়।

শুনা গেল আগরার নিকটবর্ত্তি স্থান সমূহে নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের অতিশয় উৎপাত হইয়াছে। রাত্রিকালে ব্যাঘ্রে অনেক শিশু সন্তান কে মাতৃক্রোড় হইতে লইয়া গিয়াছে। দিল্লী গেজেট বলেন একটি স্ত্রীলোক আপন সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে খাটের সহিত বন্ধন করিয়া রাখেন। রাত্রিতে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি জাগরিত হইয়া দেখিলেন এক নেকড়িয়া তাঁহার সন্তানকে টানিতেছে গোলযোগ করাতে ব্যাঘ্র পলায়ন করিল, কিন্তু শিশুটির প্রাণরক্ষা ভার হইয়াছে।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন উক্ত স্থানে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফটগ্রাফ যন্ত্র লইয়া যাওয়া হইবে। এক বণিক তাহা ইংলণ্ড হইতে আনাইতেছেন। পারিসের ন্যায় ভারতবর্ষেও ফটগ্রাফ হইতেছে।

উক্তপত্র আরও বলেন আলাহাবাদ জেলায় এক জমীদারের বাটীতে অনেক বন্দুক ও তলয়ার পাওয়া গিয়াছে। তত্রত্য থানাদার ১০০০ টাকা উৎকোচ লইয়া জমীদারকে অস্ত্র রাখিতে দেন। অস্ত্র সকল ভূমির মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। এক গয়েন্দা তাহা বাহির করিয়াছে। থানাদার ও জমীদার উভয়েরই দণ্ড হইয়াছে। নিরস্ত্র করিয়া বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টা বৃথা। অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট লম্বার্ডিতে ঐ প্রকার করিয়াছিলেন, তথাপি ১৮৫৯ অব্দে গারিবালডি তত্রত্য কৃষকদিগের সহায়তায় জর্ম্মাণ দিগকে দূরীভূত করেন।

রেঙ্গুণ টাইম্‌স বলেন তথায় ভয়ানক ঝড় হওয়াতে একখানি জাহাজ নাবিক সহিত নিমগ্ন হইয়াছে।

উক্ত পত্র আরও বলেন ব্রহ্মদেশে দস্যুবৃত্তির হ্রাস হইয়াছে। রাজা তাহার নিবারণার্থ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন রেঙ্গুণে মৎস্যের কর হওয়াতে সকলে বিরক্ত হইয়াছে। আমাদিগের গবর্নমেণ্টও গঙ্গায় কর করিয়া ধীবরদিগের অপ্রিয় হইয়াছেন।

উক্ত পত্র আরও বলিয়াছেন তত্রত্য কণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের প্রধান সহকারী কেরাণী তহবিল তছরুপ করাতে তাঁহাকে প্রধানতম বিচারালয়ে সমার্পণ করা হইয়াছে। ভয় কি? বেহারের জেলদারোগা মুক্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয়েরা এসকল দোষে প্রায় দণ্ড পায় না তবে বৃথা কেন এত দূর দোষীদিগকে আনিয়া সাধারণ ধনাগার হইতে ব্যয় করা হয়।

আমরা সমাচার হিন্দুস্থানী পত্রে একটি প্রস্তাব দর্শন করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। ইংলিসম্যান অযোধ্যার সভাকে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া সমাচার হিন্দুস্থানী তাঁহাকে পশু প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কটু কহিয়াছেন। আমাদিগের লণ্ডনস্থিত সংবাদ দাতা বলেন এই সকল দর্শন করিয়া ইংলণ্ডীয় লোকে বিরক্ত হন, বস্তুতঃ কটুভাষীর সহিত কটু ভাষী হওয়া কোন মতেই উচিত নহে।

৮ই শ্রাবণ বুধবার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, ভারতবর্ষীয় সভা "তমাকের উপর মাসুল হওয়া বিধেয় কি না?" এইনামের এক খণ্ড পুস্তক আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনন্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া তমাকের উপরে কর গ্রহণ করিবার সঙ্কল্পকরিয়া ভারতবর্ষীয় সভাকে এই অনুরোধ করেন যে ঐসভা কর আদায়ের একটী সদুপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ভারতবর্ষীয় সভা তাহার প্রত্যুত্তরে লেখেন এই কর সংগ্রহের যে কোন উপায় অবলম্বন করা হউক তাহা কোন ক্রমেই অত্যাচার নির্ম্মুক্ত হইবে না। বিশেষতঃ এতদ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি হস্তার্পণ করা হইবে। অপর বঙ্গদেশে ব্যয় অপেক্ষা প্রায় ত্রিগুণ আয় হয়, এমত স্থলে এদেশে তমাকের ন্যায় বিলাসের বস্তুর উপর কর লওয়া অবিধেয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সভার প্রদর্শিত এই যুক্তি শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া ঐ কর গ্রহণ প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষীয় সভার নিকটে এবিষয়ে ঋণগ্রস্ত সন্দেহ নাই।

অদ্য পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়েতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিয়াছে। আগামি বুধবার কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত যাইবে। ১লা অক্টোবর অবধি সাধারণে ঐ গাড়িতে আরোহণ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া পুনা নগরস্থ ইন্দুপ্রকাশ হইতে নিম্ন লিখিত বৃত্তান্তটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইন্দুপ্রকাশ বলেন পুর্ব্বতন মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের দপ্তরে রাজকার্য্য, যুদ্ধ, দৌত্য প্রভৃতি কার্য্যসংক্রান্ত অনেক কাগজ পত্র আছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাহা বিনষ্ট করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমরা ইন্দুপ্রকাশের সহিত এই অসভ্য আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতেছি।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন সুলতান জান ও সরদার সানওয়াজ খাঁ করা নগর রক্ষা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দোস্ত মহম্মদ হিরাট পর্য্যন্ত জয় করিবেন পণ করিয়াছেন।

উক্ত পত্র প্রেরক আরও বলেন কতকগুলি তুর্কমান হিরাটের নিকটবর্ত্তি একখানি গ্রাম দগ্ধ করিয়া অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে। পারস্যদেশীয় সেনাপতি মুরাদ মিরজা এই বন্য জাতিকে কোরাসান হইতে নির্ম্মূল করিয়া দেন, তথাপি তাহাদিগের দৌরাত্ম্য যায় না।

রেঙ্গুণ ক্রণিকেল বলেন ব্রহ্মদেশে গুবাক ও পানের আবাদ করিলে বিস্তর লাভ হয়।

ক্রিনিক্ল বলেন সম্রাট নেপোলিয়ন লণ্ডনস্থ শিল্প প্রদর্শন গৃহ দর্শনার্থ গমন করিবেন।

অযোধ্যা গেজেটের এক জন পত্র প্রেরক সিমলা পর্ব্বতের মাজিষ্ট্রেটের একটী অদ্ভুত সদ্বিচারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দুই ব্যক্তি এক বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গৃহ পার্শ্বাপার্শ্বি থাকাতে এক জন মধ্য স্থিত গবাক্ষ খুলিয়া অপরের পরিবার

গণকে গোপনে দর্শন করিতেন। তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালীস করাতে মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, এবিষয়ে তিনি হস্তার্পণ করিতে পারেন না। সেই ব্যক্তি অগত্যা কাষ্ঠ দ্বারা জানলাটি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অপর ব্যক্তি তাঁহার পরিজন গণকে আর গোপনে দর্শন করিতে না পারিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালীস করাতে মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বার্থিকে বিচারালয়ে আহ্বান করিয়া জরিমানা করিবার ভয় প্রদর্শন করিলেন!!! সিমলা পর্ব্বত ভারতবর্ষের পারিস হইয়াছে।

হরকরা বলেন ২৪ পরগণার জজ লাটোর সাহেব লক সাহেবের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রধানতম বিচারালয়ের এক জন বিচারপতি হইয়াছেন। লক সাহেব পীড়াবশতঃ ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। ২৪ পরগণার কালেক্টর ব্রাইট সাহেব লাটোর সাহেবের পদে নিয়োজিত হইয়াছেন। ব্রাইট সাহেব আপনার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কালেক্টরির প্রধান কেরাণীকে আপনার সহিত লইয়া যাইতে পারিবেন ত?

উক্ত পত্রের আমেরিকার সংবাদ দাতা সেনাপতি বটলরের বিখ্যাত ঘোষণার কারণ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। নিউঅর্লিয়ন্সের অনেক "সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক গবর্ণমেণ্টের সেনা ও সেনাপতিদিগের গায়ে থুথু পর্য্যন্ত দিয়াছেন। সেনাপতি বটলর এতন্নিবারণার্থ উক্ত ঘোষণাদ্বারা সকলকে এই কথা জানান যদি কোন স্ত্রীলোক এরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহাকে বেশ্যার ন্যায় শাস্তি দেওয়া হইবে। সেনাপতি বটলর বিদ্রোহিসেনাপতি বয়রগার্ডের স্ত্রীকে হস্তে পাইয়াও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে সেনাপতি বটলরের কোন দোষ দেখা যাইতেছে না।

ঢাকানিউস তত্রত্য বিচারালয় সমূহের সাক্ষীর জবানবন্দির ব্যয়ের এক হিসাব দিয়াছেন।

জজের আদালতের		২৲ টাকা
সদর আদালতের বিচারালয়ে		১৲ টাকা
সদর আমিনের	ঐ	ঐ
মুন্সেফের	ঐ	॥০
কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টরের		১৲ টাকা
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটের		॥০।১০

অদ্যাপিও মুহুরিরা জবানবন্দি লইয়া থাকেন তবে এরূপ ব্যয় না লাগিবে কেন?

৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, জেনিদহের নিকটে তিন জন পুলিস সিপাহী দুই জন প্রজাকে বেগার ধরিবাতে তাহাদিগের সহিত গ্রামবাসীদিগের দাঙ্গা হয়। তাহাতে এক ব্যক্তি হত ও অপর এক জন গুরুতর রূপে আহত হয়। তত্রত্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সিপাহীদিগকে দণ্ডনীয় স্থির করেন; কিন্তু জজ আহত প্রজার দুই বৎসর মিয়াদ দেন। আপীল করিয়া প্রজারা নিজামত হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই প্রকার বিচারে যে আজিও শান্তি রক্ষা হইতেছে, এ কেবল পরমেশ্বরের কৃপা বলিতে হইবে।

ইংলিসম্যানের পেসোয়ারের সংবাদদাতা বলেন সম্প্রতি ১ম গণিত পঞ্জাবী সেনাদলের সহিত আফ্রিদি জাতীয় কয়েক ব্যক্তির দাঙ্গা হওয়াতে উভয় দলেরই কয়েক জন হত হইয়াছে। পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আফ্রিদিদিগকে দোষী স্থির করিয়া তাহাদিগের জরিমানা করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত পারসী মৃত বোমনজী নর্ম্মাণসজী ওবাদিয়ার স্মরণার্থ পারসীরা এক দিবস আপনাদিগের ব্যবসায় বন্ধ রাখিয়াছিলেন। শীঘ্র তাঁহার স্মরণার্থ চাঁদা হইবে।

চীনদেশে ইউরোপীয় বাণিজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। মাঞ্চেষ্টরের অনেক দ্রব্য ইয়ংসিকিয়াঙ নদী তটস্থ স্থানসমূহে বিক্রীত হইতেছে। চীনের অনেক লোক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

চীনদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের অধীনস্থ যাবতীয় কর্ম্মচারিকে অহিফেন সেবন পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইহা করিবেন তাঁহাকে পদচ্যুত অথবা নিম্নপদস্থ হইতে হইবে।

পঞ্জাবে ক্রমে রেসমের চাষ হইতে চলিল। সহকারী কমিসনর লেপ্টেনেণ্ট পাউলেট এতৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকটে ৫০০ টাকা পাইয়াছেন। কোপ সাহেব নামক আর এক ব্যক্তি অমৃতসরে রেসম করিবার জন্য ২০০০ টাকা পাইয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট পাউলেট বলেন কাশ্মীরের জাফর কাহাকে আপনার গুটিপোকা বা ডিম্ব দেন না। একচেটিয়া করা তাঁহার অভিপ্রেত। অনেকে জাফরের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া রেসম প্রস্তুত করিবার চেষ্টায় আছেন।

অনেকের মুখে নূতন নোট ভাঙ্গাইবার কষ্টের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক কালেক্টরিতে নোটের টাকা পাওয়া ভার। আমাদিগের রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কার্য্যকারকের এ বিষয়ে বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

মান্দ্রাজের সুপ্রিমকোর্টে এক ব্যক্তি পরদার গমনাপরাধে ছয় মাস কারারুদ্ধ হইয়াছে। সে এক জন তন্তুবায়ের স্ত্রীকে বাহির করিয়াছিল। বিচারপতি দণ্ড দান কালে বলেন, দণ্ডবিধানের আইন সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি তাহার লঘু দণ্ড দিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইবে। কলিকাতায় এই রূপ এক জন বিচারপতি আবশ্যক।

নাগপুর ও ধবলপুরে এক একটি ছোট আদালত স্থাপিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, এত দিন গিরজার সংস্কারার্থ প্রতি বৎসর প্রতি গিরজায় যে ৫০ টাকা করিয়া দেওয়া হইত, তাহা এখন অবধি আর দেওয়া হইবে না, ঐ টাকা অন্য দাতব্য বিষয়ে দেওয়া হইবে। পাদ্রিরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ বলেন, তথায় বিস্তর নীচ ইউরোপীয় একত্র হওয়াতে নানা প্রকার কুক্রিয়ার বৃদ্ধি হইয়াছে চুরি ও প্রতারণা প্রভৃতি তাহাদিগের নিত্য কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। তত্রত্য বণিক সম্প্রদায় ও প্রধান সেনাপতি তন্নিমিত্ত একটি দাতব্যালয় স্থাপন করিতেছেন। সর্ব্বসাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে তাহা চলিবে। এদেশে ইউরোপীয় উপনিবেশ হইলে যে নীচ বংশীয় ইউরোপীয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া এদেশের মহানিষ্ট ঘটিবে, তাহা এতদ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান তেছে।

বোম্বাইয়ে এক জন ইউরোপীয় আডেল ফিহোটেল হইতে একটি বাক্স চুরি করিয়া সেসিয়নে সমর্পিত হয়। তত্রত্য গ্রিণ নামক এক জন বারিষ্টর তাহার দোষ ক্ষালন করিবার উদ্দেশে বলিয়াছেন বেলি নামক এক জন বণিক (যিনি সম্প্রতি চীনদেশে গমন করিয়াছেন) ঐ বাক্স চুরি করিয়া তাঁহার মক্কেলকে দেন, অথচ বেলি চুরি হইবার পূর্ব্বে বোম্বাই ত্যাগ করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির বিশেষ শাসন না করিলে আমাদিগের বিচারালয় সমূহ মোক্তারের দরের বারিষ্টরে পরিপূর্ণ হইবে।

গোয়ালিয়রে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। পেসোয়ারে অনেক ইউরোপীয় সৈন্য এই রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাদিগের পার্ক ষ্ট্রিটের বাটী ভারতবর্ষীয় চিত্র শালিকার জন্য দিতে অসম্মত হইয়াছেন। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্টের এ রূপ চেষ্টা পাওয়া উচিত হয় নাই।

শুনা গেল, চাকোম্পানির অধ্যক্ষ মাকে ও কার্টারের নামে ফৌজদারিতে নালীশ হইবে। লণ্ডনস্থ অধ্যক্ষেরা আদেশ করিয়াছেন মাকে আপনার নির্দ্দোষিতা জানাইবার জন্য লাণ্ডহোলডর্স সভাকে কৈফিয়ত দেন নাই। অনেক নীলকুঠীর অধ্যক্ষের চরিত্রের অনুসন্ধান করিলে মাকে ও কার্টারকে ধর্ম্মপুত্র বলিয়া বোধ হইবে।

জন জোন্স সাহেব ভূতপূর্ব্ব কোর্ট অব প্রোপ্রাইটরে নদীয়ার কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ করিয়া এক প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, এক কালে ৮০,০০০ কর বৃদ্ধির পরওয়ানা দেওয়া যাহার পর নাই অবিচার। তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আমাদিগের দেশীয়েরা লণ্ডনে থাকিয়াও এই সকল অত্যাচার ইংলণ্ডীয় লোকের গোচর করিতেছেন না।

মূলবিল আডবর টাইজরে তত্রত্য কাপ্তেন ফর্লঙ্ ও ড্রু সাহেবের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব লিখিত হওয়াতে সম্পাদকের ৫০০ টাকা জরিমানা ও মুদ্রাকরের ছয় মাস মিয়াদ হইয়াছে। লিখিয়া সম্পাদক জরিমানা দিয়াই মুক্ত হইলেন, মুদ্রাকর বেচারাকে মিয়াদ লইতে হইল। নিয়মবহির্ভূত দেশ যথার্থই নিয়ম বহির্ভূত

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা হইয়াছে, পঞ্জাবের সেনাদলের আফিসরেরা ঐ দেশে ভূমি ক্রয় করিতেপারিবেন না।

বিদ্রোহ কালে সেনাপতি হাবেলকের অধীনে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহারা সকলেই পুরস্কার ও অধিক বৃত্তি পাইবার আজ্ঞা পাইয়াছে।

ফিনিক্স নিম্ন লিখিত ইউরোপীয় সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেনঃ—

"নিউ ইয়র্ক ২০এ জুন। রিচমণ্ডে কোন বিষয়ের পরিবর্ত্ত হয় নাই। বিদ্রোহীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল লইয়া দস্যুবৎ যুদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট সেনাকে বিরক্ত করিতেছে। ডাউএল্ সেনাপতি মাকিলনের সহিত একত্রিত হইয়াছেন। চারলস টৌনে তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। বারোগার্ড রিচমণ্ডে যাইবার কালে মণ্টগমারির সহিত একত্রিত হইয়াছেন। জাকসন অনেক সহকারী সেনা পাইয়াছেন, তিনি সেনাপতি বন্সটকে গুরুতর রূপে আক্রমণ করিবার চেষ্টায় আছেন।

লণ্ডন ৩রা জুলাই। রুশীয়ার গবর্ণমেণ্ট রাজা বিকটর ইমানিউএলকে ইটালির ভূপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রাজকুমারী আলিসের বিবাহ হইয়াছে। সেনাপতি ক্রস প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তুলার বাজার বড় গরম।

ফিনিক্স বলেন মহীসুরের রাজপুত্রদিগের রক্ষার্থে যে কয়েক জন সিপাহী ছিল তাহাদিগকে ব্যয় সংক্ষেপের হিসাবে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট রাজকুমারদিগকে নিজ ব্যয়ে সিপাহী রাখিতে অনুমতি দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে সিপাহীর বেতন দিতেন, সেটী কি পেন্সনের সামিল নয়?

উক্ত পত্র আরও বলেন মণিপুরের রাজার ভ্রাতা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে সেনাসংগ্রহ করেন, কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কয়েক জন সিপাহী তাঁহার সেই দুর্ম্মনোরথ সফল হইতে দেয় নাই। মণিপুরের আর এক জন সরদার কাছাড় হইতে সেনাসংগ্রহ করিয়া রাজার বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। সেনাপতি সাউয়ার্স স্তিমিত বিদ্রোহ নিবারণের জন্য চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাউনী করিতেছেন।

কোন ব্যক্তি কি আমাদিগকে বলিতে পারেন কি জন্য ইউরোপীয় সেনাদলে হত্যা, দলত্যাগ প্রভৃতি পাপের বৃদ্ধি হইতেছে? অযোধ্যা গেজেট বলেন, লক্ষ্ণৌস্থ ১৯ গণিত হসার সেনাদলের এক সৈনিকপুরুষ একটি বন্দুক ও তলয়ার লইয়া শিবির হইতে পলায়ন করে, পথে সে দুই জন এতদ্দেশীয়কে তলয়ার দ্বারা আহত করে, তদ্দ্বারা এক ব্যক্তির প্রাণসংশয় হইয়াছে। সে ধৃত ও রুদ্ধ হইয়াছে। হরকরা সম্পাদক এইবেলা উঠিয়া পড়িয়া লাগুন এ ঘটনাটী "হঠাৎ" হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, তত্রত্য কয়েক জন ইউরোপীয় সৈন্য ৭ই জুলাই তত্রত্য এক বণিকের দোকান লুঠ করিবার চেষ্টা করে। তত্রত্য পুলিষের সহিত তন্নিমিত্ত তাহাদিগের দাঙ্গা হয়। পুলিষ চৌকিদারেরা অতিশয় সাহস সহকারে সেনাদিগকে দুরীভূত ও একজনকে ধৃত করিয়াছে। যৎকালে দাঙ্গা হয়, ইউরোপীয় গণের হস্তে বন্দুক ছিল, পুলিষ সিপাহীরা কেবল তাহাদিগের লাঠি লইয়া যুদ্ধ করে। রেইলওয়ের এক জন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী সেনাগণকে এই কুপ্রবৃত্তি দেয়।

ফরাশী ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এই সন্ধি করিয়াছেন পরস্পরের রাজ্যমধ্যে যত জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানি আছে, তাহাদিগের দেনা পাওনার বিবাদ হইলে পরস্পর রাজ্যের আদালতে নালীশ হইবে। যে জাতি যে রাজ্যে থাকবেন তাহার নিয়মানুসারে তাঁহাদিগের বিচার হইবে, অতএব এক্ষণে ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যমধ্যে দেউলিয়া হইয়া ফরাশী রাজ্যে পলায়ন করিবার উপায় গেল।

এমত জনশ্রুতি, সুপ্রিমকোর্ট ও টাউন হাল ভাঙ্গিয়া প্রধানতম বিচারালয় বাটী হইবে। টাউন হালের দ্রব্যাদি সম্প্রতি সাধারণ পুস্তকালয়ে (মেটকাফহলে) যাইবে। সাধারণ পুস্তকালয় অন্য কোন বাটীতে পাঁচ বৎসরের জন্য থাকিবে। যে সে প্রকারে ধনক্ষয় চাই না কি?

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া লাণ্ডহোলডার্স সভাকে পতিত ভূমি বিক্রয়ের বিষয়ে আন্দোলন ক-

রিতে অনুরোধ করিয়াছেন। লাগুহোলডার্স সভা চা করদিগের বড় বন্ধু নহেন বোধ হইতেছে।

উক্ত পত্র এতদ্দেশীয় পুলিস সংশোধন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "যতদিন হিন্দুস্থানিদিগের ন্যায় বাঙ্গালীরা আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত না করিবেন ততদিন, পুলিষসংশোধনে তাঁহাদিগের কোন উপকার হইবে না" ক্রমশঃ ইটের বদলে পাট্‌কেল বন্দোবস্ত হইতেছে।

গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা করিয়াছেন ঢাকা ও মুরসিদাবাদ ব্যতিরিক্ত মফস্বলের আর সকল স্থানে গতবৎসরে যে পরিমাণে ইনকমটাক্স লওয়া হইয়াছিল, তাহাই প্রচলিত থাকিবে, তাহার আর কোন পরিবর্ত্ত হইবে না। যদি এরূপ হয় এখন কোন আসেসর অন্যায় কর ধার্য্য, করিলে, প্রজাগণের তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেন্টের গোচর করা কর্ত্তব্য।

১০ই শ্রাবণ শুক্রবার।

আমরা একটি অতি শোচনীয় ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীরামপুরের অন্তঃপাতি থানা হরিপালের অধীনস্থ ধাবাধরা বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের এক দরিদ্র সুঁড়ি কলিকাতায় কর্ম্ম করে। তাহার স্ত্রী তাহার বাসগ্রামে থাকিত। স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুন্দরী ও অল্প বয়স্কা। তাহার তাদৃশ অভিভাবক ছিল না। তিনটী তরলেন্দ্রিয় যুবা তাহাকে কুপথ গামিনী করিবার অনেক চেষ্টা পায়; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। এক দিবস ঐ স্ত্রীলোক স্নান করিয়া রন্ধন করিবার জন্য অপর এক বাটীতে অগ্নি আনিতে গেল। সেই সুযোগে ঐ দুর্ব্বৃত্ত যুবকেরা তাহার গৃহে গিয়া লুকায়িত হইয়া রহিল। সে রন্ধনাগারে অগ্নি রাখিয়া শয়ন গৃহে কোন দ্রব্য আনিতে গেল। ঐ দুর্ব্বৃত্তেরা ঐ অবসরে তাহাকে ধরিয়া ও তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দুরবস্থা করিল। এই অত্যাচার কালেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। যুবকেরা এই ঘটনা দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল। পরে তত্রত্য জমীদারের গমস্তা মণ্ডল ও চৌকিদারকে কিছু উৎকোচ দিয়া স্ত্রীলোকটির গলদেশে রজ্জু দিয়া, সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এই জনরব তুলিয়া দিল। হরিপালের দারোগাও উদ্বন্ধনের কথা মাজিস্ট্রেটের নিকটে রিপোর্ট করিলেন। চারি দিবসের পর ঐ মৃত দেহ শ্রীরামপুরে আনীত হইল। কিছু দিন পরে সুঁড়ি আপন বাটীতে আসিয়া তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানিতে পারিয়া শ্রীরামপুরের মাজিস্ট্রেটের নিকটে নালীশ করিল। মাজিস্ট্রেট বৈদ্যবাটীর দারোগার উপর অনুসন্ধানের ভার দিলেন। ঐ দারোগার যত্নে সমুদায় কাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। হরিপালের দারোগা, গমস্তা মণ্ডল ও চৌকিদার ধৃত হইয়াছে; দুর্ব্বৃত্ত যুবক ত্রয় পলায়ন করিয়াছে। ঐ সম্বাদটী যদি সত্য হয়, পুলিষ রাখিয়া গবর্ণমেন্টের বৃথা ব্যয় স্বীকারে প্রয়োজন কি?

ফিনিক্সের বোয়ালিয়ার সংবাদদাতা বলেন, উক্ত নগর প্রায় পদ্মার গর্ভস্থ হইল। সরকারী বাটী সকল ও ওয়াটসনের সুবিখ্যাত অট্টালিকা বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। তত্রত্য সাধারণ পুস্তকালয় ভগ্ন হইয়াছে। সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এত টাকার সম্পত্তি গেল, পূর্ব্বে একটী বাঁধ দিবার চেষ্টা করিলে কি এ সকল রক্ষা হইত না?

ইংলিসমান বলেন, দমদমায় সেনা শিবির থাকিবে কি না এই বিষয়ের বিবেচনার্থ এক কমিসন বসিয়াছে। সর হিউ রোজ এই স্থান ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বিদ্রোহ কালে দমদমায় যে সকল বারিক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে দশ সহস্র সেনা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। গবর্ণমেন্টের বিস্তর ব্যয় হইয়াছে। দমদমা অস্বাস্থ্যকর স্থানও নহে। তবে কি কারণে তাহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা হইতেছে? গবর্ণমেন্টের ধনস্থানে কি শনি হইয়াছে?

উক্ত পত্র আরও বলেন, পূর্ব্ব বঙ্গালার রেইলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে একটি বাজার হইবে। গবর্ণমেন্ট তন্নিমিত্ত আড়াই লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

কলিকতার সিমুলিয়ায় দুইটি বানর আসিয়া অত্যন্ত উৎপাত করাতে কয়েক ব্যক্তি পুলিষ কমিসনরের নিকটে এই বিষয় জানাইয়াছেন! দুই রেজিমেন্ট হাইলণ্ডর আবশ্যক না কি? পুরুষেরা কি সাহসী।

হিন্দুপেট্রিয়ট নদীয়ার খৃষ্টিয়ান ডেপুটি কালেক্টরের নথি হারাইবার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, ইণ্ডিয়ান রিফরমার তাহা সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করেন নাই, এক বারে অস্বীকারও করেন নাই। তিনি বলেন ডেপুটি কালেক্টর বাবু দীননাথ আঢ্য (আমরা ভ্রমক্রমে বাবু চণ্ডীচরণ সিংহকে লক্ষ্য করিছিলাম তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি) তন্নিমিত্ত দোষী হইতে পারেন না।

যাহা হউক সাধারণে এবিষয়ে রিফর্ম্মরের মতের অনুমোদন করিবেন না। আমরা পুনর্ব্বার কহিতেছি নথি হারাইবার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

উক্তসম্পাদক মিসনরি ডাইসন সাহেবের অপরাধ লঘু করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। যিনি যে চেষ্টা করুন পাদ প্রহার লঘু হউক আগুরু হউক চরণাঘাত দ্বারা অন্যকে সতর্ক করা যে দোষ নয় ইহা কোন ক্রমেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

১১ ই শ্রাবণ শনিবার।

সমাচার হিন্দুস্থানী বলেন, অম্বরগঞ্জের এক বেগমের বাটীতে ছয় জন দস্যু প্রবেশ করিয়া ২০০০ টাকার দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে। তাহারা অদ্যাপিও ধৃত হয় নাই।

উক্ত পত্রে তিনটি হত্যাকাণ্ডের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি অপর এক জনকে বধ করিয়া ধৃত হইয়াছে। গণ্ডার নিকটস্থ এক জন মুসলমান আপনার স্ত্রীকে হত করিয়া ধৃত হইয়াছে। হরদোহাই গ্রামে এক জন পুলিষ কনষ্টাবল আত্মহত্যা করিয়াছে। অযোধ্যায় এত হত্যা কি জন্য হইয়া থাকে?

মণিপুরে গোলযোগের সম্ভাবনা হওয়াতে তথায় এক রেজিমেন্ট সিপাহী প্রেরিত হইয়াছে।

ইংলিসমান শ্রবণ করিয়াছেন বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বারিষ্টরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবর্ষীয় আইনের অধ্যাপক হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইয়াছে।

৪ টাকার সিক্কা . . . . ৯১।০—৯১॥০

৪ টাকার কোম্পানির . . . ১৩৬৷৷০ —১৩৬৷৷
৫ টাকার ঐ . . . . ১০৪৷৷৵—১০৪৸৵০
৫৷৷০ টাকার ঐ . . . . ১১১৸৵—১১২৵০

—•—

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

১৯ এ জুলাই শনিবার।

গবর্ণর জেনেরল সভাপতি। সর রবার্টনেপিয়র হারিংটন, আরস্কিন, গ্রে, ফিটজউইলিয়ম, ও কাউই সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানতম বিচারালয়ের ফি, ও ইষ্টাম্প মাসুল আদায় ও ১৮৫৯ অব্দের ৮ আইনের কয়েকটি ধারা রহিত করিবার অভিপ্রায়ে হারিংটন সাহেব এক বিল অর্পণ করিলেন। এই বিলের মর্ম্ম এই, সুপ্রিম ও সদর কোর্ট একত্রিত হইয়া প্রধানতম বিচারালয় হইয়াছে কিছুদিবসের জন্য সুপ্রিম কোর্টে অংশে পুর্ব্বে র ন্যায় ফিলওয়া হইবে। সদরের অংশে ১০ আইনের ৩০ ধারানুসারে ইষ্টাম্প মাসুল আদায় হইবে। সরিফ প্রভৃতি পুর্ব্বে কি পাইতেন কিন্তু এক্ষণে ফি একত্র করিয়া একটি ফণ্ড করিয়া তাহা হইতে তাঁহাদিগের বেতন দেওয়া হইবে। বিচার সম্পর্কে সদরের ন্যায় ইষ্টাম্প লাগিবে কিন্তু যে সকল মোকদ্দমা পুর্ব্বে সদরে আসিতে পারিত না, তাহাতে ইষ্টাম্প লাগিবে না। বিচারপতিরা ১৮৫৯ অব্দের ৮ আইন অনুসারে আপনাদিগের রায় আপনারা লিখিবেন। এক্ষণে আপীলের কাল ৯০ দিবস স্থির আছে কিন্তু প্রধানতম বিচারালয় স্বেচ্ছা পুর্ব্বক ইহার পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন।

—•—

২৬ এ জুন পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

আমেরিকার গবর্ণমেন্টের সেনারা ক্রমশঃ চারলসটন অবরুদ্ধ করিতেছে। একটি যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহারা জয়ী হইয়াছে বলিতেছে। চারলসটনের বিদ্রোহীদিগের সহায়তার জন্য অধিক সেনা আসিয়াছে।

ডেনমার্কের গবর্ণমেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, আমেরিকায় যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে ৩০০০ ক্রীত দাস প্রভু হীন হইয়াছে; অতএব তাহাদিগকে মুক্ত করা কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাব মহাসভা বিবেচনা করিতেছেন।

মেঞ্চেষ্টার নগরে ৩০,০০০ বস্তা তুলা মজুদ করা হইয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টরের কয়েক জন প্রতিনিধি সর চারলস উডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সর চারলস উড এই বলিয়া তাহার উত্তর দান করিয়াছিলেন যে ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, যেহেতুক ভারতবর্ষে এখনও এক কোটি টাকা আয়ের অকুলান হইয়াছে।

ইটালির মহাসভা তত্রত্য রাজাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া রোমকে ইটালির রাজধানী করিবার অনুরোধ করেন। রাজা তাঁহাদিগের মতের অনুমোদন করিয়াছেন।

সর চারলস ওয়াইটের মেক্সিকোর গবর্ণমেন্টের সহিত এক সন্ধি হয়। কিন্তু তাহাতে পুর্ব্বকার এক সন্ধির উল্লেখ থাকাতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

২১এ জুন আরল কানিঙকে ওয়েষ্ট মিনষ্টর আবি বাটীতে সমাহিত করা হইয়াছে।

সেনাপতি ফরে মেক্সিকোস্থিত ফরাশী সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। ফরাশীরা অনরিজাবা নগরে হটিয়া আসিয়া সহকারী সেনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ১০,০০০ সহকারী সৈন্য, কেহ কেহ জনরব বলেন ১৫,০০০ সৈন্য প্রেরিত হইবে।

গ্রীস দেশীয় মন্ত্রি সম্প্রদায় এক ঘোষণা পত্র দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা যথার্থ রাজনিয়মানুসারে মাসিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন! রক্ষক সেনা সংগ্রহ ও মহাসভায় প্রতিনিধি মনোনীত করিবার জন্য শীঘ্র কয়েক খানি বিল অর্পণ করা হইবে।

কাপ্তেন অসবরণ ও আর কয়েক জন ইংরাজ অফিসরকে আপনাদিগের সেনা দলের অধ্যক্ষ করিবার জন্য চীন দেশীয় গবর্ণমেন্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন; ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

আমেরিকার গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি রিচমণ্ডের নিকটে যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ৫৭৩৯ জন হত, আহত ও অদৃশ্য হইয়াছে।

ইহা এক প্রকার নিশ্চয় হইয়াছে রুশীয়ার গবর্ণমেন্ট বিক্টর ইমানিউএলকে ইটালির রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

বাবু বেণীমাধব সোম মেদনীপুরের ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলায় প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত মেহেরপুরের ছোট আদালতের জজ হইয়া নদীয়া জেলায় প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্ন লিখিত প্রধান সদর আমিনেরা প্রথম শ্রেণির প্রধান সদর আমিন হইবেন।

বাবু তারকনাথ সেন ২৪ পরগণা

বাবু শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ ত্রিহুত

বাবু জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার প্রধান সদরআমিন হইয়া উক্ত জেলায় প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র দে ২৪ পরগণনার প্রধান সদর আমিন হইয়া উক্ত জেলায় মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

জে, ডিকষ্ট, সাহেব রাজশাহির সদর আমিন ও সদর মুনসেফ হইবেন।

বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মুরসিদাবাদের সদর আমিন ও সদর মুনসেফ হইবেন।

নিম্ন লিখিত মুনসেফেরা প্রথম শ্রেণিতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

বাবু রসিকলাল ও বাবু গঙ্গাচরণ সরকার।

মৌলবী আলি আজিম বেহারের প্রধান সদর আমিন হইবেন।

মৌলবী ইরাদত আলি সাহাবাদের প্রধান সদরআমিন হইবেন।

বাবু হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিম বর্দ্ধমানের প্রধান সদরআমিন হইবেন।

মৌলবী ইমদাদ আলি ত্রিহুতের প্রধান সদরআমিন হইয়া উক্ত জেলার প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবী ইএত হোসেন সাহরণের প্রধান সদরআমিন হইবেন।

মৌলবী আনোয়ার আলি পুর্ণিয়ার প্রধান সদর আমিন হইবে।

বাবু তারাকান্ত বিদ্যাসাগর বাকরগঞ্জের প্রধান সদর আমিন হইবেন।

বাবু গঙ্গাচরণ সোম রঙ্গপুরের প্রধান সদর আমিন হইয়া উক্ত জেলায় প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু জয়গৌরী বসু চট্টগ্রামের প্রধান সদর আমিন হইবেন।

১লা জুলাই ১৮৬২ অব্দের ১৫ই এপ্রেলে প্রকাশিত গেজেটের আজ্ঞানুসারে লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ছোট নাগপুরের নিম্ন লিখিত স্থানে ১৮৬১ অব্দের ৫ আইন (পুলিস সংশোধনী আইন) প্রচলিত করিলেন।

হাজারিবাগ, লোহারডাগা, মানভূম ও সিংহভূম।

১লা জুলাই—মেজর রাট্রে প্রথম শ্রেণির ডেপুটি ইন্সপেক্টরের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

লেপ্টনেন্ট, টি, এচ, লুইস তৃতীয় শ্রেণির জেলা সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইয়া হাজারিবাগে অবস্থিতি করিবেন।

ডবলিউ, পি, ডেবিস সাহেব লোহারডাগার তৃতীয় শ্রেণির জেলা সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

লেপ্টনেন্ট এস. এ. টি. জন সিংহভূমে দ্বিতীয় শ্রেণির জেলা সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন এ, ডবলি উ, পিবসন্ দ্বিতীয় শ্রেণির ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনরল হইয়া বর্দ্ধমানে থাকিবেন।

প্রথম শ্রেণির ডেপুটি ইন্স্পেক্টর জেনরল মেজর জে, আর, পিউ, পাটনাবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

কাপ্তেন, ডি, এচ, অসবরণ বর্দ্ধমানের দ্বিতীয় শ্রেণির সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন ডবলিউ, টি, কেগান বীরভূমে দ্বিতীয় জেলা সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

ই, জে নটলওয়ার্থ সাহেব বাঁকুড়ার প্রথম শ্রেণির সহকারী সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইয়া উক্ত বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

লেপ্টনেন্ট, জি, জনষ্টন চম্পারণে প্রথম শ্রেণির সহকারী সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইয়া উক্ত জেলার ভার পাইবেন।

প্রথম শ্রেণির সহকারী সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট আর, এম, সিনার উক্ত জেলার ভার পাইবেন।

এফ,টি, গ্লাটস সাহেব মুঙ্গেরে প্রথম শ্রেণির সহকারী সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইয়া উক্ত জেলার ভার প্রাপ্ত হইবেন

১১ই জুলাই—কাপ্তেন ডবলিউ মাকডোনাল্ড কিছুদিনের জন্য কামরূপ সেনাদলের অধ্যক্ষ হইবেন।

১৫ই জুলাই—নিম্নলিখিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটেরা ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইনের ২ধারা ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮৩৮ অব্দের ২৯ আইন অনুসারে বিশেষ চৌকির সুপরিন্টেণ্ডেন্টের বিচারের আজ্ঞা পাইবেন।

[illegible]

বাবু [illegible]

বাবু [illegible]

বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুরদহ পুরি।

১৭ই জুলাই—বীরভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ এল হারিসন সাহেব ১৮৬০ অব্দের ৩২ আইনের ৩৭ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ ই ওয়ার্ড সাহেব সাহাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

সি এ কেলি সাহেব বর্দ্ধমানের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১০ই—জুলাই আর, এল মার্টিন সাহেব দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের দ্বিতীয় ইনস্পেক্টর হইবেন।

জে, জি, মেডলিকট সাহেব দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের তৃতীয় ইনস্পেক্টর হইবেন এবং উড্রো সাহেবের বিদায় কালীন মধ্য বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

১৬ই—জুলাই সব আসিষ্টান্ট সরজন অন্নদাচরণ কাণ্ডগ্রি গয়ার যাত্রি চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

প্রেরিত।

মুন্সেফ দিগের বেতন এত কম কেন?

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়! বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের অপেক্ষা মুন্সেফদিগের কর্ম্ম কঠিন ও সমধিক শ্রমসাধ্য, কিন্তু কি কারণে প্রথমোক্ত পদের বেতন প্রথমেই দুই শত টাকা ও শেষোক্ত পদের এক শত টাকা অবধারিত হইয়াছে, ইহা নির্দ্দেশ করা আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় কঠিন। পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষীয়েরা ঐ প্রকার অসদৃশ বিবেচনা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, অধিকাংশ মুন্সেফকে দশ আইনের বিধানমত ডেপুটী কালেক্টরের এবং কোন কোন স্থানের মুন্সেফকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়া ঐ একশত টাকায় গোরুর ন্যায় উভয় পদের কর্ম্ম করাইয়া লইতেছেন। ইহারই বা কারণ কি, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। খেদের কথা অধিক কি কহিব, যাহারা কেবল তহসীলদারের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছে, প্রথমোদ্যমে তাহারাও দুই শত টাকা বেতন পাইয়া থাকে। এস্থলে এমন প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে অ- [illegible] নহে, যাহার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণে উপকার পাইতেছেন, তাহাকে সেই পরিমাণে বেতন দিতেছেন। হাঁ! একথা সত্য বটে কেন না অহিফেন ও লবণ ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারির ও উপরি উক্ত এসেসর প্রভৃতির বেতন বিষয়ে তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু আবার এস্থলে মনে পড়িয়া গেল যে আমাদের নারায়ণ রাজা পিতার স্বরূপ হইয়া গুণের বিচার বিষয়ে বিমূঢ় হইয়া সামান্য ব্যক্তির ন্যায় কি অধিক ও অল্প উপার্জ্জনকারী পুত্রের মুখাপেক্ষা করিয়া তোজ্যদানে ইতর বিশেষ করিবেন? কিন্তু তাহাই বা কিপ্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি! অন্ততঃ যদি তাহাই প্রকৃত হয়, তথাপি হতভাগা মুন্সেফেরা বেতন বিষয়ে এমত নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকিতে পারেন না, কারণ উপকার সম্বন্ধ ধরিলেও ইষ্টাম্প ও জরীমানা প্রভৃতিতে ন্যূন কল্পে মাসিক তিনশত টাকা প্রত্যেক মুন্সেফিতে আদায় হইয়া থাকে।

২য়। গবর্ণমেণ্ট হতভাগ্য মুন্সেফদের পক্ষে এরূপ অন্যায় বিবেচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই তাঁহারাও যে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া উচ্চপদাভিষিক্ত হইবেন, সে পথেও কাঁটা দিয়াছেন। আদৌ মুন্সেফদের সংখ্যানুসারে সদর আমীনের সংখ্যা তাহার দশাংশের একাংশেরও কম হইবেক। ইহাতে অনেক মুন্সেফ পেন্সনের যোগ্য হইয়াও উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন না, সামান্য বিবেচনায় যদি বল যে ব্যক্তি যোগ্য হইবে সেই উচ্চপদ লাভ করিতে পারিবেক, কিন্তু ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ উচ্চপদ নাই অথচ যোগ্য ব্যক্তি আছে এমত স্থলে কে তার অনুসন্ধান করিবেক এবং করিলেই তার ফল কি? পক্ষান্তরে, সিবিল সর্ব্বাণ্টদিগের মধ্যে কাহাকেও কি চিরকাল এসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছ অথবা তাহাদের মধ্যে কাহাকে তৎপদে থাকিয়া পেন্সন গ্রহণ করিয়া বাটী গমন করিতে দেখিয়াছ? যদি তাহা না হইল, তবে এ হতভাগ্যেরা কি কখন বেতন ও পদবৃদ্ধি বিষয়ে সিবিল সর্ব্বাণ্ট ও উক্ত অন কবেনেন্ট শ্রেণীর দল সম্বন্ধে উপকার পাইবেক না।

৩য়। ছোট আদালত সংক্রান্ত মুন্সেফদের নিষ্পত্তির মোকদ্দমার জজ সাহেবের নিকট এক আপীল ভিন্ন আর আপীল নাই এবং অপর মোকদ্দমাসম্বন্ধে মুন্সেফেরা প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়া নিষ্পত্তি করিলে জজ সাহেব আবার সেই প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া নিষ্পত্তি করিলে তাহারও খাস-

আপিল না[illegible]

নিষ্পত্তির পরীক্ষার সূত্র এক কালে রহিত করিয়া তাঁহাদিগের উপরে অদ্বিতীয় ক্ষমতা দেওয়া ন্যায়ানুগত কার্য্য হইয়াছে কি না? এমত অনেক জজ আছেন যে এতদ্দেশীয় ভাষা বুঝিতে না পারিয়া, কেহ বা বাচাল উকীলদের বাক্ চাতুরী-জালে পতিত হইয়া একে আর করিয়া বসেন, সুতরাং নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তিকে রদ এবং প্রমাণকে অপ্রমাণ বলিলেই সেই আদেশ চূড়ান্ত হইবেক এমত ব্যবস্থাকরা ভাল হয় নাই।

একান্ত বশংবদ
সাং শান্তিপুর

—•—

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়েষু।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রণয়ন ব্যবস্থা।

গত বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-পাঠে অবগত হইলাম, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রস্তুত হইবেক। যাঁহার মনে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি বাসনা আছে, তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে মনে একটি আশঙ্কা হইতেছে, পাছে অন্যান্য ব্রাহ্মগণের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া কেবল কলিকাতাস্থ সমাজে দুই চারি জন সভা একত্রিত হইয়া ব্যবস্থা প্রস্তুত করেন, তাহা হইলেই সমুদায় বিফল হইবেক। অতএব আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে কোন ব্রাহ্ম যখন যে ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব করিবেন, তাহা অগ্রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে, নানা স্থানের ব্রাহ্মগণের ● শাখা সমাজ সকলের প্রতিনিধিদিগের সম্মতি পাইবার কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে, নিয়মিত সময় অতীত হইলে ঐ প্রস্তাব লইয়া বিবেচনা করিবার একটি দিন স্থির করিতে হইবেক, এবং সেই দিবসে অগ্রে প্রস্তাব সকল তৎপরে দূরস্থিত ব্রাহ্মগণের তৎসংক্রান্ত লিপিসকল পঠিত হইয়া উপস্থিত ব্রাহ্মগণের সম্মতিতে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে; তাহা হইলে সমাজের শীঘ্র উন্নতি দেখিতে পাওয়া যাইবেক, নচেৎ যদি আপনারা দুই চারি জনে ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়া আপনাদের প্রাধান্য রাখিতে ইচ্ছা করেন, অন্যে কখনই তাহা পালন করিতে সম্মত হইবেন না। অন্যান্য ব্রাহ্মগণকে আপন আপন মত প্রকাশ করিতে অধিকার না দিবারও একটি পথ করিয়া রাখা হইয়াছে। "যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অক্ষম, তাঁহারা ব্যবস্থা-[illegible]।" যখন কি কি অনুষ্ঠান করিতে হইবেক তাহাই এপর্য্যন্ত স্থির না থাকাতেই তাহার ব্যবস্থা প্রস্তুত হইতেছে, তখন কে তৎ পালনে অক্ষম কে সক্ষম কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? যখন প্রধান আচার্য্য ও সভাপতি মহাশয় স্বয়ং অদ্যাপি গলদেশে জাতিভেদ সূচক যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন, তখন কাহাকে বা অনুষ্ঠানে অক্ষম বলিয়া পরিত্যাগ করা হইবেক। অধ্যক্ষদিগের প্রাধান্য স্থাপন বাসনা দোষ থাকাতেই অনেক কৃতবিদ্য সচ্চরিত্র ব্যক্তি ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কলিকাতাস্থ সমাজের অধীন হইতে ইচ্ছা করেন না, এবং এই জন্য রিফর্ম্মার সম্পাদক যথার্থই "কতিপয় বালক লইয়া ঐ সমাজ" কহিয়া থাকেন। মহাশয়! ব্যবস্থা প্রণয়ন সংক্রান্ত এই পর্য্যন্ত হইল, কি কি ব্যবস্থা প্রণয়ন আবশ্যক তদ্বিষয়ে প্রস্তাব করিতে লেখনী ধারণ করিবার বাসনা রহিল।

কোন ব্রাহ্ম

অশোরু

—•—

ইংলণ্ড গমনোৎসুক ব্যক্তিদিগের সাহায্যদান প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহোদয়েষু।

মহাশয়! আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব মান্যবর গবর্ণর শ্রীযুক্ত কেনিং বাহাদুরকে চিরস্মরণীয় করণের জন্য প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শুনিলাম ঐ টাকা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে নিয়োজিত হইবে কিন্তু ঐ টাকা যদি এতদপেক্ষা একটী মহত্তর কার্য্যে নিয়োজিত করা হয় এদেশের মহোপকার লাভ হইতে পারে।

কিছুদিন হইল সোমপ্রকাশে বাঙ্গালিদিগের ইংলণ্ড গমনের তিনটী প্রতিবন্ধক লিখিত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টী (কতক গুলির ইংলণ্ড গমনে বিলক্ষণ অনুরাগ আছে কিন্তু অর্থসঙ্গতি বিরহে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না) অতিশয় শোচনীয় ও দুঃখাবহ। যেসকল ব্যক্তি অর্থবিরহে ইংলণ্ড গমন বাসনা পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগের অর্থ সঙ্গতির উপায় করিয়া দিবার একটী অবসর উপস্থিত হইয়াছে। সে এই কানিঙ ফণ্ডে যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, এদেশীয়েরা তাহাতে আর কিছু কিছু চাঁদা দিন এবং গ্রাণ্টসাহেবের স্মরণার্থ সংগৃহীত টাকা ও তাহাতে একত্র করিয়া একটী ফণ্ড করা হউক। যে সমস্ত সুশিক্ষিত দরিদ্র যুবা ইংলণ্ড যাইতে অভিলাষী হইবেন, ফণ্ড হইতে তাঁহাদের পাথেয় ও ইংলণ্ডবাসের ব্যয় দিয়া সিবিলসর্ব্বিস প্রভৃতির পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হউক, এবং ঐসকল ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ লেখাইয়া লওয়া হউক যে, এখন তাঁহাদিগের নিমিত্ত যে ব্যয় দেওয়া হইবে, তাঁহারা পদস্থ হইয়া সেই টাকা ফণ্ডে প্রত্যর্পণ করিবেন। এইরূপ করিলে অর্থ সঙ্গতি বিরহে যাঁহাদিগের ইংলণ্ড গমন বাধা আছে, তাঁহাদিগের অধিকের না হউক, দুই তিনটীরও বাধা দূরীভূত হইবে। ক্রমে ২। ৩টী করিয়া অনেক গুলি হইবে সন্দেহ নাই।

যদি কেনিঙ ও গ্রাণ্ট ফণ্ডবিষয়ে যে সঙ্কল্প করা হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্ত করা অনভিমত হয়, তাহা হইলে আর একটী স্বতন্ত্র চাঁদা বাহির করা শীঘ্র আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত ২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় অত্রত্য হিতৈষিণী সভার সপ্তম সাংবৎসরিক কার্য্যোপলক্ষে জোড়াশাকো স্থিত ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে একসভা হয় শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভার কার্য্য বিবরণ পাঠ হইলে পর; সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল পাইন মহাশয় প্রার্থনা বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা বিদ্বেষী দিগের সংশয় ভঞ্জনই উক্ত প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য, কানাই বাবুর প্রবন্ধ পাঠে সভাস্থ সকলেই অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এই হিতৈষিণী সভার প্রধান উদ্দেশ্য এইযে, সভার সভ্যদিগের দান দ্বারা যেঅর্থ সংগৃহীত হয় স্কুল সংস্থাপন, দীন দুঃখী ব্যক্তিদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে দান প্রভৃতি দেশহিতজনক কার্য্যে তাহা ব্যয়িত হইয়াথাকে। ঐদিবসীয় সভায় আহ্লাদ জনক প্রস্তাব হইয়াছে সেটী এই শকটবাহী গো, অশ্ব দিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণার্থে যে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম আবশ্যক হইবে, এই সভা সাধ্যানুসারে তাহা করিয়াছেন।

কস্যচিৎ দর্শকস্য

৯ শ্রাবণ ১২৬৯ কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫টাকা
" যজ্ঞেশ্বর সিংহ চুঁচুড়া
১২৬৯ আষাঢ় অবধি ৭০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কোং ১০
" শিবচন্দ্র সরকার বীরভূম
১২৬৯ আষাঢ় অবধি ৭০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কোং ১০
" হরিনারায়ণ পণ্ডিত বড়বেলুন
১২৬৯ শ্রাবণ অবধি পৌষ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বারাকপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০
" ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী দানাপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব বাঙলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" সবর্ব্বনা সজ্জনিঙ্কিনায় পার্থিবঃ শব্দরত্নী সুনিমদ্ধনী ন হীয়নাং। "

৪ ভাগ। ৩৮ সংখ্যা। | সন ১২৬৯ । ২০ শ্রাবণ। ইং ১৮৬২ । ৪ আগষ্ট | মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

২০এ শ্রাবণ সোমবার।

[illegible] কি [illegible] হইয়াছে।

[illegible] বশতঃ হউক [illegible] বশতঃ [illegible] গ্রহণ [illegible] করিলেই আমাদিগের চিত্ত নিতান্ত অসুস্থিত ও অবিলম্বে তৎপ্রতীকারের উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু আমাদিগের চিত্ত প্রথমে পরুষ উপায় গ্রহণে কোন ক্রমেই উৎসুক হয় না। মানুষ ভ্রমপ্রমাদের আকর স্থল। ভ্রম প্রমাদ অথবা অজ্ঞতা বশতঃ মানুষের অন্যায় প্রবৃত্তি জন্মিবার অসম্ভাবনা নাই। এই বিবেচনা করিয়া ন্যায়ান্যায় বুঝাইয়া দিয়া ভ্রান্ত, প্রমত্ত ও অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ন্যায়পথে প্রবর্ত্তিত ও সাবধান করিয়া দিবার নিমিত্তই আমাদিগের প্রাথমিক চেষ্টা জন্মে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, অনেকের এরূপ কদর্য্য স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা সেই সেই বাক্যে আত্মদোষ সংশোধন চেষ্টা না পাইয়া প্রত্যুত জ্বলন্ত ঘৃতে বারিবিন্দু প্রক্ষেপের ন্যায় সাতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

অল্প দিন হইল, আমরা সোমপ্রকাশ দ্বারা অনুচিতকারী কয়েক ব্যক্তিকে সাবধান করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম, আর একদল অন্যায়কারীকে গোপনে সতর্ক করিয়াছিলাম। কিন্তু উভয় স্থলেই বিপরীত ফল ফলিয়াছে। এক দল আমাদিগের নামে অভিযোগ করিবার ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন, আর এক দল আমাদিগের শারীরিক ও সামাজিক অনিষ্ট করিবার ভয় দেখাইয়াছেন। আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া যখন আমাদিগের চিত্ত আমাদিগের কার্য্যের অনুমোদন করিতেছে, তখন আমরা কিছুতেই ভীত নহি। সোম প্রকাশ কি ইচ্ছা করিয়া কখন মিথ্যা কথা লিখিয়া থাকে? অলীক ও অমূলক বিষয় লিখিয়া আত্মকলেবর পূর্ণ করা কি সোম প্রকাশের রোগ আছে? যে সকল ব্যক্তির বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ জন্মে, সোমপ্রকাশ কখন তাহাদিগের কথিত অথবা লিখিত বিষয়কে স্থান দান করে না। আমরা যে সকল বিষয় প্রমাণ করিয়া দিতে পারিব, এরূপ সম্ভাবনা আছে, তাহাই লিখিয়া ও কহিয়া থাকি। অন্যের দুর্নাম রটনা অথবা সুখ্যাতি গান করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা সোমপ্রকাশ প্রচারের উদ্দেশ্য নহে। যে কোনরূপ অত্যাচার হউক, সাধ্যানুসারে তন্নিবারণ চেষ্টাই এতৎ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। মুদ্রাযন্ত্র হইতে এই কার্য্যটি হইবে বলিয়া কি গবর্ণমেন্ট মু[illegible]ক স্বাধীনতা প্রদান করেন নাই? [illegible]

দিগকে [illegible]

প্রয়োজ[illegible]

বিবরণ [illegible]

প[illegible]

প্রতি অ[illegible]

লোকস[illegible]

রক্ষা [illegible]

রম জ[illegible]

করুন। আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, তাহাতে কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। আমরা হিত উদ্দেশ করিয়া তাঁহাদিগকে একটী সহজ উপায় কহিয়া দিতেছি, তাঁহারা আত্মদোষ সংশোধন করুন, সহজে কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন বিদ্বেষ বশতঃ আমরা তাঁহাদিগের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত নহি।

মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়বর্গ ও ভারতবর্ষীয় তুলা।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় স্বার্থ পর লোকেরা আপনাদিগের কষ্টকে পৃথিবীর দুর্ভাগ্যের কারণরূপে গণনা করে, পরের সময়ে তাহারা অন্ধ হইয়া থাকে, আপনাদিগের কষ্টের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা যদি অভিমত আশ্রয় না পায়, তাহা হইলেই তাহাদিগের কাতরতা ও কোপের পরিসীমা থাকে না। আমরা মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়দিগকে এই ভাবাপন্ন দেখিতেছি। যখন প্রচুর পরিমাণে আমেরিকা হইতে তুলা আসিত, তখন তাঁহারা ভারতবর্ষের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন; ভারতবর্ষে তুল উৎপাদন চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষের ধনাগম দ্বার বিবৃত হইয়া আপনাদিগের শ্রেয়োলাভ হইবে, এ কথা তখন তাঁহাদিগের মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে কারোলিনা রুদ্ধ ও তুলা দগ্ধ হইয়াছে, এখন ভারতবর্ষের প্রতি তাহাদি ... [illegible] রা এত ... দিগকে ... র্থসম্বন্ধ ... চরাচর ... না, অ ... মাঞ্চেষ্ট ... য় না; ... ছ না। ... চেষ্টা

করিতেছেন করুন, তাহাতে বারণ কি? তাঁহারা স্বার্থের নিমিত্ত যে আমাদিগের অহিত চেষ্টা করিতেছেন তাহাতেই ঘৃণা জন্মিতেছে। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ব্বে মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়বর্গ ও তাঁহাদিগের প্রতিনিধীভূত কলিকাতার বণিক সম্প্রদায় মাঞ্চেষ্টরী বস্ত্রের শুল্ক কমাইবার চেষ্টা পান। লণ্ডনে কয়েক জন তন্তুবায় দুইবার সর চারল্‌স উডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বস্ত্রের আমদানী কর উঠাইয়া দিবার অনুরোধ করেন। সর চারলস উড তদুত্তরে কহিয়াছেন, আজিও ভারতবর্ষের ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হয় নাই, অধিক হইয়াছে বলিয়া যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, সে ভ্রমমাত্র; অতএব এমন অবস্থায় মাসুল রহিত করা সঙ্গত নহে। অতএব তিনি বণিক গণের প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে অসমর্থ হইলেন।

হাউস অব কমন্সেও মাঞ্চেষ্টরের প্রতিনিধির প্রস্তাব ক্রমে তুল প্রসঙ্গ লইয়া যৎকালে তর্ক বিতর্ক হয়, তৎকালেও সর চারলস উড যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় প্রত্যুত্তর দান করিয়াছেন। তিনি বলেন তন্তুবায়বর্গ ভারতবর্ষ হইতে তুল আনয়নাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, অতএব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, তুলার সুবিধার নিমিত্তই পব্লিক ওয়ার্কে বিস্তর ব্যয় করা হইতেছে, কিন্তু তুলার জন্য ঋণ করা অবিধেয়।

আমরা তন্তুবায়দিগের দুরাশা দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। তাঁহাদিগের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া কি আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আয়ের একটী উৎকৃষ্ট উপায় ত্যাগ করিবেন? ঐ আয় গেলেই তৎপূরণার্থ আবার নূতন আয়ের প্রয়োজন হইবে সন্দেহ নাই। অপর, রাস্তা ঘাট প্রভৃতির নিমিত্ত আমাদিগের নিকট হইতে অত্যাচারের হেতুভূত নূতন কর গ্রহণ করিতে হইবে! তন্তুবায়েরা লিবরপুলে বসিয়া বিনা ব্যয়ে তুলা লইবেন। ইহা কি সামান্য স্বার্থপরতা! ইহা কি আপনাদিগের কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত পরকে কষ্ট দিবার চেষ্টা নয়? আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সুবিধার নিমিত্ত আমাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ না করিয়া কি রাস্তা ঘাট প্রভৃতির নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে টাকা আনিবেন? ভারতবর্ষের সম্পত্তিই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, তাহাদিগের স্বতন্ত্র সম্পত্তি নাই। অতএব যদি তন্তুবায়গণের আত্মকল্যাণের ইচ্ছা থাকে, তাহারা স্বয়ং কোম্পানি হইয়া রাস্তা ঘাট প্রভৃতি বিষয়ে ব্যয় করিয়া স্বকার্য্য সাধন চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষে আমদানী কর গৃহীত হওয়াতে তাহাদিগের ক্ষতি হইতেছে না।

সর চারলস উড উল্লিখিত তন্তুবায়গণের অসঙ্গত প্রার্থনার যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে একটী ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। ভারতবর্ষের আয় উন্নত হয় নাই, অতএব তিনি বস্ত্রের মাসুল রহিত করিতে পারেন না, এইরূপ উত্তর না দিয়া এককালে মূল যুক্তি ধরিয়া তাহার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। সে যুক্তি এই, ইংলণ্ডের শ্রেণি অথবা সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধার নিমিত্ত ভারতবর্ষের আয় পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। ইংলণ্ড হইতে আমদানী বস্ত্রের যে মাসুল লওয়া হইতেছে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এতদ্দেশীয়দিগের স্কন্ধেই তাহা পতিত হইতেছে, অতএব সেই মাসুল রহিত হইলে এ দেশেরই সুবিধা. এ দেশীয়েরা সুলভ মূল্যে বস্ত্র পাইবেন, তথাপি যে আমরা এত আপত্তি করিতেছি, তাহার কারণ এই, অসাক্ষাৎ কর রহিত হইলেই আমাদিগের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর গ্রহণ এ দেশের নিতান্ত বিদ্বিষ্ট, বিদ্বেষ জন্মিবার বিশেষ কারণ এই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর আত্যন্তিক অত্যা

চার সম্বন্ধ আছে। ইনকম টাক্স দ্বারা তাহার পরিচয় হইয়াছে। অতএব অগ্রে ইনকম টাক্স রহিত না করিয়া অন্য আর পরিত্যাগ কোন ক্রমেই বিধেয় হইতেছে না।

অত্যাচার বিষয়ে এদেশীয় জমীদারেরাও বড় কম নন।

“ বলবন্তং চিকিৎসয়েৎ। ”

যে রোগ প্রবল হইয়া উঠে অগ্রে তাহার চিকিৎসা করাইবে।

সম্প্রতি এদেশে ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতীকার চেষ্টাতেই সকলে ব্যস্ত সমস্ত আছেন। সুতরাং আমাদিগের দেশের জমীদারদিগের পাপক্রিয়া ও অত্যাচারের প্রতি কেহ বড় দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। উহা এক্ষণে একপ্রকার আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মহাপ্রদীপ প্রজ্বালিত হইলে ক্ষুদ্র প্রদীপ তাহার নিকটে দীপ্তি পায় না। অত্রত্য অসৎ ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার ক্রমে ক্রমে আর সকল অত্যাচারকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু পাঠকগণ! এরূপ অনুমান করিবেন না যে, এ দেশের পুরাণ পাপিরা (জমীদারেরা) সকলেই সাধুশীল হইয়াছেন।

এক ব্যক্তি বর্দ্ধমানের এক জমীদারের অত্যাচার বৃত্তান্ত লিখিয়া আমাদিগের নিকটে পাঠাইয়াছেন। আমরা উহা যথা স্থানে প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ! আপনারা কি মনে করিতেছেন, সমুদায় বর্দ্ধমান জিলার মধ্য হইতে এই একটী মাত্র গুণপুরুষ আবিষ্কৃত হইয়াছেন? তাহা নয়। এই রূপ অনেক গুণ পুরুষ গুপ্ত ভাবে আছেন। দুর্ব্বল সম্বন্ধে প্রবল ব্যক্তির অত্যাচার দুষ্কর নয়। মধ্যে মধ্যে নানাবিধ অত্যাচার সংবাদ আমাদিগের শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। ১০ আইনে আছে, জমীদারেরা [illegible] গৃহে ধরিয়া আনিয়া [illegible] করিতে পারিবেন না। কিন্তু এরূপ অনেক জমীদার আছেন, তাঁহারা এই আইনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া প্রজাগণকে স্বগৃহে ধরিয়া আনিয়া যার পর নাই পীড়ন করিয়া থাকেন। তবে বিশেষের মধ্যে এই হইয়াছে, পূর্ব্বে জমীদারেরা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্য রূপেই প্রজাগণকে প্রহারাদি করিতেন, এখন আর সেটা বড় করেন না।

জমীদারদিগের মধ্যে আর একটী দল হইয়াছে, তাঁহারা বড় পাকা লোক! তাঁহারা কুকার্য্য পরিপাক করিবার উদ্দেশে বাহিরে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাচীন দলের একটী সম্প্রদায় হইতে তাঁহাদিগের এই শিক্ষাটী হইয়াছে। ঐ সম্প্রদায় গোপনে না করেন, এমন কুকর্ম্ম নাই, পরদারগমন উৎকোচ গ্রহণ ও কৃতঘ্নতা করিয়া পরের সর্ব্বস্ব হরণ প্রভৃতি কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন, ইঁহাদিগের এই সকল কুক্রিয়া জীর্ণ করিবার মহৌষধ আছে। সে ঔষধ এই, গঙ্গাস্নান ও নামাবলী গ্রহণ।

জমীদারেরা কি চিরকাল অবিরোধিত রূপে এই রূপ অত্যাচার করিবেন? ইহার কি নিবারণের উপায় নাই? উপায় আছে। সে উপায় এই, অধ্যবসায় সহকারে রাজপুরুষদিগের অনুসন্ধান করিয়া কুক্রিয়া বাহির করিবার চেষ্টা এবং এ দেশের মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর ঐক্য। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীকে এক বাক্য হইয়া জমীদারদিগের যাবতীয় দোষের বিষয় রাজপুরুষদিগের গোচর করিতে হইবে। তাঁহাদিগের সহায়তা ব্যতিরেকে রাজপুরুষেরা কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া লাগিলে কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। রোমীয় পেট্রিসীয়দিগের গর্ব্ব কিরূপে চূর্ণ হইয়াছিল? ফরাসী জমীদারেরা কৃষকাদির নিকটে পরাস্ত হইয়াছিলেন কেন? কৃষকাদির অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাই কি তাহার কারণ নহে? ইংলণ্ডের কমন্স কি গুণে লার্ডদিগের তুল্যকক্ষ হইয়াছেন? ঐ সকল দেশের তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণী যদি আপনাদিগের উন্নতি সাধনে সমর্থ হইলেন, এ দেশের ইহাঁরা না হইবেন কেন? এক অংশে ইহাঁদিগকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগের, সবিশেষ সহায়তা করিবেন সন্দেহ নাই।

বৃহৎ সহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি।
সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা॥

মাঘ।

প্রবল ব্যক্তি যদি ক্ষুদ্র লোকের সহায় হন, সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তি কার্য্যের পার পাইতে পারেন। পর্ব্বতের ক্ষুদ্র নদী মহানদী গঙ্গাদির সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্র গমনে সমর্থ হয়।

আমাদিগের মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণী এক অংশে যেমন সৌভাগ্যশালী, তেমন অপর অংশে তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কাঠিন্য আছে। তাঁহাদিগকে জমীদারদিগের ন্যায় অত্যাচারকারী ইউরোপীয়দিগেরও গর্ব্ব চূর্ণ করিবার চেষ্টা পাইতে হইবে।

লক্ষ্মীপুর — অদ্ভুত প্রতারণা।

সমাজমধ্যে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত ও লেখাপড়ার চর্চ্চা বাহুল্য না থাকিলে যে কত অনিষ্ট হয়, অদ্য আমরা তাহার একটী উদাহরণ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী [illegible]বাদ নামক গ্রামে তারিণীচরণ [illegible] নামে এক বৃদ্ধ কায়স্থের বসতি আছে। এক বেদে প্রবঞ্চনা করিয়া নগদ ও জিনিসে প্রায় তাহার ১৫০ টাকা লইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, পাঠকগণের অনেকেই জানেন, বেদেরা দীর্ঘ কাল একস্থানে থাকে না। ইউরোপখণ্ডের জিপ্সিদিগের ন্যায় তাহারা নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। জি

ল্পিদিগের ন্যায় প্রবঞ্চনা ও ভিক্ষাই উহাদিগের জীবিকা। দাঁতের পোকা বাহির করা, বাত ভাল করা, অননুরক্ত স্বামির সহিত স্ত্রীর প্রণয় করিয়া দেওয়া, এই সকল কার্য্য দ্বারাই উহাদিগের প্রতারণা প্রসিদ্ধ আছে।

অদ্য আমরা যে বেদের কথা কহিতেছি, কিছু দিন হইল, ঐ প্রতারক ও তাহার স্ত্রী কামরাবাদে আসিয়া অবস্থিতি করে এবং উক্ত তারিণীচরণ সরকার ও তাহার পরিজনগণকে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া উহাদিগের সহিত আনুগত্য আরম্ভ করে। তারিণীচরণের বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত বেদে নানা প্রকার কৌশল করিতে লাগিল। প্রতারকের নিকট দুটি গিনি ছিল, সে তারিণীচরণের নিকটে গচ্ছাইয়া রাখিল। এইরূপে বিশ্বাস পাত্র হইয়া একদিন সে এই কথা কহিল যে তাহার এরূপ ক্ষমতা আছে, সে রূপার টাকা সোনা করিয়া দিতে পারে। ওদিগে প্রতারকের স্ত্রী তারিণীচরণের স্ত্রীর নিকট কহিল, তাহাদিগের জাগ্রৎ লক্ষ্মী আছেন তাহারা সেই লক্ষ্মী তারিণীচরণের স্ত্রীকে দিয়া যাইবে।

লক্ষ্মী দিবার ও রূপার টাকা সোনা করিবার দিন স্থির হইল। নিরূপিত দিবসে বেদিনী তারিণীচরণের স্ত্রীর নিকটে গিয়া কহিল, সে লক্ষ্মী আনিবে, কিন্তু নূতন বস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কার ধারণ না করিয়া লক্ষ্মী আনা হইবে না, আর বাটীর সকলকে সংযত ও কৃতোপবাস হইয়া থাকিতে হইবে। অনন্তর, তারিণীচরণের স্ত্রী একখানি নূতন বস্ত্র আনাইয়া ও আপনার অঙ্গে ও কন্যার অঙ্গে যে যে অলঙ্কার ছিল, তাহা খুলিয়া বেদিনীকে দিলেন। ও দিকে তারিণীচরণ রূপা দিয়া সোনা পাইবার লোভে একান্ত লুব্ধ হইয়া কর্জ্জ করিয়া ১০০—১২৫ টাকা জুটাইয়া আনিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে তারিণীচরণ টাকা গুলি পুটলি বাধিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন, প্রতারকও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। এদিকে বেদিনী নূতন বস্ত্র ও তারিণীচরণের গৃহ হইতে আনীত অলঙ্কার পরিধান করিয়া লক্ষ্মী লইয়া তারিণীচরণের গৃহাভিমুখে গমন করিল। কামরাবাদ মাতলা রেলওয়ের ধারে। নিজ পথের উপরেই তারিণীচরণের একখানি দোকান আছে। সেই দোকানে আসিয়াই এই সকল কাণ্ড হইতেছিল, এমন সময়ে গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গোলযোগের সময় আপনার মনোরথ সিদ্ধির উত্তম অবসর বিবেচনা করিয়া প্রতারক টাকা গুলি চাহিয়া লইল এবং সেই গোলযোগে সরিয়া পড়িল। তারিণীচরণ মনে করিলেন, যদি সে তাঁহার গৃহের দিকে গিয়া থাকে, তাড়াতাড়ি সেই দিকে গেলেন, গিয়া দেখিলেন, বেদে ও বেদিনী নাই। একে বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে সমস্ত দিন উপবাস, আশাভঙ্গ, ক্ষতি, এবং স্ত্রী ও কন্যার বৈধব্য দশা সূচক রিক্ত হস্ত দর্শন এই গুলি তারিণীচরণের হৃদয়ে শল্যের ন্যায় ব্যথা জন্মাইতে লাগিল। সপরিবারে হা হতোঽস্মি করিতে লাগিলেন।

অজ্ঞ, লোভান্ধ, অবিশুদ্ধধর্ম্মা, লঘুচেতা ব্যক্তিদিগকে এইরূপ প্রতারণা করিয়া প্রবঞ্চকেরা যে কৃতকার্য্য হয়, তাহা আমাদিগের বিস্ময়াবহ হইতেছে না, বিস্ময়ের বিষয় এই যে চুরী, জুয়াচুরী, প্রতারণা প্রভৃতি দোষের উন্মূলনকারী নীতিসম্পন্ন অনলস রাজার অধিকার মধ্যে ক্ষুদ্রজীবী প্রবঞ্চকেরা নির্ব্বিরোধে প্রতারণা করিয়া কৃতকার্য্য হইতেছে অথচ গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতীকার করিতেছেন না। বেদে ও কান প্রভৃতি যে সকল জাতির নিয়তবাস স্থান ও নিয়ত জীবিকা নাই, তাহাদিগের বিষয়ে একটী বিশেষ আইন করা আবশ্যক। সেই আইন দ্বারা এই নিয়ম করিতে হইবে তাহারা নানা স্থান ভ্রমণ কারী না হইয়া এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে এবং কৃষ্যাদি প্রবৃত্ত হইয়া জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা পায়। তাহারা কৃষ্যাদি কার্য্যে রত হইলে কেবল যে তাহাদিগেরই শ্রেয়োলাভ হইবে এরূপ নহে, মনুষ্যমাত্রেরই যথাশক্তি স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে সহায়তার আবশ্যকতা আছে, তাহাও সম্পাদিত হইবে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বেদে ও কান প্রভৃতি এক এক উদাসীন গ্রামে গিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করে, কিছু দিন থাকিয়া তথা হইতে প্রস্থান করে। এরূপ বাসপ্রথা অতিশয় মন্দ। সেই সেই গ্রামের প্রতি তাহাদিগের যত্ন ও অনুরাগ থাকে না, গ্রামের শুভই হউক আর অশুভই হউক, তাহাতে তাহাদিগের হর্ষবিষাদ নাই, গ্রামের লোকের সহিত আত্মীয়তা অথবা সৌহৃদ্য হয় না। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের হইতে সেই সেই গ্রামের অনিষ্ট হইবার কি সমধিক সম্ভাবনা নাই? কোন কারণে যদি গ্রামবাসিদিগের সহিত তাহাদিগের বিরোধ হয়, তাহারা নির্ম্মম ও নির্দ্দয় হইয়া দারুণ বৈরনির্য্যাতন করিতে পারে। তাহাদিগের দ্বারা চৌর্য্য দস্যুতা প্রভৃতি কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসম্ভাবিত ও বোধ হইতেছে না। তাহারা নিষ্কর্ম্মা সুতরাং তাহাদিগের কুকর্ম্মে অধিকতর অনুরাগ জন্মিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ পক্ষি বধের অভ্যাস দ্বারা তাহাদিগের বিলক্ষণ ধনুঃ শিক্ষা হইয়া থাকে। যাহা হউক পরিশেষে আমরা পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট একটী বিশেষ আইন করিয়া ঐ সকল ব্যক্তির নানা স্থান ভ্রমণ নিষেধ করিয়া দিন। আপাততঃ ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে তুল উৎপাদনের প্রয়োজন হইয়াছে, ঐ সকল ব্যক্তিকে সেই কার্য্যে নিয়োজিত করিলে [illegible] মঙ্গল লাভ হইবে।

লণ্ডন ২৫ জুন ১৮৬২। —

প্রিয় সম্পাদক,

আমি পূর্ব্বপত্রে যে ভয়ের বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, তাহা যথার্থতঃই ঘটিয়াছে; লার্ড কেনিঙ শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। আশ্চর্য্য এই যে এখানকার সম্পাদক সকল, যাঁহারা আপনাদের সংবাদ পত্র পুরাইবার নিমিত্ত অতি যৎসামান্য ব্যাপারকে পত্রস্থ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই লার্ড কেনিঙের উৎকট পীড়ার বার্ত্তা প্রকাশ করেন নাই। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সর্ব্বাগ্রে শ্বশুর বংশীয় আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, পরে নগরে আসিয়া কফাধিক্য প্রযুক্ত পরম বন্ধুদিগের সহিতও সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই; [illegible] রোগ কালস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে অপূর্ণ বয়সে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিল। আমরা(ভারতবর্ষীয়ের)যে এক প্রকৃত মিত্রকে হারাইলাম, তাহা সকলে নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিবেন। তদীয় মৃত্যু দিবসে (১৭ ই জুনে) লার্ড গ্রান্‌বিল্‌ পার্লিমেণ্টে উক্ত শোকাবহ সংবাদ বাষ্পপূরিতলোচনে সভ্যগণ সমক্ষে প্রচার করিলেন, এখন উহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত বহুতর লোককে শোকাকুলিত করিতে থাকিবে।

বর্ত্তমান এক্জিবিশন অট্টালিকার নিকটস্থ এক গৃহে ১৮১২ খৃঃ শকে চার্লস জন্‌ কেনিঙ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা প্রসিদ্ধ জর্জ্জ কেনিঙ। যিনি ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াও এখানকার বিদেশসম্বন্ধীয় রাজ কার্য্যের মন্ত্রীর (ফরেন সেক্রেটরির) পদ শূন্য হওয়াতে আমাদের দেশে যাইতে পারেন নাই। যুবা কেনিঙ অক্সফোর্ডের ক্রাইষ্ট চর্চ নামক বিদ্যালয়ে ডেলহৌসি ও বর্ত্তমান লার্ড এলগিনের সহিত একত্রে বিদ্যাভ্যাস করেন। পঠদ্দশায় প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ শকে তিনি বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; এবং হৌস অফ কমন্সের মেম্বররূপে গৃহীত হন; পরবর্ষে মাতৃবিয়োগে পীয়র পদ পাইয়া হৌস অফ লর্ডে প্রবেশ করেন। ১৮৫৩ শকের পর তিনি পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল রূপে নিযুক্ত হইয়া অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করিয়া সবিশেষ খ্যাতি ভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৫৫ শকে আমাদের দেশের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়া যাদৃশ রাজনীতিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; এবং যে সকল স্বার্থপর লোক এক সময়ে তাঁহার পার পর নাই নিন্দা করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা প্রকারান্তরে আপনাদের দোষই স্বীকার করিতেছে। লর্ড কেনিঙ পঞ্চাশবর্ষ কেবল অতিক্রম করিয়াছিলেন। গত শনিবারে অনেক কুলীন ও ভদ্র লোক একত্রিত হইয়া তাঁহাকে ওয়েষ্টমিনষ্টর আবি নামক প্রসিদ্ধ গির্জ্জায় স্বীয় পিতার শরীরের সহিত নিহিত করিলেন।

এখানকার ব্যবসায়ীরা পুনর্ব্বার সমবেত হইয়া সর চার্লস উডের নিকট ইংলণ্ডজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক রহিত করণার্থ আবেদন করেন কিন্তু সর চারলস বলিলেন যে ভারতীয় রাজ্যের বানিক আয় উদ্বৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, লেঙ সাহেবের হিসাবে ৩০০০০০০ টাকার ন্যূনতা প্রতীত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় তিনি শুল্ক রহিত করিতে পারিবেন না।

পালিমেণ্টে তুলার বিষয় লইয়া সংপ্রতি আন্দোলন হইয়াছিল। অনেকের এরূপ অভিপ্রেত নহে যে আমেরিকার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষ হইতে অধিকাংশ তুলা আনীত হয়।

আমেরিকার যুদ্ধের শেষ অভিবাগম্য বোধ হইতেছে না। উত্তর পক্ষের লোকেরা ক্রমাগত জয় লাভ করিতেছে; দক্ষিণ পক্ষীয়েরা দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে, তথাপি তাহারা যুদ্ধে এককালে প্রাণ পণ করিয়াছে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরী উইনজর দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া সংপ্রতি আইল অফ ওয়াইট স্থিত অসবর্ণ নমক নিকেতনে গমন করিয়াছেন।

প্রিন্স নেপোলিয়ন লণ্ডনে আগমন করিয়াছেন। এই আষাঢ় মাসে এখানে কিয়দ্দিবস বিলক্ষণ শীতাগম হয়, ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে তুষার পতিত হইয়াছে।

পরম পূজনীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপগতির কথা আমরা এখানে অবগত হই য়াছি; শুনিলাম তিনি এখানে বিচার [illegible] নায় কোন আত্মীয় ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হইতেছে যে বর্ত্তমান বায় [illegible] দক্ষিণায় পর্য্যবসিত হইবে।

শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম মডলীয়র এখানে এক ভারতবর্ষীয় সভার প্রস্তাব করেন, তাহা আকাশপুষ্পবৎ প্রতীত হইয়াছে। আমি ইহা পূর্ব্বেই আপনাকে জানাইয়াছিলাম।

সংপ্রতি এক কৌতুকাবহ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে; তাহার বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত আমাকে আপনার পাঠকবর্গের নিকট হইতে মার্জনা প্রার্থনা করিতে হইল। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে অতি প্রত্যূষে এক পুলীসের চৌকীদার কোন উপাসনা মন্দিরের দ্বারে এক যুবা ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। চৌকীদার এককালে মনের সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কহিল [illegible] বোধ হইতেছে তুমি পুরুষ নও [illegible] যুবা ব্যক্তি কিঞ্চিৎ ত্রস্ততার সহিত উত্তর করিল "যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ; আমি পুরুষ নহি, আমি ফ্রান্সের ডেলাতুর নামক কুলীন বংশের তনয়া; গত কল্য পারীস হইতে পুরুষ বেশ ধরিয়া আমি পলাইয়া আসিয়াছি।" চৌকীদার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাহার সহিত আইলে; কে তোমাকে খরচের নিমিত্ত টাকা দিল?" পুরুষ বেশ ধারিণী যুবতী উত্তর করিল "আমি কাহারও সহিত আসি নাই; আমি এখানে [illegible] সীর বাক্স হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছি।" চৌকীদার কহিল, "তবে তুমি অগোচর ভিক্ষা করিয়াছ; তোমাকে পুলীস ষ্টেশনে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া তাহাকে ষ্টেশনে লইয়া গেল। দিবসে যৎকালে মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বিবরণ বি[illegible] খন এক বোদ্ধা আসিয়া [illegible] স্থিত বন্দী গত রাত্রে [illegible] রাত্রি যাপনের নিমিত্ত গমন করে [illegible] তাহাকে স্ত্রী বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে বাহির করিয়া [illegible] লাম। বন্দীর নিকট হইতে কত[illegible] ও দুই খানি বিভাগী পুস্তক [illegible] এক খানি পুস্তক লণ্ডনের [illegible] নতি বিলম্বে ইহা প্রতী[illegible] [illegible] দুঃসাহসকে জানে এম[illegible]

হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যক্তি কহিলেন ‘ আমি বারস্তা বাবসায়ী। বন্দীর পিতা ও মাতৃস্বসাকে বহু দিনাবধি জানি। বন্দীর পিতা এক্ষণে আমেরিকায় বাস করিতেছেন ; ও তদীয় মাতৃস্বসা পারীসে অবস্থান করেন। ’ তদনন্তর এই সংবাদ তাড়িত বার্ত্তাবহের দ্বারা পারীসে প্রেরিত হইল। মাজিষ্ট্রেট নিউগেট কারাগারের তত্ত্বাবধায়ককে কহিলেন যে ‘ ইনি সম্মান্য কুলীন বংশীয়া কন্যা। কেবল বালস্বভাবসুলভ ক্রীড়াসক্ত হইয়া এই মহা সমৃদ্ধ মহা নগরে আগমন করিয়াছেন। অতএব যাবৎ ইঁহার মাতৃস্বসার নিকট হইতে সংবাদ আগত না হয়, তাবৎ কারাগারের এক পৃথক্ অংশে ইঁহাকে সাবধানে রক্ষা কর ; এবং ইঁহাকে স্ত্রীলোকের সমুচিত বস্ত্র প্রদান কর। ’ পর দিবস প্রাতে মাজিষ্ট্রেট ডেলাতুর কুমারীর কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, এমত কালে এক ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন যে ‘ আমি বেরন ডেলাতুর, সংবাদ পত্রে আমার কন্যার বার্ত্তা শুনিয়া তাহাকে লইবার নিমিত্ত আসিলাম। ’ মাজিষ্ট্রেট চমৎকৃত হইয়া কহিলেন যে ‘ আপনি আমেরিকায় বাস করিতেছিলেন, শুনিয়া ছিলাম হঠাৎ এখানে কি রূপে আইলেন। ’ বেরন কহিলেন ‘ আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক নহি ; এক ব্যক্তি আমেরিকায় গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। এক্ষণে আমার কন্যাকে প্রদান করুন। ’ তদনন্তর তিনি যথার্থতঃ বেরন ডেলাতুর ইহা অবধারিত হইলে স্বীয় তনয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইলেন ; এবং সাক্ষাৎ মাত্রে তনয়া সাশ্রু নয়নে পিতাকে গিয়া আলিঙ্গন করিল। মাজিষ্ট্রেট কহিলেন যুবতীর মাতৃস্বসার নিকট হইতে সংবাদ আসিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। সে দিবস ঐ রূপে গত হইল। পর দিন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ঐ রমণী ও তদীয় পিতা এবং মাতৃস্বসা মিলিত হইলেন। মাসীকে দেখি পরমাহ্লাদ সহকারে তাঁহাকে আনে ; তদীয় মাতৃস্বসা কহিলেন যে বোড়শবর্ষ পূর্ণ হয় নাই ; কেবিশন্ দেখিবার নিমিত্ত য়াছে। সে বাল্যাবস্থা বধি আমার সহিত বাস করে। আমরা এক বাঙ্ক হইতে টাকা খরচ করিয়া থাকি ; অতএব সে আমার টাকা চুরী করে নাই। ’ তদনন্তর তিনি ও বালিকার পিতা মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিস্তর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন যে তাঁহাদের কন্যা অবমানিতা না হইয়া বরং সম্মানের সহিত রক্ষিতা হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট কহিলেন যে কুমারীর অতি সৌভাগ্য যে, কুলোকের হস্তে না পড়িয়া পুলীসের হস্তে পড়িয়াছিলেন। তিনি বিনা কলঙ্কে এস্থান হইতে যাইতেছেন। পরন্তু মাজিষ্ট্রেট কন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন ‘ তুমি কাহার সহিত যাইতে চাও? পিতার সহিত কি মাসীর সহিত? ’ কুমারী কহিল ‘ আমি মাসীর সহিত যাইব। ’ তদনন্তর সে স্বীয় মাতৃস্বসার সহিত প্রস্থান করিল। এই ব্যাপারকে অনেকে উপন্যাসের ন্যায় বলিয়া স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্তস্য।

বিবিধ সংবাদ।

১৩ই শ্রাবণ সোমবার।

প্রায় তিন মাস অতীত হইল, প্রেসিডেন্সি কালেজের কয়েক জন ছাত্র যত্নবান হইয়া মৃত রিচি সাহেবের স্মরণ ও সম্মানার্থ রিচ লিটররি ইউনিয়ন নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। শুনা গেল সভাটীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। আমরা অবসর ক্রমে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিব। সুশিক্ষিত যুবকেরা গুণবান ব্যক্তিদিগের গুণের সমাদর করিয়া যে আপনাদিগের গুণজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন, ইহা আমাদিগের অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়।

একের নামের পত্র অন্যের খুলা যে অত্যন্ত নিষিদ্ধ, অনেকের সে জ্ঞান নাই, আবার জানিয়াও স্বভাবের লঘুতাবশতঃ অনেকে পত্র না খুলিয়া থাকিতে পারেন না। ডিক্সি নামে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির এক পত্র খুলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ছয় মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

কোচিনে মরিচের যে একচেটিয়া ছিল, উঠিয়া গিয়াছে। এখানে একচেটিয়া এই শব্দটী আর কত দিন আমাদিগের কর্ণের ক্লেশ জন্মাইবে?

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার অনুমান করেন, গবর্ণমেন্ট প্রেসিডেন্সি কালেজের উন্নতির নিমিত্ত আরো অধিক টাকা দিবেন। প্রেসিডেন্সি কালেজে অধিক টাকা দেওয়া অপেক্ষা ঐ টাকা দ্বারা মফস্বলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে অধিক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।

লাণ্ড হোলডার্স সভা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার উত্তেজনায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকট রিচি সাহেবের কণ্ট্রাক্ট বিল বিধিবদ্ধ ও পতিত ভূমি বিক্রয় না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, গবর্ণমেন্ট তদুত্তরে কহিয়াছেন এবিষয় সর চারল্‌স উডের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। লার্ড এলগিন শ্রীবৃদ্ধিকারী দলের অপ্রিয় পাত্র হইলেন দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ বন্য জাতি দ্বারা পরিপূরিত হইলে গবর্ণরেরা যা ইচ্ছা তাই করিতেন, শোভাও পাইত।

পঞ্জাবের বিচারসংক্রান্ত কার্য্যের কমিসনর ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার এক জন সভ্য হইয়াছেন। আমরা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, বঙ্গদেশের কে প্রতিনিধি হইলেন?

ঢাকা প্রকাশের এক জন পত্রপ্রেরক পাবনার অন্তঃপাতি বালিয়াকান্দির নীলকরের অত্যাচারের বিষয় লিখিয়াছেন। তিনি বলেন এই ব্যক্তি তত্রত্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সহায়তা ক্রমে অনেক প্রজা ও সম্ভ্রান্ত লোককে কারারুদ্ধ করাইতেছেন ও নানা প্রকার কষ্ট দিতেছেন। বঙ্গদেশের যাবতীয় লোকে একবাক্য হইয়া ইহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে না পারিলে কোন কালেই এ কষ্ট দূর হইবে না।

উক্ত পত্র বলেন, পাবনার এক জন মুনসেফ এক দিবস আপনার কয়েক জন চাপরাসিকে বেগার ধরিতে পাঠাইয়া দেন। যাহাদিগকে বেগার ধরিতে যায়, তাহারা ঐ স্থানের এক জমীদারের বাটীতে পলাইয়া যায়। মুনসেফ দারোগার সাহায্যে জমীদারের বাটী লুঠ করিয়াছেন। যখন নীলপ্রধান প্রদেশের ডেপু-

টি মাজিষ্ট্রেটেরা অত্যাচার করিতেছেন, তখন মুনসেফদের কিছু না করা ভাল দেখায় না।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি জব্বলপুরের রেলওয়ের নিমিত্ত দুই কোটি টাকা কর্জ্জ করিতেছেন। প্রতি অংশ ২০০ টাকা নিদ্ধারিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট শতকরা ৫, টাকা সুদ পুষাইয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, ২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ওয়ার্ড সাহেব তত্রত্য প্রতিনিধি কালেক্টরেরও কার্য্যভার প্রাপ্ত হওয়াতে গবর্ণমেন্টের নিকট একজন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট চাহিয়াছিলেন কিন্তু গবর্ণমেন্ট উত্তর দিয়াছেন যে তাঁহার অধীনে একজন অতি উপযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আছেন, তাঁহাদ্বারাই কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক। লেপ্টনন্ট গবর্ণর মৌলবি আবদুল লতিফকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা কহিয়াছেন। আবদুল লতিফ এইরূপ উপযুক্ত লোকই বটেন।

উক্ত পত্র জেনিদহের ছোট আদালতের জজ লিঙ্গাম সাহেবের অবিচারের পুনর্ব্বার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ জজ আইনের বিপরীত কার্য্য করিয়া লোকের বাটীপ্রভৃতি স্থাবর বস্তু সকল বিক্রয় করিতেছেন। প্রায় একশত প্রজা কেবল যে গো মহিষ লাঙ্গল প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এরূপ নহে তাহাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতেও হইয়াছে। এই বিচারকের কার্য্যের প্রতি যদি গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে বিশেষ রূপে মনোযোগী না হন তাহা হইলে মহান অনর্থ ঘটিবে সন্দেহ নাই।

পরিদর্শকের এক জন পত্র প্রেরক কলিকাতার, বাহবাজারের লোকদিগের সুরাপান প্রভৃতি ও লাম্পট্য দোষের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাজধানীর এ পল্লীতে সচ্চরিত্র ও কৃতবিদ্য লোক প্রায় পাওয়া যায় না। কৃতবিদ্য [illegible] হউক সচ্চরিত্র লোক রাজধানীতে ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছেন।

[illegible] গাত্রে লেপ, [illegible] খানসামা-

কে চোর সন্দেহ করিয়া গাছে বাঁধিয়া [illegible] ও অপর ভৃত্য দ্বারা গুরুতর প্রহার করিয়াছিলেন, কোর্ট মারসলে তাহার বিচার হইবে। কোর্ট মারসলে বিচারের অনুমতি হওয়াতে দুটি লাভ হইবে। এক, অপরাধিকে সুপ্রিম কোর্টে আনিতে গবর্ণমেন্টের অনেক ব্যয় হইত তাহা বাঁচিবে। দ্বিতীয়, কসাইটোলার মহোদয়েরা সেখানে যাইতে পারিবেন না।

ফিনিক্স কহেন, আইজাক উইলসন সাহেব কলিকাতা পুলিসে ফেগান সাহেবের প্রতিনিধি হইবেন এবং বুলনয় সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ফেগান সাহেব ছোট আদালতে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

লাহোর ক্রণিকেল সম্পাদক কহেন, ফরা-নগর দোস্তমহম্মদের হস্তগত হইয়াছে।

উক্ত সম্পাদক আরো কহেন, পেসোয়ারে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইউরোপীয় সেনাদিগকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করা হইয়াছে।

আউড গেজেট সম্পাদক কহেন, রেইলওয়ের গাড়িতে এক জন আফিসর এক জন স্ত্রীলোককে অপমান করিয়াছে বলিয়া যে রব উঠিয়াছিল তাহা মিথ্যা। এক জন গার্ড এই কর্ম্ম করিয়াছিল তাহার শাস্তি হইয়াছে। যিনি এমন দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে বাচনী করিয়া গার্ডের পদ দিয়াছিলেন, তাহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

ডিক্রুজ নামে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে এক ইষ্টকদ্বারা চক্ষে আঘাত করিয়াছিল বলিয়া তাহার পুলিসে দুই টাকা জরিমানা হইয়াছে। চক্ষের মূল্য কি দুই টাকার অধিক নয়?

১৪ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

উত্তর পশ্চিমের সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে ষ্ট্রাট ফোর্ড নামে এক জন ইউরোপীয় রাওসাহেবের উকীল হইয়াছেন। অনেকে তাঁহার উকীল হইতে চাহেন নাই, ষ্ট্রাট ফোর্ড উকীল হওয়াতে শ্রীবৃদ্ধিকারী দলের কেহ কেহ তাঁহার উপর কুপিত হইয়াছেন। আত্মপক্ষ রক্ষার যতপ্রকার উপায় আছে অপরাধী ব্যক্তিকে বিচার কালে সে সকল হইতে বঞ্চিত করা বিধেয় নয়, এ নিয়মটী [illegible] শ্রীবৃদ্ধিকারীরা [illegible]

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, নানাসাহেব অদ্যাপিও জীবিত আছেন। তিনি ভুটানে অবস্থিতি করিতেছেন। এবার নানা সাহেব "দানো ? পাইয়াছেন সন্দেহ নাই।"

ফিনিক্স বলেন, উড়িষ্যার করদ মহলের দুই রাজা বিবাদ করাতে তথায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] গণিত এতদ্দেশীয় সেনাদল তথায় প্রেরিত হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র যুদ্ধে নিরন্তর ব্যয় হইতে লাগিল। কোন্ ব্যক্তি এত ব্যয় চিরকাল দিয়া উঠিবেন। ভারতবর্ষের ধনাগার কি অক্ষয়!

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভা এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে ব্যক্তির প্রতি কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাসের আদেশ হইবে তাহাকে দৃঢ়তর রূপে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিতে হইবে, এরূপ নিয়ম করা ন্যায়সঙ্গত নয় শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখা আর না রাখার ভার মাজিষ্ট্রেট দিগের উপরে দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া যাহাকে অধিক অপরাধী বোধ করিবেন তাহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিবেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন ত্রিবাঙ্কুরের রাজার জ্যোতির্ব্বেত্তা জন আলান ব্রাউন সাহেব ইংলণ্ডীয় রয়াল সোসাইটি হইতে কিপের মেডাল পাইয়াছেন। কিপ সাহেব বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের পুরস্কারার্থ এক ফণ্ড রাখিয়া যান। ব্রাউন সাহেব [illegible] নূতন আবিষ্ক্রিয়া করাতে এই মেডাল পাইয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজার জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সবিশেষ অনুরাগ আছে।

লুইটেড ওয়েল নামক এক জন কয়েদী হরিণবাটী হইতে পলায়ন করে, উইলিয়ম ট্রিকলো তাহাকে লুকাইয়া রাখে [illegible] উভয়ে প্রধানতম বিচারালয়ের সেসিয়নে সমর্পিত হইয়াছে। [illegible] আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা পাপীর সংসর্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ঢাকা নিউস বলেন, ২৫এ জুলাই দুর্দ্দান্ত হত্যাকারী হিলি বাষ্পীয় জাহাজে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে। ঢাকা নিউস হতভাগ্য মিষ্টর হিলি,, এইরূপ লিখিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। শ্রী [illegible] মান

রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সন্দেহ কি? কিন্তু ঢাকা নিউস "এঁড়ে গরুর লেজ ধরিয়া স্বর্গে যাইতে চাহিতেছেন না ত?

উক্ত পত্র আরো বলেন তত্রত্য জজ আবর ক্রম্বি সাহেব সম্প্রতি একদিন হঠাৎ সদর আলার বিচারালয় দর্শন করিতে যান। কাজ হউক না হউক জজের যে এমন সুমতি, ইহাও আহ্লাদের বিষয়।

১৫ই শ্রাবণ বুধবার।

যশোহরের অন্তঃপাতী রাড়ুলি হইতে এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন. ঐ গ্রামবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী তথায় একটী বালিকা বিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমরা জানি যে যে কার্য্য দ্বারা স্বগ্রামের সবিশেষ উন্নতি হয়, সেই সেই কার্য্যে হরিশ বাবুর বিলক্ষণ যত্ন ও অনুরাগ আছে।

মফস্বলের বিদ্যালয় সংক্রান্ত কয়েকখানি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। স্থানের অল্পতা প্রযুক্ত সেগুলি প্রচারিত করিতে পারিলাম না। সেই সকল পত্র পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেকটরেরা তত্ত্বাবধান বিষয়ে নিতান্ত অনাদর, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছামত ব্যবহার করেন। পাঠেরও নিয়ম নাই, সময়েরও নিয়ম নাই। তত্ত্বাবধান না থাকিলে এরূপ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। অল্প বেতন পান বলিয়া কি ইনস্পেকটর ও ডেপুটী ইনস্পেকটরদিগের গায়ে গা লাগে না?

আমরা একখানি পত্র পাইয়াছি, তৎপাঠে জানা গেল, হাবড়া জিলার অন্তঃপাতী দোহাটি প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে সর্পাঘাতে নয় ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। পল্লীগ্রামের রাস্তা ঘাট তাদৃশ [illegible] নয় বলিয়াই গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সর্প ভয় হয়। গ্রামের লোকেরা চাঁদা করিয়া যদি রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখেন অকালে কালহস্তে পতিত হইতে হয় না।

এত দিনের পর ভারতবর্ষীয় যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা কমান হইতেছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি অনেক জাহাজ বিক্রয় করিবা আজ্ঞা [illegible] ছেন। আপাততঃ ইহার দ্বারা ব্যয় সংক্ষেপ হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি "ইংলণ্ডস্থিত ভারতবর্ষীয় সেনাদলের" ন্যায় যে সে স্থলে থাকিয়াই কয়েক খানি রাজকীয় জাহাজ ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে ব্যয় লইবে।

আমাদিগের পুলিষের কি কখনই উন্নতি হইবে না? পোষ্ট মাষ্টর জেনরল্ প্রকাশ করিয়াছেন. বোম্বাই প্রেসিডেন্সির তক ও নগর নামক স্থানের মধ্যে তত্রত্য ডাক লুঠ হইয়াছে।

নিউ জিলাণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে ওটেগোর স্বর্ণ খনির কাজ শীতাধিক্য প্রযুক্ত (এ সময় ও দিগে শীতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে) বন্ধ হইয়াছে। তত্রত্য আদিম নিবাসী দুই জাতি ভূমি লইয়া যুদ্ধ করিতেছে; কিন্তু এরূপ সম্ভাবনা আছে, তত্রত্য শাসন কর্ত্তা ইহার মীমাংসা করিয়া দিবেন। যে সে প্রকারে হউক. নিউ জিলাণ্ডের আদিম নিবাসীদিগের লোপের কাল আসিয়াছে।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স বলেন সম্প্রতি কয়েকজন দুষ্ট ব্যক্তি কইম্বাতুর ষ্টেসনের নিকটে রেইলওয়ের উপর লৌহ প্রভৃতি রাখিয়া আরোহীদিগের প্রাণ নাশের চেষ্টা পাইয়াছিল. কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে কোন বিপদ ঘটনা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে এই রূপ শুনা যাইতেছে, রেলওয়ে কোম্পানি দুরাত্মাদিগকে ধরিয়া গুরু দণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগকে অপর দুষ্টের দণ্ডের আদর্শ করিতেছেন না কেন?

ফরাশীরা কোচিনচীনকে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছেন। আসামের রাজা তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ফরাশী গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে তিনি কোন বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার সন্ধি বা সম্বন্ধ করিবেন না। ভারতবর্ষীয় রাজারা হেষ্টিংস ও লর্ড ওয়েলেসলির এই রূপ কৌশলে পতিত হইয়া সামান্য জমীদারের ন্যায় হইয়াছেন।

আমাদিগের পাঠকবর্গ লর্ড সাহেবের বিলাত যাত্রার কথাই শুনিয়াছিলেন. তাহার পর তাহার আর কোন কথা শুনেন নাই। তিনি সম্প্রতি একজিবিসনের এক সভায় [illegible]হিত হইয়া যথোচিত সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় প্রধান২ ব্যক্তি সাধুবাদে কহিয়াছেন, তাঁহার অন্যায় দণ্ড করা হইয়াছে. একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে লার্ড কাম্বেলের প্রণীত অন্যোর নিন্দাকারীর দণ্ড ঘটিত আইন প্রচলিত হয়। লঙ সাহেব শীঘ্র নীলঘটিত এক পুস্তক প্রকাশ করিবেন। নীলকরেরা যখন এক জন মহানুভব পুরোহিতকে কষ্ট দিয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগের দুর্ভাগ্যের বীজ বপন করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডে নিয়ম আছে, কোন ব্যক্তি মৃত স্ত্রীর ভগিনীর পাণি গ্রহণ করিতে পারেন না। ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের উপর এই আইন বর্ত্তে না বিবেচনা করিয়া এক জন আফিসর এই প্রকার বিবাহ করাতে কলিকাতার বিশপ আজ্ঞা দিয়াছেন ভবিষ্যতে কেহ এই রূপ বিবাহ না করেন। যখন পিতৃব্য ও মাতুলের কন্যাকে বিবাহ করা অনুমোদিত হইতেছে, তখন মৃত পত্নীর ভাগিনীকে বিবাহ করিবার নিষেধ করা হাস্যকর সন্দেহ নাই।

দানাপুরের ব্রিগেডিয়ার নাট্যশালায় এক স্ত্রীলোকের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে নিজ পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

অযোধ্যা গেজেট বলেন, পাটনার এক ব্যক্তি তলয়ার লইয়া এক জন ইংরাজের বাটীতে উৎপাত করাতে উক্ত ইংরাজ তাহাকে বধ করিয়াছে। হত্যাকারী কারারুদ্ধ আছে। সে বলে হত ব্যক্তি সুরাপান করিয়া তাহার স্ত্রীর প্রাণ বধ করিবার চেষ্টা করাতে ভৃত্য তাহাকে বধ করিয়াছে। বিচারে জানা যাইবে।

১৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতি বার।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইনামের (নিষ্কর ভূমির) বন্দোবস্তের জন্য তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় একটী আইন অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক লোক ইনাম [illegible] প্রস্তাবের প্রতিবাদী হইয়াছেন।

লাণ্ড হোল্ডার্স সভা ব্যারিষ্টরের নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট পতিত ভূমি বিক্রয় করিবার আশা দিয়া [illegible] জন্য [illegible] টাকা লইয়া তাহা [illegible] ইয়া গবর্ণমেণ্টের নামে [illegible]

শ করা যায় কিনা? হাঁ যায়, শ্রীরদ্ধিকারীদিগের নিনাম অব্দের শূন্য আইনের অদ্ভুত ধারা, সৃষ্টিছাড়া প্রকরণ অনুসারে লার্ড এলগিন ও সর চার্লস উডের ছয় মাস ফাঁশী হইতে পারে।

বোম্বাইয়ে ইব্রাহিম নামক এক মুসলমান আপন উপপত্নীর পুরুষান্তরে আসক্তি অনুমান করিয়া তাহাকে ও তাহার দাসীকে বধ করে। তাহার ফাঁশী হইয়াছে।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন, সিংহল দ্বীপস্থিত ত্রিঙ্কমলী নগরের সম্মুখে আবা নামক যে জাহাজ ইতিপূর্ব্বে জলমগ্ন হয়, ডুবরি দ্বারা তাহা হইতে ২৬০০ টাকার দ্রব্য তুলান হইয়াছে। আরও অধিক টাকা উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

কলিকাতায় পুনর্ব্বার বলন্টিয়র সেনা দল স্থাপন বিষয়ে ডালহৌসি সভায় এক প্রস্তাব হইয়াছিল। লার্ড এলগিনের এ বিষয়ে সংপূর্ণ ইচ্ছা আছে। বলন্টিয়রদিগের তখনও যে সাহস ও অধ্যবসায় ছিল, এখনও তাহাই আছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সত্য প্রকাশের সম্পাদক কর্ষণ দাস মুলজীর উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বোম্বাইয়ের সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট প্রভৃতি এক সভা করেন। বক্তাদিগের অনেকে সম্পাদকের মোকদ্দামায় জয় ও মহারাজ যদুনাথ জীর বিজয় বিষয় প্রসঙ্গ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এবিষয়ে বোম্বাই বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা বড় হইল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির তৃতীয় শ্রেণির রেইলওয়ে শকটের আরোহীদিগের কষ্টের বিষয় লইয়া অনেক গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। তত্রত্য কোম্পানি প্রতি শকটে ৫০ জনের অধিক উঠিতে দিবেন না স্থির করিয়াছেন। আরোহীদিগের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এখানকার রেলওয়ের মহাপুরুষেরা আরোহীর সুবিধা খুজেন না।

ইংলিসমান শ্রবণ করিয়াছেন, রাজা দিনকর রাওকে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট ও সাধারণে বিশেষ সম্মান করাতে গোয়ালিয়রের রাজা কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট [illegible]। মহারাজ সিন্ধিয়া কি [illegible] গুণের যথোচিত পুরস্কার দেখিয়া [illegible]?

লার্ড কানিঙ বিংশতি লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার দ্বিতীয় ভাগিনেয় পাইবেন।

বোম্বাইয়ের লোকেরা সর জেমস আউটরামকে যে এক স্বর্ণ ঢাল দিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। ডিউক অব আর্গলি এক সভায় তাঁহাকে ইহা প্রদান করেন। সর জেমস আউটরাম অদ্যাপিও দুর্ব্বল আছেন।

পারস্য দেশের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ করিবার যে প্রস্তাব হয়, তদ্বিষয়ে তত্রত্য রাজা অসম্মত হইয়াছেন। নসিরুদ্দিন নিজে টেলিগ্রাফ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সিকিমের রাজা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে দারজিলিঙের করস্বরূপ প্রতি বৎসর ৬০০০ টাকা প্রাপ্ত হইতেন। গত যুদ্ধে তাঁহার এই কর বন্ধ করা হয়। রাজার আবেদন অনুসারে সর চার্লস উড তাঁহাকে এই টাকা পুনর্ব্বার দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এদেশীয় রাজা ও নবাবদিগকে নিজ নিজ প্রাপ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টকে সকলের বিদ্বেষভাজন করা সর চার্লস উডের অভিপ্রেত নহে। এই নিমিত্তই শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের তাঁহার উপরে যত আক্রোশ।

ইংলিসমান গত কল্য টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাওসাহেবের পঁচটী বিষয়ে দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে তাঁহার ফাঁশ হইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

১৭ই শ্রাবণ শুক্রবার।

ইংলিসমান সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, পাতিয়ালার রাজা কলিকাতা হইতে আপন দেশে প্রতিগমন করিয়া এক দরবার করিয়া সর্ব্বসমক্ষে কহিয়াছেন যে গবর্ণর জেনরলের সভা কেবল নাম মাত্র; ধূর্ত্ততায় পরিপূর্ণ; এতদ্দেশীয়দিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া সমস্ত ধন ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়াই ঐ সভার উদ্দেশ্য। পঞ্জাবের গবর্ণর ইহা দেখিয়া শতলজের কমিসনরকে ইহার যাথার্থ্য অনুসন্ধান করিতে কহেন। উক্ত কর্ম্মচারী পাতিয়ালার মহারাজকে উকিল দ্বারা ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। মহারাজ শ্রবণ করিয়াচমৎকৃত হইয়া এই উত্তর দেন যে তিনি একপ কথা কখন কহেন নাই, এরূপ ভাবও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। তাঁহার মনে না হউক, ইংলিসমানের মনে হইয়াছে! এই সকল গুণবান সম্পাদকই পরিণামে ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ্য লোপের কারণ হইবেন সন্দেহ নাই।

ফিনিক্সের আসামের সংবাদ দাতা কহেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ২৩এ উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার জাহাজ মধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেছেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কিছু কাজ করিতে পারিবেন ত? না কেবল গবর্ণমেন্টের ব্যয় করান সার হইবে?

উক্ত পত্র আরো কহেন যে ভাগলপুরে এক খানি নৌকা ৭০ জনেরও অধিক লোকের সহিত জলমগ্ন হইয়াছে। কাহারো প্রাণ রক্ষা হয় নাই। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা! এত লোক লইতে দেওয়া হয় কেন?

পুনা অবজরবর কহেন বোম্বাইয়ে কলিয়ান নামে এক স্থানে এক ব্যক্তি বিচ্ছুর দংশনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। বিচ্ছুটি দীর্ঘে দুই ইঞ্চ ও প্রশস্তে দেড় ইঞ্চ। ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। অনেকে কহিতেছে, ঐ বিচ্ছুটীকে সর্পে দংশন করিয়াছিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিচ্ছুর উপদ্রব অত্যন্ত অধিক।

লক্ষ্ণৌনগরের ব্যাঙ্কে এক জন ইউরোপীয় জাল হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু ব্যাঙ্ক তাহাকে ধরিয়া পুলিসে অর্পণ করেন নাই। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরাও ইহাতে চক্ষু মুদিয়া আছেন। এতদ্দেশীয় হইলে অযোধ্যা গেজেট ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়িতেন।

গ্রাহকগণের উৎসাহ দান বিরহে সজ্জন রঞ্জন পত্রিকা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ঐ পত্রিকা বুঝি গ্রাহকগণের নিকটে উপযাচিকা হইয়াছিলেন?

১৮ই শ্রাবণ শনিবার।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি, গত কল্য বাবু রমাপ্রসাদ রায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বৃহস্পতিবার ডাক্তর ওয়েব তাঁহার জীবন রক্ষা বিষয়ে হতাশ হইয়া তাহাকে পরকাল চিন্তা করিতে বলেন। তৎকালে হ্যারিঙটন সাহেব প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত

লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাবু দিগম্বর মিত্র ও রমাপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী তাঁহার সম্পত্তির অংশী হইয়াছেন। তাঁহার দুইটি পুত্র আছে। বঙ্গদেশ একটী উপযুক্ত পুত্র হারা হইলেন।

সংবাদ আসিয়াছে লেঙ্ সাহেবের প্রস্তুত আয় ব্যয় হিসাবে যথার্থই ৬০লক্ষ টাকার ভুল হইয়াছে। চীনদেশীয় যুদ্ধের ব্যয় ও রেইলওয়ে সংক্রান্ত ক্ষতিতে এই টাকা কম হইতেছে। চীন দেশীয় যুদ্ধের ব্যয় না ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট দিবেন?

বিহারিলাল দত্ত নামে ইষ্টাম্প আফিসের এক জন কেরাণী নম্বর বদলাইয়া গোপনে ইষ্টাম্প বিক্রয় করিত। সে সম্প্রতি ধৃত হইয়াছে। তাহার বাটী হইতে কয়েক খানি ইষ্টাম্প বাহির হইয়াছে।

আমরা শুনিলাম গবর্নর জেনরল অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিবেন। তিনি দুই বৎসর তথায় অবস্থিতি করিবেন। আগরায় তাঁহার বাসস্থান করা হইতেছে। ভারতবর্ষ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই লার্ড ডালহাউসি ও লার্ড কানিঙের মৃত্যু হওয়াতে লার্ড এলগিনের কলিকাতায় থাকিতে কি সাহস হইতেছে না?

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৫ টাকার সিকা	....	৯১—৯১।০
৫ টাকার কোম্পানির	.	৯১৵০—৯১৷৵০
৫ টাকার ঐ	....	১০৫৶—১০৫৷০
৫।০ টাকার ঐ	....	১১২—১১২।০

ভারতবর্ষের নিমিত্ত আর তিন কোটি টাকা কর্জ্জ করা হইবে অতএব কাগজের বাজার, নরম হইবার সম্ভাবনা।

৩রা জুলাই পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

১লা জুলাই ইংলণ্ডেশ্বরীর কন্যা এলিসের অসবরণে হেসির রাজকুমার লুইর সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

রিচমণ্ডে দক্ষিণাংশের সেনারা মেকলিনের সৈন্য গণকে আক্রমণ করিয়া অনেককে বন্দীভূত করিয়াছে, তাহারা পুনরায় অধিক সৈন্যের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

জাক্সন সেনাপতি ফ্রিমণ্টকে সেনানডোয়ায় আক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার সেনাদল পূর্ব্বে সোনাপোর্টে সিল্‌ডস কে রিপব্লিক দুর্গে পরাজয় করিয়াছে।

এতাদৃশ জনরব যে উত্তরাংশের যুদ্ধ কার্য্যের অধ্যক্ষ তত্রত্য গবর্ণমেন্টের নিকট অধিক সৈন্যের জন্য লিখিবেন।

পশ্চিমাংশে গবর্ণমেন্টের সেনারা এক্ষণে যুদ্ধে বিরত হইয়া মেমফিস ও করিন্থ এই উভয় স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। বরিগার্ড ৮০০০০ সৈন্য সহ সিসিলিদ্বীপে আছেন।

ইউনাইটেডষ্টেটসের যাবতীয় প্রদেশ হইতে দাসত্ব উঠাইয়া দিবার বিল গ্রাহ্য হইয়াছে এবং বিদ্রোহিদিগের দাসগণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

রুসিয়ার গবর্ণমেন্ট বিক্টর ইমানুএলকে ইটালির রাজা বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রচার হইয়াছে। মেক্সিকোর সমাচার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল, ফরাশীরা সম্প্রতি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। ফরাশিসেনাপতির পত্রেও প্রায় এইরূপ ভাব প্রকাশ হইয়াছে।

রুসিয়ার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতেছে। গ্রামে গ্রামে অগ্নি দেওয়া হইতেছে,প্রধান২ নগরেও ঐরূপ হইতেছে,অনেকে ধৃত হইয়াছে।

ইংলণ্ডীয় মহাসভার এক বিজ্ঞাপনে প্রচার হইয়াছে লেঙ সাহেব ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয় সংক্রান্ত যে হিসাব দেন তাহাতে ভুল হইয়াছে।

ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার যে প্রস্তাব হয় গবর্ণমেন্ট তাহাতে অত্যন্ত আপত্তি করিয়াছেন।

আমেরিকার যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবার সম্ভাবনা না থাকাতে লিবরপুলের তুলা সম্বন্ধে সকলেই অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৮ই জুলাই—এ, মনিসাহেব, সি, বি, চট্টগ্রামের কমিসনর হইবেন; কিন্তু যতদিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় ভগলপুর ও সাঁওতাল পরগনার কমিসনর হইবেন।

নিমক চৌকির প্রতিনিধি তত্ত্বাবধারক অনরেবেল এচ, বি, ডেবেরো সম্পূর্ণ অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হইবেন।

ই, জাকসন সাহেব নদীয়ার সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন, কিন্তু যতদিন অন্যকোন আজ্ঞা না হয় ততদিন তাঁহার এক্ষণকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

এ, এ, সুইণ্টন সাহেব ত্রিপুরার সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ডবলিউ, বি, বকল যিনি এক্ষণে বিদায় লইয়াছেন বাকর গঞ্জের সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

তমলুকের নিমকের এজেন্ট ডি, কনলিফ সাহেব হিজলিরও নিমক এজেণ্ট হইবেন।

জে, ডবলিউ, হর্সেল সাহেব নদীয়ার প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু যতদিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় রেবেনিউ বোর্ডের কনিষ্ঠ সেক্রেটারির পদে থাকিবেন।

মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, জে, মেকঞ্জি সাহেব তথায় প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

পুরীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এস, বারলো সাহেব উক্ত জেলার দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

সারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এম, কনটান সাহেব উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বাঁকুড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ, এস, ওয়েলস সাহেব উক্ত জেলার দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই, এফ, লাটোর সাহেব হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু যতদিন অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজের কর্ম্ম করিবেন।

ই, ডি, লক উড সাহেব বর্দ্ধমানের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন। কিন্তু যতদিন অন্যকোন আজ্ঞা না হয় বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

জি, এল, টিওবিস সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

এ, এম, মাকগ্রেরে সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

এস, বেল সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের কনিষ্ঠ সেক্রেটারি হইবেন। কিন্তু যতদিন অন্য আজ্ঞা না হয় যশোহরের প্রধান ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ থাকিবেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি অণ্ডর সেক্রেটারি জে, গেগন সাহেব অণ্ডর সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হইবেন।

ইটি, ট্রেবর সাহেব ১৮৬০ অব্দের ৩২ আইন অনুসারে কলিকাতার একজন বিশেষ কমিসনর হইবেন।

৯ই জুলাই—জে, পি, এচ ওয়ার্ড সাহেব ১৮৬০ অব্দের ৩২ আইন অনুসারে কলিকাতার একজন বিশেষ কমিসনর হইবেন।

জি ই, মাকগিল সাহেব মেদিনীপুরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার কমিটির এক জন সভ্য হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীরা ১৮৩১ অব্দের ৯ আইনের ২ ধারা, ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮৩৮ অব্দের ২০ আইন অনুসারে নিমক চৌকির অধ্যক্ষের ক্ষমতা পাইবেন।

হাবড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব।

হাবড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী ফিদাআলি।

শ্রীরামপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ডবলিউ, আর লারমিনী সাহেব।

যশোহরের আসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় উক্ত জেলার ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২৩এ জুন—পাবনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কুলদীপ নারায়

২য় উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১লা জুলাই—ছোট নাগপুরের সহকারী কমিসনর কাপ্তেন এ.পি.এস. মনক্রিফ পালামৌ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

ছোট নাগপুরের সহকারী কমিসনর লেপ্টেনান্ট আর. সি মনি লোহারডাঙ্গা বিভাগে থাকিবেন।

১১ই জুলাই—আর এন, স্মিড বারাকপুরের প্রতিনিধি কাণ্টোন মেট জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও আবকারি সুপারিণ্টেডেণ্ট হইবেন।

কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের প্রধান জজ এন. এচ. টমসন সাহেব ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

নদীয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ময়মনসিংহে বদলী হইয়া তথায় মাজিষ্ট্রেটের সংপূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

দেশীয় চিকিৎসক আভাকোসেন দিনাজপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

দেশীয় চিকিৎসক বাবু রাম দ্বারবাসিনীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সরজন মনোহর মুখোপাধ্যায় হুগলির চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

১৯ জুলাই — ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ডবলিউ ডেবি সাহেব নসির নগরের ভার প্রাপ্ত হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। ডেবি সাহেব আরও ঐ আইনের ৩৮ ধারানুসারে সেসিয়নে সমর্পন করিবার মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

নসির নগরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর জে, সি, কেম্লার সাহেব তৃতীয় অথবা পূর্ব্ব বিভাগের রেবিনিউ সরবেতে বদলী হইয়া ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮১৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ঢাকা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

এক জোন্স সাহেব দ্বিতীয় অথবা দক্ষিণ বিভাগের সরবের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের সহকারী হইবেন।

লবণ ডিপার্টমেণ্টের নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিরা উন্নত হইবেন।

কলিকাতার লবণ চৌকির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

চট্টগ্রামের সহকারী নিমক এজেণ্ট জে, ই-ক্রশ সাহেব তৃতীয় শ্রেণিতে।

মেদনীপুরের নিমকের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু জগদীশনাথ রায় চতুর্থ শ্রেণিতে।

কটকের সহকারী নিমক এজেণ্ট সি, ডবলিউ [illegible] চতুর্থ শ্রেণিতে।

[illegible] সহকারী [illegible] লেপ্টনণ্ট [illegible] কিজি পল [illegible] হইবেন।

২১এ—জুলাই জি ব্রাইট সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট জে. পি. এচ ওয়ার্ড সাহেব উক্ত জেলার প্রতিনিধি কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল বন গ্রামের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু মহিমাচরণ পাল রাণাঘাটের ভার পাইয়া ফৌজদারী আইনের ২২ ধারা ও ১৮৩৪ অব্দের ১০ আইন অনুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। বাবু মহিমাচরণ পাল সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফৌজদারী আইনের ৩৮ ধারানুসারে সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

২১ জুলাই সিবিল সর্ব্বিসের ই লাটোর সাহেব কিয়দ্দিনের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবেন।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয়েষু।

আপনকার ৩১ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে বারাসতের মারীভয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আমাদের বিস্ময়ের কারণ এই যে এক বৎসর অতীত হইল জ্বর, প্লীহা প্রভৃতি উৎকট পীড়া বারাসতের কয়েকটী প্রসিদ্ধ গ্রামকে একেবারে জনশূন্য করিল। গৃহ সকল লোকাভাবে বনে পরিপূর্ণ হইল. মৃতদেহ সকল পথে ঘাটে পতিত থাকিয়া সমস্ত প্রদেশের জল বায়ু দুষিত করিল, তথাপিও গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিলেন না। বোধ হয় আমাদের এই হতভাগ্য বঙ্গভূমি না হইলে এতাদৃশ ভয়ানক মারীভয়ের কারণ অবশ্যই নির্ণীত হইত। হায়! আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য, যাঁহারা আমাদিগের রাজা বিদেশীয় বলিয়া তাঁহারা আমাদের প্রতি প্রজাবৎসল না হইয়া আমাদের বিপদ উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ মড়কের কারণ নির্ণয়ার্থ তাঁহারা কি করিয়াছেন? তাঁহারা মধ্যে মধ্যে রেবিনিউ কমিসনর দিগের নিকট হইতে মারীভয়ের রিপোর্ট চাহিয়া থাকেন। হায়! রেবিনিউ কমিসনরেরা মড়কের কি কারণ নির্ণয় করিবেন, রাজস্ব সংগ্রহের কোন নূতন নিয়ম স্থির করিতে হইলে তাঁহারা বরং কৃতকার্য্য হইতে পারেন, অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত যে দুইজন বিচক্ষণ ডাক্তরকে মড়কের কারণ নির্ণয়ার্থ নিযুক্ত করেন। গতবৎসর গবর্ণমেণ্ট শুদ্ধ চারিজন ডাক্তরকে মারীভয় নিবারণার্থ নিযুক্ত করিয়া স্থানে স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঔষধের তাদৃশ আনুকূল্য না থাকাতে ঐ চারিজন ডাক্তরের দ্বারা মারীভয় প্রপীড়িত দরিদ্র লোক দিগের যথেষ্ট উপকার হয় নাই, বরং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষগণ যে চাঁদা সকল টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া স্থানে স্থানে ডাক্তর ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে দরিদ্র পীড়িত লোকের অনেক উপকার হইয়াছিল। হায়! আমাদিগের দেশের কম্মান্ত লোকেরাই বা কতকাল একরূপ বিষয় উপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদিগের অনবধানতা দোষেই আমাদিগের দেশ উৎসন্ন হইতেছে। নদীয়া যশোহর পাবনা প্রভৃতি কএকটী জেলার সহস্র সহস্র প্রজা দুর্দ্দান্ত নীলকরদিগের অত্যাচারে অত্র সর্ব্বস্ব হইল. দামোদর নদের ভয়ানক বন্যায় বর্দ্ধমানের কএকটী প্রসিদ্ধ গ্রামের লোক জীবনচ্যুত হইল এবং বারাসত ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের সহস্র সহস্র লোক মারীভয়ে বিনষ্ট হইল তথাপি তাহার কিছু প্রতিকার হইল না। আমাদিগের দেশের লোকেরা কেবল বারইয়ারি পুজার উপলক্ষে ঐক্য হইয়া স্থানে স্থানে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া অসৎ কার্য্যে নষ্ট করিয়া থাকেন। হায়! বারইয়ারি পুজা যে দেশের প্রধান উৎসব, সে দেশের লোকের সংকর্ম্মকে ধিক্, সে দেশের লোকের সভ্যতাকে ধিক্।

কস্যচিৎ বঙ্গোঃ!

—*—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহোদয় সন্নিধানেষু।

সম্পাদক মহাশয়! প্রত্যয়কারী কোন আপ্ত ব্যক্তির নিকটে নিম্নস্থ অদ্ভুত ঘটনাটী শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইল। [illegible]ভ পুরের সন্নিহিত গোপাল পুর নামক গ্রামে, এক গৃহস্থের গৃহে একটী গোবৎস কুক্কুরীর স্তন্যপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ও দিন ২ উত্তম হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ হইতেছে। প্রসবের ৩। ৪ দিবসের পর, বৎসটীর মাতা রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তৎকালে গৃহস্থের বাটীতে একটী প্রসূত বৎসা কুক্কুরী ছিল। তাহারা কৌশল ক্রমে, মাতৃহীন বাছুরটীকে তাহরই দুগ্ধপান করাইয়া দেয়। গৃহস্থেরা ২। ৩ দিন এই প্রকার করিয়াছিল, তৎপরে কুক্কুরীটী আপনা হইতেই তাহাকে দুগ্ধপ্রদান করিতে লাগিল; দুগ্ধ খাই-

বার জন্য বাছুরটী তাহার নিকট গমন করিলেই সে শয়ন করিয়া আপন বৎসের ন্যায় দুগ্ধপান করাইয়া থাকে। এইরূপ দুগ্ধপান দ্বারা, বৎসটী একণে ৫।৬ মাসের হইয়াছে। ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

২। নিজ জাত পুরগ্রামে, ফুল্লরা নামে প্রস্তরময় এক দেবতা আছেন। এখানকার অনেকে কহিয়া থাকেন ইনি অতি প্রত্যক্ষ জাগ্রৎ দেবতা। যাহা হউক, প্রতি শনি মঙ্গল বার এখানে অনেক লোকজনের (অধিকাংশ স্ত্রীলোকের) সমাগম হইয়া থাকে, এবং অনেকে অনেক প্রকার মানস করিয়া যায় (কাক তালীয় ন্যায়ে) যাহারা সিদ্ধ মনোরথ হয় তাহাদিগকে যথাবিধি সোপকরণ নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা ও শিবাভোগ প্রদান করিতে হয়। শিবাভোগ অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড। তথাকার পূজক ব্রাহ্মণ ঠাকুর যথাসম্ভব উত্তম অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রূপ: রূপী" এইনাম গ্রহণ পূর্ব্বক আহ্বান করিবামাত্র নিকটবর্ত্তী বনমধ্য হইতে কয়েকটা স্থূলকায় শৃগাল আগমন করিয়া বহুজন সমক্ষে সেই সমস্ত আহার করিয়া যায় (এ কেবল অভয় প্রদানের মহিমা প্রকাশ সন্দেহ নাই) পরিশেষে ভক্তিযুক্ত বদ্ধাঞ্জলি যজমান ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু পড়িয়া থাকে প্রসাদ বলিয়া ভক্তি পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকে। হা! আমরা কি দুনিবার কুসংস্কারাবিষ্ট ও ভ্রমান্ধ। হায়! কতদিনে, এতদ্দেশীয় দিগের অন্তঃকরণে ঈদৃশ নিকৃষ্ট কার্য্য সমুদায় কুৎসিত ও ঘৃণাকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে? কত দিনে তাহাদিগের অজ্ঞতামসীর নাশ ভ্রম ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ক্ষেত্রে সত্য ধর্ম্মরূপ চন্দ্রোদয় হইবে?

৩। বর্ত্তমান বর্ষে নূতন পঞ্জিকায় মেঘের নাম পুষ্কর, পুষ্কর নাম শ্রবণাবধি কৃষিজীবিগণ "পুষ্করে দুষ্করং বারি" এই ভাবিয়া শঙ্কিত ও সন্দিহান হইয়াছিল পরন্তু সম্প্রতি প্রভূত বারি বর্ষণ দেখিয়া, তাহাদিগের সে সংস্কার দূরগত হইয়াছে। একণে এতৎ প্রদেশে উত্তমরূপ কৃষিকার্য্য চলিতেছে।

৪। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর, বজ্রাঘাতে অধিক লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে; এই শোচনীয় সংবাদ প্রায়ই শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইতেছে। অল্প দিবস হইল সাওতা গ্রাম নিবাসী রামমোহন চৌধুরী নামক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে বজ্রাঘাত হয়, তাহাতে অতি শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত চৌধুরীর একটী অল্পবয়স্কা পুত্রবধূর প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। আর, ২০এ আষাঢ় প্রাতঃকালে পাঁচপাড়া নামক পল্লীতে একজন সৎগোপ মস্তকে বজ্রাহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম ঐ হতভাগা ব্যক্তি বৃষ্টির সময় মৎস্য ধরিবার জন্য গমন করিতেছিল পথিমধ্যে এই আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে। কি ভয়ানক কাণ্ড! অবগতি হইল, ঐ দিবস আরও দুই এক স্থানে এই উৎপাতে লোক হত্যা হইয়া গিয়াছে। এতৎ প্রদেশময় এই একটা জনরব উঠিয়াছে যে, নেপালের রাজা বলপূর্ব্বক দার্জ্জিলিং হইতে বর্দ্ধমানের মহারাজকে আপন রাজ্য মধ্যে লইয়া গিয়াছেন। এ প্রবাদ সংপূর্ণ অমূলক বোধ হইতেছে; এ প্রকার জনশ্রুতির কারণ কি?

খৃঃ ১৮৬২। ৭ জুলাই
বীরভূম জিলান্তর্গত ধাঁড়কা।

বাধ্যতম
শ্রীভুবন মোহন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! প্রায় এক পক্ষ অতীত হইল আমি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি কোন এক সম্ভ্রান্ত জমিদারের বাটীতে গমন করিয়াছিলাম, বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা জানিলাম ঐ চল্লিশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ" মহাত্মা "সম্প্রতি নবযৌবন সম্পন্ন এক স্ত্রীতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া তাহার পতিকে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছেন, এবং আপনার বয়স ভুলিয়া সর্ব্বদাই সেই সহবাসে ও সেই চিন্তাতেই কালক্ষেপ করিতেছেন। মহাশয়! বাহিরে ইনি একজন প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকের বাক্যে এক ব্রাহ্মণের মস্তকে চর্ম্মপাদুকা প্রহার হইয়া গিয়াছে। লোকে কহে বাবু কি ভদ্র! কি দয়ালু! মহাশয় আপনার পাঠক গণের নিকট তাঁহার ভদ্রতার ও দয়ালুতার আরকিছু পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এক জন কায়স্থ ভদ্র সন্তান দৈনিক আহারোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য ঐ গ্রামে যাতায়াত করিতেন সুতরাং গ্রামস্থ প্রায় সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য হইয়াছিল। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ এক দিবস বাবু দেখিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁহার উপপত্নীর বাটীতে বসিয়া আছেন এবং সহাস্য বদনে ঐ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সহিত কথা বার্ত্তাও কহিতেছেন ইহা দেখিয়া তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার আজ্ঞা দেন, পরে তিনি আনীত হইলে বৎপরোনাস্তি প্রহার ও এক জন নীচব্যক্তির দ্বারা তাহার মুখে * করাইয়া তাহাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন আবার এক স্ত্রীকেরও ভয়ানক শাস্তি হইয়া গিয়াছে। এক দিবস রজনীযোগে ঐ স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া আনাইয়া প্রায় বিষ ত্রিশ জন লোক সমক্ষে বাবু একজন ভৃত্যের প্রতি তাহাকে বিবস্ত্র করিবার আজ্ঞা দেন। তাহা সম্পাদিত হইলে পর ঊর্দ্ধমুখে ঐ অবলাকে ভূমিতে শয়ন করাইয়া তাহা আর লিখিতে লেখনী অক্ষম হইতেছে চর্ম্মপাদুকা প্রহার হইল, সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। সম্পাদক মহাশয়! ইহা অপেক্ষা ভদ্রতা ও দয়ালুতা আর কি হইতে পারে আবার নিকটস্থ পুলিস কর্ম্মচারীরাও নাকি শুনিতে পাই গবর্ণমেন্টের উত্তম খয়ের খাঁ, যদি কোন প্রজা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ঐ জমিদারের অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে (এবং অনেকেও পলায়ন করিয়াছে) তবে বাবুর অনুরোধে ও অর্থ বলে পুলিস কর্ম্মচারিরা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাদিগের পুনরায় দুরবস্থা করিবার জন্য চেষ্টার কোন ক্রমে ক্রুট করেন না মহাশয় অদ্য এই পর্য্যন্ত, ইহাতে যদি বাবুর চরিত্র সংশোধিত হয় আমি লেখনীকে বিশ্রাম দিব, আর যদি তাহা না হয় লেখনীকে পুনর্গ্রহণ করিতে পরাঙমুখ হইব না, আমি যে বাবুর গুণ বর্ণনা করিলাম ইনি প্রচ্ছন্ন অধার্ম্মিক, অনেকে ইহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানেন।

হুগলি ক্স ল
৬ জুলাই

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল রায় কামালপুর
১২৬৯ ১৫ই আষাঢ় হইতে ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ৫ টাক

" কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী গুণটিয়া
১২৬৯ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

" চন্দ্রকান্ত সেন জলপাইগুড়ি
১২৬৯ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ৫ ঐ

" হরচন্দ্র রায় পাবনা
১২৬৯ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

" গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার নদীয়া
১২৬৯ শ্রাবণ হইতে ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত ১০ ঐ

" যোগেন্দ্রচন্দ্র শর্ম্ম সরকার বগুড়া
১২৬৯ শ্রাবণ হইতে ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত ১০ ঐ

এই পত্র কলিকাতার [illegible] সোনাপুর [illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [illegible] আছে [illegible]

সোমপ্রকাশ

" प्रवर्त्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती न हीयतां। "

৪ ভাগ। ৩৯ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ২৭ শ্রাবণ। ইং ১৮৬২। ১১ আগষ্ট | মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২৭ এ শ্রাবণ সোমবার।

সর চারলস উড ও লেঙ সাহেব।

ভারতবর্ষের রাজস্ব সংঘটিত কার্য্যে ভদ্রা পড়িয়াছে, কখন যে ইহার সুবিধা হইবে, এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। প্রথমে ইহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। উইলসন সাহেব ইহাকে সেই অন্ধকার হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু তাঁহার কয়েকটি দোষ থাকাতে তিনি সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। লেঙ সাহেব ধীরে ধীরে কার্য্য করিয়া অনেক সুবিধা করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু সর চারল্‌স উড সর্ব্বস্ব প্রভুতা বিনিয়োগ করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বিরক্ত হইয়া স্বীয় পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

লেঙ সাহেব যে আয় ব্যয় গণনা করেন, তাহা হইতে ইংলণ্ডীয় ব্যয় ৩১৭৩০৬০ টাকা ও রেলওয়ে সম্বন্ধে ৪২৩৩২৩০ টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইংলণ্ড হইতে এ দেশে যে টাকা আইসে, তাহার প্রতি টাকায় হিসাব মত দুই সিলিং ধরিয়া লওয়া বিধেয় হয়, কিন্তু তাহা না লইয়া এক সিলিং দশ পেন্স লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে প্রতি টাকায় প্রায় ছয় পয়সা ক্ষতি হয়। লেঙ সাহেব হিসাব কালে এক্ষতি গণনা করেন নাই। বর্ত্তমান বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৫,৫০০০০০০ টাকা রেলওয়েতে ব্যয় হইবে। উল্লিখিত প্রকার বিনিময়ের হিসাবে আমাদিগকে ৪৫৮৩৩৩০ টাকা

ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। এতদ্ভিন্ন লেও সাহেব ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রাপ্ত (চীনদেশীয় যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটিত) টাকা বর্ত্তমান বৎসরের আয়ের মধ্যে ধরিয়াছেন। সর চারলস উড তাহাতে অনুমোদন না করিয়া নিম্ন লিখিত প্রকারে অকুলান দেখাইয়াছেনঃ—

রেলওয়ে ঘটিত ক্ষতি	৪৫৮৩৩৩০
চীন দেশীয় যুদ্ধের প্রাপ্য	৪৫০০০০০
ইংলণ্ডীয় যুদ্ধ ডিপার্টমেণ্টে	৭২৪৪৪৬
অন্য অন্য প্রকার	১৪২৮০০০
ভারতবর্ষীয় ধনাগার হইতে কর্জ্জ ও তাহার সুদ	৬০০০০০
মোট	১১৬০৫৭৭৬

ইহার মধ্যে লেও সাহেবের হিসাবে যে ১৪২০২১০ টাকা উদ্বৃত্ত আছে তাহা বাদ দিলে সর চারলস উডের মতে ১০১৮৫ ৫৭৬ টাকা অকুলান থাকে। সর চারলস উড ইংলণ্ডের ব্যয়ের ৫৪৯১৪৩২০ টাকার হিসাব পাঠান, লেও সাহেব সে হিসাব প্রমাণ না করিয়া ৪৯৬১৯৮৬০ টাকা ইংলণ্ডের ব্যয় স্থির করেন। ইহাই তাঁহার সহিত লেও সাহেবের বিচ্ছেদ হইবার কারণ। সর চারলস উড গত বৎসর নূতন আফিসের জন্য ২০ লক্ষ টাকা লইয়াছিলেন। সে সমুদায় টাকা ব্যয় হয় নাই, যুক্তি অনুসারে লেও সাহেব তাহা এ বৎসরের ইংলণ্ডের ব্যয় হইতে বাদ দিতে পারেন, কারণ আফিসের জন্য এ বৎসর আবার টাকা দিতে হইতেছে। সর চারলস উড বক্র পথ ধরিয়া যেরূপ হিসাব করিয়াছিলেন, তাহার সবিস্তর উল্লেখ করা বিফল। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, তিনি বাদ সাধ দিয়া সমুদায়ে ২৮৪০৮৬০ অকুলান দেখাইয়াছেন। লেও সাহেব শিক্ষা কার্য্যে যে ১৪৬[illegible]৩০ টাকা প্রদান করেন, সর চারলস উড তাহা রহিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন! এ আজ্ঞাটি সর্ব্বাগ্রে প্রতিপালন করা আবশ্যক!

সর চারলস উড কেবল যে নম্রভাবে সর্ব্বস্ব প্রভুতা প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন এরূপ নহে, তাঁহার লেও সাহেবকে অসাধু পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। প্রথমে ১৮৫৯।৬০ অব্দের আয় ব্যয়ের এক আনুমানিক হিসাব ও শেষে তাহার প্রকৃত হিসাব হয়। লেও সাহেব পূর্ব্বোক্ত হিসাব অবলম্বন করিয়া আয় ব্যয় গণনা করাতে ষ্টেট সেক্রেটারি বলেন "যখন এক ব্যক্তির নিকটে প্রকৃত হিসাব রহিয়াছে, তখন তাঁহার আনুমানিক হিসাবের উপর নির্ভর করা অতিশয় অন্যায়। অতএব লেও সাহেব যে কোন কারণ প্রদর্শন করুন না কেন তাহা আদরযোগ্য নহে।,, আমরা এক্ষণে নিগূঢ় কথা বুঝিতে পারিলাম, ভারতবর্ষে যত ব্যয় সংক্ষেপ হউক না কেন, এখানে আমরা যত কর ভার বহন করি না কেন, আমাদিগের বিদ্যা শিক্ষা হউক, আর না হউক তাহাতে সরচারলস উড ও ইংলণ্ডীয় মন্ত্রি সম্প্রদায়ের ক্ষতি নাই, গ্লাডষ্টোন সাহেব মহাসভা দ্বারা আপনার বজেট গ্রাহ্য করাইতে পারিলেই কৃতার্থ হইলেন! আমরা বৃথা বৃথা ইংলণ্ডস্থ ১৪০০০ সৈন্যের বেতন দিতেছি। লেও সাহেব এই অপব্যয় নিবারণ করিতে গিয়া অপমানিত হইলেন। সর চারলস উড ইংলণ্ডের ব্যয়ের বিষয়ে যে হিসাব প্রদান করিয়াছিলেন লেও সাহেব তাহা বেদবৎ প্রমাণ করিয়া কার্য্য করেন নাই বলিয়াই সর চারলস উডের যত আক্রেশ! যাহা হউক, লেও সাহেব আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কিরূপ মীমাংসা করেন আমরা সেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

লেও সাহেব ইংলণ্ডের টাকা এ দেশে ভাঙ্গাইবার ক্ষতির বিষয়ে বলেন, রেলওয়ে কোম্পানির সহিত পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত হয়, তদনুসারে ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত টাকার দুই শিলিঙ ধরিয়া না লইয়া এক শিলিঙ দশ পেন্স ধরিয়া লইবার নিয়ম হয়, সেই নিমিত্ত তিনি তাহা গণনা করেন নাই। দ্বিতীয়, সর চারলস উড বলেন, চীন দেশের যুদ্ধকালে ভারতবর্ষীয় ধনাগার হইতে যে টাকা দেওয়া হয়; তাহা সেই বৎসরের ব্যয় বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তাহা পরিশোধ করিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যে টাকা দিয়াছেন, তাহা আবার আয় বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, ইহা অন্যায়। লেও সাহেব ইহার যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে না, প্রথমোক্ত বিষয়টির উত্তরও প্রীতিকর হইতেছে না, যথার্থ বটে, কিন্তু লেও সাহেবকে অবমাননা করা অনুচিত হইয়াছে। মানুষের ভ্রম হওয়া অনৈসর্গিক নহে। তিনি পদস্থ থাকিলে ভারতবর্ষের রাজস্ব কার্য্যের অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই।

—•—

মহান্ পরিবর্ত্ত।

প্রধান লোকেরা যত্নবান্ হইলে এ দেশের ধর্ম্ম ও আচারব্যবহারাদি দোষ সংশোধন হইতে কত দিন লাগে? নিম্নে যে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকটিত হইল, পাঠকগণ! অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করুন, জানিতে পারিবেন, কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন, অদ্যাপি এদেশের এরূপ অবস্থা আছে যদি কেহ প্রাচীন ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি পরিত্যাগ অথবা তাহার অণুমাত্র অতিক্রম করেন, তাঁহার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয়, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

রাজধর্ম্মের জয়।

মহাশয়! সোমপ্রকাশ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের [illegible]

রিত পত্রে আপনকার পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে আমাদিগের ভান্ডাড়া বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মে যথেষ্ট ভক্তি থাকায় জাতিভেদসূচক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং, তজ্জন্য এই গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। যদিও পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই বটে, তত্রপি তাঁহার সহিত এক হুকায় ধূমপান করিতে কেহ কেহ অসম্মতি প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার বাটীর কোন কর্ম্ম উপলক্ষে ভোজন জন্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে গোলযোগ হইবেক ইহাও কহিতেন। সম্প্রতি তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে। সমুদায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোক ভোজনাদি করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এস্থানে দলাদলি প্রিয় প্রাচীন সম্প্রদায়ই প্রায় সমুদায়, পরা নিষ্ট চিন্তাকারী ব্যক্তিরও অভাব নাই। মনে মনে যাঁহার যাহা থাকুক, কৈ কেহত কিছু প্রকাশ করিলেন না। হে ব্রাহ্মভ্রাতাগণ! এই শুভসংবাদ কি আহ্লাদজনক নহে? ইহাতে কি আমাদের সাহস বৃদ্ধি করিতেছে না? যাহারা ধর্ম্ম হইতে শাস্ত্রের শাসনকে এবং শাস্ত্র হইতে বর্ত্তমান ব্যবহারকে অধিকতর মান্য করিয়া থাকে আমরা কি তাহাদিগকে ভয় করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত থাকিব?

একান্ত বশম্বদ শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ
ভান্ডাড়া বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক।

ব্রাহ্মণে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলে এবং ত্রিসন্ধ্যা ব্রাহ্মণকর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। যজ্ঞোপবীত ও যথাশাস্ত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি ব্রাহ্মণত্বের জীবন স্বরূপ। তদুপরি, ত্যাগীর সহিত যজ্ঞোপবীতধারীরা সামাজিক নিয়মানুসারে একত্র আহারাদি করিয়াছেন, ইহার তুল্য হিন্দুসমাজবিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন আর কি আছে? ইহার তুল্য আচারব্যবহারের পরিবর্ত্তন বিষয়ে এদেশীয়দিগের অনুরাগ [illegible] উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে?

শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব্ব পত্রদ্বারা আমাদিগের যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ভান্ডাড়াবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহের যত্নেই ঐ ব্যাপারটী সম্পন্ন হইয়াছে। যদি এক জন প্রধান লোকের যত্নে এত দূর হইয়া উঠিল, যাবতীয় প্রধান ব্যক্তি এইরূপ যত্নবান হইলে কোন্ বিষয় সম্পন্ন না হয়? প্রধান ব্যক্তিদিগের অধিকাংশেরই, এরূপ প্রবৃত্তি নাই, সৎক্রিয়াসাহস নাই, সুশিক্ষা ও অধ্যবসায় নাই, তাহাতেই আমরা স্বদেশের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে বঞ্চিত ও হতাশ হইতেছি। আমরা স্বদেশীয় প্রধান ব্যক্তিদিগের অধিকাংশের চলিত ধর্ম্মে অকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিতেছি না, চলিত ধর্ম্মের নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে পরাঙ্‌মুখ দেখিতেছি না, অথচ তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদির অবলম্বন অথবা তদ্দোষ সংশোধনে যত্নবান দেখিতে পাই না, ইহা আমাদিগের আত্যন্তিক বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়।

মৃত বাবু রমাপ্রসাদ রায়।

বঙ্গদেশ আর একটী শোকবজ্রের আঘাত প্রাপ্ত হইলেন! আমরা গতবারে বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের শোকাবহ মৃত্যু সম্বাদ সংক্ষেপে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। তিনি যেরূপ লোক ছিলেন, তাহাতে সংক্ষেপে তাঁহার মৃত্যু সম্বাদ লিখিয়া আমাদিগের চিত্তের তৃপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি হইতেছে না। ১৮ই শ্রাবণ শনিবার তাঁহার মৃত্যু সমাচার শ্রবণ করিয়া কলিকাতায় যিনি দুঃখিত না হইয়াছেন এরূপ লোক অতিবিরল। এক সপ্তাহ পূর্ব্ব অবধি আমরা তাঁহার জীবন বিষয়ে হতাশ হইয়াছিলাম, তথাপি যখন তাঁহার মৃত্যু কথা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল, অন্তঃকরণকে বিচলিত করিয়া তুলিল। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে আমাদিগের নূতন উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারপতির আসনে আসীন দেখিবার বাসনা করিয়াছিলাম; যাঁহা হইতে বঙ্গদেশের রাজকীয় বিষয়ের সবিশেষ গৌরব লাভের আশা করিয়াছিলাম, নির্দ্দয় মৃত্যু তাঁহাকে লইয়া গেল। আমরা মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি ১২২৪ অব্দের ১২ই শ্রাবণ জন্ম গ্রহণ করেন। ৪৫ বৎসর মাত্র তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল। শিশুকালে তিনি পেরেণ্টাল আকাডেমিতে ও কয়েক বৎসর হিন্দুকালেজে অধ্যয়ন করেন। রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন কালে রমাপ্রসাদকে তাঁহার (রমাপ্রসাদের) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু রাধিকাপ্রসাদ রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সবিশেষ সংসর্গ হওয়াতে অতি অল্পবয়সে তাঁহার মনুষ্য পরীক্ষা করিবার ও সহজে দুরবগাহ বিষয় সকল বুঝিয়া লইবার সবিশেষ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

১৮৩৮ অব্দে তিনি ডেপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন, ১৮৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাবুপ্রসন্নকুমার ঠাকুর সদর আদালতে ওকালতী করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। রমাপ্রসাদ বাবু তদ্দর্শনে সদরে ওকালতী করিতে গেলেন। প্রসন্নকুমার বাবুর নিকটে তাঁহার অনেক সাহায্য লাভ হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করিলে রমাপ্রসাদ গবর্ণমেণ্টের প্রধান উকীল হইলেন। সেই অবধি তাঁহার গৌরবের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। লাডকানিঙ ও গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহাকে সবিশেষ অনুগ্রহ ও স্নেহ করিতেন। গত বৎসর গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহাকে লিগাল রিমাম্‌ব্রান্সরের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দক্ষতা সহকারে এ

কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। রিচি সাহেব তাঁহার বুদ্ধির প্রগাঢ়তা ও সর্ব্বদেশীয় ব্যবস্থাজ্ঞতা দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তিনি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এস্থানেও তিনি আপনার বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার সবিশেষ পরিচয় দেন। তিনি প্রধানতম সভার সভ্য রাজা দিনকর রাওয়ের ন্যায় সকল বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই বটে কিন্তু তিনি উক্ত রাজনীতিজ্ঞের বড় নিকৃষ্ট ছিলেন না।

তিনি যকৃৎ রোগে আক্রান্ত হইয়া তিন মাস কাল কষ্ট পাইয়াছিলেন। প্রথমে আপনার বাহির সিমুলিয়ার বাটীতে ছিলেন, পরে চিকিৎসার সুবিধার নিমিত্ত চৌরঙ্গিতে গিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহার চিকিৎসার যে চূড়ান্ত হইয়াছিল একথা বলা বাহুল্য, কিন্তু কাল এমনি দুরন্ত যে কি ধনবল, কি লোক বল, কি চিকিৎসক বল, কিছুতেই তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না।

আমরা রমাপ্রসাদ বাবুর জন্মাদি মরণান্ত বৃত্তান্ত যেমন সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, তেমনি সংক্ষেপে তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রাদির বিষয়ও কিছু বলা আবশ্যক। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি কেবল এক বুদ্ধিবলেই এত দূর সম্মান, গৌরব, ও যথেষ্ট অর্থ (কেহ বলে ২০, কেহ বলে ৩০ লক্ষ টাকা) অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব বিনীত ও নম্র ছিল, এই গুণে কি ইউরোপীয় কি এদেশীয় অনেক প্রধান লোকের সহিত তাঁহার সবিশেষ আত্মীয়তা ও বন্ধুতা জন্মে, কিন্তু তাঁহার স্বভাবগত একটী অনুন্নতা দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হইত। এই অনুন্নতা দোষ নিবন্ধনই তাঁহার প্রকৃত মনস্বিতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি কয়েকটী সদ্গুণের অসদ্ভাব ছিল। এই দোষ থাকাতেই তিনি স্বদেশের কোন বিশেষ শ্রেয়ঃ সাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে লোকের সন্তান, তাঁহার নিকটে বঙ্গদেশ কি অধিকতর প্রত্যুপকার লাভের প্রত্যাশা করেন নাই? তাঁহার অল্পমাত্রও সৎক্রিয়াসাহস ছিল না, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্ত হয় না। তাঁহার পিতা হিন্দু সমাজে খ্যাতি লাভ বাসনা পরিত্যাগ ও অন্য অন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বদেশের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদিগত দোষ সংশোধন চেষ্টা করিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় লইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; তিনি অসার, অপদার্থ ও অসতের নিন্দা ও কটু বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া অকুতোভয়ে যে সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, রমাপ্রসাদ তাঁহার পুত্র হইয়া কেবল এক সৎক্রিয়াসাহস বিরহে সেই পথের পথিক হইতে পারিলেন না। প্রত্যুত তিনি সেই প্রাচীন পঙ্কময় ভগ্ন পথের পথিক হইয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া আমাদিগের সংস্কার নাই, সুতরাং বিশুদ্ধ চরিত লোক বলিয়া তিনি আমাদিগের ভক্তিভাজনও ছিলেন না। তিনি যেরূপ পদস্থ ছিলেন, তাঁহার যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষমতা ও অর্থ সঙ্গতি ছিল, তাহার সহিত যদি চরিত্রের বিশুদ্ধতা, স্বদেশানুরাগিতা ও স্বদেশহিতৈষিতা থাকিত, তিনি যে কেবল আমাদিগের অবিমিশ্র শোকের পাত্র হইতেন এরূপ নহে, আমরা প্রধান পুরুষ গণনা কালে, তাঁহাকে দ্বিতীয় পদ দানে উৎসাহী হইতাম না।

বড় লোকের চরিত্রাদির বিষয়ে লেখনী গ্রহণপূর্ব্বক যথাযথরূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করা বড় সহজ নয়। পক্ষপাতাদি নানাবিধ দুর্নিবার কারণ বশতঃ চিত্তবিভ্রম জন্মিবার সম্যক্ সম্ভাবনা। আমরা বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের চরিত্রাদি বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া অপক্ষপাতিরূপে স্বকর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইলাম কি না, এই চিন্তা করিতেছিলাম, (গতবারেও এই কারণে আমরা তাঁহার বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে সাহসী হয় নাই) এমন সময় ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মর আমাদিগের হস্তগত হইল। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আগ্রহ পুরঃসর রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু বিষয়ক প্রস্তাবটী অগ্রে পাঠ করিলাম। কিন্তু পাঠ করিয়া আমাদিগের হর্ষ বিষাদ উভয় উপস্থিত হইল। হর্ষের কারণ এই, রমাপ্রসাদের বিষয়ে আমরা যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি, ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মরও সেইরূপ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা এক প্রকার প্রমাণ হইল যে রমাপ্রসাদের বিষয়ে আমাদিগের যে সংস্কার আছে, তাহা ভ্রমাত্মক নহে। বিষাদের কারণ এই, ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মর চিত্তের অনুদারতা বশতঃ হিন্দুপেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশ হিতৈষিতা গুণের অপলাপ করিয়াছেন। উক্ত পত্র ভিন্ন আর কেহ এ কথা কহেন না। আমরা যত দূর জানি, তাহাতে মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি, এবিষয় তাঁহারে বাক্য কোন ক্রমেই প্রমাণ যোগ্য নহে।

এক্ষণে কি কি আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক।

ভারতভূমি এক্ষণে এক অভূতপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছেন; এক্ষণে দিন দিন অনেকবিধ পরিবর্ত্ত নয়নগোচর হইতেছে, তাঁহার সন্তানগণ এক্ষণে নানাবিধ শুভফল ভোগ করিতেছেন; কিন্তু আমাদিগের আজিও যাবতীয় অভিলষিত আবশ্যক বস্তু লাভ দ্বারা চরিতার্থতা লাভ হয় নাই। আমরা দূর হইতে সৌভাগ্যদীপ দর্শন করিতেছি; সম্মুখে অনেকগুলি [illegible] প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। [illegible] করিয়া তথায় গমন [illegible] অসাধ্য [illegible]

থ হইতেছে বটে, কিন্তু যদি অধ্যবসায়াক্রান্ত হইয়া তথায় গমন চেষ্টা করা যায়, চেষ্টা সকল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। স্থিরতর প্রযত্ন, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অগ্রে কি কিছু প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে? কাপুরুষেরাই আপদের আশঙ্কা করিয়া পরাঙ্মুখ হয়।

অন্যে কি চেষ্টা পাইয়া আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধন করিয়া দিবেন? আমরা কি অন্যের মুখ প্রতীক্ষা করিয়া রহিব? কখনই না। সে মঙ্গল বিশুদ্ধ ও স্থিরতর নহে। আপনাদিগের মঙ্গল আপনারাই চেষ্টা করিয়া লইতে হইবে। আমরা যে জাতির অধিকারে বাস করিতেছি, তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক সাহায্য লাভ হইতে পারে সন্দেহ নাই। তাঁহারা আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন; কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা কার্য্য দ্বারাও আমাদিগের দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা আমাদিগের যাবতীয় কল্যাণ সাধন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষ একটি ক্ষুদ্রতম প্রদেশ নহে। সমুদায় দেশের উন্নতি সাধন বিদেশীয়দিগের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নয়।

আপনার শ্রেয়ঃসাধন আপনারাই কর্ত্তব্য বলিয়া যখন স্থির হইল, তখন সেই শ্রেয়ঃসাধন বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন্ গুলি নিতান্ত আবশ্যক, তাহার বিবেচনা বিধেয় হইতেছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শারীর ও মানস উভয়বিধ বল; এই পাঁচটি বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

প্রথম, কৃষি। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট পতিত ভূমি বিক্রয় করিতেছেন। অনেক ইউরোপীয় সেই সকল ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইউরোপীয়েরা এ দেশে কৃষি কার্য্য করিয়া এ দেশীয় কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট কৃষিকার্য্য প্রণালীর শিক্ষা দেন ইহা মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এ দেশের ভূমি যতঃ এ দেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া উৎকৃষ্ট প্রণালীতে তাহার কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইবে, ততই অধিকতর মঙ্গলের বিষয়। ভারতবর্ষে কৃষকের অভাব নাই; কেবল কৃষিকার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালীরই অভাব; যদি এই দেশ উর্ব্বর না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান কৃষকেরা অর্দ্ধেক শস্যও উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না। আমরা যদি কৃষিকার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা করিয়া দেশের অধিকাংশ ভূমি আপনারা কর্ষণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের যথার্থ সৌভাগ্য লাভ হয়। নতুবা ইউরোপীয়দিগের চা, নীল অথবা তুলা ক্ষেত্রে কেবল মজুরী করিলে কৃষকদিগের এখনও যে দশা, তখনও সেই দশা থাকিবে। অপর, আমরা যদি আপনারা তুলা প্রভৃতির উৎপাদন বিষয়ে সমর্থ হই, আমাদিগের উপার ইংলণ্ডের নির্ভর করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এরূপ হইলে কি আমাদিগের যুক্তিগর্ভ প্রার্থনা সকল এখনকার ন্যায় তখন অগ্রাহ্য হইবে? তখন কি আর অসার ও অপদার্থ বোধ করিয়া ইউরোপীয়েরা আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারিবেন? এক্ষণে স্বদেশীয় দিগের নিকটে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, আমরা যদি আপনারাই ভূমির অধিকারী ও কৃষক এ উভয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করি, ইংলণ্ড আমাদিগের অধীনস্থ হইবেন; আর যদি নীলকর প্রভৃতির মজুরী কার্য্যে দেহক্ষয় করি, আমাদিগকে প্রত্যেক স্বার্থপর ইউরোপীয়ের দাস হইতে হইবে, ভারতবর্ষীয়েরা এই দুই উপায়ের কোনটী অবলম্বন করিতে চাহেন?

দ্বিতীয়, শিল্প। আমাদিগের শিল্প নৈপুণ্য বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই এই লোপের কারণ। ১৮১০ অব্দের সনন্দের পূর্ব্বে ঢাকা, বিক্রমপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রদেশ সকল প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। আমাদিগের দেশের বস্ত্র ইউরোপের অনেক প্রদেশে নীত হইত। কিন্তু ক্রমশঃ বাষ্পীয় তাঁত প্রভৃতির প্রাচুর্য্য ও মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডীয় তন্তুবায় বর্গের সুবিধা হেতু আইন হওয়াতে আমাদিগের দেশের বস্ত্রের বাণিজ্য এক কালে লোপ পাইয়াছে। বিদেশে রপ্তানী করা দূরে থাকুক, আমরা স্বদেশের জন্যও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেছি না। সর্ব্বদাই আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও অন্য অনেক ইউরোপীয় "ভারতবর্ষের অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন" এই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই কথার যথার্থ অর্থ কি? ভারতবর্ষে প্রচুর তুলা উৎপন্ন ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর সমুদায় খণ্ডে প্রেরণ করা কি ইহার মুখ্য অর্থ নয়? গবর্ণমেণ্ট ভ্রমে ও কি কখন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে মাঞ্চেষ্টরের ন্যায় এখানে বাষ্পীয় তাঁত ও অন্যবিধ কল হয়? আমরা ইংলণ্ডের উপর বস্ত্রের জন্য নির্ভর না করি। ইংলণ্ড আমাদিগের উপরে নির্ভর করিবেন, গবর্ণমেণ্ট কি কখন এরূপ কথা মুখে আনিয়াছেন? যদি তাহা না হইল, তবে আমাদিগের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি কোথায়? যত দিন এদেশীয়েরা শিল্পকার্য্যে নিপুণ হইয়া এদেশে নানাবিধ দ্রব্যাদি উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে না পারিবেন, তাবৎ অর্থাগমের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, এ কথাটী বলা বার্ত্তা শাস্ত্রানুসারে সঙ্গত হইতে পারে না।

তৃতীয়, বাণিজ্য। এক্ষণে ভারতবর্ষে ৯০ কোটি টাকার বাণিজ্য হইতেছে। কিন্তু ইহার কত অংশ আমাদিগের প্রযত্নে সম্পাদিত হইতেছে? ভারতবর্ষ হইতে কয় খানি জাহাজ বিদেশে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়া থাকে? বোম্বাইয়ের কয়েক জন পারসী ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে যথার্থ বণিক কোথায়? পারসীরাও পৃথিবীর সকল অংশে বাণিজ্য করিতে গমন করেন না। আমাদিগের ব্যবসায়ীরা ইউ

রোপীয়দিগের নিকটে দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বদেশীয়দিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন। তাহাতে টাকা হস্তান্তর হয় এই মাত্র। বিদেশ হইতে টাকা আনিতে না পারিলে দেশের যথার্থ ধন বৃদ্ধি হয় না।

বাণিজ্য বিষয়িণী শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টা কি আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক নয়? রুশীয়ার প্রথম পিটর প্রজাদিগকে বাণিজ্য বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহ দান করিতেন; তদ্ভিন্ন তাহাদিগকে বিদেশে বাণিজ্য কার্য্য শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হইত। এখানে কি সেরূপ করা হইতেছে? আমরা কি চির কাল এইরূপ অবস্থায় থাকিব? আমরা কি আপনারা নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের ধন ও গৌরব বৃদ্ধি করিব না? যে দেশে বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হয়, তদ্দেশীয়দিগের অতুল বল ও অতুল সাহস হয়। আলেকজাণ্ডরকে টায়ারের সম্মুখে ৮ মাস কাল সেনানিবেশ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ডেরায়সকে জয় করিতে তাঁহার যত কষ্ট না হইয়াছিল, ঐ বন্দর গ্রহণ করিতে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক কষ্ট হয়। বাণিজ্যের বলেই নেদরলণ্ডের লোকেরা স্পেনীয় দ্বিতীয় ফিলিপের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল; বাণিজ্যের বলেই ইংরাজেরা মহাবীর নেপোলিয়নের পতন সাধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের হিতৈষী পুরুষমাত্রেরই যেন এই কথা স্মরণ থাকে।

চতুর্থ, বুদ্ধিবল। যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপ ও ব্যায়ামাদি ব্যতিরেকে শারীরিক বল ও সাহসাদিবৃদ্ধি সম্ভাবিত নয়, সেইরূপ সবিশেষ চালনা ব্যতিরেকে বুদ্ধিবল বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধিবল বৃদ্ধির একমাত্র উপায় বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন। এক্ষণে বিদ্যার অপেক্ষাকৃত সমধিক অনুশীলন হইতেছে, এ দেশীয়দিগের দৈনন্দিন বুদ্ধিবলবৃদ্ধিও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে যে অংশে শিক্ষা কার্য্যের দোষ লক্ষিত হয়, তাহাও ক্রমশঃ সংশোধিত হইতেছে। উত্তরোত্তর তৎসংশোধনের সমধিক সম্ভাবনাও আছে।

পঞ্চম, শারীরিক বল বৃদ্ধি। এই বিষয়টিতে এ দেশীয়দিগের অত্যন্ত অসঙ্গতি আছে। সর্ব্ব প্রযত্নে এ অসঙ্গতি দূর করা নিতান্ত আবশ্যক। এ অসঙ্গতিটি যাবৎ দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ এ দেশীয়েরা প্রকৃত মহত্ত্বলাভে সমর্থ হইবেন না। শারীরিক বলবৃদ্ধি ব্যতিরেকে সাহসাদি বৃদ্ধি সম্ভাবিত নয়। যে জাতির সাহস নাই, তাহার সত্তা বিড়ম্বনা মাত্র। এই শারীরিক বল বৃদ্ধির উপায় করা অতিশয় আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট ও এ দেশীয় লোক উভয়কেই তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইবে। সে উপায় এই, গবর্ণমেণ্টের নিজের বিদ্যালয় হউক, আর সাহায্য কৃত বিদ্যালয় হউক, সর্ব্ব স্কুলেরই বালকদিগের ব্যায়াম শিক্ষার নিয়ম করিয়া দিয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে; বিদ্যালয়ের অন্য অন্য কার্য্যের ন্যায় তাহারও তত্ত্বাবধান ও উৎসাহাদি দান করিতে হইবে; বালকদিগের কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার সময়ে কিছু দিন তাহাদিগকে অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বালকেরা যদি এইরূপে শারীরিক বল সম্পন্ন, কৃতবিদ্য ও শিক্ষিতাস্ত্র হয়, ভারতবর্ষ আর একটা নূতন শ্রী ধারণ করিবে সন্দেহ নাই। এই চেষ্টা কখন নিষ্ফল হইবে না, কয়েকটী মহৎ ফল লাভ হইবে সন্দেহ নাই। আপদ উপস্থিত হইলে এদেশীয়েরা কেবল যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন এরূপ নহে, গবর্ণমেণ্টেরও সবিশেষ সহায়তা করিতে পারিবেন। বিশেষ লাভ এই, তখন আর ইহাঁরা ভীরু, অসার ও অপদার্থ বলিয়া উপেক্ষিত হইবেন না।

আমরা কৃষ্ণনগর হইতে নিম্ন লিখিত পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। বক্তৃতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া তাহার কিয়দংশ এবং কয়েক জন স্বাক্ষরকারির নাম মাত্র প্রকটিত হইল।

পরম সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত সোম প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

নিম্ন লিখিত মৎপ্রেরিত বিবরণটী, আপনার ভুবনোজ্জ্বল পত্রৈকদেশে স্থান লাভ পূর্ব্বক মান লাভ করে এই আমার একান্ত বাসনা।—

সম্প্রতি এক দিন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এই কয় মহাশয় সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কলিকাতা নগরীতে প্রারব্ধ অট্টালিকার সাহায্য করণের মন্ত্রণা করেন। দীনবন্ধু বাবুই প্রধান সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া অকপট যত্ন সহকারে অত্রত্য মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। ২৪এ জুলাই শনিবার বেলা ৫ টার সময় পবলিক লাইব্রেরিতে এই সভা সংস্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরস্থ বহুতর ভদ্র ব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সভা মণ্ডপ মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় সভাপতি পদে ব্রতী হন। অনন্তর দীনবন্ধু বাবু যে বক্তৃতা দ্বারা সমাগত সভ্যগণকে আর্দ্র করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

"হরিশ বাবু যেরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ পরোপকারী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ সুলেখক ছিলেন, হরিশ বাবু স্বদেশের উন্নতি জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, হরিশ বাবু রাজপুরুষদিগের যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন করা না করা সমান, কারণ তিনি চিরস্মরণীয়, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি ভুলিবার যোগ্য নন, তাঁহাকে ভুলেও ভোলা যায় না। হরিশ বাবুর স্মরণার্থে কোন অট্টালিকা প্রস্তুত হউক বা না হউক তিনি আমাদের অন্তঃকরণ অট্টালিকায় সতত বিরাজ করিতেছেন, হরিশ বাবুর স্মরণার্থ কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের হৃদয় মন্দিরের আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন, হরিশ বাবুর প্রতিমূর্ত্তি কোন রাজপথে স্থাপিত হউক না হউক, তিনি আমাদের অন্তর পথে দেদীপ্যমান দণ্ডায়মান আছেন। কিন্তু

ভাবি কালে তাঁহার নাম বিলুপ্ত না হয় এবং সকল দেশেই এরূপ সৎ প্রথা আছে যে, দেশের হিতকারী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহোদয়ের পরলোক হইলে, তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার দেশস্থ লোকে কোন চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখে, এই জন্য "হরিশ্চন্দ্র সমাজ" নামক অট্টালিকার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র শিশুকালে উপায় হীন ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতার তাদৃশ সম্পত্তি ছিল না যে তাঁহাকে সুচারুরূপে শিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল, তিনি প্রথমতঃ ইউনিয়ান স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তার পরে আপনি আপনার শিক্ষক হইয়াছিলেন, আপনি আপনার উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, তিনি প্রত্যহ কলিকাতার পবলিক লাইব্রেরিতে গিয়া সকল সংবাদপত্র এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন এবং তাহাতেই যে ভুবনবিখ্যাত বিদ্যা উপার্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত "হিন্দুপেট্রিয়াট" সংবাদপত্রেই প্রকাশ আছে। পিতা মাতা পরিজন প্রতিপালনের ভার তাঁহার কোমলস্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি অতি অল্পবয়সে টালার নিলামে এক ক্ষুদ্র কেরাণির কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। মিলিটারি আডিটার জেনেরেল আপীসে ২৫ টাকা বেতনের এক কর্ম্ম খালি হইলে তিনি পরীক্ষা দিয়া ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। হরিশ্চন্দ্র শুভক্ষণে মিলিটারি আডিটার জেনেরেলের আপীসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখান হইতেই তাঁহার উন্নতির সোপান হইল। তাঁহার কর্ম্ম দক্ষতা দেখিয়া তাঁহার মনিব সাহেবেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং যখন পন্থা পাইয়াছিলেন তখনই হরিশের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে ঐ আপীসে হরিশের চারিশত টাকা বেতন হইয়াছিল।

শিশুকাল হইতেই হরিশের সংবাদ পত্রে অনুরাগ ছিল, কারণ তিনি জানিতেন সংবাদ পত্রই দেশের উন্নতির মূল, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের মঙ্গল সাধন হইতে পারে, সংবাদ পত্রের দ্বারাই দেশের উপকার জনক রাজনিয়মের সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি প্রথমতঃ সংবাদ পত্রে স্বদেশের মঙ্গলজনক পত্রপ্রেরণ করিতেন কিন্তু সম্পাদকেরা তাঁহার সকল পত্র ছাপিতে স্বীকারী হইতেন না, এই জন্যে তিনি বিরক্ত হইয়া আপনি নিজে একখানি সংবাদ পত্রের সৃষ্টি করিলেন, সেই সংবাদপত্রের নাম হিন্দুপেট্রিয়াট, হরিশ্চন্দ্র অর্থলাভ করিবার জন্য হিন্দুপেট্রিয়াট প্রচার করেন নাই, কেবল স্বদেশের উপকার করিবার জন্যে হিন্দুপেট্রিয়াট প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যখন ১০০ টাকা বেতন পান; তখনই হিন্দুপেট্রিয়াটের প্রথম সৃষ্টি হয় কিন্তু তখন ঐ পত্রে মাসে ৫০ টাকা করিয়া ঘর হইতে দিতে হইত, স্বদেশ অনুরাগী হরিশ্চন্দ্র তার জন্যে একদিনের তরেও কাতর হন নাই। কাতর হবেন কেন? তাহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ, তাঁহার অন্তঃকরণ অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না, কেবল স্বদেশের উপকারই পরমার্থ বলিয়া জানিত। হরিশ্চন্দ্র যে কাগজে লেখনী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন সে কাগজে লোকসান ক দিন থাকিতে পারে? হরিশের লেখা যে একবার পড়ে সেই মোহিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার জগৎবিখ্যাত হিন্দুপেট্রিয়াটের গ্রাহক হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের হিন্দুপেট্রিয়াট হইতে ৩০০।৪০০ টাকা লাভ হইতে লাগিল। হিন্দুপেট্রিয়াট, হিন্দুবন্ধু হরিশ্চন্দ্রের লেখার কৌশলে বঙ্গদেশে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশ কেন বলিতেছি, ভারতবর্ষময় হিন্দুপেট্রিয়াটের গৌরব হইয়াছে। কি মান্দ্রাজ, কি বোম্বাই, কি লাহোর কি আগরা সকল স্থানেই হিন্দুপেট্রিয়াটকে অতি সাহসী সংবাদ পত্র বলিয়া গণ্য করে। ইংলণ্ডেও হিন্দুপেট্রিয়াটের অতিশয় আদর হইয়াছে। ইণ্ডিয়া কাউনসেলে আদর হইয়াছিল, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে আদর হইয়াছিল, প্রীবি কাউনসেলে আদর হইয়াছিল। বিলাতে আবওরিজিনিস প্রোটেকশন নামক এক সভা আছে, বিলাতের রাজাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের আদিম বাসেন্দা লোকদিগের উন্নতি সাধন করা সে সভার উদ্দেশ্য। হরিশের হিন্দুপেট্রিয়াট এই সভার চক্ষু হইয়াছিল। হরিশ যে সকল মত প্রচার করিতেন এই সভার সভ্যগণ সেই মত অতিবিধেয় বলিয়া গণ্য করিতেন। কলিকাতার ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের এক্ষণে যে গৌরব দেখিতেছেন, সে গৌরব হরিশ্চন্দ্রের লেখনীর জোরে হইয়াছে। ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের দ্বারা ভারতবর্ষের যে উপকার জন্মিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই, লেপ্‌টেনন্ট গবর্ণরের নিকটে, গবর্ণর জেনেরেলের নিকটে, ইণ্ডিয়া কাউনসেলের সেক্রেটারির নিকটে, ব্রিটিসইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের প্রস্তাবাদি অতি আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন এই ভারতবর্ষীয় সভার যে অভিপ্রায় তাহা ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অভিপ্রায়, ভারতবর্ষীয় সভাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভারতবর্ষের সমুদায় লোক সন্তুষ্ট হইবে, তাঁহারা জানিয়াছেন এই ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেণ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহোদয়েরা হরিশের বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল ও রাজকার্য্যে পারদর্শিতা বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা হরিশকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, কোন মহৎ বিষয় সুসম্পন্ন করিতে হইলেই তাঁহারা হরিশকে ভার দিতেন, হরিশ সে বিষয় এমনি সমাধা করিতেন তাঁহারা সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং হরিশ দীর্ঘজীবী হউক, জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণের কি দুরদৃষ্ট! তাঁহাদের কি পরিতাপ! তাঁহারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হরিশের অসাধারণ সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

গত ৫৭ সালের মিউটিনির সময় যে সময় সেপাইগণ রাজ বিদ্রোহিতা করিয়াছিল সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। সে কথা মনে করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ অদ্যকার সভার সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ ও ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়। সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজলোক [illegible] হইয়া ভারতবর্ষের সমুদয় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জন্য চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাদের এই অসংগত মতে বিমত করে, তখন তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে ফাঁসি হয়, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটী কথা কহিলে তদ্দণ্ডে কাটিয়া ফেলে। আমরা কোন কীটস্য কীট। গবর্ণর জেনেরেল লার্ড ক্যানিং তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কত চেষ্টা হইয়াছিল। এই দুঃসময়ে আমাদের হরিশ্চন্দ্র, আমাদের হিন্দুবন্ধু হরিশ্চন্দ্র আমাদের সাহসী হরিশ্চন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে তিনি তাঁহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন, আর দিকে রাগান্ধ ইংরাজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজ বিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে [illegible] রাজ-

রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। আহা! হরিশ্চন্দ্র কিছুমাত্র প্রাণের শঙ্কা করিতেন না তিনি কেবল দেখিতেন কিসে স্বদেশের উপকার হইবে, তিনি স্বদেশের উপকারের কাছে তাঁহার জীবন অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে এক জন ইংরাজে যদি বলে এই ব্যক্তি আমাদের মন্দ কথা বলেছে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কোন বিচার না করিয়া কোন প্রমাণ না লইয়া ফাঁসি দেয়, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র পিচপা হবেন, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র যথার্থ কথা লিখিতে সঙ্কুচিত হবেন. তিনি জানিতেন তাঁহার জীবন দিয়া দেশের যদি কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হয় সেই তাঁর যথেষ্ট। লার্ড ক্যানিং মহোদয়, এই সময়ে হিন্দুপেট্রিয়াট সংবাদ পত্রকে অতিশয় আদর করিতেন, তিনি রাগান্ধ হন নাই. তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় নাই। তিনি তাঁহার মহামুভব সুপ্রিম কাউনসেলের সভাগণের পরামর্শ যেরূপ শুনিতেন সেইরূপ হিন্দুপেট্রিয়াট সংবাদ পত্রের পরামর্শও শুনিতেন, তিনি তাঁহার সভার সভ্যগণের দ্বারা যেরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, সেই রূপ হরিশ্চন্দ্রের হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রদ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন। লার্ড ক্যানিং প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন হরিশ্চন্দ্র আগামি বারে কি লেখেন। এক দিবস হিন্দুপেট্রিয়ট পৌঁছিবার সময় অতীত হইয়া গেল হিন্দুপেট্রিয়াট না আসাতে লার্ড ক্যানিং ব্যস্ত হইয়া তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারিকে বলিলেন এখন পর্য্যন্ত হিন্দুপেট্রিয়াট পাইলাম না ইহার কারণ কি? প্রাইবেট সেক্রেটারি এই কথা তৎক্ষণাৎ হিন্দুপেট্রিয়াট যন্ত্রালয়ে লিখিলেন এবং অবিলম্বে হিন্দুপেট্রিয়াট ক্যানিং মহোদয়ের হস্তগত হইল। সেইমহাত্মা লার্ড ক্যানিং সাহেবের জন্যে এবং আমাদের হরিশের জন্যে আমরা অন্যায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছি। হরিশ্চন্দ্র আমাদের দেশের জন্যে এত করিয়াছেন, আমরা কি তাঁহার স্মরণার্থ অকিঞ্চিৎকর কিঞ্চিৎ অর্থদান করিতে পারিব না। হে সভাস্থ লোক! অর্থদান করিতে পারিব কি না পারিব বলিয়া জিজ্ঞাসা করা আমার অন্যায়, যখন হরিশ্চন্দ্রের নাম মাত্রে আমাদের প্রাণ প্রফুল্ল হয় যখন অদ্যকার সভার কথা শুনিবামাত্র এখনকার যাবতীয় লোকে আনন্দিত হইলেন এবং উৎসাহ প্রফুল্ল বদনে সভায় আগমন করিয়াছেন তখন যে উদ্দেশে সভা হইয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইবে তাহার সন্দেহ কি।

দীনবন্ধু বাবুর এই রূপ কারুণ্যরসাশ্রিত বক্তৃতাশ্রবণে সভাস্থ যাবতীয় লোক মুগ্ধ আর্দ্র ও সজল লোচন হইয়া উঠিলেন। অনন্তর স্ব স্ব শক্তি অনুসারে যিনি যাহা প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল।

মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	২০০
বাবু তারিণীপ্রসাদ সেন	১০০
পূর্ণ প্রসাদ রায়	৫০
রামগোপাল মুখোপাধ্যায়	৫০
উমাচরণ মুখোপাধ্যায়	৫০
রামগোপাল মিত্র	৫০
উমেশচন্দ্র দত্ত	৫০
দীনবন্ধু মিত্র	৩০
এলঙ্গী ও মথুরাপুরের প্রজাগণ	২৮
যদুনাথ রায়	২৫
মহেশচন্দ্র পাল	২৫
অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায়	২৫
দ্বারকানাথ দে	২৫
কার্ত্তিকচন্দ্র রায়	২৫
ব্রজকুমার মল্লিক	২৫
লালমোহন ঘোষ	২৫
গোপীনাথ বসু	১০
প্রভৃতি	
মোট	১০৪১৷৷০

কস্যচিৎ কৃষ্ণনগরবাসিনঃ

বিবিধ সংবাদ।

২০এ শ্রাবণ সোমবার।

বোম্বাইয়ের ছোট আদালতের এতদ্দেশীয় বিচারপতি তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয়ে যাইতেছেন। আমরা শুনিলাম রমাপ্রসাদ বাবুর মৃত্যু হওয়াতে বাবু হরচন্দ্র ঘোষ এখানকার প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতি হইবেন। এই সম্বাদটী সত্য হয় আমাদিগের প্রার্থনীয়।

লণ্ডনস্থ শিল্প প্রদর্শনগৃহ দেখিবার নিমিত্ত এক্ষণে প্রত্যহ প্রায় ৬০০০০ লোক গমন করিয়া থাকেন। টিকিটে বিস্তর টাকা লাভ হইতেছে। প্রদর্শনগৃহে একটি উন্মুই আছে, তাহা হইতে সর্ব্বদা সুগন্ধ বারি বিনির্গত হয়, অনেকে তদ্দর্শনার্থই সবিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। সম্রাট নেপোলিয়ন তদ্দর্শনার্থী হইয়া আসিতেছেন।

মাঞ্চেষ্টরে এক্ষণে ২,৬০,০০০ বস্তা মাত্র তুলা আছে। তাহা অতি শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। এবার হয় মজুরদিগকে অনাহারে থাকিতে হইবে, নচেৎ আমেরিকার যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মধ্যবর্ত্তী হইয়া মৃদু উপায় দ্বারা আমেরিকার যুদ্ধের মীমাংসা করিয়া না দেন কেন?

ইংলিসমান শ্রবণ করিয়াছেন, হায়দরাবাদের রেসিডেন্ট কর্ণেল ডেবিডসনের মৃত্যু হইয়াছে। কর্ণেল ডেবিডসন এক জন উপযুক্ত সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তিনি ন্যায় পথে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের মনোরঞ্জন করেন নাই বলিয়া ঐ দলের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই।

সিকুরিদের সুড়ঙ্গে পঞ্জাবী সেনার কয়েক শতকে কর্ম্ম করাইয়া লওয়া হইতেছে। এক জন নায়ক আর কয়েক জন সিপাহী তাহাদিগকে “কুলি” প্রভৃতি ঘৃণাসূচক বাক্যে বিদ্রূপ করাতে নায়ককে অধঃপদে নিয়োজিত ও সিপাহীদিগকে যথোচিত তিরস্কার করা হইয়াছে। বিদ্রূপের ভয় না থাকিলে এদেশীয়েরা এত দিন অনেক কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতেন সন্দেহ নাই। বিদ্রূপকারীদিগের গুরু দণ্ড বিধান দ্বারা উহার নিবারণ নিতান্ত আবশ্যক।

ফিনিক্সের আলাহাবাদস্থ সংবাদদাতা বলেন, অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে যমুনার সেতু নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ রহিয়াছে। তাহার তিনটি মাত্র খিলান হইয়াছে। এই সেতু হইলে এককালে হাবড়া হইতে আগরা পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিবে।

উক্ত পত্রের গোয়ালিয়ার সংবাদদাতা বলেন, তত্রত্য রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনস্থ হইল। রাজার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান জমীদারীর সরবরা করিবেন কথা হইতেছে। যেন ওয়াটসন পুনর্ব্বার ঐ জমীদারিতে প্রবেশ করিতে না পারেন!

বারাসতের নিকটবর্ত্তী [illegible] গ্রামের যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক যুবক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ঐ বালকটি বারাসতের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। কিছু দিন হইল ঐ বিদ্যালয়ের [illegible] শিক্ষক হন। তাঁহার [illegible]

নাই [illegible] ও খৃষ্টীয় উভয় ধর্ম্মেরই কিছু জানেন না। যদি জনরব সত্য হয়, একটি খৃষ্টীয় যুবতির পাণি গ্রহণের ইচ্ছাই তাঁহার হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগের কারণ। ইহা সত্য হউক না হউক অনেক যুবক অনভিজ্ঞ অবস্থাতেই খৃষ্টীয়ান হইয়া থাকেন, একথা অসত্য নহে। মিসনরিরা এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। নচেৎ তাঁহাদিগের ধর্ম্মের ও সদভিপ্রায়ের অবমাননা হইবে।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, দেরাগাজি খাঁয় যথেষ্ট বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু জলপ্লাবনে অনেক গৃহাদি নষ্ট করিয়াছে।

দিল্লী গেজেট বলেন, গোলাম নবি খাঁ নামক এক জন বিদ্রোহীর বিচার হইয়া পাঁচ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি জয় গড়ের নবাবের উকীল ছিলেন।

অযোধ্যা গেজেটের কানপুরের সংবাদ দাতা বলেন, তথায় একটি ইউরোপীয় বালিকার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া অনেক "সম্ভ্রান্ত ধনী" ব্যক্তি অনেক চেষ্টা পান; বালিকাটি অতি সুন্দরী কিন্তু সে কাহাকেও মনোনীত করে নাই। পরিশেষে এক দিবস নৃত্যকালে প্রকাশিত হইল, এক জন দীর্ঘাকার সুন্দর সামান্য সৈনিক পুরুষ তাহার প্রণয়ভাজন হইয়াছে। বালিকার পিতা মাতা তাহাকে এপ্রকার অনুচিত নীচগামি প্রেম পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত না হইয়া পরিশেষে প্রিয়জনের সহিত পলায়ন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। এক্ষণে [illegible] করা হইয়াছে। বালিকাটির [illegible] বৎসর মাত্র অতএব সে [illegible]। [illegible] অন্তঃ [illegible] কারাবাস [illegible] আছে এবং [illegible] বাহির [illegible] হইতেছে। [illegible] আমরা [illegible] এই ঐ বালি[illegible] তাহার মনোনীত পতির [illegible] করাইয়া যদি অন্য [illegible] অনুসারে সে অস[illegible] কি নাই।

পরিদর্শক বলেন, বহুবাজারের ১৫৫ নং বাটীতে ব্লেকি নামে এক জন সার্জ্জন বাস করিত। ঐ ব্যক্তির নিকট এক মাসের ভাড়া পাওনা হইলে সে তাহা না দেওয়াতে তাহাকে বাটী ত্যাগ করিতে হয়। সে বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের নিকটে জানায় যে ঐ বাটী অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছে। তন্নিমিত্ত তাহা ভগ্ন করা হয়। বাটীর অধিকারী নালীশ করাতে প্রধানতম বিচারালয় মিউনিসিপাল কমিসনরদিগকে ৩০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ও উভয় পক্ষের মোকদ্দমার ব্যয় দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন। তাহাদিগের নিজের টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে ত? তাঁহারা কলিকাতাবাসিদিগের টাকা লইয়া যেন কাজ করেন না।

ঢাকা প্রকাশের এক জন পত্র প্রেরক নিমক চৌকির লোকদিগের অত্যাচারের বিষয় লিখিয়াছেন। এই কর্ম্মচারিরা বিশেষতঃ পেয়াদারা অত্যাচার করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহারা বারাসতের চতুঃপার্শ্বস্থিত গ্রামে ভয়ানক অত্যাচার করিত কিন্তু কৃষকেরা কয়েকবার নালীশ ও মধ্যে মধ্যে অক্রচন্দ্র বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত করিয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এপ্রকার করিলে হয় না?

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন কুমিল্লার অন্তঃপাতি কুলবেড়িয়ার নীলকুঠিতে এক ব্যক্তিকে সাতিমাসকাল গুদামে বদ্ধ রাখা হয়। সে কোন কৌশলে পলায়ন করিয়া নালীশ করাতে কুঠির গমস্তা ও কয়েকজন খানশীর এক শত টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। এপ্রকার গুরুতর দোষের এই দণ্ড! নীলের বেলায় কি আইন এলাইয়া যায়??

উক্ত পত্র দ্বারা জানা যাইতেছে, ঢাকার চোরেরা ক্লোরাফরম দ্বারা গৃহস্থদিগকে অচেতন করিয়া চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে বিদ্বান চোর বল!

হিন্দুপেট্রিয়ট শিক্ষাসংক্রান্ত ডিপার্টমেন্টের প্রতি গবর্ণমেন্টের অনবধানতার বিষয় প্রসঙ্গ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সভাও এদেশীয়দিগের শিক্ষা কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগী নহেন। তাঁহারা মনোযোগী হইলেও ডিপার্টমেন্টের অনেক দোষ সংশোধন হইতে পারে।

২১ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

বণিক সম্প্রদায় টেলিগ্রাফযোগে নিম্নলিখিত ইউরোপীয় সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুলাই। ইংলণ্ডীয় দুর্গ সকল দৃঢ়তর করিবার বিল কমনস হাউসের গ্রাহ্য হইয়াছে।

রুসীয়ের, বিকটর ইমানিউএলকে ইটালির রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সর চারলস উড লেড সাহেবের আয় ব্যয়ের হিসাবের প্রতি দোষারোপ করাতে তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ১৭ই জুলাই। রিচমণ্ডের নিকটে কয়েকটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছে। ২৬ এ জুন অবধি সাতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের শেষে মাকিলনকে পরাজিত হইয়া [illegible] ক্রোশ পশ্চাদগমন করিতে হইয়াছে। তাঁহার [illegible] যুদ্ধদ্রব্য, ২৫ টি কামান ও অনেক সেনা [illegible] হস্তে পতিত হইয়াছে।

গবর্ণমেন্টের সেনারা [illegible] কামানের জাহাজের দ্বারা [illegible] পশ্চাদ্গমন করিয়াছে।

সভাপতি লিঙ্কলন আর তিন লক্ষ সৈন্য চাহিয়াছেন। চারলসটনের অবরোধ ত্যাগ করা হইয়াছে।

ফ্রিনিবন শ্রবণ করিয়াছেন ফিরোজশাহ যথার্থই সুলতান জানের শিবির [illegible] করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে [illegible] লে হত হইয়াছেন শুনা গিয়াছিল। [illegible] বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোকদিগের [illegible] বিশ্বাস ছিল, [illegible] নয়টি জীবন আছে। ফিরোজ শাহ সেই এক প্রকার [illegible] ল হইবেন!!!

উক্ত পত্রের এক জন পত্র প্রেরক বলেন ভারতবর্ষে যেরূপ ধারে দ্রব্য [illegible] আছে, এরূপ আর কোন দেশে নাই। [illegible] কাতার যাবতীয় ইওরোপীয় ও [illegible] আড়ম্বর দেখাইবার নিমিত্ত কর্জ্জ [illegible] মাধুরী করেন। এই জাতীয় [illegible] পত্রপ্রেরক ধারে দ্রব্য বিক্রয়ের প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আপনি সাবধান না হইয়া [illegible] দোষ দিলে কি হইবে?

উক্ত পত্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে [illegible] বন্দোবস্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহার

...তে এই বন্দোবস্ত দ্বারা গবর্নমেণ্টের ক্ষতি হইবে। ফিনিক্স ও টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া উভয়েই এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভূমির মূল্য বৃদ্ধি নিবন্ধন বাণিজ্য বৃদ্ধি কি সাধারণ ভাণ্ডারের ও দেশের উপকারের হেতু নহে?

সিন্ধুদেশীয় আউয়ার পেপর বলেন, নও য়রের এক জন মুসলমান রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী তত্রত্য হিন্দুদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের বাটীতে ও কূপের নিকটে গোমাংস রাখিয়া দেয়। কোন মুসলমানের নামে কোন হিন্দু নালীশ করিলে তাহা গ্রাহ্য হয় না। মধ্যে মধ্যে দুই এক সহস্র মুসলমান হিন্দুদিগের বাটী লুঠ করিয়া নানা প্রকার অপমান করিয়া থাকে। প্রায় ৩০০ হিন্দু একত্র হইয়া তাহার নামে নালীশ করিয়াছেন। এই ব্যক্তি গুজরাটের লোক। এক জন সিবিলিয়ানের সাহায্যে এই কর্ম্ম পাইয়া তাঁহার ভরসায় তাহার এইরূপ অত্যাচারকারিতা বৃদ্ধি হইয়াছে। নীলকরদিগের যে এত অত্যাচার দেখা যায়, অনেক স্থলে সিবিলিয়ানের সাহায্য তাহার অন্যতর প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন সর বার্টল ফ্রিয়ার শীঘ্র সিন্ধুদেশ দর্শন করিবেন। গ্রাণ্ট সাহেব যেরূপ নদীয়া ও যশোহরের লোকের ও বীডন সাহেব ভাগলপুরের লোকের প্রিয় পাত্র হইয়াছেন, সর বার্টল ফ্রিয়ারও সেইরূপ সিন্ধুদেশের প্রিয় হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ইউরোপীয় আফিসর ও সেনগণ ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিতেছে :—

	আফিসর	সেনা
বঙ্গদেশে	৪৫	২৪৭৬
মান্দ্রাজে	৮	৭০০
বোম্বাইয়ে	২৫	১১৩৭
করাচিতে	৮	৭০০
মোট	৮৬	৫০৩১

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে ভারতবর্ষে এ সেনার প্রয়োজন আছে কিনা? আমরা শুনিলেও জানিয়াছিলাম এক্ষণে ইউরোপীয় সেনার আর আবশ্যক নাই। আমরা কবে হর্স গার্ডের হস্তরোধে সমর্থ হইব?

ফিসার সাহেব নামক এক ব্যক্তি প্রধানতম বিচারালয়ের কয়েক জন কর্ম্মচারীর বিশেষতঃ ডগলাস সাহেবের অনবধানতা ও অযোগ্যতার বিষয়ে প্রধান বিচারপতির নিকটে এক আবেদন করেন। গত শনিবারে দেউলিয়াদিগের বিচার হইবার সময়ে সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ তাঁহাকে প্রমাণ দিতে বলিয়াছেন। ডগলাস সাহেব অনুপস্থিত, তথাপি সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ ফিসারের প্রমাণ শ্রবণ করিবেন। আগামি শনিবার এ বিষয় স্থির হইবে।

ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা বলেন তত্রত্য জজ আমলাগণের উৎকোচ লওয়া বন্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন। যাবতীয় পুরাতন কর্ম্মচারীকে পেন্সন দিয়া বিদায় না দিলে এবং অধিকতর বেতনে কৃতবিদ্য লোকদিগকে নিযুক্ত না করিলে এ চেষ্টা বৃথা হইবে।

২২এ শ্রাবণ বুধবার।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের এক জন সিবিলিয়ানের কন্যার বিবাহ সময়ে এক পল্লীগ্রামে এরূপ জনরব হয় যে ১২টী হৃষ্ট পুষ্ট বালককে বলি দেওয়া হইবে। তন্নিমিত্ত তত্রত্য যাবতীয় লোক বনে পলায়ন করে। বিবাহ হইলে তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। ইংরাজেরা যে কিরূপ লোক, এদেশের লোকেরা আজিও তাহা জানিতে পারিলেনা, তথাপিত আমাদিগের রাজপুরুষেরা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সাধারণের শিক্ষা দান চেষ্টা করিবেন না। এই বিষয়ে তাঁহাদিগের বড় নিশ্চিন্ততা! অনায়াসলভ্য গুরুমহাশয়দিগের উপরেই তাহাদিগের আগে দৃষ্টি পড়েনা।

ঢাকার ইষ্টরেগিমেণ্টাল রেজিমেণ্টের লেপ্টনেন্ট মাকনেষরকে কোন অপরাধে বন্দী করিয়া কলিকাতায় সামরিক বিচারালয়ে বিচারের জন্য আনা হয়। তিনি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এমন কি কারাগারের প্রাচীর এত অশক্ত হইয়াছে? শক্ত প্রহরী আছে সন্দেহ নাই!

ভূপাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে তত্রত্য একটী বিধবাকে তাঁহার অনিচ্ছায় তাহার মৃত পতির জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করান হইয়াছে। তাহার কুটুম্বেরা ধৃত হইয়াছে।

শুনা গেল, ৪ঠা আগষ্ট বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমা প্রিবি কৌন্সিলে উত্থাপিত হইবার কথা আছে।

ইণ্ডিয়ান ব্যানর বলেন বোম্বাইয়ের শিক্ষাকার্য্যের ডিরেক্টর ছাত্রদিগকে জুতা লইয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে দেন না। শিক্ষার গুণে ছাত্রদিগের মনোমালিন্য দূর হইয়া পাছে সর্ব্বত্র সমব্যবহার প্রবৃত্তি জন্মে, এই ভয়ে কি উক্ত ডিরেক্টর জুতা লইয়া যাইতে দেন না? শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের ডিরেক্টরের উচিত কার্য্য বটে!

ডাক কর্ম্মচারিরা মধ্যে মধ্যে সামান্য পাম্ফ্লেট সকলও পুস্তকের ডাকে প্রেরণ করেন। তন্নিমিত্ত অনেকের অসুবিধা হয়। সম্প্রতি পোষ্টমাষ্টর জেনরল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, [illegible]লার স্থান যে কোন পুস্তক হইবে, তাহা সংবাদ পত্রের ডাকে প্রেরণ করা হইবে। এই আজ্ঞাটী প্রতি পালিত হয়, এই আমাদিগের মনোরথ।

ফিনিক্স পত্র বলেন, ত্রিপুরার রাজার মৃত্যু হইয়াছে। এই রাজা অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও সুরাসক্ত ছিলেন। একজন গোস্বামী রাজ্য শাসন ও প্রজা পীড়ন করিয়া আসিতেছেন।

উক্ত পত্র আরও বলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেবকে মুরসিদাবাদের নবাবের নিকট হিসাব দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদিগের বরাবর এই আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছিল, প্রসন্ন নারায়ণ ভৃত্য হইয়া নবাবের উপর এত ক্ষমতা প্রকাশ করিতে কিরূপে সাহসী হইলেন?

মহারাষ্ট্রীয় ইন্দুপ্রকাশ বাবু তারকনাথ সেনের ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জজের পদাভিষেকের বিষয়ে বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলেন এতদ্দেশীয়দিগকে উচ্চতর পদ দিবার বিষয়ে মোগলেরা ইংরাজ দিগের অপেক্ষা অধিক বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজ দিগের অদ্যাপিও আকবরের ন্যায় শাসনপ্রণালী শিক্ষা করিতে বাকী আছে।

মাউএর পে মাষ্টর কাপ্তেন মেটিস বিচারে দোষী হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। সেনাদলে এক্ষণে বড় বড় লোকের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে!

রেঙ্গুন টাইমস স্বাহারগীনের একটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহের কথা লিখিয়াছেন। একজন সার্জেণ্ট পীড়ার ছল করাতে তাহাকে চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিবার আজ্ঞা হয়। সে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কয়েক জন সহচরের সহায়তায় তিন জন আফিসরকে ধৃত ও রুদ্ধ করে। তদ্দু হইতে কয়েক জন ইউরোপীয় সেনা আসিয়া আফিসরদিগকে মুক্ত ও বিদ্রোহীদিগকে রুদ্ধ করিয়াছে। এই সংবাদ যদি যথার্থ হয় দেখা যাইতেছে, কর্ম্মচারিদিগের পরস্পরের উপরে একটী শাসন শৃঙ্খলা আছে তাহা ক্রমে ভগ্ন হইতেছে।

কয়েকজন বিদ্রোহী ভুটানের নিকটে ধৃত হইয়াছে। তাহারা মণিপুরের রাজা চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহকে পদচ্যুত করিতে আসিয়া আপনারা ধৃত হইয়াছে। আমরা বোধকরি তাহারা চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহী।

শুনা গেল পদ্মমণী দানী (রাসমণির কন্যা) পাইক পাড়ার বিদ্যালয়ের জন্য প্রতিমাসে ১৮ টাকা চাঁদা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। রাণী স্বর্ণময়ী পদ্মমণী প্রভৃতি কয়েক জন স্ত্রী লোক বিদ্যা বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহ দিতেছেন।

২৩এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

ঝাঁশির সুবিখ্যাত বিদ্রোহী ও দস্যু গণেশ সিংহ হত হইয়াছে। কাপ্তেন ওয়ার্ড হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া কয়েক জন সহচর সহিত বধ করিয়াছেন।

হায়দরাবাদের নবাব স্বীয় রাজ্য হারাইবার উপক্রম করিতেছেন। তাঁহার বেগম ও দাসীদিগের জন্য নূতন [illegible] অবিকল রৌপ্য প্রতিরূপ করা হইয়াছে।

[illegible] দক্ষিণে তুলার চাষের আজ্ঞা দিয়াছেন।

মরিসসে একাণে ৩,১০,৫০০ লোক আছে। ইহার মধ্যে ২,২৫,০০০ ভারতবর্ষীয়। তথায় ৬০,০০০ মাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ফলতঃ [illegible] লোকের সংখ্যাই অধিক।

[illegible] পশ্চিমাঞ্চল [illegible] গত বৎসরে [illegible] ১০৭,৭০,০০০ টাকা শুল্ক স- [illegible] হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা [illegible] লক্ষ টা- [illegible] দেখা যাইতেছে। রে- ইলওয়েতে কত হইবে তাহা আমাদিগের জানিতে রহিল।

কাপ্তেন স্মালিস বোম্বাইনগরে ধৃত হইয়াছেন। ঋণের দায়ে তিনি পলাতক হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ফিজি উপদ্বীপ সমূহের রাজত্ব লইতে অসম্মত হইয়াছেন। ফ্রান্সের এই এক সুযোগ।

কাণ্ট্রাক্ট আইন ক্রমশঃ অল্পে অল্পে প্রচলিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা শীঘ্র মধ্য ভারতবর্ষীয় পবলিক ওয়ার্ক ও রেইলওয়ের মজুরদিগের নিমিত্ত এই প্রকার একটি আইন করিবেন। সর্ব্বসাধারণ জানিবেন ইহা সূচের অগ্রভাগ! কিন্তু শেষে ফাল্ আছে।

কোন ব্যক্তি বলেন "শ্রীবৃদ্ধিকারীর" দল ইউরোপীয় দোষী মাত্রের প্রধান সহকারী নহেন? তুরাত্ম হিলি কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে কয়েক জন বারিষ্টর আবেদন করিয়াছেন তাহার প্রথম বিচার যেন যশোহরে না হয়। কেন তা জান? যশোহরে হইলে অনেক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

গত শুক্রবার শ্রীরামপুরের নিকটে ডাকাইতি কমিসনরের অধীনস্থ এক খানি বাষ্পীয় নৌকার বইলর ভাঙ্গিয়া অগ্নিযোজকের মৃত্যু হইয়াছে।

এমত জনশ্রুতি প্রিন্স অব ওয়েলস আগামি শীতকালে ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আসিবেন। আসা কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

শ্রীরামপুরের ষ্টেসন মাষ্টর বার্কার (এক জন ইংরাজ) ৩০০ টাকা লইয়া ও ২০০ টাকা [illegible] করিয়া পলায়ন করিয়া হাবড়ায় ধৃত হইয়াছে। শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের এক সংবাদ পত্র বলেন "উক্ত ব্যক্তিকে ৮০ টাকা মাত্র বেতন দেওয়াতে সে এই কার্য্য করিয়াছে; অতএব রেইলওয়ে কোম্পানিরই দোষ বলিতে হইবে।" ভারতবর্ষীয়দিগের বেলাই "অসভ্যতা" "জালকারিতা" প্রভৃতিবাহির হইয়া পড়ে!!

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা তাঁহাদিগের সেক্রেটারি ডিকিন্সন সাহেবকে ১৫০০ গিনি পুরস্কার দিয়াছেন। এই পুরস্কার যোগ্য পাত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, তাঞ্জোরের রাজার সমুদায় অলঙ্কারাদি প্রত্যর্পণ করা হইবে। কেবল কয়েকটি হীরক রাখা হইতেছে। কেন? সে গুলি ভাল বলিয়া না কি? লইতে হইলে সকল লওয়া কর্ত্তব্য; নচেৎ অতিশয় নীচাশয়তা প্রকাশ হয়।

ইউনিয়ন ক্লবের মৃত্যু হইয়াছে। এই সভা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়দিগের সৌহৃদ্য বন্ধনের জন্য হয়। কিন্তু সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। আমাদিগের জাত্যভিমান ও ইউরোপীয়দিগের অহংকার না কমিলে পরস্পরের মিলন হইবে না।

মফস্বলাইট শ্রবণ করিয়াছেন পেসোয়ারের সেনাপতি সর সিডনি কটন স্বীয় পদ ত্যাগ করিতেছেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আমীর দোস্ত মহম্মদ হেরাটের ৭৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন "এক মাস স্বাধীন হইলে বাঙ্গালীরা সমুদায় স্বতন দেখিয়া এক কালে ধ্বংস হইবেন।" আমাদিগের বর্ত্তমান ভীরুস্বভাব অনৈক্যতা ও কুসংস্কারের বিষয় বিবেচনা করিলে একথা অসঙ্গত বোধ হয় না।

গত কল্য একচেঞ্জ গৃহে নিম্নলিখিত অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে:—

	সিন্দুক	মূল্য
বেহারের	১০০৫	১৫,৭৮,৪২৫
কাশীর	১১৩৫	১৫,২৫,৩৭০
বেহারের অহিফেন গড়ে		১৫৭০॥/৪
ও কাশীর অহিফেন		২৩৪৩৬৮/

বিক্রীত হইয়াছে। তথাপি সর চারলস উড অকুলানের ভয় করেন।

ডাক্তর হরণ ক্রক নামক একজন ইউরোপীয় ২৫০ টাকার নোট চুরি করিয়া তাহাতে জাল স্বাক্ষর করাতে তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে।

২৪এ শ্রাবণ শুক্রবার।

নিম্নস্থ অদ্ভুত ঘটনাটী কোন আত্মীয় বন্ধুর নিকট শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। চব্বিশপরগণার অ- ধবধবি নামক পল্লীতে এক সং[illegible]

াতে একটী কদলী বৃক্ষে ২১টা মোচা উৎপন্ন হইয়াছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এক জন পর্ত্তুগিজ ও তাহার ভৃত্য উলুয়া নামক এক গ্রামে মজুর আনিতে গিয়াছিল। তত্রত্য লোকদিগের এই শঙ্কা জন্মে যে পর্ত্তুগিজ নরবলি দিবার জন্য লোক লইতে আসিয়াছে। অতএব কয়েক ব্যক্তি একত্র হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছে। উলুয়ার মাজিষ্ট্রেট কয়েকজনকে ধরিয়া সেসিয়নে সমর্পণ করেন। জজ তাহাদিগের দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু সদর হইতে তাহারা মুক্ত হইয়াছে। নরবলির আশঙ্কা জন্মিবার কারণ কি?

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে সকল কর্ম্মচারী ২০ টাকার অধিক বেতন পান তাঁহাদিগকে বেতন লইবার সময়ে এক আনার ষ্টাম্প রসিদে দিতে হইবে। ক্রমে ষ্টাম্প আইনের পরাক্রম প্রকাশ হইতেছে। এখন এই পর্য্যন্ত থামিয়া থাকিলেও মঙ্গল!

১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ কালে কয়েক ব্যক্তি দুই জন ইউরোপীয় রেইলওয়ে ইনস্পেক্টরকে বধ করে। তাহাদিগের কয়েক জন সম্প্রতি ধৃত হইয়াছে।

ফ্রেন্দ অব ইণ্ডিয়ার? — নক্ষলাইটের এক জন সংবাদদাতা বলেন, ডাক্তর মৌএট ডাক্তর মাকিলণ্ডের পরিবর্ত্তে প্রধান মেডিকাল ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন। ডাক্তর মৌএট জেল ইনস্পেক্টর অপেক্ষা এপদে অধিক যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

করাচির বাষ্পীয় শকট রেইলের বাহিরে পাতিত করিবার অভিপ্রায়ে হোসেন নামক এক ব্যক্তি এক খানি লৌহ কবজা রাখিয়া দেয়। কিন্তু সে অকৃতকার্য্য ও ধৃত হইয়াছে। এদোষটি ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

২১এ শ্রাবণ শনিবার।

ফিনিক্স বলেন, গত শীতকালে সরবেকার্য্যে সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিঙ কালেজে ২,২৬০।৶৫ ব্যয় হইয়াছে।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন ইন্দোরে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা। মহারাজ হোল কারের অনেক প্রজা অন্নাভাবে স্থানান্তর গমন করিতেছে। রাজা নিজ ভাণ্ডার হইতে শস্যের নিমিত্ত টাকা দিতেছেন ও প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণের নানা বিধ উপায় করিতেছেন।

দিল্লীর সব আসিষ্টাণ্ট সরজন বাবু আশুতোষ গুপ্ত সবিশেষ কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করায় পঞ্জাবের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এক খেলাত দিয়াছেন।

পরিদর্শককে লিখিত হইয়াছে কিছুদিন পূর্ব্বে বৈষ্ণব ঘাটায় এক ডাকাইতি হয়, টালিগঞ্জের দারোগা হানিফ খাঁ ডাকাইতদিগকে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেটীতে চালান করিয়া দেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার এলাকায় আর যে তিনটী ডাকাইতি হয় তাহারও ডাকাইত দিগকে ধরিয়াছেন। আমরা হানিফখাঁর সর্ব্বদা প্রশংসা শুনিতে পাই।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯১—৯১।৹
৫ টাকার কোম্পানির	৯৩॥—৯৩॥৶
৫ টাকার	১০২।৶—১০৩॥৶
৫ টাকার	১১২—১১২৶

ইউরোপীয় সমাচার।

টেলিগ্রাফযোগে নিম্ন লিখিত ইউরোপীয় সমাচার আসিয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই জুলাই। লেও সাহেব সর চারলস উডের অধীনে আর কর্ম্ম করিবেন না। সর চারলস উড এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া এ বিষয় মহাসভাকে জানাইয়াছেন।

ফ্রান্স ও রুসিয়া ইউরোপ ও আসিয়া সংক্রান্ত কতকগুলি বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য এক সন্ধি করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্স রুসিয়া ও প্রুসিয়ার ভূপতিদিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে।

মেক্সিকোতে এক জন ইউরোপীয় রাজা হইবেন তন্নিমিত্ত কিয়দ্দিবসের জন্য একটী নূতন শাসন প্রণালী হইয়াছে।

লাঙ্কেসায়ারের লোকদিগের দিন দিন কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে সেই হেতু আর কিছু দিন মহাসভার কার্য্য চলিবে।

গারিবল্ডি এক বক্তৃতা করিয়া ফরাসী সম্রাটের নিন্দা করাতে ইটালির সকল স্থানে ঐ বিষয় লইয়া অতিশয় আন্দোলন হইতেছে।

লণ্ডন ২৫ এ জুলাই। লার্ড পামরষ্টন বলিয়াছেন, দক্ষিণ বিভাগের লোকেরা অদ্যাপিও কাতর না থাকাতে ইংলণ্ড তাহাদিগকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না। সেনাপতি মাকিলেন সপ্ত সপ্তাহ রিসমণ্ডের নিকটে পরাজিত হইয়াছেন।

নিউইয়র্ক টাইম্‌স বলেন যদি বিদেশীয় কোন গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার যুদ্ধে হস্তার্পণ করেন তবে তাহা হইলে কাফ্রিদিগের হস্তে অস্ত্র দেওয়া হইবে।

মাল্টা ২২ এ জুলাই। সেনাপতি মাকিলন বিদ্রোহীদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। সবিশেষ বৃত্তান্ত জানা যায় নাই।

—০—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহোদয়েষু।

তাপমান যন্ত্রদ্বারা যেরূপ গ্রীষ্মাধিক্য নির্ণয় হয়, সেইরূপ স্ত্রীজাতির অবস্থা অবলোকন করিলেই তদ্দেশীয় লোকদিগের কতদূর সভ্যতা বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপ নির্ণয় করা যায়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত রেভরেণ্ড লালবিহারি দে মহাশয় কালনা গ্রামস্থ বালিকাদিগের চিত্তকে জ্ঞানালোক দ্বারা উজ্জ্বল করিবার এবং কুসংস্কার রূপ দস্যুকে দেশহইতে দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া স্বীয় অর্থব্যয়ে কাতর না হইয়া জগদীশ্বরের অনুগ্রহে ফ্রিচর্চ মিসন সংক্রান্ত তিনটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বালিকাদিগের সংখ্যা ন্যূনাধিক এক শত, বিদ্যালয় গুলি স্থাপিত হওয়া পর্য্যন্ত অদ্যাবধি বালিকারা অধ্যয়নের পুস্তক পাইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন দৈনিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং উহারমধ্যে একটি স্কুলের বালিকারা বাৎসরিক দুই বার বস্ত্র পাইয়া থাকে, এই স্কুলের প্রথম শ্রেণীর বালিকারা চারুপাঠ, ভূগোল আর শিশুটির বোধোদয় অঙ্ক ইত্যাদি পাঠ করিয়া থাকে। কিন্তু মহাশয় দুঃখের বিষয় এই যে সর্ব্বসাধারণের মনোমত বালিকাদের বিদ্যাভ্যাস হইতেছে না। না হইবার নিম্ন লিখিত কয়েকটি কারণ আছে।

১। কালনার লোকের বিদ্যাবিষয়ে অনুরাগ নাই বলিলেই হয়। বিশেষতঃ বালিকারা যে লেখা পড়া শিক্ষা করে, ইটি পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ব্যতিরেকে কাহারও অভিলাষ নয়।

২। সন্তান সন্ততির মনোমধ্যে বিদ্যা বিষয়ে অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া জনক জননীর একটি কর্ত্তব্য কার্য্য কিন্তু অস্মদ্দেশীয় গর্ভধারিণীদের উদরে প্রায় ক অক্ষরটি গোমাংস স্বরূপ হইয়াছে। মহাশয় আমাদের দেশীয় স্ত্রীজাতি আর কত কাল এই দুরবস্থায় কালযাপন করিবেন, তাহারা কি কর্ণেলিয়ার মত হইতে চেষ্টা করিবেন না?

৩। বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই বিবাহ হইয়া থাকে।

৪। অনেকেরি কুসংস্কার আছে যে স্ত্রীজাতি বিদ্যাশিক্ষা করিলে শীঘ্র বিধবা হয়।

৫। শিল্প শিক্ষয়িত্রী ও সচ্চরিত্র শিক্ষকের অভাবে উপযুক্ত রূপ শিক্ষার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে।

এক পাঠক

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণদত্ত কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ টাকা

শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বসু বারাসত
১২৬৯।১৫ ই আষাঢ় অবধি ১৫ ই পৌষ পর্য্যন্ত ৫ ঐ

সংবাদপত্রিকা গ্রাহক প্রবর্ত্তক সভা রঙ্গপুর
১২৬৯ শ্রাবণ অবধি পৌষ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

এন, এচ টমসন সাহেব কৃষ্ণনগর
১২৬৯ শ্রাবণ অবধি পৌষ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

এই পত্র কলিকাতার [illegible] পূর্ব্ব [illegible] সোনাপটী [illegible] দক্ষিণ [illegible] পাতুকাবাব বিদ্যাভূষণের বাটী [illegible] প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

৪ ভাগ। ৪০ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ৩ ভাদ্র। ইং ১৮৬২। ১৮ আগষ্ট। } মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

৩ রা ভাদ্র সোমবার।

মফস্বলের ছোট আদালত, নীলকর ও প্রজাগণ।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষের হিত উদ্দেশ করিয়া যে সকল কাজ করেন, তন্নির্ব্বাহক লোক মনোনীত করিবার দোষে তাহার অধিকাংশ ফলোপধায়ক হয় না। মফস্বলে ছোট আদালত স্থাপন একটি মহোপকারক কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু বিচারপতির দোষে তাহা কাঙ্ক্ষিত ফল প্রসব করা দূরে থাকুক, অনেক স্থলে বিষময় ফল উৎপাদন করিতেছে।

অয়ং রত্নাকরোঽস্মোধিরিত্যসেবি ধনাশয়া।
ধনং দূরেঽস্তু বদনমপূরি ক্ষারবারিভিঃ॥

এই সমুদ্র রত্নের আকর, ইহা হইতে ধন লাভ হইবে এই আশা করিয়া ইহার সেবা করিলাম, ধন দূরে থাকুক, ক্ষারবারি দ্বারা মুখ পরিপূরিত হইল।

যখন ব্যবস্থাপক সভায় মফস্বলে ছোট আদালত প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ লইয়া আন্দোলন হয়, সেই সময়েই আমরা কহিয়াছিলাম, যে সকল ব্যক্তি সদর আলার কার্য্য করিয়া পরিপক্ক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, সেই সেই ব্যক্তিকেই ঐ পদ প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু রাজপুরুষেরা [illegible] ষ্টরদিগের প্রতি অতিশয় [illegible] য়াতে সকল স্থলে আমাদিগের মনোমত বিচারপতি নিয়োগ হয় নাই, তাহাতেই এক্ষণে স্থানে স্থানে বহু অনর্থ ঘটিতেছে। আমরা যে এক খানি প্রেরিত পত্র পাইয়াছি, তাহা আমাদিগের বক্তব্য সমর্থন করিতেছে। সেখানি নিম্নে প্রকটিত হইল।

মহাশয়! গ্রান্টসাহেব ও ইডেনসাহেব প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নীল প্রধান প্রদেশের প্রজা-

দিগকে দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা এবং প্রজার দুঃখ বিমোচন চেষ্টায় লঙ্ সাহেবের কারাবাস ও হিন্দুপেট্রিয়টের লেখনী ধারণ সমুদয় বৃথা হইল! এক ছোট আদালত স্থাপিত হওয়াতেই নীলকরদিগের পূর্ব্ববৎ দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার পুনরাগমন করিয়াছে। যদি বাবু কাশীশ্বর মিত্র কিম্বা টম্সন সাহেবের ন্যায় নিরপেক্ষ বিচারপতিগণ ছোট আদালত সকলের জজের পদে অভিষিক্ত হইতেন, আমাদিগের এত দুরবস্থা হইত না এবং প্রজারা যে স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহাও হারাইত না। যেকএক জন বারিষ্টর বিচারপতিপদে নিয়োজিত হইয়াছেন,তন্মধ্যে কুক্তিচার জজ মহামতি শ্রীযুত টেম্পল সাহেব সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত! ক্রিনইদহের লিংহ্যাম সাহেবের সদ্বিচার মহাশয়ের অবিদিত নাই। টেম্পল সাহেব তাঁহারও উপরে চলেন! ইনি স্বজাতি পক্ষপাতিতা বিষয়ে সকলকে পরাজয় করিয়াছেন। ইউরোপীয় যে মিথ্যা কহে ইহা তিনি প্রাণান্তেও বিশ্বাস করেন না। বিচারাসনে বসিয়া স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে সাহেব লোক কখন মিথ্যা কয় না। এরূপ যাহার সংস্কার, তাহা হইতে মকদ্দমার যথার্থ বিচার হইবার সম্ভাবনা কি? কোন নীলকর নালীশ উপস্থিত করিলে এক জন ইংরাজ সাক্ষী থাকিলেই সে মকদ্দমায় নীলকরের নিশ্চয় জয় হয়।

উক্ত গুণজ্ঞ মহোদয় এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের মকদ্দমাতে একই আইনের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন! অত্রত্য দুরন্ত নীলকর এক প্রজার নামে, গাছ কাটিয়া লইয়াছে, বলিয়া তাহার মূল্য পাইবার নালীশ করে। প্রতিবাদী প্রজা এই আপত্তি করিল, যে ১৪ আইনের ২ ধারানুসারে সাহেবের নালিশে তামাদি ঘটিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শী বিচারপতি এস্থলে ১৪ আইনের ১৬ ধারা খাটাইয়া প্রজার প্রতিকূলে ডিক্রী দিলেন! নি কেনি সাহেবের গৃহ দেবতা, কেনি সাহেবের ঘরে বাস এবং কেনি সাহেবের ঘরে কাছারিও করেন। ইঁহার সহায়তায় কেনি সাহেব অনেক প্রজার বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! একটা ডম্বুর গাছের মূল্য ৩০ টাকা! ইহা কি মহাশয় কখন শ্রবণ করিয়াছেন? কেনি সাহেব প্রত্যেক গ্রামের অনেকসংখ্যা প্রধান প্রধান প্রজার নামে এই প্রকার অন্যায় ডিক্রী প্রাপ্ত হওয়াতে প্রজারা হতাশ হইয়া নীলের দাদন স্বীকার করিয়াছে। মহাশয় ও মহাশয়ের পাঠকবর্গ কেনি সাহেবকে বিলক্ষণ জানেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শতাংশের একাংশ দৌরাত্ম্যও সাধারণের গোচর হয় নাই। সাহেব অন্যায় করিয়া প্রজাদিগের পতিত ভূমি হইতে গোরু ধরিয়া লইয়া খোঁয়াড়ে দিতেছেন। অনেক প্রজার খোঁয়াড় হইতে গোরু খালাশ করিতে মাসে মাসে ২০।২৫ টাকা ক্ষরিয়া লাগিতেছে। এতদ্ভিন্ন এক এক প্রজার বিরুদ্ধে কত শত মিথ্যা নালিশ উপস্থিত হইয়াছিল ও হইতেছে, তাহা লিখিয়া কি জানাইব। প্রজাদিগের দুঃখ বর্ণনা করিতে গেলে আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রজারা চাষ করিবেক কি মকদ্দমার জওয়াব দিবেক, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সাহেবের শরণাগত হইয়াছে। শুনিতে পাই টেম্পল সাহেবের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে ৪।৫ শত দরখাস্ত হইয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন বোধ হয় না। যদি প্রজারা কোন বাঙ্গালি হাকিমের বিরুদ্ধে এইরূপ দরখাস্ত করিতেন, তিনি অবশ্যই পদচ্যুত হইতেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা, যদি প্রজাদিগের হিত চেষ্টা তাঁহাদিগের শ্রেয়ঃকল্প হয়, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, তবে প্রজাদিগের আবেদনের প্রতি প্রণিধান করুন।

টেম্পল সাহেব কেনি সাহেবের গৃহে বাস ও কাছারি করেন! এই কেনি সাহেবের সহিত প্রজাদিগের বিরোধ ভঞ্জনার্থ টেম্পল মফস্বলে গিয়াছেন। কেনি সাহেব বাদী ও প্রজারা প্রতিবাদী। এরূপ স্থলে টেম্পলের কেনির গৃহে বাস ও কাছারি করা যে কোন রাজকীয় আজ্ঞা, বিধি অথবা যুক্তির অনুসারী, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনভিজ্ঞ লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহার প্রত্যবায় ভাগী কে হইবেন?

আমাদিগের পত্র প্রেরক টেম্পলের বিষয়ে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, (ইহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই, পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিবেন) এবম্বিধ বিচার কর্ত্তারা দুর্বৃত্ত নবাবদিগের অধিকার কালের বিচারকর্ত্তাদিগের অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকারক সন্দেহ নাই। উক্ত নবাবদিগের অধিকার কালে বিচার কর্ত্তারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, ইহাঁরা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে করিতেছেন। বিচারপতির এবম্বিধ ব্যবহার দেশের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক। যে দেশের প্রজারা স্বাধীনবৃত্তি হইয়া কৃষ্যাদি কার্য্য করিতে সমর্থ না হয়, সে দেশের কখন শ্রীবৃদ্ধি হয় না। এরূপ ব্যবহার বার্ত্তা শাস্ত্রের নিতান্ত বিরোধী। জন ষ্টুয়ার্ট মিল লিখিয়াছেন "যে আইন ও যে ব্যবহার এক শ্রেণির অথবা এক সম্প্রদায়ের অনিষ্ট করিয়া অপর শ্রেণি অথবা অপর সম্প্রদায়ের ইষ্ট সাধন করে; যাহা কতকগুলি প্রজার আত্মহিত চেষ্টার প্রতিরোধক হয়, তাহা বার্ত্তাশাস্ত্রের মূল যুক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ; ঐ সকল আইন ও ব্যবহার না থাকিলে দেশের সাধারণো যে উৎপাদন শক্তি থাকে, তাহা কমিয়া যায়।" আমরা যে স্থলের কথা কহিতেছি, এ স্থলে আইনের দোষ না থাকিলেও বিচারপতির দোষে ব্যবহার দোষ জন্মিয়াছে।

বিধবাবিবাহ।

আমরা শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম, হুগলীজেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ গ্রামে ২৪ শ্রাবণ শুক্রবার মহাসমারোহে একটি বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বীরসিংহ বিধবাবিবাহপ্রবর্ত্তক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাসস্থান। ইতিপূর্ব্বে এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রকোনা রামজীবনপুর প্রভৃতি নানাস্থানে বিবাহ হইয়াছিল, বীরসিংহ গ্রামে এই প্রথম সূত্রপাত হইল। বীরসিংহ রাধানগর ক্ষীরপাই [illegible] [illegible] দণ্ডগঞ্জ দীর্ঘগ্রাম [illegible] গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামের যাবতীয় ভদ্রলোক সভাস্থ হইয়া কর্ম [illegible]

ঐ অঞ্চলে [illegible]

ক্রমে ২০। ২২ টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে কিন্তু কোন বিবাহেই এরূপ সমারোহ ও এরূপ বহুগ্রামের সম্মতি ও বহু ভদ্র লোকের সমাগম হয় নাই। বরের নাম শ্রীযুত রামব্রহ্ম পাঠক, বয়স্ ২১ বৎসর। এই ইহাঁর প্রথম বিবাহ। কন্যার নাম শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী, ক্ষীরপাই নিবাসী শ্রীযুত হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। পাঁচ বৎসর বয়সে চন্দ্রকোনানিবাসী ৺ সীতারাম চৌধুরীর সহিত প্রথম বিবাহ হইয়া ঐ বৎসরেই বৈধব্য সঙ্ঘটন হয়। এক্ষণে কাদম্বিনীর বয়ঃক্রম ৯ নয় বৎসর মাত্র। বিবেচনা করিতে গেলে অদ্যাপি কাদম্বিনীর বিবাহের প্রকৃত বয়স্ হয় নাই। এই বয়সের মধ্যে বিবাহ বৈধব্য সঙ্ঘটন ও পুনরায় বিবাহ হইল।

গবর্ণমেণ্টের অথবা মিসনরিদিগের কাহার বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা হয়?

ভারতবর্ষীয়দিগের সমাজ, ধর্ম্ম, রাজ্য ও শাসন প্রণালী প্রভৃতি যে যে বিষয়ে নিকৃষ্টতা ও সদোষতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সে সমুদায়গুলি এক কারণে পর্য্যবসিত হইতে পারে; তাহা দুরীভূত করিবারও এক মাত্র উপায় আছে। বিদ্যাশিক্ষার অভাবই আমাদিগের তাবৎ কষ্টের কারণ। আমাদিগের দেশের যে অংশে বিদ্যার সমধিক সমাদর হইয়াছে, সে স্থল হইতে কুসংস্কার প্রভৃতি পলায়নোন্মুখ হইয়াছে। যে স্থলে তাহার অভাব, সেই স্থলেই নানা দোষের প্রাদুর্ভাব। যদি আমাদিগের কৃষকেরা লেখাপড়া জানিত, তাহা হইলে কি তাহারা প্রত্যেক ভূম্যধিকারী ও নীলকরের দাস হইয়া থাকিত? মধ্যম ও প্রথম শ্রেণি যদি প্রকৃত কৃতবিদ্য হইতেন, আমাদিগের সামাজিক দোষ কি অদ্যাপিও এদেশকে এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়া রাখিতে পারিত? ইংলণ্ডীয় মহাসভা কি আমাদিগের যথার্থ স্বত্ব ও অধিকার দানে পরাঙ্মুখ হইতে পারিতেন? কেবল এক বিদ্যাশিক্ষার অভাব কি আমাদিগের অনৈক্য, ও সৎক্রিয়া সাহসাদি বিরহের প্রধান কারণ নহে? এদেশের অধিকাংশ লোকে যদি কৃতবিদ্য হইতেন, আমরা কি কানাডার ও অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশকারিদিগের ন্যায় সৌভাগ্যশালী হইতে পারিতাম না?

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও আমরা এ বিষয়ে কত দুর কৃতকার্য্য হইয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। বোধ হয়, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, দেশের লোকে সমধিক যত্নশীল না হইলে কেবল গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় দেশের সম্যক উন্নতি লাভ হয় না। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এদেশের লোকের তাদৃশ যত্ন ও অনুরাগ নাই, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যা কিছু করেন, তাহাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে দেশ সাধারণ যাবতীয় লোকের শিক্ষা কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়, এবং ধর্ম্মনীতির উন্নতি সাধনের উপায় বিধান ব্যতিরেকে যে শিক্ষাদান প্রণালী, তাহা পূর্ণ ও প্রশংসনীয় নয়; এ সকল চিন্তায় আমাদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টও ক্লেশ স্বীকারে বড় সম্মত নহেন। ধর্ম্মনীতির সমধিক চর্চ্চা ও সৎ প্রণালী অনুসারে যে সুশিক্ষা হইতেছে না, প্রধান পুরুষদিগের কোন কোন ব্যক্তির মুখেও একথা কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায়।

বোম্বাইয়ের গবর্ণর সর্ বার্টল ফ্রিয়ার এক বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান সময়ে কহিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অপেক্ষা মিসনরিদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে উত্তম শিক্ষা হইয়া থাকে। এই বিষয়ের মীমাংসার্থী হইয়া সংবাদ পত্র সকল দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত শিক্ষা প্রণালীকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছেন, অপর দল মিসনরি বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীকে তাহারও উপরে লইয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু আমরা অনিন্দ্য বন্দির ন্যায় উক্ত উভয়বিধ সদোষ শিক্ষা প্রণালীর একটীরও ঈদৃশ অসঙ্গত প্রশংসাগানে উন্মুখ নহি। যে শিক্ষা প্রণালী দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির অধিকতর মার্জ্জনা হয়, সে অংশে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগেরই প্রাধান্য নয়ন গোচর হইয়া থাকে। সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বার্ত্তা শাস্ত্র, এ সমুদায় বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আর সকলকে পরাভব করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের সহিত অপর বিদ্যালয়ের ত তুলনাই হয় না। কিন্তু ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত শিক্ষা প্রণালী প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমরা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে প্রাধান্য প্রদানে উৎসাহী নহি। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে যে রূপে কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাতে তত্রত্য ছাত্রগণের এবিষয়ে নিকৃষ্টতা হওয়া অসম্ভাবিত নয়। শিক্ষকগণ কেবল ছাত্র দিগকে পরীক্ষোত্তীর্ণ করাইবারই চেষ্টা পান। ছাত্রেরা দুষ্ট হউক, আর দুশ্চরিত্র হউক, বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে প্রশংসা লাভ করিলেই শিক্ষকেরা তাহার সমুদায় দোষ মার্জ্জনা করেন। কর্ত্তৃপক্ষেরাও এই গর্হিত রীতিতে উৎসাহ দান করা হইয়া থাকে। অধিকসংখ্য ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই তাঁহারা তুষ্ট হন। এ অংশে মিসনরি বিদ্যালয়ও সমধিক সৌভাগ্যশালী নহেন। সেখানে বাইবেল পাঠ হয় বটে, কিন্তু তাহা ছাত্রগণের চরিত্র সংশোধন বিষয়ে তাদৃশ উপযোগী হয় না। কোন ছাত্র গৃহে অথবা বিদ্যালয়ে কিরূপ আচরণ করিল; বাইবলের উপদেশানুসারে চলিল কি না, মিসনরি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা অথবা শিক্ষকগণ কি এ সকলের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? এ সকলের অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কি ছাত্রের ধর্ম্মনীতিতে ব্যুৎপত্তি জন্মিবার অথবা চরিত্র

দোষ সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা আছে? উক্ত বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদিগের গৃহে বাইবলের উপদেশানুরূপ আচরণ হওয়াও সম্ভাবিত নয়। তাঁহারা বিদ্যালয়ে যে ধর্ম্মের অনুসারী উপদেশ শ্রবণ করেন, গৃহে গিয়া তাহার বিপরীত ধর্ম্মানুসারী আচরণ দেখেন। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণেরও কেবল বাইবল পাঠনাতে দৃষ্টি, ছাত্রেরা তাহার উপদেশানুরূপ আচরণ করে কি না, সে বিষয়ে দৃষ্টি নাই। কেবল কি শুক পক্ষীর ন্যায় গুটীকত বাইবলের বাক্য শিখিলেই চরিতার্থতা লাভ হয়?

যে প্রণালীতে শিক্ষা করিলে সম্পূর্ণ রূপে কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা আছে, কি গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের কি মিসনরি বিদ্যালয়ের কোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরাই তদনুসরণ করেন না। সে প্রণালী এই, বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত উপদেশ দানের নিয়ম করিতে হইবে। ছাত্রেরা কি গৃহ কি বিদ্যালয় কোথায় কিরূপ ব্যবহার করিল, শিক্ষকদিগের তদ্বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পাঠ না হইলে শিক্ষকেরা এখন যেমন ছাত্রদিগের দণ্ডবিধান করেন, চরিত্র দোষ দর্শন করিলে তখন তেমনি দণ্ডবিধান করিবেন। যত দিন এই নিয়ম না হইতেছে তত দিন কি গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয় কি মিসনরি বিদ্যালয় কোনস্থানেরই শিক্ষাপ্রণালী সাঙ্গ হইতেছে না। সকল বিষয়েরই বাল্যাবধি অভ্যাস চাই, অভ্যাস ব্যতিরেকে দৃঢ়তা জন্মে না। সে অভ্যাস কোথায়? যাঁহারা মিসনরি বিদ্যালয়ের অথবা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের দুই চারি জন সচ্চরিত্র ছাত্রকে প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া তত্তৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রমাণ করিবার চেষ্টা পান, তাঁহারা ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। দুই চারি জনের সচ্চরিত্রতা দ্বারা শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রমাণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

সর চারলস উড একদিন হ,উস অব কমন্সে কহিয়াছিলেন যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থলে প্রবর্ত্তিত করা যায়, ভারতবর্ষের যথার্থ মঙ্গল হইতে পারে। সর চারলস উডের এবম্বিধ উদার চেষ্টার সম্বাদ শ্রবণ করিয়া দুটী কারণে আমাদিগের অকৃত্রিম আনন্দ জন্মিতেছে। এক, এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতবর্ষের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে। দ্বিতীয়, এই প্রথা প্রবর্ত্তন যুক্তি ও ন্যায়ানুসারে নিতান্ত আবশ্যক। এতদিনের পর এই প্রথার গুণ সর চারলস উডের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকাতে দেশের যে মহোপকার লাভ হইয়াছে, একথা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষ কালে অনেক প্রধান ব্যক্তি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উল্লিখিত প্রকার বন্দোবস্ত করিবার অনুরোধ করেন। মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন বন্দোবস্তের নিয়ম থাকিলে কৃষক ও জমীদারের ভূমির প্রতি যথার্থ মায়া জন্মে না। করবৃদ্ধির ভয়ে অনেকে ভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিমুখ হয়।

আমরা চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের সপক্ষতা করিতেছি বটে, কিন্তু আমরা বঙ্গদেশের বন্দোবস্তের সপক্ষ নহি। এবন্দোবস্তের একটি মহৎ দোষ আছে। এতদ্দ্বারা জমীদারদিগেরই হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কৃষকদিগের স্বত্ব ও অধিকারের বিষয়ে তাদৃশ যত্ন করা হয় নাই। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা পূর্ব্বে একবার প্রমাণ করিয়াছিলাম, কৃষকেরাই ভূমির যথার্থ অধিকারী। জমীদার ও রাজার কেবল করের সহিত সম্বন্ধ। বঙ্গদেশের ভূমির যেরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহাতে জমীদারদিগেরই ভূস্বামিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। লার্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণমেণ্টকে ভূমির অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অনুধাবন করিয়া দেখিলে নৈসর্গিক নিয়ম ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারে রাজা ভূমির প্রকৃত স্বামী নহেন। উক্ত লার্ড কৃষকদিগকে উপেক্ষা করিয়া যদি জমীদারদিগের হস্তে সর্ব্বস্ব প্রভুতা প্রদান না করিতেন, তিনি ভূমির প্রকৃত স্বামীর আবিষ্করণে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতাম। তিনি যদি জমীদারদিগের হস্তে যথেচ্ছ ক্ষমতা না দিয়া কৃষকদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেন, নীল প্রধান প্রদেশের কৃষকদিগের দুঃসহ দুর্দ্দশা কি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত? নীলকরদিগের সহিত তত্রত্য প্রজাগণের করঘটিত বিবাদ লইয়া গবর্ণমেণ্টকে এত কষ্ট পাইতে হইবে কেন? এই বিবাদের মীমাংসার্থ সাধারণের টাকাই বা নষ্ট হইবে কেন? কিন্তু সর চারলস উড যে প্রকার বন্দোবস্তের সঙ্কল্প করিয়াছেন; তাহাতে এদোষের পরিহার সম্ভাবনা আছে। তিনি জমীদারদিগকে মধ্যবর্ত্তী না করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার মনোরথ করিয়াছেন। এই বন্দোবস্ত এককালে সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করা হইবে না। সময়ে সময়ে যে সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক চিরস্থায়িরূপে কর ধার্য্য করা হইবে। পূর্ব্বকার নিয়মানুসারে সকল স্থলে কিছু এককালে বন্দোবস্ত হয় নাই, অতএব নূতন বন্দোবস্ত সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে প্রায় ৩০ বৎসর লাগিবে।

সর চারলস উডের প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্ট সভার আদৃত ও গৃহীত হইয়া বিধিবদ্ধ হইলে নিম্ন লিখিত কয়েকটি মহান্ উপ

কার লাভ হইবে। প্রথম, কৃষকেরা ভূস্বামী হইলে তাহাদিগের ভূমিতে মমতা জন্মিবে; সুতরাং তাহারা প্রাণপণে আপন আপন ভূমির উন্নতি-সাধন চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়, তাহাদিগের স্বাধীনতা ও সৌভাগ্য লাভ। তৃতীয়, তাহাদিগের স্বাধীনতা ও সৌভাগ্যলাভ হইলেই তন্মূলক ভারতবর্ষের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিলাভ হইবে। চতুর্থ, এক্ষণে নীলকর জমীদারদিগের সহিত কৃষকদিগের নিত্য বিরোধ থাকাতে তাহার মীমাংসার্থ গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া যে অর্থব্যয় ও কষ্টস্বীকার করিতে হইতেছে, তাহার অনেক লাঘব হইবে। পঞ্চম, এক্ষণে উল্লিখিত বিরোধমূলক ভারতবর্ষে যে মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি স্রোত প্রবাহিত দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক অংশে রুদ্ধ হইবে। ষষ্ঠ, যদি মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির ন্যূনতা ও তন্মূলক মকদ্দমার হ্রাস হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিচারকার্য্যে অর্থব্যয় কমিয়া যায়, ভারতবর্ষের অর্থসচ্ছল হইবার আর একটী উপায় হইবে। ফলতঃ লর্ড চারল্‌স উডের প্রস্তাবিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতবর্ষের রাজনীতি, সমাজ, রাজস্ব প্রভৃতি বহুতর বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গললাভ হইবে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে আমাদিগের আর একটী বক্তব্য আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশসকলেও উল্লিখিত বন্দোবস্ত হইতে চলিল, এখন বঙ্গদেশের উপায় কি? বঙ্গদেশে বর্ত্তমান বন্দোবস্ত থাকিলে ত মঙ্গল নাই। কিন্তু অত্রত্য জমীদারদিগকে ভূস্বামিত্ব হইতে বঞ্চিত করাও সাধ্যায়ত্ত নয়। তাহা করিতে গেলে অত্যাচারির কার্য্য করা হইবে। লার্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ অব্দে যে প্রথম বন্দোবস্ত করেন, তাহার পর অনেক পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক জমীদারী অনেকসংখ্য লোকের অনেকবার হস্তান্তর হইয়াছে, তাহাতে অনেকের অনেক অর্থব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহাদিগকে সেই সেই জমীদারী হইতে ভ্রষ্ট করিতে গেলে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। সভ্য গবর্ণমেণ্ট কি এরূপ করিতে পারেন? তদ্ভিন্ন, গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ আর একটী অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। তবে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ করা কর্ত্তব্য? গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা জমীদারদিগকে লওয়াইয়া কৃষকদিগের নিজ নিজ জোতের ভূমিতে অল্প হারে মৌরসীপাট্টা দেওয়ান। জমীদারদিগের এপ্রস্তাবে অসম্মত হইবার কারণ নাই। এ বন্দোবস্ত করিলে তাঁহাদিগের ভূমি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরতা গুণ সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের কাহারও যদি ভূমির উপরে নিজে কিছু করিবার ইচ্ছা থাকে, পতিত ভূমি বিক্রয় হইবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা ক্রয় অথবা অরণ্যময় ভূমির আবাদ করুন। মৌরসী বন্দোবস্ত না থাকিলে প্রজারা ভূমিতে স্থায়িরূপে কিছু করিতে চাহে না। তাহার কারণ এই; সেরূপ কিছু করিলে জমীদারদিগের চোখ টাটিয়া উঠে। আমরা এক দিন স্বকর্ণে শুনিলাম, কোন জমীদারের এক গমস্তাকে এক প্রজা কহিতেছে, "আমি ২০ বৎসর যে ভূমিতে বাস করিতেছি, তহাতে ২। ৪ টী গাছ বসাইয়াছি বলিয়া তোমরা খাজনা বাড়াইতে চাহিতেছ, আমি যে আওলাত করিয়াছি তাহার কিছু মূল্য দাও উঠিয়া যাইব।" জমীদারেরা স্বার্থপরতা বশতঃ প্রজাদিগের কষ্ট ও হিতাহিত বুঝিতে পারেন না।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। সাহিত্য মুক্তাবলী। শান্তিপুরস্থ ইংরাজি বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামি প্রণীত। সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণ হইতে ইহা বাঙ্গলায় সংগৃহীত হইয়াছে।

২। রামায়ণসার সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]দেব পাল রামায়ণের সার সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গলায় প্রণয়ন করিয়াছেন।

৩। ভামিনীবিলাস। সংস্কৃত গ্রন্থ। কলিকাতা সংস্কৃত পাঠশালার অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ তর্করত্ন ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। ইহার দুরূহ অংশ ও শব্দ সকলের ব্যখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৪। বঙ্গদেশের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস ভাদুড়ী প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে এতৎ প্রণয়ন করিয়াছেন।

৫। প্রচলিত জাতিভেদ শাস্ত্র এবং যুক্তি সম্মত কি না। ইহা হিতসঞ্চারিণী সভা হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। জাতিভেদ শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত নহে, এতৎ প্রতিপাদনই এতৎ প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৬। মন্মথ কাব্য। তারাচরণ দাস প্রণীত। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত সংশোধন করিয়া ইহার মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

প্রাপ্ত।

গুরুধরা।

"গাদা কি কখন ঘোড়া হয়?"

এই শিরোনাম দিয়া গত ১২ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে গুরু মহাশয়দিগকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা বিষয়ক যে একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ক সম্পূর্ণ সংবাদ প্রদান করাই অদ্যকার এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব পাঠশালার গুরুমহাশয় ও ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দিবার জন্য [illegible] টাকা প্রদান করিয়া যান [illegible] শিক্ষা সং[illegible] কার্য্যের অধ্যক্ষেরা যাহাতে ঐ টাকা দ্বারা গুরুমহাশয়দিগকে শিক্ষিত করিয়া লওয়া হয়, তাহার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। প্রায় এক বৎসর গত হইল, উড্রো সাহেব কতকগুলি গুরু মহাশয়কে ৫ টাকা বৃত্তি দিয়া হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগের কৃতপাঠশালায় ১২ টাকা বেতনে এক এক নর্ম্মাল ছাত্রকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, উড্রো সাহেব ও

প্রথা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন; কিন্তু এ রহস্য কাহার কাছে নিবেদন করি!

গত বৎসর উড্রো সাহেবের সরকুলার অনুসারে ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা গুরুধরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যেমন পল্টনের বেগারের নিমিত্ত বহির্গত সিপাহীকে দেখিলে কুলী-লোক ভীত হয়, সেইরূপ গুরুমহাশয়েরা ভীত ও লুক্কায়িত হইল, অনেক স্থলে এরূপ জনরব উঠিল যে গবর্ণমেণ্ট গুরু মহাশয় দিগকে লইয়া গিয়া কুলী বা ভারবাহী পশুর কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন! সুতরাং প্রায় কোন ডেপুটী ইনস্পেক্টরই নর্ম্মালে গুরু পাঠাইতে সমর্থ হইলেন না, কেবল বর্দ্ধমানের সুযোগ্য ডেপুটী বাবু অনেক যত্ন করিয়া প্রায় ৮।১০টী গুরুকে নর্ম্মালে প্রেরণ করিয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। কিন্তু একণে বিশেষরূপে অবগত হওয়া গিয়াছে যে ঐ সকল গুরুর মধ্যে ২।১ জন ব্যতিরেকে প্রায় কেহই বাস্তবিক গুরু নহে, কাহারও পাঠশালা ছিল না; ডেপুটি বাবু প্রলোভন, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা গ্রামের অপর লোককে বশীভূত করিয়া ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহাই উড্রো সাহেবের কৃতার্থতা লাভ!!

সম্প্রতি উক্ত বিষয়ের জন্য যেরূপ প্রস্তাব হইতেছে, পাঠক বর্গ তাহাও অবগত হউন। এবৎসর গবর্ণমেণ্ট উক্তরূপ কার্য্যের নিমিত্ত ত্রিশ হাজার টাকা দিবার সংকল্প করিয়াছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষেরা প্রস্তাব করিতেছেন যে ঐ টাকা দ্বারা বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর ও ঢাকায় এক একটি নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত করা যাইবে। যাহারা বাস্তবিক গুরুমহাশয় ছিল বা যাহারা গুরুমহাশয় হইতে অভিলাষ করে, তাহারা ৫ টাকা বৃত্তিসহ ঐ নর্ম্মালে আসিয়া এক বৎসরের জন্য অধ্যয়ন করিবে, যাহারা সার্টিফিকেট প্রাপ্তি পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া গুরুমহাশয়ের কার্য্যে ব্যাপৃত হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মাসিক এক টাকা প্রদান করিবেন।। প্যাখের ব্যয় সমেত মাসিক ১০০ শত টাকা বেতনে যে দুই জন সব ডেপুটি ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা ঐ সকল পাঠশালার তত্ত্বাবধান করিয়া যে সকল ছাত্র ও গুরুমহাশয়দিগকে উত্তম দেখিবেন তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে কিছুং পারিতোষিক প্রদান করিবেন। একণে পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন যে উড্রো সাহেবের কৃতার্থতা লাভের সহিত এই কার্য্যের কল্যের কতদুর ত রতম্য থাকিবে!

ফলতঃ এবিষয়ে আমাদের গবর্ণমেণ্টকে তাদৃশ দোষ দিতে পারা যায় না, কারণ তাঁহারা টাকা দিতে নিতান্ত কাতর হইতেছেন না, কিন্তু শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষেরা স্বহস্তে সর্ব্বস্ব প্রভুতা পাইয়া ঐ টাকা অমরা দে ব্যয় করিতেছেন। এইরূপ অনর্থক টাকা নষ্ট করিবার দৃষ্টান্তস্বরূপ সেদিনকার প্রস্তাবে যে মেডলিকট সাহেবের ইনস্পেক্টরি পদে নিয়োগ এবং তাঁহার বাঙ্গালায় অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত এক জন বাঙ্গালিকে তাঁহার সহকারী করার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় ভাল হয় নাই, কারণ ইহা অগ্রে স্বতঃসিদ্ধবৎ ধরিয়া লইতে হইবে যে বাঙ্গালিরা সহস্র বুদ্ধিমান ও সহস্র কৃতবিদ্য হইলেও ইনস্পেক্টরি প্রভৃতি বড় বড় পদ কখনই তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না, স্বজাতি পালন ধর্ম্মানুরে যে উহা ইউরোপীয়দিগকেই দিতে হইবে, ইহা গবর্ণমেণ্টের এক প্রকার স্থির সংকল্প আছে দেখা যাইতেছে। যদি তাহাই হয় তবে মেডলিকটকে ইনস্পেক্টরী দেওয়া অন্যায় হইয়াছে বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তন্মধ্যে আশ্চর্য্য এবং দুঃখের বিষয় এই যে অপরাপর ইনস্পেক্টর সাহেবেরাও বাঙ্গালায় পারদর্শিতা বিষয়ে মেডলিকটের তুল্যকক্ষ হইবেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য স্থানে ইনস্পেক্টরদিগের বাঙ্গলা জানার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই, কেবল মেডলিকট সাহেব বাঙ্গলা জানেন না সুতরাং তদ্দ্বারা সমুদায় সুনির্ব্বাহ হইতে পারিবে না ভাবিয়া এক জন কৃতবিদ্য বাঙ্গালিকে তাঁহার সহকারী করিয়া দিয়াছেন।। যাহা হউক "ঘুড়ি ঠিক হইলেই ভাল হয়; যদিই কোন কারণ বশতঃ তাহা না হয় তবে উহার একটি লাঙ্গুল যোজনা করিয়া দেওয়া উচিত," ইহা যে এত দিনের পর গবর্ণমেণ্টের বোধ হইয়াছে সেও আমাদের এক প্রকার শুভ সূচক বলিতে হইবে!

পরিশেষে আর একটী কথা লিখিয়া প্রস্তাব সমাপন করা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেরূপ প্রযত্ন পাইতেছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি; কিন্তু আমরা বাঙ্গালী, আমরা এদেশের অবস্থা বিশেষরূপ জানি, আমরা নিশ্চয় বলিতেছি, তাঁহারা ঐ কার্য্য সংসাধনের জন্য যে প্রথা অবলম্বন করিতেছেন তাহা কখনই কার্য্যকারিণী হইবে না। যদি এই কার্য্য উত্তম রূপে সংসাধন করিতে তাঁহাদের বাস্তবিক অভিপ্রায় থাকে তবে তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাব সকল পরিত্যাগ করিয়া সাহায্যদান প্রথাকেই সংশোধন করুন অর্থাৎ একণে এই রূপ নিয়ম আছে যে ছাত্র দত্ত বেতন বাদে লোকেরা যত টাকা দিবেন গবর্ণমেণ্ট তত টাকা সাহায্য দিবেন, ছাত্র দত্ত বেতন লোকেল সবস্ক্রিপসন রূপে পরিগণিত হইবে না।। গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম রহিত করিয়া ছাত্র দত্ত বেতম যত হইবে তাহাই লোকেল সবস্ক্রিপসন বিবেচনা করিয়া তত টাকা সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করুন। ঐ বেতন সকল সময়ে সমান থাকে না থাকে তজ্জন্য সম্পাদকদিগকে নিয়মিত টাকা দিবার অঙ্গীকার করাইয়া লউন। গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় প্রায় সর্ব্বত্রই ৫ টাকা বেতন উঠিয়া থাকে, যদিও কোন স্থানে না উঠে তাহা হইলে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই ৫ টাকা করাইয়া লইতে পারা যায়। যাহা হউক, যেখানে ৫ টাকা বেতন উঠে গবর্ণমেণ্ট তথায় ৫ টাকা সাহায্যদান করুন। ১০ টাকায় এক জন টসামান্য রূপ নর্ম্মাল ছাত্রকে বা নিকটস্থ কোন সাহায্য কৃত বিদ্যালয়ের এক জন কৃতবিদ্য-ছাত্রকে পাঠশালায় নিযুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই রূপ শিক্ষক প্রাপ্তির নিমিত্ত অপর নর্ম্মাল স্কুলে প্রয়োজন নাই বর্দ্ধমান নর্ম্মাল ঘরে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় নিরূপণ করিয়া দিলেই হইতে পারিবে। কিন্তু ঐ সকল ক্ষুদ্র সাহায কৃত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য যে সকল ডেপুটি ইনিসপেক্টর নিয়োজিত থাকিবেন, তাঁহারা সেই সেই গ্রামের ২।১ জন বুদ্ধিমান যুবককে নর্ম্মালে পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন। কারণ গ্রামবাসী কোন ব্যক্তি আপন গ্রামে ১০ টাকা মাসিক পাইলে তাঁহার একপ্রকার চলিতে পারে। এই সকল কার্য্য

সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ইংরেজী ও বাঙ্গালাতে বিশেষ বুৎপত্তিশালী এক জন বাঙ্গালিকে ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালি ভিন্ন ইউরোপীয় দ্বারা এ কার্য্য নির্ব্বাহ করা কেবল আড়ম্বর ও হাস্যাস্পদ মাত্র হইবে ইতি।

লণ্ডন ৩ রা জুলাই ১৮৬২।—

প্রিয়সম্পাদক! লণ্ডনের সমারোহের কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা হয় নাই; পুঞ্জ পুঞ্জ লোক সকল অমোদার্থী হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছে।

ইংলণ্ডেশ্বরী এক্ষণে সুস্থ আছেন, প্রতি দিবস অসবর্ন নিকেতনের নিকটে পদব্রজে বায়ু সেবন করিয়া থাকেন।

স্পেন রাজ্যের অধীশ্বরী এক কন্যাপ্রসব করিয়াছেন।

প্রসিয়ার রাজপুত্রবধূ (বিক্টোরিয়ার দুহিতা) গর্ভবতী হইয়াছেন।

ক্রিষ্টাল পালেসে মহাসমারোহে হাণ্ডেলোৎসব পর্য্যবসিত হইয়াছে; ৪০০০ গায়ক একত্রিত হইয়া হাণ্ডেলের রচিত কতিপয় গান করেন, তাহাতে ১৫০০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৪ ই জুনে জাপান দেশীয় রাজদূতেরা হলাণ্ডের রটরডাম নামক স্থানে উপস্থিত হন, তাঁহারা নিজ ভাষায় লিখিত বহুতর পতাকা নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, জাপানের সহিত হলাণ্ডের বহুদিনাবধি বাণিজ্য থাকাতে অনেক হলাণ্ডর জাপান দেশীয় ভাষা অবগত আছেন।

স্পেন দেশে যুবকা পেরেথ নাম্নী এক ভাড়কাবৎ রাক্ষসী বাস করিত, গত বিংশতি বর্ষ যাবৎ সে স্পেনের অন্তর্গত গালিসিয়া প্রদেশের পক্ষে মহাভীতি স্বরূপ ছিল; কতকগুলা অনুচরের সহিত সে নানা স্থানে ডাকাইতি করিত এবং কোন পথিক তাহার হস্তে পড়িলে আর ত্রাণ পাইত না; সে যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুর হৃদয়া। এবং বহুকাল ব্যাপিয়া রাজ্যের ব্যবস্থাকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিতেছিল; সংপ্রতি সে ধৃত হইয়াছে।

মিসর দেশের অধিপতি এখানে নানা কুলীনের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতেছেন।

ফরাশীশ ব্যবস্থাপকসমাজে শকট ঘোটকাদির উপর টাক্স লইয়া এক গোলযোগ উপস্থিত হয়; উক্ত বিষয়ক বিল সংশোধিত হইয়া গ্রাহ্য হইয়াছে।

ওয়ালাচিয়া রাজ্যের মন্ত্রিসমাজের সভাপতি কাটার্গি সংপ্রতি নিহত হইয়াছেন।

আমেরিকায় ফেয়র্ ওক্স্ নামক স্থানে অল্প দিবস পূর্ব্বে এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে কন্‌ফেডরেটদের পক্ষে ৮৯০ হত, ৩৬২৭ আহত, এবং ১২২২ জন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইয়াছে। কন্‌ফেডরেট্‌রা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে।

আমি পূর্ব্বকার এক পত্রে লিখিয়াছিলাম যে খৃষ্টীয়ধর্ম্মের রাজসিদ্ধ মতের বিরুদ্ধমত প্রচার করাতে ডক্‌টর উইলিএম্‌স্ এবং উইল্‌সন্ সাহেবের নামে ধর্ম্ম সমাজে অভিযোগ উপস্থিত হয়; উক্ত বিষয় লইয়া এখানে মহান্ আন্দোলন হইয়াছিল। উইলিএম্‌স্ ও উইল্‌সন্ উভয়েই চর্চ্চ-অব-ইংলণ্ডের পাদরি; তাঁহারা চর্চ্চের মত প্রচারার্থ বেতন গ্রহণ করিতেছিলেন; অথচ তাঁহারা যথেচ্ছ রূপে বাইবলের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। বিচার দ্বারা উভয়ে নির্দ্দোষ হইয়াছেন; অতএব বোধ হইতেছে যে চর্চ্চ অব-ইংলণ্ডের দোহাই দিয়া এক্ষণে লোকে বিনা কলঙ্কে যথেচ্ছ মত অবলম্বন করিতে পারিবে। অনেক ইংরেজ যে এই রূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কথিত হইয়াছে যে রুসিয়া ও প্রসিয়া অবিলম্বে ইটালির স্বাধীনত্ব স্বীকার করিবেন।

গারিবাল্‌ডি কাপ্রেরা দ্বীপে স্বীয় ভবনে প্রতিগমন করিয়াছেন।

বেল্‌জিয়মের রাজা রোগ ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন।

কানেডা প্রদেশে বৃষ্টির অভাব হেতু লোকে কষ্ট ভোগ করিতেছে।

ইস্তাম্বুল নগরে ৫০০ শত গৃহ ও পণ্যশালা দগ্ধ হইয়াছে।

দিল্লীর নিকটে যমুনা উত্তরণের নিমিত্ত মাঞ্চেষ্টর নগরে এক প্রকাণ্ড লৌহ সেতু নির্ম্মিত হইতেছে; তদ্দ্বারা বাষ্পীয় রথ ও সামান্য শকটাদি গমন করিতে পারিবে। উহার খিলানের সংখ্যা ১২; প্রত্যেকে ২১৬ ফীট দীর্ঘ; একাদশটি স্তম্ভের প্রসারের সহিত ঐ দীর্ঘতাকে একত্রিত করিলে, সেতুর দীর্ঘতা সর্ব্বশুদ্ধ এক পাদক্রোশের অতিরিক্ত হইবে।

অবগতি হইল যে ভারতবর্ষ হইতে ১৮৬১ শকে ১৩৯৮৫ ব্যক্তি মরীচ উপদ্বীপে গমন করিয়াছে; স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা ৩৩৩।

আমেরিকার পিরু প্রদেশে এক ভূমিকম্প হইয়াছে।

মন্তেগ্রিনেরা মুস্তাফা পাশা দ্বারা যুদ্ধে বারম্বার পরাভব স্বীকার করিয়াছে।

লণ্ডনের পথের জনতা নিবারণার্থ ভূমির মধ্য দিয়া রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছিল; উহা আগামী আগষ্ট মাসে খুলিবার কথা নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু এক ভয়ানক ব্যাপার দ্বারা উক্ত ব্যাপার কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থগিত হইয়াছে। ফ্লীট্ ডিব্ নামক স্থানে কয়েক দিবস পূর্ব্বে রেলওয়ের বাঁধ হইতে শব্দ নির্গত হয়; উহা শ্রবণ মাত্র কার্য্যকরেরা ভূমির নিম্ন ভাগ হইতে পলায়ন করে; তদনন্তর এক ৮॥ ফীট গভীর, ৩০ ফীট উচ্চ, এবং ২০০ হস্ত দীর্ঘ ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত হইয়া রেলওয়ের উপর পতিত হইয়াছে, [illegible] ভূমির অভ্যন্তরস্থ বর্ত্মের সর্ব্বাংশ জলে একেবারে পূর্ণ হইয়াছে।

অন্য কোন তাদৃশ প্রয়োজনীয় সংবাদ উপলব্ধ হইতেছে না; আমারও ইংলণ্ডে অবস্থিতি শেষ হইয়া আসিয়াছে; অচিরাৎ এদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিব; কিন্তু ভরসা করি, যে সোমপ্রকাশের লণ্ডনীয় পত্র যেন এই পর্য্যন্ত চিরকালের নিমিত্ত শেষ না হয়। আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পাঁচ মাস যাবৎ আপনাকে পত্র লিখিয়াছি; কোন ক্রমেই উচিত মত করিয়া লিখিতে পারি নাই; আমার লিপি সকল সুতরাং অশেষ দোষের আধার স্বরূপ হইয়াছে; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভরসাযোগ্য যে আমার অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনার সহৃদয় পাঠকেরা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ভবিষ্যতে অন্য কোন ব্যক্তি সমধিক অবকাশ লাভ করিয়া যথোচিত রূপে আপনার পাঠকদের আনন্দ দায়ক হইবেন। লোক ভয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ অস্মদ্দেশীয় লোক যে ইংলণ্ডে আগমন করিবেন, তাহার সম্যক লক্ষণ প্রতীত হইতেছে। এই দেশে আসি। ইংরেজদের সহবাস করা ভারতবর্ষীয়দিগের মঙ্গলোন্নতির এক প্রধান উপায়। যাঁহাদের বয়স অনধিক, যাঁহাদের অর্থ সংগতি আছে, যাঁহারা কৃতবিদ্য, তাঁহাদের অকিঞ্চিৎকর লোক ভয় পরিত্যাগ করিয়া এই মনোহর গন্ধর্ব্বরাজ্যতুল্য দ্বীপে জীবনের কিয়দংশ ক্ষেপ করা উচিত। ভদ্র ব্যবহার করিলে অর্থাৎ অভদ্র ব্যবহার না করিলে ইংরেজদের নিকটে আদরের ত্রুটি নাই। আমি দ্বাদশমাসের মধ্যে অদ্ভুত চরিত্র লোক সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি; জীবন যে অসার পদার্থ নহে, তাহা ঈদৃশ চরিত্র সকল অধ্যয়ন করিলে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। আমি স্বদেশাভিমুখে যাইতেছি, অথচ অতি দুঃখে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতেছি; বলিতে কি, এখানকার দেশ যেমন শীতল, এখানকার লোকের হৃদয় ততোধিক উষ্ণ। সচ্চরিত্র ব্যক্তির এদেশে আসিতে কোন ভয় নাই। লোকাপবাদ ভয় কেবল আমাদের যত অনর্থের মূল। আপনি, সম্পাদক মহাশয়! আমার সহিত একমত হউন আর না হউন, আমাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে দিবেন যে কত দিন আর প্রবৃদ্ধ ব্যক্তি বালকের, দৃষ্টি যুক্ত ব্যক্তি অন্ধের, পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খের পথ অবলম্বন করিয়া চলিবেন? এরূপ পথে চলিয়া আমরা কেবল চিরকাল পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ আছি। অতএব বালিশতা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের এককালে মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত ইতি।

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্তস্য।

গত ১লা ইংলণ্ডেশ্বরীর দ্বিতীয়া দুহিতার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২১এ শ্রাবণ সোমবার।

শ্রীহট্টের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট আবলা, মোক্তার ও অর্থি প্রত্যর্থিগণকে কটুবাক্য কহেন সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন, তাহাতে তত্রত্য লোকেরা তাঁহার নামে লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের নিকটে নালীশ করিয়াছেন। জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সিবিলিয়ান ত? আবেদন কারীরা তবে অরণ্যে রোদন করেন কেন?

শ্রীহট্টের সদর আমীনকে তত্রত্য জজ পদচ্যুত করিয়াছেন। সদর আমীন " জজের অনেক গোপনীয় কথা প্রকাশ " করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। জজ ভাইয়ের ভাই নাকি?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক খানি পত্রে দৃষ্ট হইল কয়েক জন ফিরিঙ্গি শিক্ষকতা কর্ম্মের প্রার্থনায় তত্রত্য সাধারণ শিক্ষা কার্য্যের ডিরেকটরের নিকটে আবেদন করেন। রিড সাহেব তাঁহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি তাহার এই কারণ প্রদর্শন করেন যে তাঁহাদিগের " সামাজিক পদ নাই " বোধ হয় এ সম্বাদটী সত্য নয়, সত্য হইলেত এখানকার অনেকে মারা যান।

২৪ পরগণার জজ লাটোর সাহেব (যিনি কিছু দিনের জন্য প্রধানতম বিচারালয়ের বিচার পতি হইবেন কথা ছিল) পীড়া বশতঃ ছয় মাসের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। অযোধ্যার ক্যাম্বেল সাহেব অথবা মেদিনীপুরের রসেল সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে নিয়োজিত হইবেন।

বাবু রাখালদাস হালদার (ইনি কিছু দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন) গত শনিবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইনি যোগ্য ব্যক্তি, ইহার একটী যোগ্য পদ লাভ হইলেই আমাদিগের অতিশয় আনন্দের বিষয় হয়।

ইংলিসমান বলেন, প্রিন্স অব ওয়েলসের এদেশে আগমন করা উচিত নহে, তাহা হইলে তাঁহার লেয়ার্ড ও রসেল সাহেব প্রভৃতির ন্যায় সংস্কার হইবে। হাঁ! শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের কার্য্য প্রণালী সকলে জানিতে পারেন সেটি ভাল নয়! সিংহ ব্যাঘ্রাদি রাত্রি ও অন্ধকারই ভাল বাসে!

ঢাকা প্রকাশ বলেন, তত্রত্য বিখ্যাত জমীদার পোগস সাহেব একটী চাঁদা করিতেছেন। তত্রত্য কালেজের কয়েক জন কৃতবিদ্যছাত্রকে সিবিলসর্ব্বিসের পরীক্ষার্থে ইংলণ্ডে পাঠাইবার নিমিত্ত মূল ধন সংগ্রহ করাই ইহার উদ্দেশ্য। পোগস সাহেব ঢাকার অনেক কল্যাণসাধন করিয়াছেন। তত্রত্য লোকেরা এবিষয়ে তাঁহার সবিশেষ সহায়তা করেন এই আমাদিগের অনুরোধ।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন কাছাড়ের ভূমি জরিপ আরম্ভ হইয়াছে। নীলপ্রধান প্রদেশের ভূমি সকল কবে জরিপ হইবে?

হিন্দুপেট্রিয়ট প্রধানতম বিচারালয়ের একটি অন্যায় আজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সম্প্রতি টেবর ও মর্গাণ সাহেব এক মোকদ্দমায় স্থির করিতেছেন, জমীদারের নায়েব ও গমস্তারা মৌরসি পাট্টা দিতে পারিবেন। এরূপ নিয়ম হইলে কেবল যে জমীদারেরাই বিপদাপন্ন হইবেন এরূপ নহে, ভারতবর্ষে জালকারিতা ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতির আর একটি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া হইবে।

শ্যাম দেশ হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত একটি রেইলওয়ে করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

বেয়ার বন্দরে কয়েদিদিগের বিষয়ে এক রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ২,২০২ কয়েদি আছে। ইহার মধ্যে ১৮৩৬ জন পুরুষ ও ১৪৫ টি স্ত্রীলোক আছে স্ত্রীলোকেরা প্রায় বিবাহিতা। অনেকে বিবাহ করিতে ইচ্ছু, যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহারা স্বতন্ত্র বাস করিয়া স্বাধীন হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। তথায় অধিকসংখ্য স্ত্রীলোক প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। অনেকে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে অতি জঘন্য অবস্থায় কালক্ষেপণ করিতেছে; তাহারা পুনর্ব্বার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইবে সন্দেহ নাই। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট মারুরিয়ার উপনিবেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার এক জন পত্র প্রেরক বলেন, টমাস নামক এক ব্যক্তি ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্থাপন ছল করিয়া লণ্ডনে চাঁদা করিতেছে। এই প্রবঞ্চক এক বার না কারারুদ্ধ হইয়াছিল?

পুনা অবজারবর বলেন, আমেদাবাদের কালেক্টর কাতিওয়ারের রেসিডেণ্ট হইবেন। ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট তত্রত্য নবাবকে অপমা-

ন করিয়াছিলেন, বলিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নবাবের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। দেখিতেছি সর বার্টল ফ্রিয়ারও উর্দ্ধাধিকারিদিগের অপ্রিয় হইলেন!

ব্রহ্মদেশীয় তিনটি বালক ডবটন কালেজে পাঠ করিতেন। ব্রহ্মদেশের রাজা তাঁহাদিগকে প্রেরণ করেন। বালকত্রয় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এ দিকে রাজা তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এমন স্থলে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য যেন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণাপরাধে বালকেরা নিপীড়িত না হন।

গত শনিবার সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের আজ্ঞা ক্রমে কিনার সাহেব ডগলাস সাহেব ও সুপ্রিম কোর্টের অন্য অন্য কর্ম্মচারির দোষের বিষয় প্রকাশ করেন। কর্ম্মচারিরা উৎকোচ গ্রহণ করেন কি না তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই। ডগলাস সাহেব আসিলে তাহা জানা যাইবে। কিন্তু অনেক সময় অর্থিপ্রত্যর্থি দিগের বৃথা বিলম্ব ও কষ্ট হয় তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স উকীল বার্টো সাহেবকে দুর্ব্যবহারের নিমিত্ত তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি কিনারকে ৮০ টাকার স্থানে ১০০০ টাকা ব্যয় করান। উকিল দিগের পাওনা আর কিসে?

গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে নিম্ন লিখিত টাকা জমা আছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের	৫,৮৪,৫৮,৪২০
বঙ্গদেশীয় ঐ	,২০৫,২৬,৭৮০
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের	৩,২৮,০৩,৯৫৬
পঞ্জাবের	১,১২ ১৫,২৩৭
বোম্বাইয়ের	৩,৪৩,০৮,৫৩৮
মধ্যভারতবর্ষের	৬১,৫৯,৭৮১
দাক্ষিণাত্যের	২৩,৯০,৩৪৯
মান্দ্রাজের	৩,০৭,৩২,৪৬৫
মোট	১৯৬৫৯৫২।২

নিম্ন লিখিত গবর্ণমেণ্টের নোট প্রচলিত হইয়াছে।

কলিকাতা	২,৪৩,০০,০০০
বোম্বাই	১,৫২,০০,০০০
মান্দ্রাজ	৩১,০০,০০০
মোট	৪,২৬,০০,০০০

আমরা রাইয়ট্‌স ফ্রেণ্ড (প্রজাদিগের বন্ধু) নামে এক খানি নূতন সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এদেশীয় কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইহা প্রচার করিয়াছেন। ইহার প্রস্তাবগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহা মফস্বলে প্রকাশিত হইলে অধিকতর উপকারের নিমিত্ত হইত।

২৮এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

আমরা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী জৌগ্রাম হইতে একখানি প্রেরিত পত্র পাইয়াছি, তাহাতে লিখিত হইয়াছে "শুনিলাম, পল্লীগ্রামে দারোগার পদ একবারেই উঠিয়া গেল। দুই তিনটী পুলিষ লইয়া এক এক জন ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারই আজ্ঞানুসারে পুলিষ সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক। কিরূপ ব্যক্তি যে ঐপদে নিযুক্ত হইবেন আমরা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। জৌগ্রামনিবাসী কোন আধুনিক ধনীর পুত্রকে পূর্ব্বোক্ত পদের উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিয়া গবর্ণমেণ্টে একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া অবধি যে কিরূপ দুঃসহ দুঃখ অনুভব করিতেছি লিখিয়া কি জানাইব। তিনি যদি সচ্চরিত্র, সাধুশীল অথবা কোন প্রকার সদ্গুণ সম্পন্ন হইতেন তাহা হইলে এরূপ কথা মুখে আনা দূরে থাকুক, অন্তঃকরণেও স্থান প্রদান করিতাম না।" পত্র প্রেরকেরা এত ভীত হইয়াছেন কেন? গ্রামস্থেরা একবাক্য থাকিলে কাহারও অন্যায় করিয়া কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

মফস্বলাইট বলেন, মিরাট হইতে ওলাউঠা অন্তর্হিত হইয়াছে।

ইংলিসম্যানের এক জন পত্রপ্রেরক লেঙ সাহেবের হিসাবের ভুল প্রসঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন "তিনি (লেঙ সাহেব) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে ভুলাইয়া গবর্ণমেণ্টের কাগজের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। কোন বণিকসমাজ আপনাদিগের অংশ বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে যদি মিথ্যা আয় প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে কি আইন অনুসারে তাঁহাদিগের দণ্ডের কথার উল্লেখ করা হইত না? লেঙ সাহেব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কহিয়াছেন একথা বলা অতিশয় অন্যায়।

উক্ত পত্রের পরিসস্থ সংবাদ দাতা বলেন, শিল্পপ্রদর্শন গৃহে ফ্রান্সের বস্ত্র, চীনা বাসন প্রভৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। অনেক কল ও বিলাস দ্রব্যে ফরাশীরা প্রধানত্ব লাভ করিয়াছেন। বিলাস দ্রব্যে ফ্রান্স অদ্বিতীয়।

কর্ণেল ডেবিডসনের পদে একজন সিবিলিয়ান নিযুক্ত হইবেন কথা হইতেছে। সৈনিক পুরুষেরা শাসন ও দৌত্য কার্য্যের অনুপযুক্ত, তাহা ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে।

রুশীয়ার লোকেরা ক্রমশঃ আপনাদিগের স্বত্ব ও অধিকার প্রার্থনায় সাহসী হইতেছেন। তত্রত্য সংবাদ পত্র সকল, কর্ম্মচারিরা, সেনাপতিগণ পর্য্যন্ত জাতিসাধারণতন্ত্র ও স্বাধীন শাসন প্রণালী প্রয়াসী হইয়াছেন। নিপীড়িত পোলাণ্ডেও সুশাসন প্রণালীস্থাপনের অনুরোধ করা হইতেছে। সম্রাটের ভ্রাতা কনষ্টাণ্টাইন স্বাধীন দলে পক্ষপাতী হইয়াছেন। রুশীয়ার অনেক স্থলে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। হঠাৎ অনেক স্থানে অগ্নিসংযোগ হইতেছে তন্নিমিত্ত তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়াছেন। লোকে সভা ও বিদ্বান হইলে কোন্ গবর্ণমেণ্টের [illegible] যথেচ্ছাচার করেন?

দিল্লীগেজেট বলেন ১২ই আগষ্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সদর নিজামতে রাওসাহেবের মোকদ্দমা হইবে।

এরূপ জনশ্রুতি লার্ড ক্যানিংয়ের দ্বিতীয় পুত্র লার্ড কানিঙের সম্পত্তির সহিত [illegible] দীয় উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। [illegible] ন বিলুপ্ত না হয় ইহা [illegible]

টেলিগ্রাফে [illegible] সাহেব সর চারলস উডের [illegible] এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] সর্ব্বসাধারণ লোকে সর চারলস উডের [illegible] করিয়াছেন।

উড়িষ্যার নরবলি ও বালিকা হত্যা নিবারণের জন্য যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া দিয়া এই কার্য্য তত্রত্য পু-

লিসের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতি বৎসর ৬১০০০ টাকা বাঁচিবে।

রাণীগঞ্জের বারুদখানায় অগ্নি লাগিয়া তাহা উড়িয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও প্রাণ বিনাশ হয় নাই।

বিদ্রোহিদিগের দৌরাত্ম্য কবে যাইবে? সংবাদ আসিয়াছে গোয়ালিয়ার ও ভুপালে পূর্ব্বকার অনেক বিদ্রোহী দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে। পুনর্ব্বার এক ঘোষণা পত্রদ্বারা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিলে বোধ হয় এই দৌরাত্ম্য দূর হইতে পারে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক খানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, নবেম্বর মাসে গবর্ণর জেনেরল, প্রধান সেনাপতি ও তত্রত্য লেপ্টনন্ট গবর্ণর আগরায় মিলিত হইয়া মধ্য ভারতবর্ষে গমন করিবেন। ইহার কারণ জানা যায় নাই। ১লা নবেম্বর গবর্ণর জেনেরল কাশীপর্য্যন্ত রেইলওয়ে খুলিবেন।

আমরা দুঃখিত হইলাম, বাঙ্গালী পত্র পুনর্ব্বার বাল্য বিবাহের সপক্ষতা করিয়াছেন। এক্ষণে এ সকল কুপ্রথায় অনুমোদন করা এক প্রকার তর্কশক্তি প্রদর্শন মাত্র।

২৯ এ শ্রাবণ বুধবার।

বোম্বাই নগরে মালব দেশীয় অহিফেনের বাক্স ১৬০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। বোধ করি এক অহিফেনে আমাদিগের অকুলান দূর করিবে।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন, রাউলাণ্ড মণি সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি স্বরূপ ভারতবর্ষীয় সভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

উক্ত পত্র জ্ঞাত হইয়াছেন, হারিসন সাহেব শীঘ্র ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গ দেশের ডেপুটি আডিটর ও আকাউণ্টাণ্ট জেনরল হইবেন।

পরিদর্শক বলেন গত কল্য শিয়ালদহের ষ্টেসনে (পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়ে) এক ব্যক্তি ছাদে টিন বসাইতেছিল এমত সময়ে সে ভূমিতে পতিত হয়। তাহাকে তদ্দণ্ডে মেডিকালকালেজে প্রেরণ করা হইল কিন্তু কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

আউয়ার পেপর বলেন, সিন্ধুদেশে এ বৎসর ৬,৬০০ বিঘা নীল হইয়াছে। গত বৎসর ৬৪১৭ বিঘায় এই চারা করা হয়। নীলের নামে আমাদিগের ঘৃণা ও ভয়ের উদয় হয়।

সিন্ধুদেশে নিম্ন লিখিত ভূমির কর আদায় হইয়াছে।

	১৮৬০।৬১	১৮৬১।৬২
করাচি	৫,০৩,০৯৩	৫,৪৪,০০০
হায়দরাবাদ	৯,৫৬,০৪৭	৯,৯২২৭৩
সিকারপুর	১২,৭৭,৫৫৪	১৫৪২,৩১৬
উত্তর সিন্ধু	৯৯,৮৭৯	১,১৬,৯২৫
পারকর	১,০৯,৫৭২	১,৫৫,০২৬
মোট	২৯,৪৬১৪৫	৩৩,২০,৫৬০

খাল খনন প্রভৃতি দ্বারা ভূমির শস্য বৃদ্ধি হওয়াতে এই কর বৃদ্ধি হইয়াছে।

নীল গিরিতে চা আরম্ভ হইয়াছে। আরাকাণের চা কোন কোন অংশে আসামের চা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে আমাদিগের জমীদারেরা চার চাষ করেন না কেন?

পুনা অবজারবর বলেন, ইংলণ্ড হইতে রাজস্ব বিষয়ের মন্ত্রী আসাতে আমাদিগের কেবল ক্ষতি ও কষ্ট হইতেছে। উইলসন সাহেব এক ভয়ানক কর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন লেঙ্ সাহেবও আমাদিগের কষ্ট দূর করিতে পারিলেন না। একথা বড় মিথ্যা নয়।

গত সপ্তাহে টেলিগ্রাফে সংবাদ আইসে আমেরিকার গবর্ণমেন্টের প্রধান সেনাপতি মাকিলন পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কল্য ইংলিসমান এক টেলিগ্রাফ পাইয়াছেন, এ সংবাদ মিথ্যা। মাকিলন রিচমণ্ডে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়াছেন। সভাপতি লিঙ্কলন তাঁহার শিবির দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রথমেই আমাদিগের এই সংবাদে অবিশ্বাস হইয়াছিল। দেড় লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে এপর্য্যন্ত কোন সেনাপতি আত্ম সমর্পণ করেন নাই।

বহুবাজারের এক জন সম্ভ্রান্ত সূত্রধর তাঁহার বিধবা কন্যার বিবাহ দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমরা কোন কারণ বশতঃ এক্ষণে তাঁহার নামোল্লেখ করিলাম না। অনেক সূত্রধর এবিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

মেডিকালকালেজের একটি ছাত্র এই যুবতী বিধবার পাণি গ্রহণ করিবেন।

৩০এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

গবর্ণমেণ্ট সিয়ারশাহের কবর সংস্কারের জন্য এক লক্ষ টাকা দিতেছেন। এই কবরটী সাসিরামের একটি পুষ্করিণীর মধ্যে দ্বীপের ন্যায় স্থাপিত। তাজমহল ও যমুনামসিদও উত্তম অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য।

সিন্ধু দেশে এ বৎসর ৫০০০০ বস্তা তুলা হইয়াছে। তত্রত্য সংবাদ পত্র বলেন, আগামী বর্ষে ইহার তিন গুণ তুলা জন্মিবে। একটি আহ্লাদের বিষয় এই যে এই বাণিজ্য দেশবাসীদিগের হস্তেই আছে। সকল বিষয়ে এই প্রকার হইলেই ভাল হয়।

মক্কায় এক্ষণে নানাবিধ ভবিষ্যৎ বাণী হইতেছে। এক জন মোল্লা বলিয়াছেন মহম্মদ তাঁহাকে স্বপ্নে দিয়াছেন, গেব্রিএল দূত ইমান মদি নামে ১৮৬৩।৬৪ অব্দে অবতীর্ণ হইয়া সমুদায় খৃষ্টীয়ানকে বধ করিবেন। খৃষ্টীয়ানেরা মক্কা লইলেই তাঁহাদিগের উচ্ছেদ হইবে। বিদ্যা মুসলমানদিগের মধ্যে বড় প্রবেশ করিতেছে না। অতএব তাহারা অধিক কাল পর্য্যন্ত এইরূপ স্বপ্ন দেখিবে সন্দেহ নাই।

দিল্লীর ইউরোপীয় সেনা দলে ওলাউঠা হওয়াতে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

চীন দেশের রাজধানী পিকিনে বিদেশীয়েরা স্বেচ্ছামত যাইবার অনুমতি পাইয়াছেন। সম্রাটের পিতৃব্য রাজকুমার কঙের যত্নেই এই সকল হইতেছে। চীন দেশের বিদ্রোহীরা হতবল হইয়াছে। নানকিন শীঘ্র সম্রাটের হস্তে পতিত হইবে। অতএব উক্ত প্রাচীন রাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হইবে তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স বলেন, কাদাপার মাজিষ্ট্রেট এডবরণ সাহেব সম্প্রতি মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্টের নিকট এই বলিয়া প্রস্তাব করেন, এতদ্দেশীয় ধাত্রী ও কবিরাজেরা অজ্ঞতা প্রযুক্ত অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট করেন, অতএব ইহাদগের দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। নিতান্ত পক্ষে ইহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া

আবশ্যক। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে অসম্মত হইয়া তত্রত্য মেডিকাল ইনস্পেক্টর জেনরলকে বৈদ্যদিগকে ইউরোপীয় চিকিৎসা শিখাইবার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে বলিয়াছেন। এদিকে বীডন সাহেব গুরু-মহাশয়দিগকে "পণ্ডিত" করিতেছেন; সর উইলিয়ম ডেনিসন কবিরাজদিগকে দ্বিতীয় সর আসলি কুপার করিবেন। আজি কালি মূর্খদিগেরই মরসুম!!!

ত্রিবঙ্কুরের রাজার এক জন কুটুম্ব এক ব্যক্তিকে হত্যা করিতে আজ্ঞা দেওয়াতে তাঁহার যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। যথার্থ হত্যাকারীর ফাঁশী হইয়াছে। ত্রিবঙ্কুরের রাজা অনেক বিষয়ে শাসনের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের যাবতীয় রেলওয়ে কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের সংবাদ টেলিগ্রাফে পাঠাইতে পারিবেন। পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল আপনাদিগের সংবাদ পাঠাইতে পারিতেন; অন্য অন্য সংবাদ গবর্ণমেন্টের টেলিগ্রাফে পাঠাইবার নিয়ম ছিল। গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কোম্পানির প্রতিযোগিতা হওয়াতে সর্ব্বসাধারণ অল্প ব্যয়ে সংবাদ পাঠাইতে পারিবেন তাহার উপায় হইল।

চীন দেশের বিদ্রোহে গবর্ণমেন্ট যথার্থই হস্তার্পণ করিতেছেন। এক রেজিমেন্ট বেলুচিকে প্রেরণ করা হইতেছে। সর্ব্ব শুদ্ধ চারি রেজিমেন্ট এতদ্দেশীয় সেনা চীন দেশে গমন করিবে। এই ব্যয় শেষে ভারতবর্ষের স্কন্ধে পড়িবে সন্দেহ নাই।

৩১এ শ্রাবণ শুক্রবার।

ইণ্ডিয়ান মিরর ভারতবর্ষীয়দিগের সার্ব্ববিষয়িক ঔদাসীন্যের বিষয়ে আক্ষেপ করিয়াছেন। এ আক্ষেপ নিষ্কারণ নয়।

উক্ত পত্র বলেন, এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক ইংলণ্ড হইতে এক জন বাঙ্গালীকে বঙ্গ ভাষায় পত্র লিখিয়াছেন। শব্দগুলি যথারীতি প্রয়োগ করা হইয়াছে; এবং অক্ষর গুলি প্রায় ছাপার অক্ষরের ন্যায়। সম্পাদক এতদ্দেশীয় রমণীদিগকে এই বিষয়টীকে দৃষ্টিপথে রাখিয়া লেখা পড়ায় মনোযোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। রমণীদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীকে বলাই উচিত ছিল।

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বিদ্রোহীরা সাঙ্ঘে হইতে পলায়ন করিয়াছে। জাপানে এক ব্যক্তি ইংরাজ কন্সলকে বধ করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই অপর দুই ব্যক্তিকে আহত করিয়া নিজে হত হইয়াছে। ষ্টানফোর্ড নামক যে ব্যক্তি অহিফেনের জাল রসিদ করিয়াছিল, তাহার আট বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। রস্তমজীর নামে অদ্যাপিও কোন মকদ্দমা হয় নাই।

কলিকাতার মিউনিসিপল কমিসনরেরা এত দিনের পর জাগরিত হইয়াছেন। গত কল্যের এক্সচেঞ্জ গেজেটে তাঁহারা রাস্তায় জল দিবার কারণে কন্ট্রাক্টারদিগকে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। আপাততঃ পাঁচ খানি গাড়ি হইবে। এখনই আরম্ভ হইবে না কি? বর্ষাকাল রাস্তায় জল দিবার উপযুক্ত সময় বটে!

সর হিউ রোজ কমিসরিএট ডিপার্টমেণ্ট সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কাপ্তেন ফিটজারাল্ড ও সেনা দলের কর্ণেল প্রিষ্টলীকে নিযুক্ত করেন। এই দুই কর্ম্মচারী বিবাদ করাতে কাপ্তেন ফিটজারাল্ড প্রধান সেনাপতিকে গালি দেন; তন্নিমিত্ত তাঁহার পরিবর্ত্তে মেজর রাইটনকে নিয়োজিত করা হইয়াছে।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্যের এক রিপোর্ট করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেটেরা যথানিয়মে কার্য্য করিয়া গবর্ণমেন্টের সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়াছেন। কোন্ বিষয়ে আমাদিগের ত্রুটি আছে। তথাপি আমরা শ্রীশ্রুক্তিকারি দলের মন পাই না।

বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্ক ইনকম টাক্স বাদে অংশীদিগকে শতকরা ৯ টাকা দিয়াছেন। সর চারলস উড লেও সাহেবের বন্দোবস্তে যথার্থই ক্রুদ্ধ হইতে পারেন।

কোচিনে জোসেফ নামক এক জন খৃষ্ট ইউরোপীয় ধৃত হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তি হংকঙের অহিফেনের কুঠি হইতে কয়েক সহস্র টাকা চুরি করিয়া আনিয়াছিল। সে এক দিন এক হোটেলে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া ঐ কথা বলিয়া ফেলে; তাহাতেই তাহাকে ধৃত করা হয়।

অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে সিন্ধু রেইলওয়ে ভগ্ন হইয়াছে।

ফিনিক্স বলেন, প্রিন্স অব ওয়েল্স কোন কারণ বশতঃ এবৎসর ভারতবর্ষে আসিতে পারিলেন না।

বোম্বাইয়ের "জুতা খুলিবার গোলযোগের" বিষয়ে যে কমিসন নিযুক্ত হন, তাঁহারা বলিয়াছেন জুতা খোলা পারসীধর্ম্মের বিপরীত; বিপরীত হইলে হয় কি, এদেশীয়েরা জুতা খুলিয়া ইংরাজদিগের কাছে যাইবেন, আর ইংরাজেরা জুতা পরিয়া এদেশীয়দিগের দরবারে যাইবেন, এইটী করাই দরকার হইয়াছে।

১লা ভাদ্র শনিবার।

দক্ষিণ হেরাল্ড বলেন, শস্যের অত্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে পুনার নিকটবর্ত্তী স্থানে মহাগোলযোগ হইতেছে। জনরব এইরূপ বণিকেরা এক পরামর্শ হইয়া শস্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বোম্বাই নগরে একটি ভয়ানক হত্যা কাণ্ডের বিষয় লিখিয়াছেন। তত্রত্য বিবি জানের গলিতে পিরনামে এক জন মুসলমান বাস করিত, তাহার প্রায় ২০০০টাকার অলঙ্কার ছিল। এক জন আরব তাহার লোভে তাহাকে হত্যা করিয়াছে; হত্যাকারী তৎক্ষণাৎ পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

পুনা নগরে একটি বোর্ডিঙ স্কুল হইয়াছে কলিকাতায় বোর্ডিঙ স্কুলে অধিক ব্যয় লাগে বলিয়া অনেক ছাত্র ইহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯১—৯১।০
৫ টাকার কোম্পানির	৯৩।—৯৩।৵
৫ টাকার ঐ	১০৪।৶—১০৩৸৵
৫ টাকার	১১২—১১২।০

—০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২রা আগষ্ট—লেপ্টনণ্ট ই, ওয়াই, ওয়ালকট আসামের এক জন সহকারী কমিসনর হইবেন।

কাউখালির মুন্সেফ মৌলবী আবদুল মসুর বাকরগঞ্জে ১৮৫৫ অব্দের ১৩ আইনের ১৫০ ধারানুসারে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

৪ঠা আগষ্ট—সব আসিষ্টাণ্ট সরজন শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় [illegible] চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

৫ই আগষ্ট—বাকরগঞ্জের প্রতিনিধি জজ ডব্লিউ, এচ হেণ্ডার্সন সাহেব ১৮২৮ অব্দের ৩ আইন অনুসারে উক্ত জেলায় বিশেষ কমিসনরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। এই ক্ষমতা ১৮৫২ অব্দের ১৫ই [illegible] গেজেটের আজ্ঞানুসারে হইল।

৬ই আগষ্ট—এ, সি, [illegible] সাহেব ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৭ই আগষ্ট—নিম্ন লিখিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরেরা সম্পূর্ণ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় [illegible]
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

বাবু নহিমচরণ পাল নদীয়া।

বাবু বল্লাল ঘোষ নদীয়া।

যশোহর ও ২৪ পরগণা।

বাবু কালিকাদাস দত্ত বি, এ, বি, এল, শ্রীহট্ট।

এস, ডবলিউ, বারবার সাহেব নওয়াখালী।

৮ই আগষ্ট—জি ফিল্ড সাহেব তিতার সব ডেপুটি অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

ডবলিউ, এচ, অরকোয়ার্ট সাহেব সাহাবাদের সব ডেপুটি অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

জি, ব্রাউন সাহেব ত্রিহুতে সব ডেপুটি অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

৯ই আগষ্ট—ই, টি, টেবর সাহেব পরীক্ষা সভার এক জন সভ্য হইবেন।

পি, এ, হম্প্রী সাহেব ময়মনসিংহের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ আলি রঙ্গপুরে বদলী হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। ইহা দ্বারা তাঁহার নদীয়ার নিয়োগ রহিত হইল।

১১ই আগষ্ট—বি, টি, টেলর সাহেব ত্রিপুরায় জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

মৌলবী নসিরুদ্দিন মহম্মদ কিয়দ্দিবসের জন্য হুগলীর অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন হইবেন।

—•—

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহোদয় সন্নিধানেষু।

আপনি জমিদারদিগকে পুরাণপাপী বলিয়াছেন! কি আশ্চর্য্য! দিন দিন কি কলিকাল উপস্থিত হইল! ভদ্রলোকের আর মান থাকা ভার! দুগ্ধের মূল্য টাকায় আধ মণ ছিল; এখন ৭ সের ৮ সের হইয়াছে, একণে বড়মানুষদের ত কোন সুখই নাই, যা ছিল আপন আপন প্রজা ও খাতকের নিকটে, তাহাও ইংরাজ বাহাদুর এক দশ আইন বাহির করিয়া উৎসন্ন করিয়া দিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা আমাদিগকে এখন আর তাদৃশ সম্মান করে না। কতকগুলা নব্য তন্ত্র একত্র হইয়াছে, তাহারা না সন্ধ্যাহ্নিক করে, না পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ করে, আবার আমাদিগের দেবার্চ্চনা সময়ে নৃত্য গীতাদির আলোচনা দেখিয়া দৈবকর্ম্মকে তামসিক বলিয়া উপহাস করে। দিন দিন ম্লেচ্ছ বিদ্যারই উন্নতি দেখা যাইতেছে, ম্লেচ্ছ মত সকল কি ধর্ম্ম বিষয় কি সামাজিক বিষয় কি রাজনীতিবিদ্যা সকল স্থলেই উত্তরোত্তর অধিক আদৃত হইতেছে। এই দেখিয়া শুনিয়া মনে করিলাম, নব্যমতাবলম্বীদিগকে আমাদের বশে রাখা উচিত। সেই জন্য আর বৎসর পৌষ মাসে আমি আপনি যত্ন করিয়া গ্রামে একটা স্কুল করি। তাহাতে আমাকে সকলে প্রেসিডেণ্ট না কি জানি কি একটা নামে দিয়া স্কুলের রক্ষণার্থ সভাপতি করিল। সকলে স্কুলে আপনার সোমপ্রকাশ ও দুই এক খানা ইংরাজি সমাচার পত্র লইতে পরামর্শ দিল; আমি মনে করিলাম এ সকল বিষয়ে সকলকে সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। অতএব আমার এত যে ক্লেশ, তথাপি তাহা স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু দেখিতেছি কিছুতেই লোকের মন উঠে না!

আমরা তোমাদের নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে আমাদিগকে তোমরা পুরাণপাপী বল? আমরা কি স্কুল করি নাই, আমরা কি ডিস্পেন্সরী করি নাই, না আমরা কি করি নাই? রাজা, প্রজা, গ্রামস্থ, ভিন্ন গ্রামস্থ, সকল পক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাই, তবু কাহারও প্রিয়পাত্র হই না। কি কলির প্রভাব! যাহা হউক, তোমরা সকলে একত্র মিলিয়া আমাদিগের নিন্দা করিতে বসিয়াছ, আমরাও চেষ্টা পাইব; যাহাতে তোমাদিগের দর্প চূর্ণ হয়। পুরাণপাপী! কি? খাতক ও প্রজা লইয়া কাজ করিতে হইলে, কাহার না সময়ে সময়ে দণ্ডবিধান করিতে হয়? সংসার ধর্ম্ম করিতে গেলে, বিষয় আশয় রক্ষা করিতে গেলে, কাহার না কোন্ সময়ে দুই একখানা কাগজ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। প্রজা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হইলে তাহাকে কি উপায়ে শাসন করা যাইতে পারে? তাহাকে মারিলে হইবে না, তাহাকে চূণের গুদামে পুরিয়া রাখিলে হইবে না, তাহার গরু বাছুর হাল কোদাল ভিটামাটী সমুদয় বিক্রয় করিয়া লও, কিছুতেই সে শাসিত হয় না, এরূপস্থলে তাহার পরিবারের উপর দৌরাত্ম্য না করিলে সে শাসিত হয় না। তাহা বলিয়া কি আমরা সর্ব্বদাই এইরূপ করি? তাহা নয়; মর্ম্মান্তিকের সময় আছে; আর অল্প দণ্ডের সময় আছে। ভূস্বামী যে ব্যক্তি হয় তাহার সকল বিচার করিয়া ও সাবধান হইয়া কাজ করিতে হয়। বিচারে কখন কাহারও লঘু দণ্ড হয়, কাহারও বা গুরু দণ্ড হয়। আর প্রজার পরিবারাদির উপর জমিদারদিগের দৌরাত্ম্যের কথা লইয়া তোমরা যে আন্দোলন কর, সে সমুদয় অলীক। শতকে দুই পাঁচটা কখন ঘটে। আবার হিংস্র লোক অনেক আছে; ইহারা তিলকে তাল করিয়া তুলে। তোমরাই ত যত নষ্টের মূল! এই তুমি সোমপ্রকাশ কাগজ ছাপাইতেছ, তুমি কোথায় আমাদিগের অবলম্বিত দোল দুর্গোৎসবাদির সুখ্যাতি লিখিয়া আমাদিগের যশোরাশি দিগ্‌দিগন্তর ব্যাপী করিবে, তাহা না করিয়া কি কতগুলা অলীক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া কেবল নিন্দাতেই রত আছ। পুরাণপাপী জমিদার? কি আশ্চর্য্য! রাজা যুধিষ্ঠির যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশপূর্ব্বক এক রাজসূয় করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন তাহা কি জান না? না তোমরা শাস্ত্র মান না? জমিদারেরা দোল করিতেছে, দুর্গোৎসব করিতেছে, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছে, দান ধ্যান করিতেছে, বার্ষিক বৃত্তি দিতেছে, এতদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানেও কি কখন সামান্য প্রজাপীড়ন জনিত পাপ তাহাদিগের শরীরে আশ্রয় করিতে পারে? আপনার গুণ আপনি গাইতে নাই। যদি কখন এ অকিঞ্চনের বাটীতে পায়ের ধূলা পড়িত, তাহা হইলে জানিতে পারিতেন আমার আলয়ে পাপ প্রবেশ করিবার পথ পান না। জানি না নায়েবেরা অজ্ঞাতে কি করে; কিন্তু বাটীর ঈশানকোণে যে নবরত্ন প্রতিষ্ঠা করা গিয়াছে ও তন্মধ্যে যে জাগ্রৎ সাক্ষাৎ ভগবতী বিরাজ করিতেছেন; আমি শত নরহত্যা ও শত কুলকামিনীর সতীত্ব নষ্ট করিলেও আমার বাটীতে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। ফল কি জানেন? সংসার মায়ামাত্র। কাহার শরীর, কাহার পাপ, কাহার পুণ্য এ সকলই মিথ্যা। তবে বিষয় আশয় থাকিলে শাসনের জন্য কতক গুলা লোক জন রাখিতে হয়; দশ জন প্রতিপালন হয় সেও ভাল, আর খাজনাটা পত্রটা আদায় করে। তবে আপনি নিজ হস্তে শাসন করা দোষ। চাকর বাকর কি করে, না করে, তাহার তত্ত্ব আমরা সর্ব্বদা রাখিতে পারি না। আপন আপন সাংসারিক ও ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত।

শুনিয়াছি আপনি না কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম আপনকার নাম ফর্দ্দে নাই। এবৎসর আগামী শারদীয় মহাপূজা সময়ে শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিব। পত্রের দ্বারা যতদূর সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাহা মধ্যে মধ্যে হইবে। কিন্তু আমাদিগের বৃথা নিন্দাবাদাদি করিবেন না ইতি।

১৯ শ্রাবণ ১২৬৯।

—•—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ রায় ফরিদপুর
১২৬৯। ১৫ই আষাঢ় হইতে ১৫ই পৌষ
পর্য্যন্ত কোং ৫ টাকা

" হিতলাল মিশ্র জমীদার মানকর
১২৬৯ চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ১০ ঐ

" অমৃতলাল মিত্র কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

" শ্যামাচরণ ভট্ট বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

" যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় নদীয়া
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

" অভয়চরণ রায় শ্রীহট্ট
১২৬৯ চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ১০ ঐ

" রামকুমার মহাশান্ত কলিকাতা
১২৬৯ ভাদ্র অবধি মাঘ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

" শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী পাবনা
১২৬৯ আষাঢ় অবধি অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" [illegible] মজ্জনিবিনাশ [illegible] সুনিমহতী ন [illegible] । "

৪ ভাগ । ৪১ সংখ্যা । — সন ১২৬৯ । ১০ ভাদ্র । ইং ১৮৬২ । ২৫ আগষ্ট । — মাসিক মূল্য ১ টাকা । বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রের-
ণের নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোম-
প্রকাশ প্রেরণ করা যায় না । ইহার বার্ষিক
মূল্য ডাকমাসুলসমেত ১০ এবং ষাণ্মাসিক
৫ টাকা নিরূপিত আছে । ছয় মাসের ন্যূনে
অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না । মফস্বলের
যদি কোন ব্যক্তির সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা
হয়, তিনি অগ্রিম মূল্য সহিত পত্র লিখিলেই
পাইতে পারিবেন ।

—০—

বিজ্ঞাপন ।

মুগ্ধবোধব্যাকরণ ।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ দেবনাগর অক্ষরে
মুদ্রিত হইয়া পটলডাঙ্গা কালেজের নিকটে
হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের দোকানে বিক্রয়
হইতেছে । মূল্য ৷৷৹ বার আনা ।

বিজ্ঞাপন ।

বাসবদত্তা ।

৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃত পদ্য বাস
বদত্তা আবশ্যক হইয়াছে । যিনি আমাকে
উহার এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন
তাঁহাকে ৫ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা
যাইবেক ইতি ।

তাং ২৫ শ্রাবণ সন ১২৬৯ সাল

শ্রীরামদাস সেন
সাং বহরমপুর

বিজ্ঞাপন ।

বাঙ্গলা সকুলেটিং গ্রন্থালয় ও সমাচার
এবং সাময়িক পত্রিকা পাঠগৃহ ।

যাঁহারা হাওলাত করিয়া বাঙ্গলা গ্রন্থ পাঠ
করিতে মানস করেন তাঁহারা নিম্ন লিখিত
নিয়ম সকলে সম্মত হইয়া আমাদিগের চাঁদা
পুস্তকে স্বাক্ষর করিলে পুস্তকাদি হাওলাত
দেওয়া যাইবেক ।

১ম । গ্রাহকগণকে প্রতি গ্রন্থে আট আ-
নার হিসাবে প্রতি মাসে চাঁদা দিতে হইবেক,
এবং তাহা মাসের প্রথমে দিতে হইবেক,
এক মাসের ন্যূন মূল্য গ্রহণ করা যাইবে-
ক না ।

২য় । এক মাসের অধিক কেহ কোন গ্রন্থ
রাখিলে তাঁহাকে তাহার মূল্য দিতে হই-
বেক ।

৩য় । যিনি যে অবস্থায় পুস্তক লইয়া
যাইবেন, তাঁহাকে সেই অবস্থায় ফেরত দি-
তে হইবেক, তাহার অন্যথা করিলে পুস্তকের
মূল্য দিতে হইবেক ।

৪র্থ । অপরিচিত ব্যক্তিকে পুস্তকের মূল্য
জমা রাখিতে হইবে, অথবা এক জন পরি-
চিত ব্যক্তিকে জামিন দিতে হইবেক । তাহা
হইলে তাঁহাকে পুস্তক হাওলাত দেওয়া যাই-
বেক ।

৫ম । সমাচার ও সাময়িক পত্রিকা সকল
আমাদিগের গ্রন্থালয়ে আসিয়া পাঠ করিলে
কোন মূল্যই লাগিবেক না ।

শ্রীগুপ্ত [illegible]
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি
কলেজ ষ্ট্রীট নং ৮৬ ।

সোমপ্রকাশ ।

—০—

১০ই ভাদ্র সোমবার ।

জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম বিধান প্রার্থনা ।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর
চন্দ্র ঘোষাল (যিনি পূর্ব্বে শান্তিপুরে ছি
লেন, এক্ষণে বনগ্রামে আছেন) আমা
দিগের মতজিজ্ঞাসু হইয়া আমাদিগের
নিকটে একখানি মুদ্রিত আবেদন পত্র ও
একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য পাঠাইয়া দি
য়াছেন । আমাদিগের মত এই সোমপ্রকা
শে প্রকটিত হইল, পাঠকগণের সহিত তিনি
অনুগ্রহ করিয়া দর্শন করিবেন ।

ঐ আবেদনের মর্ম্ম এই, হিন্দুশাস্ত্রানু
সারে স্থাবর বিষয়ের বহুধা বিভাগের
নিয়ম থাকাতে এদেশের প্রাচীন ও প্র
ধান ধনিবংশ সকল ক্রমে ক্রমে [illegible]
হইয়াছে ও হইতেছে, অতএব [illegible]
কালে যাহাতে এরূপ না হয়, তাহার এক
টী উপায় করা কর্ত্তব্য । সে উপায় [illegible],
স্থাবর বিষয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ না হইয়া
জ্যেষ্ঠই সমুদায় স্থাবর বিষয়ের অধিকারী
হন ।

এরূপ একটী নিয়ম হওয়া যে [illegible]
আবশ্যক, তাহা আমরা গত [illegible]
(১২৬৮ সালের) ১৩ই মাঘের সোমপ্র
কাশে বিস্তারিতরূপে প্রতিপাদন করিয়া
ছি । পরিদর্শক ইহার প্রতিকূল [illegible]
অবলম্বন করাতে ঐ বর্ষের ২৯এ [illegible]
সোমপ্রকাশেও ইহার পুনরান্দোলন হয় ।
যাঁহারা সেই সেই পত্র ফাইল হইতে বাহি
র করিয়া দেখিবার ক্লেশ স্বীকারে পরাঙ্মুখ
হইবেন, অথবা যাঁহাদিগের হস্তে সেই
সেই পত্র নাই, তাঁহাদিগের সুবিধার নিমি

ত্ত ১৫ই মাঘের সোমপ্রকাশের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"এদেশে তুল্যরূপে বিষয় বিভাগ ব্যবস্থা যখন এত অনিষ্টের মূল হইল, তখন এই প্রথাটী উঠাইয়া দিয়া এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে, জ্যেষ্ঠ জমিদারী প্রভৃতি বৃহদায়ত স্থাবর বিষয়ের অধিকারী হইবেন, কনিষ্ঠ তাহার অংশ পাইবেন না। কনিষ্ঠেরা অস্থাবর বিষয় সকল অংশ করিয়া লইবেন, এবং স্থাবর বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যথাযোগ্য পেন্সন পাইবেন। এরূপ করিলে বৃহৎ বৃহৎ ভূম্যধিকার নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া তাহার যে বিলোপ হইতেছিল, তাহার নিবারণ হইবে এবং বৃহদ্বয়ব ভূসম্পত্তির অধিকারিরা প্রভুভক্ত থাকিলে বিদ্রোহাদিরূপ দুর্ঘটনারও সম্ভাবনা অল্প হইবে। যেদেশের ভূমিসম্পত্তি অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত দৃষ্ট হয়, তত্রত্য কৃষকগণকে সদা দুরবস্থাগ্রস্ত ও গবর্ণমেন্টকে সদা বিদ্রোহ শঙ্কায় আকুল হইয়া কাল যাপন করিতে হয়। ফ্রান্সে এইপ্রথা থাকাতে তথায় বৃহৎ জমীদারি নাই, সুতরাং ইউরোপের অন্য অন্য দেশের অপেক্ষা ঐ দেশে সর্ব্বদা বিদ্রোহাদি উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। গবর্ণর জেনেরল বিদ্রোহের পর যখন অযোধ্যার তালুকদারদিগকে এই নিয়মে সনন্দ দেন যে, তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরাই পৈতৃক স্থাবর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবেন, তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম ক্রমশঃ এই প্রথা ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে প্রচলিত হইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, লার্ড কানিঙ সম্প্রতি উল্লিখিত তালুকদারদিগকে এই অনুমতি দিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে এক অথবা অধিক উত্তরাধিকারী করিতে পারিবেন।

বিষয় সমান রূপে বিভক্ত করিবার প্রথা থাকাতে ক্রমশঃ দেশের প্রধানতম ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকসংখ্যা অল্প হইয়া যাইতেছে, এবং সদা রাজবিপ্লব ঘটিবার আশঙ্কা আছে, এতাবন্মাত্র অনিষ্ট নয় উহা ধনিসন্তানদিগের বিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি শিক্ষার একটী প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে। তাঁহারা জীবনোপায়পর্য্যাপ্ত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইবেন মনে করিয়া অলস হইয়া পড়েন। অলসের বিদ্যাশিক্ষা যেমন দুরূহ, কুকার্য্য শিক্ষা সেরূপ নহে। তাঁহারা অতি সহজেই কুক্রিয়ায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। অপর, তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যাহারা কেবল কৃষিজীবী, তাহাদিগকে সদা নানা প্রভুর অধীনস্থ হইয়া নানা প্রকারে হৃতসর্ব্বস্ব হইতে ও নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

আমরা উপরে যে বিধি বিধানের কথা কহিলাম, তাহা বিধিবদ্ধ হইলে কেবল যে দেশের ধনী ও ভূম্যধিকারিদিগের সংখ্যাহ্রাস নিবারিত হইবে এরূপ নহে, ধনিবংশের কনিষ্ঠ সন্তানেরা অতুল ঐশ্বর্য্যের সমান অংশী হইতে না পারিলে বিদ্যাভ্যাসে যত্নবান হইবেন উহাদিগের দ্বারা মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইবে। লার্ড জন রসেল একজন প্রধান ডিউকের সন্তান হইয়াও বহুদিবস পর্য্যন্ত মধ্যম শ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত হউস অব কমন্সে প্রবিষ্ট হইয়া সাধারণ লোকের স্বত্বরক্ষার্থ সংগ্রাম করিয়াছেন। ধনিবংশীয় কনিষ্ঠ সন্তানেরা এই প্রকারে আত্মহিত, পরহিত ও রাজহিত, এই ত্রিবিধ হিত সাধনে সমর্থ হইবেন। অন্যের অন্যের অপেক্ষা গবর্ণমেন্টেরই অধিকতর উপকার লাভ হইবে। স্বদেশহিতৈষিতা, কৃতজ্ঞতা, রাজভক্তি ও স্বার্থ এই চারিটী একত্র হইলে জমীদারেরা কখনই বিদ্রোহানুরাগী হইবেন না। বিশেষতঃ পুরুষানুক্রমে যে বংশ এক গবর্ণমেন্টের সাহায্য করিয়া আসিবেন, তাঁহাদিগের কখনই অন্য গবর্ণমেন্টের প্রতি পক্ষপাতী হইবার প্রবৃত্তি জন্মিবে না।"

ঈশ্বর বাবু আইনের যে পাণ্ডুলেখ্যটী করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের যে কিছু বক্তব্য আছে, তাহাও এস্থলে ব্যক্ত করা যাইতেছে। প্রথম, ঈশ্বর বাবু প্রস্তাবিত আইনটীকে লোকের ঐচ্ছিক করিতে কহিয়াছেন। কিন্তু যে দেশের অধিকাংশ লোকের হৃদয় কুসংস্কার কণ্টকে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তথায় ঐচ্ছিক আইন করা আর না করা সমান। ঐচ্ছিক আইন হইলে এদেশের কয় জন লোক ঐ আইনের ফলভোগে উন্মুখ হইবেন? উহাকে আজ্ঞাসিদ্ধ (কম্পাল্সরি) করিতে হইবে, তবে কাজ হইবে। ঈশ্বর বাবু এ দেশের শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘনের যে শঙ্কা করিয়াছেন, আইন ঐচ্ছিক হইলে তদ্দোষাপাতের যে রূপ সম্ভাবনা, আজ্ঞাসিদ্ধ হইলেও সেইরূপ সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দৈব কিম্বা রাজ ও তাহা হইতে কি কি অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, এস্থলে তদ্বিষয়েরও বিবেচনা করা আবশ্যক। শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করিলে দুটী অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এক, যাঁহাদিগের শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগের শাস্ত্রলঙ্ঘনজন্য প্রত্যবায় জন্মিবে। দ্বিতীয়, লোকবিদ্বেষ। গবর্ণমেন্ট যদি এদেশের শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করেন, এদেশের লোকেরা গবর্ণমেন্টের বিদ্বেষী হইবেন।

প্রথমোক্ত দোষের বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানবিধায়ক যে সমস্ত শাস্ত্র আছে, তল্লঙ্ঘন করিলে যেরূপ প্রত্যবায় জন্মে, পৈতৃকধনের অধিকার নিয়ামক শাস্ত্র লঙ্ঘন করিলে সেরূপ হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যুক্তি ধরিয়া বিবেচনা করিলে অণুমাত্র প্রত্যবায় জন্মে, এরূপ বোধ হয় না। লোকের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়াই পাপপুণ্যের বিবেচনা। যে প্রস্তাব হইতেছে, তাহাতে লোকের ইষ্ট বিনা অনিষ্ট নাই। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে পাপ সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ পিতা যদি যাবতীয় বিষয় এক ব্যক্তিকে দিয়া ফেলেন, তাহা অশাস্ত্রীয় হয় না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, উল্লিখিত পাপাশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। আ

মরা দ্বিতীয় অনিষ্ট নিবারণের একটা উপায় কহিয়া দিতেছি, তদনুসরণ করিলে কোন বিঘ্ন জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এবিষয়ের নিমিত্ত একটী সভা করিয়া যাবতীয় জমীদার ও তালুকদার প্রভৃতিকে তথায় নিমন্ত্রণ করা হউক, তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করুন। এইরূপে কার্য্য করিয়া যদি উহা বিধিবদ্ধ করা হয়, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের শাস্ত্রসিদ্ধ আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া অনুচিত কর্ম্ম করিলেন বলিয়া লোকের বিদ্বেষ জন্মিবার যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা সহজেই নিরাকৃত হইবে। সকলের সম্মতি লইয়া কাজ করিলে তাহাতে বিদ্বেষ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? এতদ্দ্বারা আর একটী মহোপকার লাভ হইবে। ইংলণ্ডের লোকেরা যাহার বলে রাজত্ব সম্বন্ধে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের প্রজার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান রূপ সেই স্বত্ব অনায়াসে অমাদিগের হস্তগত হইবে।

দ্বিতীয়, প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তি তাহার পিতার মৃত্যুর পর যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, সে আপনার পৈতৃক বিষয়ের অর্দ্ধেকের অধিকারী হইবে, অপরার্দ্ধ তাঁহার পিতার আশ্রিত পরিবারদিগের ভরণপোষণার্থ থাকিবে। এবম্বিধ বিধিবিধান এ দেশীয় শাস্ত্র ও যুক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হিন্দুধর্ম্মপরিত্যাগীর পৈতৃক ধনে অধিকার নাই। যুক্তি বিরোধ এই, যে ব্যক্তিকে পৈতৃক ধনে অধিকার দেওয়া হইল, সে সমুদায় ধনের অধিকারী না হয় কেন? অন্য অন্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন দিবার নিয়ম বিধান দ্বারাই চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে।

তৃতীয়, প্রস্তাবিত আইনকে ঐচ্ছিক করিয়া তাহার রেজিষ্টরী ফী প্রভৃতির যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসহ হইতেছে না। উহা দ্বারা অত্যাচারের আর একটী পথ পাতিত করা হইবে।

হাইকোর্টের জজদিগের রায় বাঙ্গলায় অনুবাদ করিবার আবশ্যকতা।

অতি অল্প দিন হইল, সদর ও সুপ্রিম কোর্ট একত্র হইয়া হাইকোর্ট নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এত দিন সদর আদালতে এই নিয়ম ছিল (আজিও উহার পরিবর্ত্ত হয় নাই) জজেরা আপনাদিগের রায় আপনারা ইংরাজীতে লিখিতেন, তাহাদিগের সেই রায় উর্দ্দুতে অনুবাদিত হইয়া মফস্বলের আদালতের গোচরার্থ স্থানে স্থানে প্রেরিত হইত। বাঙ্গলা বিহার প্রভৃতি সমুদায় প্রদেশেই এই নিয়ম তুল্যরূপে অনুসৃত হইত। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ নিয়মটী কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত নহে। বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলা ভাষা চলিত, সেখানে উর্দ্দু ভাষায় কৃত অনুবাদ প্রেরণ! সে কি প্রকার যুক্তি? বাঙ্গলা একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ নহে। ইহাতে চারি কোটি দশ লক্ষ লোকের বাস। সমুদায়ে উনচল্লিশটী জেলা আছে, তন্মধ্যে কেবল বিহার, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, ত্রিহুত, সাহাবাদ ও শারণ এই কয়টী জেলায় হিন্দি ভাষা প্রচলিত আছে। উর্দ্দু ভাষায় জজদিগের রায়ের অনুবাদ ঐ চারি কোটি দশ লক্ষ লোকের কাহার সহজ ও সুবিধার নিমিত্ত হইয়া থাকে? প্রত্যুত উহা লোকের কষ্ট ও অর্থ ক্ষয়ের একটী প্রধান কারণ হইয়া রহিয়াছে। এ দেশের লোকে উর্দ্দু জানেন না, যাঁহার ঐ রায় বুঝিবার প্রয়োজন হয়, তাহাকে তন্নিমিত্ত অর্থ ব্যয়, ক্লেশ ও অন্যের অনুবৃত্তি করিতে হয়। অপর, গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিয়া যে উদ্দেশে ঐ রায়ের অনুবাদ মফস্বলের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহারও ব্যাঘাত জন্মিতেছে। যে ভাষা সকলে না বুঝে, তাহাতে কোন কাজ করিয়া সাধারণ্যে তাহার অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা কি?

সদর আদালত ত শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহা এক্ষণে হাইকোর্টে পরিণত হইয়াছেন। আজিও কি উল্লিখিত অবিমৃষ্যকারিতা দূষিত যুক্তিবিরুদ্ধ নিয়ম অপরিবর্ত্তিত থাকিবে? সদর আদালতের দেহ পরিবর্ত্তের সহিত কি ইহার পরিবর্ত্ত হইবে না? হাইকোর্ট ঐ বিষয়ের পরিবর্ত্ত করিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, সেই অনুরোধ করিবার নিমিত্তই অদ্য আমরা এই প্রস্তাবনা করিয়াছি। হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এ দেশের অনেকগুলি সৌভাগ্যলাভ হইয়াছে, আরো অধিক সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে। ঐ আদালতের এ দেশকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিয়া তুলিবারই চেষ্টা; কিন্তু যে দোষ গুলি ঐ চেষ্টার অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, তৎসংশোধন ব্যতিরেকে উহা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

জজদিগের রায় বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে দুটী মহোপকারলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, সহজে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সাধন হইবে। এ দেশের সকলেই অনায়াসে উল্লিখিত অনুবাদ বোধে সমর্থ হইবেন। দ্বিতীয়, উহা বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের একটী প্রধান উপায় হইবে। যে ভাষা আদালতের ভাষা হয়, অর্থকরী বলিয়া তৎশিক্ষায় লোকের সমধিক যত্ন হইয়া থাকে। এই উদ্দেশেই লার্ড হার্ডিঞ্জ এক শত এক বাঙ্গলা পাঠশালার প্রতিষ্ঠা ও এই প্রতিজ্ঞা করেন, যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত না হইবেন, তাঁহাদিগকে কর্ম্ম দিবেন না। কিন্তু উহা গবর্ণমেণ্টের অন্য অন্য অনেক বিষয়িণী প্রতিজ্ঞার ন্যায় ফল প্রসব করিবার পূর্ব্বেই বিশীর্ণ হইয়া যায়। যে কোন উপায়ে হউক, বা

জন্য তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন যে গবর্ণমেণ্টের একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বোধ হয়, তাহা আমাদিগের রাজপুরুষদিগের অনেকেই স্বীকার করিবেন। উইলিয়ম "দি কঙ্করর" ইংলণ্ডে ইংরাজী ভাষা বিলুপ্ত করিয়া ফরাশী ভাষা প্রচলিত করিবার যে রূপ দুর্ম্মনোরথ করিয়াছিলেন, আমাদিগের রাজপুরুষদিগের মধ্যে সেইরূপ দুর্ম্মনোরথশালী কেহ আছেন, এরূপ আমাদিগের বোধগম্য হয় না; যদি থাকেন, তাঁহারা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প সন্দেহ নাই। এক্ষণে আদালতে যে ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা এক অদ্ভুত ভাষা। ডাক্তরী ঔষধের ন্যায় একাধারে সমুদায় ভাষাই আছে। রত্নাকরের সহিত ঐ ভাষার সাদৃশ্য করিলে বোধ হয় সমধিক সঙ্গত হয়। সংস্কৃত, আরবী, পারসী, বাঙ্গলা ও ইংরাজী, ইহার যে ভাষা উহাতে দেখিতে চাও তাহাই দেখিতে পাইবে। উহা যে কেমন ভাষা, আমাদিগের রাজপুরুষেরা যদি বুঝিতে চান, সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, বহু অনুসন্ধান করিয়াও সাত হাত দীর্ঘ এক খানি রুবকারির মধ্য হইতে সাতটী সমাপিকা ক্রিয়া বাহির করা ভার।

কেহ কেহ একথা কহিতে পারেন, মুঙ্গের প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশে হিন্দী প্রচলিত, অতএব কেবল বাঙ্গলা ভাষায় রায় অনুবাদ করিবার নিয়ম করিলে তাহাদিগের সুবিধা হইবে কেন? ইহার উত্তর স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, হিন্দী ভাষায় রায় অনুবাদ করিবার নিমিত্ত ২। ১ ব্যক্তি নিয়োজিত হউন। কিন্তু ৩৯টি জেলার মধ্যে মুঙ্গের প্রভৃতি সাতটির সুবিধার নিমিত্ত বত্রিশটির অসুবিধা করা যুক্তি সিদ্ধ হয় না। সেই সাতটিতেও উর্দ্দু ভাষা চলিত নহে। এ স্থলে আর একটি [illegible] এই, যদি হিন্দী ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়, [illegible] অক্ষর যেন তাহার অনুবাদ প্রথা আরম্ভ করা হয়। এখন যে উর্দ্দু ভাষা লিখনে পারসী অক্ষর ব্যবহার আছে, তাহা আদরণীয় নহে। পারসী অক্ষর গুলি লিখন পঠনে সহজ নয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কথা তুলিয়া কোন আপত্তি করা এস্থলে যুক্তিসংগত হইতেছে না। আমরা উপরে যে হাইকোর্টের প্রসঙ্গ করিলাম, ইহা বাঙ্গলা দেশেরই; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্বতন্ত্র হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত আছে। তাহা হইলে তথায় সে দেশীয় ভাষা প্রচলিত হইবে। সে অনুরোধে এ হাইকোর্টে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত করিবার বাধা জন্মিতে পারে না।

ভারতবর্ষীয় রমণীগণের দুরবস্থা মোচনের উপায় কি?

আমরা আজি একখানি প্রেরিত পত্র পাঠকগণের গোচর করিতেছি, পাঠ করিলে আমাদিগের ন্যায় পাঠকগণও পরম প্রীতি লাভ করিবেন। ইহা এক জন বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের লিখিত। বোধ হয়, তাঁহাকে অনেকেই জানেন, আমরা তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানি। তাঁহার বাঙ্গলা লিখিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। অনেক পুরুষে যেমন স্ত্রীলোকের নাম দিয়া আপনাদিগের লিখিত পত্র সম্বাদ পত্রে প্রচার করিয়া থাকেন, ইহা সেরূপ নহে। ইহা যথার্থই কোমল কর হইতে বিনির্গত হইয়াছে।

যিনি এই পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার স্বামী ও তাঁহার স্বামীর এক বন্ধু উভয়ে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহার স্বামীর বন্ধু ঐ স্থানের বর্ণন করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখেন। প্রস্তাবিত পত্র খানি তাহারই প্রত্যুত্তর।

মহাশয়ঃ করণেষু—

মহাশয়ের অনুগ্রহ লিপি খানি প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। হায়! লিপি খানি পাঠ করিতে করিতে যে কত অশ্রুপাত হইল, তাহা আর কি লিখিব। মহাশয়! আপনি না যে আনন্দাশ্রু কি বিষাদাশ্রু। আপনারা মুঙ্গেরে গিয়া নানা প্রকার রমণীয় পদার্থ সকল দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিয়াছেন। শিব বাবু! আমরা দেখিতে তো পাইবই না, মনুষ্যের একটা আশা থাকে, তাহাও আমারদের নাই! এ সকল বিষয়ের আশায় মূলোচ্ছেদন আমারদের যে করিয়াছে? ওঃ!!! আর লেখনী চলে না! আমরা এত পরাধীনা যে আশা যাহাকে বলে তাহাও করিতে পারি না, ও প্রকার কোন একটী বিষয়ের আশা করিবা মাত্রই যেন অন্তর হইতে কে বলিয়া উঠে "অবলে! পরাধীনা হইয়া এ প্রকার বৃহৎ বিষয়ের আশাকে মনে স্থান দিও না, যে হেতু তজ্জন্য অধিকতর ক্লেশে ক্লেশিতা হইবা।" হে পিতঃ! আমারদিগকে পিঞ্জরবদ্ধা করিয়া রাখিবার জন্যই কি সৃষ্টি করিয়াছ? মাতঃ! পৃথিবি! তোমার এই দুঃখিনী দুহিতাদিগের প্রতি সদয় হইয়া কিঞ্চিৎ নিভৃত স্থান প্রদান কর, আমরা তথায় গিয়া অবস্থিতি করি; এ যন্ত্রণা আর [illegible] হয় না, নিতান্তই অসহ্য হইয়াছে। হে পরম ন্যায়বান করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর! আমাদিগকে এ অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে ত্বরায় উদ্ধার কর। পিতঃ! আমারদের মনের যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে, এ পৃথিবীতে তাদৃক মনুষ্য একটীও নাই (আমার এইপ্রকার সংস্কার) যদিও তুমি মনের অবস্থা সমস্তই অবগত আছ, তথাপি না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি না, অতএব তোমার নিকটে কিছু কাল রোদন করিয়া মনের যন্ত্রণাকে কিঞ্চিৎ লঘু করিবার মনস্থ করিয়াছি, ইহা ব্যতীত [illegible] অন্য উপায় নাই। পিতঃ! না হয় তোমার কিঙ্কর মৃত্যুকে শীঘ্র প্রেরণ কর, আমারদিগকে এ ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার উপায় তিনি জানেন।

শিব বাবু! [illegible] একটী কবিতা [illegible] শেষে লিখিত [illegible] করা [illegible]

দেশীয় কোন রমণী রচিত হইত, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই বলিতেন যে "অসুখের শেষ এই হতভাগা দেশে নারীকুলে জন্ম গ্রহণকরা।" মহাশয়! এক এক বার মনে হয় যে পড়িতে শিখিয়াছিলাম কেন, যদি পড়িতে না পারিতাম তাহা হইলে নানা স্থানের বৃত্তান্ত জানিতেও পারিতাম না, জানিবার ইচ্ছাও হইত না; মন একপ্রকার পশুর ন্যায় হইয়া থাকিত কোন ক্লেশই অনুভব করিতে পারিতাম না; ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবার ক্ষমতা যাহাদের নাই ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া বোধ না জন্মান তাহাদের পক্ষে কত সুখকর বিবেচনা করিয়া দেখুন। মহাশয়! আমাদের ন্যায় দুঃখী লোক অন্য কেহ কি আছে? যদি থাকে তবে লিখিবেন, তাহাদের সহিত তুলনা করিয়া যদি কিছু সুস্থ হইতে পারি। আমি কি লিখিতেছি অন্যের ক্লেশ অনুসন্ধান করিবেন? কি দুঃখের বিষয়! অন্যের ক্লেশ জানিতে পারিয়া কি স্বীয় ক্লেশ রাশিকে লঘুবোধ করিতে পারিব? না, তাহা কখনই পারিব না, তাহা জানিয়া কেবল উপস্থিত ক্লেশ সমূহকে দ্বিগুণতর করিয়া তুলিব! অতএব মন [illegible]ত উতলা হইও না, বিবেচনা করিয়া দেখ এ যন্ত্রণা যাবজ্জীবন ভোগ করিতেই হইবেক, তবে বিলাপ করিয়া কেন যন্ত্রণা বাড়াও, তুমি কি জান না যে যাঁহার নিকট বিলাপ করিতেছ তিনি এই হতভাগা দেশের পুরুষ জাতি! তিনি তোমার দুঃখে দুঃখিত হইবেন, তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলে? স্ত্রী জাতির দুঃখে যদি তাঁহারা দুঃখিত হইতেন, তবে হত ভাগিনীদের এত কষ্টভোগ করিতে হইত না। তাঁহারা দুঃখিত হইবেন কেন? তাঁহাদের চাকরাণীর কাজ, [illegible] কাজ অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারা আমাদের দুঃখমোচনের চেষ্টা কেন করিবেন? যাহা হউক, আর অধিক লিখিয়া শিব বাবুকে কষ্ট দিব না। মহাশয়! [illegible] হইয়াছি, এ প্রযুক্ত কত প্রলাপও লিখিয়াছি। যাহা হউক, স্বীয় মাহাত্ম্য [illegible] করিবেন। নিবেদন ইতি।

[illegible]

বামাসুন্দরী।

এই পত্র স্ত্রীলোকে লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা এক কালে ভাবে গলিয়া যাই নাই, আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা মূর্খ, সেই মূর্খ দলের এক জন বাঙ্গলা ভাষার যথার্থ রীতির অনুসারে এরূপ পত্র লিখিতে পারেন, এ ভাবিয়াও গদ্গদ হই নাই, আমাদিগের এত সন্তুষ্ট হইবার কারণ এই, এই সংক্ষিপ্ত পত্র মধ্যে এদেশীয় স্ত্রীজাতির দুরবস্থা ও পরাধীনতার বিষয় সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

"ভারতবর্ষীয় রমণীগণের দুরবস্থা মোচনের উপায় কি?" বলিয়া আমরা উপরে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছি, এতৎ পত্র দ্বারা তাহারও উত্তর ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বাস্তবরূপে স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষাই সেই উপায়। রমণীগণের বিদ্যা শিক্ষা হইলেই তাঁহারা আপনাদিগের দুরবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিবেন, বুঝিতে পারিলেই তৎ প্রতীকার বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা জন্মিবে। উল্লিখিত পত্র মধ্যে পত্র রচনা কারিণীর যেরূপ মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, সুশিক্ষা প্রভাবে যদি অধিকাংশ স্ত্রীলোকের মনের ভাব এইরূপ হয়, আমরা কি আর তাঁহাদিগকে পশুবৎ শোচনীয় অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হইব? তখন তাঁহারা আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের উপায় আপনারাই করিয়া লইতে পারিবেন।

আমাদিগের স্ত্রীগণ যদি চির কাল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন, আমরা যত তাঁহাদিগের হিতচেষ্টা করি না কেন, আমরা যত তাঁহাদিগের উন্নতি সাধন চেষ্টা করি না কেন, আমরা যত তাঁহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ করিয়া দিবার চেষ্টা করি না কেন, আমরা যত তাঁহাদিগের স্বাধীনতা প্রদানের চেষ্টা করি না কেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই সুখিত হইবেন না; প্রত্যুত তাঁহাদিগের সেই সেই স্বাধীনতাদি কেবল অনর্থের নিমিত্তই হইবে।

আমাদিগের স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে কেবল যে আমাদিগের সংসারই সুখময় হইবে এরূপ নহে, ভারতভূমিও পরম সৌভাগ্যশালিনী হইয়া উঠিবেন। আমাদিগের দেশের যে অভীষ্ট শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, আমাদিগের স্ত্রীগণের মূর্খতাই তাহার একটী প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতিই প্রায় কল্পিত ও কৃত্রিম ধর্ম্ম ও ভ্রান্তি সঙ্কুল আচার ব্যবহারাদির আশ্রয় স্থল হইয়া থাকেন।

পতিত ভূমি বিক্রয় ও সর চারলস উড।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত ষ্টেটসেক্রেটারির একটী অদ্ভুত সম্বন্ধ হইয়া উঠিল। অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট যে কিছু কাজ করেন, সর চারলস উড সে সমুদায় প্রায় তন্ন তন্ন করিয়া বিবেচনা করেন, এবং প্রায়ই কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করিয়া থাকেন। কাণ্ট্রাক্টবিল, ভারতবর্ষীয় ব্যাঙ্কের সহিত বন্দোবস্ত, আয় ব্যয়ের হিসাব, এবং সম্প্রতি আগত পতিত ভূমি বিক্রয় সংক্রান্ত আজ্ঞা ইহার প্রমাণ। সর চারলস উড এবম্বিধ [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা [illegible] হইতেছে সন্দেহ নাই। স্বাধীনতার [illegible] ব্যাঘাত কাহারও অভীষ্ট নহে। [illegible] যেই ভারতবর্ষের শাসন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়। যুক্তিও এই কথা কহিয়া দিতেছে। কিন্তু [illegible] করিয়া দেখিলে তাঁহার এই [illegible] একটি বিষয় ব্যতিরেকে [illegible] অর্থের নিমিত্ত হইতেছে না। [illegible] হয়েই প্রায় দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের হিত সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যে এইরূপে হস্তক্ষেপ করেন, তাহার কারণ কি? নিরবচ্ছিন্ন প্রভুত্ব প্রদর্শন কি তাহার উদ্দেশ্য? তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য গুলি ভারতবর্ষের কল্যাণকর হইত না। আমাদিগের এই অনুমান হয়, এ দেশে শ্রীব

কিকারি দলেরই অধিক প্রাদুর্ভাব, অত্রত্য গবর্ণমেন্ট সেই প্রাদুর্ভাব পরাধীন হইয়া কার্য্য করেন, সর চারলস উড এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। তাহাতেই তিনি অত্রত্য গবর্ণমেন্টের কার্য্যের এত অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যাহা হউক, যৎপ্রসঙ্গে এই প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার অবতারণা করা যাইতেছে।

লার্ড কানিঙ ১৭ই অক্টোবর যাবতীয় পতিত ভূমি প্রতি একর (৩ বিঘা) ২॥০ ও ৫ টাকার হিসাবে বিক্রয় করিবার অনুমতি দেন (আমরা তৎকালে ইহার নিয়মাবলি প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই) সর চারলস উড এক্ষণে তাহার কয়েকটি বিশেষ নিয়ম করিয়া দিতেছেন। তিনি বলেন, পর্ব্বতের উপরিস্থ, নদী তীরস্থ ও প্রান্তরের ভূমির অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। সকল ভূমি একবিধ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না; যে ব্যক্তি প্রথমে আবেদন করিবেন, তিনিই ভূমি পাইবেন এ নিয়মও ন্যায়ানুগত নহে; আর লর্ড কানিঙ আজ্ঞা করিয়াছিলেন কোন পতিত ভূমি নূতন ক্রেতার হস্তগত হইলে যদি তাহার পর কেহ সেই ভূমিতে তাহার স্বত্ব আছে বলিয়া আপত্তি করেন, তাহাকে এক বৎসরের মধ্যে আপন স্বত্ব সপ্রমাণ করিতে হইবে, স্বত্ব প্রমাণ হইলেও তিনি ভূমি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন না, তাঁহাকে তাহার মূল্য দেওয়া হইবে এইমাত্র। সর চারলস উড এই আজ্ঞা রহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন অন্য অন্য ভূমির ন্যায় এ সকলেরও স্বত্বাস্বত্ব নির্ণয়ার্থ ১২ বৎসর মিয়াদ দেওয়া কর্ত্তব্য; আর সেই ভূমিতে অপরের স্বত্ব আছে এরূপ প্রমাণ হইলে ইচ্ছা হয় তিনি মূল্য লইবেন নতুবা ভূমি লইবেন। সর চারলস উডের মতে লর্ড কানিঙের উক্ত আজ্ঞা প্রচলিত আইন ও যুক্তির বিরুদ্ধ। এক ব্যক্তির ভূমি বিক্রীত হইল; তিনি নালীশ করিয়া নিজ স্বত্ব প্রমাণ করিলেন; তাহাকে মূল্য লইতে বলা হইল; কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন; এরূপ স্থলে বিচারপতি তাহার ভূমি প্রত্যর্পণ করিবার আজ্ঞা না দিয়া আর কি আজ্ঞা দিতে পারেন? সর চারলস উড এইরূপে এ বিষয়ে যে কথা গুলি কহিয়াছেন; শ্রীবৃদ্ধিকারি দল তদ্বিষয়ে যেরূপ বলুন নিঃস্বার্থ স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অথগুনীয় জ্ঞান করিবেন সন্দেহ নাই।

ষ্টেট সেক্রেটারি আরো বলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরেরা সকল স্থানের ভূমির তারতম্য বিবেচনা করিয়া একটি ন্যূনকল্প মূল্য স্থির করিয়া রাখিবেন। যে ব্যক্তি প্রথমে ভূমির জন্য আবেদন করিবেন, তাঁহাকে জরিপের ব্যয় জমা দিতে হইবে। পরে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রকাশ্য স্থানে এক ঘোষণা পত্র দেওয়া হইবে। এইরূপে তিন মাস অতীত হইলে পর যদি পল্লীগ্রামের কেহ কোন আপত্তি না করেন, তাহা হইলে ভূমি নীলামে বিক্রীত হইবে। নিরূপিত মূল্যের ন্যূনে তাহা বিক্রীত হইবেনা। প্রথম আবেদনকারী যদি নীলামে ক্রয় করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি প্রথম আবেদনকারির প্রদত্ত জরিপের ব্যয় প্রদান করিবেন।

সর চারলস উড আর এক স্থানে বলেন যাহাতে অধিক সংখ্য ইউরোপীয় এদেশে বাস করেন, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু তিনি তন্নিমিত্ত দেশস্থ লোকের স্বত্বহানি করিতে অভিলাষী নহেন। "আসাম প্রভৃতি বন্য জাতীদিগের আপন আপন পৈতৃক ভূমির উপর অতিশয় মায়া আছে, তাহাদিগের ভূমি ইউরোপীয়দিগকে দেওয়া অন্যায়। এরূপ স্থানে ইউরোপীয়দিগের বসতি হইলে গবর্ণমেন্টের অস্থায়িতা হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের নিমিত্ত অপরিমিত ব্যয় করিতে হইবে।" তিনি আরো এক স্থানে লিখিয়াছেন "কৃষকেরা সন্তুষ্ট থাকিলেই গবর্ণমেন্টের যথার্থ মঙ্গল।" শেষোক্ত বাকটী স্বর্ণময় অক্ষরে ভারতবর্ষীয় সভা গৃহের ভিত্তিতে লিখিয়া রাখাই কর্ত্তব্য।

লার্ড কানিঙ লাণ্ড হোলডার্স সভার কুহকে পড়িয়া তাহাদিগের সন্তোষ সাধনার্থ ১৭ ই অক্টোবরের আজ্ঞা প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষীয়দিগের স্বার্থের প্রতি তৎকালে তাদৃশ দৃষ্টি ছিল না। সর চারলস এ আজ্ঞা রহিত করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভায় উহা বিধিবদ্ধ না করি। ও সর চারলস উডের মত না লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া ভাল করেন নাই। অল্প মূল্যে ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাই আবার অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া ব্যবসায় করা অনেকের ইচ্ছা; সর চারলস উড তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী ও অসাধু বলিয়া গালি দিয়াছিলেন, তাঁহারা পতিত ভূমি বিক্রয় সর চারলস উডের অনুমোদিত, এসম্বাদ শুনিয়াও বোধ হয় তুষ্ট হইবেন না। তাঁহাদিগের অসন্তোষ জন্মিবার কারণ এই, সর চারলস উড এদেশীয়দিগের স্বার্থে উপেক্ষা করিয়া কেবল তাঁহাদিগের স্বার্থ সন্ধান করেন নাই।

বিবিধ সংবাদ।

৩ রা ভাদ্র সোমবার।

নড়াইল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তত্রত্য ছোট আদালতের জজ অন্ধ, খঞ্জ, অনাথ প্রভৃতির দুঃখ নিবারণ ও সাহায্য দানার্থ একটী সদুপায় করিবার আশয়ে ২৫ এ শ্রাবণ এক সভা করিয়াছিলেন। এবম্বিধ ও অন্যান্য [illegible] কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিলে কেবল যে অর্থ সার্থক হয় এরূপ নহে, আপনাদিগের লেখা পড়া জ্ঞানও সার্থক হয়, আর [illegible] দুঃখী দীনের পদে সমুদায় [illegible] ও বিদ্যাবিসর্জ্জন করা সুশিক্ষিত দিগের কর্ত্তব্য নয়।

হ ইও নামে এক জন্ ইউরোপীয় দিল্লী ব্যাঙ্কে ২০০ টাকার হুণ্ডি ২০০০ টাকা করিয়া ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে। সে ধৃত হইয়াছে, আজি কালি জাল কার্য্যে কোন্ দল ভারি?

ইংলণ্ডীয় হাউস অব কমন্স ও লার্ডদিগের রাইফল পিস্তল ছুড়িবার যে বাজি হয়, তাহাতে লার্ডেরা জয়ী হইয়াছেন। কমনেরা কি আজিও লার্ডদিগের এত পিছিয়া আছেন? এই নিমিত্ত কি আজিও তাহাদিগের কমন এই নাম ঘুচিতেছে না?

শিল্প প্রদর্শন গৃহে দর্শকদিগের নিকটে প্রত্যহ ৫২০০ টাকা উঠিতেছে। অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত উহা থাকিলে প্রায় ৭০,০০০০ টাকা উঠিবে সন্দেহ নাই। চিত্র ও নানা প্রকার কল, বিশেষতঃ বাষ্পীয় লাঙ্গল প্রভৃতিতে ফ্রান্স প্রধান হইয়াছেন। ১৮৫১ অব্দে ইংলণ্ড শেষোক্ত বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতার এই লাভ। কলিকাতায় কবে শিল্প প্রদর্শনের সৃষ্টি হইবে? এ সৃষ্টি হইলে যে একটী উন্নতির পথ হয়।

গবর্ণমেণ্ট জয়ন্তিয়ায় যে সকল কুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের অনেকে বেতন না পাইয়া পলায়ন করিয়াছে। ঐ প্রদেশে এরূপ ঘটনা হইবার কোন নিগূঢ় কারণ আছে সন্দেহ নাই, তাহা আমরা আজিও জানিতে পারি নাই?

লেণ্ড সাহেব অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগের ন্যায় পীড়ার সম্বাদ শুনিয়াও সকলে দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই?

আসাম কোম্পানির গত সভায় মাঁকে, কাটার ও মর্ণি সাহেবকে অধ্যক্ষ পদ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। জজ সাহেব (যিনি প্রথমতঃ মাকে ও কাটারের নামে তহরূপের নালীশ করেন) ১৫০০ টাকা বেতনে ঐ কোম্পানির তত্ত্বাবধায়ক হইয়া শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে যাইতেছেন। কোম্পানি ৩০ লক্ষ টাকায় এক চার বাগিচা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করাতে অনেক অংশী প্রতিবাদ করিয়াছেন। জজ সাহেব যেমন পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার শীকার হইল ভাল, কিন্তু তাঁহাকে নিযুক্ত করা চা কোম্পানির পরামর্শসিদ্ধ কার্য্য হয় নাই।

হরকরা সংবাদ পাইয়াছেন রাও সাহেবের ফাঁশী হইবার আদেশ হইয়াছে। কর্ণেল ব্রিষ্টলীকেও কমিসরিএটকমিসন হইতে ছাড়ান হইয়াছে। উচিত হইয়াছে। তাহার যেরূপ স্বভাব, তিনি তৎপদের যোগ্য নহেন।

দিল্লীগেজেট বলেন, ফিরোজাবাদের যে দুর্ব্বৃত্ত ষ্টেসন মাষ্টার ও তাহার সহচরেরা একটি স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিল, আগরার সেসিয়ন জজ তাহাদিগের কয়েক জনকে পাঁচ বৎসর ও অবশিষ্টকে দুই বৎসর মিয়াদ দিয়াছেন। আমরা শুনিলাম ষ্টেসন মাষ্টরের পাঁচ বৎসর হইয়াছে। এক্ষণে বলাৎকার বৃত্তান্ত সচরাচর আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। অজিতেন্দ্রিয়তা কি সভ্যতার একটি সহচর ধর্ম্ম?

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন ঝান্সীতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, হিন্দুপেট্রিয়ট ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার লেণ্ড সাহেবের প্রশংসার কারণ বুঝিতে পারিয়া লিখিয়াছেন "আমরা ভদ্রতা করিয়া যত দূর পারিয়াছি লেণ্ড সাহেবের বর্ত্তমান বর্ষের হিসাবের সহায়তা করিয়াছি। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি, তিনি গতবর্ষের ৪ কোটি টাকার অকুলান গোপন করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। বর্ত্তমান পত্রে (অদ্য কারের পেট্রিয়টে) আমরা ইহাতে দোষারোপ করিয়াছি।" আমাদিগের সকলেরই এই সিদ্ধান্তটী করিয়া রাখা উচিত, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রশংসা অথবা নিন্দা বড় সরল হৃদয়ে করেন না।

এক জন হিন্দু উক্ত পত্রে লণ্ডন হইতে লিখিয়াছেন, বোল্টন নগরের লোকেরা কর্ণাটের নবাবের রাজ্য ফিরিয়া দিবার যে আবেদন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে লার্ড এলেনবরা কটূক্তি করাতে তত্রত্য লোকেরা তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে কহিয়াছেন। যিনি যা বলুন আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের উদ্গার করিয়া ফেলা রোগ নাই।

লেণ্ড সাহেব সম্প্রতি সর চারল্স উডের প্রত্যুত্তর স্বরূপ যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের ধনাগারের জমা টাকা প্রভৃতি শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া উপসংহার স্থলে কহিয়াছেন "যদি আমার আর সন্তোষের আবশ্যক থাকে তাহা হইলে তাহা ইহা হইতেই হইবে, আমি জাতি ও শ্রেণি ভেদ না করিয়া কার্য্য করাতে ভারতবর্ষের যাবতীয় বুদ্ধিমান লোক স্বীকার করিয়াছেন যে তত্রত্য একজন রাজকার্য্যকারক হইয়া আমি নির্ভয়ে সাধুতা অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছি। আমি একথা বলিতে পারি আমার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি এ প্রকার কার্য্য করিতে পারেন নাই, আমি যাহা করিয়াছি তাহা সম্ভাবিত বলিয়াও কেহ মনে করেন নাই।" লেণ্ড সাহেবের নিজের মুখে একথা ভাল শুনাইতেছে না।

ঢাকাপ্রকাশে বরিশাল হইতে এক জন লিখিয়াছেন, তত্রত্য উকীল বাবু বিশ্বেশ্বর দাসের যত্নে তাঁহার বাটীতে রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণার্থ এক চাঁদা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮০০ টাকা উঠিয়াছে, রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণার্থ কি চিহ্ন করা হইবে, সভা এখনও তাহা স্থির করেন নাই। এই টাকা ভারতবর্ষীয় সভার নিকটে প্রেরিত হউক। হরিশ সমাজগৃহ নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ বাবুর এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি, আরও অধিক টাকা সংগৃহীত হইলে তাঁহার প্রস্তরময়ী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি করা কর্ত্তব্য। হরিশ সমাজ গৃহকে আমাদিগের জাতি সাধারণ মৃত স্মরণার্থ গৃহ করা কর্ত্তব্য।

৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার।

গবর্ণমেণ্টের ডকের সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট ইঞ্জিনিয়র বাইস সাহেবের কর্ম্ম অনাবশ্যক বোধ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপ হেতু এক কালে ৪০০০ টাকা পুরস্কার দিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। কিন্তু এদিকে আবার ডকের কর্তৃপক্ষ অপর এক জন ইঞ্জিনিয়রের জন্য গবর্ণমেণ্টে লেখেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মেরিণ সেক্রেটারি তাঁহাদিগের পোষকতা করেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যদি এক জন ইঞ্জিনিয়রের যথার্থ প্রয়োজন, তবে বাইসকে পদচ্যুত করা হইল কেন? বাইস সাহেব এক্ষণে সিন্ধু নদীস্থিত তরি সমূহের কার্য্য করিতেছেন; এদিকে আবার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কারের টাকা প্রত্যর্পণ করিতে বলিয়াছেন। কোথাকার জল কোথায় মরে!

অল্প দিন হইল আলিপুরের কারাগার হইতে দুই জন বিখ্যাত দস্যু পলায়ন করে। তাহাদিগের এক জন ধৃত হইয়াছে।

বণিক সম্প্রদায় টেলিগ্রাফে নিম্ন লিখিত ইউরোপীয় সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ;---

লণ্ডন ১লা আগষ্ট। হাউস অব কমন্স পল্লীগ্রামস্থ কর্তৃপক্ষদিগকে গবর্ণমেন্টের হারে টাকা কর্জ্জ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই টাকা লাঙ্কেসিয়ারের মজুরদিগের উপকারার্থ বিনিয়োজিত হইবে।

নিউ ইয়র্ক ২২এ জুলাই। রিচমণ্ডের সম্মুখে কোন বিষয়ের বিশেষ পরিবর্ত্ত হয় নাই। মহাসভা ১৭ই জুলাই কিয়দ্দিবসের জন্য বন্ধ হইয়াছে। সেনাদলের জন্য নূতন সৈন্য সংগ্রহ কার্য্য অল্পে অল্পে হইতেছে ; ইহার ফল তুষ্টিকর নহে। সভাপতি বিদ্রোহিদিগের সম্পত্তি বাজেআপ্ত বিলে স্বাক্ষরিত করিয়াছেন ; দেশের সীমান্বিত অধিকাংশ প্রদেশের প্রতিনিধিরা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বিদ্রোহীরা কেণ্টকিতে জয়ী হইয়া আরকানসাসে সেনা সমবেত করিতেছে। এমত জনশ্রুতি তাহারা নাসবিলের আড়াই ক্রোশ মাত্র দূরে আছে। জনশ্রুতি সেনাপতি জাকসন হারপার্স ফেরির অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা তত্রত্য শাসন কর্ত্তা মহম্মদ আলি খাঁর বিচারের এক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কোহিস্থান নিবাসী এক ব্যক্তির স্ত্রী অপর এক ব্যক্তির সহিত ব্যভিচারিণী হইয়া পলায়ন করাতে তাহাদিগের উভয়ের প্রাণ দণ্ড হইয়াছে। কোহিস্থানবাসিকে পুনর্ব্বার বিবাহের জন্য ৫০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। মহম্মদ আলি খাঁ অনেক চোরের প্রাণ দণ্ড করাতে তত্রত্য লোকে তাঁহার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কাপ্তেন আলিস বোম্বাইয়ের পুলিষে আনীত হইয়াছেন। সেনাদলের বড় সুখ্যাতি বাহির হইতেছে।

বারাসতের সদর মুনসেফের আদালতের কয়েকজন উকীল আমাদিগের নিকটে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন মুন্সেফ কোন মকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন না। যাহাতে রফা হয় এই তাঁহার চেষ্টা। অনেক স্থলে তিনি বলপূর্ব্বক রফা করাইয়া থাকেন। সাক্ষীদিগের জবান বন্দি পূর্ব্বমত মুহরিদিগের দ্বারা লওয়া হইয়া থাকে। রফার বিষয়ে আমাদিগের আপত্তি নাই ; কিন্তু এবিষয়ে বাধিত করা অন্যায়। আর জবান বন্দির ও মুহুরির গালি দেওয়ার কথা যদি সত্য হয় উকীলেরা কি জন্য বারাসতের শাখা ভারতবর্ষীয় সভাকে এবিষয়ে মনোযোগী হইতে না বলেন?

নানা সাহেবের কয়েকজন ভৃত্য গোয়ালিয়রে ধৃত হইয়াছে। তাহাদিগের নিকট অনেক কাগজ পত্র বাহির হইয়াছে। বিচারের জন্য তাহাদিগকে কানপুরে প্রেরণ করা হইবে।

দিক্ প্রকাশের এক জন পত্রপ্রেরক আক্ষেপ করিয়াছেন দিনাজপুরে অনাবৃষ্টি হওয়াতে তত্রত্য কৃষি কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। গত বৎসরও তথায় ভাল শস্য হয় নাই ; তন্নিবন্ধন অনেকে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে।

উক্ত পত্রের যশোহরের সংবাদদাতা বলেন দুরাত্মা হিলি যশোহরের জেলের এক উপরের ঘরে বাস করিতেছে। তথায় তাহাকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও বিলাসের দ্রব্য দেওয়া হইতেছে। দিল্লীর সম্রাট ও রাও সাহেবের বেলা কি হইয়াছিল? এক জন প্রত্যহ দুই আনা খোরাকি পাইতেন, অপরের শরীরে বিশ সের লৌহ শৃঙ্খল আছে ; বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে ; সামান্য কয়েদিদিগের ন্যায় আহার হইয়া থাকে। এই সকল সামান্য কারণে গুরুতর অনর্থ ও কলহের উৎপত্তি হয়। আমরা হিলিকে সুখাদ্য ও উত্তম স্থান দিবার প্রতিবাদী নহি ; যাবতীয় সম্ভ্রান্ত কয়েদিদিগের প্রতি এক প্রকার ব্যবহার না করা হয় কেন?

৫ ই ভাদ্র বুধবার।

ফিনিক্স বলেন ইন্দোরে ভীলেরা পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা রাত্রিযোগে লুঠ করে ; বাউ হইতে এক দল ইউরোপীয় সেনা তাহাদিগকে দমন করিতে গমন করিয়াছে। এই সকল দুর্ভিক্ষ ধনক্ষয়ের একটী প্রধান কারণ।

আউরার্স পেপার বলেন এক জন বণিকের ৩০০ টাকা চুরি যায়। তিনি তাঁহার বালক ভৃত্যের উপর সন্দেহ করিয়া তাঁহার এক জন খৃষ্টিয়ান কর্ম্মচারিকে বলিলেন উক্ত বালকের নামে তাহার পিতার নিকটে পত্র লেখ যে টাকা পঁহুছিয়াছে কিনা। খৃষ্টিয়ান সেই প্রকার করাতে বালকের পিতা লিখিলেন টাকা পঁহুছিয়াছে। সেই পত্র বালকের নামে আইসে কিন্তু খৃষ্টিয়ান তাহা খুলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হইয়াছে। চোর ধরিবার জন্য ঐ পত্র খুলা হইয়াছিল, অতএব ঐ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য সন্দেহ নাই। কেবল আইনের অক্ষরার্থ অনুসরণ করিয়া কাজ করিলে জজের বুদ্ধির অল্পতা প্রকাশ পায়। বালকটিও রুদ্ধ হইয়াছে।

পুনা অবজরবরের এক জন পত্র প্রেরক বলেন কর্ণেল ডেবিডসন অপস্মার রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শুনিয়াছিলাম ওলাউঠায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অযোধ্যাগেজেটের এক জন পত্র প্রেরক বলেন আলাহাবাদের বিখ্যাত দস্যু শঙ্কররাম সিংহ অদ্যাপিও ধৃত হয় নাই। সে মধ্যে মধ্যে পুলিষ কর্ম্মচারির বেশ ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিচারালয়ে ও প্রকাশ্য স্থানে গমন করে এবং যদিও তাহাকে ধৃত করিবার জন্য অনেক পুরস্কার দিবার ঘোষণা হইয়াছে তথাপি সে ধৃত হয় নাই। সে কাল হইলে শঙ্কররাম রুক্ষ, বিষ্ণুর মধ্যে এক জন হইত।

গত শনিবার পুর্ণিয়ায় ফর্ব্বস সাহেবের নীলকুঠির রিচার্ড টমাস নামে এক জন সহকারী কলিকাতায় আসিয়া বাসার সন্ধান করাতে চারলস বেকার নামে এক ইউরোপীয় তাহাকে আপন বাটীতে লইয়া যায়। টমাস তাহার নিকটে ১০০ টাকা নগদ ও ২০০ টাকার নোট রাখেন। রাত্রিতে বেকার তাঁহাকে সুরাপানে উন্মত্ত করে। পরে প্রাতঃকালে টাকা চাহিবাতে সে কিছু জানে না বলিয়া তাঁহাকে বাটীর বাহির করিয়া দেয়। তিনি পুলিষে নালীশ করিবাতে টাকা ও নোট বাহির হইয়াছে। [illegible]। [illegible] এই প্রকার ধূর্ত্ততা [illegible] দিবস পূর্ব্বে [illegible] ইউরো-

পীর খাজাঞ্চী রোদন করিতে করিতে বলিল, তাহাকে সুরার সহিত অন্য আত্যন্তিক তেজস্বি মাদক দ্রব্য দিয়া অজ্ঞান করিয়া তাহার ৫০ টাকা অপহরণ করিয়াছে। লালবাজারের ক্ষুদ্র হোটেল সকল জুয়াচোরের আড্ডা। পুলিষের এবিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। অপরিমিত সুরা সেবনেরও ইহা একটী ফল।

টাইম্স অব ইণ্ডিয়া কাপ্তেন স্মালিসের বিচারের এক দীর্ঘ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে অনেক টাকার জামীন চাহিবাতে তিনি তাহাতে অক্ষম হন। অতএব তাঁহাকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

হরকরা টেলিগ্রাফে নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন :—

লণ্ডন ৩রা আগষ্ট। তুলার বাজার পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। আমেরিকার ও ভারতবর্ষের তুলার অর্দ্ধ পেনি মূল্য অধিক হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ২৪ এ জুলাই। গত সংবাদের পর কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। উত্তর বিভাগের লোকেরা গত ঘটনাতে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে। সেনাপতি হাবেলক গবর্ণমেন্টের প্রধান সে[illegible]তি হইয়াছেন। নগদ টাকা প্রচলন বন্ধ হইতেছে। এরূপ জনশ্রুতি নাসবিলে বিপদের সম্ভাবনা হইয়াছে।

ঢাকা নিউস ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ কয়েক জন সদর আলার ছোট আদালতের জজ হইবার কারণ বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা সং বিচারপতি এই কারণ।

দুর্ব্বৃত্ত ছিলির বিষয়ে আমরা পরিহাস করিয়া লিখিয়াছিলাম, উক্ত পত্র কি "এঁড়ে গরুর লেজ ধরিয়া স্বর্গে যাইতে চাহেন ?" তিনি ইহার এই উত্তর দিয়াছেন "বিবেচনাপূর্ব্বক যথাস্থানে রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বলিতেছি এগরুটি যদি বাঙ্গালী গরু হয় তাহা হইলে আমরা তাহাকে পাইয়া একার্য্য করা (স্বর্গে যাওয়া) সম্ভাবিত জ্ঞান করি না। আমাদিগের রসিক [illegible]গোপীর স্বদেশীয়েরা [illegible] পূর্ব্বক আপনাদিগের গরুর [illegible] এত রক্ষিয়া থাকেন যে শেষ এক ছিন্ন [illegible] আমরা ইহার লেজ ধরিয়া স্বর্গে যাইতে পারি না।" সম্পাদক ঠিক কহিয়াছেন! নীলের চাষ করিয়া বাঙ্গালী রবের লেজ গিয়াছে। কিন্তু আমরা এগরুর কথা বলি নাই। দুই চক্ষু নীলবর্ণ, একশৃঙ্গ লোহিত ও অপর কৃষ্ণবর্ণ, দিগ্‌দর্শনের সূচির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গটি সর্ব্বদা গবর্ণমেন্টবাটীর ও অপরটি ভারতবর্ষীয়দিগের দিকে থাকে। গরুর পেটটি বেগুনী রঙের (ঢাকানিউস জানেন নীল ও লোহিতে বেগুনী রঙ হয়। লাটোর সাহেব এবিষয় নীলকমিসনকে বলিয়াছিলেন) তাহার পুচ্ছ ইংলণ্ডে লোমহীন ছিল কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ এই ঐ গরু যখন যশোহর নদীয়াপ্রভৃতি স্থানের মাঠে চরে যত কৃষকের কেশ তাহাতে সংলগ্ন হইয়া লোমের কার্য্য করে। এই গরু যখন ডাকে, তখন "নীল,, চা "শ্রীবৃদ্ধি,, প্রজাগণ,, ও ভারতবর্ষীয় সভাকে উৎসন্ন দাও" এইপ্রকার রব বাহির হয়। ইহার সহিত আরারট পর্ব্বতের মহিষের কোন সৌসাদৃশ্য নাই। আমরা ঢাকানিউসকে এই প্রকার অসাধারণ গোপুচ্ছ ধরিয়া স্বর্গে যাইতে কহিয়াছিলাম ?

৬ই ভাদ্র বৃহস্পতি বার।

হায়দরাবাদের নবাব নিজ রাজ্য হইতে রাহাজানী কর উঠাইয়া দিয়াছেন।

লণ্ডনে ১৫০০০ টাকা ব্যয়ে লার্ড কানিঙের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি করিয়া নূতন ভারতবর্ষীয় বাটীতে রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এখানে ঐ নিমিত্ত প্রায় ৫০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঊর্দ্ধসংখ্যা ১০,০০০ টাকা লাগিবে, বাকী টাকা হইতে গ্রাণ্টসাহেবের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি না হয় কেন ? ভারতবর্ষীয় সভা এবিষয়ের কি করিতেছেন ?

টাইম্স অব ইণ্ডিয়া বলেন দাক্ষিণাত্যে অনাবৃষ্টি হওয়াতে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

মৃত সর জেমসট্ জি জিজিভাইয়ের একটি পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া তত্রত্য মেডিকাল কালেজের সম্মুখে স্থাপিত হইবে। ইহার ব্যয় তাঁহার পুত্র দিতেছেন। পূর্ব্বে সাধারণ চাঁদা দ্বারা একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি তত্রত্য টৌনহালে স্থাপিত হয়।

কলিকাতার অডজুটান্ট জেনেরলের আফিস হইতে ৩০০ বিদ্রোহসংক্রান্ত মেডাল চুরি গিয়াছে। অথচ এইগুলি পুলিষের অধীনে ছিল।

মান্দ্রাজের বণিক সম্প্রদায় মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সহায়তার জন্য চাঁদা আরম্ভ করিয়াছেন। ছয় জন প্রধান বণিক প্রত্যেকে ১০০০ টাশা করিয়া দিয়াছেন।

মুরুলিয়ার নরহত্যার মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হইয়াছে। ট্রেবর ও মর্গাণ সাহেব জজ রসেলের রায় মঞ্জুর করিয়া ১১ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত ও দৌলত চৌকিদার নামে এক ব্যক্তির ফাঁশীর আজ্ঞা দিয়াছেন। সাক্ষিগণ স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছে, দুর্ব্বৃত্ত ছিলি এক বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বহস্তে এক ব্যক্তিকে গুলি করিয়া হত ও কয়েক জনকে আহত করিয়াছে। সে নিজে স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা ও নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছে। তথাপি এই নরাকার ব্যাঘ্রকে জেলের উত্তম গৃহে নানাবিধ বিলাস দ্রব্যে বেষ্টিত করিয়া রাখা হইয়াছে!

মর্গাণ সাহেব উক্ত দুরাত্মার বিচারের জন্য যশোহরে যাইতেছেন। কয়েক জন নীলকর জুরি হইবেন। যদি এত প্রমাণের পর এই ব্যক্তি মুক্ত হয়, তাহা হইলে নানাসাহেব যদি জীবিত থাকেন, তিনি নির্ভয়ে কলিকাতায় আসিতে পারিবেন। মরেলের কি হই[illegible] ?

গবর্নর জেনেরল সোমবার কলিকাতা [illegible] করিয়া বহরমপুর হইয়া ভাগলপুরে [illegible]ছেন।

কলিকাতার পুলিশকমিসনর ওয়াকোপ সাহেব বরাহনগর প্রভৃতি কলিকাতার নিকটস্থ স্থান সকলের পুলিষে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুলিস যখন হয় [illegible] ধিবাসীরা (বিশেষতঃ [illegible] ভাবতঃ) তাহার প্রতি [illegible] চারিরা এত যত্ন সহকারে [illegible] যাছেন যে সকলেই তাহাদিগের [illegible]ষ্ট হইয়াছেন। ওয়াকোপ সাহেব বলেন কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানসকল রাজ্যের যত চোর ও ডাকাইতের প্রধান আড্ডা। তিনি কয়েক দলকে ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপিও অনেককে ধরিতে বাকী আছে। তিনি তন্নিমিত্ত কলিকাতার ১৫ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত [illegible]

পুলিস নিযুক্ত করিয়া তাহার অধ্যক্ষতা প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য।

রাজা দিনকর রাও ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী সংক্রান্ত এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। ফ্রেন্ড পত্র বলেন, তাহা ৫০ ভাগে বিভক্ত। দিনকর রাও প্রস্তাব করিয়াছেন, ঋণের জন্য পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করা উচিত নহে। দিনকর রাও যাহা বলেন, তাহা আদর পূর্ব্বক শ্রবণ ও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ গবর্ণর জেনেরলের সভায় আর নাই।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষের রাজস্ব ইংলণ্ডে অপব্যয় করিবার বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ ও লোহিতসমুদ্রের টেলিগ্রাফ, পারস্য দেশীয় টেলিগ্রাফ এবং [illegible] ভারতবর্ষীয় বাটীর জন্য যে অন্যায় ব্যয় হয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন "ইংলণ্ডীয় ব্যয়ে আমাদিগের (ভারতবর্ষের) রাজস্বের চতুর্থাংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা যথা সময়ে যথার্থ স্পষ্ট ও তন্ন তন্ন হিসাব চাহি, যাহা দ্বারা আমরা জানিতে পারিব, কিপ্রকারে প্রতিবৎসর দশ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। মহাসভায় কোন হিসাব দেওয়া হয় না। যে ব্যবস্থাপক সভা এখানে আমাদিগের উপর শতকরা চারিটাকা ইনকম টাক্স ধার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাও কোন হিসাব প্রাপ্ত হন না, এই অবধি আমাদিগের মুখের বোল এই হইবে "ইংলণ্ডের ব্যয় কমাও, আর ভারতবর্ষের ইনকমটাক্স উঠাইয়া দাও"? আমরা বহুবার এবিষয়ে আমাদিগের দেশের লোকের ঐ সকল অপব্যয় নিবারণের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগের কোন ক্রমেই নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না।

উক্ত পত্র বলেন সর রবার্ট মণ্টগমারি পঞ্জাবের সেনাদল কমাইয়া ও অন্যান্য প্রকারে ৫২ লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াছেন কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের প্রাপ্য শতকরা ৩০ টাকা লইলে এখনও পঞ্জাবের ২০ লক্ষ টাকা অকুলান থাকে। আমরা বাসনা করিতেছি তত্রত্য বর্দ্ধন শীল বাণিজ্য বঙ্গদেশের এই ভার দূর করিবে।

প্রকাশিত হইয়াছে, তিনকড়ি ভট্টাচার্য্যকে তাহার রক্ষিত বেশ্যা গোলাপ বধ করিয়াছে। ঐ হতভাগ্য ভূমি বিক্রয় করিয়া ৫০০ টাকা আনিয়াছিল। তাহারই লোভে তাহাকে ঐ বৈরিণী ও তাহার আর এক উপপতি দুই জনে বধ করে। তাহারা উভয়ে সেসিয়নের সোপর্দ্দ হইয়াছে। বেশ্যালয় পাপের আলয়, ঐ স্থানে পুলিসের সবিশেষ দৃষ্টি থাকে না কেন?

৭ই ভাদ্র শুক্রবার।

ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানি প্রকাশ করিয়াছেন, গঙ্গার জল ও স্রোত বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহারা রাত্রি যোগে পারাপারের বাষ্পীয় জাহাজ চালাইবেন না। তবে দুর্ব্বৃত্ত বাটুরেদিগেরই প্রতাপ রহিল।

রমাপ্রসাদ বাবুর মৃত্যু হওয়াতে [illegible] স্মরণীয় কণ্ডের আর একজন সেক্রেটারি মনোনীত করিবার জন্য অদ্য ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে এক সভা হইবে।

হরকরা শ্রবণ করিয়াছেন কলিকাতায় একটি ইউরোপীয় নাট্যশালা হইবে। আমাদিগের ও কথায় কাজ কি?

পঞ্জাবের দুর্ব্বৃত্ত লেপটনণ্ট জাকসের বিচার মূলতানের সামরিক বিচারালয়ে হইতেছে। আমরা দেখিব কোন্ স্থানে সদ্বিচার হয়।

শিল্পপ্রদর্শনী সভার পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ২৫০০০ ব্যক্তি দ্রব্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ৬১৩ব্যক্তি মেডাল পাইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৩২৮ জন ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা ও ২৮৭ জন বিদেশীয়। বাবু চন্দ্রকুমার দে এতদ্দেশীয় ঔষধ প্রভৃতির প্রদর্শন জন্য দুটি মেডাল পাইতেছেন।

ফ্রিলিঙ্গ এক জন পত্রপ্রেরকের পত্রের নিম্নে লিখিয়াছেন "পূর্ব্বে টাকা লইয়া কিছুই না দেওয়া এ দেশের লোকের স্বভাব।" ঠিক কথা! এই দোষেইত এক পুরুষে দায়গ্রস্ত হইলে তিন পুরুষে নিষ্কৃতি পায় না। এই কারণেই কর্জ্জ ও দাদন প্রভৃতি শব্দ অন্য দেশের লোকের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সম্পাদক আর দুটি ক্ষুদ্রভাবের কথা কহিতে ভুলিয়াছেন। এক, কোন জমীদার [illegible] করিলে এদেশীয়েরা [illegible] তাহার প্রাণ সংহার করে এবং বিবাহ করিয়া [illegible] বিবাহ কর নাই।

৮ই ভাদ্র শনিবার।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজার [illegible] আজ্ঞানুসারে একব্যক্তি হত হইয়াছে। এক জন ভৃত্যের উপরে [illegible] এই সন্দেহ হয় যে তাহার সহিত তাঁহার স্ত্রীর প্রণয় হইয়াছে। অতএব তিনি দুই জন [illegible] দ্বারা তাহার বধ সম্পাদন [illegible] হইয়া তাহার ২০ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা যথার্থ রাজধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছেন।

[illegible] বলেন দিল্লীর লুঠ হইতে মৃত সেনাপতি উইলসনের ১,০১,১০৭ টাকা প্রাপ্য স্থির হইয়াছে। এই টাকা তাঁহার পরিবারকে দেওয়া হইবে সন্দেহ নাই।

উক্ত পত্র বলেন, দুই মাসের মধ্যে লিবরপুলের লবণে ২০ লক্ষ টাকা শুল্ক উঠিয়াছে। ২০ এ আগষ্ট ১,২৯,০০০ টাকা আদায় হয়। এ প্রকার শুল্ক আদায় হইলে লবণের গোলা উঠাইয়া দিলে ক্ষতি হইবে না।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিকা	৭১৷০—৭১।০
৪ টাকার কোম্পানির	৭৩৸০—৭৪/০
৫ টাকার	১০৪।।০—১০৩৸০
৫ ।। টাকার	১১১৸০—১১২

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১১ই আগষ্ট — সোণার ডাক্তার সহকারী কমিসনর লেপ্টেনান্ট আর, সি, বর্ণ প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

১২ই আগষ্ট — এ, সি, আর, সি, [illegible] সাহেবের [illegible] জন্য [illegible] ভার পাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

[illegible] সাহেব [illegible] ও [illegible] সহকারী হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

জে, এস, [illegible] সাহেব [illegible] বিদায় লইয়া [illegible] হইবেন।

[illegible] সাহেব [illegible] পর দিতে পারিবেন।

১৩ই আগষ্ট — নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের ১৯ ধারা ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে যশোহরের মোকদ্দমার নালীশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মাগুরার ছোট আদালতের জজ জে, ও এ- ষ্টন সাহেব।

নড়ালের ছোট আদালতের জজ বাবু অভয় কুমার দত্ত।

কোটচাঁদপুরের ছোট আদালতের জজ বাবু তারক নাথ রায়।

মাগুরার মুন্সেফ বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়।

জেনিদাহের মুন্সেফ বাবু মধুসূদন দত্ত।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের ১৯ ধারা ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে যশোহরের অন্তঃপাতী সাঁতোর, নলদিহি, ও গঙ্গাপুর্ত্ত পরগণার এবং ফরিদপুরের অন্তঃপাতি নরকলাডি, মোহমদাহি, মজিবসাই, বেলগাছি, পরগণার এবং পাবনার নালীশ গ্রহণ করিতে পারিবেন :—

যশোহর প্রভৃতির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় যশোহর প্রভৃতির প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায়, বরদাপ্রসাদ মুস্তৌফী, আনন্দমোহন মজুমদার, জগন্নাথ বন্দোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও মৌলবী মহম্মদ সাদিক।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টর বাবু গঙ্গাচরণ সরকার ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে উক্ত জেলার প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

—•—

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহোদয়েষু।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল, জগন্নাথনগর নিবাসী শ্রীমদনমোহন মণ্ডলের বাটীতে এক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দুরাত্মারা ঐ মণ্ডলের একটী বালিকা কন্যাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়াছে। যৎকালে ঐ দুরাত্মারা উহার বাটীতে প্রবেশ করে তৎকালে ঐ ব্যক্তির এক নিদ্রিতা দুহিতা ব্যতিরেকে আর সকলেই পলাইয়া যায়। দস্যুরা বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ঐ বালিকাকে [illegible] করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোর বাপ কোথা" সে কহিল আমি কিছুই জানি না। [illegible] বলাতে দুরাত্মারা হতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ছোরা-ছুরা [illegible] জর্জ্জরিত করিল্ল দুর্ভাগা [illegible] করিয়াছিল " যে আমাকে তোমরা [illegible] কিন্তু আমি তোমাদিগের [illegible] চিনি" এই বাক্য অবলার মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়াতে অগ্নি মধ্যে বিন্দুমাত্র বারি পতিত হইলে যে রূপ প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাহারা তাহাকে যে রূপ ভয়ানক যন্ত্রণা দিল তাহা আমার লেখনীও লিখিতে সক্ষম নহে। পরে দস্যুগণ স্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া প্রস্থান করিলে তাহার পিতা মাতা আসিয়া কন্যার এরূপ দুরবস্থা দর্শনে অসীম দুঃখার্ণবে মগ্ন হইল, একে সর্ব্বস্বান্ত তাহাতে আবার কন্যার এরূপ দুর্দশা। ইহা দর্শনে ঐ মণ্ডল বিচারালয়ে সমস্ত বিষয় জানাইলে, খিদির পুরের দারোগার উপরে ঐ বিষয়ের তত্বানুসন্ধানের ভার হয়, কিন্তু ঐ সুশীল মহাত্মা ঐ স্থানে গমন করিয়া 'কি কারণে বলিতে পারি না' অম্লান বদনে মাজেষ্ট্রেট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিলেন যে ঐ কন্যা ভ্রষ্টা, উহার উপপতিকে জব্দ করিবার আশয়ে এইরূপ ডাকাইতির ভাণ করা হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও ঐ কথায় বিশ্বাস করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। দস্যুরা ইহাতে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈষ্ণবঘাটা প্রভৃতি কতিপয় স্থানে ডাকাইতি করে। পরে ঐ কন্যা ঈশ্বর প্রসাদাৎ কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলে ঐ মণ্ডল উহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া এই বলিয়া পুনরায় প্রর্থনা করিল যে সপ্তমবর্ষীয় কন্যার কি কখন ব্যভিচার দোষ সম্ভব হইতে পারে? উহাকে দর্শন করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং জগন্নাথনগরে উপস্থিত হইলেন ও তৎস্থানের সমস্ত লোককে উপরি উক্ত মণ্ডলের বাটীতে ডাকাইয়া আনিলেন তন্মধ্যে যে কয়েকজন উহাতে লিপ্ত ছিল তাহাদিগকে ঐ বালিকা দেখাইয়া দিবামাত্রই গ্রেপ্তার করিলেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম গোচ প্রাপ্ত না হইয়া কেহই স্বীকার বা তাহাদিগের অন্য অন্য সহচর-বন্ধুদিগের নাম করিল না। এক্ষণে সকলেই ধৃত হইয়াছে, কিন্তু দারোগা মহাত্মার যে কি হইয়াছে তাহার কিছুই সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। মহাশয়! ঐ দুরাত্মাদিগের দোষারোপ করা বৃথা। যদি আমাদিগের দেশের পুলিষ সংশোধন হয় তাহা হইলে এরূপ জ্বালাতন হইতে হয় না।

—•—

কয়েদিদিগের দুরবস্থা।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ

সম্পাদক মহাশয়েষু।

সবিনয়ং নিবেদনমিদং।

মহাশয়ের গত ১৭ ই আষাঢের পত্রিকায় অত্রত্য কারাগৃহ ও বন্দীগণ বিষয়ক প্রস্তাবটি পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি এবিষয়ে যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে কারাগৃহে বাস করিয়া বন্দীদিগের স্বভাব সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দূষিত হইয়া যায়। অত্রত্য কারাগৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন বন্দীগণকে শুদ্ধ কষ্ট দিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু [illegible] ক্লেশ দিলে [illegible] চিত্তদোষ সংশোধন হয় না, মনোমধ্যে যে পর্য্যন্ত ভয় প্রবল থাকে, সেই পর্য্যন্তই বন্দীগণ দুষ্কর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ বিরত থাকিয়া তৎপরে পুনরায় কুপথগামী হয়। বরং কিছুকাল বিরামের পর বন্দীগণের কুক্রিয়া প্রবৃত্তি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। অধিকন্তু যে স্থলে অধিকসংখ্য অসৎ ব্যক্তি একত্র বাস করে, তথায় কেবল অতি কুৎসিত বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের কুকর্ম্মে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মে।

কয়েদিদিগকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয় এবং তাহারা যেরূপ আহার পাইয়া থাকে, তাহাতে অধিকাংশের আমাশয় রোগ জন্মিয়া প্রাণ বিয়োগ হয়। স্বল্পমাত্র খাদ্য দ্রব্যেরও আবার অনেককে ভাগ দিতে হয় এবং কখন কখন দৈনিক কর্ম্ম এত অধিক পরিমাণে বণ্টিত হইয়া থাকে, যে দুর্ব্বল কয়েদিরা তৎসমস্ত নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া বলিষ্ঠ সঙ্গিগণ দ্বারা কতক সমাধা করিয়া লয় সুতরাং তৎ বিনিময়ে তাহাদিগকে আপন আপন সেই অত্যল্প আহারের কিয়দংশ দিতে হয়। একে দুর্ব্বল, তাহাতে অপরিমিত শ্রম, তদুপরি আবার কেবল অর্দ্ধাশনে দিনপাত, ইহাতে যেরূপ হওয়া সম্ভাবিত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এই অসাধারণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার কেবল একমাত্র উপায় হাঁসপাতাল। তথায় প্রেরিত হইবার জন্য পীড়িত না হইলেও অনেকে নানা প্রকারে প্রতারণা করিয়া পীড়িত বলিয়া হাঁসপাতালে যায়। শুনিয়াছি ইহারা প্রথমতঃ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তপদাদি জলে ভিজাইয়া রাখে শরীর বিলক্ষণ শীতল হইয়া অঙ্গুলির চর্ম্মাদি কুঞ্চিত হইলে ঘোরতর ওলাউঠা হইয়াছে বলিয়া ডাক্তরের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ডাকিয়া আনিতে কহে; ডাক্তর আগমন করিলে বাহুমূলের নাড়ী টিপিয়া রাখিয়া জানালার মধ্য দিয়া হস্তবহির্গত করিয়া দেয় ডাক্তর এরূপ অবস্থায় রোগীকে নাড়ী শূন্য দেখিয়া সহজেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন।

জেলখানার মৃত্যুসংখ্যা তৎচতুঃপার্শ্বস্থ তাবৎ পল্লী অপেক্ষা অনেক অধিক। একজন ডাক্তর ইহার এই কারণ নির্দ্দেশ করেন যে কয়েদীরা পীড়িত হইলে হাঁসপাতালে যথাবিহিত নিয়মাধীন থাকে, কিন্তু তথা হইতে বহির্গত হইলে আর আর সুস্থ কয়েদিদিগের ন্যায় আহার পায়, সুতরাং তাহা উত্তম রূপে পরিপাক না হওয়াতে তাহারা পুনরায় পীড়িত হয় এই কারণে অনেক কয়েদী বারম্বার পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডে অতি সামান্য অপরাধে ফাঁসী হইত। সেই নিষ্ঠুর আইন পরিবর্জ্জিত হইয়া এক্ষণকার কারাবরোধ বিধি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু যদি কয়েদিদিগের সেই অকাল মৃত্যুই হইল, তবে কি প্রকারে ইদানীন্তন আইন পূর্ব্বাপেক্ষা সদয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; জেলখানার অকাল মৃত্যু অপেক্ষা ফাঁসি হওয়া ভাল ছিল, তাহা হইলে ইহ কালে জেলখানায় ৫৭৩

না ও পরকালে তত্রত্য কুসংসর্গ জনিত পাপের ভোগ করিতে হইত না।

আমার বিবেচনায় কারাগৃহের বর্ত্তমান দুরবস্থার দুটী প্রধান কারণ আছে।

১। অপরিমিত ও কদর্য্য আহার। আমি এখানকার কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি বিশেষ রূপে জানি কাশীতে আটার সহিত অনেক ভুষি মিশ্রিত থাকে।

২। অপরিমিত পরিশ্রম। কয়েদিদিগের শারীরিক শক্তি বিবেচনা না করিয়া সকলকে সমান জ্ঞান করিয়া সমান পরিমাণে কর্ম্ম দেওয়া হয়, ইহা অত্যন্ত অন্যায়। আমি বারাণসীর কারাগৃহে দেখিয়া আসিয়াছি, যে সকল কর্ম্মের প্রাত্যহিক পরিমাণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা বেলা ৪ ঘটিকার সময় বন্ধ হয়। কিন্তু এই সময় মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ম্মের কঠিনতা বিষয়ে কোন বিচার হয় না। কর্ম্ম যত অধিক অথবা অল্প আয়াসসাধ্য হউক না কেন কি সবল কি দুর্ব্বল সকলেরই সেই ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবেক কিন্তু যে সকল কর্ম্মের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহা সন্ধ্যাই হউক আর রাত্রি ৮ ঘটিকাই হউক সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ না হইলে অব্যাহতি নাই। শুনিলাম যে যে ব্যক্তিকে ঘানিগাছ ঘুরাইয়া তৈল প্রস্তুত করিতে হয় তাহাদিগকে প্রায়ই রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বলদের ন্যায় ঘুরিতে হয়।

১। বন্দীগণকে যে যে কারণে পরিশ্রম করান আবশ্যক, তাহাও নিম্নে নির্দ্দেশিত হইতেছে।

বন্দীগণকে কারারুদ্ধ অবস্থায় এরূপ কর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া উচিত যে তাহারা কারাগার হইতে মুক্ত হইলে পুনর্ব্বার কুকর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া তাহারা স্ব স্ব জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে। ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক কিন্তু ঘানিগাছে ঘুরাইলে তাহা হয় না।

২। লোক কার্য্যে নিবিষ্ট না থাকিলে তাহার মন প্রায়ই বিপথগামী হয়।

৩। স্বাস্থ্যরক্ষা। পরিমিত পরিশ্রম না করিলে শরীর শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

উপরি পরিগণিত কারণ ত্রয় ব্যতিরেকে বন্দীগণকে পরিশ্রম করাইবার অন্যবিধ কারণ লক্ষিত হয় না। কয়েদিদ্বারা লভ্য করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত, ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যদি গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর এ প্রকার মানস থাকে, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই অতি নিষ্ঠুর অভদ্র ও কোন অসভ্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন সন্দেহ নাই, অপর ভালরূপে বিবেচনা করিতে গেলে কয়েদি দিগের স্ব স্ব শ্রম জনিত লভ্যের উপর গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার কি ক্ষমতা আছে? ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে কুত্রাপি গবর্ণমেণ্ট কয়েদিদিগের অর্জ্জিত ধন গ্রহণ করেন না। কারাগার হইতে মুক্ত হইলে কোথাও কোন কর্ম্ম পাওয়া অতি সহজ ব্যাপার নহে, তাহাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ থাকিলে ক্রমশঃ কর্ম্মের চেষ্টা করিয়া সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার সুবিধা হইতে পারে। সে কথা বলা বৃথা, গবর্ণমেণ্ট একবারে এত টাকা ছাড়িতে পারিবেন না। যাহা হউক যদি কয়েদিদিগের বাস্তবিক উপকার করিবার মানস থাকে তবে কয়েদিদিগের প্রাত্যহিক কর্ম্ম নির্দ্ধার্য্য করিয়া দেওয়া ও যে কর্ম্মে যত পরিশ্রম করিতে হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মের পরিমাণ করিয়া দেওয়া উচিত।

১। কয়েদি দিগের বল ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পরিশ্রমের ইতর বিশেষ করা কর্ত্তব্য।

২। এক্ষণে এই রীতি আছে কয়েদিরা দুশ্চরিত্র হইলে তাহাদিগকে কষ্টসাধ্য কর্ম্ম করিতে দেওয়া হয়। এ রীতি মন্দ নহে, কিন্তু দুষ্ট হইলে শাস্তি দেওয়া অপেক্ষা সচ্চরিত্র হইলে পুরস্কার দেওয়া ভাল, অতএব যদ্যপি কারাগৃহ মধ্যে বন্দীগণের আহার ও পরিধেয় দান প্রভৃতি বিষয়ে ৩।৪ শ্রেণী বিভাগ করিয়া এরূপ বন্দোবস্ত করা যায় যে বন্দীগণের যে সকল ব্যক্তির চরিত্র অপেক্ষাকৃত উত্তম ও যাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে তাহারা অপেক্ষাকৃত উত্তম ভোজ্যাদি পাইবে, আর যাহারা অধম হইবে, তাহারা অধম ভোজ্যাদি পাইবে। কিন্তু সেই ভোজ্যাদি বন্দীগণের ন্যায়ানুগত প্রাপ্যের অতিরিক্ত ও নিতান্ত অপকৃষ্ট ও পীড়াদায়ক না হয়। তাহা হইলে আবার বোধ হয় বন্দীগণের শারীরিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইতে পারে।

৩। আমার বিবেচনায় বন্দীগণের দুরবস্থার তৃতীয় কারণ এই যে ইহাদিগের মনোবৃত্তির চালনা সমুচিত রূপে হয় না। মানব প্রকৃতির প্রতি সম্যক দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট বোধ হয় কেবল শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম মধ্যে [illegible] সামঞ্জস্য আছে। যদি [illegible] আধিক্য হইলে মনুষ্য পাগল হইয়া যায়, তবে অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রমের সহিত [illegible] রহিত হইলে কেনই বা পীড়া উপস্থিত না হইবেক? আমাদিগকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হইলে আহার, চিন্তা স্ত্রী পুত্র পরিবারদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও আর আর লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ প্রত্যহ অনেক বিষয়ের ভাবনা করিতে হয়। কিন্তু বন্দীদিগের [illegible] হইলেই, অথবা সম্পূর্ণ রূপে নিদ্রাভঙ্গ না হইতে হইতে, কর্ম্ম গৃহে যাইতে হয় তথায় না আছে মন না আছে যত্ন সুতরাং সে কর্ম্ম করিয়া মনের স্ফূর্ত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? [illegible] ছুটীর পর আহার করিয়া তাহারা সমস্ত দিনের ঘোরতর শ্রমের পর আরামে নিদ্রা যায় নতুবা সেই সকল অসৎ সঙ্গীর সহিত অসৎ আলাপে দিনযাপন করে, অতএব পরিতাপ এখন আসিয়া পূর্ব্বকৃত কুকর্ম্ম জন্য অনুযোগ করিবে আর কিসেই বা মন পরিশুদ্ধ রূপে নিযুক্ত থাকিবে?

পরিশেষে বক্তব্য এই, ভোজ্য ও পরিধেয় প্রভৃতির ইতর বিশেষ করিয়া ৩।৪ শ্রেণী বিভাগ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে এতদ্দ্বারা তাহাদিগের মনে উৎসাহ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। তখন তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন চেষ্টা, যত্ন ও অধিক পরিমাণে কার্য্য করিবার ইচ্ছা জন্মিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদিগের পশুবৎ ভবিষ্যচিন্তাহীন নিস্পৃহ, ও নিশ্চেষ্ট প্রকৃতি দোষ ক্রমশঃ সংশোধিত হইতে পারিবে এবং গবর্ণমেণ্টকে এরূপ স্নেহান্বিত দেখিলে তাহাদিগের অশেষ পাপাচারত পাষাণবৎ হৃদয় ক্রমশঃ কোমল হইয়া সদুপদেশ বীজ বপনোপযোগী হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] রায় রাজসাহী
১২৬৯ শ্রাবণ অবধি পৌষ পর্য্যন্ত কোং ৫ টাকা
” মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত বালী
১২৬৯ ভাদ্র অবধি মাঘ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
” হরিকৃষ্ণ [illegible] নদীয়া
১২৬৯ ভাদ্র অবধি মাঘ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
” [illegible] মুখোপাধ্যায় লখনৌ
১২৬৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
” [illegible] চৌধুরী কাছাড়
১২৬৯ [illegible] পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
” [illegible] বাগানগাছি
১২৬৯ [illegible] অবধি [illegible] পর্য্যন্ত ৫ ঐ
” [illegible] সাহা কলিকাতা
১২৬৯ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

এই পত্র [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible]

সোমপ্রকাশ

"অবরানা সম্প্রতি [illegible] ন হীযতাং।"

৪ ভাগ। ৪২ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ১৭ ভাদ্র। ইং ১৮৬২। ১ সেপ্টেম্বর } মাসিক মূল্য [illegible] টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

১৭ই ভাদ্র সোমবার।

==*==

ছাত্রবৃত্তি।

পাঁচ বৎসর অতীত হইল, উড্রো সাহেব শিক্ষার্থি বালকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ আদর্শ, ইংরাজী বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে কয়েকটী ছাত্রবৃত্তি দিবার ও সেই ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে বিনা বেতনে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবটী উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। ইহার কতক ফলও হইয়াছে। পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে প্রায় দরিদ্র লোকের সন্তানেরাই পাঠ করিয়া থাকে। তাহারা অর্থবিরহে দীর্ঘকাল রীতিমত অধ্যয়ন করিতে শক্ত হয় না। ছাত্রবৃত্তির নিয়ম হওয়াতে অনেকের উপকার দর্শিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনার দোষে ইহা আকাঙ্ক্ষিতফলপ্রসূ হইতেছে না। তৎকৃত প্রস্তাবানুসারে ছাত্রেরা চারি বৎসর মাত্র ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

ওদিকে এক্ষণে প্রায় যাবতীয় প্রথম শ্রেণির গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে নয় বৎসর পাঠ করিয়া শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার নিয়ম হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণির বিদ্যালয় সকলেও সাত বৎসর অধ্যয়ন না করিয়া পরীক্ষা দিবার উপায় নাই। এরূপ স্থলে নিতান্ত পক্ষে গড়ে সাত বৎসর পাঠ না করিলে কোন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু [illegible] চারি বৎসর ঊর্দ্ধসংখ্যা পাঁচ বৎসর [illegible] বেতনে পাঠ করিতে পায়। তাহাতে অনেক স্থলে এই দোষ ঘটে, অনেককে অর্থবিরহে অগত্যা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং তাহাদিগের শিক্ষারও ব্যাঘাত জন্মে। চারি পাঁচ বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া সুশিক্ষালাভের সম্ভাবনা কি? ফললাভের সময়ে তাহারা তাহা হইতে বঞ্চিত

হইতেছে, এটি সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা কি আছে? কোন ছাত্রই চারি বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। উড্রো সাহেব ও শিক্ষাসংক্রান্ত ডিরেক্টর কি এবিষয় অবগত নহেন? যদি তাঁহারা জানেন তাহা হইলে বালকদিগকে কি জন্য বিদ্যা শিক্ষার আস্বাদন মাত্র করাইয়া হঠাৎ তাহা হইতে বঞ্চিত করিতেছেন? যদি পল্লীগ্রামের বিদ্যালয় সমূহের উন্নতি ও দরিদ্র বালকদিগকে অধিক শিক্ষা দেওয়া শিক্ষাসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য হয়, বর্ত্তমান চারি বৎসরের বৃত্তির নিয়ম উঠাইয়া দিয়া অন্ততঃ আর দুইবৎসর সময় দেওয়া উচিত। তৎপরে তাহারা যদি যথোচিত শিক্ষা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা হইলে যত দিন তাহারা প্রবেশিকা শ্রেণিতে না যায় তত দিন বিনা বেতনে পাঠ করিবার অনুমতি দেওয়া আবশ্যক। এ কথাও তাহাদিগকে কহিয়া দেওয়া আবশ্যক যে সাত বৎসরের পর তাহারা যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, ছাত্রবৃত্তি পাইবে না।

আমরা বিলক্ষণ বলিতে পারি এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সকলেই উচ্চতম শ্রেণিতে যাইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবে। এইরূপ নিয়ম করিলে উড্রো সাহেবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। যাহাতে বাহুল্য রূপে মফস্বলে লেখাপড়ার চর্চ্চা হয় সে বিষয়ে উড্রো সাহেবের অপেক্ষা কেহই অধিকতর যত্নবান নহেন, কিন্তু উল্লিখিত দোষ বশতঃ তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। এই দেশে কেবল উপন্যাস প্রসিদ্ধ টাণ্টালসের সুস্বাদু ফল ও নির্ম্মল জল লাভের ন্যায় সুশিক্ষা লাভ, বালকদিগের বিড়ম্বনা সার হইয়াছে।

—:০:—

লেড্ সাহেব ও তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দান।

বণিক সম্প্রদায় ও লাণ্ডহোল্ডার্স সভা লেড্ সাহেবকে অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য কলিকাতার সরিফকে টৌনহালে এক সভা করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সভাকেও তাঁহাদিগের সহকারী হইতে বলেন, কিন্তু এই সভা তদ্বিষয়ে অসম্মত হইয়াছেন। লেড্ সাহেবের পদত্যাগ ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, অতএব ভারতবর্ষীয় সভা বণিক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া যে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দানে উন্মুখ হইলেন না, তন্নিমিত্ত অনেকেই আপাততঃ তাঁহাদিগের প্রতি অকৃতজ্ঞতা দোষের আরোপ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন, উক্ত সভা সৎবিবেচনারই কার্য্য করিয়াছেন। লেডসাহেবকে অভিনন্দন পত্র দান, আর ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ও সর চারলস উডের কার্য্যের প্রতিবাদ করা সমান। শ্রেণি অথবা সম্প্রদায় বিশেষ স্বার্থান্ধ হইয়া যা বলুন না কেন, সর চারলস উডের কার্য্য এত অন্যায় হয় নাই যে এ দেশীয়েরা তাঁহার প্রত্যর্থিকে প্রশংসা ও তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া শুচি হইতে পারেন। তিনি লেড্ সাহেবের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছেন। ভ্রম সংশোধিত হইয়া প্রকৃত আয় ব্যয় স্থির না হইলে, শ্রেয়োলাভ সম্ভাবনা নাই। ভ্রমাত্মক আয় ব্যয় গণনার উপর নির্ভর করিয়া ব্যয়াদি কার্য্য সম্পাদিত হইলে পরিণামে [illegible] উৎপন্ন হওয়া অসম্ভাবিত নহে। তবে তাঁহার এই দোষ হইয়াছে যে তিনি লেড্ সাহেবের প্রতি অনাবশ্যক রুক্ষ ও কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এ অপরাধে তিনি অত্যাচারকারী ও ভারতবর্ষের শত্রু বলিয়া পরিগণিত ও নিন্দিত হইতে পারেন না।

লেড্ সাহেবের কৃত আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব, সর চারলস উডের তদ্বিষয়ক পত্র ও মহাসভায় বক্তৃতা ও লেড্ সাহেবের [illegible] সমস্ত, এ সমুদায় সর্ব্বসাধারণের গোচর হইয়াছে। অপক্ষপাতী নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা এবিষয়ে কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন? লেড সাহেবের যে ভ্রম হইয়াছে, [illegible] কোন ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন? রেইলওয়ে ঘটিত ইংলণ্ডীয় শিলিঙ ও এতদ্দেশীয় টাকার বিনিময় এবং চীন দেশীয় যুদ্ধের টাকার হিসাব লইয়াই বিবাদ হইতেছে। লেড্ সাহেব সম্প্রতি [illegible] যে [illegible] প্রস্তাবটী টাইমস পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে প্রতিবৎসর ৬ কোটি টাকা রেইলওয়ের জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। সেই ব্যয় মূলধন হইতে হইবারই কথা, রাজস্ব হইতে হইবার কথা নাই। যখন এরূপ হইল, তখন ৬ কোটি টাকাই রেলওয়ের বাস্তবিক ব্যয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, তাহার মধ্য হইতে ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হইতে পারে না। কেবল নিয়ম ধরিয়া বিবেচনা করিলে লেড্ সাহেবের কথা অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য্যে তাহা কোথায় হইতেছে? সর চারলস উড প্রতি টাকায় দুইপেনি ক্ষতি স্বীকার করিয়া রেইলওয়ের জন্য টাকা কর্জ্জ করেন। সে টাকার কিছু ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয় না। তাহা ইংলণ্ডের ব্যয়ের জন্য রাখিয়া সর চারলস উড ভারতবর্ষে [illegible] প্রেরণ করেন। সেই টাকা [illegible] দেওয়া হয়। এক্ষণে [illegible] টাকা লইয়া [illegible] কোটি টাকা [illegible], [illegible] [illegible] হইতে না হইয়া [illegible]

নি আরো বলেন, এখন যেমন এক সিলিঙ দশ পেনির এদেশীয় টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে, ঐরূপ যদি দুই সিলিঙ অথবা দুই সিলিঙ দুই পেনি বিনিময়ের নিয়ম হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদিগের লাভ হইবে। এ স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, আয় ব্যয় সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ধরিয়া কার্য্য করা বিধেয় হয় না। ভবিষ্যতের উপরে নির্ভর করিয়াই ইদানীন্তন সভ্য গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া কার্য্যকরা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে রেইলওয়ের সুদের দরুণ একাল পর্য্যন্ত যত ব্যয় হইয়াছে, তাহা জমা টাকার মধ্যে পরিগণিত না করা হয় কেন? রেইলওয়ে সম্পূর্ণ হইলে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি ক্রমশঃ অংশিদিগের সুদের টাকাত প্রত্যর্পণ করিবেন। এরূপে কার্য্য করা ভ্রান্তিদোষ দ্বারা অনুষিত নহে। সর ওয়ালপোল হইতেই প্রথমে এই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলতঃ লেঙ সাহেব ও তাঁহার অন্য সহকারীরা যে রূপ বলুন না কেন, রেইলওয়ের বিনিময় ঘটিত অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই। তাঁহার কেবল তর্ক শক্তি প্রদর্শন করা হইতেছে, কিন্তু যে তর্কে গুরুতা ও সারবত্তা নাই। এরূপে আত্মপক্ষ রক্ষার চেষ্টা না করিয়া তিনি যদি স্পষ্টাক্ষরে সাহস পূর্ব্বক বলিতেন যে ভারতবর্ষ আর এ প্রকার ক্ষতি সহ্য করিবেন না; বাজার দরে প্রতি টাকায় দুই সিলিঙ ধরিয়া লইবেন, তাহা হইলে তাঁহার যথার্থ প্রশংসনীয় কার্য্য করা হইত। বিনিময়ে ক্ষতি হয় না বলিয়া হিসাবের মারিপেঁচ করা কেবল তর্কশাস্ত্রের আশ্রয় মাত্র।

চীনদেশের যুদ্ধ কালে অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট সৈন্যাদির ব্যয়ার্থ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে ঋণ স্বরূপ যে টাকা দেন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা পরিশোধ করিয়াছেন। লেঙ সাহেব সেই টাকা আয় মধ্যে গণনা করেন। সর চারলস উড ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আয় শব্দের প্রকৃত অর্থ সন্ধান করিলে ইহা প্রকৃত আয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইহা ঋণ পরিশোধ মাত্র। তবে এ বৎসর এই অর্থের আগম হইল, বলিয়া ইহাকে যদি আয় মধ্যে গণনা করা হইয়া থাকে, তাহাতে কিছু বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না। ইহা আয় বলিয়াই হউক, অথবা কর্জ্জ আদায় বলিয়াই হউক, এ উভয়ের অন্যতর যা বলিয়া পরিগণিত হউক, তাহাতে ইষ্টানিষ্ট নাই, তাহা গণনার রীতিভেদ মাত্র।

ব্যয় বাদে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে একথা লেঙ সাহেব বার বার কহিতেছেন। তিনি স্ব বাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত জমা টাকা (কাসবালান্স) প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু সর চারলস উড কহিতেছেন লুঠ প্রাপ্ত টাকাও নানা প্রকার ফণ্ডের টাকা একত্র জমা হওয়াতেই জমা টাকার বৃদ্ধি হইয়াছে। ধনাগার অধিক টাকা থাকিলেই যে আয়, ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইল একথা স্বীকার করা যাইতে পারে না। কি লেঙ সাহেব কি সর চারলস উড কেহই উল্লিখিত জমা টাকার সবিস্তর বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে ধনাগারে ১৯ কোটি টাকা জমা দৃষ্ট হইতেছে। অতএব এ বিষয়ে সর চারলস উডের প্রতিবাদ করিয়া লেঙ সাহেবের উল্লিখিত জমা টাকার কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বেও কহিয়াছিলাম পুনরায়ও কহিতেছি, লেঙ সাহেবের ভ্রম হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলিয়া তিনি উপেক্ষার যোগ্য নহেন। ভ্রমশূন্য লোক কোথায়? তিনি ভারতবর্ষের এক জন যথার্থ হিতৈষী ছিলেন। কণ্ট্রাক্ট বিল প্রভৃতি দুই একটী বিষয়ে তিনি নীলকর প্রভৃতির সহায়তা করেন বটে, কিন্তু যাহাতে ইংলণ্ডে ব্যয় সংক্ষেপ, বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি ও অন্য অন্য প্রকারে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। এদেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের যাহাতে পরস্পর সদ্ভাব হয়, তদ্বিষয়ে তিনি যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার একটী বিশেষ গুণ এই তিনি উইলসন সাহেবের ন্যায় এক গুঁয়ে নহেন। তিনি বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া কার্য্য করেন। এ প্রকার লোকই এক্ষণে আবশ্যক। ফলতঃ তাঁহার পদ ত্যাগ আমাদিগের দুঃখের নিমিত্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিয়া সর চার্লস উডের অবমাননা করাও আমাদিগের অভিমত নহে।

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এবৎসরের পবলিক ওয়ার্কের ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমে ৩৬৭॥ লক্ষ টাকার ফর্দ্দ হয়, কিন্তু আর ২০॥ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ইনকমটাক্সের শতকরা এক টাকা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। তাহা ধরিলে আর ৩৮ লক্ষ অধিক হয়। যে স্থানে ও যে বিষয়ে যত টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

	লক্ষ
মান্দ্রাজ	৬৮
বোম্বাই	৫৮
বঙ্গদেশ	৫২॥
উত্তর পশ্চিম	৬০॥
পঞ্জাব	৫১
অযোধ্যা	১৭
মধ্য ভারতবর্ষ	১৭॥
হায়দরাবাদ	৬৸
ব্রহ্মদেশ	১৬৸
সিঙ্গাপুর প্রভৃতি	৪
অন্য অন্য	২৸
রেইলওয়ে	১৩১
ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ	৮৸
পোষ্ট আফিস	১
জমা	১০১
মোট টাকা	৩৮৮ লক্ষ

ইহার মধ্যে সেনাদলের জন্য ৩৬,০৯,১১১ টাকা, কৃষির উন্নতি নিমিত্ত (খাল খনন প্রভৃতির জন্য) ৪৬,২৮,৭৬৯ টাকা এবং রথ্যাদি সংস্কার প্রভৃতির জন্য ১,০১,৪৭,৮০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বাকী টাকা রাজপথ প্রভৃতিতে ব্যয়িত হইবে।

গবর্ণমেণ্টের যে সমস্ত আয় ব্যয় হিসাব প্রকাশিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আয়ের বিষয়ে বঙ্গদেশেরই অধিক টাকা দেখা যায়, কিন্তু ব্যয়ের বেলা সে রূপ নয়। উপরের হিসাব দর্শন করিলেই সকলের তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। এক্ষণে গড়ে প্রতি বৎসর রেইলওয়ে প্রভৃতিতে ১২ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। ইহার মধ্যে প্রায় চারি কোটি সাধারণ রাজস্ব হইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে কোন গবর্ণমেণ্ট এত টাকা এ বিষয়ে ব্যয় করিতে পারেন না। কিন্তু ইহার অনুরূপ ফল লাভ এখন অনেক দূরে আছে। কি পরিমাণে সেই ফল ভোগে আমরা সমর্থ হইব, তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় ও নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিতেছি না। রাজপথ প্রভৃতি প্রস্তুত হইলে এদেশের সবিশেষ উন্নতি হইবে, এই মধুর ধ্বনিই কেবল অমৃতবর্ষির ন্যায় কর্ণের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। এই সকল বিষয়ে রাজকোষ হইতে যে পরিমাণে ব্যয় হইতেছে, আমরা যে তদনুরূপ ফলভোগী হইব, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ইহার অধিকাংশই চোর ও কণ্ট্রাক্টদারের উদরসাৎ হইতেছে। এক্ষণে যে কণ্ট্রাক্ট প্রথা হইয়াছে, আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি, তাহাতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, একটী কার্য্যও সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না। কণ্ট্রাক্ট দিবার অর্থই এই "তোমরা আপনারা অধিকাংশ লও, আর কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যয় কর।" যেখানে যেখানে কণ্ট্রাক্ট, সেই খানেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, উপন্যাস প্রসিদ্ধ " দুই জুয়াচোরের লবণ ও গুড় বিক্রয়ের কাণ্ড " ঘটিয়া উঠে। যাঁহার হাত দিয়া কণ্ট্রাক্ট বাহির হয়, তিনি মনে করেন, তাঁহার জিত হইল, কণ্ট্রাক্টদারের ত জিত আছেই। কণ্ট্রাক্টদার কাজের মাপ দিয়া টাকা কড়ি লইয়া বিদায় হইতে না হইতে সেই কাজের মেরামত করাইবার নিমিত্ত আবার কণ্ট্রাক্টদার অন্বেষণ করিতে হয়। যাঁহার হাত দিয়া এই রূপে কাজ হয়, তাঁহারও ক্ষতি নাই, কণ্ট্রাক্টদারেরও ক্ষতি নাই, ক্ষতি কেবল গবর্ণমেণ্টের। গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইলেই আমাদিগের ক্ষতি। এই রূপে যে অকারণ ক্ষতি করা হইতেছে, তাহার দায়ী কে? প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, অনেক ওবরসিয়ার বিনামী করিয়া কণ্ট্রাক্ট লইয়া থাকেন। এই সকল কারণে আমরা জিদ করিয়া অনুরোধ করিতেছি গবর্ণমেণ্ট এক কমিসন নিযুক্ত করিয়া পবলিক ওয়ার্কের ব্যয় এবং ওবরসিয়ার ও ইঞ্জিনিয়রদিগের কার্য্য প্রণালীর পরীক্ষা করুন। গবর্ণমেণ্ট আর কত কাল আমাদিগের শোণিত দিয়া ঐ সকল ধূর্ত্তকে পরিবর্দ্ধিত করিবেন।

—০—

অনুৎসাহ দিয়া চড়ক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা।

সর চারলস উড এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগকে কহিয়া দেন, তাঁহারা অনুৎসাহ দিয়া চড়ক উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পান, কিন্তু কোন রূপে যেন এদেশীয়দিগের ধর্ম্মে হস্ত ক্ষেপ না করেন। সর চারলস উডের এ আজ্ঞা একটী যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য করা হইয়াছে। প্রজার সুখ দুঃখ সন্ধানে উদাসীন হইয়া কেবল আপনার সুখ স্বচ্ছন্দের উপায় অন্বেষণ করিয়া কালাতিপাত করা রাজার অথবা রাজপ্রতিনিধি প্রধান পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়। প্রজার কোন্ কোন অংশে কষ্ট আছে, আর সেই কষ্টের মূল কারণই বা কি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার [illegible] অনুসন্ধান করিয়া তন্নিরাকরণ চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই চেষ্টা করিতে গিয়া প্রজাগণকে দুস্তর ক্লেশসাগরে নিপাতিত করা বিধেয় হয় না। অদূরদর্শী উদ্ধত স্বভাব রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধিগণই সেই অনর্থের আপাত কারণ হইয়া থাকেন। চিরন্তন সংস্কারের বিরোধী হইয়া উদ্ধত ভাবে কার্য্য করিতে গেলে তাহাতে প্রকার সহস্র ইষ্ট লাভ সম্ভাবনা থাকিলেও প্রায় এইরূপ ঘটনা হয়।

এ দেশে যত প্রকার জঘন্য ব্যবহার প্রচলিত আছে, চড়ক তাহার মধ্যে একটী প্রধান। অনুধাবন করিয়া দেখিলে সকল বিষয়েরই প্রায় আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা বিস্তর ভাবিয়া দেখিলাম, দুর্ভাগ্য ক্রমে চড়কের এক অংশেও একটী গুণ দেখিতে পাইলাম না। নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়ই অপকৃষ্ট। বাদ্য এমনি মধুর যে কিঞ্চিৎ অধিক কাল শ্রবণ করিলে কর্ণ বধির হইয়া যায়, উহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত চিকিৎসা করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠে। নৃত্য দেখিলে কেবল যে ঘৃণা জন্মে এরূপ নহে, উহা অশ্লীলতা দোষ দ্বারা একান্ত দূষিত, উহা কোন ক্রমে কাহারও বিশেষতঃ স্ত্রীগণের দর্শনযোগ্য নহে। গীত, নৃত্য ও বাদ্যের অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন, বাণফোঁড়া, চড়কগাছে [illegible] প্রভৃতি কতকগুলি নৃশংস ও [illegible] কাণ্ড আছে।

ফলতঃ এ [illegible] অসভ্য কালোচিত, আমাদিগের দেশের মূর্খ নীচ লোকেরাই ইহার কর্ত্তা। [illegible] ইদানীন্তন কালে [illegible] বিনাশ হইবে, এ কথা বলা বাহুল্য। [illegible]

চেষ্টায় সর চারলস উডের যে সবিশেষ যত্ন জন্মিয়াছে, তাহাতে আমরা যেমন আহ্লাদিত হইয়াছি, তেমনি তিনি বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে মৃদু উপায় দ্বারা তদুন্মূলন চেষ্টায় অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া অধিকতর সন্তুষ্ট হইতেছি। এ দেশীয়দিগের অনিচ্ছা ও অমতে রাজপুরুষেরা এ দেশের অতি জঘন্য আচার ব্যবহারেও হস্তক্ষেপ করিয়া প্রজার বিদ্বেষভাজন হন, ইহা কোন ক্রমেই আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। প্রজার সম্মতি লইয়া যা কিছু করিতে পারেন করুন তাহাতে আপত্তি নাই।

সর চারলস উড যে উপায় অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত জঘন্য প্রথার উন্মূলন চেষ্টার অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাতে কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা আছে কি না, এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা যাইতেছে। সর চারলস উড অনুৎসাহ দিয়া উহার নিবারণ চেষ্টা করিতে কহিতেছেন, কিন্তু সে অনুৎসাহ দেওয়া কিরূপ? যে সকল ব্যক্তির অধ্যক্ষতায় চড়ক হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের অগ্রে চড়কের নিন্দাবাদ করিয়া তাহা হইতে সকলকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাওয়া কি সেই অনুৎসাহ দেওয়া? যে হৃদয়ক্ষেত্র কুসংস্কার কণ্টকে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সদুপদেশ বীজের অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা কি? সেই ক্ষেত্রকে যাহার সদুপদেশ গ্রহণ যোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে, সেই উপায়ের অন্বেষণ ও তৎপ্রবর্ত্তন চেষ্টাই কর্ত্তব্য। সে উপায়—বাহুল্যরূপে বিদ্যাশিক্ষা। বিদ্যার আলোক ব্যতিরেকে কুসংস্কাররূপ গাঢ় অন্ধকার দূর করিবার আর কার ক্ষমতা আছে?

যাহা হউক, আমাদিগের আত্যন্তিক ক্ষোভের হইতেছে, সর চারলস উড উক্ত প্রকৃত উপায় অবলম্বন করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত বরং তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছেন। লেও সাহেব এ বৎসর শিক্ষা কার্য্যে যে অধিক ১০ লক্ষ টাকা দিবার অনুমতি করিয়াছিলেন, তিনি (সর চারলস উড) তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অন্য ব্যয় বন্ধ ও সংক্ষেপ করিয়াও এ ব্যয় দেওয়া উচিত। এক বিদ্যা প্রভাবে ভারতবর্ষের দিন দিন যে কিরূপ দ্রুত পরিবর্ত্ত হইতেছে, সর চারলস উড এখানে অবস্থিতি করিয়া যদি অনুভব করিতে পারিতেন, কখনই এ ব্যয় বন্ধ করিতেন না। অধিক দিনের কথায় কাজ নাই, তিনি ১৮৫৪ অব্দে শিক্ষা সংক্রান্ত যে চিঠি পাঠান, তাহার পরের পরিবর্ত্ত দর্শন করিলেই তাঁহাকে বিস্ময়াপন্ন হইতে হইবে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহার মধ্যে বিদ্রোহরূপ একটি মহান বিঘ্ন হইয়া গিয়াছে।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

প্রথম, ময়মনসিংহস্থ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত সংস্কৃত ব্যুৎপাদিকা। ইহাতে ব্যাকরণের স্থূল স্থূল কয়েকটি বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয়, শিশূপদেশ। ঢাকাজেলার অন্তর্গত পাঁচদোনা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্রসেন ইহার প্রণেতা।

তৃতীয় ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র রচিত হাস্য রসতরঙ্গিণী। ইহা পদ্য. গ্রন্থ।

চতুর্থ, ঢাকাজিলার অন্তর্গত পাঁচদোনা নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত বনিতা বিনোদ।

পঞ্চম, "ম্যাও ধরে কে?" ইহাও শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত। ইহা নাটকাকারে রচিত হইয়াছে। ইহার নামেই বোধ হয় পাঠকগণ ইহার গুণ বুঝিতে পারিয়াছেন।

ষষ্ঠ, বিক্রমোর্ব্বশী। ইহাতে সংস্কৃত বিক্রমোর্ব্বশীর উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত ইহার সঙ্কলন কর্ত্তা।

প্রার্থনা বিষয়ক প্রবন্ধ।

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন উক্ত প্রবন্ধটী ব্রাহ্ম সমাজে পাঠ করেন। প্রস্তাবটী দীর্ঘ বলিয়া এক কালে প্রকটিত না হইয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইল।

আমাদিগের নিকট ঈশ্বরের অদেয় কিছুই নাই। তিনি আমাদিগের মঙ্গলাকর পরম বন্ধু; তিনি আমাদিগের ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সকল কালের হিতাহিত জানিতেছেন; তিনি আমাদিগের সকলের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। প্রার্থনার পূর্ব্বে তিনি আমাদিগের অভাব নিবারণীয় উপায় বিধান করিয়াছেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিষয়ক নিয়ম স্থির করিয়াছেন। সেই সকল উপায়াবলম্বন ও সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে আমরা আমাদিগের সুখ সম্পাদন করিতে পারি। তবে কেন আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি? তাঁহার নিকট প্রার্থনা না করিয়া কি আমরা আমাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে পারি না? প্রার্থনাবিরোধিরা বলেন যে, যে যে উপায়াধীন ও নিয়মাধীন হইয়া আমরা রহিয়াছি, সেই সেই উপায়াবলম্বন ও সেই২ নিয়ম প্রতিপালন করিলে যখন সুখোৎপত্তি হয় তখন তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি, ও প্রার্থনা না করিলে আমাদিগের মঙ্গলোৎপত্তি হইবেক না ইহাই বা কি প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? এতদুত্তরে আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের নিকট কিসের জন্য প্রার্থনা করেন? ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনোদ্দেশেই তাঁহারা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। পরের দুঃখ নিবারণ না করিলে দয়াবৃত্তি চরিতার্থ হয় না, ইহা যেমন ঈশ্বরের নিয়ম, প্রার্থনা না করিলে প্রীতিবৃত্তি উত্তেজিত হয় না ইহাও সেইরূপ তাঁহার নিয়ম। শরীর পুষ্টির জন্য শারীরিক নিয়ম মধ্যে যেমন উত্তম জল বায়ু প্রধান রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, সেই রূপ আত্মার পুষ্টির জন্য আত্মোন্নতি নিয়ম মধ্যে প্রার্থনা প্রধান রূপে পরিগণিত হইয়াছে। জগৎপিতা জগৎপাতা আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, প্রার্থনা তাহাদিগের অন্তর্গত। পীড়

হইলে সুস্থতা লাভার্থ ঔষধ সেবন করা যেরূপ তাঁহার নিয়ম, পাপরোগ হইতে আত্মার মুক্তি লাভার্থ প্রার্থনা করা সেইরূপ তাঁহার নিয়ম। প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা প্রীতিবৃত্তির অন্তর্গত, প্রার্থনা ব্যতীত ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না; প্রার্থনা ব্যতীত সেই ভূমার সাক্ষাৎকার হয় না; প্রার্থনা শূন্য উপাসনা উপাসনাই নহে।

ঈশ্বরের করুণা, প্রেম, জ্ঞান, কৌশল, মহিমা ইত্যাদি বিষয়ে মন সমাধান করিলে কিয়ৎ পরিমাণে প্রীতিবৃত্তি উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু প্রার্থনা ব্যতীত তাহা স্ফূর্ত্তি পায় না। কোন শ্যামল দূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত প্রশস্ত ক্ষেত্রোপরি দৃষ্টিপাত করিলে, নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প ও বৃক্ষ দ্বারা সুসজ্জিত কানন মধ্যে ভ্রমণ করিলে, অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিক নেত্রপাত করিলে, কোন শৈল শিখর হইতে জল প্রপাত নিরীক্ষণ করিলে, নয়ন তৃপ্তিকর নানা বর্ণে রঞ্জিত ও নানা প্রকারে গঠিত পক্ষ্যাদির অবয়ব অবলোকন করিলে, অগণ্য নক্ষত্র বেষ্টিত সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের গতি বিধি বিষয়ে চিন্তা করিলে ও জীবদেহের আশ্চর্য্য পারিপাট্যের কথা স্মরণ করিলে, জন সমাজে সময়ে সময়ে এক এক অদ্ভুত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে ধর্ম্ম তত্ত্বানুসন্ধায়ী কোন্ ব্যক্তি সেই ভূমার করুণা, জ্ঞান, কৌশল মহিমা ও প্রেমের ভূরি ভূরি পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি রসার্দ্র না হন? ভক্তিরসার্দ্র হইয়া তখন সেই ব্যক্তির মনে কি প্রকার ভাব উদয় হয়? তখন জগৎপিতার আবির্ভাব আপন অন্তরে অনুভব করিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে কি সেই ব্যক্তির স্বভাবতই ইচ্ছা হয় না? সে ইচ্ছা অবরোধ করিলে কি তাহার প্রেমবৃত্তি স্ফূর্ত্তিমতী হয়? কোন দরিদ্র দশান্বিত ক্ষুধার্ত্তব্যক্তি আমাদিগের নয়ন পথে পতিত হইলে আমাদিগের অন্তরে দয়ার উদয় হয়, কিন্তু আমরা যদি তাহাকে অন্ন প্রদান না করি, তাহা হইলে কি আমাদিগের দয়াবৃত্তি বলপ্রাপ্ত হয়? না বল হীনা হইয়া যায়? সেইরূপ পরমার্থ বিষয়ে চিন্তাদি দ্বারা ভক্তির উদয় হইলে, প্রার্থনা না করিলে তাহা স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া যায়। প্রার্থনা ব্যতীত ভক্তি ও প্রেমের ভাব মনোমধ্যে উদয় হইয়া মনেতেই লীন হইয়া যায়। অন্যের দুঃখ দূরকরা যেমন দয়ার কার্য্য, সেইরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করা, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা, তাঁহার নিকট অন্তরের কথা ব্যক্ত করা ইত্যাদি ভক্তি ও প্রেমের কার্য্য। দয়ার পাত্র সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহার দুঃখ দূর করিয়া আমরা যেমন আমাদিগের দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারি, সেইরূপ নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা জগৎপিতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে আমরা আমাদিগের ভক্তি ও প্রেমবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হই। শ্রবণ ও মনন দ্বারা আমাদিগের মনে ঈশ্বরের জ্ঞান, করুণা প্রেমাদির ভাব উত্থিত হয়, প্রার্থনা দ্বারা আমরা আমাদিগের মনোমধ্যে তৎকালীন উদিত ভাব তাঁহার নিকট প্রকাশ করি, প্রার্থনা দ্বারা আমরা অন্তরে অন্তরে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করি, তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করি এবং তজ্জনিত বিমলানন্দ ভোগ করি ও ধর্ম্ম বল উপার্জ্জন করি।

যাঁহারা স্বীকার পান যে জগদীশ্বর আমাদিগের অন্তরে ভক্তি ও প্রেমবৃত্তি রোপিত করিয়াছেন, অথচ বলেন যে যেমন উপকারক কার্য্য নিষ্পাদন করিলে, পরহিত সাধনে রত থাকিলে ধার্ম্মিকের ন্যায় কার্য্যকরা হয়, আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে ঈশ্বর যখন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধনোদ্দেশে আমাদিগের অন্তরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন সকল না হউক অন্ততঃ প্রধান প্রধান কতিপয় বৃত্তি চরিতার্থ হেতু যত্নযুক্ত না হইলে কিপ্রকারে আমরা ধার্ম্মিকের ন্যায় কার্য্য করিতে সক্ষম হইব? আমি স্বীকার পাই যে একবৃত্তি তেজস্বিনী হইলে তাহার বলে অপর কোন কোন বৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে বলীয়সী হয়। যে ব্যক্তির দয়া অতিশয় প্রবল, যে ব্যক্তি পর দুঃখ নিবারণার্থ আপন সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিতেছে, পিতা মাতা আপ্তদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন করিতেছে, পর দুঃখ নিবারণ জন্য যাহার অন্তর ক্রন্দন করিতেছে, তাহার প্রেমবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে বলবতী হয় সন্দেহ কি? কিন্তু ভক্তি ও প্রেম বৃত্তি প্রকৃতরূপে উত্তেজিত হইলে যেপ্রকার গম্ভীর, উদার ও বিশুদ্ধ ভাব মনোমধ্যে বিরাজ করে কেবল দয়ার বলে সেরূপ ভাব কখনই উদয় হয় না। ভক্তি ও প্রেম যখন স্বতন্ত্র বৃত্তি তখন অন্য এক বৃত্তির বলে কিপ্রকারে তাহারা যথোচিত রূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারে? কোন সাধুশীল কিন্তু ভক্তিতাচ্ছল্যকারী ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিলে আপনারা জ্ঞাত হইবেন যে সে ব্যক্তির অন্তরে ঐশ্বরিক গম্ভীর উদার প্রেম ও বিশুদ্ধভাব অনুদিত রহিয়াছে। দয়ার কার্য্য উপস্থিত হইলে সে ব্যক্তি তাহা আনন্দ পূর্ব্বক সম্পন্ন করে কিন্তু রাগ অভিমানাদি পরাজয় করিতে সামান্য বলবিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। ভক্তি ও প্রেম বৃত্তি হীনবলাবস্থায় থাকিবায় তাঁহার ধর্ম্মবল দুর্ব্বলাকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা স্থিরীকৃত আছে যে দুর্জ্জয় নিকৃষ্ট রিপুকুলকে দমন করিবার জন্য ভক্তি ও প্রীতিবৃত্তির বলে আমরা যেরূপ বলীয়ান হই সেরূপ বলীয়ান আমরা বুদ্ধি কিম্বা দয়ার বলে কখনই হইতে পারি না। ধর্ম্মনীতির নিকট আমরা শিক্ষা পাই যে রাগ দ্বেষ অভিমানাদি দমন করা উচিত, লোকের মঙ্গল সাধন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু এই কর্ত্তব্য আমরা কি অল্প আয়াসে সম্পাদন করিতে সমর্থ হই। তাহা নিষ্পাদনার্থ আমরা কি বহুল পরিমাণে ভক্তি ও প্রীতির উপর নির্ভর করি না? ভক্তি ও প্রীতির বল ব্যতীত কর্ত্তব্য সাধনে লোকে কি সমর্থ হয়? কোন ব্যক্তি কর্ত্তব্য সাধনে অধিকতর সমর্থ হয়? ভক্তি তাচ্ছল্য কারী কি প্রীতি সুধাপান কারী? এক্ষণকার সুশিক্ষিত যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আপনারা এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে সক্ষম হইবেন। তাঁহারা কি প্রণালী অনুসারে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কোন্ কোন্ বৃত্তি কি কি পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে এবং তাঁহারা কি প্রকার আচরণ করিতেছেন। এসমস্ত বিষয় স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি আপনারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে ভক্তি তাচ্ছল্য কারী অপেক্ষা প্রীতির সেবক কর্ত্তব্যসাধনে অধিকতর সমর্থ হয়। আপনারা সকলেই জানেন যে পাপ চিন্তা প্রবল থাকিলে যথোচিতরূপে কর্ত্তব্য সাধনে আমরা কখনই পারগ হই না; পাপচিন্তা যে পরিমাণে হ্রাস হইবে সেই পরিমাণে আমাদিগের ধর্ম্মবল বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আমরা কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইব। কাহার সহায়ে আমরা সেই পাপ চিন্তাকে মন হইতে দূরীভূত করিতে পারি? গ্রন্থ বিরচনে গ্রন্থ অধ্যয়নে বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদনে পরোপকার সাধনে সাংসারিক ও ঐশ্বরিক বিষয় চিন্তনে, ইত্যাকার নানা বিধ কার্য্যে সতত ব্যাপৃত থাকিলে পাপচিন্তা কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত হয় বটে কিন্তু প্রীতির বলে পাপচিন্তাকে আরো অধিকতর রূপে দূরীভূত করিতে আমরা পারগ হই। প্রীতির সুধাবারিদ্বারা পাপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গদিগকে একবারে নির্ব্বাণ করিতে আমরা সমর্থ হই। অতএব প্রীতির শরণাপন্ন হওয়া আমাদের প্রত্যেকের উচিত। প্রীতির [illegible]

লইবার জন্য প্রার্থনার সহায়তা গ্রহণ করুন। প্রার্থনা ব্যতীত প্রীতি যথোচিত রূপে উত্তেজিত হইবেক না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিবিধ সংবাদ।

১০ই ভাদ্র সোমবার।

প্রধানতম বিচারালয় যাবতীয় জজ, সদর আলা, সদর আমীন ও মুন্সেফদিগের নিকটে মিরণের এক হিসাব চাহিয়াছেন। মিরণে না জিরদিগের বিলক্ষণ লাভ হয়। তাঁহাদিগের বেতন ধার্য্য করিয়া বাকী টাকার একটী ফণ্ড করিয়া মুন্সেফ দিগের বেতন বৃদ্ধির উপায় করা কর্ত্তব্য।

মুতন দণ্ডবিধানের আইন প্রচলিত হওয়াতে এদেশে যে গবর্ণমেণ্ট আছেন, এত দিনের পর লোকে সেটী অনুভব করিতেছেন। ইহার এই একটী বিশেষ উপকার দেখা যাইতেছে, মিথ্যা সাক্ষীর দণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটেরা প্রত্যহই প্রায় পাঁচ সাত ব্যক্তিকে সেসিয়নে সমর্পণ করিতেছেন। এস্থলে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে তাঁহাদিগের নবানুরাগ ও অধিকতর উৎসাহ হেতু যথার্থ সাক্ষির যেন দণ্ড না হয়। মাজিষ্ট্রেটেরা উৎকোচ গ্রহণ সংক্রান্ত ধারাটি আমলাগণের উপরে খাটাইতেছেন না কেন?

প্রধানতম বিচারালয় অধীনস্থ আদালত সমূহকে শীঘ্র শীঘ্র আপীলের মকদ্দমা প্রেরণ করিতে কহিয়াছেন। আপীল শুনিবার জন্য কয়েকজন স্বতন্ত্র জজ নিয়োজিত হইয়াছেন। সর বার্ণেস পিকক যদি এত তাড়া তাড়ি করিতে লাগিলেন, এতদিন দুই তিনপুরুষ আপীলের মকদ্দমা পড়িয়া থাকিবার যে ব্যবহার ছিল, সেটি এখন তবে কোথায় যাইবে!

ডিক্রুস নামক এক জন ফিরিঙ্গি এক বিক্রীওয়ালার এক খানি কেদেরা কাড়িয়া লওয়াতে তাহার ছয় মাস মিয়াদ হইয়াছে।

মুলমিনের বণিকেরা মাঞ্চেষ্টরের মজুর দিগের সহায়তার জন্য ২২৭০ টাকা চাঁদা করিয়াছেন।

হিন্দুপেট্রিয়টের এক জন পত্রপ্রেরক কুমারখালির মাজিষ্ট্রেট বেলি সাহেবের অত্যাচারের কথা লিখিয়াছেন। ইনি এক জন পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ান। কুমারখালিতে উত্তম বাটী না পাইয়া এই মহামতি তত্রত্য বিদ্যালয় বাসার্থ লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পান, বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদকের উপরে এক পরওয়ানাও হইয়াছিল, কেবল ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেবের নিমিত্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মুতন সিবিলিয়ানদিগকে কি আকরে টানিতেছে?

দিল্লীগেজেট বলেন, আমীর দোস্তমহম্মদ খাঁর সেনারা হিরাটের অতিনিকটে গিয়াছে। তিনি নিজে অদ্যাপিও ফরাতে আছেন, সুলতান জান পুনর্ব্বার সন্ধি করিবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি তিনি আমীরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। এদিকে সংবাদ আসিয়াছে পারস্যাধিপতি হিরাট আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

আগরার সদর নিজামতে রাও সাহেবের যে দিবস বিচার হয় সে দিবস তাঁহার উকীল ষ্ট্রাফোর্ড সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার নিমিত্ত এক দিবস বিলম্ব করা হয়, তথাপি তিনি অনুপস্থিত থাকাতে বিচার পতিরা নথি দেখিয়া তাঁহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন। ষ্ট্রাফোর্ড এপ্রকার মকদ্দমার উকীল হইয়া কিজন্য মকদ্দমার সময়ে উপস্থিত ছিলেন না; তাহা সাধারণের জানা কর্ত্তব্য! যেমন ইচ্ছা দোষী হউক না কেন তথাপি অপরাধী ব্যক্তিকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট সময় ও উপায় করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, অক্টোবর মাস অবধি বব্বল পুরের রেইলওয়ে আরম্ভ হইবে, তন্নিমিত্ত ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

অযোধ্যাগেজেট লাণ্ড হোল্ডার্স সভার বিষয়ে লিখিয়াছেন "আমরা এতদিন এই সভার কাপনিক বাক্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, স্বার্থ ইহাদিগের কার্য্যের ও প্রতিবাদের মূল"। সম্পাদকের এই সংস্কারটি এখন থাকিয়া গেলে হয়।

হরকরা বলেন "আমরা সন্তুষ্ট হইলাম যে মিষ্টার হিলির যশোহরে বিচার করিবার কল্পনা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তাঁহাকে কলিকাতায় বিচারার্থ আনয়ন করা হইবে।" এরূপ দুরাত্মার এখন কলিকাতায় আসিয়াও আর কিছু হয় না। এখন কলিকাতার বাতাস ফিরিয়াছে।

পতিত কানিওস্মরণীয় সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহকে বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের পরিবর্ত্তে সেক্রেটারি করা হইয়াছে। সভাপতি কর্ণেল সাহেব মৃত বাবুর প্রশংসা ও তাঁহার অকাল মৃত্যুর নিমিত্ত অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

ফিনিক্স বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্কের সেক্রেটারি মিলেটারি সেক্রেটারির তুল্য ৩৫০০ টাকা বেতন পাইবেন।

উক্ত পত্র বলেন ইংলিসম্যান ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বর্ত্তমান সম্পাদক পরিবর্ত্ত হইতেছে। ওয়াল টর ব্রেট লণ্ডনে ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা হইবেন। স্মিথের সম্পাদকতায় ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার গ্রাহকের সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে তৎ পদ ত্যাগ করিতে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেও কহিয়াছিলাম, এখনও কহিতেছি, ওয়ালটর ব্রেট ও স্মিথ ভারতবর্ষ ত্যাগ না করিলে এদেশীয়দিগের সহিত ইউরোপীয়দিগের সদ্ভাব হইবে না।

১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

বোম্বাইনগরে মুতন মালব দেশীয় অহিফেনের প্রতি বাক্স ১৭০০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

এক জন মান্দ্রাজ টাইম্স পত্রে লিখিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে পুনর্ব্বার চাপাটি চলিতেছে। বিবেচনা পূর্ব্বক এই সংবাদে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। পর রাজ্যাপ হরণকারীর দল অদ্যাপিও প্রবল আছে। ইহাত নিজামের পদচ্যুতির একটী উপায় নয়?

মান্দ্রাজ টাইম্স ব্রহ্মদেশস্থিত একদল মান্দ্রাজী সেনার অবাধ্যতার বিষয় লিখিয়াছেন। এক জন কোয়ার্টার মাষ্টর প্রধান সেনাপতির অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে সিপাহীদিগকে মুতনবিধ টুপি ধারণ করিতে বলেন এক্ষণে সিপাহীদিগের পরিচ্ছদের মূল্য তাহাদিগের বেতন হইতে কর্ত্তন করা হইতেছে। তাহারা তন্নিমিত্ত একবাক্য হইয়া মুতন টুপি গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল। কোয়ার্টার মাষ্টর কয়েক জনকে রুদ্ধ করাতে সমুদায় রেজিমেণ্ট অগ্রসর হইয়া রুদ্ধ হইতে চাহিল। গতবিদ্রোহ

অধিকাংশ স্থানে আফিসরদিগের দোষেই ঘটে। অতএব মূতন কোয়াটর মাষ্টরকে সামম্বিক বিচারালয়ে অনয়ন করা কর্ত্তব্য।

দিল্লীগেজেট বলেন লালা জ্যোতিঃ প্রসাদ অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন। তিনি কাশীতে আছেন।

উক্তপত্রের এক জন পত্র প্রেরক বলেন, দিল্লীতে দুই জন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ এক জন সহচর ইউরোপীয় ও এক জন রজককে বধ করাতে সামরিক বিচারালয়ে তাহাদিগের বিচার হইতেছে। লেপ্‌টনণ্ট আক্সনের কি হইল?

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মোর হেড সাহেব তত্রত্য বিচারালয়ের বিচারপতিত্ব পরত্যাগ করিয়াছেন। মোরহেড সাহেব উপযুক্ত লোক, সর হেনরি ওয়ার্ডের মৃত্যু হইলে তিনি কয়েক মাস প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তা ছিলেন। মান্দ্রাজের লোকেরা তাঁহার উপরে সন্তুষ্ট। বোধ হয় তিনি কর্ত্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র নহেন তাহা হইলে তাঁহার একটি উপযুক্ত পদ লাভ হইত।

গত শুক্রবার অবধি বোম্বাইয়ের প্রধান তম বিচারালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন কলিকাতার আরব্ধ বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী কোন কাজের হইল না। ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা ক্লার্ক সাহেব ও মিউনিসিপল্‌ কমিসনরেরা ইহাকে যে কেবল নিতান্ত অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিয়াছেন এরূপ নহে. ইহা দ্বারা নিকটবর্ত্তি বাটী সকলেরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই এ আশঙ্কা করিয়াছিলাম। সাধারণের টাকা যে বৃথা ব্যয়িত হইল, এখন ইহার দায়ী কে?

উক্ত পত্রের ঢাকাস্থ সংবাদ দাতা বলেন তত্রত্য জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সপ্তাহে বড় অধিক তিন দিবস কাছারিতে আইসেন, এবং দুই এক ঘণ্টা থাকিয়া প্রস্থান করেন। সেরেস্তাদার সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছেন। জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সিবিলিয়ান ত? কাছারিতে দুই এক ঘণ্টা যে হুজুরের পদধূলি পড়ে সেও যথেষ্ট।

ঢাকাপ্রকাশের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন ফরিদ পুরের ছোট আদালতের মূতন জজ বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র ন্যায়রত্নের নৌকা হইতে নামিবার সময়ে বহু গোয়ালা দধি দুগ্ধ ও ধীবরেরা মৎস্য লইয়া এবং বেশ্যারা দণ্ডায়মান থাকিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছে, পরদিবস জজের অভিপ্রায় মুসারে বেশ্যারা তাহার বাসায় যাইয়া কিছু কিছু দক্ষিণা আনিয়াছে। জজের সঙ্গে কয়েক জন গায়ক ও ভাঁড় আছে। ফরিদ পুরের জোর কপাল তাই এমন জজটী পাইয়াছেন!

উক্ত পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন পোর্ক্ নামক এক জন নীলকর তত্রত্য ফৌজদারির নাজিরের নামে মিথ্যা নালীশ করাতে তাঁহার ২৮০ টাকা জরিমানা হইয়াছে; ইউরোপীয়ের বেলা জরিমানা এতদ্দেশীয় হইলে মিয়াদ হইত।

১২ই ভাদ্র বুধবার।

পূর্ব্বে ঠকদিগের হস্তে পতিত হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলগামী পথিকেরা হৃত সর্ব্বস্ব হইতেন। এক্ষণে ঐ দুরাত্মাদিগের দমন হওয়াতে উহারা আর একটী মূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। যখন কোন মেলা বা তীর্থে যাত্রিরা গমন করে, তৎকালে প্রায় যাবতীয় সরাইয়ে ২।৪ জন সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা কোন ট্যাঁক ভারি তরলেন্দ্রিয় যুবককে দেখিলে নানা ছলে তাহার সহিত আলাপ ও ভাব করে। কেহ বা তীর্থে যাইতে ছিলাম হঠাৎ স্বামীর সঙ্গ হারাইয়াছি বলিয়া ছল করিয়া যুবা পথিকের সহচরী হয়। পথিমধ্যে এ কথা সে কথা হইয়া তরলেন্দ্রিয়েরা যে তাহার প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়, একথা কহা বাহুল্য। এইরূপে প্রেমাস্পদ হইয়া শেষে সেই পাপীয়সীরা পথিককে একরূপ দ্রব্য ভোজন করায় যে সে ভোজনান্তে ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত হয়, প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া দেখে "প্রণয়িনীর" সহিত ট্যাঁকের টাকা অদৃশ্য হইয়াছে। এই মূতন ধূর্ত্ততা নিবারণার্থ পুলিসের মূতন সতর্কতা আবশ্যক।

বারাসতের অন্তঃপাতি কাঁঠালিয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা বাটী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে গৃহ স্বামী ব্রাহ্মণ এক বিচালির গাদার মধ্যে লুক্কায়িত হয়। অনন্তর দস্যুরা তাঁহার স্ত্রীকে বিবস্ত্রা করিয়া দুরবস্থা করিতে উদ্যত হইল। তখন তিনি আর লুকাইয়া থাকিতে না পারিয়া সম্মুখবর্ত্তি এক খানি বরগা লইয়া নিকটবর্ত্তি ঘাঁটির পাককে প্রথমে বধ করিলেন। তাহার পর যে দুই জন তাঁহার স্ত্রীর দুরবস্থা করিতেছিল, তাহাদিগেরও প্রাণ সংহার করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ তিন জন হত ও চারি জন আহত হইলে দস্যুরা পলায়ন করিল। তাহাদিগের কয়েক জন ধৃত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ব্রাহ্মণকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার এক জন পত্র প্রেরক বলেন, নীল গিরির চা আসামের চা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

গত ছয় মাসের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৬০ জন মজুর মরিসসে গমন করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৩১৩ জন গবর্ণমেণ্টের ও ৭৪৭ জন আপনাদিগের ব্যয়ে গমন করে। তাহাদিগের মজুরী করিবার নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে ভারতবর্ষে পুনঃ প্রেরণ করিবার উপায় করিবার জন্য সর চারলস উড ২,৫০,০০০ টাকা কোন এক ফণ্ডে জমা করিতে কহিয়াছেন। অনেক মজুর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তথায় বাস করিতেছে। সেখানে তবে বোধ হয় নীলকর ও চা-কর নাই।

আমাদিগের দেশে কুসংস্কারের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব থাকাতে যে কত অনর্থ ঘটিতেছে, পুনা অবজরবরের এক জন পত্র প্রেরক তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কারকী গ্রামের এক ফল বিক্রয় কারিণী স্ত্রীলোককে এক দিন এক কেউটে সাপে দংশন করে। কয়েক জন আফিসর তাহাকে সৈনিক চিকিৎসালয়ে যাইতে বলেন। কিন্তু অন্য অন্য সকলে তাহাকে এক গণেশের মন্দিরে যাইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে বলিল। সে তাহাই করিল। কিন্তু ১৫ মিনিটের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইল। এই সকল কুসংস্কার দূর হইবার এক মাত্র উপায় আছে—বিদ্যা।

উক্ত পত্র প্রেরক আরও বলেন, দুই মুখ বিশিষ্ট সর্প আছে বলিয়া যে সংস্কার আছে তাহা ভ্রান্তিমূলক। তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে দ্বিমুখী মুখের ন্যায় বোধ হয়,

তাহা বাস্তবিক লেজের বিকৃত আকার। অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সংস্কার আছে কিছু দিন পরে এক মুখ বন্ধ হইয়া অপর মুখ স্ফুটিত হয়।

অদ্য প্রধানতম বিচারালয়ের সেসিয়ন আরম্ভ হইতেছে। এবার অল্পই মকদ্দমা আছে। আমরা হিলির নাম অপরাধির লিষ্ট মধ্যে দেখিতেছি না। বোধ হয় আগামী সেসিয়নে তাহার বিচার হইবে।

ঢাকা নিউস বলেন, লেপ্টনেন্ট গবর্ণর শ্রীহট্টে যাইবার সময়ে এক বার তিন ঘটিকার জন্য ঢাকায় নামিয়াছিলেন। তিনি তত্রত্য চিকিৎসালয় ও বারিক দর্শন করিয়া শ্রীহট্টে গিয়াছেন। আমরা এই পত্র পাঠে আহ্লাদিত হইলাম, বীডন সাহেব অনেক সুস্থ হইয়াছেন।

ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা বলেন শিল্পপ্রদর্শনী সভা ভারতবর্ষের নিমিত্ত নিম্ন লিখিত মেডাল ও প্রশংসা পত্র দিয়াছেন:—

	মেডাল	প্রশংসা পত্র,
বঙ্গদেশ	৩৬	২৬
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	১২	৯
পঞ্জাব	৮	৫
অযোধ্যা	৩	২
সিঙ্গাপুর	১৪	৭
স্বাধীন প্রদেশ	৩	৬
মান্দ্রাজ	২২	১৪
করদ প্রদেশ	৩	২
মহীসুর	৭	২
কচ	১	৬
অন্য অন্য	১১	১৩
বোম্বাই	১৪	৭
মোট	১৩৪	৯৫

বঙ্গদেশই ভারতবর্ষের সকল স্থান অপেক্ষা প্রধান হইয়াছেন, তথাপি, পত্রপ্রেরক আক্ষেপ করিয়াছেন এতদ্দেশীয় সমুদায় বস্তু ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হয় নাই। শিল্প প্রদর্শন সময়ে ইংলণ্ডেশ্বরী উপস্থিত ছিলেন না। বড় বিদেশীয় রাজকুমার ও সম্ভ্রান্তলোক আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আবাসস্থান নিয়োজিত হয়। অথবা অন্য কোন প্রকার অভ্যর্থনা না করাতে রাজ্ঞীর নিন্দা হইয়াছে। তিনি নিজে শোক বশতঃ না পারুন, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স রাজকুমারগণের আদর করেন নাই কেন?

১৩ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

গবর্ণর জেনেরল অদ্য মুঙ্গের হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলার রেইলওয়ে ২৬ এ সেপ্টেম্বর মাতাভাঙ্গা পর্য্যন্ত খুলিবে এবং ১লা অক্টোবর কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত খুলিবে, কথা হইতেছে।

ফেব্রুয়ারি অবধি এপ্রেল পর্য্যন্ত ইনকম টাক্স ও ইষ্টাম্পে নিম্ন লিখিত টাকা আদায় হইয়াছে।

	ইনকম টাক্স	ইষ্টাম্প
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট	৩,১৭,৬০০	
বঙ্গদেশীয় ঐ	১৭,৩৬,৩৮৩	১৩,৬৬,২৭৮
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের	১০,৬৬,৩৪৮	৫,১৪,৫৩৭
পঞ্জাবের	৩,৫৮,৪৩০	২,৩৩,২১৮
মান্দ্রাজের	৬,৩৯,৫৬৯	৫,১৬,৬৯৪
বোম্বাইয়ের	১০,৪৭,৪০৪	৫,৮৩,৯২৬
মোট টাকা	৫১,৭৫,৭৯৪	৩২,১৪,৫৫৩

এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬,৮৬,৫১০ মণ বাঙ্গে লবণ জমা হইয়াছে। ইহার মধ্যে লিবরপুল হইতে ৩০,০৫,১২৪ মণ আসিয়াছে। ফ্রান্স সিংহল দ্বীপ ও জেদ্দা প্রভৃতি স্থান হইতে বাকী লবণ আসিয়াছে। গবর্ণমেন্ট এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে লবণের এক চেটিয়া ত্যাগ করিতে পারেন। তবে শুভকর্ম্মে বিলম্ব কেন?

লার্ড হামিলটন, মামসবরি, গ্রাণবিল ও সর চারলস উড লার্ড কানিঙের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি করিবার উদ্দেশে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে চাঁদা প্রার্থনা করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌনগরস্থ নবাব ইকবালউদ্দৌলা জাল করাতে কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার ৫০,০০০ টাকা জরিমানা হয়। গবর্ণমেন্ট এক্ষণে আজ্ঞা করিয়াছেন তিনি আর নবাব উপাধি ধারণ করিতে ও তৎসংক্রান্ত সম্মানভাজন হইতে পারিবেন না। উত্তম হইয়াছে, দোষীর দণ্ডবিধান না করিয়া তাহার প্রশ্রয় বর্দ্ধন করা উচিত নয়।

গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা করিয়াছেন এখন অবধি পয়সা আর টাকায় সাড়ে সোল আনা দেওয়া হইবে না। পোদ্দারেরা টাকার প্রতি এক পয়সা অধিক পাইবেন। ইহার পর যখন পুনর্ব্বার পয়সা বাহির করিবার আবশ্যক হইবে, তখন কালেক্টরেরা পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত সাড়ে সোল আনা দিতে পারিবেন।

সর চারলস উড আজ্ঞা করিয়াছেন গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তব্য তাহারা চড়ক পূজায় নিরুৎসাহ দিয়া ক্রমে তাহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, একবারে তাঁহারা প্রকাশ্য রূপে ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না বটে কিন্তু ইহা যাহাতে ক্রমশঃ যায় সে চেষ্টায় থাকা কর্ত্তব্য। অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

গত বর্ষে সিঙ্গাপুরে ১৭,৪৫,৬০৯ টাকা আয় ৩,১৯,৪০৫৪৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই আড়াই লক্ষ টাকা বঙ্গভূমিকেই দোহন করিয়া লওয়া হইয়াছে, আরো হইবে।

সিন্ধুদেশীয় মিরপুর গ্রাম জলপ্লাবন দ্বারা এক কালে উৎসন্ন হইয়াছে। এদিগে রামপুর বোয়ালিয়া যাইতে বসিয়াছে।

অমৃত সরের লোকেরা মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সহায়তার জন্য ১,৫০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ২৫০০ টাকা উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

ইংলণ্ডীয় প্রিবিকৌন্সিল বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে গবর্ণর জেনেরলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার আপীল তবে নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। তিনি এখন গবর্ণর জেনেরলের নিকট আবেদন করিয়া ক্ষমা পাইতে পারিবেন বোধ হইতেছে।

২১এ আগষ্ট কানপুরের মাজিষ্ট্রেটের কাছারির সম্মুখে রাওসাহেবের ফাঁসী হইয়াছে। তিনি প্রাণত্যাগ কালেও আপনার ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি মৃত্যুকালেও বলিয়াছেন তাহার আজ্ঞা-

ন্যায়ে কোন ইউরোপীয়ের প্রাণ বধ করা হয় নাই। অনেক ইউরোপীয় "ভদ্রলোক" ও "সভ্য" স্ত্রীলোক ফাঁসী দেখিতে গিয়াছিলেন।

সাণ্ডিমান সাহেব গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে হুণ্ডি প্রেরণের এক নিয়মাবলি প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন যত ইচ্ছা তত টাকার হুণ্ডি গবর্ণমেণ্টের ধনাগার হইতে পাওয়া যাইত একণে আর তাহা হইবে না। পাঁচ টাকার অধিক একশত টাকা পর্য্যন্তের হুণ্ডি মাত্র দেওয়া হইবে। ইহাতে শতকরা এক টাকার হিসাবে বাঁটা লাগিবে। এই হুণ্ডি দিবার জন্য বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫টি আফিস হইবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বসাধারণের ক্ষতি ও বণিকদিগের সুবিধা করা হইল।

আমরা কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম দানাপুরের সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার বর্ণী কোন স্ত্রীলোককে অপমান করাতে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইংলিসমান তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ারের সহিত তত্রত্য কর্ণেল উইলভনের স্ত্রীর বিশেষ প্রণয় ছিল। এমন কি ব্রিগেডিয়ার সর্ব্বদা তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতেন ও তাঁহাকে নানা প্রকার উপঢৌকন দিতেন। বিবিও নিজ স্বামীর সহিত গমন না করিয়া ব্রিগেডিয়ারের শকটে ভ্রমণ করিতেন। একদা কর্ণেল দারজিলিঙে গমন করাতে বিবি অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া এক নাট্য শালায় আগমন করেন। তাঁহার বক্ষস্থল যথা নিয়মে আবৃত না থাকাতে ব্রিগেডিয়ার তাঁহাকে নির্লজ্জ বলেন। পর দিবস ব্রিগেডিয়র বিবির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিবি সেইপত্রের উত্তর স্বরূপ লিখেন যে তিনি তাঁহার উপরে কুপিত হন নাই। কিন্তু একজন যুবক আফিসর তাহাতে বিরক্ত হইয়া ব্রিগেডিয়ারের পত্র কর্ণেলের নিকটে প্রেরণ করেন। কর্ণেল প্রধান সেনাপতির নিকটে তাহা প্রেরণ করাতে সর হিউ রোজ ব্রিগেডিয়রকে পদচ্যুত করিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার কেম্ব্রিজের ডিউকের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। সৈনাদলে প্রত্যহ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড হইতেছে। সে দিবস সিমলা পর্ব্বতে একজন আফিসর "তুষ্ক্রমে" একটী স্ত্রীলোকের মুখচুম্বন করাতে স্ত্রীলোকের স্বামী তাহা প্রধান সেনাপতিকে জানাইয়াছিলেন। এসকল দুর্ব্ব্যবহার সেনাদলের সম্ভ্রান্ত আফিসর দিগের মধ্যে দৃষ্ট হওয়া দুঃখের বিষয়।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন সম্প্রতি উক্ত স্থানে একটী সুন্দর জলস্তম্ভ হইয়াছিল। এখানে কয়দিন অবধি একটী ধূমকেতু উঠিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া হায়দরাবাদের নবাবকে ছাড়িয়া মহারাজ হোলকারকে ধরিয়াছেন। বড় ভাল, বেন সকলেই জানিতে পারেন ফ্রেণ্ড আমাদিবের কেমন ফ্রেণ্ড।

উক্ত পত্র বলেন তুলা উৎপাদন ও "ভারতবর্ষীয় তাঁতিদিগের অন্ন উঠাইবার তিনটি উৎকৃষ্ট উপায় আছে। ইংলণ্ডের মূলধন তুলা পরিষ্কৃত করিবার কু ও কাণ্ট্রাক্ট আইন" আমরা আর একটী উপায় বলি, সেটী ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষীয়দিগকে পোঁটভাতায় খাটাইয়া লইবার চেষ্টা।

উক্ত পত্র আরও বলেন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদকের পরিবর্ত্ত হইবে বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে তাহা অলীক। সম্বাদটী সত্য হয় অনেকের ইচ্ছা।

আমরা রায়টস ফ্রেণ্ডে একটী প্রস্তাব দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। একটী স্ত্রীলোক তাঁহার কুলীন স্বামীকে লিখিয়াছেন যদি তিনি তাঁহার নিকটে না আইসেন, তাহা হইলে তিনি (স্ত্রীলোক) অন্য এক যুবকের সহিত প্রণয় করিবেন। এই কি শিক্ষার ফল? তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। সম্পাদকের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই, কুৎসিত কৌলীন্য প্রথা উঠিয়া যায়, আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু এই রূপ অসৎ বিষয়কে আদর্শ করিয়া সেই চেষ্টা করা যে কতদূর অন্যায় তাহা সম্পাদক আপনার লিখিত প্রস্তাবটী পুনরায় পাঠ করিয়া একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

১৪ই ভাদ্র শুক্রবার।

লক্ষৌস্থিত ১৮ সংখ্যক ইংরেজ পদাতিদলের একজন [illegible] আফিসরের অনবধান বশে একজন [illegible] তাহার দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। এববিধ দুরাশয় ব্যক্তিদিগের গুরুতর দণ্ডবিধান করাই উচিত।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স সম্পাদকের নামে অকারণ মানহানি বলিয়া নালিশ হইয়াছে। এক জন ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কয়েক জন বারিষ্টর অর্থী হইয়াছেন। কলিকাতার বাতাস মান্দ্রাজেও গিয়াছে।

কোচিন কুরিয়ার বলেন ত্রিবাঙ্কুরে এত দিন ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা ছিল। তত্রত্য রাজা সম্প্রতি তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন। মুক্ত দাসেরা একণে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আপন আপন অবস্থার উন্নতি সাধন করিতেছে। অনেকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজার অনেক বিষয়েই উদার ব্যবহার সম্বাদ শুনা যাইতেছে।

সর বার্টল ফ্রিয়ার প্রজারঞ্জনার্থ সবিশেষ চেষ্টাবান্‌ হইয়াছেন। বোম্বাই গেজেটে কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কাটিওয়ারের রেসিডেণ্ট মেজর বারের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব লিখিত হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ রেসিডেণ্টকে পদচ্যুত করেন। আবার গবর্ণমেণ্ট ডিপিউ প্রভৃতি বারের সহায়তা করাতে গবর্ণর তাঁহাকে পুনঃ পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইয়াছেন। একণে কায় করিয়া সর বার্টল ফ্রিয়ার শেষে যেন দুই কুল হারান না।

বেকার নামক যেব্যক্তি এক জন নীলকরের টাকা চুরি করে, তাহার সেসিয়নে দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে।

বিবিশিকী নিবাসী আপন বেহারার নামে এই বলিয়া নালীশ করেন যে সে রাত্রিযোগে তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা পায়। উক্ত বেহারার চারি মাস মিয়াদ হইয়াছে।

১৫ই ভাদ্র শনিবার।

বণিক [illegible] লেড সাহেবকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা [illegible] ক্ষান্ত হইয়াছেন। গত কল্য এক [illegible] আসিয়াছে "লেড সাহেব ও সরচার্লস উডের [illegible] হইয়াছে। লেড [illegible] ভারতবর্ষে [illegible] করিতেছেন। [illegible] সত্য [illegible] আমাদিগের বাঞ্ছনীয়।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রধানতর বিচারালয়ে প্রবেশ করিলে এক জন বারিষ্টর অধিকতর বেতনে গবর্ণমেন্টের উকীল হইবেন।

উক্ত পত্র বলেন ভুটানের লোকেরা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজাদিগের উপর সর্ব্বদা অত্যাচার করে, গবর্ণমেন্ট তন্নিবারণের অনুরোধ করিবার নিমিত্ত তত্রত্য রাজার নিকটে এক জন দূত প্রেরণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শ্রীরামপুরের ইউরোপীয় ষ্টেসন মাষ্টরের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। বিচারপতি মর্গাণ অদ্যাপিও কোন আজ্ঞা দেন নাই। উক্ত ষ্টেসন মাষ্টরের দুষ্কার্য্য প্রকাশার যে কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না?

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিকা	৯১।০—৯১৷৵
৪ টাকার কোম্পানির	৯৩৸০—৯৪।০
৫ টাকার	১০৪॥৹—১০৩৸০
৫॥ টাকার	১১১৸০—১১২

ইউরোপীয় সমাচার।

ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ পত্র হইতে উদ্ধৃত।

লণ্ডন ৩ঠা আগষ্ট। মহাসভার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর বক্তৃতাতে বিদেশীয় গবর্ণমেন্টের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনের অভিপ্রায় ও আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করা হইয়াছে।

মাল্টা ৪ ঠা আগষ্ট। গারিবল্ ডি ৩১ এ জুলাই পালার্মো ত্যাগ করিয়া কারলকোনে গমন করিয়াছেন। তথায় অনেক সেনা সংগৃহীত হইতেছে।

পারিস ৫ ই আগষ্ট। মণ্টিনিগ্রোবাসীরা পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া প্রায় ৫০০ তুরুষ্ককে বধ করিয়াছে। সরবিয়ায় বিদ্রোহ হইয়াছে; এবং বেলগ্রেডের সকলে শঙ্কিত হইয়াছেন। ইটালির রাজা এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া যাহারা দেশে গৃহ যুদ্ধ ঘটাইবার চেষ্টায় আছে তাহাদিগের নিন্দা করিয়াছেন।

পারিস ৬ ই আগষ্ট। ফ্লোরেন্স ও ব্রেস্কিয়াতে বড় গোলযোগ হইতেছে। গারিবলডি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন তিনি গবর্ণমেন্টের কথানুসারে কার্য্য করিবেন না।

লণ্ডন ৪ঠা আগষ্ট। আমেরিকার উত্তর বিভাগে ভাল রূপে সেনা সংগৃহীত হইতেছে না। হালেক প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। সভাপতি বিদ্রোহী দলের দাসদিগকে মুক্ত ও তাহাদিগের সম্পত্তি নীলাম করিবার বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পার্শ্বস্থিত প্রদেশের প্রতিনিধিরা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উত্তর বিভাগের লোকেরা ক্রমশঃ ভগ্নোৎসাহ হইতেছেন। বিদ্রোহীরা পশ্চিমাংশে জয়ী হইয়াছে এবং তাহাদিগের সেনাপতি জাকসন হারপার ফেরিতে অগ্রসর হইতেছেন।

গরিবলডি তাঁহার সহচরদিগকে একত্রিত হইতে কহিয়াছেন। তিনি কোথায় যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই। ইটালির রাজা তাঁহার কার্য্য নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে দমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। করাসীরা রোমের সীমার নিকটে অনেক সেনা আনিয়াছেন।

দিল্লীর লুঠ প্রাপ্ত টাকা ১ লা সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষীয় আফিসে বিতরণ করা হইবে।

এরূপ জনশ্রুতি অষ্ট্রিয়ার গবর্ণমেণ্ট রোম রক্ষা করিবার জন্য সুসজ্জ হইতেছেন কিন্তু সকলে ইহাতে অবিশ্বাস করিয়াছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরী শীঘ্র গোথায় গুপ্ত ভাবে গমন করিবেন।

নেপল্‌স ৪ ঠা আগষ্ট। ইটালির রাজার ঘোষণা সর্ব্বসাধারণে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। ইটালীর ও ফরাসীর রণতরি দলের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজী রণতরি দল কার্য্য করিবার আজ্ঞা পাইয়াছে।

৬০০.০০ বিদ্রোহী জেমস নদীর নিকটে আসিয়াছে। গবর্ণমেন্টের সেনারা দক্ষিণে পরাজিত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১৮ই আগষ্ট — নিমক ডিপার্টমেন্টের নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন:—

জলেশ্বরের নিমক চৌকির সহকারী সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট আর সিক্সোয়ার সাহেব পঞ্চম শ্রেণিতে বাকরগঞ্জের নিমক চৌকির সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট এ, ডিলারিমোর ষষ্ঠ শ্রেণিতে।

সাহরণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, সি, মাকলিয়ড সাহেব উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

১৯এ আগষ্ট — এফ, এচ, এ, লিচ সাহেব মেডিকাল কালেজের আপথকারী হইয়াছেন।

২০এ আগষ্ট — বাবু তারাকান্ত বিদ্যাসাগর বেহারের প্রতিনিধি প্রধান সদর আমীন হইয়াছেন।

এল, ডবলিউ, হাচিনসন সাহেব বাকরগঞ্জের প্রতিনিধি প্রধান সদর আমীন হইয়াছেন।

২১এ আগষ্ট — বাবু রামাকান্তনাথ আচার্য্য চক্রদহির দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের প্রতিনিধি পাইব্রেট সেক্রেটারি মেজর জেমস পাইব্রেট সেক্রেটারি হইবেন।

৯ই আগষ্ট—লক্ষ্মীপুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট রেবরেণ্ড ই, ডবলিউ, ডিগ্‌স ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১০ই আগষ্ট কসায়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের কমিসনরের সহকারী জে, বি, সাডওয়েল পঞ্চম শ্রেণি হইতে উচ্চপদ পাইয়া চতুর্থ শ্রেণিস্থ হইয়াছেন।

২০এ আগষ্ট—যশোহরের অন্তঃপাতি নড়াইলের মুন্সেফ বাবু বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬২ অব্দের ৬আইনের ১৯ ধারা ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে মকদ্দমার নালীশ লইতে পারিবেন।

২১এ আগষ্ট জে, এফ, ডবলিউ, ও য়াটসন সাহেব লক্ষ্মীপুরের অবৈতণিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারা ও ১৮৫৪ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারানুসারে ক্ষমতা পাইবেন।

২৩এ আগষ্ট—কাপ্তেন এ, ফ্রান্সিস পুর্ণীয়ার দ্বিতীয় শ্রেণির জেলা পুলিষ তত্ত্বাবধায়ক হইবেন।

সৈদমজম হোসেন ১৮৬০ অব্দের ২৩ আইন অনুসারে ঢাকার আসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহোদয়েষু।

কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থকার কহিয়াছেন "একণে এতদ্দেশীয় প্রচলিত প্রথা সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইবার উপক্রম হইতেছে। অতএব যাহাতে সুরীতির পরিবর্ত্তে কুরীতি সংস্থাপিত না হয়, সে বিষয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের মধ্যে অনেকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে আমরা সদসৎ বিবেচনা না করিয়া অন্য জাতির ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হই।" এখনকার কালে যদি নব্য সম্প্রদায়ের যুবজনেরা এই কথা স্মরণ রাখেন তাহা হইলে তাহারা আমাদের দেশে এমত কতক গুলি চিরাগত সুরীতি দেখিতে পান, যাঁহার মধুময় প্রবাহ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে প্রবাহিত দৃষ্ট হয় না। তাহার কারন এই, ভারতবর্ষে অনেক কাল পর্য্যন্ত সুকমার প্রবৃত্তির উৎস উৎসারিত হইতেছে। স্নেহ ও মমতা শ্রদ্ধা ও ভক্তি, দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রভৃতির কার্য্যক্ষেত্র এখানে মানব মনের অনেক পরিসর গ্রহণ করিয়াছে। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই, ভ্রাতা ভগিনীর স্নেহ বন্ধনী স্বরূপ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, নৈসর্গিক পিতৃভক্তির অভিনায়ক শ্রাদ্ধ, এবং জামাতৃ স্নেহ সূচক জামাই ষষ্ঠীর আনন্দ বিকাশ এখানে প্রচলিত আছে। একল আলোচনা করিয়া প্রতীত হয় যে উপর্য্যুক্ত সুরীতি সকলের প্রচারকেরা কেমন স্বদেশীয় মানব প্রকৃতির প্রবণতা অবধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান রিফর্মর সেদিন কি এক খানা বাঙ্গলা সংবাদপত্র হইতে দেবেন্দ্র বাবুর নবপ্রণালীতে কৃত বিশুদ্ধ পিতৃশ্রাদ্ধের বিপক্ষ কোন অদূর দর্শী লেখকের প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া স্বকীয় পত্রে প্রকটন করিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় তিনিও তাহার মতে বিশেষ অনুমোদন করেন। ফলতঃ পিতৃ ভক্তি প্রকাশে যে কি দোষ আছে আমি তাহা বিবেচনা করিতে পরিলাম না।

শ্রাদ্ধ বিষয়ে যদি তিনি কোন দোষ দেখাইতে পারেন সে দোষ পৌত্তলিকতাচরণ, রথাড়ম্বর অথবা লৌকিক অনুষ্ঠানের সংস্রব থাকা। আমি জানি দেবেন্দ্র বাবুর অথবা কোন ব্রাহ্মের শ্রাদ্ধ কার্য্যে এসকল কিছুই নাই। যদি দোষের ভাগ পরিত্যক্ত হইল তবে আর শ্রাদ্ধকার্য্য যে কি নিমিত্ত পরিহার্য্য হইবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় ইহার পূর্ব্বকালের নামের জন্যই কিছু গোলযোগ থাকিবে। আমি আমার মনের ভাব ও পিতৃভক্তি পারস্যেই হউক অথবা চীন ভাষাতেই ব্যক্ত করি না কেন, কেনা জানে সে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অবগতি হইবে; কেনা জানে তাহাতে ভাব প্রকাশের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, কেনা জানে তাহাতে আমার ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইতে পারে। সত্য বটে, আমাদের জনক জননীরা আসিয়া কিছু আমাদিগের ভক্তিপুষ্প উপহারের সৌরভে আমোদিত হইতেছেন না। কিন্তু ইহা অন্ততঃ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের অন্তরোদ্যানে যে এই কুসুম লতাটী আরোপিতা আছে স্বভাবের অলঙ্ঘ্য নিয়মে সময়ে সময়ে প্রসূনবতী হইবেই হইবে। একবার কলিকা উৎগত হইলে, আর কি তাহা প্রস্ফুটিত হইতে নিবারণ করা যাইতে পারে। বনপুষ্পের কেবা আঘ্রাণ লইতে যায় কিন্তু সে কি কখন প্রফুল্লিত হইয়া সুগন্ধ দানে বিরত থাকে। সে সেই বনশোভা সম্পাদন করিয়া ঈশ্বরের জগৎ উদ্যানের রমণীয়তা সাধন ও পরিমল বিতরণে তাঁহার মঙ্গলোদ্দেশ সমাধান করিতেছে। আমাদিগের পক্ষেও তদ্রূপ, পিতা মাতা যত দিন মন রাজ্যের অধিকার মধ্যে বিচরণ করিবেন, যতদিন আমাদের হৃদয়ে তাহাদিগের উপকার রাশির সম্যক উপলব্ধি এবং স্মরিমা থাকিবে তত দিন আমাদের চিত্তধাম হইতে স্বভাবতই কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া ভক্তিলতাকে কুসুম পুঞ্জে পরিশোভিত করিতে থাকিবে। এই প্রকৃতির নিয়ম। এই ঈশ্বরের আদেশ, এ আদেশ অলঙ্ঘ্য।

উপসংহার কালে আমার বলা উচিত, যে শ্রাদ্ধকার্য্য ব্রাহ্মদিগের স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু তাহারা সেই স্বেচ্ছাকে ধর্ম্মের পরতন্ত্র করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহিত সমঙ্গীভূত করিয়া রাখেন, অতএব কাজেকাজেই তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু সেই কার্য্য যেন মনের কবাট উৎঘাটন করিয়া স্বতই অনুষ্ঠিত হয়। না হলে সে শ্রাদ্ধ কৃত্রিম শ্রাদ্ধ। তাহাতে ব্রাহ্মের অধিকার নাই। "ইণ্ডিয়ান রিফার্ম্মার" ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহায়তা করুন বা বিপক্ষতা করুন উভয় পক্ষেই ব্রাহ্ম দিগের লাভ। সহায়তা করিলেত ভালই। ছিদ্র অন্বেষী হইলেও এই লাভ যে ব্রাহ্ম দিগের কোন অনুষ্ঠান বিষয়ে কোন রূপ ক্রটি হইলে অমনি একজন তাহাদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে থাকিবে। অতএব ব্রাহ্মেরা তাহাকে কৃতজ্ঞতা সূচক নমস্কার প্রদান করুন। "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার" ও বিবেচনা করুন কোন রূপে উপকার কর। তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এই রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতির সময়। এ সময়ে দুই এক জন ছিদ্রান্বেষী থাকাও ভালবটে কিন্তু তাহারা যেন মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। তাহা হইলে তাহাদিগেরও উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল চরিতার্থতা লাভ করে; ব্রাহ্ম দিগেরও যথেষ্ট [illegible] সাধন হয়। ধন্য জগদীশ! [illegible] যে পথে গতিক না কেন সেই পথেই তোমার মঙ্গলের রাজ্য।

এক জন সদর্থ প্রার্থী।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

উইলসন সাহেবের পদে লেও সাহেব নিযুক্ত হওয়াতে আমরা যেরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, এখানে জ্বরের অধিকার অতীত হওয়াতে সেইরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যেমন [illegible] চার্লস উড লেও সাহেবের হিসাবে ভুল দর্শাইয়াছেন, তদ্রূপ এখানে হাতুড়ে চিকিৎসকেরা জ্বরকে অন্বেষণ করিয়া আনিয়াছে। প্রায় কালনার প্রতি গৃহে জ্বর ছাড়া নাই, যাঁহারা ঐ হাতুড়েদের নিকট ঔষধ সেবন করেন প্রায় তাঁহাদের অকালে মৃত্যু হইয়া থাকে, যে দুই একটী উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পায় তাহাদিগকে প্রায় ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত জ্বর ভোগ করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট এই কুচিকিৎসকদের চিকিৎসা বৃত্তি নিবারণ করিলে কি ভাল হয় না।

কালনার অন্তঃপাতি জলপট নামে একটী পল্লী আছে, উহাতে অনেক গুলি ইতর লোক বাস করিয়া থাকে, তাহাদের আচার ব্যবহার এক্কই মোদের মত। প্রায় উহাদের সকলকারই একটী একটী মহাজন আছে, ঐ মহাজনেরা তাহাদিগের জীবিকার স্বরূপ কর্জ্জ দিয়া থাকে এবং ইহারা প্রত্যেক বৎসর প্রায় আষাঢ়ের ১৫ ই হইতে শ্রাবণের শেষ পর্য্যন্ত গঙ্গায় ডিম পোনা ধরিয়া ঐ কর্জ্জ পরিশোধ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই বৎসর কুবাতাস হওয়াতে তাহারা ৫ দিবসের অধিক জাল পাড়িতে পারে নাই সুতরাং কর্জ্জ শোধ করা দূরে থাকুক তাহাদের দিন পাত হওয়া দুর্ঘট হইয়াছে।

প্রত্যুত যেরূপ রোমীয় পেট্রিসিয়নরা কর্জ্জ জন্য প্লিবিয়ানদের প্রতি ব্যবহার করিত সেইরূপ ঐ মহাজন বর্গ তাহাদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেছে।

কালনা
১৯ আগষ্ট ১৮৬২

এক পাঠক —

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! এখানে একটী প্রসিদ্ধ দৈনিক তণ্ডুল দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের স্থান আছে, ইহার অধিকারি আমাদের ভূস্বামী বর্দ্ধমানের মহাতাপ চাঁদ; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি ঐ হাটটী স্বহস্তে না রাখিয়া অন্য লোককে ইজারা দিয়াছেন। ঐ ইজারাদার মহাত্মা অনতিবিলম্বে স্বীয় কোষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নিম্ন লিখিত দ্রব্য সকল এক চেটিয়া করিয়াছেন, আম, আলু, পান, চুন, পেঁয়াজ, রশুন, [illegible] ইহাতে ক্রয় বিক্রয় কারিদের যে কি পর্য্যন্ত অপকার [illegible] বলিবার নহে, বিশেষতঃ বিক্রেতাদের নিয়মিত "[illegible]" ব্যতীত [illegible] সৌরাত্ম্য [illegible] হয়, অথবা প্রত্যেকটীর বাবত [illegible]।

এইরূপ অত্যাচার দূরীভূত করিবার জন্য এখানকার [illegible] বাবু [illegible] ঘোষ মহাশয় বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট [illegible] ও বার্চ সাহেবকে [illegible], কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব, হয়তো এবিষয়ে কিছু গা পোচ করেন নাই এবং না করাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কারণ তাঁহারা মোটা মাহিনা পান, আহারে শিভিলিয়ন, তাঁহারা কালবাবু কচু ঘেঁচুতে কি কেয়ার করেন, না দিনমজুরদিগের দুঃখে দুঃখী হন। যদি উইলসন, [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি কেহ [illegible] ইত্যাদি এক চেটিয়া করিত তাহা হইলে তাঁহারা কি চুপ করিয়া থাকিতেন;

কালনা
৩১ই আগষ্ট ১৮৬২ } এক পাঠক।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয়েষু।

প্রেসিডেণ্ট হুকে অবগত হইল ঢাকা বাসি মহোদয়গণ আমার প্রস্তাবটীতে তাচ্ছল্য করেন নাই। হে কলিকাতাবাসিগণ! ঢাকাবাসিরা ইংলণ্ড গমনোৎসুক ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ চাঁদা বহি বাহির করিয়াছেন। তোমরাও আর একখানি বাহির করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত কর। ইহাতে যে কেবল তোমাদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে এরূপ নহে সমস্ত ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হইবে এবং এক সময়ে যে আমাদের মাতৃভূমি ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইবে তাহার সূত্রপাত হইবে। সম্পাদক মহাশয়! আমি বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তিল প্রায় দুর্নাম এড়াইবার জন্য কমবেশী এই বৎসামান্য পাকতকা মাত্র প্রেরণ করিতেছি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাবি চাঁদা বহিতে স্থান দান করাইলে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইব।

প্রস্তাবকস্য।

আমরা টাকা রাখিলাম বিলাত চাঁদা হইতেছে, দাখিলে আমরা পাঠাইয়া দিব। সম্পাদক।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন কবিরাজ কলিকাতা
১২৬৯ ভাদ্র অবধি মাঘ পর্য্যন্ত কোং ৫ টাকা
" গোপাল [illegible] সেন কলিকাতা
১২৬৯ শ্রাবণ অবধি পৌষ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" হরলাল মিত্র কলিকাতা
১২৬৯ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" [illegible] পাল মেদিনীপুর
১২৬৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" দীন বন্ধু মিত্র [illegible]
ইং ১৮৬২ আগষ্ট অবধি [illegible] জুলাই পর্য্যন্ত ১০
" [illegible] ধর কলিকাতা
১২৬৯ শ্রাবণ অবধি পৌষ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" প্রসন্নকুমার চৌধুরি [illegible]
১২৬৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুরষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায়, শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে [illegible] প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

৪ ভাগ। ৪৩ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ২৪ ভাদ্র। ইং ১৮৬২। ৮ সেপ্টেম্বর | মা[illegible]ক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

২৪এ ভাদ্র সোমবার।

এতদ্দেশীয় উকীল ও মোক্তারগণ।

পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ [illegible] স্ত্রী কারোলাইনের ব্যভিচার [illegible] যখন বিচার হয়, তৎকালে [illegible] তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। [illegible] তিনি কহিয়াছিলেন " আমার [illegible] রাজবিদ্রোহাচরণ করিতে হয়, তাহাও আমি করিব!" এই বাক্য দ্বারা উকীল ও মক্কেলের পরস্পরের যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কোন গোপনীয় কথাই উকীলের নিকট অব্যক্ত থাকে না। এক জন হত্যাকারী তাহার উকীল ফিলিক্সকে বলিয়াছিল " আমি হত্যা করিয়াছি যথার্থ; তথাপি আপনি আমার রক্ষার্থ যথোচিত চেষ্টা করিবেন।" উকীল ও মক্কেলের পরস্পরের কিরূপ বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, এতদ্দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে বটে, কিন্তু উকীলের কর্ত্তব্য নয় যে তিনি আপনার মক্কেলকে সদোষ জানিয়াও ধর্ম্মনীতির বিপরীতকারী হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বিচারপতির সম্মুখে পরিচয় দেন।

উকীলদিগের কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা অর্থি প্রত্যর্থির সাক্ষি লেখ্যাদি যে সমস্ত প্রমাণ থাকে, তাহা যথারীতি বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত করিবেন এবং অর্থি প্রত্যর্থির বাক্য গুলি বিশদ করিয়া বিচারপতিদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। নানা প্রকার মিথ্যা সাজাইয়া মকদ্দমা বিকৃত করিয়া তুলিবার ত কথাই নাই। উকীলেরা এরূপ বিকৃত ব্যবহার করিলে লোক স্থিতির বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হয়। লোক স্থিতি ও রাজবিধি কি দোষীকে বিচারপতির হস্তে সমর্পণ করিতে কহিতেছে না? ফলতঃ উকীলের কর্ত্তব্য এই তিনি, মক্কেলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ন্যায়ানুসারে যথোচিত চেষ্টা করিবেন; কিন্তু কখন ধর্ম্মনীতির প্রতিকূলতাচরণ করা তাঁহার উচিত নয়। তিনি গুপ্ত পাপের কথা শ্রবণ করিবেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই পাপের প্রশ্রয় দিবেন না। সমাজ ও ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, ঐহিক ক্ষণিক স্বার্থের নিমিত্ত তাহা কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। ইউরোপীয় উকীলেরা প্রায়ই এই সকল নিয়ম প্রতি পালন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের টেম্পলবারের ইতিহাস পাঠ করিলে তত্রত্য বারিষ্টরদিগের সচ্চরিত্রতা ও ধর্ম্মপরা[illegible]র সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

উকীলদিগের যে গুণসম্ভাবের আবশ্যক তার বিষয় আমরা উপরে উল্লেখ করিলাম, এ দেশের উকীলদিগের তাহা আছে কি না? সত্য কথা বলিতে কি কতিপয় ব্যক্তি ব্যতিরেকে এদেশের উকীলদিগের উপরে সাধু বলিয়া আমাদিগের ভক্তি নাই। উকীলের কাছে যাওয়া আমাদিগের পক্ষে রোগীর নিম্ব ভোজনের ন্যায় হইয়াছে। কি জন্য লোকে তাহাদিগের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সম্পন্ন নহেন? ইহা কি ব্যবসায়ের দোষ? না স্বভাবগত কোন দোষ আছে? ব্যবসায়ের অথবা স্বভাবের দোষ হইলে ইংলণ্ডের উকীলেরাও সচ্চরিত্র বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেন না। একটী বিশেষ নিয়মের দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে। সে দোষ এই— এ দেশের উকীলেরা মকদ্দমায় [illegible]

ও আদালতে বক্তৃতা করিয়া অর্থি প্রত্যর্থির পক্ষ সমর্থন এই উভয় কার্য্য করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোক আছেন। আটর্ণীরা মকদ্দমার জোগাড় ও বারিষ্টরেরা বিচার কালে অর্থি প্রত্যর্থির পক্ষ সমর্থন করেন। এই কারণেই বারিষ্টরদিগের চরিত্র দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প।

বিশেষতঃ টেম্পলবারের আর একটি উত্তম নিয়ম আছে। যে বারিষ্টর ব্যবসায় সম্বন্ধে হউক অথবা সমাজ সম্বন্ধে হউক, ধর্ম্ম নীতির বিরুদ্ধ কাজ করেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বারিষ্টর শ্রেণি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি এডুইন জেম্স উল্লিখিত দোষ স্পৃষ্ট হওয়াতে তাঁহাকে ইংলণ্ডের বিচারালয় ত্যাগ করিতে হইয়াছে। বারিষ্টরদিগকে মকদ্দমার জোগাড় করিতে হয় না বলিয়াই লাড ব্রুহাম, টিণ্ডাল, সর টমাস ডেনমান, লাড টেণ্ডাডেন, সর জেমস স্কারলেট, ও আড লফ প্রভৃতি উন বিংশ শতাব্দীতে এবং তাহার পূর্ব্বে লাড কোক প্রভৃতি বারিষ্টরের কার্য্যে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

এদেশের উকীলদিগের অসচ্চরিত্রতার আর একটী প্রধান কারণ আছে। আমরা নিম্ন আদালতে যত উকীল দেখিতে পাই, তাঁহাদিগের অধিকাংশই ভাল লেখা পড়া জানেন না, কেবল আইন পরীক্ষা দিয়াই উকীল হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের ধর্ম্মনীতিতে দৃঢ়তর ভক্তি থাকা সম্ভাবিত নহে। আদালতে মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির এত যে প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, উল্লিখিত অনভিজ্ঞ উকীল ও মোক্তারেরা তাহার অন্যতর প্রধান কারণ। মোক্তারেরা প্রায় সকলেই মুর্খ। ধূর্ত্ততা তাঁহাদিগের প্রধান বিদ্যা ও ব্যবসায়; সাক্ষিদিগকে মিথ্যা শিখাইয়া তালিমী করা গুণপনা এবং মিথ্যা মকদ্দমা সাজান এবং নির্ব্বোধ ও ধনী মক্কেল পাইলে নানা ছল কৌশল ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহার অর্থ মোহন করা তাহাদিগের গৌরব। এই মহামতিরাই আমাদিগের মহাপুরুষদিগের উপার্জ্জন দ্বার। সত্য বটে মধ্যে মধ্যে দুই এক জন সৎ মোক্তারও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা মরুভূমির মধ্য স্থিত দুই একখানি কৃষ্ট ভূমির ন্যায়। তদ্দ্বারা বালুকাময় প্রান্তরের ভয়ঙ্করতারই অধিকতর বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ অজ্ঞ উকীল ও মোক্তারদিগের দোষে আমাদিগের দেশের মহত্তর অনিষ্ট ঘটিতেছে। ইহারা কিঞ্চিৎ স্বার্থের লোভে জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদানের ন্যায় লোকের মকদ্দমা প্রবৃত্তি সন্ধুক্ষিত করিয়া দেয়। কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত ধূর্ত্তেরা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের নিকট হইতেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এ অনিষ্টের নিবারণ না হইলে শ্রেয়োলাভ নাই।

এক্ষণে এতন্নিবারণের উপায় নির্দ্দেশিত হইতেছে। ইংলণ্ডের টেম্পল বারের ন্যায় উকীলদিগের একটী সভা করা এবং উহাদিগের কেবল আইনজ্ঞতার পরীক্ষা না হইয়া যাহাতে বিদ্যা বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতাদি জানিতে পারা যায় এরূপ পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম করা হউক। এই সভায় বিচার হইয়া যাহাদিগের চরিত্র দোষ প্রমাণ হইবে, তাহারা বহিষ্কৃত হইবেন। উকীলদিগের একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় এবং মকদ্দমা জুটাইয়া দিবার নিমিত্ত আটর্ণীদিগের একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হউক। পাঠকগণ! এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে আটর্ণীরা মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া দিতেই থাকিবেন, একথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনায় অনুৎসাহ দেওয়া তাঁহাদিগেরও একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে। যাবতীয় জেলার বিচারালয় হইতে ধূর্ত্ত মোক্তারগণকে আশু দূর করা আবশ্যক। যাহারা দ্বিতীয় শ্রেণির ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ মোক্তারি করিতে পারিবেন না। উকীলদিগের ন্যায় কোন মোক্তারের প্রবঞ্চনা বিদিত হইলে তাঁহাকেও তৎক্ষণাৎ আদালত হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইবে।

আর একটী বিষয় প্রসঙ্গ না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। কিঞ্চিৎ অধিক বেতনে সচ্চরিত্র লোক নিয়োজিত করিয়া আমলাগণের উৎকোচ গ্রহণ রুদ্ধ না করিলে আদালতের সম্পূর্ণ কণ্টক সংশোধিত হইবে না। দুই বৎসরের মধ্যে আমরা অনেক গুলি মহার্থ পরিবর্ত্ত দর্শন করিলাম, কিন্তু উল্লিখিত বিষয়টী যে আজিও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহাতে কেবল যে দেশের দুর্নাম ও অনিষ্ট হইতেছে এরূপ নহে উহা এদেশের শ্রীবৃদ্ধির একটী প্রধান অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

নীল প্রধান প্রদেশ।

এদেশীয়েরা এখন কি করিতেছেন? হিন্দু পেট্রিয়টের নীলপ্রধান প্রদেশের সংবাদদাতা কোথায় গেলেন? এ সময়ে প্রজাদিগের বন্ধুগণ কোথায় আছেন? তাঁহাদিগের যে কোন উচ্চ বাচ্য শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন, নীলঘটিত গোলযোগের শেষ হইয়াছে? প্রজারা কি অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছে? যাঁহারা এরূপ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। পুনর্ব্বার সকলের বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। অত্যাচারের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

এক জন সোমপ্রকাশ গ্রাহক পাবনা হইতে লিখিয়াছেন, "এদেশের নীলকরদিগের সহিত প্রজাগণের বিবাদের মীমাংসা হয় নাই, এখনও সময়ে সময়ে বিবাদ [illegible] পাওয়া গিয়া [illegible]

কুঠির সাহেবের সহিত জমিদ[illegible]গণের বিরাদ হইয়া জমীদার পক্ষীয় এক জন লোক হত হইয়াছে। ” আর এক জন গ্রাহকের সোমপ্রকাশের মুল্য দিতে বিলম্ব হওয়াতে আমরা পত্র দ্বারা ঐ বিষয়টী তাঁহার গোচর করি। তাহাতে তিনি বিনয় করিয়া আমাদিগের নিকটে ঐ বিলম্বের এই কারণ লিখিয়াছেন, তিনি এক নীল কুঠিতে (আমরা আপাততঃ পত্র প্রেরয়িতা ও নীল কুঠির নাম প্রকাশ করিলাম না, তাহার কারণ এই এবিষয়ে তাঁহার মত লওয়া হয় নাই) কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার কিছু জমী জমা ও প্রজা আছে। তাঁহার প্রজারা নীল বপন করে নাই বলিয়া কুঠির কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব তাঁহার নামে নানা প্রকার মিথ্যা নালীশ করিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দেন। তাঁহার কারাবাস দুর্দ্দশা পর্য্যন্ত হইয়াছে। তিনি রাজসাহির জজের নিকটে আপীল করিয়া কোন কোন বিষয়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার আপদের শান্তি হয় নাই। নিজ পত্রের শেষে তিনি লিখিয়াছেন “নীলদর্পণের বর্ণনায় যদি কোন মহাত্মার সন্দেহ থাকে, তবে বারেক এ প্রদেশে আগমন করিয়া নীলকরের অত্যাচার ও বিচার প্রণালী ও অস্মদের অবস্থা ক্ষণকাল অবলোকন করিলেই বর্ণিত পুস্তকের একটী কথায় প্রতিও অবিশ্বাস করিবার অণুমাত্র কারণ থাকিবে না।” এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি বোধ হয়, রাজপুরুষেতর ইউরোপীয়েরা এদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে অথবা এদেশ সংহার করিতে আসিয়াছেন? নীলকরেরা এখন আবার জাকসন সাহেবের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জাকসন সাহেব আইনের সম্পূর্ণ বিপরীতকারী হইয়া প্রজাদিগের কর বৃদ্ধি [illegible]। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে [illegible] বিজ্ঞাপন পূর্ব্বে দেওয়া [illegible] দেওয়া হইয়াছে তাহার সাক্ষী রাখা আবশ্যক হয়, কিন্তু অনেক নীলকর তাহার কিছুই করেন নাই। এক্ষণে তাঁহাদিগের কথার উপরে নির্ভর করিয়াই জাকসন সাহেব কর বৃদ্ধির আজ্ঞা দিতেছেন। ডেপুটি কালেক্টরেরা জজের ধামাধরা হইয়াছেন। প্রজারা সকলে প্রধানতম বিচারালয়ে আপীল করিয়াছে, এক্ষণে সর বার্ণেস পিকক যাহা করেন। কিন্তু প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হইল। যাঁহারা তাহাদিগকে দৈনিক শ্রমজীবী করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে। আমাদিগের আরো আত্যন্তিক দুঃখের হইতেছে, যে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে উদাসীন রহিয়াছেন। নূতন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কণ্ট্রাক্ট বিলের প্রস্তাব করিয়া যেমন শ্রীবৃদ্ধিকারী দলের অনুরাগ লাভ চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রজাদিগকে নীলকর মুখে সমর্পণ করিয়া কি সেইরূপ অনুরাগ লাভের চেষ্টায় আছেন? যদি তাঁহার সেই অভি[illegible] হয়, তাহা দুরভিসন্ধি সন্দেহ নাই। প্রজাকে উৎসন্ন করিয়া কোন রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধি কখন প্রতিষ্ঠা ভাজন হয়েন নাই। সার্ব্বকালিক ইতিহাস এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। লার্ড কানিঙ ভারতভূমিকে নির্দ্দোষ শোণিত দ্বারা প্লাবিত করিয়া শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের সন্তোষ সাধন চেষ্টা না করিয়া প্রজা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রতিষ্ঠা ভাজন কি অপ্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছিলেন? সেই শ্রীবৃদ্ধিকারিরাই কি শেষে সেই লার্ড কানিঙের প্রশংসা গানে উন্মুখ হন নাই? কোন শ্রীবৃদ্ধিকারী কি গ্রাণ্ট সাহেবের ন্যায়পরতার অপলাপে সাহসী হইতে পারেন? জাকসন সাহেব যে কর ধার্য্য করিয়াছেন তাহা ন্যায়সিদ্ধ কি না বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আডবোকেট জেনরলের মত লইয়া অনায়াসে স্থির করিতে পারেন।

পরিশেষে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। জাকসন ও কাম্বেল সাহেবের রিপোর্টের কি হইল? তাহা কি সেল্‌ফের মধ্যে থাকিয়া কীট নিষ্কুষিত হইবে? তাহা কি জন্য আজিও প্রকাশিত হইতেছে না? বীডন সাহেব কি মনে করেন, তিনি চক্ষে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সকলকে ভুলাইয়া রাখিবেন? আমরা কি প্রজাদিগের কষ্টের বিষয় বিস্মৃত হইয়াছি? আমরা এত দিন ভাবিয়াছিলাম রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে। কিন্তু কৈ তাহাত হইল না। যদি আর কিছু কাল না হয়, সকলের একবাক্য হইয়া সেই রিপোর্ট প্রার্থনা করা আবশ্যক।

হায়দরাবার।

মনুষ্যমাত্রই প্রায় স্বার্থপর। স্বার্থপরতা বর্ত্তমান সভ্যতা ও সাংসারিক ব্যাপারের একটা প্রধান অনুচর। এই হেতুক স্বার্থপর ব্যক্তিকে দর্শন করিলে আমাদিগের বিস্ময় জন্মে না। সচরাচর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বার্থসাধনার্থ ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে দেখা যায়। কিন্তু যত ক্ষণ সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই স্বার্থপরতা দ্বারা পরের অনিষ্ট সাধিত না হয়, ততক্ষণ কেহ তাহার প্রতিবাদ করে না। কিন্তু যখন স্বার্থপরতা সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠে; যখন স্বার্থপর ব্যক্তি আপন অভীষ্ট সাধনার্থ নির্দ্দোষ ও নিরীহ ব্যক্তিকে উৎসন্ন করিবার চেষ্টা পায়; যখন সেই চেষ্টা সাধারণের হিত সাধন দেশের গৌরব বর্দ্ধন ও সদ্বিচার প্রবর্ত্তনের ছল করিয়া করা হয়, তখনই স্বার্থপরতা একান্ত ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকে, তখনই ভদ্র লোক মাত্রেরই তাহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। কয়েক মাসাবধি কয়েক জন আত্মম্ভরির একটি স্বার্থপর অসৎ চেষ্টা দর্শন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে অত্যন্ত

বিরাগ জন্মিয়াছে। ইহাঁদিগের ইচ্ছা এই, ভারতবর্ষের সমুদায় রাজা পদচ্যুত হন, এবং তাঁহাদিগের রাজ্য লইয়া শ্রীবৃদ্ধিকারি নামধারিদিগকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের "শ্রীবৃদ্ধি" এই শব্দটি ইহাদিগের সবিশেষ সহায়তা করিতেছে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কয়েক মাস অবধি হায়দরাবাদের কর্ণেল ডেবিডসনের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের কোপোদ্দীপন করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন, তত্রত্য নবাব নূতন সন্মান চিহ্ন বাম হস্তে করিয়া লইয়াছেন; এবং কর্ণেল ডেবিডসন ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া ইংরাজ জাতির অবমাননা করিয়াছেন। যদিও কর্ণেল ডেবিডসনের বন্ধুগণ এবং তিনি নিজে মৃত্যুকালে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, এ সকল মিথ্যা কথা, তথাপি উক্ত মহাত্মারা বিরত হন নাই। জুনিয়স তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি লার্ড গ্রাণবিলকে প্রথমতঃ বহু গালি দেন, শেষে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিতে পারেন, তখন তাঁহার অতিশয় পরিতাপ হয়, কিন্তু আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের সে স্বভাব নহে। যে কারণে শ্রীবৃদ্ধিকারিরা কর্ণেল ডেবিডসনের ও হায়দরাবাদের নিজামের উপরে এত কুপিত, তাহা এক্ষণে আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাহা এই:—

ওয়ারেণ হেষ্টিংস এতদ্দেশীয় রাজগণকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সবসিডিয়ারি আলায়ান্সের সৃষ্টি করেন। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই, যে যে রাজার সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ হইবে, তাঁহার রাজ্যে কয়েক সহস্র সৈন্য থাকিবে, ইংরাজ সেনাপতিগণ তাহার অধিনায়কতা করিবেন, তাহাদিগের বেতনের জন্য সেই রাজা আপন রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিবেন। এই সকল সৈন্য থাকাতে রাজা বহিঃ শত্রুর উপদ্রব হইতে মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু উহারা আবার তাহার প্রহরী স্বরূপ রহিল। নিজামের রাজ্যের বেরার প্রদেশ এই নিমিত্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সহিত এই বন্দোবস্ত থাকে যে সেনাগণের বেতন প্রভৃতি দিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। কয়েক মাস হইল, যখন মধ্যভারতবর্ষে স্বতন্ত্র কমিসনর নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়, তৎকালে টেম্পল সাহেব নিজামের নিকটে প্রস্তাব করেন, বেরারের উদ্বৃত্ত টাকা নিজামকে না দিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধিসূচক রাস্তা পথ প্রভৃতিতে ব্যয় করা হইবে, এবং পূর্ব্বে যেমন এই প্রদেশ রেসিডেন্টের হস্তে ছিল, সেরূপ না থাকিয়া স্বতন্ত্র কর্ম্মচারির অধীনস্থ হইবে। ফলতঃ টেম্পল সাহেবের প্রকারান্তরে এই কথা বলা হইল যে বেরার প্রদেশটিকে তিনি তাঁহার নূতন কমিসনরির অন্তর্গত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। নিজাম ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

বেরার মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হইতে অনেক কষ্টে লওয়া হয়; ইহা তাঁহার পৈতৃক রাজ্য; এতৎ পরিত্যাগ করিলে তাঁহাকে কেবল প্রজাগণের নিকটে নয় অন্য অন্য রাজগণের নিকটেও ঘৃণিত ও নিন্দিত হইতে হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। পাঠকগণ! শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের কি অদ্ভুত দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখুন! তাহার পর গবর্ণমেন্টকে বলা হইল, বেরারে ব্যয়োপযুক্ত আয় হয় না, সাধারণ ধনাগার হইতে অনেক টাকা দিতে হয়। কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশিত হইল, তথায় প্রায় এক কোটি টাকা আয় হইয়া থাকে। ব্যয় বাদে কয়েক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। এ দিকে সোলাপুর বিনিময় করিয়া গবর্ণমেন্ট নিজামের নিকট হইতে গোদাবরীর তটস্থিত কয়েকখানি গ্রাম লইয়াছেন। বেরারের উদ্বৃত্ত টাকা গোদাবরীর গর্ভ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বিনিয়োজিত হয়, ইহা টেম্পল সাহেব ও তাঁহার কয়েক জন শ্রীবৃদ্ধিকারি সহায়ের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এখন আর বলপূর্ব্বক তাহা লওয়া সম্ভাবিত নয়। লার্ড কানিঙ বল প্রকাশের কাল অতীত করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ কর্ণেল ডেবিডসন নিজামকে মনঃপীড়া দিতে অসম্মত হন, তাঁহার অনুরোধ অনুসারে গবর্ণমেন্ট টেম্পল সাহেবের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। এই জন্য কর্ণেল ডেবিডসন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার দলের অপ্রিয়পাত্র হইলেন। ইতিমধ্যে নিজামের ষ্টার চিহ্ন গ্রহণে অসম্মতিরূপ সুযোগ উপস্থিত হইল। আর কি? অমনি নিজামকে বিশ্বাসঘাতক, বিদ্রোহী, প্রভৃতি উপাধি প্রদান করা হইল। কর্ণেল ডেবিডসন অসার অপদার্থ ও স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপেক্ষাকারী প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বের সাহস পৌরুষ প্রভৃতি সমুদায় গুণ বিফল হইল।

ইহার অপেক্ষা স্বার্থপরতা আর কি আছে? এক রাজা পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়াতে "শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের" অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না! ইহার তুল্য অপরাধ আর কি হইতে পারে? রেসিডেন্ট বল পূর্ব্বক তাহা লইলেন না, অতএব পদচ্যুতিরূপ দণ্ড বিধান দ্বারাই কি কেবল তাঁহার এ অপরাধের পরিশোধ হওয়া সম্ভাবিত নয়? শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের কি অদ্ভুত স্বভাব! কর্ণেল ডেবিডসন যদি বল পূর্ব্বক নিজামের রাজ্য লইতেন, এবং তন্মূলক বিদ্রোহ ঘটিত, তাহা হইলে তিনি স্বদেশের গৌরবর্দ্ধন, সাধারণের হিত ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু রূপে সাধন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রশংসার সীমা থাকিত না, তিনি অনায়াসে [illegible]
[illegible]

না বলিয়া অতিশয় জঘন্য হইলেন। আমরা এক্ষণে ইহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম। রাজ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত অন্যায় ও অত্যাচার করিলে তাহা ইহাদিগের নিকটে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে!

—০—

দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিক শ্রেণীর
প্রচলিত কুলসম্বন্ধ প্রথা
পরিবর্ত্ত করা উচিত
কি না ?

এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে যুগপৎ আহ্লাদ ও অনাহ্লাদ উভয়ই উপস্থিত হইল। আহ্লাদের বিষয় এই, তিনি কতক অংশে চিরন্তন সংস্কারের বন্ধন ছেদন করিয়া প্রকাশ্য রূপে কুলক্রমাগত কুৎসিত প্রথার দোষোল্লেখ ও তৎপরিবর্ত্তন চেষ্টায় সাহসবান্ হইয়াছেন। অনাহ্লাদের বিষয় এই, চিরন্তন কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব তাঁহার হৃদয়কন্দরকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে নাই। শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে কুল সম্বন্ধের যত দূর পরিবর্ত্ত করিবার সম্ভাবনা আছে, এক কুসংস্কার প্রভাবে তিনি তত দূর যাইতে পারেন নাই।

আমরা পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত বৈদিক শ্রেণীর কুলসম্বন্ধের বিষয় প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম, বোধ হয়, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে। এই শ্রেণীর প্রায় গর্ভে গর্ভে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। সচরাচর অশৌচান্তে (কন্যা জন্মের এক মাস পরে) বাগ্দান ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। যিনি আপন কন্যার জন্মের পর ২। ৩ মাসের মধ্যে বাগ্দান করিতে না পারেন, কেবল তাঁহার কৌলীন্য ভ্রংশ হইবার শঙ্কা জন্মে এরূপ নয়, বৈদিক ঠাকুরেরা তাঁহার নিন্দাও আরম্ভ করেন। গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই সম্বন্ধ করিবার প্রথা থাকাতে যে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাঁহার সবিস্তর উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবটিকে দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই তা। অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। ইটী একটা নিকৃষ্ট বাল্যবিবাহ প্রথা। এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে শরীর, সমাজ ও রাজনীতি সংক্রান্ত যে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, বৈদিকদিগের বাগ্দান প্রথায় সে সকলগুলি আছে। বিস্তারিত করিয়া সে সকলের উল্লেখ করা অদ্য আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। এক্ষণে যেরূপ প্রথা প্রচলিত আছে, বেদান্তবাগীশ তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া এই করিতে চাহিতেছেন যে এখন যেমন অশৌচান্তে বাগ্দান হয়, সেরূপ না হইয়া তিন বৎসরের পর সাত বৎসরের মধ্যে বাকদান হইবে। তিনি যে যুক্তির অনুসারী হইয়া এইরূপ নিয়ম করিতে চাহিতেছেন সে এই—

“আমাদিগের কুলসম্বন্ধ প্রথা এক্ষণে যে রূপে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, যদি তাহার কোন অংশ ক্রমশঃ শাস্ত্র বিরুদ্ধ রূপে পরিণত হইয়াছে কিম্বা দূষণাবহ হইয়া উঠিয়াছে এমত বোধ হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সে অংশ পরিবর্ত্ত করিয়া বিশুদ্ধ ও শাস্ত্র সম্মত করা অত্যাবশ্যক। অতএব কন্যা পাত্রের কত বয়সে ও বিবাহের কত দিন পূর্ব্বে বাগ্দান করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে কি নির্ণয় আছে, তাহাই অনুসন্ধান করা বিধেয়। তাহাতে তাহার প্রমাণ অশৌচনির্ণয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা,

আজন্মনস্তু চূড়ান্তং যত্র কন্যা বিপদ্যতে।
সদ্যঃ শৌচং ভবেত্তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ।
ততোবাগ্দানপর্য্যন্তং যাবদেকাহমেব হি।
অতঃ পরং প্রবৃদ্ধানাং ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ।
বাক্প্রদানে কৃতে তত্র জ্ঞেয়ঞ্চোভয়তস্ত্র্যহং।
পিতুর্ব্বরস্য চ ততোদত্তানাং ভর্ত্তুরেব হি॥

জন্ম দিন অবধি চূড়া কাল পর্য্যন্ত কন্যা মরণে সদ্যঃ শৌচ ইহা সর্ব্ব বর্ণেরই নিত্য সাধারণ বিধি। আর চূড়া অবধি বাগ্দান পর্যন্ত একাহ মাত্র অশৌচ। বাগ্দান অবধি প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ সংপ্রদান পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র, ইহা নিশ্চয়। এই বাগ্দানের পর ত্রিরাত্র অশৌচ ইহা পিতৃকুল ও বরকুল উভয়েরই জানিবে। আর সংপ্রদানের পর কেবল ভর্ত্তৃ কুলেরই অশৌচ হয়।

যদিও এস্থলে বাগ্দানের কাল স্পষ্টাক্ষরে নিরূপিত নাই, তথাপি চূড়াকাল ও সংপ্রদান কাল নির্ণীত হইলেই তাহার মধ্য কাল যে বাগ্দানের কাল তাহা সুতরাং নিরূপিত হইবে। অতএব চূড়া কাল নির্ণয়ে মনু কহিয়াছেন যথা,

চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতি চোদনাৎ।

তথা, অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং।

ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলের শ্রুতি বিধান হেতু ধর্ম্মতঃ প্রথম বর্ষে বা তৃতীয়বর্ষে চূড়া কর্ম্ম কর্ত্তব্য। আর স্ত্রীদিগেরও শরীর সংস্কারার্থ পূর্ব্বোক্ত যথাকাল ও যথাক্রমে সমগ্র ক্রিয়া কলাপ অমন্ত্রক সম্পন্ন করিবেক।

আপস্তম্বের বচন যথা,

অথাতস্তৃতীয়ে বর্ষে চূড়াকরণমিতি।
অনন্তর তৃতীয় বর্ষে চূড়া করণ করিবেক।
চূড়া কার্য্যে তৃতীয়াব্দঃ সর্ব্বগৃহ্যাভিসম্মতঃ।
চূড়া কর্ম্ম তৃতীয় বর্ষেই সর্ব্ব গৃহ্যাভি সম্মত প্রশস্ত কাল।

এই সকল বচনে তিন বৎসর পর্য্যন্ত চূড়া কাল নির্ণীত হইয়াছে এবং বিবাহের কাল স্মৃতিতে অঙ্গিরসের বচনে নিরূপিত আছে, যথা,

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা।
তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ।

তথা, সপ্তসম্বৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্বকালিকঃ।
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্নন্যথা ধর্ম্মগর্হিতঃ॥

অষ্টবর্ষীয় কন্যাদানে গৌরীদান, নবম বর্ষে রোহিণীদান দশমে কন্যাদানের ফল [illegible], ইহার পরে রজস্বলা হয় অতএব দশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলেই যত্নপূর্ব্বক কন্যাদান করিবেক, তখন আর কালদোষ হইবেক না আর সাত

বৎসরের পরে সর্ব্বকালেই কন্যার বিবাহ প্রশস্ত. তদ্ভিন্ন অর্থাৎ তাহা হইতে ন্যূন বয়সের কন্যাদান করিলে ধর্ম্ম গর্হিত কার্য্য হয়।

এইরূপ অন্যান্য বচনেও বিবাহের এই কাল নির্ণীত হইয়াছে। "অতএব যখন তিন বৎসর পর্য্যন্ত চূড়াকাল ও আট বৎসর অবধি দশ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহকাল শাস্ত্রে বিহিত হইল, তখন তিন বৎসরের পর সাত বৎসর পর্য্যন্ত যে কন্যার বাগ্দান কাল শাস্ত্রবিহিত, তাহাতে আর কোন সংশয় রহিল না।"

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে দান্তবাগীশ "আজন্মনস্তু চূড়াস্তং যত্র কন্যা বিপদ্যতে।" ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন বৎসরের পর সাত বৎসর পর্য্যন্ত বাগ্দানের কাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ চেষ্টা সুসঙ্গত হইতেছে না। চূড়ার পরই বাগ্দান করিতে হইবে, উক্ত শাস্ত্রে এরূপ কহিতেছে না। তবে, যে অনিষ্টের নিবারণ চেষ্টা হইতেছে, ইচ্ছা করিয়া সে অনিষ্টে পড়া কেন? প্রস্তাব লেখক কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব হইতে যে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই, এচেষ্টাটী তাহারই ফল। এখন অশৌচান্তে বাগ্দান না হইলে যেমন শঙ্কা ও কষ্ট উপস্থিত হয়, সপ্তম বর্ষেও সেই রূপ হইবে, তাহার পর দশম বর্ষের মধ্যে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার কষ্ট; এত কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন কি? বিবাহের দুই এক মাস পূর্ব্বে বাগ্দানের নিয়ম করিলে শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ই অব্যাহত থাকে, অথচ একটী বিষম কষ্টকর শাস্ত্র, লোক ও যুক্তি বিরুদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়। যাহাতে এত লাভ, তাহাই করা কি কর্ত্তব্য নয়?

বেদান্তবাগীশ দ্বিতীয় পাত্রে কন্যাদানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করিতেছি। দ্বিতীয় পাত্র স্বীকার না করিলে কুল সম্বন্ধের অনুমাত্র পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এস্থলের আর একটী কথা আমাদিগের নিতান্ত অরুচিকর হইতেছে। প্রস্তাব লেখক কৃতদার পাত্রে কন্যাদানের অনুমোদন করেন নাই। অন্য অন্য শ্রেণীর লোকেরা কৃতদারপাত্রে যে কন্যাদান করিতেছেন, তাহা কি অসিদ্ধ ও অধর্ম্ম্য হইতেছে? বৈদিকশ্রেণীর মধ্যেও কি কৃতদার পাত্রে কন্যাদান প্রথা নাই? কৃতদার পাত্র স্বীকার না করিলে সম্পূর্ণ রূপে কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবিত নহে।

যেরূপে কার্য্য করিলে কৃতকার্য্য হইবার সমধিক সম্ভাবনা আছে, প্রস্তাব লেখক তাহারও উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। কেবল বিনয় বাক্যে বৈদিকদিগকে এই বিষয়ে প্রবৃত্তিবিধান করিবার অনুরোধ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যে হৃদয় কুসংস্কার দ্বারা একান্ত উপহত হইয়া নিতান্ত শুষ্ক ও কঠিন হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে কখনই এই অনুরোধ ও বিনয় বাক্য প্রবেশ লাভ করিবে না। তাদৃশ কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিদিগের একবাক্য হইবার সম্ভাবনা কি? কুলসম্বন্ধকে গর্হিত বলিয়া যাহাদিগের দৃঢ়তর সংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা নিজে নিজে কর্ম্ম আরম্ভ করুন; আপন আপন কন্যার বিবাহ দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাক্দান করিবেন, এই প্রতিজ্ঞারূঢ় হউন। প্রচলিত কুলসম্বন্ধ পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা বিধবাবিবাহাদি প্রচলিত করিবার চেষ্টার ন্যায় দুরূহ নহে। এরূপ গর্হিত ব্যবহার অন্য কোন শ্রেণীর নাই। ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েরই অননুমোদিত। ইহা পরিবর্জ্জিত হইলেই শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ের রক্ষা হয়। এ কুৎসিত সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হইবার অথবা জাত্যন্তর হইবার সম্ভাবনা নাই; কৌলীন্য পদও অবিকৃত থাকিবে অথচ এই কুৎসিত প্রথা প্রচলিত থাকাতে যে যে মহত্তর অনিষ্ট ঘটিতেছিল, তাহা হইতে নিষ্কৃতি হইবে। যে কাজে এত গুণ, বৈদিকশ্রেণীর কৃতবিদ্যেরা যে তদনুসরণে অগ্রসর হইতেছেন না, ইহা সামান্য ক্ষোভ ও বিস্ময়ের বিষয় নহে। কৃতবিদ্যেরা আর কতকাল অমূলক অকিঞ্চিৎকর লোক ভয়ে ভীত হইয়া আপনাদিগের কাপুরুষতা প্রকাশ এবং স্বশ্রেণীর ও স্বদেশের কলঙ্ক করিবেন?

প্রার্থনা বিষয়ক প্রবন্ধ।

(প্রস্তাবের শেষ।)

জগদীশ্বর আপনু প্রতিষ্ঠিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন না, এরূপ বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা প্রার্থনা করিতে বিরোধী হন, আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে আমরা যখন আমাদিগের ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা করি, প্রার্থনা দ্বারা আমরা যখন তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করি, তাঁহার নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ও অহঙ্কারাদি প্রকাশ করি, তাঁহাকে আমাদিগের পরম সুহৃৎ জ্ঞান করিয়া প্রার্থনা দ্বারা যখন তাঁহার নিকট আমাদিগের অন্তরের কথা ব্যক্ত করি, তখন আমাদিগের প্রার্থনা গৃহীত হইলে কিপ্রকারে তাঁহার নিয়ম চক্র ঘূর্ণায়মান হইতে বাধা পাইবেক? জগৎ পিতার গুণ কীর্ত্তন করা, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, এউভয়েতে তাঁহার সবিধানে উক্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রার্থনা করিতে কোন আপত্তি উত্থাপন করা কখনই সম্ভব নহে; কিন্তু ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা করিতে প্রার্থনাবিরোধিরা আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, সর্ব্বদা জগৎ প্রভুর গুণ গান করিলে, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে, তাঁহার মঙ্গল ভাব দৃষ্ট করিলে, লোভ কামাদির চিন্তা হ্রাস হইয়া ধর্ম্মচিন্তা প্রবল হয়, সুতরাং ধর্ম্মাচরণ জন্য আমাদিগের মন বলবান হয়, তবে কোন ধর্ম্মবলের জন্য [illegible] ধর্ম্মাচরণ হেতু মানসিক বলের জন্য ঈশ্বর সমীপে বাঞ্ছা করিব এবং বাঞ্ছা করিলেই বা কি প্রকারে প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইব? ইহার কেবল একমাত্র উত্তর আমি প্রদান করিতে পারি। প্রার্থনা করুন, বুঝিতে পারিবেন ধর্ম্মবলের জন্য ব্রাহ্মেরা কেন প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থনা করিলে কি প্রকারে প্রার্থিত বিষয় [illegible] প্রার্থনা বিরোধিরা [illegible] প্রয়োজন নির্ণয় না করিয়া কি [illegible] তাঁহারা

প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন ? এতদুত্তরে আমি বলি যে যেপ্রকারে তাঁহারা প্রার্থনা করিতে সম্মত আছেন, সেইপ্রকারে তাঁহারা জগৎপিতা, জগৎপাতার নিকট একান্তঃকরণে, সরলহৃদয়ে, অটল ভাবে প্রার্থনা করুন; কালক্রমে বুঝিতে পারিবেন ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা করা আবশ্যক কি না ও ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা করিলে ধর্ম্মবল কিপ্রকারে বৃদ্ধি হয়। আমি ভরসা পূর্ণ হৃদয়ে কহিতেছি যে তাঁহারা যদি একান্তান্তঃকরণে ও অটল ভাবে জগৎবন্ধুর গুণ গান করেন, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি অন্তরে দৃষ্ট করেন, তাহা হইলে অনতিকাল বিলম্বে ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা করিতে তাঁহাদিগের প্রবল ইচ্ছা হইবেক এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ না করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। তখন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ঈশ্বরের সমীপে বাঞ্ছা করা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, জীবাত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে আমাদিগের বিশ্বাস যেমন স্বতঃসিদ্ধ সেইরূপ জগদীশ্বরের নিকট বাঞ্ছা করিবার ইচ্ছা আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ; জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য বুঝিয়াছে যে ধর্ম্মবল ব্যতীত আর কোন বিষয়ের জন্য তিনি জগৎপিতার নিকট প্রার্থনা করিতে পারেন না। তখন ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা করিলে ধর্ম্মবল বৃদ্ধি হয় তাহা তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিবেন। তখন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে সেই মহেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিলে, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাদি প্রকাশ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্মবল বৃদ্ধি হয় বটে; কিন্তু প্রার্থনা না করিলে ধর্ম্মবল বৃদ্ধি হইবার একটী নৈসর্গিক উপায় অবলম্বনে অবহেলা করা হয়। তখন তাহারা আপনারাই বলিবেন যে যেমন ঈশ্বরকে প্রীত করিবার জন্য আমাদিগের অন্তরে প্রীতি বৃত্তি আরোপিত হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে দুর্ব্বল হইলে, সবল হইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব বলিয়া আমাদিগের অন্তরে প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা প্রদত্ত হইয়াছে; তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব বলিয়া যখন আমাদিগের অন্তরে প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা প্রদত্ত হইয়াছে তখন আমাদিগের প্রার্থনা গৃহীত হইলে কিপ্রকারে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ হইবে? তখন তাঁহারা অন্যোক্ত ভ্রম অপনয়নাভিপ্রায়ে বলিবেন যে প্রার্থনা ব্যতীত ধর্ম্মবল সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি করিবার অন্য উপায় নাই। তখন তাঁহারা বলিবেন যে যেমন গর্ভস্থিত শিশু কি বিশেষ প্রক্রিয়াদ্বারা বালক বা বালিকা মূর্ত্তি ধারণ করে বলিতে পারি না সেই রূপ কি কি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা ধর্ম্মবল বৃদ্ধি হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। তখন তাঁহারা আপনারাই বলিবেন যে দুঃসহ মনঃ ক্লেশ নিবারণ করিতে অধ্যবসায় সাহসাদি সাপেক্ষ কোন গুরুতর কার্য্য দীর্ঘকাল সাধনে বিপদকালে মনকে স্থির ভাবে রাখিতে, কোন নিকৃষ্ট বৃত্তির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ হইতে আমরা যখন বলহীন হই তখন কি আমরা আশা ভরসা শূন্য হইয়া নিশ্চেষ্ট হইব, না কাহার সহায্য প্রার্থনা করিব তখন ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহার সমীপে সাহায্যার্থ প্রার্থনা করিতে মার্জ্জিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়? তখন সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় সেই বন্ধুহীনের বন্ধু, সেই পিতামাতা হীনের পিতামাতা ব্যতীত আর কাহার সাহায্য প্রার্থনা করিব? তখন তিনি ব্যতীত আর কে আমাদিগের মনে বল প্রদান করিবেক? সে সময়ে আমাদিগের স্বাভাবিক ইচ্ছার বশবদ হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে কোথা হইতে যেন আমরা বল প্রাপ্ত হই, কেহ যেন আমাদিগের মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়া দেন, আমাদিগের অন্তর বিশুদ্ধ সলিলে ধৌত করিয়া দেন।

ব্রাহ্মেরা অন্যের আত্মোন্নতির জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। প্রার্থনা জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা বলিতে পারেন যে ধর্ম্মানুগত আচরণে যত্নশীল না হইয়া ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা যখন ফলোপধায়ক হয় না তখন অন্য ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত আছে কিনা তাহা না জানিয়া কিপ্রকারে তাহার ধর্ম্মবল বৃদ্ধিহেতু প্রার্থনা করা যাইতে পারে? যদিও আমরা জানিতে পারি যে সেব্যক্তি কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান আছে তথাপি তাহার ধর্ম্মবল বৃদ্ধি হেতু আমাদিগের প্রার্থনা করিবারই বা কি আবশ্যক? পরমেশ্বরের নিকট কি পাপি, কি পুণ্যাত্মা সকলেরই প্রার্থনা করিবার সমান অধিকার আছে, তাঁহার নিকট অনুতাপ করিতে, অন্তরের কথা প্রকাশ করিতে ও যাচঞা করিতে কেহই বঞ্চিত নহেন। তবে অন্যের জন্য তাঁহার নিকটে আমাদিগের প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি? আমি স্বীকার করি যে অন্যের জন্য প্রকৃতরূপে প্রার্থনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না; কিন্তু মনুষ্য ঈশ্বরের সন্তান ঈশ্বর প্রীতিনয়নে জগতকে দৃষ্ট করিতেছেন তাঁহার সন্তানকেও সেইরূপ প্রেম দৃষ্টিতে এই ভূমণ্ডল অবলোকন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রীতিবৃত্তি যখন উত্তেজিত হয় তখন ভ্রাতার জন্য আমরা আমাদিগের পিতা মাতার নিকট প্রার্থনা না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারি? তখন ভ্রাতার অধোগতি দৃষ্টে দুঃখ প্রকাশ করি, তাহার সদ্গতির জন্য আন্তরিক ইচ্ছা ব্যক্ত করি। অত্র প্রদেশে অজ্ঞান ও ভ্রমজনিত অনিষ্টাচার দৃষ্ট করিলে আমরা বলিয়া থাকি হে পরম পিতঃ এ দেশের অজ্ঞানান্ধকার কতদিনে দূরীকৃত হইবে কতদিনে সত্য জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে, কতদিনে সকলে তোমার প্রেম সুধা পান করিতে সমর্থ হইবে। নাথ কত দিন পরে সেই সুখের দিন উপস্থিত হইবে এই প্রার্থনা দ্বারা প্রগাঢ় আন্তরিক ইচ্ছাব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না, যখন কোন ব্যক্তিকে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে দৃষ্ট করি তখন আমরা দুঃখিতান্তকরণে বলিয়া থাকি "হে জগৎ পিতঃ তোমার মঙ্গল ময় নিয়ম লঙ্ঘন করিলে এইরূপেই দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হয়! হা! তোমার প্রতি প্রেমাভাব হইলে লোকের কিপর্য্যন্ত দুর্গতি না হয়!" প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে অধিকতর যত্নবান হইবে এই অভিপ্রায়ে আমরা অপর ব্যক্তির সম্মুখে তাহার জন্য আমাদিগের চিরসখার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি কিন্তু সে প্রার্থনায় আমাদিগের শুভাভিলাষ ব্যতীত আর কিছু প্রকাশ পায় না। উক্ত অভিপ্রায়ে এক জন ব্রাহ্ম তাঁহার কতিপয় বন্ধুদিগের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "হে মঙ্গল দাতঃ বিশ্ব পাতা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার কালে কত সময়ে তাঁহাদিগের বৈরক্তির কারণ উপস্থিত হইবে, কত সময়ে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট লোকে তাঁহাদিগের নিন্দাবাদ করিবে, যে যে কার্য্য করিলে লোকে সচরাচর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে হয় ত সেই সেই কার্য্যের জন্য কত সময়ে তাঁহারা তিরস্কৃত হইবেন কত সময়ে তাহাদিগের প্রিয় বান্ধবগণও বিপক্ষতা প্রদর্শন করিবেন, এসমস্ত কারণে তাঁহাদিগের যে হৃদয়বেদনা, অন্তর জ্বালা উপস্থিত হইবে সে সমস্ত তাঁহারা যেন তোমার প্রেমামৃত পানে সবল হইয়া সহ্য করিতে সক্ষম হয়েন তাঁহাদিগের প্রত্যেক কার্য্যেতে যেন প্রগাঢ় অধ্যবসায়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও তোমার প্রতি অটল বিশ্বাস প্রকাশ পাইতে থাকে। তাহারা যেন চরিত্রের বল ও অন্তরের নির্ম্মলতা দ্বারা তোমার যশ ঘোষণা করিতে থাকেন। হে সর্ব্বসুখদাতা আমার এক

মস্ত আন্তরিক নিবেদন যেন বৃথা না হয়" পূর্ব্বে আমি স্বীকার করিয়াছি যে অন্যের ধর্ম্ম বল যুক্তি হেতু প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের নিকট বাঞ্ছা করিবার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না কিন্তু অত্যন্ত প্রেমার্দ্র হইলে যদিও আমরা জানি আমাদিগের প্রার্থনা ফলবতী হইবে না, তথাচ ঈশ্বর সমীপে বাঞ্ছা না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। প্রার্থনা করিলে যেন আমাদিগের হৃদয় একটী ভার হইতে মুক্ত হয়। এরূপ অবস্থায় এক জন ব্রাহ্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হে পতিতপাবন! তাহাদিগের অনাচ্ছন্ন অন্তঃকরণে তোমার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশ কর তাহাদিগের বীর্য্যহীন মনকে বলীয়ান কর তাহাদিগকে তোমার প্রেমোৎপন্ন পীযুষ পান করাও। প্রার্থনা জিজ্ঞাসু দিগের বিদিতার্থ আর এক বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি আমরা সকলেই জানি পরমেশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনি আমাদিগের অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্রেই রহিয়াছেন কোন স্থানে কোন হৃদয়ে তিলার্দ্ধের জন্যও তিনি অবিদ্যমান নাই অথচ আমরা বলি যে সর্ব্বান্তর্যামি সর্ব্বেশ্বর একবার আমাদিগের হৃদয় ধামে অধিষ্ঠান কর তোমার সেই প্রশান্ত মঙ্গল মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমাদিগের তাপিত মন শীতল হউক। এরূপ প্রার্থনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে বৈষয়িক সাংসারিক নানা কারণে আমরা ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিতে সর্ব্বদা সমর্থ হই না সুতরাং আমাদিগের ক্ষীণতা হেতু তাহাকে অন্তরে দেখিতে না পাইয়া উক্তরূপে প্রার্থনা করিয়া থাকি প্রার্থনা কালে প্রীতি বৃত্তি উত্তেজিত হইলে তাহার সত্তা উপলব্ধি করি।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ই ভাদ্র সোমবার।

বারুইপুর হইতে এক জন লিখিয়াছেন "বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুরের নিকটে একটী অদ্ভুত মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় ৯ মাস হইল এক ব্যক্তি এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে কিন্তু তাঁহার শাশুড়ী এক্ষণে সেই বিবাহ অস্বীকার করিতেছে। কন্যাটীর বয়ঃক্রম ৮ আট বৎসর হইবেক। সেটীও বলিতেছে বিবাহ হয় নাই। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এই মকদ্দমায় পুরোহিত ও নাপিতের জবানবন্দী লইয়া বরকে মুচলকায় রাখিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত মহকুমার নাজীর শ্রীযুক্ত বাবু নদীয়ারচাঁদ বিশ্বাস এই বিবাহের তদন্ত করিয়া বিবাহ হওয়া সত্য জানিয়াছেন। এই বালিকা ও ইহার জনয়িত্রী এরূপ অস্বীকার কেন করিল বুঝিতে পারিলাম না।" বাল্য বিবাহের এ একটী উপদ্রব।

লণ্ডনে সম্প্রতি একটী ভয়ানক অগ্নি কাণ্ড হইয়া প্রায় ২০টি বাটী ও বিস্তর সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য রিকেট্স সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে তিনি এক জন উপযুক্ত লোক ছিলেন।

টাইম্স পত্রের বিখ্যাত পত্রপ্রেরক ডাক্তর রসেল উক্ত পত্রের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয়ের সম্পাদক হইয়াছেন। ইংলণ্ডীয় সর্ব্ব প্রধান পত্রে অতঃপর ভারতবর্ষের বিষয় যথার্থ রূপে বর্ণিত ও বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই।

মহানদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার জল প্লাবন হইয়াছে। তিন বৎসর কাল তন্নিমিত্ত যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার কি ফল হইল?

গত কল্য বহু বাজারের নিকটে এক ব্যক্তির উপর দিয়া একখানি গাড়ি যাওয়াতে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

বিবিজান নামে এক বারাঙ্গনার হরিতাল ভক্ষণে মৃত্যু হইয়াছে। সে স্বয়ং খাইয়াছে অথবা কেহ তাহাকে খাওয়াইয়াছে তাহা স্থির হয় নাই। বস্তুতঃ বেশ্যালয়ে এই সকল পাপের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

সমাচার হিন্দুস্থানী বলেন, অযোধ্যার পুলিষের লোক সংখ্যা কমান হইবে। ইহাতে যাহাদিগের কর্ম্ম যাইবে তাঁহাদিগকে বার মাসের বেতন পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইবে। সমাচার হিন্দুস্থানী অনুমান করেন ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইবে, কারণ তথায় অধিক প্রহরী নাই। প্রাকৃতেও বা না থাকাতে ও তা, এই জন্যই বোধ হয় তত্রত্য কমিসনর পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন।

এঙ্গুলোইণ্ডিয়ান গেজেটের দারজিলিঙস্থিত সংবাদ দাতা বলেন, তথায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তত্রত্য চা-করেরা প্রচুর পরিমাণে উত্তম চা-প্রস্তুত করিতেছে" দীন দুঃখিরাও পরিশ্রম পূর্ব্বক সন্তোষের সহিত সোদর পরিপূর্ণ করিতেছে। আসামের চা-করদিগের ন্যায় দারজিলিঙের চা-করেরা লাও হোলয়াস সভার দাস নহেন। ত্রিহুতের নীলকরদিগের এই সভার সহিত সংস্রব নাথাকাতেই এবৎসর ত্রিহুতে নীল জন্মিয়াছে।

এঙ্গুলোইণ্ডিয়ান গেজেট বলেন ডাক্তর মোএট গুরুতর পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া শীঘ্র বিদায় লইয়া নীলগিরিতে গমন করিবেন।

লেও সাহেবে ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত মুহুরি ও কেরাণী আনিবার প্রস্তাব করাতে কেরাণী মহলে মহা চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। গত শনিবারের গেজেটে গবর্ণর জেনরল প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগের এ চিন্তার কোন কারণ নাই। যাহারা উপযুক্ত হইবেন তাঁহারা ক্রমশঃ উন্নত পদ লাভ করিবেন। কাজে এই রূপ দেখিতে পাইলেই বড় সুখের বিষয় হয়।

সেনাপতি সাউরাস কসারা ও জয়ন্তিয়াবাসিদিগকে দমনে রাখিবার এই প্রস্তাব করিয়াছেন, এক কালে অধিক সেনা লইয়া তাহাদিগের যাবতীয় কাষ্ঠের দুর্গ অধিকার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আর স্থানে স্থানে এরূপ সেনা রাখিতে হইবে যে উঁহারা একত্র হইয়া যদি কোন উপদ্রব করিবার চেষ্টা পায় সেনারা তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণ করিতে থাকিবে। উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে সদা অত্যাচার হইবার যে সম্ভাবনা আছে, তন্নিবারণার্থ কিঞ্চিৎ অধিকতর সতর্কতা আবশ্যক।

বোম্বাই নগরে অহিফেনের মূল্য ১৬০০ টাকাই রহিয়াছে। যাঁহারা অকুলানের ভয় করেন তাঁহারা ইহা দর্শন করিয়া শঙ্কা দূর করুন।

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে টিয়ান সিয়ানে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। কাণ্টন ও মেকেওতে এক ভয়ানক বাত্যা হইয়া গিয়াছে। জাপানস্থ যাবতীয় বিদেশীয় দূত উক্তদেশ ত্যাগ করিয়াছেন। অহিফেন সংক্রান্ত বরোচোর রত্নগর্ভ অদ্যাপিও মেকেওতে নিরাপদে রহিয়াছে।

কেগান সাহেবে মুলন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে হোটআদালতের প্রতিনিধি জজ হইয়াছেন। উঁহাদিগের স্থলে সাহেব [illegible] দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন [illegible]

[illegible]

স্থিবার বিল বিধিবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রিচি সাহেবের ভয়ানক কান্ট্রাক্ট বিলের এইপ্রকার ভাগ্য হইয়াছে। ইহাতেও কি ভারতবর্ষীয় সভা সর চারলস উডের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে পারেন?

শিল্পপ্রদর্শনী সভায় হাজারিবাগ, সাহাবাদ ও পুনার তুলা উত্তম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন ডেসপাচ নামক গবর্ণমেণ্টের এক খানি প্রকাণ্ড বাষ্পীয় জাহাজ নীলামে বিক্রীত হইবে।

উক্তপত্র শ্রবণ করিয়াছেন, ভুপালের রাণী যে দিন ষ্টার নামক সম্মান চিহ্ন প্রাপ্ত হন, সেইদিন সমাগত হইলে মহাসমারোহ করিবেন। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসন কর্ত্তারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি রাণী ফ্রিমেসন হইবেন বলিয়াছেন। ফ্রিমেসন দল না আমাদিগের কর্ত্তাভজা দলের ন্যায়?

উক্তপত্রের একজন পত্রপ্রেরক বলেন আডিটরের আফিসের প্রধান কেরাণী অনেকের বেতন হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কে এপ্রকার বাহির হইতে পারে।

দিল্লীগেজেট বলেন লাহোরে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। অমৃতসরেও এই রোগ দেখা দিয়াছে।

২৮ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

একজন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ লক্ষ্ণৌয়ের লুঠের অংশ পাইয়া তৎসমুদায় লাক্ষেশিয়ারের মজুরদিগের সহায়তার জন্য প্রদান করিয়াছেন। অসামান্য বদান্যতা।

নূতন প্রকার টাকা বাহির হইয়াছে। ইহা ১লা নবেম্বর অবধি প্রচলিত হইবে। ইহার এক দিকে নূতন নোটের ন্যায় ইংলণ্ডেশ্বরীর অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আছে, অপর দিগে লিখিত আছে এক টাকা, ভারতবর্ষ ১৮৬২ অব্দে ইহার চতুর্দ্দিকে একটি পুষ্পমালা আছে। নূতন টাকা দেখিতে সুশ্রী বটে। কিন্তু ইহাতে কি জন্য বাঙ্গালা ও উর্দ্দু লিখিত হইল না তাহা আমারা বুঝিতে পারিতেছি না।

ক্যাশীতে একটী গবর্ণমেণ্টের ওয়ার্ড হইতেছে। তত্রত্য অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজকুমার ও জমীদারেরা তথায় বাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবেন।

যে ব্যক্তি রাও সাহেবকে ধৃত করিয়া দেয় ৫০০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আরস্কিন সাহেব বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের এক জন বিচারপতি হইতেছেন।

[illegible] মৌলবীর পরিবর্ত্তে ডাক্তার চিবার্স জেলের প্রতিনিধি ইন্স্পেক্টর হইবেন।

যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মান্দ্রাজ টাইমসের সম্পাদকের নামে নালীশ করেন, তিনি ৬০০ টাকা ক্ষতিপুরণ ও তদ্ভিন্ন মকদ্দমার ব্যয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। বারিষ্টরদিগের নালীশে কি হইল?

বাঙ্গালী সম্পাদক জ্যেষ্ঠাধিকারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই আমাদিগের দেশের কেহ স্বদেশের হিত হইবে ভাবিয়া পৈতৃক সম্পত্তির সমান অংশ হইতে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছুক নহেন। এযুক্তিটী কেবল যে স্বার্থপরতা দোষ দূষিত এমন নহে নিতান্ত অকিঞ্চিৎ কর। আমাদিগের দেশের প্রধান লোকের মত না হইলে আইন হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেরই সেই মত করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত।

ইণ্ডিয়ান মিরার শ্রবণ করিয়াছেন, আসামের রাজা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

উক্তপত্র বাবু মন্মথনাথ ঘোষের আরএক খানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পুনর্ব্বার ইংলণ্ডীয় লোকদিগের অমায়িক ব্যবহার ও দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি সমাদর প্রদর্শনের কথা লিখিয়াছেন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকের নিজ ভদ্রাসন বাটী নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, হেরাটের নিকটে সুলতান জান রাত্রিকালে আমীর দোস্ত মহম্মদকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছেন। আমীরের বিস্তর সৈন্য ও কয়েক জন বিখ্যাত সেনাপতি হত হওয়াতে তিনি পিছিয়া পড়িয়াছেন।

এক্ষণে অনুমান করা হইতেছে কলিকাতার ড্রেণের জন্য ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। পূর্ব্বে ৩২লক্ষ টাকার অনুমান করা হয়। কলিকাতাবাসীদিগের বিশেষ করিয়া জানা কর্ত্তব্য ঐ ৮৭ লক্ষ পরিণামে যাহাতে কেবল অপব্যয় না হয় তাহার দায়ী হইবেন কে?

পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই [illegible] জাহাজ কোম্পানির জাহাজে উক্তনগর হইতে করাচিতে ডাক প্রেরণ করিতেন। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশীয় কোম্পানি উক্ত ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষেরা উৎপাতে পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেক টাকা তছরূপ হইয়াছে।

মফস্বলাইট বলেন লালা জ্যোতিঃপ্রসাদের পীড়ার সংবাদ মিথ্যা। মুদকীর যুদ্ধে তাঁহার উরুতে একটি গুলি লাগে তাহা কিছুতেই বাহির হয় নাই। তন্নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে তাঁহার পীড়া হয় আপাততঃ তাঁহার অন্যকোন পীড়া নাই।

টাইম্স অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইয়ের বণিক বাবু মঙ্গল দাস নাথু ভয় তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফেলোশিপ (উপাধি প্রাপ্ত ছাত্র বৃত্তি) দিবার জন্য ২০,০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দান করিয়াছেন। আমাদিগের বাবুরা দর্শন করুন।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, অযোধ্যায় এক জন অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরের নিকটে বিদ্রোহ কালীন কয়েক খানি গবর্ণমেণ্ট কাগজ বাহির হইয়াছে। অনেক ধূর্ত্ত ঐসময় গবর্ণমেণ্ট কাগজ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া ধনী হইয়াছে।

ইংলিসমান এতদ্দেশীয় ভ্রূণ হত্যার বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছেন। যুবতী বিধবারা বিদ্যাশিক্ষা অথবা অন্য কোন কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকাতে কাজে কাজে ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তিদিগের কুহকে পতিত হইয়া সতীত্ব হারাইয়া থাকে। এইপ্রস্তাবটির উপসংহার কালে ইংলিসমান এতদ্দেশীয় সামাজিক দোষ সংস্কার কারিদিগকে এবিষয়ে যত্নবান হইতে বলিয়াছেন। ইংলিসমান যেরূপে এইপ্রস্তাবটী লিখিয়াছেন, বরাবর এই প্রকারে লিখিলে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের পরস্পর সদ্ভাব হইবার একটী উপায় হইত, ভ্রূণহত্যা নিবারণের এক মাত্র উপায় আছে,—বিধবাবিবাহ।

১৯এ ভাদ্র বুধবার।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। তিনি কুষ্টিয়া হইতে রেইলওয়ে শকটে আসিবেন।

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভা অনেক গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের জরিমানা করাতে যাবতীয় গাড়োয়ান এক ধর্ম্মঘট করিয়া গাড়ি বন্ধ করিয়াছে। তাহারা বলে কিছু দিন চালাইলেই গরুর স্কন্ধে ক্ষত হয়, অতএব প্রতিবৎসর এক এক জোড়া গরু ক্রয় করা অসাধ্য। তাহারা কেহই আজি গাড়ি চালায় নাই। সুতরাং বণিকদিগের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে ভীত হইয়া ঐ উৎকৃষ্ট নিয়মটী রহিত না করেন। দুই এক দিন সহিয়া থাকিলেই উহাদিগের ধর্ম্ম ঘট ভাঙ্গিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

মধ্য ভারতবর্ষ ও গোয়ালিয়ার প্রভৃতি স্থানে অন্ন কষ্ট ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা, তথাপিও আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার আজ্ঞা প্রচরিত হইতে দেখিতেছি না।

বোম্বাই সটর্ডে রিবিউ বলেন সর চারলস উড তত্রত্য সিবিলিয়ানদিগকে কর্ম্ম পাইবার পূর্ব্বে দুইবৎসর আইন সংক্রান্ত উপ

দেশ শ্রবণ ও উত্তমরূপে তৎশিক্ষার আজ্ঞা দিয়াছেন।

উক্তপত্র বলেন আমেরিকায় যুদ্ধ হওয়াতে বোম্বাইয়ের বণিকেরা অন্য যাবতীয় বণিক অপেক্ষা অধিক লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ম্যাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের নিমিত্ত ৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন।

কর্ণেল প্রিষ্টলির ভ্রাতা কাপ্তেন প্রিষ্টলি ব'বতীয় সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন মেজর কিটজরলড শত্রুতাপরবশ হইয়া ইউনাইটেড সর্বিস ক্লবে প্রধান সেনাপতির নিন্দা করাতে তাঁহার ভ্রাতা তাহা প্রধান সেনাপতির নিকটে জানাইয়া ছিলেন। উভ [illegible] বালকত্ব প্রকাশ হইয়াছে।

অযোধ্যা গেজেট বলেন তত্রত্য লেপ্‌টনাণ্ট ইউ. এচ. স্মিথ ১৫০০০ বিঘা পতিতভূমি লার্ড কানিঙের কৃত আজ্ঞাপত্রের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন। সকল স্থানে পতিত ভূমি বিক্রীত হইতেছে। বঙ্গদেশে কিয়দ্দিবস [illegible] থাকাতেই আঙ্গ্লোইণ্ডিয়ান (নীলকর) সভা সমুদায় ভারতবর্ষের দুরবস্থার ধুয়া ধরিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার উদ্ধৃত "পুনা দর্পণ প্রকাশ" পত্রের এক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে ইউরোপীয় বন্দীগণকে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করা হয় না! এবিষয়ে জাতিভেদ করা অন্যায়। সকল বিষয়ে আছে, ইহাতেই কি কেবল বাকী?

পুনাজ্ঞানপ্রকাশের এক জন পত্র প্রেরক বলেন, লার্ড কানিঙের মৃত্যু শ্রবণ করিয়া মহারাজ সিন্দিয়া তদীয় ভৃত্য ও সভাসদ দিগকে তিন দিবস শোকবস্ত্র পরিধান করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ইতি পূর্ব্বে কোন এতদ্দেশীয় রাজা এক জন ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের জন্য প্রকাশ্যরূপে শোক প্রকাশ করেন নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের মহামতি লিখিয়াছিলেন এ [illegible]সিয়ার লোকেরা যাহাকে ভয় করে তাহাকেই ভাল ব সে, ইহাতে কি প্রকাশ পায়?

ইন্দুপ্রকাশ বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় পত্রের মধ্যে এই খানি সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু তত্রত্য প্রায় সকল পত্রই ভাল বোধ হইতেছে।

পুনা অবজারবারের এক জন সংবাদ দাতা বলেন বাট্টন পিলি গ্রামে [illegible] চাপাটি বাহির হইয়াছে। মধ্য [illegible] ও মা কণাতে বিদ্রোহ সূচক পত্র ও চাপাটি চলিতেছে। তথাপি ইনকম টাক্স রহিত হইল না।

উক্তপত্রের আর এক জন সংবাদ দাতা বলেন সোলাপুরের নিকটে দস্যুরা গবর্ণমেণ্টের ১১০০০ টাকা লুট করিয়াছে, ওদিকে মান্দ্রাজের গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি ও প্রধান বিচারপতির দ্রব্য লুঠ হইয়াছে।

ফিনিক্সের এক জন পত্র প্রেরক বলেন ৩১এ আগষ্ট সন্ধ্যার সময়ে ৭ গণিত ইউরোপীয় সেনাদলের মাকএলবয় নামক এক জন সামান্য সৈনিক আপনার বন্দুক দ্বারা এক বণিকের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ পুলিষ প্রহরিরা তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু সে পলায়ন করে। অবশেষে সে শিবিরে ধৃত হইয়াছে।

উক্ত পত্রের আর এক জন পত্র প্রেরক বলেন সম্প্রতি ডায়মণ্ড হারবারের নিকট দুই জন নাবিক এক বাষ্পীয় জাহাজের নিকটে যাইবার সময় জলমগ্ন হইয়াছে।

২০এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে আলাহাবাদের ৭॥ ক্রোশ দূরে কয়েকটি গ্রামের লোকে অদ্যাপিও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহ ঘটনা হইয়াছিল, একথা শুনে নাই। কর্ণওয়ালে একজন কৃষক কখন ওলেংটনের নাম শ্রবণ করে নাই, পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগের (বিশেষতঃ যেস্থলে সংবাদ পত্র নাই) এপ্রকার অনভিজ্ঞতা দর্শন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অনেক মহামতি আজিও কহিয়া থাকেন, ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহে সমুদায় ভারতবর্ষ লিপ্ত ছিলেন।

হরকরা ও ইংলিসমানে ক্রমশঃ হাতাহাতি হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ইংলিসমান ত হরকরার নামে নিন্দাকারী বলিয়া নালিশ করিয়াছেন। এক্ষণে উভয়ে উভয়ের বিপক্ষে যে সকল প্রস্তাব কাড়িতেছেন তাহাতে পুলিসের হস্তার্পণ করা অসম্ভব নহে।

প্রধানতম বিচারালয়ে স্ত্রীর স্বামী পরিত্যাগ ও স্বামীর স্ত্রী পরিত্যাগ বিষয়ক মোকদ্দমার বিচারার্থ বিচারালয় হইবে। সর ম ডাণ্ট ওয়েলস প্রাড়বিব ক হইবেন। আমরা এবার দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিব।

কটকের কমিসনর সের সাহেব সম্বলপুরের কয়েকজন বিদ্রোহীকে ক্ষমা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনধিকারক্ষমতা চালন জন্য [illegible]সনা করিয়াছেন। বন্য জাতিদিগকে ক[illegible] শান্তি রক্ষার প্রধান উপায়।

[illegible]সে একটি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু অনেক কুলি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে।

লেঙ সাহেবের উপর এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসের একটি বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তিনি পদ ত্যাগ করিয়া এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র কাগজের দর কমিয়া যায় কিন্তু তিনি প্রত্যাগমন করিবেন এই সংবাদে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ৫॥ টাকার কাগজ ১৷৩ টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

করাচি ও গয়াদরের মধ্যে সমুদ্র তীরে যে কয়েকটি আগ্নেয়পর্ব্বত আছে তাহা বোম্বাইয়ের ডাক্তর দর্শন করিয়া এক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। এই পর্ব্বত হইতে সর্ব্বদা উষ্ণ কর্দ্দম বাহির হয়। গন্ধকের আণ অল্প। জুয়ারের সময়ে ইহার জোর অধিক হয়।

লাহোর ক্রণিকেল এক পত্র দ্বারা অবগত হইয়াছেন সর জেম্‌স কলবিন ব্যবস্থাপক সভার আইন সংক্রান্ত সভ্য হইয়া আসিতে পারেন। সর চারলস ট্রিবলিয়ান লেঙ সাহেবের কর্ম্ম লইতে উৎসুক আছেন। এই দুই জন লোকের দ্বারাই ভারতবর্ষের বিশেষ মঙ্গল হয়! কিন্তু তাঁহাদিগের আগমন আপাততঃ অসম্ভব।

২৪এ আগষ্ট সর বার্টল ফ্রিয়ার পুনা নগরে এক দরবার করিয়াছেন। ঐ দরবারস্থলে অনেক সরদার ও প্রায় ২০০০ দর্শক উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ হেরাল্ড বলেন এলফিনষ্টোনের পর এপ্রকার সভা আর হয় নাই।

উক্ত পত্র বলেন সর ফরাজ খাঁ নামক এক জন বিদ্রোহী ও হত্যাকারী খারওয়ারে ধৃত হইয়াছে। সে ত্রাণ্ড সাহেবের ন্যায় হায়দরাবাদে বিদ্রোহ ঘটাইবার আশয়ে গমন করিয়াছিল।

বঙ্গদেশের পবলিক ওয়ার্কের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আগামী সপ্তাহে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

পত্রিদর্শক শ্রবণ করিয়াছেন একজন মুসলমান স্ত্রী ও দুইটি পুত্র রাখিয়া মরিসসে গমন করে। তাহার অনুপস্থিতি কালে তাহার ভাগিনেয় ঘটক হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ দেয়। মুসলমান মরিসস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এবিষয় দর্শনে ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালীশ করাতে ভাগিনেয় ও উক্ত স্ত্রীলোকের ছয় বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছিল সে মুক্ত হইয়াছে।

শিয়ালদের পে আফিসের কেরাণী সাধারণ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল বলিয়া তাহার দশ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। আর এক জন কেরাণীর উপর বিশেষ সন্দেহ হওয়াতে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে চ্যুত করা হইয়াছে।

[illegible]

প্রতিমাসে ২০০০ টাকা ব্যয় অবধারিত হইয়াছে।

লাহোর ক্রনিকেল পঞ্জাবের বড় জেলে যাবজ্জীবন রুদ্ধ বৃদ্ধ বন্দীদিগকে মুক্ত করিতে বলিয়াছেন। যাহারা অতিশয় বৃদ্ধ তাহাদিগকে শেষ কালে কিঞ্চিৎ সুখভোগ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

লার্ড এলগিন গ্রীষ্মকাল সিমলা পর্ব্বতে অতিবাহিত করিবেন। তন্নিমিত্ত একটি বাটী ভাড়া করা হইয়াছে।

কানপুরের একজন বণিক রাওসাহেবের কমার জন দুই লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। রাওসাহেবের উকিল বিচার কালীন সময় নিজামতে উপস্থিত না হইয়া টেলিগ্রাফে গবর্ণর জেনেরলের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন নাই। এই ব্যক্তি যদি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে অনুপস্থিত হইয়া থাকেন তাহাহইলে তাঁহাকে আর ওকালতি করিতে দেওয়া উচিত নহে।

বোম্বাই নগরে ফ্রান্সিস ডিলিমা নামক এক জন পটুগিজ জাল করিয়া ধৃত হইয়াছে।

২১এ ভাদ্র শুক্রবার।

নাগপুরে বহুকালাবধি চিনি গুড় প্রভৃতির উপর মণ করা এক টাকা শুল্ক লওয়া হইত। সম্প্রতি তাহা উঠিয়া গিয়াছে। উঃ কি অত্যাচার ছিল।

সম্প্রতি রত্নগিরি গ্রামের নিকটে একখানি আরব জাহাজ জলমগ্ন ও ভগ্ন হইয়াছে। অনেক বাদাই ও কয়েকজন ইউরোপীয় তাহারা সিঙ্গাপুরে আসিতে ছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ২৭০ জন লোক ছিল, ইহার মধ্যে প্রায় ১৫০ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট ও অধিবাসীরা জীবিত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

কল্য লেড সাহেবকে এড্রেস দিবার জন্য টৌন হালে সভা হইবে কয়েক জন এতদ্দেশীয় মুচ্ছুদ্দি ও আর্টর্ণী ভিন্ন আর কেহ তথায় নহেন।

হিন্দুস পত্র বলেন, সিমলায় সর্ব্বদা অগ্নি লাগিতেছে। ভৃত্যদিগের গৃহই প্রায় দগ্ধ হইতেছে। কোন ব্যক্তি অদ্যাপিও ধৃত হয় নাই।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কে ঐক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ৮,১১, ৮৬,৬৬৯/৫ টাকা আছে, ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ৩,৮৩,১০,৫১১ ৷৹ নগদ ও ৬৭,৬৭,৭ ৪৯৮ কাগজ আছে। এই টাকার অনেকাংশ ব্যাঙ্ক ... অদ্যাপি তাহা ... দেওয়া

হইতেছে। সর চার্লস উড এই কারণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যথার্থই ভর্ৎসনা করিতে পারেন।

ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার বোম্বাইয়ের মঙ্গল দাস নাথু ভাইয়ের বদান্যতার উপলক্ষে কলিকাতার বাবুদিগকে উত্তেজনা করিয়াছেন। নাথু ভাইয়ের ছাত্র বৃত্তির দ্বারা কৃতবিদ্য ছাত্রেরা নানা দেশ দর্শন করিতে পারিবেন। আমাদিগের বাবু দিগের এপ্রকার সদ্ব্যয় শিক্ষা করিবার অনেক বিলম্ব আছে।

২২এ ভাদ্র শনিবার।

সর চার্লস উড আজ্ঞা দিয়াছেন মফস্বলের ছোট আদালতের জজদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষার পরীক্ষা দিতে হইবে। এই বার বারিষ্টরেরা বিপাকে পড়িলেন।

গত কল্য এক সচেঞ্জ গৃহে নিম্নলিখিত অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে।

	সিন্দুক	টাকা
বেহারের	১৩০৫	১৮,৪৫,৩০০
কাশীর	১৬৩৫	১৫,৪৮,৩৫০

গবর্ণমেণ্ট সিবিল আর্কিটেক্ট ও গারিজন ইঞ্জিনিয়রের আফিস এক ব্যক্তির অধীনস্থ করিতেছেন। ইহাতে কিঞ্চিৎব্যয় সংক্ষেপের সম্ভাবনা।

যশোহরের এক জন নীলকর এক জন জমীদারকে ধৃত করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে এক জমীদারির ইজারা লইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা বঙ্গলোচনে এই সংবাদ দেখিয়াছিলাম কিন্তু যখন পুন্দর্রার পরিদর্শকের এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন তখন ইহার প্রতি আমাদিগের আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট যদি এবিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান না করেন তাহাহইলে ইহা প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পশ্চাৎ সর চার্লস উডের নিকটে জানাইতে হইবে। আমরা দেখিব কার্য্যকালে এতদ্দেশীয়েরা একতা অবলম্বন করিবেন কি না?

ইংলিসমানের পারিসস্থ সংবাদ দাতা বলেন, তথায় এক জনরব উঠিয়াছে সম্রাট বিকি নগরে একটি সামান্য কৃষক বালার সহিত এক পান্থশালায় নৃত্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ঐ বালিকা এক ছদ্মবেশধারিণী কুলীন বংশীয়া স্ত্রীলোক। নেপোলিয়ান বংশীয়েরা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার পাত্র নহেন।

উক্ত সংবাদ দাতা আরও বলেন প্যারিসে বেশ্যার সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে যথা তথায় তাহাদিগকে দর্শন করা যায়। নগরস্থ লোকেরা তাহাদিগের জন্য বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন। ইহা সমাজ মধ্যে ধর্ম্ম নীতির প্রাদুর্ভাব হ্রাস লক্ষণ।

গত কল্য বেলা ৫ টা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইয়াছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯১৷৷৹—৯২
৪ টাকার কোম্পানির	৯৫৶৷—৯৫৷৹
৫ টাকার ঐ	১০৪৸৹—১০৩৸৶
৫ ৷৷ টাকার ঐ	১১৩৶—১১৩৷৹

প্রধানতম বিচারালয়।

নর্ম্মাণ সাহেব বিচারপতি।

মতি কুর্ম্মি ১০০০ টাকা চুরি করাতে তাহার তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ হইয়াছে।

সেখ আবদুল ও সেখ মাসুক যাশী নাম্নী এক বারাঙ্গনার অলঙ্কার চুরি করাতে তাহাদিগের কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

সেখ পিরু নামক এক ব্যক্তি কয়েক খানি বস্ত্র চুরি করাতে তাহার এক বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

রামধন কলয়ার ও নারায়ণ আহির গোবিন্দ ঘোষকে প্রহার করাতে ও তাহার একটি গরু ও ১৫ টাকা লওয়াতে তাহাদিগের দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ হইয়াছে।

প্রিয়নাথ দাস এক বারাঙ্গনার অলঙ্কার চুরি করাতে তাহার দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ হইয়াছে।

ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ প্রকার দোষ করাতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

বেকার নামক যে ইউরোপীয় এক জন নীলকরের টাকা চুরি করে তাহাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর হরিণবাটীতে থাকিতে হইবে।

বাবু মদনমোহন দাস তাঁহার ৩০০ টাকা মূল্যের এক অঙ্গুরী হারাইয়াছিলেন। সেখ পরবী নামক এক জন মুটিয়া তাহা পাইয়া আত্মসাৎ করাতে তাহার বিনা পরিশ্রমে এক মাস মেয়াদ হইয়াছে।

মতিলাল দে মঙ্গলা নাম্নী এক বারাঙ্গনার অলঙ্কার চুরি করাতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

বিহারীলাল দত্ত নামক যে কেরাণী ইষ্টাম্প আফিসে জাল করিয়াছিল তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

মহেন্দ্রলাল পাল তাহার প্রভু হপমান কোম্পানির ৬০০ টাকা তহবিল তছরূপ করাতে তাহার এক মাস বিনা পরিশ্রমে কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

রালাম নামক যে ষ্টেসন মাষ্টর শ্রীরামপুরে

তহবিল তছরূপ করে তাহার বিনা পরিশ্রমে তিন মাস মেয়াদ হইয়াছে। *

ক দের বকল নামক এক ব্যক্তি ৫০ টাকার নোট ও নগদ ৩৩ টাকা চুরি করাতে তাহার ১৮ মাস মেয়াদ হইয়াছে।

ডাক্তর হরণবক নামক যে ইউরোপীয় ২৫০ টাকার নোট চুরি করে তাহার বিরুদ্ধে কেহ উপস্থিত না হওয়াতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

ভিন্ন ভিন্ন পত্র হইতে উদ্ধৃত।

ইংলণ্ডীয় মহাসভার কার্য্য শীঘ্র বন্ধ হইবে। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট চীনদেশে কি প্রকারে কার্য্য করিবেন, তদ্বিষয়ে মহাসভায় তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। লার্ড পামরষ্টন বলিয়াছেন, বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে সম্রাটের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডেশ্বরী শীঘ্র জর্ম্মণীতে যাইবেন। তিনি কিছু দিন গোথা নগরে বাস করিবেন। প্রিন্স অব ওয়েলস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বারলিনে গমন করিবেন। লাঙ্কেসিয়ারের মজুরদিগের কষ্ট ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। তত্রত্য মিউনিসিপাল সভা মজুরদিগের সহায়তার নিমিত্ত টাকা কর্জ্জ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফ্রান্স। মেক্সিকোতে অনেক সেনাকে সেনাপতি ফরির অধীনে প্রেরণ করা হইয়াছে। সম্রাট বিকি নগরে অবস্থিতি করিতেছেন।

ইটালি। গারিবল্ডি গৃহ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। রাজকীয় সেনারা তাঁহার সহচরগণকে পরাজিত করিয়াছে। গারিবল্ডি রোকানগরে অবস্থিতি করিতেছেন। ইটালির সর্ব্বসাধারণে রাজার সহায়তা করিতেছেন। ইংরাজ রণতরির অধ্যক্ষ রাজার সহায়তা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অষ্ট্রিয়া। মন্ত্রি বর্গের পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা। ১৮৬৩ অব্দের আয় ব্যয়ের হিসাব শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

প্রুসিয়া। মহাসভা রাজার বিপক্ষাচরণ করিতেছেন। তাঁহারা তত্রত্য হাউস অব লার্ড কৃত কোন বিলের বিবেচনা করিবেন না বলিয়াছেন।

রুসীয়া। নানা স্থানে অদ্যাপিও অগ্নি লাগিতেছে। অনেক আফিসর সম্রাটের বিপক্ষ হওয়াতে তাঁহাদিগের কয়েকজনকে গুলি করা হইয়াছে। রাজ্যে বিশেষ গোলযোগের সম্ভাবনা।

তুরস্ক। মণ্টিনিগ্রো বাসীরা সম্প্রতি এক ঘোর যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। সুলতান তাহাদিগকে আত্ম সমর্পণ করিতে কহিয়াছেন। সুলতান রাজস্ব বিষয়ের এক হিসাব প্রকাশ ও নানা বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন।

আমেরিকা। বিদ্রোহীরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নাকিলানের উভয় পার্শ্বে তাহারা অনেক সেনা রাখিয়াছে সেনাপতি হাবেলক প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। তাহারা বালবরণ ও নিউ মার্কেট অধিকার করিয়াছে। সভাপতি লিঙ্কলন বলিয়াছেন, যদি শীঘ্র তিন লক্ষ ভলেণ্টিয়ার সৈন্য না আইসে, তাহা হইলে বল পূর্ব্বক সেনা সংগৃহীত হইবে। সকলে ইহাতে অসন্তুষ্ট ও নিরুৎসাহ হইয়াছেন। নগদ টাকা প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে। তন্নিমিত্ত দুই পয়সা মূল্যের ডাকের টিকিট মুদ্রার ন্যায় চলিতেছে। সকলেই তাহা গ্রহণ করিতেছেন। মেক্সিকোতে ফরাশীরা সম্প্রতি কয়েকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২০এ আগষ্ট—নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা কামরূপের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারা ও ১৮৫২ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

বাবু যজ্ঞ সেন দাস চৌধুরী, লক্ষ্মী সিংহ চৌধুরী

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা ১৮৬০ অব্দের ৩১ আইন অনুসারে পুনর্ব্বার কলিকাতা রাজধানীর কমিসনর হইয়াছেন।

সভাপতি — এ গ্রাণ্ট সাহেব সভা। ভিকাউণ্ট ই এস, ওয়াকোপ, ডবলিউ, এস, ফিট্জ উইলিয়ম, সাহেব এবং রাজাপ্রতাপচন্দ্র [illegible] ও মৌলবী আবদুল লতিফ।

২৩এ আগষ্ট—মেদনীপুরের সদর আমিন বাবু পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উক্ত জেলার দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টার হইবেন।

২৫ এ আগষ্ট—রঙ্গপুরের নিম্ন লিখিত মুন্সেফ ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ডেপুটিকালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায় বড়বাড়ি।
" চন্দ্র কুমার মিত্র কৃষ্ণগঞ্জ।
সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বদরগঞ্জ।

২৭এ আগষ্ট—ডি, এস; কেগান সাহেব কলিকাতার ছোট আদালতের প্রতিনিধি প্রথম জজ হইবেন।

আইজাক উইলসন কলিকাতার এক জন প্রতিনিধি পুলিষ মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

আসামের নিম্নলিখিত সহকারি কমিসনরেরা পশ্চাল্লিখিত স্থানসকলে থাকিবেন,

লেপ্টেনেণ্ট এন, লুইস, লক্ষ্মীপুর, জে, গ্রেগরি শিবসাগর
" এ, এন, ফিলিপস—দরঙ্গ
" ডবলিউ, সি, এস, ক্লার্ক—নবগ্রাম
" জি, ডেটার — কামরূপ,
" এ, ই, কামেল—গোয়াল পাড়া
" ই, ওয়াইওয়ালকট, কসায়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বত।

মৌলবী আমীরুদ্দিন আহম্মদ ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন ও ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে পাবনার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট হইবেন এবং [illegible] জমাদার [illegible] বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সেরাজ গঞ্জের ছোট আদালতের জজ বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় পুত্রকে প্রধান এবং এক জন কুটম্বকে নিম্ন কর্ম্মচারি পদে নিযুক্ত করিয়া ঐ সকল ব্যক্তি যে তাঁহার পুত্র এবং কুটম্ব তাহা গোপন করিয়া মঞ্জুরের জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন। হা; যিনি এই ক্ষুদ্র ব্যাপারে প্রতারণায় লিপ্ত হইলেন তিনি যে নিরপেক্ষরূপে প্রজাগণকে সুবিচার প্রদান করিবেন সম্ভব বটে।

বাবু গঙ্গাধর রায় যিনি সেরাজ গঞ্জের ফৌজদারি আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন তিনি সম্প্রতি তত্রত্য ইনকম ট্যাক্সের আসেসর হইয়াছেন। সেরেস্তাদারি পদে থাকাকালীন তাঁহাকে আমরা যেরূপ জানিতাম তাহাতে তাহার আসেষরী হওয়াতে প্রজাগণের সুখ সচ্ছন্দের আর অভাব কি,।

পাবনার সদর আমিন মৌলবী আলি হয়দর প্রায় শুইয়া শুইয়াই কাছারি করেন, কাছারি ঘরে অন্য লোককে প্রবেশ করিতে দেন না, দ্বারে দ্বারে যম দুতের ন্যায় পদাতিরা দণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান থাকে, কোন ভদ্র লোক কাছারি ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে অর্দ্ধ চন্দ্র দিয়া বিদায় করিয়া দেয়, সেরেস্তাদার তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়াছেন। সেরেস্তাদার বাকসিদ্ধ ইহাতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন কতদূর পর্য্যন্ত সুবিচার হইতেছে।

তত্রত্য ছোট আদালতের জজ ডবলিউ রাইট সাহেব উত্তম রূপে কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন এবং তাঁহার চরিত্রও মন্দ নহে কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি কারি দিগের বেলায় কি প্রকার ব্যবহার করেন দেখা যাউক।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মিত্র শ্রীকৃষ্ণপুর
১২৬৯ শ্রাবণ অবধি পৌষ পর্য্যন্ত কো, ৫ টাকা
" মৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা
১২৬৯ শ্রাবণ অবধি পৌষ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" জামনা একেডেমি স্কুল বর্দ্ধমান
ইং ১৮৬২ সেপ্টেম্বর অবধি ৬৩ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" [illegible] কলিকাতা
১২৬৯ [illegible] মাঘ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" [illegible] [illegible]পুর
[illegible]

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [illegible]

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

৪ ভাগ। ৪৩ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ৩১ ভাদ্র। ইং ১৮৬২। ১৫ সেপ্টেম্বর | মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

৩২এ ভাদ্র সোমবার।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ আমাদিগের নিকট একখানি প্রেরিত পত্র পাঠাইয়াছেন এবং এক স্বতন্ত্র পত্রে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে আমরা অবিকল ঐ পত্রখানি সোমপ্রকাশে প্রকাশ করি। এই পত্রে আমাদিগের প্রশংসা আছে, এই হেতু এতৎ প্রচারে আমাদিগের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বেদান্তবাগীশ যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে তাঁহার মনে ক্ষোভ জন্মিবে, এই বিবেচনায় ইহা স্থানে প্রকটিত হইল।

আমরা বৈদিককুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এ পরিচয় পাইয়া গ্রাহকগণের কি ইষ্টলাভ এবং পত্রপ্রেরক যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহারই বা কি উপযোগিতা হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সম্পাদকদিগের এই ব্যবহার

আছে, তাহারা কখন নিজ পত্রে আত্ম প রিচয় প্রদান করেন না, যাঁহারা করেন, তাঁহারা হয় গর্ব্বিত নতুবা তরলস্বভাব, ই হাই প্রতীয়মান হয়।

২৪এ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে বৈদিক শ্রেণীর কুলসম্বন্ধ প্রসঙ্গে আমরা "আমা দিগের শ্রেণীর গর্ব্ভে গর্ব্ভে সম্বন্ধ হয়" এরূপ না লিখিয়া "বৈদিক শ্রেণীর" এইরূপ লেখাতে পত্রপ্রেরক অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার অসন্তোষের কারণ দেখিতেছি না। যথার্থ সম্পাদকীয় ধর্মের রীতি এই, সম্পাদকেরা আপনাদিগকে স্বদেশের যাবতীয় শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ জ্ঞান করেন। তাঁহাদি গকে যখন যে শ্রেণীর বিষয় লিখিতে হয়, তখন উদাসীন ভাবে তাঁহাদিগের আত্মমত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, তাহা হই লেই যথার্থ সম্পাদকীয় ধর্ম রক্ষা হয় এবং তাঁহাদিগের পক্ষপাত দোষ স্পর্শ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। যিনি শ্রেণী অথবা সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষ হই য়া মত প্রকাশ করেন, তিনি সম্পাদকের যোগ্য লোক নহেন, তাঁহার মতও অবিশুদ্ধ বসিয়া জনসমাজে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এই কারণে আমরা সাধার ণে যেমন সকল বিষয় লিখিয়া থাকি, এ বি ষয়েও সেইরূপ লিখিয়াছিলাম, বৈদিক শ্রে ণীকে আমাদিগের শ্রেণী বলিয়া উল্লেখ করি নাই।

অপর, পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, আমরা বাগ্‌দান উঠাইয়া দিবার চেষ্টায় ছিলাম। এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, লোকমুখে শুনি য়া কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষা কার্য্য দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে দুইমাসের একটী কন্যার স হিত বাগ্‌দান করা হইয়াছে। আমার দ্বিতীয় পুত্রের প্রায় চারি বৎসর বয়ঃক্রম হইল, অ দ্যাপি সম্বন্ধ করা হয় নাই। ইহারও আট নয় বৎসর বয়সের সময়ে দুই এক মাসের কন্যার সহিত বাগ্‌দান করা আমার অভি প্রেত। আমার এরূপ কাজ দেখিয়া বাগ্‌দান রহিত করা যে আমার অভিমত কিরূপে এরূ প সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইল। বাগ্‌দান শব্দে র অর্থ বাক্যে দান করা। তাহার ইষ্টকারিতা ভিন্ন অনিষ্টকারিতা শক্তি নাই। গর্ব্ভে গ র্ব্ভে অথবা দুইএক মাসের পুত্র কন্যার সম্ব ন্ধই অনিষ্টকারী। সেই কাল পরিবর্ত্ত করাই আমাদিগের অভিপ্রেত। সেইকাল পরিবর্ত্তিত হইলেই গর্ব্ভে গর্ব্ভে সম্বন্ধ নিব ন্ধন যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে, সহজে তা হার নিবারণ হইয়া উঠিবে। আমরা বাগ্‌দা ন রহিত করিবার চেষ্টায় আছি, একথা যাঁ হারা মনে করেন তাঁহারা ভ্রমে পতিত হই য়াছেন। বিবাহের অন্য অন্য মন্ত্র যখন রহিত হইবে, তখনও বাগ্‌দান রহিত হইবে না। আমি আমার কন্যার অমুকের পুত্রের সহিত বিবাহ দিব, এ প্রতিজ্ঞা তখনও করিতে হইবে সন্দেহ নাই। বিবাহ উঠিয়া না গেলে এ প্রতিজ্ঞা উঠিয়া যাইবার সম্ভা বনা কি?

—০—

টৌনহালের সভা।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, কলিকা তার রাজপুরুষেতর ইউরোপীয়েরা আমা দিগের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কার্য্যকারী লেঙ সাহেবকে অভিনন্দন পত্র দিবার নিমিত্ত উদযোগী হইয়াছেন কিন্তু মধ্যে তাঁহারা শুনিলেন, লেঙ সাহে বের সহিত সর চারলস উডের পুনর্ব্বার সম্ভাব হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া উল্লি খিত অভিনন্দন পত্র দানপ্রস্তাব স্থগিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সংবাদ মিথ্যা হওয়াতে গত ২২এ ভাদ্র শনিবার টৌন হালে তাঁহারা এক সভা করিয়াছিলেন। সভা স্থলে ৩০০ ইউরোপীয় ও এক জন মাত্র এতদ্দেশীয় উপস্থিত ছিলেন। কলি কাতার প্রধান প্রধান বণিক ও সম্ভ্রান্ত ইউ রোপীয়েরা সভাস্থ হন নাই। ওয়ালটর ব্রেট, কিটস উইলিয়ম, মেটকাফ, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার স্মিথ প্রভৃতি শ্রীবৃদ্ধিকারী দলের কয়েক জন আসন পরিগ্রহ দ্বারা সভাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রায় স হস্র লোকের বসিবার যোগ্য আসন সং গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তাহার চতুর্থাংশও পূর্ণ হয় নাই।

প্রথমতঃ সভা একবাক্য হইয়া বলি লেন, লেঙ সাহেবের কৃত আয় ব্যয় হিসাবের সমুদায় অংশ পর্য্যালোচনা ক রিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, উহা সারবান হইয়াছে। কিন্তু রেলওয়ে ঘটিত মুদ্রা বিনিময় সম্বন্ধে লেঙসাহে বের যে ভ্রম হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বী কার করিলেন না। অনন্তর বুলেন সাহেবে র প্রস্তাবে ও জেনিঙ্স সাহেবের পোষক তায় স্থির হইল, সর চারলস উড গবর্ণর জেনরলকে যেরূপে এতৎসংক্রান্ত পত্র লি খিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অবমাননা করা হইয়াছে। এপ্রকার করিলে এতদ্দেশীয় দিগের নিকটে প্রধান শাসন কর্ত্তার মানহা নি হইবার সম্ভাবনা। মাকফারলেন সাহে ব বলিলেন, ভারতবর্ষীয় ও ইংলণ্ডীয় গব র্ণমেণ্ট কার্য্যকালে এরূপ অনৈক্য না হই য়া যাহাতে ঐকমত্য অবলম্বন করেন, সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে দেখি তে পাওয়া যায়, গবর্ণমেণ্ট যে যে কাজ করেন, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া থাকেন। ইহার নিবারণ না হইলে এ দেশের লোকেরা আপনাদিগের গবর্ণ মেণ্টকে তাদৃশ ভক্তি করিবেন না। মেট কাফ সাহেব কহিলেন, এক্ষণে ভারতব র্ষের আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে, অতএব পব লিকওয়ার্ক ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রভৃতি কা র্য্যে যে টাকা দিবার অনুমতি হয়, তাহা বন্ধ করা অন্যায় হইয়াছে। স্মিথ সাহেব কহিলেন, এ দেশে যেরূপ অনেক বিষয়ের

ব্যয় সংক্ষেপ করা হইয়াছে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ইংলণ্ডীয় ব্যয় সংক্ষেপেরও সেইরূপ সম্ভাবনা আছে। অতএব যাহাতে তত্রত্য ব্যয় সংক্ষেপ হয় এবং যাহাতে সেই ব্যয় যথেচ্ছ বিনিয়োজিত না হইয়া মহাসভার হস্তে উহার তত্ত্বাবধান ক্ষমতা দেওয়া হয় সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরিশেষে অভিনন্দন পত্র দিবার প্রস্তাব হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

রাজপুরুষেতর ইউরোপীয়েরা স্বতঃ সিদ্ধ হইয়া টৌনহালে যত বার সভা করিলেন, উক্ত হালের দুরদৃষ্ট ক্রমে ফলোপধায়িতা অংশে প্রায়ই তাহা তুল্য হইল। অবৈধ, অযৌক্তিক ও স্বার্থপরতা দুষিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সে চেষ্টা পরিণামে যে বিফল অথবা অনর্থকুলোৎপাদনী হয়, তাহা বিস্ময়াবহ ও অনৈসর্গিক নহে। অভিনন্দন পত্রে সর চারল্স উডের অকারণ নিন্দা ও লেণ্ড সাহেবের অসঙ্গত প্রশংসা করা হইয়াছে। বক্তারা বক্তৃতা কালে ষ্টেট সেক্রেটারিকে অত্যাচারকারী নির্ব্বোধ ঘৃণাস্পদ প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে ত্রুটি করেন নাই।

আমরা উল্লিখিত সভা হইবার পুর্ব্বেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি। ভারতবর্ষীয় সভা ইহার সংস্রবে যান নাই; এ দেশের প্রধান লোকেরা সভাস্থ হন নাই; সম্ভ্রান্ত বণিক ও ইউরোপীয় সমাজের প্রধান প্রধান লোকেরা সভায় গমন করেন নাই; অতএব এ সভার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কি? এ সভাকে ভারতবর্ষ সাধারণী বলা দুরে থাকুক, ইউরোপীয় সাধারণী বলাও সঙ্গত হইতেছে না। লেণ্ড সাহেবের যে ভ্রম হইয়াছে, তাহা সাধারণে স্বীকার করিয়াছেন। তবে কি না বলিবে সর চারল্স উডের পত্র কর্কশ হইয়াছিল আমরা তাহা স্বীকার করিতেছি, কিন্তু লেণ্ড সাহেবের কি অবাধ্যতা প্রকাশ হয় নাই? তিনি সর চারলস উডের অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইয়া কি তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন? আমাদিগের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যকারী যে স্বাধীন হন, তাহা আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের একান্ত পরাধীন থাকেন, আমাদিগের এরূপ মনোগত বাসনা নয়। কিন্তু আমাদিগের সেই মনোরথ পূর্ণ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। যত দিন এ দেশীয় ও ইউরোপীয় বলিয়া ব্যবস্থাভেদ পদভেদ স্বত্ব ও অধিকারভেদ থাকিবে; যত দিন রাজপুরুষেতর ইউরোপীয়েরা গবর্ণমেণ্ট ও এদেশীয়দিগের প্রতি আপনাদিগের কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারিবেন এবং যত দিন তাঁহারা এ দেশীয়দিগের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন না হইবেন, তত দিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতবর্ষের কেবল অনর্থের নিমিত্ত হইবে। বহুবার উহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

সভা আমাদিগের অনুমোদনীয় কেবল দুটি বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। এক; ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ইংলণ্ডীয় ব্যয় সংক্ষেপ দ্বিতীয়, এ দেশীয়দিগের শিক্ষার্থ অর্থ দান নিষেধ। সর চারলস উডকে গালি দিবার নিমিত্ত যদি সভা না হইত, তাহা হইলে, উল্লিখিত বিষয় দ্বয়ের প্রতিবাদ করিয়া সভার অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিত। তাহা যখন হয় নাই, তখন উল্লিখিত প্রতিবাদই বিফল হইয়াছে।

আমাদিগের আর দুটী প্রষ্টব্য আছে তাহা ব্যক্ত না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। প্রথম, ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনেরল অথবা অন্য কোন কর্ম্মচারিকে পরুষ বাক্যে অথবা অযথারীতিতে পত্র লিখিলে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্য কাহার তদ্বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা ও অধিকার আছে কি না? উল্লিখিত সভা যদি তদ্বিষয়ের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন আমরা কোন কথা কহিতাম না। তাঁহারা তাহা না করিয়া সর চারলস উডের উপরে প্রভুত্ব প্রদর্শনে উদ্যত হইয়াছেন। দ্বিতীয়, ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনেরলকে অযথারীতি পত্র লিখিলে গবর্ণর জেনেরলের প্রতি এ দেশীয়দিগের অভক্তি জন্মিবে বলিয়া সভা যে আশঙ্কা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, যিনি পরুষবাদী হইলেন, তাঁহার প্রতি অভক্তি না জন্মিয়া গবর্ণর জেনেরলের প্রতি অভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? যাঁহারা ষ্টেট সেক্রেটারির চিঠি বুঝিতে পারেন, তাঁহারা ষ্টেট সেক্রেটারির সহিত অত্রত্য গবর্ণর জেনেরলের যে সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারেন। ফলতঃ সভা যে যে প্রতিজ্ঞা ও বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সে সমুদায় গুলি প্রায় আমাদিগের নিকটে অসার ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

বঙ্গদেশীয় পবলিকওয়ার্ক।

আমাদিগের গত সপ্তাহের প্রতিজ্ঞা ছিল, তদনুসারে আমরা এবার বঙ্গদেশীয় পবলিকওয়াক সংক্রান্ত বিষয় প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলাম। সাধারণ রাজস্ব হইতে এ দেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৫২,৫০,০০০, টাকা দেওয়া হইয়াছে। ইহা নিম্ন লিখিত প্রকারে ব্যয় করা হইবে।

সেনা সম্বন্ধে	৪,৫৩,৭১১
ধর্ম্ম, বিদ্যা ও বিচারাদিকার্য্যে	৮,০৮,৮৯৯
কৃষি ও রাস্তা প্রভৃতিতে	২২,৮১,৩০২
আবশ্যক ব্যয়ের জন্য জমা	৫,২৫,০০০
কর্ম্মচারিদিগের বেতনাদিতে	১২,০০,০০০
মোট টাকা	৫২,৫০,০০০

এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থানীয় কণ্ড অর্থাৎ নদীর মাসুল প্রভৃতি হইতে ২,০৪,৭২০ টাকা আদায় হইবে। ইহা রাস্তা ঘাট শাখা রেইলওয়ে প্রভৃতিতে ব্যয়িত হইবে।

ইনকমটাক্সের শতকরা এক টাকার হিসাবে ৮ লক্ষ টাকা লব্ধ হইয়াছে।

কয়েকটি সদ্ব্যয়ের আদেশ হওয়াতে আমাদিগের বিশেষ আহ্লাদের বিষয় হইয়াছে। কলিকাতার জলকষ্ট দূর করিবার অভিপ্রায়ে মিউনিসিপল কমিসনর দিগের হস্তে ৩৷৷ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই টাকায় পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করা হইবে। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই কমিসনর দিগের দৃষ্টি কেবল দক্ষিণ গামিনী হইয়া বাঙ্গালিপল্লীর প্রতি অদক্ষিণ না হয়। বাঙ্গালি পল্লীতেই বিশুদ্ধ জল বায়ুর একান্ত অসঙ্গতি। এই নিমিত্ত তথায় মৃত্যু সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। সাধারণ চিত্র শালিকার জন্য ১ লক্ষ ও প্রেসিডেন্সি কালেজের জন্য ১৷৷ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। সর জন গ্রাণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচার জন্য যে ১৷৷ লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করেন, তাহা আপাততঃ অগ্রাহ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোন যুক্তির অনুসারে সাধারণ ডাকঘর ও আফিস সকলের জন্য বঙ্গদেশের অংশ হইতে দুই লক্ষ টাকা লইতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ডাকঘর প্রভৃতি সাধারণ কার্য্য, সাধারণ ধনাগার হইতে এ ব্যয় দেওয়াই কর্ত্তব্য। বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অধিক টাকা দেওয়া হইয়াছে। আমরা বরাবর বঙ্গদেশের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ করিয়া বিরক্ত হইয়াছি। কবে এই অনিষ্টের মুল উৎপাটিত হইবে?

রাস্তা প্রভৃতি বিষয়ক ব্যয়ের সবিশেষ উপকারকারিতা আছে। ইহা ভাবি অর্থাগমের একটা অসাধারণ উপায়। রেইলওয়ে প্রভৃতি সমুদায় ধরিলে বঙ্গদেশে এবৎসর ২, ৬৬, ৫০, ০০০ টাকা ব্যয় হইবে, ইহার মধ্যে এক রেইলওয়েতেই ১,৬৭, ০০,০০০ যাইতেছে। যদি কর্ত্তৃপক্ষ অপব্যয় নিবারণ করিতে পারেন, এতদ্দ্বারা মহোপকার লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সতর্ক হওয়া উচিত। পবলিক ওয়াকের কর্ম্মচারিদিগকে ১২,০০,০০ টাকা দেওয়া হইতেছে, অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকা তাঁহাদিগের বেতনে যাইতেছে, তাহার পর তাহাদিগের চুরি আছে। গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে ওবরসিয়ার প্রভৃতির চুরি বন্ধ হইতে পারে কিন্তু তাঁহারা তাহা করিতেছেন না, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। সৈন্য ও অন্য অন্য বিষয়ের ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশে কমিসন নিয়োগ হইয়া ব্যয় সংক্ষেপ হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি সর হিউ রোজ কমিসরিএটের চুরি বন্ধ করিবার উদ্দেশে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পবলিক ওয়াকের ডাকাইতদিগের মুখ বন্ধ হইয়াছে, এই অমৃত ময় বাক্য গুলি কবে আমাদিগের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইবে?

এতদ্দেশীয় রেইলওয়ের অংশ।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রেইলওয়ের জন্য এপর্য্যন্ত প্রায় ৪০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই টাকা গড়ে দুই শত করিয়া বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট রেইলওয়ের অংশিদিগকে শতকরা ৫ টাকা সুদ দিয়া থাকেন। কলিকাতা হইতে দিল্লী, দিল্লী হইতে লাহোর ও করাচি; আলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত রেইলওয়ে আর চারি বৎসরের মধ্যে হইবে। ফলতঃ ক্রমশঃ সমুদায় ভারতবর্ষ রেইলওয়ে-জালে আচ্ছন্ন হইতে চলিল। যাঁহারা অল্প দিনের মধ্যে সমুদায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিবার বাসনা করেন, সমুদায় রেইলওয়ে হইলে তাঁহাদিগের পনর দিনের অধিক লাগিবে না। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির ত কথাই নাই। যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে স্বল্প কালে ও স্বল্প ব্যয়ে তুলা প্রভৃতি লইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার আর বড় অধিক কাল বিলম্ব নাই। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টেরও সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয় সংক্ষেপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অল্প সৈন্যে তখন অধিক কাজ হইবে।

ভারতবর্ষে এমন একটী প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতেছে, এদেশের কত লোকে সেই লাভ ভোগে উৎসুক হইয়াছেন? অনেকে জানিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের ক্ষোভের হইতেছে, এই প্রশ্নের উত্তর দান স্থলে আমরা ৯৭৬ ব্যক্তির অধিকের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারি না। এদেশীয় ধনীরা কি চিরকাল সংশয়বিমূঢ় হইয়া রেলওয়ের অংশ ক্রয় বিষয়ে এইরূপ বৈমুখ্য প্রদর্শন করিবেন? চিরকাল কি সমুদায় টাকা ইংলণ্ড হইতে আসিবে? যে দেশের বাণিজ্য ৪০ কোটি ছিল, দশ বৎসরের মধ্যে ৯০ কোটি হইয়াছে; যে বাণিজ্য এক্ষণে প্রতি বৎসর দশ কোটির হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে; যে দেশে নগদ টাকা প্রতি বৎসর পাঁচ কোটির হিসাবে আমদানী হইতেছে, সে দেশে কি রেইলওয়ের অংশী হইলে ক্ষতি হইবে, আজিও এরূপ শঙ্কা আছে? "ন সংশয়মনারুহ্য নরোভদ্রাণি পশ্যতি" সংশয়ে আরোহণ না করিলে লোকের মঙ্গল হয় না। সংশয় স্থলেও যখন শাস্ত্রকারেরা এই রূপে বিধি দিয়াছেন, তখন রেলওয়ের অংশক্রয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া কেন? রেলওয়েতে কি লাভের আর সংশয় আছে?

এদেশীয়েরা আর কত কাল কেবল সুদের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিবেন? এ দেশীয়েরা যে এত দিন রেলওয়ের অংশ ক্রয়ে পরাঙ্মুখ ছিলেন, তাহাতে আমরা ক্ষুব্ধ হই নাই। একটী নুতন কাণ্ড হইলে প্রথম প্রথম তাহাতে লোকের সন্দেহ হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

ইংলণ্ডে প্রথমে কি হইয়াছিল? তথায় কি অনেকে এবিষয়ে প্রথমতঃ অমূলক শঙ্কা করেন নাই?

ফলতঃ এদেশীয়েরা যদি রেলওয়ের অংশক্রয়ে উন্মুখ হন, বিবিধ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে। ইহাঁরা রেইলওয়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সবিশেষ যত্নবান হইবেন ইংলণ্ড হইতে টাকা আনিতে যে কষ্ট হয়, তাহা দুর হইবে, এবং রেইলওয়ে ঘটিত ইংলণ্ডের মুদ্রার সহিত এদেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা আর হইবে না।

—•—

ব্রাহ্মদিগের গৃহবিচ্ছেদ।

গৃহবিচ্ছেদ একটি বিষম অলক্ষণ। ইহাতে গৃহ যে কেবল হীনবল হইয়া উপেক্ষিত হয় এরূপ নহে উহা পরিণামে উৎসন্ন হইয়া যায়। ব্রাহ্মদিগের পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃশ্রাদ্ধ অবধি করিয়া ব্রাহ্মদিগের গৃহবিচ্ছেদ লক্ষণ স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে। ব্রাহ্মদিগের কতকগুলি দেবেন্দ্রনাথ বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসারী হইয়া ঐ রূপে পিতৃশ্রাদ্ধ ও অন্য অন্য ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। আর কতকগুলি এইরূপে ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিতান্ত বিদ্বেষী হইয়াছেন। সম্প্রতি কালীনাথ দত্ত নামে এক ব্যক্তি মজিলপুরে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারী পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। তত্রত্য জমীদার বাবুরা তাঁহার উপরে অতিশয় পীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। তদ্ঘটিত একখানি সুদীর্ঘ প্রেরিত পত্র আমাদের নিকট আসিয়াছে। স্থান সমাবেশ না হওয়াতে এবার তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

উক্ত উভয় দলের কোন্‌দল প্রকৃত পথাবলম্বী হইয়াছেন তদ্বিবেচনা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না। উভয়ের প্রদর্শিত যুক্তির বলাবল চিন্তা করিলেই তন্নির্ণয় সহজ হইতে পারে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন পৌত্তলিকদিগের ন্যায় খোলা কুশা লইয়া শ্রাদ্ধ করিলেই দোষ। কিন্তু পিতার মৃত তিথিতে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে ও তাঁহার আত্মার উন্নতি সাধন প্রার্থনায় দোষ কি। প্রত্যুত তাহা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় দল বলেন, একের প্রার্থনায় অপরের আত্মার উন্নতি হওয়া যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত হইয়া ঈশ্বরের পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে পৌত্তলিকদিগের ন্যায় যাবতীয় অসঙ্গত প্রার্থনাও তাঁহার গ্রাহ্য হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে দ্বিতীয় দলের প্রদর্শিত যুক্তি অধিকতর আদরণীয় হইতেছে। পিতার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন যে অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মৃত তিথি ব্যতিরেকে যে সেই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হয় না এরূপ কিছু নিয়ম নাই। আর সেই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ মন্ত্র তন্ত্রেরই বা প্রয়োজন কি? তাহার আর একটি দোষ এই, তাহাতে পৌত্তলিকধর্ম্মের অনেক সম্বন্ধ ভাব ও সংস্কার থাকে। পৌত্তলিক ধর্ম্মের সৃষ্টিও এইরূপে হইয়াছে। প্রাচীন কালের লোকেরা সূর্য্য চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থ সমূহের নিকট হইতে আপনাদিগের উপকার লাভ জ্ঞান ও তন্নিবন্ধন কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন নিমিত্ত আরাধনা প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। শেষে অমূলক মনুষ্য পূজা বিধির সৃষ্টি হয়। এই সকল চিন্তা করিয়া প্রথমদলের বাক্যে ও কার্য্যে অনুমোদন করা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। পৌত্তলিকদিগের মত প্রায় সকল কাজই রহিল কেবল পুত্তলাদি পরিত্যাগ ও আপনাদিগের মনোমত কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুসারী ক্রিয়ানুষ্ঠান হইল, ইহা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে? দ্বিতীয় দল যে এই কথা বলেন, তাহা যুক্তি বিরোধিত হইতেছে না।

—•—

মিথ্যাসাক্ষ্য।

যে যে কারণে সদ্বিচার স্রোত রুদ্ধ হয়, মিথ্যাসাক্ষ্য তন্মধ্যে একটী প্রধান। এতন্মূলক সমাজের নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে। ইদানীন্তন আইন এতন্নিবারণ বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প ও প্রয়াসবান হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ কারণ বশতঃ সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। অন্য একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

সম্প্রতি আমাদিগের বনগ্রামে মিথ্যা সাক্ষির দোষে একটী মকদ্দমায় সবিচারব্যতিক্রম ঘটীবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা আমাদিগের গ্রামের বিচারকারী মাজিষ্ট্রেটের গোচর না করা বিধেয় হইতেছে না। "রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং।" রাজা কর্ণ দ্বারা দর্শন করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধিদিগকে যথাযথ বৃত্তান্ত না জানাইলে তাঁহারা জানিতে পারেন না।

যে ঘটনা হইয়াছে, সে এই—চাঁদপাড়া গ্রামের যাদবচন্দ্র ঘোষ নামে এক জন গোপ ঐ গ্রামের উহার সজাতীয়া এক বিধবাকে ব্যভিচারিণী করে। [illegible] গর্ভবতী হয়। গর্ভ সঞ্চারের কথা [illegible] রিবার মধ্যে প্রচার হইলে আমাদিগের দেশে যেরূপ রীতি আছে, ঐ গর্ভপাত করিবার চেষ্টা হয়। এই সম্বাদ পরম্পরা আমাদিগের কর্ণগোচর হইলে পর আমরা রাজদ্বারে জানাইব, এই ভয় প্রদর্শন করাতে উহারা [illegible] ঐ কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হই[illegible] পশ্চাৎ গর্ভ প্রকাশ হইলে সেই [illegible] যাদবের বাটীতে গিয়া চাপিয়া বসিল। যাদব তাহাকে ২।৩ মাস নিজ বাটীতে রাখিয়াছিল। শেষে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বে তাহাকে একঘরে করিল। তখন সে বিপদ উপস্থিত দেখিয়া তাহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিল। বিধবা নালীশ করিতে উদ্যত হইলে যাদব তাহাকে প্রসবের ব্যয় বলিয়া ১৫ টাকা দিতে চায়। ঐ কথা এক দিবস আমাদিগের সাক্ষাতেও

হইয়াছিল। বিধবা তাহাতে সম্মত না হইয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে গিয়া নালীশ করিল। মাজিষ্ট্রেট সাক্ষীর তলব করিলেন। যাদব ও তাহার জ্ঞাতিগণ অর্থ দ্বারা গোপনে সাক্ষিদিগকে বশীভূত করিয়াছিল। তাহার একে আর কহিল, সুতরাং মাজিষ্ট্রেটের প্রমাণ লাভের ব্যাঘাত জন্মিল।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন. যাদব যদি নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি লাভ করে. বিধবাটির কেমন বিপদ! তাহার পিতৃকুল তাহার উপরে বিরূপ হইয়াছে; গ্রামের যে কেহ পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে স্নেহ করিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই; এখন সে প্রসবের ব্যয় কোথায় পায়? দুগ্ধাদি দিয়া তাহার ভাবী সন্তানের ভরণ পোষণই বা কে করে? সে যত দিন প্রসবাগারে বদ্ধ থাকিবে, তত দিন তাহার গ্রাসাচ্ছাদনই বা কে দেয়? বিনা চেষ্টায় প্রসবের পর সেই সন্তানটি অথবা প্রসূতি যদি প্রাণত্যাগ করে. তাহার পাপভাগীই বা কে হয়?

পাঠকগণ দেখুন, মিথ্যা সাক্ষির দোষে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, জন্মদাতার সেই সন্তান প্রতিপালন করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, কিন্তু সাক্ষির দোষে তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। যাদব কুক্রিয়া করিয়াছে, যদি তাহাকে কোন দায়ে পড়িতে না হয়, ইহা দেখিয়া অন্য অন্য ব্যক্তিরও কি ঐরূপ কুকর্ম্ম প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবে না? সন্তান যদি নিরাশ্রয় হইয়া বিনা পালনে প্রাণত্যাগ করে. ভ্রূণহত্যা নিবারণের যে আইন আছে. তাহা কি বিফল হইতেছে না? আর আমরা প্রক্রান্ত বিষয়ে ভ্রূণহত্যা নিবারণের যে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, তাহাও কি বিফল হইতেছে না? এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে, অদ্য সে সকলের উল্লেখে বিরত হইলাম, দেখি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কি করেন? আমরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট যদি বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষী চান, এই সোমপ্রকাশই সেই সাক্ষ্যদান করিবে। তদ্ভিন্ন তিনি মফস্বলে আসিয়া গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এবং যাদবের জ্ঞাতি কুটুম্বগণ তাহাকে একঘরে করিয়াছে কেন অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

প্রার্থনা বিষয়ক প্রবন্ধ।

(গত বারের শেষ।)

প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা বিষয়ে যথাসাধ্য যাহা বলিতে পারি তাহা বলিয়াছি, এক্ষণে প্রার্থনার ফললাভ বিষয়ক আমার বক্তব্য প্রকাশ করি।

ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মবল বৃদ্ধি হেতু ঈশ্বর পরায়ণ ব্রাহ্মেরা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের মত ধর্ম্মাভ্যাসে সকলেরই চেষ্টান্বিত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মাচরণে যত্নবান্ না হইয়া যাঁহারা প্রার্থনা করেন তাঁহাদিগের প্রার্থনা কখনই আন্তরিক হয় না। মার্জ্জিত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই জানেন প্রার্থনা আন্তরিক না হইলে তাহার ফললাভে আমরা সমর্থ হই না। অতএব প্রার্থনার ফললাভের আশা করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মাচরণে যত্নবান্ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাচরণ জন্য ধর্ম্মবৈরিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে দমনার্থ ঈশ্বর সমীপে আমরা যেরূপ সকাতরে ও অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, ধর্ম্মাচরণে অনুরক্ত না হইলে কি সেই রূপ আন্তরিক প্রার্থনা আমাদিগের মন হইতে সমুত্থিত হইয়া থাকে? কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান না হইয়া উপাসনা কালে ঈশ্বরের নিকট আমি যদি প্রার্থনা করি, সে প্রার্থনা কি আন্তরিক হইতে পারে? যে বিষয়ে যত্ন নাই তাহার জন্য কি অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়? সাধ্যমত যত্নবান হইয়া ধর্ম্মবল বৃদ্ধিহেতু প্রার্থনা করিলে স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা হয়। ক্রোধ পরাজয়ার্থ এক ব্যক্তি যত্ন করিতেছেন। ক্রোধ উদ্দীপনকারী বিষয় উপস্থিত হইলে প্রীতির বল দ্বারা ক্রোধের বলকে পরাভব করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন না। ক্রোধের সহিত সংগ্রামকালে তিনি যেরূপ অন্তরের সহিত, ধর্ম্মবল বৃদ্ধি হেতু সেই ভূমার সমীপে প্রার্থনা করিবেন, ক্রোধপরাভবার্থ শিথিলযত্ন হইলে ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ জন্য তিনি কি সেই রূপ কাতরান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতে বাঞ্ছিত হইবেন? পথিমধ্যে গমন কালে ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ কামাগ্নি প্রজ্বলিতকারী কোন পদার্থ অবলোকনে বিচলিত চিত্ত হইবামাত্র সেই ধর্ম্মের আকর পবিত্র স্বরূপের নিকট তিনি কাতর ভাবে প্রার্থনা করেন "হে ঈশ্বর রক্ষা কর রক্ষা কর!" ইন্দ্রিয় দোষাপসরণে যাহার যত্ন নাই সে ব্যক্তি উক্ত রিপুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, কি উল্লিখিত প্রকারে প্রার্থনা করিয়া থাকে? ধর্ম্মাচরণে যত্নবান্ পুরুষ বাযুগ্রস্ত ব্যক্তির অঙ্গ ভঙ্গিমাদি দৃষ্টে কাতর হইয়া ঈশ্বর সমীপে দুঃখ প্রকাশ করেন কিন্তু কর্ত্তব্য সাধনে শিথিল যত্ন ব্যক্তি কি করেন? তিনি সেই বাতুলের অতীব বিলাপনীয় দুঃখে দুঃখিত না হইয়া অঙ্গ ভঙ্গিমাদি অবলোকনে কৌতুকবিশিষ্ট হন! কি আশ্চর্য্য কি বিপর্য্যয় ভাব! আমি পুনর্ব্বার আপনাদিগকে বলিতেছি, ধর্ম্মাভ্যাসে যত্নব্যতীত ধর্ম্মবলের জন্য অন্তরের সহিত কেহই প্রার্থনা করিতে সক্ষম হন না। ধর্ম্মাচরণে যত্নবান্ না হইলে ধর্ম্মবল বৃদ্ধি হেতু চিত্তের ব্যগ্রতা কখনই হয় না।

প্রার্থনার ফল ভোগ হেতু ধর্ম্মাচরণে যত্নবান্ হইয়া অন্তরের সহিত প্রার্থনা করা যেরূপ আবশ্যক, প্রতিদিবস নির্দ্দিষ্ট কালে প্রার্থনা করা সেই রূপ কর্ত্তব্য। কাল নির্দ্দিষ্ট না করিয়া যদি ইচ্ছামত আমরা প্রার্থনা করি, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে প্রার্থনার ফললাভে আমরা বঞ্চিত হই। যাঁহারা ইচ্ছামত প্রার্থনা করেন তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রতিদিবস নির্দ্দিষ্ট কালে প্রার্থনা করিয়া বারম্বার প্রার্থনা করেন সন্দেহ নাই। প্রতিদিবস প্রার্থনা করিলে যে ফল লাভ হয়, কখন কখন প্রার্থনা করিলে সে ফলোপার্জ্জন কোনমতেই হয় না। কাল নির্দ্দিষ্ট না করিয়া যাঁহারা প্রার্থনা করেন তাঁহারা বলিতে পারেন যে অন্তরের সহিত প্রার্থনা না করিলে সে প্রার্থনা যখন ফলবতী হয় না, তখন প্রতি দিবস নির্দ্দিষ্ট কালে প্রার্থনা করিতে হয় বলিয়া প্রার্থনা করিলে কি ফললাভ হইতে পারে? সংসারের যেরূপ গতি ও আমাদিগের যেরূপ দুর্ব্বল মতি তাহাতে প্রতিদিবস নির্দ্দিষ্ট কালে স্থির চিত্ত হইয়া প্রার্থনা করিতে আমরা পারি না। সময়ে সময়ে ভক্তি উদ্রেককারী বিষয়ানুভব, পাঠ, শ্রবণ অবলোকন করিয়া ঈশ্বরের প্রতি মন ধাবমান হইলে একান্তমনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে আমরা সমর্থ হই, সুতরাং প্রতিদিবস নির্দ্দিষ্টকালে লৌকিক প্রার্থনা না করিয়া সময়ে সময়ে ঈশ্বরের প্রতি মন ধাবমান হইলে স্থিরচিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। আমি স্বীকার পাইতেছি যে প্রতিদিবস সমানরূপে একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রার্থনা করিতে আমরা সকলে পারিগ হই না কিন্তু আমাদিগের মানসিক দুর্ব্বলতা হেতু আমরা কি কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইব? প্রীতি বিরোধী সংসারের বাত্যাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা কি উচ্চ সম্পাদনে

বিরত হইব? আমাদিগের মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহারের চেষ্টা না করিয়া আমরা কি তাহা রক্ষা করিব? ধর্ম্মাচরণে অনুরক্ত হইয়া প্রতিদিবস উষা ও প্রদোষ কালে প্রার্থনা করিতে অভ্যাস করুন দেখিতে পাইবেন প্রার্থনাকালে ক্রমে ক্রমে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি হয় কিনা। অভ্যাস বল অনেকেই জ্ঞাত আছেন। অভ্যাসের বলে মনুষ্য কি না করিতেছে। ইংরাজী ভাষা বলিয়া থাকে অর্থাৎ আভ্যাসিক বল প্রায় স্বাভাবিক কালের ন্যায় কার্য্যকারক। আমরা যেমন আহারাদি কতকগুলি কার্য্য স্বভাবতঃ করিয়া থাকি সেইরূপ ব্যায়ামাদি কতকগুলি কার্য্য অভ্যাসবশতঃ করিয়া থাকি। স্বাভাবিক কার্য্য যেমন আমরা কাহার অনুরোধে করি না সেইরূপ আভ্যাসিক কার্য্যও আমরা কাহার অনুরোধে করি না। বালক দিগকে আমরা যেসমস্ত উপদেশ প্রদান করি, তৎসমুদয় যতদিন তাহারা অভ্যাসে পরিণত করিতে না পারে ততদিন তদনুসারে আচরণ করিবার জন্য আমরা তাহাদিগকে উত্তেজনা করি। কিন্তু সেইসমস্ত উপদেশ অভ্যাসে পরিণত হইলে, অনায়াসে তাহারা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারগ হয়। যাঁহারা প্রতিদিবস নির্দ্দিষ্টকালে প্রার্থনা করিতে অভ্যাস করিয়াছেন ও ধর্ম্মাচরণে যত্ন করিতেছেন, প্রার্থনা করিবার নিরূপিত সময়ে তাঁহাদিগের মন আপনা হইতেই সেই ভূমার প্রতি ধাবমান হয়। তৎকালে কোন বিশেষ কারণ জন্য অস্থির চিত্ত হইলেও অভ্যাস বশতঃ প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা তাঁহাদিগের মনোমধ্যে উদয় হয়। আমি জানি কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্ম প্রত্যুষে প্রার্থনা করিবার নির্দ্দিষ্ট কালে কার্য্যানুরোধে কোন স্থানে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গমনকালে পথ মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার মন ধাবিত হইল এবং তিনি তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন প্রকাশ করিয়া আপনার আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। ধর্ম্মাচরণে যত্নশীল হইয়া অভ্যাসের বলে এবম্প্রকারে আমরা আমাদিগের মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে সমর্থ হই, প্রীতি বিরোধি ঘটনা সকল অতিক্রম করিতে পারগ হই। ঈশ্বরের আজ্ঞানুগত কার্য্য করিতে চেষ্টিত হইয়া প্রতিদিবস নিরূপিত সময়ে প্রার্থনা করিতে অভ্যাস করিলে যখন এরূপ ফল লাভ হয়, তখন তৎভোগার্থ কথিত প্রকারে আমাদিগের সকলেরই কি যত্নবান হওয়া উচিত নহে? দিবসের মধ্যে কেবল দুইবার তাঁহার সমীপে প্রার্থনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিব এরূপ নহে; নিরূপিত কাল ব্যতীত যখন তাঁহার প্রতি মন ধাবিত হইবে তখনই তাঁহার নিকট মনদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইব—তখনই আত্মার পবিত্রতা অনুভব করিব—তখনই ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করিব। কি কার্য্যালয়ে, কি উপাসনালয়ে, কি আত্মপরিজনের মধ্যে, যখন যেখানে থাকি সকল স্থানে সকল সময়ে তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে অবশ্যই আমরা চেষ্টা পাইব। যে পরিমাণে আমরা প্রার্থনা করিতে সমর্থ হইব, সেই পরিমাণে পবিত্রতা লাভ করিব। হে অমৃতের সন্তানগণ। আমাদিগের পিতার যোগ্য পুত্র হইবার ক্ষমতা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। একান্তঃকরণে তাঁহার নিকট প্রার্থনা দ্বারা সে ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়া প্রীতি তাচ্ছল্যকারিদিগের অন্তর অনুতাপিত করুন। প্রার্থনার বলে প্রীতির বল বৃদ্ধি করিয়া শত্রুরও প্রতি প্রেমনয়নে অবলোকন করুন। প্রার্থনার বলে বলীয়ান হইয়া সংসারের নানা প্রকার ঝঞ্ঝাবাত অকাতরে সহ্য করিতে পারগ হউন। প্রার্থনা দ্বারা মনকে এরূপ উন্নত ও পরিশুদ্ধ করুন এবং সেই প্রাণেশ্বর প্রাণদাতার প্রতি প্রীতির বল এতাদৃশ বৃদ্ধি করুন যে তাঁহার উপাসনা কালে, ভক্তিরোদ্দীপক উৎসাহ পূর্ব্ববাক্য শ্রবণ না করিলেও তাঁহার প্রতি মন ব্যাকুলিত হইয়া ধাবিত হইবে, তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই ভাবটী উদয় হইবামাত্র তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে মন সমর্থ হইবে। প্রার্থনা দ্বারা মনকে এরূপ সতত প্রীতি রসার্দ্র করিয়া রাখুন যে সেই প্রীতির আধার পবিত্র পুরুষ, যিনি আমাদিগের নিকট প্রতিনিমিষে রহিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র সহবাস প্রতিক্ষণে লাভ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন।

বিবিধ সম্বাদ।

২৫এ ভাদ্র সোমবার।

টেম্পল সাহেব মধ্যভারতবর্ষে একটি কৃষি সংক্রান্ত সভা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি নিজে তাহার সভাপতি ও রস সাহেব আর কাপ্তেন কব সেক্রেটারি হইয়াছেন।

হরকরার সম্পাদক মিড সাহেব, আটর্নি জন্স ও দালাল কো সাহেব ইহাঁরা গত শনিবার কয়েক জন সহচর সহিত এক নূতন বাষ্পীয় জাহাজ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, এমত সময়ে নৌকা তাহার পার্শ্বে পড়িয়া শেষে এক বয়ায় লাগিবাতে জলমগ্ন হইয়াছে। মিড, জন্স ও কো সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। আর সকলে রক্ষা পাইয়াছেন। মিড উপযুক্ত লোক ছিলেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তিনি নীলকর প্রভৃতির অত্যাচারের অনুমোদন করিয়া লোকসমাজে ঘৃণিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিলাম তিনি কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবারের ভরণ পোষণার্থ চাঁদা হইতেছে।

সমাচার হিন্দুস্থানী অযোধ্যার তালুকদারদিগের কানিঙ স্মরণীয় সভার এক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তালুকদারেরা মৃত গবর্ণর জেনরলের স্মরণার্থ শোকসূচক বস্ত্র পরিধান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। হিন্দু পেট্রিয়টে দৃষ্ট হইল, তাঁহারা কানিঙ কালেজ নামে একটি কালেজ করিবার চেষ্টায় আছেন। মৃতের স্মরণার্থ এবম্বিধ চেষ্টাই আমাদিগের অনুমোদিত।

বিশ্বমনোরঞ্জন পত্রিকা বহরমপুর কালেজের দুরবস্থা প্রসঙ্গ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কালেজ সর্ব্বদা এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে যাইতেছে। আপাততঃ যে বাটীতে আছে তাহাতে ছাত্র সমাবেশ হয় না। ডিরেকটরের এ বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

গত সপ্তাহে মালবদেশীয় অহিফেনের প্রতিবাক্স ১২৬০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

ফিনিক্সের রামপুর বোয়ালিয়ার সম্বাদদাতা বলেন উক্তস্থানে পুনর্ব্বার জলপ্লাবন হইয়াছে। এবার নগরটি এক কালে নষ্ট হয় নাই। অতি কষ্টে উহার নিবারণ হইয়াছে। এই অনিষ্ট নিবারণের কি উপায় নাই?

উক্তপত্র বলেন শনিবার কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা পি, এস, ডি, রোজারু সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। রোজারু সাহেব বড় দানশীল ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত কারবার করিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার বিনয় ও ভদ্রতার পরিচয় পাইয়াছেন।

উক্তপত্র আরও বলেন গঙ্গার মাজিরা বলে, এক্ষণে যেমন চওড়াতলার নৌকা আছে, ইহার পরিবর্ত্তে যদি জাহাজের ন্যায় সরু তলার নৌকা হয় তাহা হইলে এক্ষণ

কার ন্যায় এত নৌকা জলমগ্ন হয় না। ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সাধারণের ঐ রূপ চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদিগের চৈতন্য হইয়াছে। শনিবার অবধি তাহারা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, অধিকতর আনন্দের সম্বাদ এই, তাহারা যাবতীয় ক্ষত গরু ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা গরুর স্কন্ধে অধিক ভার চাপায়, স্কন্ধে প্রবল ক্ষত হইলে গরুকে বিশ্রাম দিয়া তাহার চিকিৎসা করায় না তাহাতেই ক্ষত বৃদ্ধি হয়। অতএব যাহাতে ঐ সকলের নিবারণ হয়, সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ম্যাড্রাজ টাইম্‌স আসামের চায় মজুরদিগের বিষয়ে লিখিয়াছেন " যদি চা করেরা মজুরদিগকে ক্রীত দাসের ন্যায় এপ্রকার ক্লেশ দিয়া থাকেন তাহা হইলে এক্ষণেই তাঁহাদিগের এ অত্যাচার নিবারণ করা কর্ত্তব্য। " যত দিন কয়েক জন নীলকর ও চাকর অত্যাচারের জন্য কারাগারে না যাইবেন তত দিন তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে অত্যাচার করিবেন।

উক্ত পত্রের মুদ্রাকরের নামে যে নালীশ হইয়া অর্থদণ্ড হয় তাহার সহায়তার জন্য তত্রত্য কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ১৩৭০ টাকা চাঁদা করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেট কাবুল হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ পরাজিত হইয়াও হেরাটের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি উক্ত নগরের চারিক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। হেরাটের একটি দ্বার ব্যতিরিক্ত যাবতীয় দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি পারস্যাধিপতি সুলতান জানের সহায়তার জন্য সেনা প্রেরণ করিতেছেন।

উক্ত পত্রের এক জন পত্র প্রেরক বলেন, কালকায় যে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে উত্তম কয়লা বাহির হইয়াছে কিন্তু পাতিয়ালার রাজা অথবা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কেহই এবিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন না।

দিল্লীগেজেট শ্রবণ করিয়াছেন, যেসকল ইংরাজ আফিসর কাশ্মীরে গমন করিবেন তাঁহাদিগের যাবতীয় দ্রব্যের উপর রণবীর সিংহ শতকরা ২০ টাকা লইবার অনুমতি পাইয়াছেন। এই অর্থ পিশাচ রাজার এই স্বভাব দোষ কবে সংশোধিত হইবে?

গবর্ণর জেনেরল আজ্ঞা দিয়াছেন জমীদারেরা যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর না লন, প্রজারা কালেক্টরীতে জমা করিয়া দিবে, তাহাতে ইষ্টাম্প লাগিবে, তাহার মূল্য জমীদারদিগকে দিতে হইবে। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা এভার প্রজার স্কন্ধেই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

বঙ্গেঁঢ়িল বলেন, সম্প্রতি আহিরিটোলায় বাবু রাধাকান্ত সেনের বাটীতে বিধবা বিবাহের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার্থ এক সভা হয়। কয়েকজন নব্য কৃতবিদ্য ইহার আবশ্যকতার বিষয় বক্তৃতা করিয়া সকলকে এক প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে বলেন কিন্তু বৃদ্ধ দলের সকলে ক্রমশঃ অপসৃত হইলেন। কয়েকজন মাত্র এ পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া যে ফল লাভ হয় আমরা তাহা কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি অনেক স্থানে দর্শন করিয়াছি।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান প্রতিনিধি সেক্রেটারি ইডেন সাহেব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে মুন্সেফ প্রভৃতির বেতন বৃদ্ধির এক প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন মুন্সেফেরা প্রথমতঃ ২০০ টাকায় কার্য্য আরম্ভ করিবেন। সদর আমীনেরা ৩০০ টাকা পাইবেন। সদর আলারা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হইবেন, তৃতীয় শ্রেণির কর্ম্মচারিরা ৬০০ দ্বিতীয় শ্রেণির ১০০০ ও প্রথম শ্রেণির সদর আলারা ১৫০০ টাকা বেতন পাইবেন। গবর্ণমেন্ট প্রধান সেনাপতির অনুরোধে নূতন একটি বারিকের জন্য তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন এই কথাটি স্মরণ করিয়া যেন এই বিষয়ে মনোযোগী হন।

অদ্য আমরা আহিরিটোলায় গবর্ণমেন্ট পাঠশালা দেখিতে গিয়াছিলাম। ঐ পাঠশালার ছয়টী শ্রেণী আছে। সকল শ্রেণীর বালকদিগকেই কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকদিগকে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করা হয়। বালকদিগের বিশেষতঃ প্রথম শ্রেণীর বালক দিগের উত্তর শ্রবণে আমরা অতি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

২৫এ ভাদ্র মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষের পোষ্ট মাষ্টর জেনেরল সর জন মেজর পাটন সাহেব আগামি এপ্রেল মাসে কর্ম্মত্যাগ করিবেন। গত এপ্রেল তাঁহার ৩৫ বৎসর পূর্ণ হয়। কিন্তু গবর্ণমেন্ট বিশেষ কারণবশতঃ তাহাকে আর এক বৎসর সময় দিয়াছেন। একজন অসাধারণ পোষ্ট মাষ্টর জেনরলের প্রয়োজন কি?

গত কল্য নিম্ন লিখিত ইউরোপীয় সমাচার আসিয়াছে।

লণ্ডন ১০ই আগষ্ট। ১৫ই আগষ্ট ফরাসী সম্রাট যাবতীয় বিদেশীয় দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ঐসময়ে রোমের বিষয় প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে এরূপ সম্ভাবনা আছে।

গারিবলডি রাজার ঘোষণা পত্র অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বলন্টিয়রগণের সহিত পর্ব্বতে গিয়াছেন। রাজকীয় সেনারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছে। উভয় দলে যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য বোধ হইতেছে। রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার প্রস্তাব হইতেছে। তন্নিমিত্ত সকলেই অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছে।

এরূপ জনশ্রুতি প্রিন্স অব ওএলসের আগামী বর্ষে বিবাহ হইবে।

ফিনিক্স পত্র কাছাড় হইতে সম্বাদ পাইয়াছেন, তথায় অত্যন্ত জ্বর হইতেছে।

দিল্লীগেজেট বলেন অম্বালার লোকেরা মাঞ্চেষ্টরের মজুর দিগের জন্য ১৩১৬ টাকা চাঁদা দিয়াছেন।

উক্ত পত্র আরও বলেন দিল্লীর মহাজনেরা তুলার কৃষি কার্য্যে যত্নবান হইয়াছেন। সুখের বিষয়। আমরা যদি আপনারা এইবেলা তুলার চাষ আরম্ভ না করি, তাহা হইলে নীলকরের ন্যায় অনেক তুলকর হইবেন।

উক্ত পত্র আরো বলেন বারিদোয়ারে ওলা উঠার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম জরষ্টাইল কিল্লারের স্ত্রী মহারাণীর স্ত্রীলোক দিগের সহিত সর্ব্বদা কথোপকথন করেন এবং নানা প্রকারে তাঁহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা পাইয়া থাকেন। বঙ্গদেশের কয়েকজন মিসনেরির স্ত্রী ও কন্যা গণ এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী হইয়াছেন কিন্তু আমাদিগের নিজের চেষ্টা না থাকিলে বিশিষ্ট ইষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমেরিকার বিদ্রোহীরা যাবতীয় নিজ সৈন্য রিচমণ্ডে রাখিয়াছে। গবর্ণমেন্টের সেনারা ব বালামের ভিতর দিয়া তথায় যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কবিন্থ ও মেক্সিকোর মধ্যবর্ত্তি প্রধান রাস্তা বিদ্রোহীদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের সেনারা বিকরস বর্গের আক্রমণ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের যুদ্ধ জাহাজ লইয়া নিউ অর লিয়ন্সে প্রত্যাগমন করিয়াছে, নিউ ইয়র্কের লোকেরা এক সভা করিয়া সভাপতি লিঙ্কলনকে এক কালে ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা উঠাইয়া দিবার ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিয়াছে। তুলার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টরের মজুর দিগের সহায়তার জন্য মেজর আবট লক্ষ্ণৌ নগরে শীঘ্র এক সভা করিবেন।

আমরা শুনিলাম পূর্ব্ববাঙ্গালার রেইলওয়ে খুলিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত কণ্ট্রাক্টারেরা তাহা চালাইবেন। অমিশ্রিত গবর্ণমেন্ট আপাততঃ রেইলওয়ে কোম্পানিকে অধিক সংখ্যা কেরাণি প্রভৃতি রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। শুনা গেল রাণাঘাট ও কুষ্টিয়ার ষ্টেসন সরকারী টাকায় হইয়াছে। রেলওয়ের ষ্টেসনে সরকারী টাকা ব্যয় হইতেছে ইহা আমরা নূতন শুনিলাম, এরূপ অপব্যয়ের কারণ কি?

২৩এ ভাদ্র বুধবার।

ভূতপূর্ব্ব সবজেক্টর হারবি সাহেব যিনি এক্ষণে গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি আক্টিটর জেনরলের পদে নিযুক্ত আছেন, আগামী মে মাসে স্বীয় পদত্যাগ করিবেন। হারবি সাহেব গবর্ণমেন্টের এক জন পুরাতন ও উপযুক্ত কর্ম্মচারী।

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর শনিবার কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়ে কোম্পানি উক্ত দিবস একখানি ট্রেণ কুষ্টিয়ার প্রেরণ করিবেন।

এক্ষণে বঙ্গদেশে গবর্ণমেন্টের যাবতীয় বিদ্যালয়ে ৩৬,৮৯৫ জন ছাত্র আছে। ইহার মধ্যে ৩৬৯৭ জন জমীদারের ৭৬৯৫ জন গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারির ও ২৪৬০০ জন অন্য অন্য লোকের সন্তান, ছয়কোটির মধ্যে অতি অল্প লোকেই বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, তথাপি গবর্ণমেন্ট উচ্চ বিদ্যা বিষয়ে টাকা দিতে অসম্মত।

একখানি ইংলণ্ডীয় পত্রে লিখিত হইয়াছে ম্যাঞ্চেষ্টরের অনেক ব্যবসায়ী দক্ষিণ কারোলিনায় ভূমি ক্রয় করিয়া ক্রীতদাসদিগের দ্বারা তুলা উৎপাদিত করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়গণ সাবধান।

কাপ্তেন রসেল ন মক যে ব্যক্তি মান্দ্রাজে প্রতারণা প্রকাশ করিয়া টাকা লইয়াছিল তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে।

গরুর গাড়ি কিয়দ্দিবস বন্ধ থাকাতে অনেক বণিক নিজে গাড়ি করিয়াছেন। বর্ত্তমান গরুর গাড়ি অপেক্ষা উত্তম এক প্রকার বোম্বাইয়ের গাড়িকরা নিতান্ত আবশ্যক।

আসামের চা-করেরা লেপ্টনান্ট গবর্নরকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া কণ্ট্রাক্ট বিলের উল্লেখ করিয়াছেন বিডেন সাহেব বলিয়াছেন যদিও কণ্ট্রাক্ট আইন হওয়া তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা তথাপি বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারির ও মহাসভার তদ্বিষয়ে অমত হওয়াতে তিনি কিছুই করিতে পারেন না। বিডেন সাহেব বিবেচনা করা কর্ত্তব্য তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া যাহা বলিয়াছেন শাসন কর্ত্তা হইয়া তাহা বলা অতিশয় অন্যায়। যাহা হউক আমরা তাঁহাকে চিনিয়াছি অতঃপর বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিব।

দক্ষিণ হেরাল্ড বলেন সোলাপুরে দুইজন ইউরোপীয় অফিসরের এক জন এতদ্দেশীয় আফিসরের সহিত দাঙ্গা হইয়াছে। ইউরোপীয় আফিসর দিগের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে এক জন পদ ত্যাগ করিয়াছেন, অপর ব্যক্তির সামরিক বিচারালয়ে বিচার হইবে।

হিউম সাহেবের পীড়া হওয়াতে কিয়দ্দিবসাবধি অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা বিচার করিতেছেন, এতদ্দেশীয় মাজিষ্ট্রেটেরা বিচারের জন্য সর্ব্বসাধারণের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। যখন কলিকাতায় ইউরোপীয়েরা এতদ্দেশীয় বিচার পতির দ্বারা দণ্ডিত হইতেছে তখন মফস্বলে তাদৃশ না করা হয় কেন?

যাবতীয় গরুর গাড়ির অনুমতি পত্র লইতে হইবে। অনেকে তাহা না করাতে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। পশ্বাদির কষ্টনিবারণী সভা টিকা ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন কেন? কলিকাতায় অনেক কর্ত্তৃক ও শুল্ককায় অশ্বদ্বারা কার্য্য লওয়া হয়।

২৭এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

বাঙ্গালীপত্র পুনর্ব্বার বাল্যবিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন। বর কন্যা উভয়ের পূর্ব্বে পরিচয় ও পরস্পরের মনোগত ভাব অবগত হইয়া বিবাহ করিবার কাল অদ্যাপিও দূরে আছে বটে, কিন্তু এদেশের কন্যাগণকে ১৩।১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিবাহ দিবার কাল দূরবর্ত্তী নহে। পুরুষের অতি অল্প বয়সে বিবাহ দিবার প্রথা থাকাতেই বাল্যবিবাহ অধিকতর অনর্থকর হইয়াছে।

বঙ্গদেশের শাসন সংক্রান্ত সাম্বৎসরিক রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, ইনকমটাক্স খসিয়াদিগের বিদ্রোহের প্রধান কারণ। অসন্তোষ সকল স্থানে সমান তবে খসিয়ারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে এই মাত্র বিশেষ। সর চারলস ট্রিবিলিয়ান পূর্ব্বেই ইনকমটাক্স মূলক এইরূপ বিদ্রোহ ঘটনার আশঙ্কা করিয়াছিলেন তথাপি ও কেবল ম্যাঞ্চেষ্টরী কাপড়ের শুল্ক উঠাইবার চেষ্টা হইতেছে।

সিঙ্গাপুরের লোকেরা আবেদন করিয়াছেন, তাহাদিগকে ভারতবর্ষের অধীনস্থ না রাখিয়া ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ আফিসের অধীনস্থ করা হয়। তথায় ষ্টাম্প টাক্স প্রচলিত হওয়াতে সকলে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সিঙ্গাপুর ভারতবর্ষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হয় ইহা আমাদিগের অপ্রার্থনীয় নয়।

মান্দ্রাজ এক জামিনরের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, সমুদ্রের স্রোতে বাইপিন নগর মহাখণ্ড হইতে পৃথক হইয়া একটি দ্বীপ হইয়াছে। এই নগরটি ক্রমশঃ সমুদ্রের গর্ভে যাইতেছে এদিগে রামপুর বোয়ালিয়া যাইতে বসিয়াছে। ইংরাজেরা আর যত করুন না কেন কলিকাতা ভিন্ন তাঁহারা অন্য নগর স্থাপিত করেন নাই অতএব পুরাতন নগর গুলির রক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

মান্দ্রাজের বারিষ্টরেরা মান্দ্রাজ টাইমসের নামে যে নালীশ করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। মান্দ্রাজে আর যত শ্রীবৃদ্ধি না হউক মকদ্দমার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

" সিঙ্গাপুরের একখানি পত্রে লিখিত হইয়াছে সারাওয়াকের রাজা ব্রুক সাহেব, (সর জেমস ব্রুকের ভ্রাতা) বিন্তনু বংশীর নিকটে অনেক স্থান অধিকার করিয়াছেন। বহুসংখ্য চীন তথায় বাস করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছে। বর্ণিও দ্বীপ অচিরকালেই ব্রুকদিগের অধীনে একটি বৃহৎ ও সৌভাগ্যশালী রাজ্য হইবে।

সিঙ্গাপুর প্রভৃতিতে নিম্নলিখিত বাণিজ্য হইয়াছে।

পিনাঙ	৩,০০,০০,৭০০
সিঙ্গাপুর	১০,৫০,০০,০০০
মালাক্কা	৮৫,০০,০০০
মোট টাকা	১৪,৩৮,০০,০০০

টঙ্কুইনে একটি ভয়ানক বিদ্রোহ হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষ লোক পিজ্রুহুং" নামক এক জন যুবক রাজকুমারের অধীনস্থ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। তথায় ফরাশীদিগের অধিকার থাকা দুরূহ বোধ হইতেছে।

সংবাদ আসিয়াছে তিব্বতের লামা জঙ্গ বাহাদুরের ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। আর এক ব্যক্তি ধর্ম্ম ও শাসন ভার গ্রহণ করিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে এই কথা কহিয়া পাঠাইছেন, জঙ্গবাহাদুর হত নেপালীয় বণিকের হত্যাকারীকে অনুসন্ধান করিয়া যদি বাহির করিতে পারেন তিনি তাহার দণ্ড দিবেন।

হরকরা বলেন মৃত সেনাপতি উইলসনের পরিবারেরা দিল্লীর লুঠ হইতে ১১ লক্ষ টাকা পাইবেন।

কর্ণেল ফেয়ার ১২ই সেপটেম্বর ব্রহ্মদেশের রাজার নিকটে দূতস্বরূপ যাইবেন।

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে অ্যাড্মিরাল হোপ ও অন্যান্য ফরাসীর আক্রমণে নিকটবর্ত্তী হওয়াতে বিদ্রোহীরা সাজে হইতে ছুটিয়া গিয়াছে। এদিগে কয়েক রেজিমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছে। আমরা শীঘ্র চীনদেশে আর একটি যুদ্ধ দর্শন করিব। কোন গবর্ণমেণ্ট এই সকল ব্যয়ের দায়ী হইবেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ৩০৫ গণিত সেনা দলের দুইজন সৈনিক নীলগিরির আতুরনিবাসে অগ্নিসংযোগ করিয়া ধৃত হইয়াছে। সেনাদিগের গুণ বাড়িতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার বর্ত্তমান গিনি ভারতবর্ষে প্রচলিত করিবার নিষেধ করা হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার গিনি লণ্ডনের গিনির ন্যায় হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যে প্রচলিত হইবে। অষ্ট্রেলিয়ার গিনি ইংলণ্ডীয় গিনি অপেক্ষা ভাল ইহাতে তাঁর অপেক্ষা স্বর্ণের ভাগ অধিক আছে, ভারতবর্ষে কিজন্য স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত না করা হয়?

বোম্বাইয়ের হরিণবাড়ীর কয়েদিদিগের পরিশ্রম দ্বারা ব্যয় বাদে ২,২২৪ টাকা লাভ হইয়াছে। বঙ্গদেশের হরিণবাটীতে কত লাভ হইল।

ইংলিসম্যান বলেন গবর্ণর জেনেরলের শরীর রক্ষকসেনা দলের সংখ্যা আর দুই কোম্পানি (২০০) বাড়ান হইবে। আপাততঃ তাহাদিগের জন্য ১০০০ টাকা ব্যয় হইতেছে। আমরা এই ব্যয়ের কোন কারণ দর্শন করিতেছি না। পরে শুনা গেল এ সংবাদ সত্য নয়।

সম্প্রতি আলাহাবাদের এক জন ইউরোপীয় রেইলওয়ে গার্ড এক জন এতদ্দেশীয়কে পদাঘাত করাতে তাহার প্রাণ সংশয় হয়। যেমত হইয়া থাকে গার্ড বিনা দণ্ডে মুক্তি লাভ করিয়াছে। সে দিবস আমরা পেট্রিয়টে দর্শন করিলাম বহরমপুরের সিবিল সর জন তত্রত্য নেটিব ডাক্তরকে প্রহার করিয়াছেন। আমরাও সেদিন মহকে দেখিলাম মাতলা রেইলওয়ের গার্ড একজনকে আঘাত করেন। আলাহাবাদ গেজেট বলেন, এতদ্দেশীর অনেক ব্যক্তির প্লীহা রোগ থাকে, অতএব কোন ভৃত্য রাখিবার সময়ে চিকিৎসকদিগের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত কারণ সামান্য আঘাতে তাহাদিগের মৃত্যু হয়। এত কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি? লেজে ডাক্তর দেখান তই সুবিধা। ইটের বলে প্যাটকেল না হইলে আঘাত নিবারণ হইবে না।

উক্ত পত্র আরও বলেন সম্প্রতি একটি মৃত হাঙ্গর এক জালে পড়িয়াছিল। প্রায় ২০ দিন অতীত হইল মুনাড়ির নিকটে আর একটি পড়ে। বর্ত্তমান হাঙ্গরটি বেড়ে প্রায় ৩/০ হাত।

ইংলিসম্যান সর চার্লস উডের বিষয়ে লিখিয়াছেন " আমাদিগের পাঠকের মধ্যে যদি কেহ বোধ করেন, কোন দূত (এজেণ্ট) সর চার্লস উড ও তাঁহার কত ভারতবর্ষীয় বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছে তাহা হইলে সেই দূতকে স্বর্ণ অষ্ট দূতগণের রাজা (সয়তান) বলিয়া স্থির করিলে ভ্রম হইবে না। " সয়তান নীলকুঠি ও হেয়ার ষ্ট্রীটের বিষয়ে এত ব্যস্ত যে যত ঘোর শ্রীরামপুরের রাজনীতি ব্যতীত অন্য কাজে মনোযোগী হইবার সময় পান না।

গবর্ণমেণ্টের নিম্ন লিখিত নোট প্রচলিত হইয়াছে:—

প্রচলিত নোট	২,৪৩,০০,০০০	১,৫২,০০,০০০	৬৩,০০,০০০	৪,২৮,০০,০০০
প্রতিভূ টাকা	১,৭৯,৫১,১৩৯	৬৭,০০,০০০	৩৩,০০,০০০	২,৭৯,৫১,১৩৯
অমুদ্রিত রৌপ্য	....			৮৫,০০,০০০
গবর্ণমেণ্টের কাগজ	৪৩,৪৮,৮৬১	৮৫,০০,০০০	....	৪৩,৪৮,৮৬১

সর্ব্বশুদ্ধ ৪,২৬,০০,০০০ টাকার নোট চলিতেছে।

আলাহাবাদে এক্ষণে চারিদিগ হইতে বিস্তর তুলা আসিতেছে। আমরা এখনও বলিতেছি, এতদ্দেশীয় বণিকেরা যদি মাঞ্চেষ্টরের ন্যায় স্থানের জন্য করেন ভারতবর্ষের বাজার এক চেষ্টা করিতে পারিবেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কলিকাতার শিল্প বিদ্যালয়ে অধিকতর ব্যয় দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা ইহার অনুমোদন করিতেছি।

উক্ত পত্র পুনর্ব্বার এতদ্দেশীয়দিগের সুরাপানপ্রবৃত্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। বড় আহ্লাদের বিষয়।

শুনিলাম বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচ্যুত কাজিদিগকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযু

ক্ত করিবেন। অনেক আসের বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে উপযুক্ত লোককে কোন কর্ম্ম দেওয়া আবশ্যক।

২৮এ ভাদ্র শুক্রবার।

চীনদেশে সম্প্রতি এক ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। কান্টোন নগরে প্রায় ১০,০০০ লোক হত হইয়াছে!

মাদ্রাজ টাইমস বলেন রেইল বাষ্পীয় জাহাজ পূর্ব্বের ন্যায় গালিতে ২৪ ঘটিকা না থাকিয়া এখন অবধি ৪৮ ঘটিকা থাকিবে।

মাদ্রাজের ফিরিঙ্গিরা এক সভা করিয়া চিহ্নিত চিকিৎসকের পদ পাইবার প্রার্থনায় আবেদন করিয়াছেন। চিহ্নিত চিকিৎসকের পদটী একচেটিয়া করিয়া রাখা অত্যন্ত অন্যায়।

ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মর বীডেন সাহেবের আসামের বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা জানি, "স্ত্রীলোকারিদিগের প্রতি বর্ত্তমান বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক টান আছে। ইডেন সাহেবকে সেক্রেটারি করা চক্ষে ধূলি দেওয়া মাত্র। যেখানে হালিডের দলের লোক সেইখানেই গোল।

গত কল্য হারিংটন স্ট্রীটে এক ব্যক্তি বজ্র দ্বারা হত ও দুইব্যক্তি আহত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে অনেক জাহাজ ওয়ালা ইন্সুরান্স কোম্পানিকে ঠকাইবার জন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জাহাজ জলমগ্ন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মিয়াছে আমাদিগের সুন্দর বন ও গঙ্গাতে ঐ প্রকার অনেক কাণ্ড হইয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানি যদি আপনাদিগের জলমগ্ন জাহাজের হিসাব প্রকাশ করেন তাহা হইলে অনেক গোপনীয় বিষয় প্রকাশিত হয়।

২৯এ ভাদ্র শনিবার।

দারজিলিঙে টাকায় চারি সের তণ্ডুল বিক্রয় হইতেছে, এই সংবাদটী এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দরিদ্রেরা তাহা হইলে ত মারা যায়, ইহার কোন উপায় করা অতিশয় আবশ্যক।

মৃত মিণ্টু সাহেবের পরিবারের সাহায্যার্থ ইহার মধ্যে ১৬,১৪৯ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ঐক্যবাদিগের স্বদেশীয়েরা ইহা দর্শন করুন এবং স্মরণ করুন মিড়ের এক সপ্তাহও মৃত্যু হয় নাই। আমরা অদ্যাপিও হরিশ বাবু ও গ্রাণ্ট সাহেবের স্মরণার্থ আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

গবর্ণমেণ্ট সিন্ধু নদীর জাহাজ সমূহ বিক্রয় করিতেছেন। সর বার্ণেস পিকক প্রধানতম বিচারালয়ের উকীলদিগকে বলিয়াছেন যাহাদিগের ইংরাজী ভাষায় ভাল ব্যুৎপত্তি নাই তাঁহাদিগকে মকদ্দমার প্রশ্নোত্তর করিতে দেওয়া হইবে না। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ উকীলদিগের প্রতি প্রধান বিচারালয়ের বড় নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইতেছে।

মাঞ্চেষ্টরের বণিক সম্প্রদায় লেঙ সাহেবকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। না দিলে যে তাঁহাদিগের অকৃতজ্ঞতা হইত।

মাদ্রাজ টাইম্স বলেন সম্প্রতি নূতন টুপি লইয়া ব্রহ্মদেশস্থিত এক রেজিমেণ্টে যে গোলযোগ হয়, তাহার শান্তি হইয়াছে। তাহাদিগের অধ্যক্ষ স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

উক্ত পত্র আরও বলেন সম্প্রতি এক জন দফাদার উন্মত্ত হইয়া কয়েকজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারিকে রুদ্ধ করে। কিন্তু সে ধৃত ও এক বাতুলালয়ে রুদ্ধ হইয়াছে।

চন্দননগর হইতে এক জন ফিনিক্স পত্রে লিখিয়াছেন সম্প্রতি তত্রত্য রেইলওয়ে ষ্টেসনে এক জন ইংরাজ একটি স্ত্রীলোকের সহিত বাষ্পীয় শকটে যাইবার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময়ে এক জন বেত্রহস্ত ফরাসী আসিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার আরম্ভ করিলেন। উভয়ে ভয়ঙ্কর মল্ল যুদ্ধ হইল, পরে সকলে পড়িয়া যোদ্ধাদিগকে নিরস্ত করিলেন। এই দাঙ্গার কারণ জানা যায় নাই। ঐ স্ত্রীলোকটী বোধ হয় কারণ হইবে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গত কল্য গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইয়াছে:—

৪ টাকার সিকা	৯২॥০—৯২৮০
৪ টাকার কোম্পানির	৯৪৬/—৯৪৫
৫ টাকার ঐ	১০৫—১০৫/০
৫॥ টাকার ঐ	১১২॥০—১১২৮০

পরিদর্শক হইতে উদ্ধৃত।

"শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ঢাকা হইতে কুষ্টিয়াতে আগমন করিয়াছেন। গত কল্য পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থে উক্ত স্থানে গিয়াছেন। অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি কলিকাতায় উপনীত হইবেন। আগমন কালে উক্ত রেলওয়ের সমুদয় ষ্টেসন সন্দর্শন করিয়া আসিবেন।"

"শুনিলাম গত পরশ্ব কালীঘাটের পোড়াবাজারে একটী সুস্থ কায় ব্যক্তি প্রতি দিবস রাত্রিতে যেমন নিদ্রা যাইত সেই প্রকার নিদ্রিত ছিল। পরে কল্য প্রাতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ না হওয়াতে তৎ প্রতিবেশীরা তাহার ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া দেখিল যে সেই ব্যক্তি গোংরাইতেছে, ক্ষণকাল পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এই হঠাৎ মৃত্যুর কোন কারণ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

আমাদিগের কোন বন্ধুর মুখে শুনিলাম পাণ্ডুয়া প্রভৃতি কএকটী গ্রামে ভয়ানক মারী ভয় উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে তাহার প্রতিবিধান করুন।"

ইউরোপীয় সমাচার।

ইংলণ্ড। আগামি বর্ষে প্রিন্স অব ওয়েল্সের ডেনমার্কের রাজার ভ্রাতৃ কন্যার সহিত বিবাহ হইবে। প্রকাশিত হইয়াছে, অনেক জাহাজ ওয়ালা কাপ্তেনদিগকে জাহাজ জলমগ্ন করিতে বলেন, ইহাদ্বারা তাঁহারা ইন্সুরান্স কোম্পানিকে ঠকাইতেছেন।

সম্প্রতি রারণরথ চাইলডকে এক ব্যক্তি বধ করিবার চেষ্টা পায় কিন্তু সে কৃত কার্য্য হইতে পারে নাই।

ফ্রান্স। সম্রাট ১৫ই আগষ্ট যাবতীয় দূতগণকে গ্রহণ করিবেন। ঐ সময়ে তিনি রোমের বিষয়ে কিছু বলিবেন। প্রিন্স নেপলিয়নের স্ত্রী রাজকুমারী কোটিল্ডা (বিকটর ইমানিউএলের কন্যা) তাঁহার শিশু পুত্রকে নিজে প্রতি পালন করিবেন। প্রায় ২৫০০০ ফরাশী সেনা মেক্সিকোতে যাইতেছে।

ইটালী। গারিবাল্ডি অদ্যাপিও অস্ত্র ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অনেক সেনা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল রাজা গোপনে তাঁহার সহায়তা করিতেছেন, কিন্তু রাজার ঘোষণা পত্র পাঠ করিয়া তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন। গারিবাল্ডিকে ধৃত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। এমত জনশ্রু-

তি রাজা তাঁহাকে গোপনে পত্র দ্বারা আপাততঃ শান্ত থাকিতে বলিয়াছেন। এদিগে ফরাশী সম্রাট রোম রক্ষা করিবেন বলিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন।

আমেরিকা। বারজিনিয়ার বিদ্রোহীরা পুনর্ব্বার জয় লাভ করিয়াছে। সভাপতি বলপূর্ব্বক সেনা সংগ্রহ করাতে সকলে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছে। নিউইয়র্কের বণিকেরা এক কালে ক্রীতদাসদিগকে মুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এমত জনশ্রুতি রুশীয় গবর্ণমেন্ট কাফ্রি ক্রীতদাসদিগকে আমুর নদীতীরে বাস করিতে দিবেন বলিয়াছেন। তাহারা বিংশতি বৎসর নিষ্কর ভূমি পাইবে।

তুরস্ক মন্টিনিগ্রো বাসীরা সন্ধি প্রর্থনা করিয়াছে। তাহারা সম্প্রতি ওমার পাসার নিকটে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৯এ আগষ্ট—ত্রিপুরার প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে এস আরমষ্ট্রঙ দক্ষিণ বিভাগের সরবের প্রতিনিধি সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি আউস গ্রামের মুন্সেফ বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণিতে উন্নত হইয়াছেন।

কাসিম পুরের মুন্সেফ বাবু গোপীনাথ মৈত্র ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৫০ ধারানুসারে বাকর গঞ্জে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবী মহম্মদ কামিল ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন ও ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া ফৌজদারী আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডাক্তর জি, এন, গোবান, এম, ডি, রাঁচির সিবিল সরজন হইবেন।

এ, লিবন সাহেব সারণ দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এফ মাকনটন সাহেব পাটনার দ্বিতীয় শ্রেণির জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২৮এ আগষ্ট—ডবলিউ এ মন্টিয়ো সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের ব্যবস্থার অধ্যাপক হইবেন।

জে, গুডিব সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজে ইংলণ্ডীয় আইনের অধ্যাপক হইবেন।

৩রা সেপ্টম্বর—রাজসাহির ছোট আদালতের জজ বাবু আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে উক্তজেলার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবী গোলাম সফদর ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে কটক বিভাগে প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া বালেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া উক্ত বিভাগের যাবতীয় জেলার মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

চট্টগ্রামের নিম্ন লিখিত মুন্সেফেরা ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৫০ ধারানুসারে উক্ত জেলার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু গোপাল চন্দ্র ঘোষ।

" পদ্মলোচন দাস।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—নদীয়ার প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দুর্গাদাস চৌধুরি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ৬ আইনের ১৯ ধারানুসারে ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

আপনার ২৪এ ভাদ্র দিবসীয় সোমপ্রকাশে মল্লিখিত দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিক শ্রেণীর প্রচলিত কুল সম্বন্ধ প্রথা পরিবর্ত্ত করা উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব উপলক্ষে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। কারণ, পূর্ব্বে লোকের মুখে শুনিয়া আমার এরূপ সংস্কার হইয়াছিল, যে আপনি আমারদিগের কুলসম্বন্ধ প্রথা একবারে রহিত করিতে উদ্যত আছেন, এবং সেই সংস্কার বশতই আমি ক্ষুব্ধচিত্তে আমার উক্ত প্রস্তাবে কেবল আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছি যে „কেহ কেহ এই সম্বন্ধ প্রথা একেবারে রহিত করিতেও উদ্যত হইয়াছেন," আর তাহা একেবারে রহিত করা যে কোন মতেই যুক্ত হইতে পারে না, এরূপ সিদ্ধান্তও করিয়াছি। এক্ষণে আপনার লেখার ভাবে ও আপনি স্পষ্ট শব্দে বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাগ্দান করিবার প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতে অনুরোধ করাতে, আমারই সিদ্ধান্তে আপনাকে সম্মত দেখিয়া সে সংস্কার দূর হইল এবং সুতরাং অন্তঃকরণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল।

যেমন উক্ত বিষয়ে আমি আহ্লাদিত হইয়াছি, সেই রূপ আপনি আর একটী বিষয় জনসমাজে প্রচার করিয়া দিলে আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকে না। সে বিষয়টী এই যে আপনি আমারদিগেরই এক জন দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিক, কিন্তু আপনার সোমপ্রকাশের পাঠকগণের মধ্যে প্রায় অনেকেরই আপনি বৈদিক নন বলিয়া জ্ঞান আছে, মধ্যে মধ্যে অনেকের মুখেও তাহা শুনিতে পাই, এবং আপনিও যখন আমারদিগের জাতীয় ব্যবহারের বিষয় লেখেন, তখনকার বিন্যস্ত শব্দ দেখিয়া প্রায় কেহই আপনাকে বৈদিক বলিয়া স্থির করিতে পারে না। আপনি লিখিয়াছেন, „বৈদিকশ্রেণীর বিষয় প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম„ "এই শ্রেণীর প্রায় গর্ভে গর্ভে সম্বন্ধ হয়„ "বৈদিক ঠাকুরেরা তাহার নিন্দাও আরম্ভ করেন„ আপনার এই রূপ শব্দ বিন্যাস পাঠ করিয়া লোকে কি রূপেই বা আপনাকে বৈদিক বলিয়া স্থির করিতে পারিবে। আপনি অতি মহৎ লোক, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সত্যবাদী, মান্য, গণ্য, দাতা, বিবেচক, বিজ্ঞ, দেশহিতৈষী, কুসংস্কার শূন্য, ও অতি মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আপনার সমান লোক আমারদিগের এই দুর্ব্বল দরিদ্র জাতি মধ্যে পাওয়া দূরে থাকুক, অন্যান্য জাতি মধ্যেও অতি বিরল, এবং আপনাদ্বারা প্রস্তাবিত বিষয় সাধনের যত দূর আশা করা যায়, অন্যদ্বারা তত দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমারদিগের এই দুর্ব্বল দরিদ্র জাতি মধ্যেও যে এত বড় লোক আছে, আমারদিগের জাতীয় গৌরব সাধনার্থে তাহা জনসমাজে প্রচার হইলে আমার অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় হয়। অতএব আপনি যে আমাদিগেরই এক জন দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিক, ইহা সোমপ্রকাশ গ্রাহকদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া আমাকে উপকৃত করিবেন। পশ্চাৎ, আমার উক্ত প্রস্তাবে আপনি যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা সাধ্যানুসারে ক্রমশঃ উদ্ধার করিতে চেষ্টা পাইব।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

মূল্যপ্রাপ্তি

শ্রীযুক্তবাবু গোকুলকৃষ্ণ চন্দ্র কাটোয়া
১২৬৯ শ্রাবণ অবধি ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত ১০ টা।
" তারাপদ সরকার কলিকাতা
১২৬৯ ভাদ্র অবধি মাঘপর্য্যন্ত ৫
" কালীকিঙ্কর রায় চট্টগ্রাম
১২৬৯ শ্রাবণ অবধি পৌষ পর্য্যন্ত ৫
" গোলাবচন্দ্র বিশ্বাস কালনা ৫

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুরষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

"মহর্ষিনা মন্ত্রনিদ্ভিতায পার্থিবঃ সরস্বতীশ্রুতীমহতনি ন হীয়তা।"

৪ ভাগ। ৪৫ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ৭ আশ্বিন। ইং ১৮৬২। ২২ সেপ্টেম্বর | মাসিক মূল্য ১ টাকা, বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণের নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫ টাকা নিরূপিত আছে। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মফস্বলের যদি কোন ব্যক্তির সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা হয়, তিনি অগ্রিম মূল্য সহিত পত্র লিখিলেই পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

বিবি মেয়র।

বিবি মেয়র এ দেশীয়দিগকে জানাইতেছেন, যাঁহারা ফটোগ্রাফিতে আপনাদিগের স্ত্রী ও কন্যাদির প্রতিমূর্ত্তি করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে সম্বাদ দিলে তিনি অতি উৎকৃষ্ট ও সুন্দররূপে তাহা করিয়া দিবেন। স্কচ কর্কের (লালগিরজার) পূর্ব্ব দিকে তাঁহার কার্য্যালয়, তথায় অনুসন্ধান করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

আমার কৃত রুশীয়াধিপতি "পিটিরের জীবন বৃত্তান্ত" পুস্তকের স্বত্ব আমি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছি। এই পুস্তকের প্রথম মুদ্রাঙ্কনের ১০০০ খণ্ডের মধ্যে ৫০ খণ্ড মাত্র অবিক্রীত রহিয়াছে। ইহা কলিকাতাস্থ হিন্দুস্কুল ও মফস্বলের নানা বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি ইহার স্বত্ব ক্রয় করিবেন তাঁহার সুবিধার জন্য বলা যাইতেছে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনের জন্য যে যে সংশোধন আবশ্যক তাহা আমি নিজে করিয়া দিব। পরন্তু সাম্বৎসরিক পরীক্ষার মধ্যে ইহার দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কন করিলে নূতন বৎসরের প্রারম্ভে অনেক পুস্তক বিক্রীত হওয়া সম্ভব। আমি কোন বিশেষ অভাবনীয় কারণে স্বত্ব ত্যাগ করিতে বাধিত হইতেছি। এবিষয়ের অন্য কোন তত্ত্ব জানিতে হইলে আমার নিকটে পটলডাঙ্গার হিন্দুস্কুলে অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকটে পত্র লিখিলে জানা যাইবে।

শ্রী বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
হিন্দুস্কুলের পঞ্চম শিক্ষক।

বিজ্ঞাপন।

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি
৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থ সমুদয় বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার আমাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন, অতএব গ্রাহকগণ উক্ত গ্রন্থ সকল আমাদিগের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

প্রকাশিত পুস্তকের নাম।

বেদান্তসার তৃতীয়বার মুদ্রিত	১
পঞ্চদশী দ্বিতীয়বার মুদ্রিত	২
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূলটীকা ও ভাষ্য	[illegible]
ষটচক্র নিরূপণ প্রভৃতি	॥০
বেদান্তের অধিকরণ প্রতি সংখ্যা	।০
মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান	।০
ছয় উপনিষদ	১।০
সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রয়োগ	৴০
বেদান্ত দর্শন শারীরিক সূত্রের প্রথম পাদ	১
গুপ্ত রোদন	

বিজ্ঞাপন।

সম্পাদক কৃত।

আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই কলিকাতা ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানের গ্রাহকগণ নিয়মমত কাগজ পান না, সরকারেরা আলস্য করে। অতএব তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, যিনি কাগজ না পাইবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে জানাইবেন। সম্পাদকের নামে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ ঠিকানা দিয়া চিঠি পাঠাইলেই আমরা পাইব।

বিজ্ঞাপন।

ইং ও বাং ও ইংরেজী অর্থের সহিত বাক্যাবলী নামক পুস্তক চলিত ও বহুতর অচলিত কথায় বৃহৎ ফরমায় ৩৭ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা নেটীব ইংরেজী ছাত্রগণের পক্ষে অধিক ব্যবহার্য্য, মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র। কলিকাতা নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি কালেজ ষ্ট্রীট ৮৬ নং ভবনে কিম্বা আমড়াতলা পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে ১১ নং ভবনে অথবা নিম্নস্থানে পত্র সহ মূল্য প্রেরণ করিলে সত্বর পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীনবকুমার নাগ
সাং [illegible] পোং, জেলা
যশোহর

বিজ্ঞাপন।

আগামি ২৮এ ২৯এ ও ৩০এ অক্টোবর

ক্রুল বুধ ও বৃহস্পতিবার কলিকাতা নম্যাল স্কুলে প্রবেশার্থিদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবেক। সম্প্রতি ১৩টী ছাত্রবৃত্তি খালি আছে আর ১৭টী খালি হইবারও সম্ভাবনা আছে, যাঁহারা বৃত্তিপ্রাপ্তিছাত্ররূপে অথবা বৃত্তি না পাইয়াও তথায় পাঠ করিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা উক্ত তিন দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময় কলিকাতা নম্যাল স্কুলে (চিতপুর রোডের ৬৪ নং ভবনে) উপস্থিত হইবেন। যাঁহাদিগের বয়ঃক্রম ১৬ বৎসরের ন্যূন তাঁহারা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পাইবেন না। যদি কেহ আপনার বিদ্যা ও চরিত্র বিষয়ক কোন প্রশংসা পত্র পাইয়া থাকেন তবে তাহা লইয়া আসিবেন। পশ্চাল্লিখিত বিষয় সকলের পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবেক।

ব্যাকরণ উপক্রমণিকা

দ্রুত লিখন

ভূগোল সমুদায় ও মানচিত্র লিখন।

বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ;

অঙ্ক বহুরাশিক ও সামান্য ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

জে, জি, মেড্লিকট

বাঙ্গালার মধ্য বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর

১০ই সেপ্টেম্বর

সন ১৮৬২ শাল

—০—

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি

৮৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

পাষণ্ড দলন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম এবং প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গৌড়ীয় সাধু ভাষায় গদ্যে রচনা ও মুদ্রিত করিয়া পাষণ্ডদলন নামে এক খানি অভিনব পুস্তক বিক্রয়ার্থে আমাদিগের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, গ্রন্থকর্ত্তা ঐ বিবরণ অবিকল লিখিয়াছেন, রচনার নিমিত্ত কোন বিষয় হ্রাস বৃদ্ধি করেন নাই অথচ রচনাও অতি মধুর, হইয়াছে, বোধ করি এই পুস্তক ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রেরই প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বি মহাশয়গণের অতি আবশ্যক এবং গ্রহণীয়। নিতান্ত উচিত যেহেতু বর্ত্তমানসময়ের বৈষ্ণবমহাশয়গণ অনেকেই স্বীয় ধর্ম্মের মর্ম্মে বঞ্চিত। পুস্তকের মূল্য ৸৹ বারো আনা মাত্র।

গুপ্ত ব্রাদর্শ

সোমপ্রকাশ।

৭ই আশ্বিন সোমবার।

দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ বন্ধ।

সোমপ্রকাশ গ্রাহকগণের করলালিত হইয়া কেবল যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে এরূপ নহে, অনেকের স্নেহের, অনেকের প্রীতির, অনেকের শ্রদ্ধার এবং অনেকের ভক্তির আস্পদ হইয়াছে। যেখানে এত উৎসাহ, সেখানে অধিকতর প্রশ্রয় বৃদ্ধি হওয়া অনৈসর্গিক নহে। সোমপ্রকাশ এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়া অদ্য আপনার জন্মকালীন স্বত্ব ও অধিকার প্রার্থনায় উৎসুক হইয়াছে। সে অধিকার এই—সোমপ্রকাশ দুর্গোৎসবের সময়ে দুই সপ্তাহ গ্রাহকগণের নিকট হইতে বিদায় পাইয়া আসিতেছে। এখনকার দিন সকলেই আপন আপন বিনষ্ট স্বত্ব ও অধিকারের উদ্ধার এবং বিদ্যমান স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার চেষ্টায় প্রয়াসবান হইয়াছেন, এখন যে সোমপ্রকাশ আপনার স্বত্ব পরিত্যাগ করিবে, সম্ভাবিত নহে। ইহা সেই স্বত্ব ও অধিকাররক্ষার্থী হইয়া বিনয় পূর্ব্বক গ্রাহকগণকে জানাইতেছে, তাঁহাদিগের সহিত দুই সপ্তাহ আর ইহার সন্দর্শন হইবে না।

—০—

ক্ষুদ্রপ্রাণীর ক্ষুদ্র অত্যাচার।

যাঁহার যেমন ক্ষমতা, যেমন পদ, যেমন সম্ভ্রম ও যেমন বুদ্ধি, তিনি অত্যাচারী হইলে অত্যাচার সেই পরিমাণে স্বল্প ও বৃহৎ হইয়া থাকে। এই কারণেই জগতে সামান্য ও অসামান্য ভেদে নানাবিধ অত্যাচার নয়ন গোচর হয়, জগতে ধর্ম্মনীতির তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ও শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ না থাকাতে অত্যাচারকারীর সংখ্যা অল্প নয়। এক্ষণে ভারতবর্ষে অত্যাচারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। যখন ভারতবর্ষ বিদেশীয়দিগের সম্বন্ধে রুদ্ধ ছিল, তৎকালে কেবল একজাতীয় অত্যাচার দৃষ্টিগোচর হইত। বিদেশীয়দিগের এদেশে প্রবেশ লাভের পর অবধি সজাতীয় বিজাতীয় নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে আর দুর্ব্বলেরা কিরূপে বাঁচিতে পারে?

আমরা উপরে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয়বিধ অত্যাচারের গণনা করিলাম বটে, কিন্তু বিদেশীয়দিগের অত্যাচার অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। উহার প্রায় প্রতীকার হয় না। প্রতীকার হইবার দুটি মহান্ প্রতিবন্ধক আছে। এক, বিদেশীয়েরা অত্যাচার করিলে তাহাদিগের দণ্ডবিধান বিষয়ে তৎসজাতীয় বিচারকর্ত্তাদিগের ন্যায়পরতা প্রায় স্ফূর্ত্তি পায় না। দ্বিতীয়, এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগের অগ্রে সাহেবের মকদ্দমা উপস্থিত হইলে প্রায় তাহার পরাজয় হয় না। রেলওয়ে প্রভৃতি ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা ইহার উদাহরণ স্থল। আমরা অনেক বার শ্রবণ করিয়াছি রেলওয়ে সাহেবেরা এদেশীয় দিগের প্রতি যাহার পর নাই অত্যাচার করিয়াছেন, কিন্তু অভিযুক্ত হইয়া আদালতে উপস্থিত হইবামাত্র অমনি অব্যাহতি পাইয়াছেন। কখন কখন এমত ঘটনাও হয়, যাহার উপর সাহেব অত্যাচার করিলেন তাহার প্রতিকার হওয়া দূরে থাকুক তাহাকে আবার আদালতের দণ্ড লইতে হয়। সেই দণ্ড দান কালে ধর্ম্ম ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি বিচারকর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে প্রস্থান করে। এইরূপ ব্যবহারের একটি কারণ আছে এদেশীয় বিচারকেরা সাহেবদিগকে রাগাইতে চাহেন না। সাহেবেরা কুপিত হইয়া পাছে উপরের কর্ত্তার নিকটে দুর্নাম করেন এইভয়। কর্ম্ম যাইবার ভয়ের অগ্রে

এক জনের প্রতি অন্যায় করিলে অধর্ম্ম হই বার ভয়ের তিষ্ঠিবার সম্ভাবনা কি? যন্মূলক এই প্রস্তাবটি উপস্থিত হইয়াছে, স্থানান্তরে প্রকটিত প্রেরিত পত্রে তাহা দর্শন করিবেন। পত্রপ্রেরকের নিকট হইতে খোঁটাগাড়ির পয়সা লওয়া হইয়াছে, ইহা সামান্য কৌতুকাবহ অত্যাচার নহে। এক্ষণে আমা দিগের জিজ্ঞাস্য এই, এ পয়সা গুলি কে-পায়? নাএব? না জমিদার?

মফস্বলের আদালতে যে রূপে কাজ হয়।

আজি আমরা মফস্বলের জজ, মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিকে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি উপহার দিলাম।

১। সাক্ষির হাজিরার দরুণ নাজীর দুই পক্ষে দুই টাকা ও আসামীর হাজিরার দরুণ ॥০ আনা লন।

২। আসামীর জামীন দিবার অনুমতি হইলে তাহার নিকট হইতে নাজীর শতকরা ২॥০ টাকা লইয়া থাকেন।

৩। দরখাস্তের নকল লইতে গেলে পেস্কার ॥০ আনা লন।

৪। এজেহার দিতে গেলে ॥০ আনা দিতে হয়।

৫। দলিল ফেরত লইতে গেলে পেস্কার ১ টাকা না লইয়া ফিরাইয়া দেন না।

৬। পেয়াদার মেয়াদ জমা দিতে গেলে এক আনা অধিক দিতে হয়।

৭। মোক্তার নামা তজদিক করিতে হইলে পেস্কার ॥০ আনা লইয়া থাকেন।

৮। যাবেতা নকল লইতে গেলে পেস্কার প্রতি নকলে ফি ভিন্ন অধিক ১ টাকা লইয়া থাকেন।

৯। যাহারা সাক্ষীর জবান বন্দী লয়, তাহারা প্রতি সাক্ষির নিকট হইতে ।০ আনা করিয়া লয়।

১০। পেয়াদারা কিছু লইবার আশয়ে হঠাৎ ভদ্র লোককে অপমান করে।

আমরা যে উপঢৌকন দিলাম, যে সকল জজ, মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ইহার গুণজ্ঞ হইবেন, তাঁহারা পরম সমাদরে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু অগুণজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে ভিল্লীরপত্নীর হস্তপতিত মুক্তা ফলের ন্যায় ইহার দুর্দ্দশা হইবে সন্দেহ নাই। যখন কেহ কাহাকে কোন উপহার দেয়, তখন তাহার একটী উদ্দেশ্য সাধন চেষ্টা থাকে। উপহার গ্রহীতা উপহারদাতার সেই মনোরথ পূর্ণ করিবার সাধ্যানুরূপ চেষ্টার ত্রুটি করেন না। এই বিশ্বজনীন ব্যবহার দর্শনে সাহসী হইয়া আমরাও একটী সঙ্কল্প করিয়া উল্লিখিত বিষয়গুলি ন্যায়পর প্রজাহিতৈষী কর্ত্তব্যকারী জজ ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির অগ্রে উপস্থিত করিলাম। আমাদিগের সঙ্কল্প এই, ঐ অনিষ্ট গুলির নিবারণ হয়। তাহা হইলেই আমরা চরিতার্থ হইব।

স্বগৃহের হউক আর অন্যগৃহের হউক, সমপক্ষপাতে অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণার্থই ধর্ম্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ন্যায়কারী রাজা ও রাজপ্রতিনিধগণ অন্যায় নিবারণকালে আত্ম পর বিবেচনা করেন না।

> বস্থূনি বাঞ্ছন্ন বশী ন মন্যুনা
> স্বধর্ম্ম ইত্যেব নিবৃত্তকারণঃ।
> গুরূপদিষ্টেন রিপৌ সুতেঽপি বা
> নিহন্তি দণ্ডেন সধর্ম্মবিপ্লবং॥

রাজা হইলেই ক্রোধ লোভাদি পরিত্যাগ করিয়া বিনা পক্ষপাতে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়াই সেই রাজা দুর্য্যোধন কি পুত্র কি শত্রু যিনি অধর্ম্মাচরণ করিতেন তাহারই দণ্ড বিধান করিতেন।

রাজা দুর্য্যোধন অন্য অন্য অংশে অত্যাচারী দুরাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন প্রজা পালন কালে সাধ্যানুসারে শত্রু ও মিত্র উভয়েরই অত্যাচার তুল্যরূপে নিবারণ করিতেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তখন যে ইদানীন্তন সভ্য রাজপ্রতিনিধিগণের তুল্য প্রযত্নে নিজ গৃহের ও অন্যত্রের অন্যায় নিবারণ অবশ্য কর্ত্তব্য একথা বলা বাহুল্য।

আমরা উপরে আদালত সম্বন্ধে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কোন্‌টি ন্যায়সিদ্ধ? কোন্ আইনে লিখিয়াছে যে নাজীর, পেস্কার প্রভৃতি বাদী প্রতিবাদীর নিকট হইতে টাকা লইবেন?

ঐ সকল টাকা কি গবর্ণমেণ্টের কোষ ভুক্ত হয়? জজ ও মাজিষ্ট্রেটেরা যখন আপন আপন আদালতের এমন প্রবল ও প্রসিদ্ধ অন্যায় নিবারণে সমর্থ হইতেছেন না, তখন যে তাঁহারা অন্যের অন্যের কৃত অন্যায়ের যথার্থ রাজধর্ম্মানুসারে নিবারণ করিতেছেন, তাহাতে কিরূপে প্রত্যয় হইবে? তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন, অর্থি প্রত্যর্থিরা স্বল্প ব্যয়ে সদ্বিচার লাভে সমর্থ হইবে বলিয়াই নানা প্রকার অনুকূল আইনের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু আমলাদিগের অবৈধ অর্থ গ্রহণ অনিবারিত থাকিলে আইনের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? পরিশেষে আমাদিগের অনুরোধ এই, বিচারকর্ত্তারা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, তাঁহাদিগের আদালতে উল্লিখিত অন্যায় স্রোত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া যদি তাঁহারা জানিতে পারেন অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে অবিলম্বে তন্নিবারণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হউন।

এতদ্দেশীয় জুরি।

সর বার্ণেস পিকক যৎকালে এতদ্দেশীয়দিগকে জুরি দ্বারা বিচারের স্বত্ব ও অধিকার প্রদান করেন, তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিনা চেষ্টায় আমরা স্বাধীন শাসন প্রণালী সুলভ একটী উৎকৃষ্ট ক্ষমতা লাভ করিলাম। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, জুরি মনোনীত করিবার দোষে আমরা উহার ফলভোগী হইতেছি না! জুরি প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকিলে কেবল যে সদ্বিচার লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা থাকে এরূপ নহে, ইহা প্রজাগণের স্বাধীনতার

একটী লক্ষণ। ইংলণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে যে যে রূপে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয় চিন্তা করিলে উহা যে স্বাধীনতার একটী লক্ষণ, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ইংলণ্ডের অধীশ্বর জনের নিকট হইতে তত্রত্য জমীদারেরা যখন বলপূর্ব্বক ম্যাগ্না চর্টা নামে সনন্দ লন, তৎকালে জুরিদ্বারা বিচারপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল। ফ্রান্সের বিপ্লবকালেও তথায় উহা প্রবর্ত্তিত হয়। সমধিক স্বাধীনতা-লাভচেষ্টাই উল্লিখিত সনন্দ গ্রহণ চেষ্টার মূল।

আমাদিগের দেশে জুরি হইবার যোগ্য লোক নাই এরূপ নয়, কেবল মফস্বলের বিচারপতিদিগের দোষে সেই যোগ্য লোক লাভ হই তেছে না। তাঁহাদিগের কার্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, তাঁহারা জুরি প্রথার বিষম বিপক্ষ। এ প্রথাটি মফস্বল হইতে রহিত হয়, তাঁহাদিগের ইহা অনভীষ্ট নয়, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষ হয় না। আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম ২৪ পরগণার কয়েক জন মুদিও জুরির পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আপাততঃ হুগলীর জজ জুরি নিয়োগ বিষয়ে একটী অদ্ভুত ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত জজ যাহাদিগকে জুরি পদে মনোনীত করিতেছেন, তন্মধ্যে মুদি, গোয়ালা প্রভৃতি কোন জাতিরই প্রায় অদর্শন নাই। নূতন জজ প্রত্যেক মকদ্দমায় এক এক দল জুরি নিয়োজিত করেন। সুরতি খেলার রীতিতে জুরি বাচনী হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রথম দিন মনোনীত না হন, তাঁহাদিগকে চারি পাঁচ দিন উপস্থিত থাকিতে হয়। তাঁহাদিগের উপবেশনের স্থান নাই। তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান করাও হয় না। জজের যে মকদ্দমায় যেরূপ নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায় হয়, তিনি জুরিদিগের মত শ্রবণের পূর্ব্বেই তাহা প্রকাশ করেন। তাঁহারা যতক্ষণ মতে মত না দেন, ততক্ষণ তাঁহাদিগের নিষ্কৃতি নাই। কথায় কথায় জরীমানা হইতেছে। এই নিমিত্ত অনেকে জুরি হইতে সম্মত নহেন। কেবল হুগলীতে বলিয়া নয় অনেক স্থলেই এইরূপ ঘটিতেছে। এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? এক কারণ আমাদিগের বুদ্ধি পথে প্রতিভাত হইতেছে। সে এই— সিবিলিয়ান বিচারপতিরা আপনারা সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে চাহেন, তাঁহাদিগের যে মত, তদনুসারে বিচার হয়, ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। জুরিরা সকল সময়ে তাঁহাদিগের মতে মত দেন না। সুতরাং জুরি প্রথা তাঁহাদিগের বিদ্বিষ্ট না হইবে কেন? এই কারণেই বোধ হয়, তাঁহারা সুশিক্ষিত, যোগ্য ও অপক্ষপাতী লোকদিগকে জুরির পদে মনোনীত করিতে অভিলাষী নহেন। অযোগ্য লোক নিয়োগ দ্বারা ক্রমে জুরিপ্রথা সকলের অবজ্ঞাত হইয়া উঠিয়া গেলেই তাঁহাদিগের কণ্টক যায়।

যেরূপে কার্য্য করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে, এক্ষণে তাহা নির্দ্দেশিত হইতেছে। এতদ্দেশসাধারণ্যে জুরিপ্রথা এই নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নূতন বলিয়া আজিও সকলে ইহার মর্ম্ম গ্রহে সমর্থ হন নাই। বিশেষতঃ অনেকের এরূপ স্বভাব আছে, যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বার্থ সম্বন্ধ না থাকে, তাহাতে সানুরাগ প্রবৃত্তি জন্মে না। যখন ইংলণ্ডে জুরি প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখনও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। অতএব যাঁহাদিগের উপরে জুরি নিয়োগের ভার পতিত হইবে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা সুশিক্ষিত, সুবোধ অনুরক্ত ও উৎসাহসম্পন্ন লোক দেখিয়াই তৎপদে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করেন। এবম্বিধ সদ্গুণ সম্পন্ন লোক অধিক মিলা ভার, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু নিয়োগকর্ত্তারা যদি বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করেন, অল্প লোক দ্বারাই অধিক কাজ হইতে পারে। প্রত্যেক মকদ্দমায় কি জন্য নূতন নূতন জুরি নিয়োজিত করা হইতেছে? মফস্বলে এক্ষণে প্রতি মাসে এক এক বার সেসিয়ান বসিতেছে। এক দল জুরি দ্বারা কি এক সেসিয়নের মকদ্দমার বিচার চলে না? প্রত্যেক মকদ্দমায় ৭ জন করিয়া জুরি করিলে এত জুরি কোথায় পাওয়া যাইবে?

পরিশেষে বিশেষ করিয়া আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। বিচারপতিরা যেন কোনরূপে জুরিদিগের অবমাননা না করেন! জুরি প্রথার যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অপূর্ব্ব একটী স্বত্ব লাভ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন জুরির অবমাননা হইলেই ভারতবর্ষের অবমাননা হইবে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, ভারতবর্ষ পুনঃ পুনঃ সে অপমান সহ্য করিবেন না।

পরিত্যক্ত শিশুর আশ্রয় গৃহের আবশ্যকতা।

গত বারে মিথ্যাসাক্ষ্য এই শিরোনাম দিয়া যে প্রস্তাব লিখিত হয়, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়াছেন সন্দেহ নাই এবং আমাদিগের দেশের বিধবাদিগের দুর্দ্দশারও একটী উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ দেশে সতী স্ত্রীর আদর্শ স্বরূপ অনেক বিধবা আছেন, আমরা মুক্ত কণ্ঠে একথা স্বীকার করি, কিন্তু এদেশের বিধবাগণ যে রূপ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের হৃদয়াকাশ যে রূপ গাঢ়তর অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাতে সকলেই যে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সৎ পথ গমনে সমর্থ হইবে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অনেকসংখ্য বিধবা অসতের প্ররোচনায় বিমোহিত ও ইন্দ্রিয় বেগ রোধে অসমর্থ হইয়া অপথে পদার্পণ করিয়া থাকে। তাহারা কেবল যে তাহাদিগের পিতৃ কুলের কলঙ্ক স্বরূপ

...এরূপ নহে, ভ্রূণহত্যা দ্বারা নিজবাস গ্রামটীকেও অপবিত্র ও নিন্দিত করিয়া তুলে।

এই কলঙ্ক ও ভ্রূণহত্যা নিবারণের এক মাত্র সৎ উপায় বিধবা বিবাহ। কিন্তু আমাদিগের প্রাচীন সম্প্রদায় ও প্রাচীন সম্প্রদায়াভিমানী মহামতিরা কুসংস্কার বশতঃ সেই সৎ উপায়ের অবলম্বনে সম্মত নহেন। তাঁহারা এক প্রকার প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, ভ্রূণ হত্যার সহায়তা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইবেন, তথাপি তন্নিবারণ চেষ্টা করিয়া পুণ্য ও যশ অর্জ্জন করিবেন না।

হায়! প্রাচীন সম্প্রদায় কি ভ্রান্ত! তাঁহাদিগের কুসংস্কারের কি প্রাদুর্ভাব! দিন দিন মহাবিপদ যে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিতেছে, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। এত দিন যেরূপ রাজনিয়ম ও সমাজের অবস্থা ছিল, আজিও সেইরূপ আছে, এই ভাবিয়া তাঁহারা উদাসীন হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি একবার সদসদ্বিবেক চক্ষু উন্মীলন করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করেন, দেখিতে পাইবেন, পূর্ব্বকার সমুদায় বিষয়েরই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। সমাজের আর সে অবস্থা নাই; সে রাজনিয়ম নাই; সে বিচার নাই; সে পুলিস নাই; লোকের মনের সে ভাবও নাই। পূর্ব্বে রাজনিয়মগত যে সমস্ত দোষ ছিল, তাহা ক্রমশঃ সংশোধিত হইতেছে; পূর্ব্বে বিচারকর্ত্তারা স্বেচ্ছাধীন ব্যবহার করিতেন, এখন সম্যক রূপে না হউক, তাহার অনেক নিবারণ হইয়াছে; উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে তিরস্কৃত হইতে হইবে, এখন তাঁহাদিগের মনে এরূপ একটী শঙ্কা জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে পুলিস থাকিয়াও ছিল না, পুলিস কর্ম্মচারীরা কুকর্ম্ম নিবারণ চেষ্টা দূরে থাকুক তাহারা সহায়তা করিয়া উহার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছিল, এখন তাহারা অন্য কারণে না হউক, শঙ্কা ক্রমেও হস্ত সঙ্কোচ করিয়াছে। পূর্ব্বে সামাজিক লোকেরা পরস্পর কৃত অন্যায় গোপন চেষ্টা করিয়া তাহার প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিত; এখন অনেকের সেই অন্যায় প্রচার করিয়া দিয়া তন্নিবারণ চেষ্টা জন্মিয়াছে। ফলতঃ এখন কাহার ভ্রূণ হত্যা করিয়া অমনি অমনি পার পাইবার তাদৃশ সম্ভাবনা নাই। প্রতিবাসীরা সকলে এখন আর তাহা গোপনে রাখিতে চান না। যে নূতনবিধ পুলিস হইবার কথা হইতেছে, তাহা হইলেত আরও বিভ্রাট; কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান ক্ষণেই তাহা প্রকাশ হইয়া কুকর্ম্মকারী বন্দী হইবে। এই সকল উপদ্রব প্রাচীন সম্প্রদায়ের চতুর্দ্দিক রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা ভ্রান্তি জালে আচ্ছন্ন আছেন বলিয়া তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের হস্তগত ভ্রূণ হত্যা নিবারণের যে উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাঁহারা ত তাহার অনুসরণে উন্মুখ হইতেছেন না, কত দিনে যে তাঁহারা তদনুসরণে ব্যগ্র হইবেন, তাহারও নিশ্চয় নাই। তত দিন ভ্রূণ হত্যার স্রোত অনিরুদ্ধ হইয়া কি প্রবাহিত থাকিবে? গবর্ণমেণ্ট যে আইন করিয়াছেন, তত দিন তাহাই কি তন্নিবারণে পর্য্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে? গবর্ণমেণ্ট ভ্রূণহত্যা নিবারণের কঠোর আইন করিয়াছেন যথার্থ বটে কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, যেমন দণ্ড ভয় আছে, তেমন একটী বলবান সামাজিক ভয়ও আছে। বিধবার গর্ভ প্রকাশ হইলে একঘরে হইতে হইবে, এভয়টী সামান্য ভয় নয়। এ ভয় সত্ত্বে কেবল দণ্ড ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে ভ্রূণ হত্যার সম্যক নিবারণ হইবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

অতএব এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই, যাবৎ বিধবা বিবাহ প্রচলিত না হয়, তাবৎ ভ্রূণ হত্যা নিবারণের আর একটী যে উপায় আছে, রাজপুরুষেরা তাহা অবলম্বন করেন। সে উপায় এই—পরিত্যক্ত শিশুর আশ্রয় গৃহ নির্ম্মাণ। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থলে স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে ও স্বয়ম্বরা হইয়া বিবাহের নিয়ম থাকাতে অনেকস্থলে বিবাহের পূর্ব্বে অনেক স্ত্রীলোকের গর্ভ হয়; সমাজিক ভয় হেতু অনেকস্থলে গোপনে সেই গর্ভ নিঃসারণের প্রয়োজনও হইয়া থাকে, সেই কারণে তত্তৎস্থানে পরিত্যক্ত শিশুর আশ্রয় গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে উক্ত গৃহ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলে সমাজের নিকৃষ্টতা ও ধর্ম্মনীতি ভ্রংশের পরিচয় এবং প্রকারান্তরে অসৎ ক্রিয়ায় উৎসাহ দান করা হয় বটে কিন্তু যাবৎ ভ্রূণহত্যা নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারিত না হইতেছে তাবৎ অগত্যা উহার অবলম্বন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, ক্রমে ক্রমে নিম্নলিখিত নূতন পত্রিকা ও পুস্তক গুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। অবকাশরঞ্জিকা। এ খানি মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক। ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। মূল্য ।০ আনা।

উক্ত পত্রিকার ভূমিকার একস্থলে লিখিত হইয়াছে "নানা রসাত্মক পদ্যময় মালা, বিবিধ বিষয়িণী কবিতা মালা, তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশ রঞ্জিকার এক মাত্র উদ্দেশ্য।"

অবকাশ রঞ্জিকার প্রথম সংখ্যা দর্শন করিয়াই আমাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল, সম্পাদক যদি শিথিলযত্ন ও উপেক্ষমাণ না হন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। অবকাশ রঞ্জিকা কেবল নামতঃ নয় অর্থত ও লোকের অবকাশরঞ্জিকা হইবে সন্দেহ নাই। এই পত্রিকা-

র অনেক গুলি পদ্য প্রচারিত দৃষ্ট হইল। তৎপাঠে আমাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, হরিশ বাবুর নৈসর্গিক কবিত্ব শক্তি আছে। আপাততঃ যে সমস্ত দোষ লক্ষিত হইল, তাহা ক্রমে সংশোধিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা আছে। একবিধ পদ্যের অনুসরণ করিলে পাছে পাঠকগণের বিরক্তি জন্মে, এই ভাবিয়া সম্পাদক স্থানে স্থানে ইংরাজি রীতির অনুসারী হইয়া পদ্যের নূতনত্ব বিধান করিয়াছেন। কৌতুককথাগুলিও হৃদয়পরিতোষকারিণী হইয়াছে।

২। কর্ম্মদেবী। ইহা একখানি পদ্যগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাতে রাজস্থানীয় এক সতী স্ত্রীর চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। ইহা পদ্মিনী উপাখ্যানের সহোদর। ইহার জনয়িতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত অধিকতর প্রয়াস পাইতে হয় না। তিনি এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি।

কর্ম্ম দেবীর কবিতা গুলি পাঠ করিয়া যে সময়ে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও ভাবুকতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল, তৎসমকালেই বোধ হইতে লাগিল, কবিতাগুলি রঙ্গলাল বাবুর লেখনী হইতে অনর্গল বিনির্গত হয় নাই। ইহার প্রণয়নার্থ তাঁহাকে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। এই গ্রন্থে আর একটী দোষ লক্ষিত হইল। কবি অনেক অংশে ভারতচন্দ্র প্রভৃতির অনুকরণ করিয়াছেন। অনেক গুলি কবিতায় গদ্যগন্ধও কহিতেছে। যাহা হউক, আমরা এই গ্রন্থের গুণ বর্ণন বিষয়ে পাঠকগণকে সংক্ষেপে কহিতেছি, আমরা ইহা পাঠ করিয়া অসন্তুষ্ট হই নাই এবং পরিশ্রমও বিফল বোধ করি নাই।

৩। ইতিবৃত্তসার। ইহা মার্সমান সাহেবের কৃত ব্রিফ সর্ব্বে হিষ্টরির অনুবাদ। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক বাবু রামকমল ভট্টাচার্য্যের উৎসাহদানে সংস্কৃত কালেজের কয়েক জন সুশিক্ষিত ছাত্র প্রথমে ইহার অনুবাদ আরম্ভ করেন, কিন্তু রামকমলের মৃত্যু হওয়াতে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য বন্ধ থাকে। শেষে ঐ সংস্কৃত কালেজের অন্যতর সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র ঘোষ ইহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ইহা ইংরজী গ্রন্থের অনুবাদ, নূতন গ্রন্থ নয়, অতএব ইহার গুণ দোষ বিষয়ে আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই। ইহার গুণ পক্ষে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, ইহার রচনা সরল ও বাঙ্গালার রীতি বিশুদ্ধ হইয়াছে।

৪। শিশুপালন দ্বিতীয়ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব ইহার সংগ্রহকর্ত্তা। শিবচন্দ্র বাবু ভূমিকার মধ্যে লিখিয়াছেন "এই পুস্তকের প্রথম তিন অধ্যায় ডাক্তর এণ্ড্রু কোম সাহেবের উল্লিখিত গ্রন্থ (ফিজিওলজিকেল এণ্ড মরেল মেনেজমেন্ট আব ইন্‌ফেন্সি) হইতে, চতুর্থ অধ্যায় পেষ্টালোজাইয়ের শিশুশিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা হইতে এবং শেষ দুই অধ্যায় চেম্বর্সের ইন্‌ফেন্ট ট্রীটমেন্ট নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।" আমরা উপরে ইতিবৃত্তসারের বিষয়ে যে বক্তব্য ব্যক্ত করিলাম, ইহার গুণ দোষ বিষয়েও সেই বক্তব্য, নূতন কিছু নাই। ইহার উপদেশানুসারে বালকগণ সুশিক্ষিত হইলে হিন্দুসমাজের মহোপকার লাভের সম্ভাবনা। বাল্যকালে যথারীতি শিক্ষা হয় না বলিয়াই বঙ্গভূমি কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যে উপকার লাভের প্রত্যাশা করেন, তাহা পূর্ণ হইতেছে না।

৫। শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান। ইহা অগ্নিবেশ, ধন্বন্তরি, চক্রপাণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের কৃত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা চিকিৎসা শাস্ত্রের যে কত দূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এতৎপাঠ দ্বারা তাহা স্পষ্ট জানা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের মতে এগ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত না হইলেই ভাল হইত। সকল বিষয়েই প্রাচীন কালের মতের সহিত ইদানীন্তন মতের বহু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ইদানীন্তন মত যে সমধিক বিশুদ্ধ, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এতৎ প্রচার দ্বারা এই একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, অনেকে ইহা বিশুদ্ধ মত বলিয়া ইহার অনুসারী কার্য্যের আচরণ করিতে পারেন। বিশেষতঃ ইহার স্থানে স্থানে যেরূপ বিরুদ্ধ মত ও বাক্য সকল বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে এতৎ প্রচারানুমতি যেন ক্রমেই ন্যায়সিদ্ধ হইতেছে না। এই গ্রন্থের উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি দর্শন করিলেই আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"দীর্ঘ কালাবধিই আমাদের এই সংস্কার আছে, স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম ভিন্ন গর্ভোৎপত্তি হয় না, কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, পরস্পর নারীদ্বয়ের সঙ্গম হইলেও একতরার শুক্র ত্যাগ হইয়া অন্যতরার গর্ভোৎপাদন অর্থাৎ সেই গর্ভে রক্ত মাংস ময় পিণ্ডাকার পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং ঋতু স্নাতা কোন যুবতী স্বপ্নেতে মৈথুন প্রাপ্ত হইলে তাহার আর্ত্তবরক্ত সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণ করিয়া কুক্ষিতে গর্ভ করে।"

৬। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিমগিরি হইতে আসিয়া ব্রাহ্ম সমাজে যে কয়েকটী বক্তৃতা করেন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

৭। যশোহরের শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার নাথের সংগৃহীত বাক্যাবলি। ইহাতে প্রথম ইংরাজী শব্দ লিখিত হইয়াছে। তাহার পর তাহার বাঙ্গলা অর্থ আছে।

৮। রণিহকপুর ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা। ১৩ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবারের সমাজে উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি উত্তম হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

৩০এ আষাঢ় সোমবার।

ইংলিসমান স্মরণ করিয়াছেন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনকাল সন্নিহিত হওয়াতে গবর্ণর জেনরল জানুয়ারি মাসের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে পারিতেছেন না। ইতিমধ্যে তিনি একবার কেনিঙ্গ বন্দরে যাইতে পারেন। তথায় ভদ্রতা কর্ম্মেদিগের কতক আহ্লাদ বর্দ্ধিবার সম্ভাবনা।

উক্ত পত্রসম্পাদক জিলঙ্গ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন তরুণ রাজা চীনদেশে সেনা সংগ্রহ করিয়া স্বীয় রাজ্য পুনরধিকার করিতে আসিতেছেন। নূতন রাজাও অনেক সেনা সং-

গ্রহ করিয়াছেন। সন্দেহ করা হইতেছে, জঙ্গ বাহাদুর গোপনে শেষোক্ত রাজার সাহায্য দান করিতেছেন। ভারতবর্ষের দিকে নেপালের রাজত্ব বৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে, অতএব অন্য দিকে তাঁহার লোভ দৃষ্টিপাতের অসম্ভাবনা নাই।

উক্ত পত্রের একারাবের সংবাদদাতা বলেন সম্প্রতি তথায় একখানি জাহাজ জলমগ্ন হয়। খালাসীরা অতি কষ্টে মাস্তুলের দড়ি ধরিয়া রক্ষা পাইয়াছিল। কয়েকজন সাহসী নাবিক এক ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে।

কলিকাতার বলণ্টিয়র সেনাদলের চড়কীর পিঠ হইয়াছে, শীতকাল সন্নিহিত হইতেছে, তাঁহারাও অস্থির হইতেছেন। গত শুক্রবারে এক সভা হইয়া বলণ্টিয়রদিগের পরিধেয় বস্ত্রাদির বিষয় স্থির হইয়াছে। চারলস নেফু কোম্পানি প্রতি বৎসর ৫০০ টাকার এক পাত্র দিবেন। বলণ্টিয়রদিগের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম বন্দুক ছাড়িতে পারিবেন, তিনিই তাহা পাইবেন। পুরস্কারই দাও আর যাহাই কর, গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই বলণ্টিয়রদিগের আগ্রহ গলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

অদ্য কলিকাতার আরব্ধ বৃহৎ পয়ঃপ্রণালীর (ড্রেণের) নিকটবর্তি এক বাটীর দেয়াল পড়িয়া এক জন মজুর গুরুতররূপে আহত ও অপর এক জন হত হইয়াছে। ইহা ত সামান্য কথা, উক্ত পয়ঃপ্রণালীতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে, এই রূপ অনেক ফল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ফিনিক শ্রবণ করিয়াছেন সর বার্ণেস পিকক প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিদিগের নিয়োগ ও স্থানান্তরকরণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার চেষ্টায় আছেন। এজন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। এত লোভ কেন?

ফিনিকের ভাগলপুরের সংবাদদাতা বলেন গবর্ণর জেনরল তত্রত্য যাবতীয় বিদ্যালয় দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজে বালকদিগের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। লার্ড এলগিন সর চার্লস উডের বিদ্যা বিষয়ক দানবন্ধের প্রতিবাদ করিতে কি সাহসী হইবেন?

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া পত্র বলেন, তত্রত্য ২ গণিত অশ্বারোহী সেনাদলের সৈনিকেরা ম্যাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সহায়তার জন্য ৪০০ টাকা প্রদান করিয়াছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট কন্ট্রাক্ট বিলের প্রসঙ্গ করিয়া বলেন গবর্ণর জেনরল নিজে এই বিলের প্রতিবাদী, সর চারলস উড ও মহাসভার ত কথাই নাই। তভিন্ন লার্ড সাপ্টস্‌বরি, ব্রাইট ও কিনার্ড সাহেব প্রভৃতি এক সভা করিয়া বহুবিধ অত্যাচারের মূল ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইতে না পারে চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্যেই বুঝি শ্রীবৃদ্ধিকারীরা "ভারতবর্ষে ভারতবর্ষ শাসনের" ধূয়া ধরিয়াছেন।

"ইংরাজদিগের অধীনে আমাদিগের লাভ ও অলাভ" এই শিরোনাম দিয়া ইণ্ডিয়ান মিরর এক উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছেন। যাবতীয় সংবাদ পত্র এপ্রকার ভাবে লিখিত হইলে বিশেষ সুখের হয়।

১লা আশ্বিন মঙ্গলবার।

বোম্বাই বাষ্পীয় কোম্পানির অধ্যক্ষদিগের ধূর্ততার কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহার হস্তে কয়লার ভার ছিল, তিনি এক কয়লা দুই বার কোম্পানির নামে জমা দিয়া টাকা লইয়াছেন। তত্ত্বাবধায়ক কোম্পানির টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের অংশ নিজে ক্রয় করিয়া লাভ আপনি লইয়াছেন ক্ষতির বেলা তাহা কোম্পানির নামে খরচ লিখিয়াছেন। আর্দেশর চিনয় নামক এক জন পারসী অংশী এই সকল ধূর্ততা বাহির করিয়াছেন। এই কোম্পানি উঠিয়া যাইতেছে, একণে এই প্রশ্ন হইতেছে ধূর্ত অধ্যক্ষ দিগের নামে ফৌজদারিতে নালীশ হইবে কি না? ধূর্তেরা এই রূপ প্রতারণা করিয়া সাধু ব্যক্তিদিগের অন্নে হন্তা হইতেছে।

দিল্লী গেজেট বলেন আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ সম্প্রতি কয়েক জন দূত প্রেরণ করিয়া সুলতান জানকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু সুলতান তাহা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। আমীরের শিবিরে খাদ্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কয়েক জন আফগান দূত পারস্য দেশে যাইতেছেন।

উক্ত পত্রের সিমলাস্থিত সংবাদ দাতা বলেন কয়েকদিবসাবধি তথায় অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। তন্নিবন্ধন অনেকের জ্বর হইতেছে। এবার প্রায় সর্বত্রই বৃষ্টি অধিক।

পুনা অবজার্বার একটি শিশু হত্যার বিষয় লিখিয়াছেন। মালিজাতীয় এক ব্যক্তি অলঙ্কারের লোভে একটি বালকের প্রাণবধ করিয়া ধৃত হইয়াছে, অলঙ্কারের জন্য শিশুবধ করা সর্বদাই দেখা যাইতেছে।

ফিসার নামক যে দেউলিয়া ব্যক্তি প্রধানতম বিচারালয়ে ডগলাসের নামে যে দোষারোপ করেন, তাহা সপ্রমাণ হয় নাই। এক বিষয়ে সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস ডগলাসকে ভৎসনা ও সতর্ক করিয়াছেন।

বৈকদেব নামক এক জন পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ বিস্তর টাকা রাখিয়া মস্কাউ নগরে প্রাণত্যাগ করেন। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যথার্থ উত্তরাধিকারীকে অনুসন্ধান করিতেছেন। ইতিমধ্যে রুশীয়ার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মৃত ব্রাহ্মণের অনেক বহুমূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াছেন। রুশীয়ার সম্ভ্রান্ত লোকেরা উত্তম পরিচ্ছদ বিশিষ্ট ধাঙ্গড় মাত্র।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম পাণ্ডুয়ায় অতিশয় মারীভয় হইয়াছে।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, জমীদারদিগের নিকটে ইনকমটাক্স গ্রহণ করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষীয় সভা মহাসভায় এই করের বিরুদ্ধে আবেদন করিবার সময়ে এই তর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু যুক্তি অনুসারে ইহা অমূলক। ভূমির করই বৃদ্ধি হইবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এমত কিছুই বলা হয় নাই যে জমীদারেরা সর্বপ্রকার কর হইতে মুক্ত হইবেন।

উক্ত পত্র এতদ্দেশীয় দাইদিগের অনভিজ্ঞতার আক্ষেপ করিয়াছেন। যত দিন চিকিৎসক মাত্রের অনুমতি পত্র লইবার প্রথা না হইবে তত দিন আমরা এই অজ্ঞতার শোচনীয় ফল দর্শন করিব।

পরিদর্শক বলেন চুঁচুড়ায় এক ব্যক্তি পত্নী বিয়োগ সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। সে দিবস আমরা দিল্লীগেজেটে পাঠ করিলাম একজন সিপাহী ওলাউঠার ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে। নির্বোধদিগের মনের কি গতি!

২রা আশ্বিন বুধবার।

ইংলণ্ডীয় মহাসভার এক জন সভ্য জাল করিয়া ধৃত হইয়াছেন। ওকথা বলিলেই বা কি হইবে, সর মর্ড ক্লই ওয়েলস একণে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন!

এবার রঙ্গপুরের তমাকের বড় ক্ষতি হইয়াছে। বারাসতের হিংলি তমাকের কৃষকেরাও ভীত হইয়াছে। অধিক বৃষ্টি এই ক্ষতির কারণ।

লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর পূর্ব্ববাঙ্গলায় বড় যশোলাভ করিতে পারেন নাই, না পারিবার ত কথাই আছে, কখন দুই কুল রক্ষা হয় না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডীয় ব্যয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সমুদায় ভারতবর্ষ এক বাক্য হইয়া কবে এই অপব্যয় নিবারণে যত্নবান হইবেন?

উক্তপত্র বলেন পে মাষ্টর স্মালিসের তচ্ছ্রূপ দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে তাঁহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে।

পুনা অবজারবর বলেন জিজুরি নামক এক গ্রামে দুই ভাই বাস করিত। এক জন অতি দরিদ্র অপর কিঞ্চিৎ সঙ্গতিমান্ ছিল। দরিদ্র ভ্রাতা এক দিবস তাহার ভ্রাতার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ শস্য আনয়ন করে, কিন্তু তাহার ভ্রাতৃবধূ তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাহা কিরাইয়া লইয়া আইসে। উক্ত ব্যক্তির সে দিবস কিছুই খাইবার ছিল না। অতএব এই নিষ্ঠুরতায় অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া সে বন হইতে এক প্রকার বিষাক্ত লতা আনিয়া তাহা নিজে পান করিয়া আপনার স্ত্রী ও দুই পুত্রকে দিয়া সকলে প্রাণত্যাগ করিল। অপর ভ্রাতা কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া এই ব্যাপার দর্শনে শোকার্ত্ত হইয়া সেই বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। যে স্ত্রীলোকের দোষে এই কয়েকটা প্রাণী প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে। সম্বাদটী যদি সত্য হয় অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। ইহা মূর্খতার একটী ফল।

ইংলিসম্যান হায়দরাবাদ হইতে সম্বাদ পাইয়া লিখিয়াছেন। আপদার উলমুলক নামক একব্যক্তি বিবি মরে নাম্নী এক জন ঔষধ বিক্রয় কারিণী স্ত্রীর সহিত যোগ করিয়া বিবি ডেবিডসনের নামে কয়েক খানি জাল পত্র করিয়া ও এক লক্ষ টাকার এক জাল হুণ্ডি ভাঙাইয়া ধৃত হইয়াছে। বিবি ডেবিডসন মৃত কর্ণেল ডেবিডসনের স্ত্রী, তিনি এবিষয়ের কিছু জানেন না। এই ব্যক্তি ও বিবি মরের অদ্যাপিও বিচার হয় নাই।

বাঙ্গালী পত্র বলেন প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষে আগমন করিবেন না।

বাঙ্গালিপত্রের অদ্ভুত মত এবং নিন্দা ও গালিপ্রিয়তা দেখিয়া প্রথমাবধিই এই পত্রের প্রতি আমাদিগের ভক্তির অপচয় হয় কিন্তু তৎকালে আমরা মনে করিয়াছিলাম, ইহা ক্রমে শুধরিয়া উঠিবেক। একণে দিন দিন আমাদিগের সে আশা অলীক হইতেছে। উক্ত পত্র চেষ্টার আছেন হিন্দু পেট্রিয়টের যশোহানি ও ক্ষমতা নষ্ট করিয়া আপনি প্রধান হইয়া উঠিবেন, কিন্তু সে তাঁহার দুরাশা, তাহাতে এই মাত্র ফল লাভ হইবে, হিন্দুপেট্রিয়ট হিন্দুজাতির প্রতিনিধি স্বরূপ, তাঁহার নিন্দা করিয়া তিনি হিন্দু জাতির শুভদ্বেষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

ঢাকা নিউস বড় আহ্লাদিত হইয়াছেন। লেপ্টনন্ট গবর্ণর ঢাকার এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক দিগকে যথোচিত সম্মান করেন নাই। বীডন সাহেব গণিমিয়ার গাড়ি না লইয়া এক জন নীলকরের গাড়ি লওয়াতে তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন "ভারতবর্ষীয় সভা সতর্ক হউন"। উক্ত সম্পাদক এত বুঝিতে পারেন। অধিকারীরা আজিও ইহাকে আপনাদিগের পালের গোদা করিলেন না, বড় দুঃখের বিষয়!

উক্তপত্র বলেন কাছাড়ে কয়েক জন দুশ্চেষ্টিত ব্যক্তি এক জন চা-করের কবর হইতে তাঁহার মৃত দেহ বাহির করিয়াছে। গবর্ণমেন্ট এই সকল ব্যক্তিকে ধৃত করিবার জন্য ১০০ ও এক জন চা-কর ২০০ টাকা দিবেন ঘোষণা করিয়াছেন। ঢাকা নিউস এই উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে গালি দিয়াছেন। এই বারে ঢাকা নিউসের গ্রাহক বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। ইংলিসম্যান ও হরকরা এইরূপে গ্রাহক বৃদ্ধি করিয়াছেন!

৩ রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

গত বর্ষে সিংহল দ্বীপে ৭৮,১৭,৯৭০ টাকা আয় হইয়াছে। ব্যয় বাদে ১১,৬৭৩৭০ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। তত্রত্য গবর্ণমেন্ট সাধারণ কার্য্যে অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন। সিংহল দ্বীপ ভারতবর্ষের আদর্শ স্বরূপ।

নেপালস্থিত অনেক ইংরাজ আফিসর বাড়ি ডাকে বহুমূল্য দ্রব্য পাঠাইয়া দেন তন্নিবন্ধন তত্রত্য গবর্ণমেন্টের শুল্কের হানি হওয়াতে রেসিডেন্টের নিকটে সে বিষয় জানান হয়। তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন আফিসরদিগের [illegible] দ্রব্য পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে তাহা [illegible] কেন্দ্রলের শুল্ক আদায় কারী কর্ম্ম চারিকে দেখাইতে হইবে।

রণবীর সিংহের অত্যাচার কিসে নিবারিত হইবে? তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, শীতকালে ইংরাজ ভ্রমণকারিরা তাঁহার রাজ্যে থাকিতে পারিবেন না। সেই সময়ে প্রজারা শস্য কাটিয়া থাকে, সেই সময়েই তাঁহার অত্যাচার করিবার সময়, ভ্রমণকারিরা পাছে ইহা জানিতে পারে, এই নিমিত্ত তিনি ঐ রূপ আজ্ঞা করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে একটি নাট্যশালা করিবার জন্য ৩৬০০ টাকা মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। কলিকাতায়ও একটি ইউরোপীয় নাট্যশালা হইতেছে। আমরা কেবল দেখিতে ও শুনিতে আছি।

জয়ন্তিয়ার বিদ্রোহিদিগকে ক্ষমা করিবার ঘোষণা করা হইয়াছে। দুই জন রাজাকে তাহাদিগের নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছে। ওদিকে বিদ্রোহিদিগের পরস্পর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত অতএব তাহাদিগের অস্ত্র ত্যাগ করা অসম্ভাবিত নহে।

১লা অক্টোবর গবর্ণর জেনরল রেঙ্গুণ, মুলমিন ও ব্রেয়ারপুরে [illegible] গমন করিবেন। তিনি একমাসের অধিক কাল রাজধানীতে অনুপস্থিত থাকিবেন না।

এবৎসর ৯০ জন সিবিলিয়ান এদেশে আসিতেছেন। ইহাদিগের বয়স ১৯। ২০ ও ২১ বৎসরের অধিক নয়।

শীকদিগের গুরু বিক্রমান সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৪৫ অব্দে শীক দিগের সহিত কোম্পানির যুদ্ধ হয়। বিক্রমান সিংহ সবিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যুদ্ধের পর তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পেন্সন

দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার সদ্যঃপ্রসূত কন্যাদিগকে বধ করিতেন। সর জন লরেন্স তাহা নিষেধ করাতে তিনি দার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যৌবন কালে তিনি স্বীয় সহোদরকে বধ করেন। সেই পাপক্ষালন করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ এক গণ্ডারের বিষ্ঠায় হস্ত ধৌত করিতেন। তাঁহার দুর্গ ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে ঐ গণ্ডার আনা হয়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এক ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইয়াছে। বেলগ্রামের এক জন উকীল তাঁহার দুইজন মক্কেলের নামে এই বলিয়া নালীশ করেন যে তাঁহারা তাঁহার বেতন দেন নাই। বিচারপতি মেজর জেমসন উক্ত দুই ব্যক্তিকে বিনা বিচারে হাতকড়ি ও বেড়ি দিয়া এক অন্ধকার ঘরে লুকাইয়া রাখেন। আর তাঁহাদিগের গাত্রে যে ৫০.০০০ টাকার অলঙ্কার প্রভৃতি ছিল তাহা ও এই "সাহসীযোদ্ধা" আত্মসাৎ করেন তাঁহারা বিনা কারণে রুদ্ধ হইয়াছিলেন এই নালীশ করাতে মেজর ৫০,০০০ টাকা দিয়া বিস্তর বিনয় করিয়া রাজিনামা করাইয়াছেন। এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতেছে সর বার্টল ফ্রিয়ার এই দুর্ব্বৃত্ত কর্ম্মচারীর কার্য্যের প্রতি মনোযোগী হইবেন কিনা? এই সকল অত্যাচারের জন্য আমরা সৈনিকদিগের হস্তে বিচারের ভার দিবার বিষয়ে এত প্রতিবাদী।

রেবিনিউ বোর্ড কমিসনরদিগকে পতিত ভূমির মূল্য নিরূপণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল ভূমি বিক্রয়ের যে নিয়মাবলি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ও তদ্বিষয়ে আমাদিগের যে বক্তব্য আছে তাহা আগামিতে প্রকাশিত হইবে।

সদর আদালত আজ্ঞা করিয়াছেন যে সকল কালেক্টর অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের সম্পত্তির রক্ষক, তাঁহাদিগের অমনোযোগে যদি তাহাদিগের ক্ষতি হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দায়ী হইতে হইবে। উত্তম আজ্ঞা হইয়াছে, আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি বালকদিগের জমীদারি প্রায়ই নীলকরদিগকে ইজারা দিয়া তাহা নষ্ট করা হয়।

মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সহায়তার জন্য কলিকাতায় ৯০,০০০, বোম্বাইয়ে ৭০,০০০ ও মান্দ্রাজে ১০,৩২০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সর বার্টল ফ্রিয়ার বোম্বাইয়ে এবিষয়ে একটি সভা করিবেন। আমেরিকার যুদ্ধে বোম্বাইয়ের বণিকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ করিয়াছেন, এক জন পারসী বণিক এক বৎসরের মধ্যে ৮০ লক্ষ টাকা লাভ করেন। ইঁহাদিগের অধিক টাকা দেওয়াইকর্ত্তব্য।

জুলাইয়ের শেষে গবর্ণমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে নিম্নলিখিত টাকা জমা ছিল,

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের	৫,৮৪,৮৫,১০৪
বঙ্গদেশীয় ঐ	১,৯৯,১৯,৩৬৫
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের	৩,২৭২১,০৭০
পঞ্জাবের	১,৩৩.১২ ৩৭৮
বোম্বাইয়ের	৬.৩০০২.৯১৮
মধ্যে ভারতবর্ষের	৬০.০৫,৮৭৬
দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি	১৯,২৭,৪৮৪
মান্দ্রাজ	২,৯১,৪৫,১১৪
মোট টাকা	১৯,৪৫.১৯,৩৪৯

এত জমা টাকা আর কখন হয় নাই।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন অমৃতসরের ৬০ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পঞ্জাবের গবর্ণমেন্টের নিকটে এই বলিয়া আবেদন করিয়াছেন উক্ত সহর অবধি শতদ্রু নদীর তটস্থিত ফিরোজপুর পর্য্যন্ত একটি খাল খনন করা আবশ্যক, ইহা হইলে অমৃতসর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যস্থান হয়।

১৬এ সেপ্টেম্বর অবধি ২১এ আক্টবর পর্য্যন্ত প্রধানতম ও অন্য অন্য দেওয়ানী বিচারালয় বন্ধ থাকিবে।

হিলস পত্র বলেন দেরাদুনের অনেক জমীদার ২০ বৎসরের কর পূর্ব্বে দিয়া জমীদারি নিষ্কর করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

মিড সাহেবের স্ত্রীর জন্য ২০,০০০ টাকার অধিক চাঁদা হইয়াছে। না হবে কেন! মীড বাঙ্গালি ছিলেন না। হরিশ সমাজ গৃহ ও দ্যাপিও আরম্ভ হইল না।

আলিপুরের বেলবিডিয়ার বাটীর সংস্কার হইতেছে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কিয়দ্দিবস ভগলপুরে অবস্থিতি করিবেন।

এবৎসর সিবিল ইঞ্জিনিয়রিঙ্ কালেজ হইতে এগার জন কৃতবিদ্য ছাত্র বাহির হইয়াছেন। তিন জন সহকারী ইঞ্জিনিয়র ও ৮ জন সহকারী ওবরসিয়ার হইয়াছেন। সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে দুইজন পূর্ব্বে বি.এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন সহকারী ওবরসিয়ারের উপরিস্থ যাবতীয় কর্ম্মচারির পবলিক ওয়ার্ক ডিপাটমেন্টের আইন ক্রয় করিতে হইবে।

"ইণ্ডিয়ান জুরিষ্ট" নামক এক খানি নূতন পাক্ষিক আইন সংক্রান্ত পত্র বাহির হইয়াছে। প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারের রতান্ত ইহাতে থাকিবে। মফস্বলের বিচারপতিরা এইপুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করুন।

এক জন ফিনিক্সে লিখিয়াছেন মিলেটারি কণ্ট্রলার আফিসের রেজিষ্টর তাঁহাকে তাঁহারা ৫০ টাকা বেতনের কেবল ৩৫ টাকা মাত্র দিয়াছেন। আমরা উক্ত রেজিষ্টরের নামে সর্ব্বদা নালীশ শুনিতেছি, তাঁহার চরিত্রের বিষয়ে কিজন্য অনুসন্ধান না করা হয়?

উক্ত পত্র বলেন নূতন পুলিষ হওয়াতে শীঘ্র ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্ত হইতে পুলিষের ক্ষমতা লওয়া হইবে। যাবতীয় মাজিষ্ট্রেটের হস্ত হইতে এই ক্ষমতা লওয়া কর্ত্তব্য।

আয়ারলণ্ডের প্রধান বিচারপতি বারণ ডি সি সম্প্রতি এক জমীদারের হত্যাকারীর বিচারের সময় বলিয়াছেন "সকল দেশে ভয়ানক পাপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় বটে কিন্তু এইদেশে (আয়রলণ্ডে) সর্ব্বসাধারণ হত্যাকারীর সহায়তা করেন, আয়ারলণ্ডে কৃষকেরা সর্ব্বদা জমীদার দিগকে বধ করে. তথাপি তথায় একের দোষে পল্লিগ্রামের দণ্ড দিবার আইন করিবার প্রস্তাব হয় না।

৫ঠা আশ্বিন শুক্রবার।

ভুপালে কতকগুলি বিদ্রোহী চতুঃপার্শ্বস্থিত গ্রাম লুঠ করিতেছে। ইহারা কবে নির্ম্মূল হইবে?

পাতিয়ালায় ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে

গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা করিয়াছেন, কোন আফিসর দেউলিয়া হইলে যদি তাহার তুষ্টিকর কারণ প্রদর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি কেবল সৈনিকবেতন ভিন্ন অন্য কোন বেতন পাইবেন না।

বোম্বাইয়ের এক খানি পত্রে দৃষ্ট হইল ডাক্তর মেইন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদ ত্যাগ করেন নাই। তিনি অক্টোবর মাসে নেইলে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

কলিকাতার ড্রেণে ভয়ানক অপব্যয় হ

য়াতে ভারতবর্ষীয় সভা তাহার প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেন্টে এক আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার নিমিত্ত কমিসনর নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। সভা আরও বলেন এই ব্যয় কলিকাতার মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে না দিয়া সাধারণ রাজস্ব হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। জাকসন সাহেব নীল প্রধান প্রদেশে যে অন্যায় কর বৃদ্ধির অনুমতি দিয়াছেন, তাহার বিষয় ও কুলির দুরবস্থার বিষয়ে অদ্যাপিও কেহ প্রতিবাদ করিলেন না, ইহাতে আমরা ভাবিয়াছিলাম ভারতবর্ষীয় সভা বদ্ধ হইয়াছে। এই আবেদন দেখিয়া সভা আছে, ভরসা হইল।

ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মর বাঙ্গালী জাতির শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা বিষয় প্রসঙ্গ করিয়া আক্ষেপ করিয়া এদেশীয়দিগকে বলণ্টিয়র দলে প্রবেশ করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। এদেশীয়দিগের যদি স্বতন্ত্র বলণ্টিয়র দল হয়, তবেই ভাল হউক, ইহাঁরা যে ইউরোপীয়দলে প্রবেশ করিবেন এরূপ বোধ হয় না। ইউরোপীয়েরা যে কথায় কথায় এদেশীয়দিগকে অপমান করে।

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বিদ্রোহীরা পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের চারিটি ক্ষুদ্র দুর্গ ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে। একজন নূতন করাশী রণতরির অধ্যক্ষ আসিতেছেন। পিকিনস্থিত করাশী দূত সাইবিরিয়া হইয়া ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

বণিক সম্প্রদায় গবর্ণর জেনরলের নিকটে এই আবেদন করিয়াছেন যে তিনি পবলিক ওয়ার্ক সংক্রান্ত অনুমত সমুদায় টাকা দিবার আজ্ঞা করেন। ভারতবর্ষীয় সভা শিক্ষা সংক্রান্ত দান বন্ধের প্রতিবাদ করিয়া আবেদন না করেন কেন? এদেশীয়দিগের আলস্য রোগ কি উক্ত সভাকেও চাপিয়াছে?

ইংলিসমান বলেন, যোধপুরের রাজা তত্রত্য রেসিডেন্টকে জুতা লইয়া সভা প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। এদেশীয়েরাও কেন এই সময় প্রতিজ্ঞা করিতেছেন না যে জুতা লইয়া যে স্থানে যাইতে না পাইবেন সেখানে যাইবেন না।

উক্ত পত্র আরও বলেন গবর্ণমেন্ট এরূপ আজ্ঞা করিবেন এতদ্দেশীয় কোন রাজা অধিক লোক জন লইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সীমায় আসিতে পারিবেন না।

হরকরা লিখিয়াছেন লার্ড এলগিন এই অস্বাস্থ্যকর বর্ষাকালে বেহার বন্দর না যাইয়া আপাততঃ মাল্রাজে যাইবেন।

বেলগ্রাম ও ধারওয়ারের মধ্যে টেলিগ্রাফ বন্ধ হওয়াতে এবার ইউরোপীয় সমাচার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে।

জোসেফ রবার্টসন দুই জন মুসলমান ভৃত্যকে বেতন না দিয়া ছাড়াইয়া দেন। তাহারা বেতন লইতে আসিবাতে সাহেবের সহিত তাহাদিগের বিবাদ হয়। তিনি তাহাদিগকে তরিমিত্ত বাটীর ভিতর আসিতে বলেন। কিন্তু তাহারা প্রহারের ভয়ে তাহা না করাতে সাহেব তাহাদিগের নামে পুলিসে নালীশ করেন। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ভৃত্যদিগের দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। অবশ্য! কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা হয় না!

৫ই আশ্বিন শনিবার।

এবৎসর বিজয়াদশমীকৃত্য লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কতকগুলি অধ্যাপকে কহিতেছেন, নবমীপূজাতে বিসর্জ্জন হইবে আর কতকগুলি কহিতেছেন, পরদিন। এই বিষয়ের মীমাংসার্থ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর আপন আলয়ে ২৪এ ভাদ্র এক সভা করেন। সভাস্থলে অনেক অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই এক বাক্য হইয়া পূর্ব্বদিন বিসর্জ্জন ব্যবস্থা দিয়াছেন। কয়েকটি বিষয় ভিন্ন কোন বিষয়ই প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত হয় না। এ বিষয়েও যে সেইরূপ মতভেদ হইয়াছে তাঁহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন নহি। আমাদিগের বিস্ময়ের বিষয় এই, উল্লিখিত অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ বিষয়ের পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, পরে আবার তাহার বিপরীত ব্যবস্থা দেন। অধিক খুঁজ থাকিলেই এই কথা হয়। এটা ন্যায়বানেরও একটা লক্ষণ বটে।

কিনিষ্ক শ্রবণ করিয়াছেন, বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের পদে বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার এক জন সভ্য হইবেন। অদ্যাপিও কিজন্য প্রধানতম বিচারালয়ে এ দেশের কাহাকে বিচারপতি পদে নিয়োজিত করা হইল না?

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সূতা, তুলায় মৃত্তিকা ও অন্য অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যাহারা তারি করিয়া দেয়, তাহাদিগের দণ্ডের এক বিল করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিকা	১২৬—১২৭৷০
৪ টাকার কোম্পানি	৯৪৷৶০—৯৫
৫ টাকার সিকা	১০৫—১০৫৷০
৫ টাকার কোম্পানি	১১৩—১১৩৷০

ইউরোপীয় সমাচার।

টেলিগ্রাফযোগে আগত।

লণ্ডন ২রা সেপ্টেম্বর। গারিবল্ডি পরাজিত ও আহত হইয়া রাজতীয় বন্দর বন্দীকৃত হইয়াছেন। মহাসভায় তাঁহার বিচার হইবে।

প্রিন্স অব ওয়েলসের ডেনমার্কের রাজকুমারী আলেকজান্দ্রিনার সহিত বিবাহের সম্বন্ধের বিষয় প্রচার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামি বসন্তকালে বিবাহ হইবে।

নিউইয়র্ক ২৫এ আগষ্ট। ফ্রাঙ্কলিন হারিসনট হইতে গমন করিয়া সেনাপতি পোপের সহিত মিলিত হইয়াছেন। পোপ রপ্পাহানকের আশ্রয় লইয়া রাপাহানকের নদীর উত্তর পারে অবস্থিতি করিতেছেন। বিদ্রোহীরা দক্ষিণ পারে আছে, এবং তাহারা এই কোণ পর্য্যন্ত কামান দাগিয়াছে। বিদ্রোহীরা অনেক বার নদী পার হইবার চেষ্টা পায় কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

বিদ্রোহীরা রিচমণ্ড হইতে সরডন্সবিলের দিগে বাহির হইয়া উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা ওয়ারেণ্টন হইয়া গবর্ণমেন্টের সেনাগণের পশ্চাতে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। উভয় দলে একটি ঘোর যুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

বিদ্রোহীরা কেণ্টকির নানা স্থানে প্রবেশ করিয়া কতক অগ্রসর হইয়া বাটন রোজ হস্তগত করিয়াছে।

গবর্ণমেন্টের সেনাদলে অনেক সেনা আসিতেছে। ১লা সেপ্টেম্বর অবধি অনিচ্ছু ব্যক্তিদিগকেও সৈনিক পদে সংগ্রহ করা আরম্ভ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৩ রা সেপ্টেম্বর—ডাক্তর এ, যে পেইন এম, ডি, নিজের কার্য্য ব্যতিরিক্ত কিয় দ্দিবসের জন্য বঙ্গদেশের কারাগারের ইনস্পেক্টর হইবেন। তিনি ১৮১৬ অব্দের ১৪ আইন অনুসারে জেলের মধ্যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

৫ ই সেপ্টেম্বর—সি, বি, গারেট সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এম, স্মিথ সাহেব সাঁওতাল পরগণার সহকারী কমিসনর হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, কুক সাহেব মধুপুর বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া ভগলপুর ও পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

৬ ই সেপ্টেম্বর—বাবু সূর্য্যকান্ত মুখোপাধ্যায় বাগাণ্ডির নিমক চৌকির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

আর, সি ক্রেয়ার সাহেব তুলুয়ার প্রতিনিধি নিমক চৌকি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

৮ ই সেপ্টেম্বর—পি, এ, হমফ্রি সাহেব চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, সি, ইভন্স ময়মনসিংহের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

গোয়ালন্দের নয়র আমিন বাবু হরনাথ রায় আপনার কার্য্য ব্যতিরিক্ত সহকারী কমিসনর ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

—•—

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমি কলিকাতা হইতে আসিবার সময়ে "গোপালগঞ্জ" নামক যে একটী হাট আছে, (ঐ হাটটী রাণী রাসমণির) তথায় রাত্রিতে নৌকা রাখিয়াছিলাম, কিছু পরে দেখিলাম যে একজন মুসলমান আসিয়া খুটাগাড়ী বলিয়া প্রত্যেক নৌকা হইতে পাঁচ পয়সা আদায় করিতেছে, ক্রমে আমার নৌকাতেও আসিয়া উপস্থিত হইল, পয়সা দাও বলাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে কি বিষয়ের পয়সা? তাহার সে এই উত্তর দিল যে শীঘ্র পয়সা দাও, না হইলে নৌকশুদ্ধ নাএবের নিকটে লইয়া যাইব, এখানে নৌকা রাখিলেই খুটাগাড়ী দিতে হইবেক, তাহার আবার জিজ্ঞাসা কি? এই বলিয়াই নৌকা টানিতে আরম্ভ করিল, আমি তৎক্ষণাৎ পয়সা পাঁচটী দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলাম, সে হাটের এক ক্রোশ এদিকে ওদিকে যে সকল নৌকা আছে সেসমুদায় হইতেই এরূপ আদায় করিতে লাগিল।

আমি তৎপরে নাএবের নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়! এখানে নৌকা রাখিলে পয়সা লন কেন? নাএব বলিলেন মথুর বাবুর হুকুম মতে আমরা আদায় করি, তুমি তাহার কি চাও, আমি বলিলাম যে এই পয়সা দ্বারা এখানে কিকর্ম্ম হইবেক? তদুত্তরে নাএব বলিলেন যে মথুর বাবুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিও, অধিক বাড়াবাড়ি করিলে বেইজ্জত হইবে! আস্তে আস্তে বলিলেন যে এবেটা আর সকল লোককে বিগড়িয়া দিবে।

পরে শুনিলাম ঐ নাএবের নাম চন্দ্রনাথ ঘোষ, যে মুসলমান পয়সা আদায় করে তাহার নাম কমরুদ্দী।

সম্পাদক মহাশয়! আমি জানি না যে ঐ প্রকার খুটাগাড়ীর পয়সা কোন্ আইন ও রাজ নিয়মমতে আদায় হইতেছে, আর তাহা আদায় হইয়া কি হয়।

বিশেষ একটী এই দেখিলাম যে রাত্রিতে জাগিয়া না থাকিলে সর্ব্বস্ব চুরি হয়, এক খানা নৌকাতে ঐ রাত্রিতে তাহাও হইয়াছিল।

শ্রীনন্দকুমার দে।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহোদয়েষু।

ডাইনের কোলে পো সমর্পণ।

এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট কি ভয়ঙ্কর স্থানই হইয়া উঠিয়াছে! এই ডিপার্টমেণ্টস্থিত কোন কোন কর্ম্মচারির চরিত্রের বিষয় স্মরণ করিলে হস্ত পদাদি সকল উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, বাক্শক্তি স্তম্ভিত হয় এবং ইহার প্রতি এত ঘৃণা জন্মে যে ইহার ত্রিসীমা দিয়াও আর চলিতে ইচ্ছা হয় না। হায়! গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন যে তাঁহারা চতুর্দ্দিকে যে বিদ্যাবীজ নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতে অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইবে, কিন্তু তাঁহাদের অনবধানতা দোষে তাহা হইতে যে কিরূপ বিষময় ফল জন্মিতেছে তাঁহারা ভ্রমেও এক বার অনুসন্ধান লয়েন না! অদ্য যে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রস্তাব উত্থিত হইতেছে, তিনি এই ডিপার্টমেণ্টের এক জন সামান্য কর্ম্মচারী নহেন; তিনি প্রতি মাসে গবর্ণমেণ্ট হইতে অন্যূন ২০০, টাকা আদায় করেন এবং অন্যূন ৫০ টী বিদ্যালয়ের শুভাশুভোৎপত্তির ভার তাঁহার উপর অর্পিত রহিয়াছে; কিন্তু সেই মহাত্মার চরিত্রের বিষয় লিখিতে এই কাষ্ঠ লেখনীও ঘৃণা লজ্জা ও রোষে বিবর্ত্তিত সংকুচিত ও প্রকম্পিত হইতেছে। তিনি যে আবশ্যক মতে কোথাও উগ্রশাক্ত, কোথাও পরম ভাগবত, কোথাও তত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্ম ও কোথাও বা সর্ব্বধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিক হইয়া বিবিধ নেপথ্য পরিগ্রহ পূর্ব্বক কপট নাটকের নানারূপ অভিনয় করিয়া থাকেন, অদ্য তজ্জন্য কোন কথা বলা যাইতেছে না; কিন্তু তিনি নিজে দুশ্চরিত্র হইয়া যে সকলের চরিত্র দূষিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা কোন রূপে ক্ষমা করিবার যোগ্য নহে। তিনি ব্যাকস্‌দেবের এতাদৃশ প্রিয় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে ঐদেবের অর্চ্চনার নিমিত্ত প্রতিদিন অন্ততঃ দুই টাকার কম তাঁহার নির্ব্বাহ হয় না। কনভর্টদিগের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা আপনাদিগের অবলম্বিত নূতন ধর্ম্মে অন্যান্য লোকদিগকে আনয়ন করিবার যথোচিত চেষ্টা করিয়া থাকেন। উক্ত মহাত্মাও ঐ প্রথার প্রতিপালনে কোন রূপেই ত্রুটি করিতেছেন না। সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় গমন করিলে প্রায় কাহাকেও তিনি নিজ ইষ্টদেবের প্রসাদ পান না করাইয়া ছাড়িয়া দেন না। একদা এক জন উমেদার রজনী যোগে তাঁহার বাসায় গমন করিলে উক্ত পরম ভাগবত মহাশয় তাহাকে চাকরী করিয়া দিবার আশা প্রদর্শন করিয়া প্রসাদ পান করিতে কহেন। পাড়া গেঁয়ে গরীব বেচারা কখন লাল জল চক্ষে দেখে নাই, সে শুনিবামাত্র হতবুদ্ধি ও বিহ্বল প্রায় হইয়া পড়িল; অনন্তর পুনঃ পুনঃ অনুরুধ্যমান হইয়াও যখন কোন মতেই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইল না, তখন তাহাকে পুনর্ব্বার কর্ম্ম দিবার আশা দিয়া ঐ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া দিলেন!!

পাঠকগণ! আমার উত্তরটী ঢাকা দিয়া বলুন দেখি ব্যাকস্‌দেবকে বড় ভাল বাসে কে?—বীনস। সুতরাং যিনি ব্যাকসের তাদৃশ অনুরক্ত তিনি বীনসেরও প্রিয়পাত্র কেন না হইবেন। ফলতঃ আমাদের এডু বাবুও উক্ত দেবীর স্নেহ ময় ভাবে এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছেন যে তাঁহারও

অর্চ্চনার নিমিত্ত ধন মান প্রাণ সকল প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি আপনার নিজ প্রধান আত্মতায় কিরূপ ব্যবহার করেন,তদ্বিষয়ে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে তিনি মফস্বলে গমন করিয়া কোন কোন পল্লী গ্রামে যেখানকার লোকদিগের তাঁহার নাম শুনিয়া ভক্তি করা উচিত—যেখানে সকলকে সচ্চরিত্র করিতে আমাকে মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতে হয়, এই কথা লোকের নিকট তাঁহাকে বলিতে হয়—যেখানে একটী গ্রাম্যনীর অতি গুরুতর কার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পিত আছে—যেখানে শতাধিক বালকে তাঁহার চরিত্রের অনুকরণ করিতে অভিলাষী হইতে পারে তাদৃশস্থলেও তিনি গ্রামীণ কতিপয় স্বধর্ম্মাবলম্বিবেষ্টিত হইয়া অভিভাবক-শূন্য গৃহস্থের আবাসে উক্ত দেব দেবীর মহোৎসব করিয়া থাকেন!!! তিনি কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষিত এক জন ছাত্রকে এরূপ ভ্রষ্টস্বভাব করিয়া সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছেন,যে তাহা লিখিলেও লেখনী কলঙ্কিতা হয় এবং স্মরণ করিলেও পাপ হয়।।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে উক্ত বাবু মাসিক প্রায় ২০০, টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণার সর্ব্ব সমেত প্রায় ৭৫ হাজার টাকা দেন হইয়াছে। পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে ঐ ঋণ তাঁহার পৈতৃক বা কোন সৎকার্য্য সাধনের নিমিত্ত আয়কৃত হইয়াছে; ও নভ্রমই পূর্ব্বোক্ত দেব দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হইয়াছে; ইহার পর আর বা কি হয় তাহাই স্থির কি। অন্যায় কার্য্য করিলে যাঁহাদিগের উপর তাঁহার কিছু বলিবার ক্ষমতা আছে, যাঁহাদিগকে সময় বিশেষে কিঞ্চিৎ ভয় প্রদর্শন করিয়া কার্য্য লইতে হইবে, তাঁহারাই তাঁহার মহাজন। মহাজনদিগকে কোন বিষয়ে ভয় দেখান সহজ নহে। তাঁহারা টাকা চাহিয়া বসিলেই চক্ষুঃ স্থির হইবে, অতএব গবর্ণমেন্টের কার্য্য অধঃপাতে গেলেও তিনি মহাজনদিগকে খাঁটাইতে সাহস করিতে পারেন না।

ক্রমে প্রস্তাব বাড়িয়া উঠে, অতএব অদ্য এই স্থানেই বিরত হওয়া গেল, কিন্তু এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে উক্তরূপ প্রকৃতির লোক এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী থাকিলে তাহার কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়। ওরূপ চরিত্রের লোকের প্রতি শত শত বালকের শুভোৎপত্তির ভার নিক্ষেপ করা কি গবর্ণমেন্টের ডাইনের কোলে পো সমর্পণ করা হইতেছে না? গবর্ণমেন্ট উহাঁর চরিত্রের বিষয় কি কিছু মাত্র অবগত নহেন? কি আশ্চর্য্য! তাঁহারা এক জন জঘন্য লোকের অপকার হয় এই ভয়ে তাঁহাকে প্রশ্রয় দিয়া শত শত লোকের অত্যন্ত অপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! ধন্য তাঁহাদের লোক নির্ব্বাচন। ধন্য তাঁহাদের তত্ত্বাবধান! ও ধন্য তাঁহাদের দায়িত্ব! পরিশেষে আমরা উক্ত বাবুকেও আর এক বার সাবধান করিয়া দিতেছি—তিনি পানদোষ লাম্পট্য ও ঋণগ্রহণ রোগ পরিত্যাগ করুন, মিতব্যয়িতা দ্বারা পূর্ব্বকৃত ঋণের পরিশোধ করুন এবং সরল ও সাধু ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে যত্নবান্ হউন। তিনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, পাপাচার করিয়া কেহ কখন চিরকাল সুখী ও অব্যাহত থাকিতে পারে না, পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ইতি।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয়েষু।

অদ্যাবধি ১৫ দিবস হইল এখানে অহোরাত্র বৃষ্টি হইতেছে, তন্মধ্যে ২। ৩ দিবস যেরূপ হইয়াছে সে প্রকার এবৎসর হয় নাই, এই ২।৩ কালনার চতুঃপার্শ্বস্থ কৃষকদিগের যে হানি হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। প্রথমতঃ তাহাদের পাকা আউসধান নষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আমনধান হেজে যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এবৎসর যে তাহাদের কি প্রকারে দিনপাত হইবে তাহা বলা দুষ্কর। মহাশয় একে তাহাদের চাষের এই গতিক, উহার উপর প্রায় তাহাদের সকলকেই /০ এক আনার জায়গায় ।০ চারি আনা চৌকিদারি টেক্স দিতে হয়। বিশেষতঃ যাহারা টেক্স আদায় করে তাঁহাদের জুলুমের কথা অকথনীয়, তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন "এখুনি পয়সা দিবিতো দে নতুবা ঢোল পিটুই"। মহাশয়! ইহারি নাম মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা"। যদি হগ সাহেব অত্র আসিয়া এই টেক্সের বিষয় তদারক করেন এবং সত্যতানুসারে সংশোধিত করিয়া দান তাহা হইলেই সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল, নতুবা গরিব লোক মারা যায়।

এখানকার হীনদীন লোকেরা এবৎসর মনে করিয়াছিল যে, পূর্ণা কুমড়া হইতেই নুন তেলটা হইবেক কিন্তু জালিটী না পড়িতে পড়িতেই ছিঁচকে চোরে ছিঁড়ে লইয়া যাচ্ছে, কেহই বা না কেন, চৌকিদার তো চৌকিতে আছেন না, তারি বা দোষ কি, অত সাপের ভয় রাতে রাস্তায় জল কাদা, তাহাতে অন্ধকার ও কিঞ্চিৎ বৃষ্টি। তার কি প্রাণের ভয় নাই মহাশয়।

২ সেপ্টেম্বর ১৮৬২ } এক পাঠক।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

অনেকগুলি প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে, বিবেচনা পূর্ব্বক ক্রমে প্রকাশিত অথবা পরিত্যক্ত হইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

- শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গোয়ালিয়র ১২৬৯ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত কোং ৫ টাকা
- " ললিতমোহন রায় চৌধুরী চৌরা ১২৬৯ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
- " ভগবতীচরণ দে মুঙ্গের ১২৬৯ আশ্বিন অবধি ৭০ ভাদ্র পর্য্যন্ত কোং ১০ ঐ
- " কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় তমলোক ১২৬৯ ভাদ্র অবধি ৭০ শ্রাবণ পর্য্যন্ত কোং ১০ ঐ
- " প্রাণধন চৌধুরী শিবসাগর ১২৬৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
- " যদুনাথ দাস চুঁচুড়া ইং ১৮৬২ সেপ্টেম্বর অবধি ৬৩ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
- " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বানারস ১২৬৯ আশ্বিন অবধি ফাল্গুন পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
- " নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কালীঘাট ১২৬৯। ১৫ই শ্রাবণ অবধি ১৫ই মাঘ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
- " রাজা কালীপ্রসন্ন দাস মেদিনীপুর ১২৬৯ ভাদ্র অবধি মাঘ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
- " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গপুর ১২৬৯ আশ্বিন অবধি ৭ই ভাদ্র পর্য্যন্ত কোং ১০
- " তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গপুর ১২৬৯ আশ্বিন অবধি ৭০ ভাদ্রপর্য্যন্ত কোং ১০
- " অভয়চরণ দেব রঙ্গপুর ১২৬৯ আশ্বিন অবধি ফাল্গুন পর্য্যন্ত কোং ৫
- " গোকুল নাথ গুহ বহরমপুর ১২৬৯ ভাদ্র অবধি মাঘ পর্য্যন্ত কোং ৫

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্ব রাজপুর সেজমহলের সোনাপুর উপলের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

দিবস হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রবেশার্থি দিগের পরীক্ষা ধর্ম্মপুরস্থ উক্ত বিদ্যালয় ভবনে গৃহীত হইবে। পরীক্ষার বিষয় বাঙ্গালা ভাষা ব্যাকরণ কিঞ্চিৎ অঙ্ক ও ভূগোল। ইতি।

তাং ২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৮৬২।

বাঙ্গালার মধ্যবিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের অফিসিয়েটিং ইন্স্পেক্টর।

সোমপ্রকাশ।

২৮এ আশ্বিন সোমবার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ দাতা স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত্ত ২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

—০—

আমরা সানন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমাদিগের গ্রামের বিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ ও চল্লিশটী পারিতোষিক দান করিয়াছেন। পারিতোষিক দান কালে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। হরিনাভির শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষও বালকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তৎকালে কিঞ্চিৎ দান করিয়াছিলেন। ইহাতে ছাত্র ও পণ্ডিত উভয়েরই সবিশেষ উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে।

—০—

১২৬৯ সালের মত দুর্গোৎসবের আমোদ অবশেষ হইল। এবারে কতকগুলি অধ্যাপক অতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা এক মুহূর্ত্তভদ্র ক্ষণ ছল গ্রহণ করিয়া কতকগুলি লোককে এক দিনের আমোদে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকে আমোদের নিমিত্ত দুর্গোৎসব করেন এই রক্ষা, তাহারা উক্ত অধ্যাপকদিগের বাক্যে প্রবৃত্ত হন নাই; তাহা না হইলে অনেকেই দুর্গাকে অকালমৃত্যুগ্রস্ত ও অকালজলশায়ী হইতে হইত।

দুর্গোৎসবের তুল্য হিন্দু জাতির মহামহোৎসব আর নাই। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা অনুষ্ঠানে মহাফল লাভ লিখিয়াছেন। কিন্তু যাবতীয় হিন্দু এ উৎসবভোগী নহেন। বেহার প্রদেশ পার হইলে দুর্গাপ্রতিমার সহিত বড় সম্পর্ক হয় না। যে যে স্থানে বেদের ও একেশ্বরবাদের প্রাদুর্ভাব, সেই সেই স্থানে প্রায় প্রতিমার অদর্শন। বাঙ্গালিরাই কেবল এই উৎসবটী এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। ইহাদিগের এক চেটিয়া করিয়া লওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। ইহারা যেমন শারীরিক বলবীর্য্য ও সাহসে হীন, মানসিক সাহসেও তেমনি একান্ত হীন। সুতরাং ইহারা এক কালে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আরাধনার সাহসী হইতে পারেন না।

এই বিশ্বব্যাপীন মহানন্দের সময়ে আমরাই কেবল বিষণ্ণ ব্রাহ্মদিগের সহিত নিরানন্দে কালক্ষেপ করিলাম। দুর্গোৎসব কালের অন্ন দান, বস্ত্র দান ও অন্যবিধ দান এবং পূজা প্রণালী, এ সমস্ত বিষয়ের চিন্তা যে যে সময়ে আমাদিগের হৃদয় প্রবেশে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সেই সময়েই আমরা নিতান্ত অসুখিত হইয়াছি। আমাদিগের দেশের লোকেরা সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা, সর্ব্ব স্রষ্টা চিন্ময় পরম পদার্থের আরাধনায় পরাঙ্মুখ হইয়া অকিঞ্চিৎকর নিষ্ক্রিয় চেতনহীন জড় পদার্থের পূজা করিয়া আপনাদিগের অসারতা ও ক্ষুদ্রাশয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া চিত্তের সুখানুভব সম্ভাবনা কি? এই মাসের ১৫। ১৬। ১৭ই এই তিন দিন বাঙ্গলা দেশের অনেক অর্থ ভস্মীভূত হইয়াছে। অসংখ্য দরিদ্র লোকে এই তিন দিন উদর পুরিয়া নানাবিধ অন্ন ভোজন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন, একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, দীনগণের এই উপকার লাভ অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। পর দিন আর সেই সে প্রকারে উপকার লাভ করে নাই। এইরূপে যে অসংখ্য অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা যদি চিরস্থায়ী কোন কার্য্যে বিনিয়োজিত করা হয়, দরিদ্রেরা কি প্রতি দিন সেই উপকার [illegible] প্রীত হইয়া আশীর্ব্বাদ [illegible] করে না? যে কার্য্য দ্বারা লোকের অধিকতর উপকার লাভ সম্ভাবনা আছে, তাহাই কি অধিকতর পুণ্য সঞ্চয়ের হেতু নয়? দুর্গোৎসবকালীন দানের আর একটী মুখ্য দোষ এই, লোকের ভিক্ষাপ্রবৃত্তি ও আলস্যের বৃদ্ধি হইয়া স্বাবলম্বিতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্গুণের মূল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

—০—

জ্যেষ্ঠাধিকার।

জ্যেষ্ঠত্ব বিবাদকারী একখানি প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, যথা স্থানে প্রকটিত হইল। পত্রপ্রেরক জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথার খণ্ডন করিয়া অতিশয় কুপিত হইয়াছেন। [illegible] সেই পত্রে তাঁহার কোপ চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছেন।

১। পত্রপ্রেরক বলেন, পিতার নিকট সকল পুত্রই সমান, এক জন পিতার সমুদায় বিষয়ের অধিপতি হইবেন, আর সকলে তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন, এরূপ প্রস্তাব নৈসর্গিক নিয়মের অনুমোদিত নহে। পিতার পুত্রগণের প্রতি অপক্ষপাত ব্যবহার যে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ প্রস্তাবকারীরা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে পৃথিবীর মনুষ্যের [illegible] যে কোন কালে তুল্যবুদ্ধি, তুল্য [illegible] তুল পদস্থ, তুল্যচেষ্ট ও তুল্য [illegible] হইয়া তুল্যরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সুখী হইবেন, তাহার [illegible] অল্প। এই সকল বিবেচনা [illegible]

হইবার জ্ঞাতাজ্ঞাত অনেকগুলি মহান্ প্রতিবন্ধক আছে। তদ্ভিন্ন মনোবৃত্তি দুর্দম অনেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, সে সকলকে ন্যায়পরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলা অবস্থায় রাখা সকলের সকল সময়ে ঘটিয়া উঠা সহজ নহে। তাহাদিগের প্রকোপ বশতঃ অনেক সময়ে অনেক বিষম ঘটনা হয়। সংসারে অর্থ সম্পত্তিরই সমাদর অধিক। যাহার অর্থ আছে, সেই পূজ্য। কি রাজা কি প্রজা সকলের নিকটেই তাহার সমধিক সমাদর, তাহারই কথা অগ্রে সকলে শ্রবণ ও গ্রহণ করে। ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তি যদি সাধুশীল বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হন, তাঁহার দ্বারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এক জন সংস্কৃত কবি কহিয়াছেন,

ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥

ধনী, বেদবিৎ অর্থাৎ পণ্ডিত, রাজা, নদী, ও বৈদ্য এই পাঁচ জন যে স্থানে না থাকে, সে স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

ফলতঃ দেশের মধ্যে ধনবান লোক না থাকিলে দেশের শ্রী থাকে না। আমাদিগের দেশের বৃহৎ জমীদারী সকল নানা হস্তগত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হওয়াতে ক্রমশঃ সেই ধনীর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ঐশ্বর্য্যবানের সংখ্যা অবিলুপ্ত রাখাই জ্যেষ্ঠাধিকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। পত্র প্রেরক অনুভব করিয়া থাকিবেন, এ দেশের জমীদারীর বহু অংশে বিভাগ প্রথা থাকাতে এ দেশের ভূমি সকল ক্রমে বিদেশীয়দিগের হস্তগত হইতেছে। আমাদিগের দেশের লোকেরা শিল্প ও বাণিজ্যে নিপুণ নহেন, এক যে জমীদারী প্রভৃতি ছিল, তাহাও ক্রমে যাইতে বসিল, তাহা যদি ক্রমে যায়, এ দেশীয়েরা কি লইয়া থাকিবেন? যে উদ্দেশে জ্যেষ্ঠাধিকারের আইন প্রস্তাব হইতেছে, তাহা সুসিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে জমীদারী বিনষ্ট হইবার নীলাম প্রভৃতি যে সমস্ত উপদ্রব আছে কাজে কাজেই তাহার নিবারণ হইয়া উঠিবে। শেষে বৃহৎ জমীদারী সকল দেবোত্তর ভূমির ন্যায় অবিভাজ্য ও অবিক্রেয় হইবে সন্দেহ নাই।

পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, "পিতার চারি বা পাঁচ পুত্রের মধ্যে এক ব্যক্তি পিতৃদত্ত সমুদায় জমীদারীর অধিকারী হইয়া সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে, অপর কয়েকটি কথঞ্চিৎ খয়রাতির ন্যায় হাতুতোলা বৃত্তিভোগী হইয়া চিরজীবন দুঃখে কাটাইবে, ইহা ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত নহে।" জমীদারীর অংশ না পাইলেই হাততোলা খাইতে হয়, পত্র প্রেরক কিরূপে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন? এ দেশের সকল লোকই কি জমীদারীর অংশ পাইয়া থাকেন? জমীদারীর অংশ ব্যতিরিক্ত কি অর্থাগমের উপায়ান্তর নাই? জমীদারীর বিভাগ নিয়ম রহিত হইলে আর একটি মহোপকার লাভ হইবে, পত্র প্রেরক তাহা অনুভব করেন নাই। জমীদারী বিভাগের নিয়ম এ দেশের অধিকসংখ্য মোকদ্দমা ও দাঙ্গা হাঙ্গাম প্রভৃতির কারণ। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ করিয়া কত জমীদারের ঘর এককালে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়ম হইলে এ উৎপাতের অনায়াসে শান্তি হইবে।

২। পত্র প্রেরক বলেন, এ দেশে বাল্য বিবাহের অতিশয় প্রাদুর্ভাব আছে, তাদৃশ বিবাহোৎপন্ন প্রথম পুত্রের নির্বীর্য্য ও হতবুদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা, সুতরাং তাদৃশ পুত্রের হস্তে বৃহৎ জমীদারী পতিত হইলে বহুল অনর্থ ঘটিবে সন্দেহ নাই। ইহার উত্তর স্থান স্থলে আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই, এ দেশে বাল্য বিবাহ যে চিরকাল একাধিপত্য করিবে, পত্র প্রেরকের এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। ক্রমে ক্রমে অনেকেরে বাল্যবিবাহ বিদ্বেষী দেখা যাইতেছে। বাল্যবিবাহই যে পুত্রের নির্বীর্য্যতা ও হতবুদ্ধিতার একমাত্র কারণ, তাহা আমরা স্বীকার করি না। যখন বৃহৎ জমীদারী কোন রূপে অন্য পরিবারের হস্তগত না হয়, সেই চেষ্টা হইতেছে, তখন ধনীর প্রথম পুত্রের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অকর্ম্মণ্যতা হেতু জমীদারী অন্য হস্তগত হইবার শঙ্কা কি? প্রত্যুত বৃহৎ জমীদারী বিভাগ নিয়ম থাকাতেই পত্র প্রেরক জমীদারী বিনাশের যে শঙ্কা করিতেছেন, তাহাই ঘটিতেছে। জমীদারীর যে যে অংশ অসার ও অপদার্থ সন্তানের হস্তে পড়িতেছে, তাহাই ক্রমে হস্তান্তরিত হইতেছে। অকর্ম্মণ্য লোকেরা যে বিষয় রক্ষণে সমর্থ নয়, এবং তাহাদিগের সেই সেই বিষয় কৃতী ব্যক্তিদিগের হস্তগত হয়, তাহার বহুতর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বহুদূর প্রয়াস পাইতে হয় না।

৩। পত্র প্রেরক এই প্রস্তাব করিয়াছেন, যে পুত্র সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত হইবে, তাহার প্রতিই বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিবার নিয়ম বিধান প্রার্থনা কর্ত্তব্য, তাহাতে জ্যেষ্ঠাজ্যেষ্ঠ বিবেচনা না থাকে। এ বিষয়ে প্রথমে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, ধনীর যদি ৩। ৪ পুত্র থাকে, আর সকলেই বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও উপযুক্ত হয়, কোন্ ব্যক্তির প্রতি বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ভার সমর্পিত হইবে? সেই ৩। ৪ পুত্রের গুণগত যে সূক্ষ্ম ভেদ থাকিবে, কোন্ ব্যক্তি তাহার নির্ণয় করিবে? সেই সূত্রে কি ভ্রাতায় ভ্রাতায় তুমুল বিবাদ হইয়া পরস্পরের উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই? পিতা মৃত্যুকালে যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করিয়া গুণজ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে বিষয় সমর্পণ করিয়া যাইবেন যদি এরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে আরো অজ্ঞ। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, পিতা পুত্র

বিশেষের প্রতি বিশেষ কারণ বশতঃ সবিশেষ স্নেহ সম্পন্ন হন। স্নেহের স্বভাব এই অল্পগুণ অথবা নির্গুণ ব্যক্তিকেও মহাগুণ সম্পন্ন বলিয়া বোধ করাইয়া দেয়, তাদৃশ স্থলে নির্গুণ ব্যক্তির হস্তেই বিষয়ের কর্তৃত্ব ভার পতিত হইবার সম্ভাবনা।

আসাম চা কোম্পানির সভাপতি মাকে সাহেব।

বৃদ্ধের বেশভূষা সমাধান, ধর্ম্মোপদেষ্টার অধর্ম্মাচরণ, বিচারকর্ত্তার প্রধান ও নিকৃষ্ট বলিয়া দণ্ডের লঘু গুরুকরণ এবং কুক্রিয়াকারির আত্মসাধুতা প্রতিপাদন, এ গুলি কেবল অসঙ্গত নয়, নিতান্ত উপহাসকর। আসাম চা-কোম্পানির সভাপতি মাকে সাহেবের বিষয়ে সম্প্রতি এই উপহাসকর কাণ্ড ঘটিয়াছে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা ২। ৩ বার লিখিয়াছিলাম, মাকে ও কার্টর সাহেবের নামে তিনটি বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত হয়। এক, এই দুই ব্যক্তি উক্ত কোম্পানির মজুর দ্বারা আপনাদিগের ক্ষেত্রে কাজ করাইয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয়, উঁহারা উক্ত কোম্পানির চার বীজ লইয়া নিজ ক্ষেত্রে বপন করিয়াছেন। তৃতীয়, উঁহারা কোম্পানির কাগজ পত্র কৃত্রিম করিয়াছেন।

এই বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিয়োজিত হন। তাঁহারা যে রিপোর্ট করেন, তাহা মাকে সাহেবের অনুকূল হয় নাই। সেই হেতু মাকে সাহেব আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া উত্তর প্রচার করিয়াছেন। সেই উত্তর গুলি এ স্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠকগণ তাহা দর্শন করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, তদ্দ্বারা মাকে সাহেবের নির্দ্দোষিতা কেমন প্রমাণ হইয়াছে।

মাকে সাহেব প্রথমাভিযোগের এই উত্তর দিয়াছেন, তিনি যে সকল মজুরকে যে সময়ে নিজ ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত করেন, আসাম চা-কোম্পানির তৎকালে তাহাতে প্রয়োজন ছিল না; তাহারা অনিয়োজিত থাকিলে হয় পলায়ন করিত নতুবা কোম্পানিকে তাহাদিগের নিমিত্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। তিনি মজুর লইয়া বরং কোম্পানির উপকার করিয়াছেন। এ স্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, মজুরে যদি কোম্পানির প্রয়োজন ছিল না, কোম্পানির নিয়োজিত লোক তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া তথায় আনয়ন করিল কেন? প্রয়োজন আছে কি না মাকে এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? কাহার নিকট হইতে বা অনুমতি লইয়াছিলেন? ফলতঃ অন্যের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া স্বয়ং ব্যবসায়ী হইলে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে।

২। দ্বিতীয় অভিযোগের এই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, মাকে চার বীজের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, [illegible] তাঁহাকে ঐ চার বীজ বিক্রয় করাতে কোম্পানির লাভ হইয়াছে। বেদান্তীরা ব্রহ্মকে যেমন ভোজ্য ও ভোক্তা, হব্য ও হোতা, কার্য্য ও কর্ত্তা বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন, মাকের বিষয়েও সেইরূপ ঘটিয়াছে। মাকে স্বয়ং আবেদন করিয়াছিলেন, আবার ডিরেক্টরের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

ফলতঃ মাকে সাহেবকে চার বীজ বিক্রয় করা কর্ত্তব্য কি না, যৎকালে এই বিবেচনা হয়, তৎকালে ডিরেক্টর সভায় মাকে, কার্টর ও এক জন সেক্রেটারিমাত্র উপস্থিত ছিলেন। মাকে এইরূপ সভার মত লইয়া কি সাহসে চার বীজ ক্রয় করিলেন? কি রূপে তিনি স্থির করিলেন যে তাঁহাকে চার বীজ বিক্রয় করিবার বিষয়ে কোম্পানির মত হইয়াছে? তিনি ও কার্টর এই দুই জনেই কি কোম্পানি? সেক্রেটারির কথা ছাড়িয়া দাও। অন্য অন্য ডিরেক্টর তৎকালে উপস্থিত ছিলেন না, তা বলিয়া তাঁহার একরূপে কার্য্য করা বিধেয় হইতে পারে না, তাহার আর একটি সভা আহ্বান করা উচিত ছিল। বিশেষতঃ কোম্পানির চার বীজ বিক্রয় করিবার প্রথা নাই। একরূপ স্থলে স্বয়ং সমুদয় বিষয়ের নিষ্পত্তি করা কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত হয় নাই। বিমৃষ্যকারী ব্যক্তিদিগের রীতি এই, তাঁহারা এতাদৃশ স্থলে স্বয়ং অধ্যক্ষ সভায় উপস্থিত থাকিয়া ভাল মন্দ কোন মতই দেন না। অপর যখন কোম্পানির চার বীজ বিক্রয় প্রতিষেধ আছে, তখন তদ্বিক্রয় দ্বারা কোম্পানির লাভ জ্ঞান সম্ভাবনা কি?

৩। মাকে সাহেব তৃতীয়াভিযোগের বিষয়ে বলেন কোম্পানির কাগজ পত্র কৃত্রিম করা হয় নাই, কেবল কিছু নিয়ম ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। মাকে সাহেব এক জন ভদ্র লোক, তিনি যে কোম্পানির কাগজ পত্র কৃত্রিম করিয়াছেন, একথা বলা আমাদিগের নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য হয়, তবে কেবল ২। ৪ টী তারিখ বদলান, ২৫এর পরিবর্ত্তে ১২৫ ইত্যাদি কয়েকটি নিয়ম ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এইমাত্র!!

পতিত ভূমি বিক্রয়।

গত দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ বন্ধ থাকাতে আমরা উক্ত নিয়মাবলি প্রকাশ করিতে পারি নাই। যাহা হউক, উহা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। যাহাতে এ দেশের বন পরিপূর্ণ ভূমি কর্ষিত হইয়া শস্যোৎপাদন যোগ্য করা হয় এবং তন্নিবন্ধন স্বদেশীয়দিগের সৌভাগ্য ও সর্ব্বসাধারণের ধন বৃদ্ধি হয়, ইহা আমাদিগের নিতান্ত অভিপ্রেত। কিন্তু যখন আমরা দূর হইতে সেই ফল দর্শন করি, যে উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, তৎপ্রতি বিশেষরূপে আমাদিগের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। লার্ড ক্যানিঙ কি সেই উ-

পায়ের প্রতি সমধিক দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন? তিনি কি এতদ্দেশীয়দিগের স্বত্বের প্রতি উপেক্ষা করেন নাই? লাড কানিঙ ভূমির একবিধ মাত্র মূল্য নিরূপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর চারলস উড সমুদায় ভূমি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। পূর্ব্বে আজ্ঞা করা হয়, কেহ কোন পতিত ভূমি ক্রয় করিলে এক বৎসরের পর আর কেহ তাহার প্রতি দাওয়া করিতে পারিবেন না। তাহার পর কেহ নিজ স্বত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিলেও তিনি ভূমির মূল্যমাত্র পাইবেন। আমরা তৎকালে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। সর চারলস উড এই অন্যায় আজ্ঞা রহিত করিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন অন্য অন্য ভূমির উপরে যেরূপ দাওয়া চলে, এই সকল ভূমির উপরেও সেইরূপ চলিবে। এতদ্ভিন্ন, ক্রেতার পক্ষে অনেক সুবিধা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে লাড কানিঙের যে আজ্ঞা ছিল তাহাই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ক্রয় করিবামাত্র মূল্যের দশমাংশ জমা করিতে হইবে, এবং বাকী টাকা শতকরা ১০ টাকা সুদে দশ বৎসরের মধ্যে দিতে হইবে। এক বিষয়ে কেবল আমরা কিছু অন্যায় দেখিতেছি। যদি কেহ কোন ভূমি পতিত ও অনধিকৃত বলিয়া আবেদন করেন, আর তাহার পর তাহার অধিকারী বাহির হন, তা। হইলে সেই ভূমির জরিপের জন্য তাহার প্রদত্ত টাকা আর তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে না। এবম্বিধ আজ্ঞা ন্যায়ানুযায়িনী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। পাপক্রিয়ার ন্যায় অজ্ঞতার দণ্ড বিধান ন্যায় সিদ্ধ হইতেছে না। আর এক অংশে ত্রুটি দৃষ্ট হইতেছে। পতিত ভূমি বিক্রয় করা হইল, কিন্তু তাহা যে অভিপ্রায়ে বিক্রয় করা হইতেছে, তাহার কি করা হইল? কয়েক বৎসরের মধ্যে অংশ ক্রমে ভূমি পরিষ্কৃত ও কর্ষিত করিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লওয়া হইল না কেন? অনেকে পতিত ভূমি ক্রয় করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। ফলতঃ ইহা অনেকের ব্যবসায় স্থল হইয়া উঠিবে। তাহাতে দেশের কি ইষ্টলাভ হইবে?

নূতন গ্রন্থ।

অনেকে আমাদিগকে বাঙ্গলা গ্রন্থের গুণ দোষ বিচারে অনুৎসুক দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদিগেরও গুণ দোষ বিচারের অনিচ্ছা নাই; কিন্তু গ্রন্থকারদিগের দোষে সকল সময়ে আমরা মনোরথ পূর্ণ করিতে পারি না। এক্ষণে এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে অনেকসংখ্য নূতন নূতন পুস্তক বহির্গত হইতেছে বটে, কিন্তু অল্পসংখ্য গ্রন্থই আদরণীয় দৃষ্ট হয়। সেকেলে রাজা, রাণী, সেই নায়ক নায়িকা ও সেই একবিধ প্রাচীন বর্ণনাই পুনঃ পুনঃ আমাদিগের নয়ন গোচর হইয়া থাকে। রাজনীতি ও ইতিহাসাদি ঘটিত মহার্ঘ গ্রন্থ ও প্রকৃত কাব্য নাটকাদি প্রায়ই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না।

প্রায় প্রতি সপ্তাহে দুই চারি খানি নূতন গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়া থাকে, কিন্তু সে সমুদায় দুটী কারণে গুণদোষ বিচারসহ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। প্রথম কারণ এই, অধিকাংশ অনুবাদিত গ্রন্থ। সেই সেই গ্রন্থ মধ্যে যে গুণ দোষ দৃষ্ট হয়, অনুবাদ কর্ত্তা তন্নিবন্ধন নিন্দা অথবা যশোভাগী নহেন, মূল গ্রন্থকারই তদ্ভাগী। অনুবাদ করিয়া অনুবাদ কর্ত্তার নিন্দা অথবা যশোলাভ সামান্য মাত্র। তিনি যদি বিশদরূপে মূল গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলেন, কিঞ্চিৎ প্রশংসনীয় হইলেন, অন্যথা হইলেই অন্যথা হইল। দ্বিতীয়, যে সমস্ত মূল গ্রন্থ প্রণীত হইয়া সচরাচর প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই অসার ও অপদার্থ, তাহার গুণ দোষ বিচারে প্রবৃত্তি জন্মে না। তবে যে সকল গ্রন্থে কিঞ্চিৎ গুণও দৃষ্ট হয়, বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে আমরা প্রায়ই তাহার গুণ দোষ বিচারে পরাঙমুখ হই না।

সম্প্রতি দুই খানি নূতন মূলগ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, অদ্য আমরা তাহার গুণ দোষ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। একের নাম স্বপ্ন দর্শন, দ্বিতীয়ের নাম সঙ্গীত শতক। স্বপ্নদর্শন প্রণেতার নাম হরিমোহন কর্ম্মকার।

উক্ত সাহেব প্রথম গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহাতে স্বভাবের বর্ণনাই অধিক। গ্রন্থকার ইহা দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম স্বপ্নে কবিতা দেবীর বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় স্বপ্নে ধর্ম্মরাজের সভা[illegible] বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। আমাদিগের ইদানীন্তন কবিগণ প্রায়ই একটি কুৎসিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। যাবতীয় কাব্যই প্রায় ব্যক্তি বিশেষের জীবন চরিত অথবা কোন নায়ক নায়িকার প্রেম বিষয় লইয়া লিখিত হইয়া থাকে। অনেকে কেবল নূতন গল্প অবগত হইবার জন্য পাঠ করেন, কাব্যের গুণ দোষ অলঙ্কারাদি দর্শনে তাহাদিগের তাদৃশ দৃষ্টি থাকে না। সুতরাং কয়েকটিমাত্র পত্র পাঠ করিয়াই পাঠকের অরুচি জন্মে; সেই অরুচি অন্যায়ও নহে। প্রস্তাবিত কাব্যে এ দোষ দৃষ্ট হইতেছে না। কাব্য খানির রচনাও মন্দ হয় নাই। কাব্য মধ্যে অন্য অন্য গ্রন্থের অনেক ভাব গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক নূতন ভাবও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহা হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি কবিতা দর্শন করুন।

ক্রমেতে রজনী অতি গভীর।
যত জীবগণ ঘুমে অচেতন;
পর্ব্বত নির্জ্জন, কানন স্থির।

শুভ্র শশধর, থাকি শূন্যোপর,
সুশীতল কর করিছে দান।
হেন বোধ হয়, শশী রসময়,
ভাঙ্গিছে প্রেয়সী নিশার মান।
কেবল পবন, হতেছে বহন,
প্রতি ধ্বনি করি গিরি গহ্বর।
নিশার নীহার পড়ে অনিবার,
টস্ টস্ করি অবনীপর।
চকোরী চকোরে, প্রেমে হয়ে ভোর,
শশধর সুধা করিছে পান।
হেন অনুমান, শশাঙ্ক ধীমান,
তাহা দেখি সুধা করিছে দান।
কুমুদিনী সতী, প্রেম ভরে অতি,
ঊর্দ্ধ মুখে চেয়ে সখার পানে।
দিবসের ক্লেশ করিতেছে শেষ।
শশীর মধুর পীযূষ পানে।"

কবিতা মধ্যে মধ্যে মধ্যে কবির অশক্তি লক্ষণও লক্ষিত হইতেছে। কবি ধর্ম রাজের সভা দর্শনার্থ গমন বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন।

"বেগবতী নদীগণ, বেগেতে যেমন,
মিলিতে সিন্ধুর সনে করে গো গমন
সেই রূপ দেখিবারে ধর্ম্ম নরপতি।
আমরাও চলিলাম হয়ে তদ্রূ গতি।"

বিশেষতঃ এস্থলে গো এই সম্বোধনান্ত শব্দটী প্রযুক্ত হওয়াতে কবিতার সমুদায় সৌন্দর্য্য এক কালে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, তিনি প্রকৃতির যে রূপে বর্ণন করিতে হয় তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

"স্থানে স্থানে হেরি কত রম্য জলাশয়,
স্থানে স্থানে চরিতেছে কত পশুচয়।
মরি মরি স্বভাবের কেমন স্বভাব,
খাদ্য খাদকেতে তথা হেরি সখ্য ভাব।
মৃগ সিংহে এক স্থানে করিছে বিহার,
বিড়াল মূষিকে ক্রীড়া করে অনিবার।"

এ বর্ণনাটী নিতান্ত অনৈসর্গিক হইয়াছে এত সেই সেকেলে বর্ণনা। কবিতা দেবীর কি ক্ষমতা আছে যে স্বাভাবিক গুণের পরিবর্ত্ত করিতে পারেন? কোন কাব্য হিংস্র ব্যাঘ্রকে তাহার জাতীয় স্বভাব পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ হয়?

দ্বিতীয়, সঙ্গীত শতক। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী ইহার রচনা করিয়াছেন। ইহা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পাঠকগণের দর্শনার্থ দুটী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল।

রাগিণী ললিত।
তাল আড়াঠেকা।

কে তুমি দুখিনি!
কেন করিছ রোদন?
অধর স্ফুরিছে যেন
জ্বলিতেছে মন;
ধূলা উড়িতেছে [illegible],
মলা উঠিতেছে বাসে,
কোলে কাছে কাঁদিতেছে
ক্ষুদ্র শিশুগণ;
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে
চাহিতেছ শূন্য মনে
শূন্য পানে দুই চক্ষু
কোরে উত্তোলন;
থেকে থেকে রয়ে রয়ে
মলিন কপোল বয়ে
অনর্গল অশ্রুজল
হতেছে পতন;
বুঝি ও গো বিষাদিনি!
তুমি নব কাঙালিনী,
কষ্টের সাগরে নব
হয়েছ মগন!
গিয়ে প্রতিকার আশে
দুর্ম্মুখো ধনির বাসে
অকস্মাৎ অস্তরেতে
পেয়েছ বেদন! ৬১॥

রাগিণী রামকেলী।
তাল আড়াঠেকা।

ওহে শব এ কি দশা
হয়েছে তোমার!
একা মাঠে পড়ে আছ,
বিকৃত আকার!
কোথা প্রিয় পরিজন,
কোথা প্রিয়া, প্রিয়গণ,
হায় রে কেহই তার
কাছে নাই আর!
পবন তোমার তরে
শোকময় গান করে,
জননী ধরণী কোল
করেন বিস্তার!
ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রপাত,
করে না কোন আঘাত,
ভয়ানক স্তব্ধ প্রায়
সমস্ত সংসার! ৮২॥

বিবিধ সংবাদ।

৭ই আশ্বিন সোমবার।

এক ব্যক্তি জর্ম্মেণির অন্তঃপাতি হম্বর্গ নগরস্থ জুয়াখেলার আড্ডার এক অদ্ভুত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া থাকেন, এবং তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট এই ক্রীড়ায় উৎসাহ দান করেন। যাহা হউক, দুঃখের বিষয় এই, ইউরোপীয় সমুদায় জাতি জর্ম্মণি হইতে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তথায় অদ্যাপিও অসভ্যতা চিহ্ন রহিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব কোম্পানির সেনাদলের আফিসরদিগের অসৎক্রিয়ায় নিমিত্ত আমরা দুঃখিত হইতেছি। ইতি পূর্ব্বে কয়েক জন আফিসরের অসৎক্রিয়ার কথা শুনা গিয়াছিল। সম্প্রতি সিমলাতে এক জন ব্রিগেডিয়ার দ্যূতক্রিয়া করাতে প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। সিমলা পর্ব্বত ক্রমে ইংরাজ সেনাদলের উৎসন্ন হইবার কারণ হইয়া উঠিল।

অযোধ্যা ও আলাহাবাদ গেজেট বলেন, ১ লা নবেম্বর কাশী পর্য্যন্ত রেলওয়ের গাড়ি চলিবে। সকল সেতু অদ্যাপিও ভালরূপে প্রস্তুত হয় নাই। ঐ দিবস বক্সর পর্য্যন্ত খুলিবার সম্ভাবনা আছে।

সিবিলিয়ানদিগের পরীক্ষার জন্য কঠিনতর নিয়মাবলি প্রকাশিত হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয়। সিবিলিয়ানেরা কেবল শীকার করিয়া কাল না কাটান।

বোম্বাই নগরে একখণ্ড মালয়দেশীয় অহিফেন ১২৬০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

লেও সাহেবের অনুমিত মূল্য অপেক্ষা ৩৬০ টাকা অধিক দেখা যাইতেছে, তথাপি কি বিদ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত দান বন্ধ থাকিবে?

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন সর ফ্রেডরিক হালিডে লেওসাহেবের কর্ম্মে আসিতে চাহেন। তাহা হইলে ইউরোপীয় বেহালার শুল্ক অগ্রে উঠিয়া যাইবে।

দিল্লীগেজেটের কাবলস্থিত সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রূপে হেরাট আক্রমণ করিয়াছেন। যে একটি দ্বার খোলা ছিল তাহাও রুদ্ধ হইয়াছে। আমীরের শিবিরে খাদ্য দ্রব্য মিলা ভার হইয়াছে। সুলতান জানের কোন প্রজা তাঁহার সহায়তা করিতেছে না।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সহায়তার জন্য পাতিয়ালার রাজা ১০,০০০, ঝীণ্দের রাজা ৫০০০ ও নাবার রাজা ৫০০০ টাকা দিয়াছেন। তথাপি অনেক শ্রীবৃদ্ধিকারী এতদ্দেশীয় রাজগণকে প্রচ্ছন্ন শত্রু ও গুপ্ত বিদ্রোহী বলিয়া গালি দিতে ত্রুটি করেন না।

ইউল সাহেব শ্রীবৃদ্ধিকারী দলের অপ্রিয় হইয়াছেন। তালুকদার দিগকে কাইসরবাগ দেওয়াতে অনেকে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছেন। দেখি আমাদিগের বীডন সাহেব কত দূর করেন।

ভগলপুরের অধিবাসীরা ইউল সাহেবের স্মরণার্থ ১০,০০০ টাকা জমা করিয়া তাহার উপস্বত্ব হইতে লরেন্স দাতব্য বিদ্যালয়ে কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

৮ই নবেম্বর বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে। শুনাগেল বাবু রামগোপাল ঘোষ উহার অন্যতর সভ্য হইবেন। যোগ্যপদে যোগ্যলোক নিয়োগ হইলেই আহ্লাদ হয়।

৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

সেনাদলের আফিসরগণের আর একটী গুণ প্রকাশ হইয়াছে। মফস্বলাইট বলেন অনেক সেনাপতি কামানের ঘোড়া সকল অব্যবহার্য্য বলিয়া যৎ সামান্য মূল্যে নীলাম করেন। তাঁহারা ও তাঁহাদিগের বন্ধুগণ প্রায় তাহা ক্রয় করিয়া থাকেন। যে সকল অশ্ব অকর্ম্মণ্য বলিয়া ২। ৪ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে, ঘোড় দৌড়ে তাহারা ১০০ । ২০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। সেনাদলে এই সকল দুর্ব্ব্যবহার কবে নিবারিত হইবে?

ফিনিক্স বলেন গবর্ণমেণ্টের চাপরাসী প্রভৃতি ভৃত্যগণ স্থানান্তরে যাইবার সময়ে যে ভাতা পাইয়া থাকে, এখন অবধি কে কত পাইবে তাহার একটী নিয়ম স্থির করা হইবে।

দাক্ষিণাত্যে অন্ন কষ্টের আরো বৃদ্ধি হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ের রিপোর্ট চাহিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের অবশিষ্ট টাকা ঐ স্থানে দেওয়া হউক না কেন?

ইংলিসমানের এক জন লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা বলেন এক জন ফরাশী শিল্প প্রদর্শন গৃহে বরফ প্রস্তুত করিবার এক অদ্ভুত কল করিয়াছেন। অগ্নি ও জল দ্বারা অর্থাৎ বাষ্পীয় কলে বরফ প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমান কল অপেক্ষা ইহাতে চতুর্গুণ অধিক হইতেছে।

গত দেউলিয়া আদালতে আটর্ণী পিয়র্সন দুই জন মক্কেলের নিকটে টাকা লইয়া মোকদ্দমার সময় উপস্থিত হন নাই বলিয়া সর মর্ডণ্টওয়েলস তাঁহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া মক্কেলদিগকে টাকা ফিরাইয়া লইবার জন্য ছোট আদালতে নালীশ করিতে বলিয়াছেন। এই সকল ব্যাপার সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। তথাপি বর্ত্তমান মোক্তার ও উকীলদিগের চরিত্রের তত্ত্বাবধান জন্য টেম্পলবারের ন্যায় একটী সভা করিবার বিষয়ে কেহই কথা কহেন না।

গালি হইতে টেলিগ্রাফ যোগে হিউম সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছে। হিউম সাহেব এক জন বিদ্বান ও এদেশের হিতকারী ছিলেন।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভার সেসিয়ন বন্ধ হইয়াছে।

৯ই আশ্বিন বুধবার।

বোম্বাইয়ের ছোট আদালতকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে ঐ আদালত ১০০০ টাকা পর্য্যন্তের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। এই বিষয়ের বিল তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভার বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ছোট আদালতের বর্ত্তমান উকিলেরা ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইহার উপরের মোকদ্দমা বাদিরে আটর্ণী অথবা প্রধানতম বিচারালয়ের উকীলের হস্তে দিতে অথবা অর্থি প্রত্যর্থির নিজে করিতে হইবে।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন প্রধান সেনাপতি যাবতীয় শীক সেনাদলে "কাণ্টিন" অর্থাৎ মদ দিবার জন্য এক এক দোকান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। সে দিবস তিনি হিউ রোজ জুয়া খেলিবাতে এক জন ব্রিগেডিয়ারকে পদচ্যুত করিয়াছেন। সৈনিক ধর্ম্মনীতি নাটকের এ আবার কোন অঙ্ক?

দিল্লী ইনষ্টিটিউট জর্ণাল সর্ব্বসাধারণকে এই বলিয়া সতর্ক করেন যে তাহারা সেনাগণকে কর্জ্জ দিবার বিষয়ে সাবধান হন। ইহারা অনায়াসে ঋণ করে কিন্তু নালীশ করিলে ইহাদিগের নিকটে টাকা আদায় হওয়া ভার হয়। আমাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে সেনাদলের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না রাখিলে ইহারা পূর্ব্বতন রোমীয় প্রিটোরিয়ান গার্ড হইবে।

গত কল্য প্রধানতম বিচারালয়ের ফৌজদারি সেশিয়ান বসিয়াছে। মর্গান সাহেব বিচারপতি। প্রতিমাসে সেসিয়ান হওয়াতে এবার অল্পই মোকদ্দমা আছে।

বলণ্টিয়র সেনাদলের বিষয়ে আমরা যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, রায়তস্ ফ্রেণ্ড তাহাতে অনুমোদন না করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, যতদিন এদেশীয় দিগের শারীরিক বল ও সাহসের বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন ইউরোপীয় দলে সম্মান নাই।

বাইপিন নগর ক্রমশঃ সমুদ্র গর্ভে যাইতেছে। কোচিন কুরিয়ার পুনর্ব্বার এবিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের তাহার রক্ষার্থ চেষ্টা করিয়া যদি কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা না থাকে তবে বৃথা টাকা নষ্ট করিবেন কেন।

১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

পুনার যাবতীয় শস্য অগ্নিমূল্য হইয়াছে। তত্রত্য ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সকলে স্থির করিয়াছেন বণিকেরা এক বাক্য হইয়া শস্য

দি দুর্মূল্য করিয়াছেন। এবিষয়ের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভা ভৃত্যদিগের অসদ্ব্যবহার নিবারণের এক আইন করিতেছেন। ভৃত্যেরা অবাধ্যতা প্রকাশ করিলে দণ্ড হইবে এবং কর্ম্মত্যাগ করিবার এক মাস পূর্ব্বে তাহাদিগকে সংবাদ দিতে হইবে। প্রভু সৎ ও বুদ্ধিমান হইলে ভৃত্যগণের দুশ্চরিত্র হওয়া অতি কঠিন। আমরা দেখিতেছি আমাদিগের ব্যবস্থাপকগণ শেষে রোমীয় মহাসভার ন্যায় বস্ত্র ও অলঙ্কারের বিষয়েও আইন করিতে আরম্ভ করিবেন।

ডাক্তর আণ্ডারসন গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই বলিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন দারজিলিঙে উত্তম সিঙ্কোনা বৃক্ষ হইতে পারে। ইহার চাষ যত বাড়ে ততই ভাল।

সিংহল দ্বীপের লোকেরা তত্রত্য ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সর হেনরি ওয়ার্ডের স্মরণার্থ তাঁহার এক পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিবেন। লার্ড কানিঙের প্রতিমূর্ত্তির কি হইল ?

দিল্লীগেজেট বলেন টিয়ান সিয়ানে পুনর্ব্বার ওলাউঠা হইতেছে।

ব্রহ্মদেশে ইংরাজদিগের অধিকার মধ্যে গত বর্ষে নিম্নলিখিত বাণিজ্য হইয়াছে :-

আমদানী	২,৮৫,৫৬,০৭৯
রপ্তানী	৩,৬২,৫৫,৮৪৯
মোট	৬,৪৮,১১,৯২৮

এসকল সুখের বিষয় বটে কিন্তু কবে বঙ্গদেশের স্কন্ধ হইতে এইসকল প্রদেশের ব্যয়ের ভার যাইবে।

১১ই আশ্বিন শুক্রবার।

কর্ণেল প্রিষ্টলীকে ইউনাইটেড সার্বিস ক্লব (সভা বিশেষ) হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় সভা কলিকাতার ইনকম টাক্স কমিসনরদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সভা এত দিবস যে স্তব্ধ হইয়াছিলেন ইহাই আশ্চর্য্য।

১২ই আশ্বিন শনিবার।

গত কল্য টেলিগ্রাফে যে ইউরোপীয় সংবাদ আসিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের সেনারা ক্রমশ পরাজিত হইতেছে। সেনাপতি পোপ পরাজিত হইয়াছেন। বিদ্রোহীরা ওয়াসিংটনের নিকটে আসিতেছে। আমরা দুঃখিত হইলাম গারিবলডি সম্প্রতি গৃহযুদ্ধে যে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার জীবন সংশয় হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন ভারতবর্ষস্থ সৈনিক পুরুষেরা পেন্‌সন পাইলে তাহা ইংলণ্ডেশ্বরীর যে কোন রাজ্যে বা উপনিবেশে থাকিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

মিড সাহেবের বিধবা স্ত্রীর জন্য ২০,১২৭ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

১৪ই আশ্বিন সোমবার।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি নটিংহামের মধ্যস্থ সেণ্টমেরির পুরোহিত কার্টরাইট জাল করিয়া ধৃত হইয়াছিলেন। তিনি গির্জার রেজিষ্টরে অনেক বিষয়ে মিথ্যা করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার সৌভাগ্যের বিষয় এই, তাঁহাকে ক্ষমা করা হইয়াছে। ধর্ম্মোপদেষ্টার এরূপ অপকর্ম্ম নিতান্ত উপহাসকর।

অযোধ্যার বিচারসংক্রান্ত কমিসনর কাম্বেল সাহেব লক সাহেবের পরিবর্ত্তে কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের এক জন বিচারপতি হইয়াছেন।

অদ্য পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়ে রাণাঘাট পর্য্যন্ত খুলিয়াছে। ১০০০ লোক আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এই কোম্পানির বাণিজ্যের লাভের বিষয়ে শঙ্কিত হইতেছি। ঢাকা নিউস পুনর্ব্বার বলিয়াছেন, কুষ্টিয়ার চড়া পড়িবাতে তথায় ঢাকা ও আসামের দ্রব্যাদি যাইবে না। বারাসত হইয়া যশোহর ও ফরিদপুরে একটি শাখা না করিলে পূর্ব্বাঞ্চলের বাণিজ্য রেইলওয়েতে আসা ভার।

করাচিতে মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের জন্য ৫০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

এমত জনশ্রুতি কর্ণেল প্রিষ্টলির বিষয় লইয়া লার্ড এলগিন, ও সর হিউরোজের মনোভঙ্গ হইয়াছে। এবিষয় সর চার্লসউডের নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছে। লার্ড এলগিন এসকল ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে আত্মপরিচয় প্রদান করুন। আমরা অদ্যাপিও তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছি না।

১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন দোস্ত মহম্মদ খাঁ এদিকে হেরাট আক্রমণ করিয়াছেন, ওদিকে পারস্যাধিপতি বলিয়াছেন, আমীর যদি হেরাট অধিকার করেন, তাহা হইলে তিনি আফগানস্থান আক্রমণ করিবেন। সন্ধি অনুসারে হেরাট স্বাধীন থাকিতে পারে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে যেন অন্ধ না হন।

উক্ত পত্রের পুনাস্থিত সংবাদদাতা বলেন, সর বার্টল ফ্রিয়ার বোম্বাই নগরে মাঞ্চেষ্টরের সহায়তাকারিণী সভার অধ্যক্ষতা করিতে বোম্বাই গমন করিয়াছেন। সর জেমসেটজি জিজি ভাই প্রভৃতি সকলে তাঁহার সহিত গমন করিয়াছেন। সর বার্টল ফ্রিয়ার ও তাঁহার স্ত্রী মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন জন্য সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এক দেওয়ানী মোকদ্দমার মধ্যস্থ হওয়াতে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য রূপে তাঁহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। উচিত কার্য্য হইয়াছে।

হরকরা শ্রবণ করিয়াছেন লেপ্টনেণ্ট জাকসন (যে ব্যক্তি এক জন খানসামাকে প্রহার করিয়া বধ করিয়াছিল) অদ্যাপিও রুদ্ধ আছে। অদ্যাপিও তাহার বিচার হয় নাই।

মান্দ্রাজের ইনকম টাক্স কমিসনরেরা সর্ব্বসাধারণকে বিরক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা ইউরোপীয়দিগের নিকটে নূতন ফরম প্রেরণ করাতে সকলে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এদিকে সেদিন ইংলণ্ডীয় এক প্রধান সংবাদ পত্র বলিয়াছেন “ইনকম টাক্স উঠাইয়া না দিয়া আর কোন কর উঠাইয়া দেওয়া বাতুলের কর্ম্ম।” ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কবে এটি বুঝিবেন ?

১৬ই আশ্বিন বুধবার।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ভাগলপুরে গমন করিয়াছেন। শীতকাল তিনি তথায় অতিবাহি-

ত করিবেন। লার্ড এলগিন শীঘ্র নীলগিরি পর্ব্বতে গমন করিবেন। আমাদিগের গবর্নর ও লেপ্টনট গবর্নরেরা কি কেবল হাওয়া খাইয়া বেড়াইবেন? বীডন সাহেব পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়াছিলেন, কি করিয়া আইলেন, কিছুত জানা গেল না। তাঁহাদিগের পাথেয়ব্যয় কি তাঁহাদিগের নিজ বেতন হইতে সম্পন্ন হইতেছে?

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে চাপাটি চলিতেছে। তত্রত্য গবর্নমেন্ট এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বলেন কিন্তু কেহই তাহার মূল কোথায় তন্নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই।

গোপালপুরের নিকটে এক খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়া এক ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

গ্রাণ্ড ট্রঙ্করোডের ইঞ্জিনিয়ার মিজ সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন সামান্য রাজপথে বাষ্পীয় শকট চালাইবেন। তিনি যদি এ বিষয়ে কৃত কার্য্য হইতে পারেন তাঁহা হইলে জগতের মহোপকার লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

এরূপ জনশ্রুতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনন্ট গবর্নর এডমনষ্টোন সাহেব পদত্যাগ করিলে তত্রত্য রেবিনিউ বোর্ডের প্রধান সভ্য মুইর সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন। আমাদিগের মতে হ্যারিংটন সাহেব যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি, কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিবেন কি না সন্দেহ।

১৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

গত কল্য গবর্নমেন্ট গেজেটে ইংলণ্ডীয় ব্যয়ের এক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। আগামি বারে ঐ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা আছে।

সেনাপতি সাউয়ার্স দানাপুরের ব্রিগেডিয়ার বর্সির মোকদ্দমার বিচার করিতে গমন করিয়াছেন। বৃদ্ধ বর্সিকে এবার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।

বাবু গোপাল রাও হরি দশমুখ (যিনি বোম্বাইয়ের সদর আদালতের সহকারী রেজিষ্টর ছিলেন) আমেদাবাদের সহকারী জজ হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত প্রেসিডেন্সিতে এ প্রকার পদ আর কেহ প্রাপ্ত হন নাই। আমাদিগের ইচ্ছা এই, বাবু তারকনাথ সেন ২৪ পরগণার অতিরিক্ত জজের পদ প্রাপ্ত হন।

১৮ই আশ্বিন শুক্রবার।

সর বার্ণেস পিকক্ ট্রিলস সাহেবের কর বৃদ্ধি ও জাকসন সাহেবের উক্ত বিষয়ের আজ্ঞার বিষয়ে আত্মমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পাঠকগণকে ইহার মর্ম্ম অবগত করাইব।

ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়া বলেন ১৬ই সেপ্টেম্বর কর্ণেল ফেয়ার ব্রহ্মদেশের রাজার নিকটে দূত স্বরূপ মান্দালাইনগরে গমন করিয়াছেন। কর্ণেল ফেয়ার কি জুতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডবৎ পতিত হইবেন?

উক্ত পত্র আরও বলেন, পারস দেশীয় গবর্নমেন্ট দোস্ত মহম্মদকে বলিয়াছেন তিনি যদি হেরাট আক্রমণ ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার বিপক্ষে সেনা প্রেরণ করিবেন। আমীর তদুত্তরে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। হেরাটের লোকেরা যুদ্ধে অপারগ হইয়াছে। এযুদ্ধে বুঝি শেষে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টকে লিপ্ত হইতে হয়, যদি লিপ্ত হন, আমাদিগের নিকট হইতে আর কি নূতন কর লইবেন? এই বেলা তাহা স্থির করিয়া রাখুন।

১৯এ আশ্বিন শনিবার।

দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে হায়দরাবাদের নিজাম নিজ রাজ্য হইতে অন্যত্র শস্যপ্রেরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমেদনগরের কালেক্টর হায়দরাবাদের রেসিডেন্টকে উক্ত আজ্ঞা রহিত করিতে অনুরোধ করেন। রেসিডেন্ট তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়াতে কালেক্টর বোম্বাইগবর্নমেন্টকে ইহা জানাইয়া হায়দরাবাদে লবণের রপ্তানী করিতে নিষেধ করেন। সর বার্টল ফ্রিয়ার কালেক্টরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন নিজামের আজ্ঞা অন্যায় হয় নাই।

পুন. অবজরবরে লিখিত হইয়াছে দাক্ষিণাত্যে শস্যের মূল্য কিঞ্চিৎ অল্প হইয়াছে।

ক্লার্টিন নামক এক ব্যক্তি ধর্ম্মতলার আড়গড়া ওয়ালা ব্রাউণের ষোড়শ বর্ষীয়া একটি কন্যাকে ব্যভিচারিণী করিবার মানসে বাহির করাতে তাহার নামে নালীশ হইয়াছে। সে ধৃত হইয়া ১০০০ টাকার জামীন দিয়াছে।

২১এ আশ্বিন সোমবার।

মালব দেশীয় অহিফেনের মূল্য আরও অল্প হইয়াছে। গত সপ্তাহে প্রতি বাক্স ১৫৩০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। তথাপি লেঙসাহেবের হিসাব অপেক্ষা ৩৩০ টাকা অধিক আছে।

বর্দ্ধমানের রাজা কলিকাতার ফটগ্রাফিক সভার এক জন সভ্য হইয়াছেন।

গবর্নমেন্ট এবৎসরের আয় ব্যয়ের এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন।

২২এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে তত্রত্য বিদ্রোহীরা পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে।

ফিনিক্সের কাইজ্যাগাদের সংবাদ দাতা বলেন তত্রত্য চুঙ্গির (মধ্যস্থ বাণিজ্যের কর) দ্বারা অনেক টাকা আদায় হইতেছে। গতবর্ষে ৮০০০ টাকা আদায় হইয়াছিল, এবৎসর ১৪,২৬০ টাকা আদায় হইয়াছে।

দিল্লীগেজেট কাবুল হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমীর দোস্তমহম্মদ তদীয় পৌত্রের পরামর্শানুসারে সুলতান জানের সহিত সন্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সুলতান জান তাঁহার প্রস্তাবিত নিয়মে অসম্মত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় পারস্য সেনারা হেরাটে আসিতেছে।

দিল্লীতে চারিটি বালিকা বিদ্যালয় হইয়াছে। তত্রত্য লোকেরা চাঁদা করিয়া এই সকলের ব্যয় দিতেছেন। পূর্ব্বতন রাজবংশীয় বালক বালিকাদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় হইয়াছে।

দুরাত্মা হি লর প্রাণ বিচার [illegible] হইয়াছে। তাহার দোষ [illegible] হইয়াছে। তাহাকে [illegible] করা হাবে। [illegible] য়াছে।

২৩এ আশ্বিন বুধবার।

হুগলিতে অতিশয় পীড়া আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়ে কোম্পানিকে পুনর্ব্বার সতর্ক করিতেছি, রেলে

ছিয়ার পুল ভগ্ন প্রায় হইয়াছে। তাহা দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইতেছে। তথাপি প্রত্যহ চারি বার তাহার উপর দিয়া শত শত লোককে বাষ্পীয় শকটে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

কন্ট্রাক্ট বিল লইয়া পুনর্ব্বার আন্দোলন হইতেছে। এআইন বিধিবদ্ধ করিবার আশা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

সর চারলস উড ইংলণ্ডেশ্বরীর আজ্ঞানুসারে গবর্ণর জেনেরলকে লিখিয়াছেন, রাজ্ঞী ভারতবর্ষীয় লোকদিগের ও রাজগণের প্রভুভক্তি দেখিয়া অতিদুঃখের সময়েও সন্তোষ বোধ করিয়াছেন। রাজকুমার আলবার্টের মৃত্যু জনিত শোকসূচক পত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমরা জাহিরীটোলা গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলা পাঠশালার ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষার এক খণ্ড রিপোর্ট পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। পরীক্ষকদিগের বিজ্ঞাপনী পাঠ করিয়া দেখিলাম তাঁহারা সকলেই পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বদেশহিতাকাঙ্ক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অধ্যক্ষ ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি শিক্ষকগণ এতদর্থ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

পতিত ভূমি বিক্রয়ের নিয়মাবলী।

বঙ্গ দেশস্থ পতিত ভূমি বিক্রয় ও মেয়াদি করভুক্ত ভূমি নিষ্কর লইবার নিয়মাবলি সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিত হইল।

১ম। যে ভূমিতে কাহারো স্বত্ব বা অধিকার নাই, [illegible] না ও হইবার সম্ভাবনা নাই সে সকল ভূমি পশ্চাল্লিখিত নিয়মানুসারে বি- [illegible] এই নিয়মাবলির ২১ ধারা [illegible] সাধারণ হিতার্থ রাখ [illegible] কার অর্থাৎ [illegible] ভূমি গবর্ণমেন্টের [illegible] তীত বিক্রীত হইবে না। [illegible] শেষ কারণ বশতঃ কোন কোন স্থলে [illegible] বিঘার ন্যূন বিক্রয় করা যুক্তিসিদ্ধ হয় তাহা অতঃপর যথা নিয়মে ঘোষণা করা যাইবে।

৩য়। প্রত্যেক লাট এক বন্দে ও এক সীমার মধ্যস্থ হইবে। যে লাট কোন নদী বা রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তি হইবে, আবশ্যক হইলে সেই নদী বা রাস্তার পার্শ্ব কখন প্রস্তাবিত ভূমির প্রস্থের অর্দ্ধেকের অধিক হইবে না। পূর্ব্বে ভূমির জরিপ ও সীমাবদ্ধ না হইলে অথবা ক্রেতার আবেদন অনুসারে তাহার জরিপ ও সীমাবদ্ধ না হইলে তাহা বিক্রীত হইবে না। যাহাতে ভূমি সহজে চিনিতে পারা যায় তদুপযুক্ত মাত্র জরিপ হইবে। জরিপের পর যদি দেখা যায় যে ভূমি নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত (অর্থাৎ ৮২৫৭ বিঘার) অধিক হইয়াছে তাহা হইলে উদ্বৃত্ত অংশটি ভূমির সহিত বিক্রীত হইবে না।

৪র্থ। পতিত ভূমি ক্রয় করিবার আবেদন জেলার কালেক্টরের নিকট করিতে হইবে। এবং প্রত্যেক আবেদনে নিম্ন লিখিত বিষয় লিখিতে হইবে:—

১। প্রার্থিত ভূমির কালি।

২। উক্ত ভূমির নির্দ্দিষ্ট স্থান ও সীমা স্পষ্ট রূপে লিখিত হইবে।

৫ম। কালেক্টর যদি জানিতে পারেন প্রার্থিত ভূমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়মানুসারে বিক্রয়ার্থ আবেদন করা হইয়াছে ও তাহার স্থান ও সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা হইলে তিনি কোন বিশেষ দিবসে তাহা অন্যূন প্রতি একারে আড়াই টাকা অর্থাৎ প্রতি বিঘা ৸৵১০ বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিবেন। এই ঘোষণা কালেক্টর, জেলার প্রধান দেওয়ানী কর্ম্মচারি, ও মুন্সেফের আফিসে এবং থানায় লটকান হইবে।

৬ষ্ঠ। ঘোষণা হইবার অন্যূন ৩০ দিবসের মধ্যে ভূমি কালেক্টরের কাছারিতে বিক্রীত হইবে। কালেক্টর আবশ্যক বোধ করিলে যথা নিয়মে সংবাদ দিয়া কিছু দিনের জন্য বিক্রয় বন্ধ রাখিতে পারিবেন।

৭ম। বিক্রয়ের দিবসে যদি কেহ ভূস্বামিত্ব অথবা কর্ষণ করিবার স্বত্ব প্রকাশ না করে, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইবে; কিন্তু কোন স্থলে প্রতি বিঘা ৸৵১০ আনার ন্যূনে বিক্রীত হইবে না। আর যদি কেহ অধিক দর না দেয়, প্রথম আবেদনকারির নিকটে এই ন্যূন মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

৮ম। ভূমির মূল্যের দশমাংশ ও তাহার জরিপ প্রভৃতির ব্যয় জমা করিয়া দিলে কালেক্টর ক্রেতাকে এক দলিল দিবেন (এই দলিল শীঘ্র রেবিনিউ বোর্ড দ্বারা প্রকাশিত হইবে) ইহা দ্বারা এই ভূমি তাঁহাকে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে নিষ্কর ভোগ করিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু তথাপি ক্রেতাকে যাবতীয় নূতন সাধারণ কর দিতে হইবেক। এবং যদি ক্রীত ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাহা হইলে বিচারের জন্য উপযুক্ত বিচারালয়ে নালীশ হইতে পারিবে।

৯ম। নীলামের পূর্ব্ব দিবস যদি কেহ ভূমির উপর দাওয়া করেন, তাহা যদি কালেক্টরের বিবেচনায় অমূলক বোধ হয় তাহা হইলে তিনি বিক্রয় করিতে পারিবেন।

১০ম। অনুসন্ধানের পর যদি এ প্রকার কোন দাওয়া সপ্রমাণ হয় তাহা হইলে কালেক্টর ক্রেতার আবেদন অগ্রাহ্য অথবা সেই বিষয় কমিসনরের গোচরার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন। আবেদন অগ্রাহ্য হইলে ক্রেতা কমিসনরের নিকটে আপীল করিতে পারিবেন।

১১শ। কমিসনর কালেক্টরকে আবেদন অগ্রাহ্য অথবা ভূমি ৯ ধারানুসারে বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। পরেও কেহ যদি ইচ্ছা করেন অধিকারের জন্য নালীশ করিতে পারিবেন। যদি কমিসনর দেখিতে পান যে ভূমি যথার্থই কোন ব্যক্তির অধীনস্থ আছে, তাহ হইলে ক্রেতার জরিপের জমা টাকা বাজে আপ্ত হইবে।

১২শ। ভূমি প্রাপ্ত হইলে ক্রেতাকে কালেক্টরের আজ্ঞানুসারে সীমা নিরূপণের জন্য যথোপযুক্ত পাকা পিপে অথবা অন্য কোন চিহ্ন স্থাপন করিতে হইবে।

১৩শ। প্রথম আবেদনকারির পরিবর্ত্তে যদি অন্য কোন ব্যক্তি ভূমি ক্রয় করেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি জরিপ প্রভৃতির জন্য যে টাকা জমা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

১৩শ। ক্রেতা নিয়মানুসারে ভূমির সমুদায় মূল্য এককালে দিতে পারিবেন অথবা তিনি তাহার দশমাংশ জমা করিয়া দিয়া বাকী টাকা দশ বৎসরের মধ্যে কিস্তিবন্দি করিয়া দিবেন। কিন্তু এমত স্থলে তাহাকে ঐ বাকী টাকার প্রতি বৎসর শতকরা দশ টাকার হিসাবে সুদ দিতে হইবে। তাহার ভূমি এই টাকার প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবে। এবং তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে কালেক্টর ভূমি পুনর্ব্বিক্রয়ের ঘোষণা করিতে পারিবেন।

১৫শ। দ্বিতীয় ক্রেতা ভূমি লইয়া তিন মাসের মধ্যে যদি মূল্যের দশমাংশ ও জরিপ প্রভৃতির টাকা জমা না করেন, তাহা হইলে ভূমি পূর্ব্ব নিয়মানুসারে পুনর্ব্বার বিক্রীত হইবে। কিন্তু এমত স্থলে প্রথম ক্রেতার জমা টাকা বাজে আপ্ত হইবে।

১৬শ। যাবতীয় লাটের মূল্য প্রতি একারে ন্যূন কল্পে ২॥ টাকার হিসাবে স্থির হইবে এবং কোন কারণে * তাহাহইতে বাদ দেওয়া হইবে না। কিন্তু বিশেষ স্থলে কালেক্টর কমিসনরের অনুমতি অনুসারে অধিকতর মূল্য নিরূপণ করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন স্থলে প্রতি একার দশ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে না।

১৭শ। যদি এক ভূমি ক্রম ক্রমে নানা লাটে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে তাহা প্রথম ক্রেতার অধীনস্থ হইবে। সীমা লইয়া কোন বিবাদ হইলে কালেক্টর ক্রেতার আবেদন অনুসারে তাহা স্থির করিবেন। যদি এক ভূমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার বিক্রীত হয়, তাহা হইলে অপর আবেদন কারীরা তাহাদের জমা টাকার শতকরা দশ টাকা হিসাবে সুদ ফিরাইয়া পাইবেন।

১৮শ। পূর্ব্বে প্রচলিত কোন নিয়মানুসারে কয়েক বৎসর মেয়াদে যে সকল পতিত ভূমি অন্য কাহাকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই নিয়মানুসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ন্যায় জ্ঞান করা হইবে। এই ভূমির স্বামী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তাহা নিষ্কর ক্রয় করিতে পারিবেন। ভূমির মূল্য এই প্রকারে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে যে তাহার সুদ শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে গণনা করিলে তাহার বাৎসরিক করের সমান হয়। কিন্তু কোন স্থলে প্রতি একারের মূল্য ২।০ আড়াই টাকার ন্যূন হইবে না।

১৯শ। পতিত ভূমি বিক্রীত হইলে সে সমুদায়ের এক হিসাব অবিলম্বে রেবেনিউ বোর্ডের নিকটে প্রেরণ করা হইবে। বোর্ড এই হিসাব প্রকাশ করিবেন। কিন্তু কোন উচ্চতর বিচারপতি এই নিয়মানুসারে কালেক্টর কৃত বিক্রয়ের পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না।

২০শ। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতীত পথাদি চরণের ভূমি নগর ও জেলার নিকটবর্ত্তি জ্বালাইবার কাষ্ঠের ভূমি, বাটী নির্ম্মাণের স্থান পশালয় ও আমোদের ভূমি বিক্রীত হইবে না। রেবেনিউ বোর্ড এই সকল ভূমির এক হিসাব প্রকাশ করিবেন। ঐ হিসাব গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলে শেষে গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

২১শ। ১৮৬১ অব্দের ১৭ই অক্টোবরের আজ্ঞানুসারে যে সকল ভূমির আবেদন রেজিষ্টরি করা হইয়াছে তাহা তদনুসারে বিক্রীত হইবে। কিন্তু এই রূপ বিক্রয় প্রচলিত আইনের বিপরীত হইবে না।

২২শ। এই নিয়মাবলি প্রকাশিত হইলে পর অন্য কোন আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে না।

* লাড কানিঙ বিল, কর, প্রভৃতি বাদ দিয়া মূল্য নিরূপিত করিবার আজ্ঞা দেন। এই আজ্ঞা দ্বারা সে সমুদায় ভূমির অন্তর্গত বিবেচনা করিয়া ভূমির সহিত এক মূল্যে বিক্রীত হইবে। সোং সং

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ আমাদিগের নিকট যে এক খানি প্রেরিত পত্র পাঠাইয়াছেন তাহাতে যে বিষয়ে তাহার সহিত আমাদিগের যে মত ভেদ হয় তদ্বিষয়ের কোন কথা লিখিত হয় নাই বলিয়া আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম না।

যথার্থ বক্তার পত্রে কোন সম্রান্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিন্দা লিখিত হইয়াছে, পত্র প্রেরক আপনার নাম প্রকাশ ও বিশিষ্ট প্রমাণ না দিলে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।

পার্ব্বতীচরণ উপাধ্যায়ের পত্রে কোন সার কথা নাই, অতএব তাহা পরিত্যক্ত হইল।

কাশ্মীর পত্রে আমাদিগের বিশ্বাস না হওয়াতে পরিত্যাগ করা গেল।

ময়মন সিংহের চন্দ্রনাথ সেনের পত্রে কোন নূতন সম্বাদ নাই।

কারাগারের দুরবস্থার বিষয় কয়েক বার সোমপ্রকাশে প্রকাশ হইয়াছে।

ফরিদপুরের পত্র প্রেরক কমিটীর নিকটে বিশেষ করিয়া শিক্ষকের অত্যাচারের বিষয় জ্ঞাপন করুন।

ভ্রমণকারী যেরূপ পত্র লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ যোগ্য নহে।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বর্ণিত চিকিৎসক যদি এরূপ অসচ্চরিত্র ও অযোগ্য হন, তাহার দ্বারা চিকিৎসা না করাইলেই ত সমুদায় উৎপাতের শান্তি হয়।

এতদ্ভিন্ন, আর কতক গুলি আমার অরুচিকর ও অনেক দিনের বলিয়া পরিত্যক্ত হইল, কয়েক খানি অবশিষ্টও রহিল, তাহার বিষয় আগ মি বারে বিবেচিত হইবে।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এক বৎসর অতীত হইল কালনায় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ইহার যে রূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছে যে, তাহা স্মরণ করিলে ও অত্যন্ত দুঃখিত হইতে হয়। কালনায় যে একরূপ অপকৃষ্ট স্থান, পূর্ব্বে ইহা জানিতাম না। এই চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা মহতাপচন্দ্র বাহাদুর সব এসিষ্টাণ্ট সারজনের সমুদায় বেতন নিয়মিত রূপে দান করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট ঔষধ ও অস্ত্রাদি প্রদান করিতেছেন এবং উক্ত মহারাজ, এই চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত নিজ ব্যয়ে একটী উৎকৃষ্ট অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দিবার নিমিত্ত অনুমতি করিয়াছেন, বর্ষাবসানে তাহাও আরম্ভ হইবে। কেবল পরিচারকবর্গের বেতন ও ৬ জন রোগীর আহার লোকাল সবস্ক্রিপশন অর্থাৎ চাঁদাদ্বারা নির্ব্বাহ হয়। রোগীদিগের আহার প্রদান করা দূরে থাকুক এক্ষণে পরিচারকেরা ও বেতন পাইতেছে না। যাঁহারা চাঁদা দিয়াথাকেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন বলিতেছেন যে, ঐ রূপ দানে আমাদের স্বার্থ কি? যদি সব এসিষ্টাণ্ট সার্জন আমাদিগের পীড়া হইলে বিনা বেতনে বাটীতে আসিয়া চিকিৎসা করেন, তবে চাঁদা প্রদান করিতে পারি, নতুবা আমরা একপয়সা ও দিনা

স্বার্থে প্রদান করিব না, সম্পাদক মহাশয়! এই রূপ আপত্তি কারকেদের মধ্যে অনেকেই কালনার গঞ্জের মহাজন। ইঁহারা বারোইয়ারি পুজা করিয়া বর্ষে বর্ষে ন্যূনাধিক ২০০০ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, এবং যাত্রা বা খেমটা নাচ হইলে ও অবলীলাক্রমে প্রচুর অর্থ দান করিতে সমর্থ হন। আমি জিজ্ঞাসা করি তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থ কি? বোধ হয় কেবল শূন্য আমোদ। ফলতঃ তাহাদের প্রতি আমি বিনীত ভাবে বলিতেছি, তাঁহারা স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া এই সাত্ত্বিক দানে বিমুখ হইতে লজ্জিত হউন। এই চিকিৎসালয়ে সহস্র সহস্র দীনদুঃখী অনাথ ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হইয়া বিনা ব্যয়ে রোগবিনির্মুক্ত হইতেছে ইহাতে কি তাঁহারা পুণ্যাংশভাগী হইবেন না? অবশ্যই হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মাসিক ১টাকা, কেহ ॥০ আনা কেহবা কিঞ্চিৎ অধিক দান করিয়া থাকেন। এইরূপ দান করিয়া একজন সব এসিষ্টাণ্টসার্জ্জন চাকর রাখা এ কেবল তাঁহাদের দুরাশা মাত্র। আর এক মহাশয়ের কর্ম্ম দেখিয়া আমারা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি শুনিলাম ইনি এই গ্রামনিবাসী ও একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত; ইনি ও ঐ সকল অসত্তাদিগের ন্যায় চাঁদা দান বিষয়ে ঐ আপত্তি করিয়াছেন। সম্প্রতি বর্দ্ধমানের মাজেষ্ট্রেট যে হগ সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি কালনায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের চাঁদার বহিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা যত দিন ঐ চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে তত দিনের টাকা অবিলম্বে প্রদান করিবেন পরে ইচ্ছা হয় চাঁদা দিবেন ইচ্ছা হয় নাম কর্ত্তন করাইবেন। তদনুসারে পূর্ব্বের বাকি টাকা প্রায় আদায় হইল। দাতাগণ ক্রমে ক্রমে জবাব দিতেছেন। এক্ষণে আর আশা কর পূজার বন্ধে নব্য সম্প্রদায়েরা বাটী আসিয়া ইহার সদুপায় করিবেন; বোধ হয় ৫০ টাকার জন্য চিকিৎসালয় উঠিয়া যাইবে না। ঘোড়া হইলে চাবুক মেলে। যদি এই সামান্য অর্থের জন্য চিকিৎসালয় টী উঠিয়া যায় তবে বেন এখানে যে সকল প্রকৃত ভদ্রলোক বাস করেন তাঁহারা সঙ্কোচে স্থানত্যাগ করেন।

সম্পাদক মহাশয়! কয়েক দিন হইল আমি ঐ দাতব্য চিকিৎসালয়ে গমন করিয়া ডাক্তর মহাশয়ের কার্য্য প্রণালী অবলোকন করিলাম তাহাতে আমার মনে তৎকালে হর্ষ ও বিষাদ যুগপৎ প্রাবির্ভূত হইল। ডাক্তার বাবু অতি সদ্ভাবে রুগ্নগণকে পূর্ব্বঘটনা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, পরে তত্ত্বাবত অবগত হইয়া ক্রমে ক্রমে ঔষধ দান পথ্যাপথ্য নির্ণয় প্রভৃতি কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিলেন, এবং উৎকটরোগাক্রান্ত অনেক ব্যক্তি হৃদ্ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। যখন এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, তখন আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কিন্তু সেই বিশুদ্ধানন্দ অধিক কাল ভোগ করিতে অসমর্থ হইলাম না, তখনই মনে হইল, চাঁদার নিমিত্ত আনাদিগের এই চিরসঞ্চিত সৌভাগ্যের ফল অল্পকাল মাত্র ভোগ করিলাম। যাহা হউক এক্ষণে এই গ্রামস্থ নবীন সভ্য সম্প্রদায়গণকে আমি বিনীত ভাবে জানাইতেছি, তাহারা সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক এই মহৎ কার্য্যটী বজায় করিয়া রাখুন। এক্ষণে তাঁহাদের প্রতি আর কিছু বক্তব্য নাই।

কস্যচিৎ
ক্ষমতাবিহীনস্য।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সংপ্রতি কুষ্টিয়া রেলওয়ে এষ্টেশন দর্শনাভিলাষে ফরিদপুর হইতে যাত্রা করিয়া বালিয়াকান্দি নামক গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম ঐ স্থানে দশ আইনের একটা কাছারি আছে, তৎশ্রবণে সাতিশয় উল্লাসপূর্ব্বক এজেলাস স্থলে উপনীত হইয়া শুনিলাম বাবুর নাম জগন্নাথ প্রসাদ, পরে কাছারী ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শ্রীমূর্ত্তী দর্শনেই মনের শ্রী ভ্রষ্ট হইল, তথাচ গুণ জানার জন্য কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বাবুজির দশ আইনে দশভুজার ন্যায় বিদ্যা। তদনন্তর তৎস্থল হইতে পাবনা মাধবপুরে আসিয়া বর্দ্ধিষ্ণু মজুমদার বাবুদিগের বাসে প্রবাস অভিলাষে রজনীতে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম বাবু ভৈরবচন্দ্র সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া রজনী গত করিয়া স্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে খোকসায় উপস্থিত হইয়া তামাকের প্রয়াসে থানার উপর গেলাম, গিয়া দেখি এক জন চেয়ারে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন, বোধ হইল দারোগা মহাশয়, তাঁহার বামপার্শ্বে এক ব্যক্তি দপ্তর খুলিয়া চৌকীদারের হাজিরা লিখিতেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাহাদের সঙ্গে পয়সার গোলযোগ হইতেছে; কি আশ্চর্য্য গবর্ণমেন্টের শাসনে অদ্যাপিও পয়সার গোল গেল না, মহাশয় তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক পথিমধ্যে কোন স্থানে মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাপন করিয়া বেলা দুই প্রহর দুইটার সময় কুমারখালীতে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে কতকগুলি পদাতিক এবং আমলা মোক্তার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এটা কোন স্থান, এক জন বলিলেন মুন্সফি আদালত, তদ্বিস্তারিত জিজ্ঞাসায় শুনিলাম বাবু বংশীধর সেন বি এল মুনসফ, বি এলের কথা শুনিয়াই প্রফুল্লচিত্তে বিচার দেখিতে কাছারী পানে চলিলাম, গিয়া দেখি বাবু রায় লিখিতেছেন, এজন্য বিচারের কিছুই জানিতে পারিলাম না, পরে দপ্তর খানায় প্রবেশ করিয়া দেখি, এক ব্যক্তি সাক্ষির হাজিরা লিখিয়া এক এক আনা সাৎ করিতেছেন; অন্য দিকে জবানবন্দি নবিস সাক্ষির জবানবন্দি লইতেছেন, শুনিলাম তিনিও আট আনার কমে কাগজ কলম একত্র করেন না, এখন বড় বড় মহাশয়দিগের কথা বুঝিয়া লইবেন, কি খেদের বিষয় গবর্ণমেন্ট আমাদিগের এত পদ ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন, তথাচ এরূপ অত্যাচার গেল না, বোধ করি বিচারপতিরা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে আমলালোকের এত বাড়াবাড়ি হইতে পারে না। মুন্সফিতে এইরূপ প্রণালী দেখিয়া তথা হইতে যাইতে যাইতে রাস্তার পশ্চিম ধারে দিব্য এক খানি আটচালায় কতকগুলি ভদ্র বসিয়া গল্প করিতেছেন, দেখিতে পাইয়া পোড়া তামাকের ইচ্ছায় তথায় গেলাম, পরে গল্পে গল্পে ফৌজদারী কাছারির কথা জিজ্ঞাসা করায়, এক জন বলিলেন, এ মহকুমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কে. জেলি সাহেব তিন মাসের বিদায় লওয়ায় পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইনচার্য্য হইয়াছেন; কিন্তু তিনি পাবনায় থাকিয়াই এ মহকুমার কার্য্য করিতেছিলেন, এজন্য লোকে অনেক কাঁদাকাটি করায় উক্ত গুণশীল পূর্ণবাবু প্রজাকরের প্রতি সম্পূর্ণ দয়াপ্রকাশে এক দিন কুমারখালিতে উপস্থিত হইয়া বিচারারম্ভ করিয়া সাক্ষি, আসামি, ফরিয়াদি হাজির থাকিতে ও কাহার কোন আপত্তি না শুনিয়া ২৫ টা মকদ্দমা একেবারে নথর পারিজ ও ডিসমিস করিয়া পর দিন প্রত্যূষে পুনর্ম্মূষিকো ভব অর্থাৎ আমলাগণ সঙ্গে করিয়া পাবনায় গমন করিলেন; মহাশয়! এমন বিচক্ষণ ও দয়াশীল বিচারক ত কখনই দেখি নাই। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন কাজগুলি কেমন অন্যায়; দয়াশীল গবর্ণমেন্ট প্রজার কষ্ট দূরকরণার্থ স্থানে স্থানে সবডিভিজন স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সুখ দূরে থাকুক, এখন জীবন লইয়া টানাটানি, আপনি বর্ষাকালে পদ্মানদীর ভয়ানক বেগের কথা শুনিয়া থাকিবেন, এই নদী পার হইয়া তাহাদের মকদ্দমা করিতে যাইতে হয়। এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া সেই স্থান হইতে আসিতে আসিতে একটা কাছারি ঘর দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, আবকারি কাছারি, সেই খানে বসিয়াই বাবু মদনমোহন মজুমদার ডেপুটী কালেক্টরের গুণানুবাদ শ্রবণ করিলাম, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহার দর্শন পাইলাম না। পরে কুমারখালিতে আর কি কি আছে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত ইংরাজি, এবং বাঙ্গলা বিদ্যালয় আছে, আরো একটা ছোট আদালত স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু জজ বাবু তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই, মহাশয় স্কুল দেখার ভারি ইচ্ছা হওয়ায় যাইতে ছিলাম দেখি স্কুলের ছুটী হইয়াছে। এক্ষণে কুষ্টিয়ায় চলিলাম, যদি প্রাণে বাঁচিয়া থাকি তবে কুমারখালিতে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া কুষ্টিয়ার এবং কুমারখালীর সবিশেষ আপনাকে জ্ঞাত করাইব ইতি—

মোকাম
কুমারখালি
১৫ই আগষ্ট
১৮৬২ সাল

কস্যচিৎ ভ্রমণকারিণঃ

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয়েষু।

কোটচাঁদপুর, জেলা যশোহর ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৬২।

সম্পাদক মহাশয়! অতি অল্পকাল হইল আমি বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে অত্র স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম যে অত্র স্থানে একটী মহকুমা হইয়াছে কিন্তু অতি অপ্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া তৎকালে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার কোন সুযোগ ছিল না। মহাশয়ের এ প্রদেশে কোন সংবাদ দাতা নাই, আমি সেই ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। যদিও এরূপ প্রস্তাব করা আমার পক্ষে অনুচিত সাহস বলিতে হইবে, বোধ করি এ স্থান সম্বন্ধীয় ঘটনা সকল ও ইহার বিবরণ মহাশয়ের পাঠকবর্গের বিরক্তি জনক হইবে না বরং ইহার নূতনত্ব নিবন্ধন তৎসমুদয় জানিতে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। পূর্ব্বে এই স্থান অসংখ্য দস্যুর আবাস ভূমি ছিল, সন্নিহিত নগর ও পল্লিতে দস্যুবৃত্তি করিয়া তাহারা প্রাণ ধারণ করিত, পরিশেষে ডাকাইতি কমিসনরগণ কর্ত্তৃক তন্মধ্যে অনেকেই ধৃত ও দ্বীপান্তরিত হওয়ায় অত্যাচার অনেক নিবারণ হয়, যাহারা কৌশল ক্রমে প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল এইক্ষণে জেলা হওয়ায় তাহারা স্থানান্তরে আশ্রয় লইয়াছে। এই স্থান ভৈরবী নদীর বাম তীরে অবস্থিত, যশোহর নগর ইহার ১২ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব। গ্রামের আয়তন লম্বে ২ ক্রোশ, প্রশস্তে ১ ক্রোশ হইবে, এই গ্রামে ন্যূনাধিক ১০০০ ঘর লোকের বাস, তন্মধ্যে প্রায় ৩০০ ঘর মুচী, মুচীর সংখ্যা অধিক বলিয়া চর্ম্ম পাদুকা সস্তা নহে, অন্যান্য দেশের মুচীর ন্যায় ইহারা চর্ম্মের ব্যবসায় অথবা জুতা প্রস্তুত করে না, কৃষি কর্ম্মের দ্বারাই ইহাদের ভরণ পোষণ চলে। উচ্চ বর্ণের লোক সংখ্যা অতি অল্প, ভদ্রের সংখ্যা তদপেক্ষা অল্প এবং কৃতবিদ্য বা ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ত প্রায় পাওয়া যায় না। চিনি ও গুড়ের আমদানি ও রপ্তানির নিমিত্তই এ স্থান প্রসিদ্ধ, ৫০। ৬০ টা ইষ্টক নির্ম্মিত চিনির কারখানা আছে। শীতকালে এ স্থানে ৫। ৬ লক্ষ টাকার চিনি ও গুড় ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, এই কালে এ স্থানে বড় সমারোহ হয় ও বহুসংখ্য লোক সমবেত হইয়া থাকে। দিগদিগন্তর হইতে মহাজনেরা শর্করা ক্রয় করিতে সমাগত হয়েন, অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত লোক এখানে বাস করে, এই কয়েক মাস বিসূচিকা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, নগর, শকট, বাহক ও নাবিকগণের কোলাহলে পরিপূর্ণ হয় এবং কষ্টের পরিসীমা থাকে না। এক বৎসর অতীত হইল এখানে একটী ছোট আদালত স্থাপিত হইয়াছে, একটী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কাছারি ও থানা এবং একটী ডাকঘর আছে, একটী ইনকম টাক্স আসেসরের কাছারি ছিল, সম্প্রতি তাহা উঠিয়া গিয়াছে, এখানে জনকয়েক চিনির কুটিয়াল সাহেব আছে। এখানকার রাজপথ অতি প্রশস্ত কিন্তু পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন নহে। জল বায়ুও অতি উত্তম কিন্তু স্থানে স্থানে পর্ব্বতাকার ভগ্ন মৃত্তিকা কুম্ভের স্তূপ থাকায় গ্রীষ্ম কালে অত্যন্ত উষ্ণ হয়। শীতকালে যে সকল ইষ্টকালয় জনাকীর্ণ থাকে একালে সে সমুদায় বনাকীর্ণ হইয়াছে। সর্পের ভয়ে কেহ তাহার নিকট দিয়া গমনাগমন করে না। এখানে সর্প ভয় অত্যন্ত, সর্প দংশনে ২। ৩ জন লোক হত হয় না এমন দিন নাই। যথাযোগ্য ইষ্টকালয়ের অভাবে এক্ষণে বিচার কার্য্য অতি অপ্রশস্ত গৃহমধ্যে নিষ্পন্ন হইতেছে। স্থান অতি সংকীর্ণ বলিয়া বাদি প্রতিবাদি সকলকে আদালত ঘরের বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়, এ অসুবিধা দূরীকরণার্থ গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অতি মনোরম্য ও বিস্তৃত এক প্রান্তর মধ্যে কয়েকটী সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে, দুই তিন মাসের মধ্যেই নির্ম্মাণ কার্য্য সাঙ্গ হইতে পারে। এ প্রদেশে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বিস্তর জন্মে, আহারীয় বা পানীয় দ্রব্য স্বল্প মূল্য নহে, উক্ত মূল্য দিলেও মিলা ভার। এ দেশের লোক অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও কপট, নিজ হিতের নিমিত্ত করিতে না পারে এমন কুকর্ম্ম নাই স্বার্থের অনুরোধে কাহারও প্রাণ বধ করিতেও দ্বৈধ করে না। পরোপকার ও সরল ব্যবহার কাহাকে কহে তাহা ইহারা এককালে জানে না, অকারণে লোকের নিন্দাবাদ ও গ্লানি করা ইহাদিগের স্বাভাবিক সংস্কার। প্রাণান্তে কেহ কাহার সুখ্যাতি করে না, নীচ জাতীয় লোক অত্যন্ত অসাধ্য ও অবিনীত, ধনী ব্যক্তিরা অর্থ গৃধ্নু, বায়কুণ্ঠ ও ধর্ম্ম জ্ঞান বর্জ্জিত। এখানে সম্প্রতি একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত একটী ইংরাজী বিদ্যালয় ছোট আদালতের জজ পরোপকারি, বিদ্যানুরাগী বিজ্ঞবর বাবু দ্বারকানাথ রায় বাহাদুরের একান্ত যত্নে ও সাহায্যে সংস্থাপিত হইয়াছে। ইনি অতি বদান্য এবং সাধারণ হিতকর ব্যাপারে ইহার যৎপরোনাস্তি উৎসাহ ও অনুরাগ, বিচার কার্য্যেও ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি, যদিও প্রাচীন হইয়াছেন তথাপি বালকের ন্যায় পরিশ্রমী। এ দেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যদি ইহার আর কিছু দিন এখানে থাকা হয়। এখানে ইহা উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না যে এখানকার পুলিস দারোগা বাবু পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নড়ালের জমীদার মহাশয়দিগের মোক্তার বাবু দেবনারায়ণ রায় মহাশয়েরা উপরি উক্ত বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপনার নিমিত্ত যথেষ্ট শ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তাহার নিমিত্ত শরীর, মন ও অর্থ দিয়া উপকার করিতেছেন। এ দেশের মঙ্গল সাধনে এই মহানুভবদিগের যেরূপ অধ্যবসায় ও উদ্যোগ দেখিতেছি তাহাতে অল্পকাল মধ্যেই দেশের অবস্থা উন্নতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এক জন সাহেব, ইনি ইতিপূর্ব্বে এক জন নীলকর ছিলেন কিন্তু নীলকরদের ন্যায় নির্দ্দয় নহেন, সুবিচারক বটেন। আসেসরের কাছারি এবালিস হওয়ায় লোকের ঘাড়ে বাতাস লাগিয়াছে আর কিছু দিন থাকিলে লোকের ভিটায় ঘুঘু চরিত। স্কুলের শিক্ষক ও ডাক্তর এবং ভিন্ন ভিন্ন আদালতের কর্ম্মচারিগণের কার্য্যদক্ষতা ও চরিত্রের বিষয় ক্রমশঃ মহাশয়ের সুগোচর করিব অলমতি বিস্তরেণ।

ক্ষ

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সোমপ্রকাশ প্রকাশ হওয়া অবধি আমরা অবিচ্ছেদে তাহা সমাদর সহকারে পাঠ করিয়া থাকি। ইনি নব কলেবর ধারণ করিয়া দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি সহকারে পাঠকগণের সমীপে পর্য্যায়ক্রমে উদয় হওয়ায় আমাদিগের প্রবল আশা হইয়াছিল যে বাঙ্গলা পত্রিকার প্রতি এতদ্দেশীয় জনগণের যে এক হতশ্রদ্ধা আছে তাহা ক্রমে ইহা দ্বারা দূরীভূত হইবেক। প্রস্তাবিত সোমপ্রকাশ কিছুকাল সেই প্রকারই সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিল। কিন্তু ইদানীন্তন পত্রিকা পাঠে আমি কেন অনেকেই বলিয়া থাকেন সোমপ্রকাশ আর পূর্ব্ববৎ সুশোভিত হইয়া উদয় হয় না তবে অপর বাঙ্গলা পত্রিকাপেক্ষা ইহার লিখিত প্রস্তাবগুলি দেশের ও সমাজের হিতকর বটে, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহাও সম্পাদকের পরিশ্রমের ফল নহে, তাহা ইংরেজী পত্রের অনুবাদ মাত্র (১) এইক্ষণে সামান্যাকারে পত্রিকান্তরের অনুবাদ করিয়া সাধারণের অনুরাগ ভাজন হওয়া সহজ বা পারা নহে। এ স্থলে আমরা এই অনুভব করি সোমপ্রকাশ নগর পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামবাসী হওয়ায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উন্নতি হ্রাস (২) হইয়াছে। সত্য বটে নগর ও পল্লীগ্রামের ইতর বিশেষ অনুভব করিলে ইহা অসম্ভব বোধ হয় না। ইহাই কি ইহার কারণ? না হতভাগ্য বঙ্গদেশের অধিবাসিগণের ন্যায় সম্পাদক মহাশয়ের লেখনী ইতিমধ্যেই [illegible] হইয়াছে, অথবা তিনি যথাকথঞ্চিৎ [illegible] পরিতুষ্ট হইয়া বসিলেন। অথবা ইহার কোন এক কারণ নির্দ্দেশ করণের পূর্ব্বে তাহাকে [illegible] তর্ক করিয়া দেখি না কেন যদি [illegible] এই মত ভ্রান্তি সঙ্কুল হয় তবে তিনি নিরাকরণ পূর্ব্বক আহ্লাদিত করিবেন।

---

(১) সকল প্রস্তাবই কি ইংরাজীর অনুবাদ [illegible] কতকগুলি, কোন কোন ইংরাজীর অনুবাদ [illegible] প্রেরক যদি প্রমাণ করিয়া দেন, আমরা [illegible] হইব।

(২) পল্লীগ্রামে আসিবার পর অবধি [illegible] কালে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। পত্র প্রেরক [illegible] কে যদি উন্নতির হ্রাস বলেন আমরা নতমস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লইব। পত্র প্রেরক [illegible] বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিয়া কোপ বশতঃ সোমপ্রকাশের উন্নতির হ্রাস দেখেন নাই ত।

বিগত ১০ই ভাদ্র দিবসীয় সোমপ্রকাশে "জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম বিধান প্রার্থনা" এবং তদ্বিষয়ে সম্পাদকের উদ্ধৃত পূর্ব্বমত ও এই ক্ষণকার অভিপ্রায় পাঠে সম্পাদকের ও প্রস্তাবকারী (ডেপুটী বাবুর) অকারণ পরিশ্রম স্বীকারের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করণে অক্ষম হইয়া দুঃখিত (১) হইলাম, কারণ উক্ত প্রস্তাবটী যদ্রূপ অনৈসর্গিক তদ্রূপ ব্যবহারিক নিয়মেরও অননুমোদিত পুত্র যে পিতার শরীরগত দোষ গুণ পরম্পরার অধিকারি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহা বোধ হয় অবিবাদে সকলেই স্বীকার করিবেন, যদি তাহাই সত্য ও প্রকৃতিসিদ্ধ হইল তবে পিতার চারি বা পাচ পুত্রের মধ্যে এক ব্যক্তি পিতৃদত্ত সমুদায় জমীদারীর অধিকারী হইয়া সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে অপর কয়েকটী কথঞ্চিৎ স্বর্ব্বভের ন্যায় হাততোলা বৃত্তি (২) ভোগী হইয়া চিরজীবন দুঃখে কাটাইবে, ইহা ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত নহে। বোধ হয় তাহা হইলে পরম পিতা পরমেশ্বর তৎপক্ষে পুত্রগণকে কোন নৈসর্গিক নিয়মের অধীন করিতেন সুতরাং প্রচলিত প্রথা ভ্রান্তি মূলক নহে। এ পক্ষে হিন্দুনীতিবিশারদগণের মত অপেক্ষা যবননীতিজ্ঞদের মত অতীব আদরণীয়, কারণ তাহারা উক্ত ন্যায়পথ গামী হইয়া উত্তরাধিকারী গণনায় পুত্রকন্যা উভয়েরই অংশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বতন ব্যবস্থাপক ও নিবন্ধৃগণ এই নৈসর্গিক যুক্তির অনুসারী হইয়া যখন পৈতৃক বস্তু সকল পুত্রগণের মধ্যে সমতুল্য অংশে বিভক্ত হইবার নিয়ম করিয়াছেন তখন সামান্য কারণে ও ইংলণ্ডে প্রচলিত আছে বলিয়া তাহা প্রচলিত হইতে পারে না। আমরা শ্রুত আছি প্রস্তাবকারী ডেপুটী মহাশয় এক জন গণনীয় পুলিসের কর্ম্মচারি বটেন তিনি ব্যবস্থা প্রণয়নে ক্ষমবান তাহা আমরা নূতন শুনিলাম, সে যাহা হউক ডেপুটী বাবু এবিষয়ের যে আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়াছেন তাহাতে ভূসম্পত্ত্যাধিকারিগণের ঐচ্ছিক নিয়ম সংস্থাপন হয় এমত অভিপ্রায় থাকা দৃষ্ট হয়। তদ্বিষয়ে সম্পাদক যে অনুবাদ করিয়াছেন তদতিরিক্ত আমার এই বক্তব্য যে ঐচ্ছিক নিয়ম জন্য একটী আইন করার প্রয়োজন কি? ইচ্ছানুসারে এতদ্দেশের ধনস্বামী ও বৃত্তিস্বামীগণ স্ব স্ব আপন আপন ধন ও বিষয়াদি পরিবারের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন তৎপক্ষে শাস্ত্র কি দেশাচার বিশেষ প্রতিবন্ধক হয় না, তবে পিতামহ সম্পত্ত্যাদি পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওন পক্ষে পিতাকে আপন স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হওয়ার কাল প্রতীক্ষা করণের যে বিধি আছে আর তাহা লঙ্ঘন করিলে জনিষ্যমাণ পুত্রের পাছে বৃত্তি লোপ হয় এই আশঙ্কা করিয়া মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা সেই বিভাগকে গর্হিত বলিয়া গণনা করিয়াছেন কিন্তু রজো নিবৃত্তি কাল প্রতীক্ষা না করিয়া পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলে দাতার পাতিত্যাদি দোষ উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় সেই সূত্রেই এতদ্দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি আপন ইচ্ছানুসারে বৃত্তি বিভাগ করিয়া থাকেন। এ কথা রাষ্ট্র আছে যে কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আপন চরম কালে কাল্পনিক কল্পতরু হইয়া ইচ্ছানুসারে সমুদায় বিষয় স্বীয় বহু পুত্রের মধ্যে রাজা শিবচন্দ্রকে দিয়া যান অতএব ডেপুটী বাবু যে ঐচ্ছিক আইন সংস্থাপনের অনুরোধ করিয়াছেন তাহা বিশেষ ফলোপধায়ী বোধ হইতেছে না।

এতদ্দেশের সামাজিক নিয়মাদির দোষ ইউরোপ খণ্ডের ন্যায় পরিশোধিত না হইতেই ইউরোপের ন্যায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূসম্পত্তির অধিকারী হইলে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইবেক ইহা বোধ হয় না। আদৌ এতদ্দেশের ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি লেখা পড়ায় অনভিজ্ঞ ইহা বলা অধিক। দ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশালী বিলাসীদলের মধ্যে বাল্যবিবাহ যে একাধিপত্য করিতেছে বোধ হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই অতএব পুতুল খেলার ন্যায় তাহাদের কন্যাপাত্রে বাল্যবিবাহ অতীব ভয়াবহ। সুতরাং সেই বালক বালিকার সহযোগে যে সকল সন্তান উৎপত্তি হয় তাহার মধ্যে প্রথম পুত্র যে নির্বীর্য্য; দুর্ব্বল ও হতবুদ্ধি হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এমত স্থলে জ্যেষ্ঠপুত্রকে বৃহদায়তনের ভূসম্পত্তির অধিকারী করিয়া দিলে কি অনর্থের হেতু হইবেক না? প্রত্যুত এব ম্ভূত জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনবধানতায় ঐ বিষয় নষ্ট হইয়া অপর পুত্রগণের অন্ন মারা যাইতে পারে।

ইংলণ্ডে ঐ নিয়ম প্রচলিত থাকার একটী নিগূঢ় কারণ আছে তাহা এইঃ—এখানকার ন্যায় তথাকার জমীদারগণ সময়ে সময় রাজকর দিতে বাধ্য নহেন, তথাকার জমীদারী কর শূন্য, এ দেশে বর্ষে বর্ষে চারিবার অবধারিত দিবসে সূর্য্যাস্তের সহিত জমীদারের প্রাণও অস্ত হইয়া থাকে। এমত স্থলে বহুপুত্রগণের উপজীবিকা স্বরূপ যে জমাদারী তাহার কর্ত্তৃত্বের ভার এক ব্যক্তির হস্তে রাখা উচিত নহে।

পরিশেষে আমি এইমাত্র লিখিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি যদি অস্মদ্দেশীয় মহাশয়েরা উক্ত বিষয়ের আইন হওয়ার প্রার্থনা করণ পক্ষে সমবেত হন তবে ঠিক ঐরূপ না করিয়া এইরূপ আইন হওয়ার প্রার্থনা করুন যে বৃহদায়ত জমীদারের সন্তানগণের মধ্যে যে পুত্র সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত হইবেক তাহার পরীক্ষা লইয়া পিতার অবর্ত্তমানে সমুদায় বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করণের ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া যাইবেক অপর পুত্রগণ তাহার নিকট হইতে লাভের টাকা বুঝিয়া লন তাহা হইলে রাজা প্রজা উভয়েরই ইষ্টাসিদ্ধি হইতে পারিবেক।

পরিশেষে সবিনয়ে কহিতেছি, মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা সংশোধন করিয়া আপনকার পত্রিকপার্শ্বে স্থানদানে চিরবাধিত করিবেন।

বহরমপুর। সন ১২৬৯। ২৬এ ভাদ্র
একান্ত বশংবদ
শ্রীজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(১) পত্র প্রেরক বুঝি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র হইবেন [illegible] এত দুঃখ কেন। পত্র প্রেরকের ভয় কি [illegible] জমীদারীর জ্যেষ্ঠাধিকার বিষয়ক প্রস্তাব [illegible] সামান্য বৃত্তি বিভাগের বিষয়ে এপ্রস্তাব [illegible]।

(২) [illegible] ভ্রম ও কৃত্তিম বৰ্দ্ধি [illegible] প্রত্যাশী হইয়া থাকিতে হইবে, পত্র প্রেরকের কি এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে!

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়েষু।

দৈনিক ডিস্পেনসরির কর্ম্ম ব্যতিরেকে আমাদিগের নিঃস্বার্থ ডাক্তর বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয় কালনা থানা সংক্রান্ত যে যে স্থানে আত্মহত্যা, অথবা বিবাদের দ্বারা আঘাত, চোট ও ক্ষত হয় তাহা পরীক্ষা করিবার ভার গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হন। কিছু দিন গত হইল আমরা শ্রুত হইলাম যে এখানকার গুণ পুরুষ মোক্তারেরা যখন কোন আহত ব্যক্তিকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালীশ করিতে দেখিত, তৎক্ষণাৎ ঐ মূর্খ মোক্তারেরা তাহাকে ও তাহার প্রতিপক্ষ দলকে পশ্চালিখিত প্রবঞ্চনাজালে জড়ীভূত করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। যথা যদ্যপি কোন ব্যক্তি লাটীর দ্বারা আহত হইয়া নালীশ করিত, তাহাকে কতকগুলি মোক্তারে বলিত, যদ্যপি তুমি কিছু অর্থ দাও তাহা হইলে এখানকার ডাক্তর বাবু এই প্রমাণ করিয়া দিবেন, যে অস্ত্রের দ্বারা ক্ষত হইয়াছে, ও তাহা হইলে তোমার প্রতিবাদীদিগের গুরুতর দণ্ড হইতে পারে। ওদিকে অন্য কতকগুলি মোক্তারে প্রতিবাদিকে এই পরামর্শ দিত, যদি কিছু টাকা দাও তবে ডাক্তর বাবু উহা সামান্য আঘাত বলিয়া তোমাদের পক্ষে সুযোগ করিয়া দিবেন। এই প্রকারে এখানকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কাছারির মোক্তারেরা উল্লিখিত নূতন নিকৃষ্ট কৌশলের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু এতদিনের পর নবীন বাবুর সৌভাগ্যক্রমে গৌরসিংহ নামক এক মোক্তার গত সপ্তাহে স্বীয় ফাঁদে পতিত হইয়াছেন এবং এই বিষয়টী নবীন বাবু শ্রুত হইবামাত্র ঐ পামরকে কহিলেন "আপনি কি জানেন না প্রতারণা পরায়ণ হইলেই প্রতারিত হইতে হয়"। পরে ঐ বিষয়টী ডাক্তর মহাশয় মাজিষ্ট্রেটকে অবগত করান, তিনি তদারক করিয়া প্রমাণ পাইলেন যে সিংহ মহাশয় যথার্থই উৎকোচ গ্রাহক। উহার কি দণ্ড বিধান করিবেন তাহা প্রকাশ হয় নাই, বোধ হয় গুরুতর সাজাই হইবে।

মহাশয়, আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি ঐ সকল দুশ্চরিত্র মোক্তারকে বহিষ্কৃত করিয়া ২৪ ভাদ্রের আপনকার পত্রিকায় উহাদিগের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে সেই পরামর্শানুযায়ী হইয়া উকীল ও মোক্তার নিযুক্ত করেন তাহা হইলে আমাদিগের সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গল হয়।

কালনা
১ লা আশ্বিন
এক পাঠক

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহোদয়েষু।

মহাশয়! এতন্নগরস্থ জনগণের অসুখের ও দুরবস্থার বিষয় কি লিখিব, এই স্থান প্রসিদ্ধ পদ্মানদীর উত্তর পার। গত আষাঢ় মাস অবধি পদ্মানদী অত্যন্ত বেগবতী হইয়া এরূপ ভয়ানক শব্দে ধাবমানা হইতেছে যে তাহার শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই কলেবর কম্পিত হইয়া উঠে। পাপীয়সী এস্থানকে যেরূপ আক্রমণ করিয়াছে বোধ হয় যেন আশু গ্রাস করিয়া ফেলে। ঐ পাপীয়সী প্রথমতঃ এস্থানের বহুতর ভূমি ও বৃক্ষাদি উদরস্থ করিয়া অবশেষে রাজপ্রাসাদ গুলিকে ভগ্ন করিয়াছে এবং জেলাস্থ কত মনোহর ইষ্টকালয় জল মগ্ন করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। পরিশেষে ৮।৯ দিবস হইল তাহার জল বৃদ্ধি হইয়া শহরস্থ অনেক স্থান জলে প্লাবিত করিয়া শহরের মধ্যে জল প্রবেশের প্রতিরোধক যে একটী উচ্চ রাস্তা ছিল তাহার সমীপবর্ত্তী হইল। অত্রত্য শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জেলকর্ম্মচারী এবং কয়েদীগণ তাহার রক্ষার্থে অত্যন্ত সতর্কতা ও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। গত মঙ্গলবার যামিনীযোগে উক্ত নদীর প্রবাহে জেলখানার পশ্চিমাংশে উক্ত রাস্তাটীর কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে নদীর জল ক্রমে শহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাশয় বলিতে কি তাহার জল এরূপ বেগে ও কোলাহল পরিপূর্ণ শব্দে উত্তরদিগে দ্রুতগামী হইতেছে যে নদীর গহ্বরস্থ জলের স্রোত ও শব্দও তত নহে। উপর্য্যুক্ত জলস্রোতে কত শত দীন দরিদ্র লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ পতিত হইয়াছে ও কত লোকের গৃহ স্থিত ধান্য, গম, যব, শষ্যাদি জলে ভাসিতেছে, কুক্কুর, শৃগাল ও মার্জ্জার প্রভৃতি কত কত জীব জলে পতিত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে তাহা নয়নে নিরীক্ষণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। শহরস্থ সমস্ত লোক হাহুতোস্মি রব করিতেছে, দরিদ্র ব্যক্তিগণ অন্নাভাবে মৃতকল্প হইয়াছে। যদ্যপি অনতিবিলম্বে এই জলের হ্রাস না হয় তাহা হইলে অনেকেরই অকালে কাল গ্রাসে পতন হইবে। পরন্তু অত্রত্য কালেক্টরীর কাছারি জল মগ্ন হওয়াতে যে একটী বাঙ্গলা ঘর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঐ ঘরে কাছারি হইত সে ঘরটীতেও ঐ জল প্রবেশ করিয়াছে। যে রজনীতে ঐ ঘরে জল প্রবিষ্ট হয় সেই রজনীতেই শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের আদেশ ক্রমে বরকন্দাজ ও সেপাহী লোক ঐ ঘরে যে সমস্ত কাগজ ছিল তাহা অন্য এক স্থানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে, তৎকালে কোন কোন কাগজ জলে পতিত হইয়া এককালে নষ্ট হইয়াছে. যে সকল কাগজ তাহাদিগের কর্ত্তৃক নীত হইয়াছিল, তাহাও নানারূপ বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, এই গোলযোগে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কালেক্টরীর রিকার্ড সেরেস্তা জেলখানার মধ্যে এক ইষ্টকালয়ে ছিল। দেওয়ানি আদালতের বর্ত্তমান কাছারি ঘরে যদ্যপিও জল প্রবিষ্ট হয় নাই তথাপি ঐ বিষম স্রোতের মধ্য দিয়া গমনাগমন করণে বাঙ্গালি কর্ম্মচারী ও মোকদ্দমাকারীদিগের অপরিসীম ক্লেশ হইতেছে। এক দিবস অত্রত্য কএকটী সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী ক্ষুদ্র এক খানি নৌকাতে আরোহণ করিয়া প্রাগুক্ত বিচারালয়ে যাইতেছিলেন, নদীর অত্যন্ত প্রবাহে তরণি খানি জলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। আরোহী ব্যক্তি গণের পরিধেয় বস্ত্রাদি জলে ভাসিয়া গেল এবং যার পর নাই ক্লেশ পাইতে হইল, সন্তোষের বিষয় এই যে কোন ব্যক্তিরই প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় গত বর্ষেও এস্থানে এইরূপ মহা বন্যা হইয়া অনেক দরিদ্র লোকের শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট হইয়াছিল এবং এবর্ষেও তদ্রূপ হইতেছে কিন্তু গত বর্ষে কেবল এতদ্দেশীয় লোকেরই সমূহ ক্লেশ হইয়াছিল এবর্ষে শহরস্থ হত ভাগ্য বাঙ্গালি ও ইংরেজ রাজপুরুষ যাবতীয় লোকেরই অশেষ রূপে ক্লেশ হইতেছে। রাজপুরুষ দিগকে যখন জলে কষ্ট দিতেছে তখন আগামী বর্ষে এই ক্লেশ নিবারণের সদুপায় হইবে সন্দেহ নাই ইতি।

৫ই সেপ্টেম্বর
১৮৬২ ইং
জেলা রাজশাহী

—*—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এই নাটোর একটি প্রসিদ্ধস্থান, এই নগর ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল বহুল ধনিগণে পূরিত। পরিতাপের বিষয় এই যে উক্ত ধনী মহাত্মারা বর্ষে বর্ষে অর্থসংগ্রহ করিয়া বারইয়ারী, খেমটা, প্রভৃতি অসদ্বিষয়ে যে রূপ অর্থ বিনষ্ট করিয়া থাকে., বিদ্যালয় চিকিৎসালয় পান্থ নিবাস, প্রভৃতি কতিপয় দেশহিতকর বিষয়ে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলে এই স্থান এতদিনে সভ্য ও সুখধাম হইয়া উঠিত। প্রায় পাঁচবৎর অতীত হইল, এই নগরে একটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে. অত্রত্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মৌলবী ফজেল রহমান চৌধুরী মহাশয়ের যত্নেই কেবল বিদ্যালয় টি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সকলেই অবগত আছেন স্কুল প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ে যবন জাতির স্বভাব সিদ্ধ বিদ্বেষ আছে কিন্তু উক্তমহাত্মার বিদ্যালয় পুস্তকালয় প্রভৃতি দেশ হিতকর বিষয়ে যে রূপ উৎসাহ তাহাতে এস্থলে তাঁহাকে ধন্য বাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

২। অত্রত্য নবাগত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত গ্রাণ্ড সাহেব অনতিকাল মধ্যেই আপনার সুবিচার দ্বারা প্রজাপুঞ্জের হিত সাধন করিয়া দিন দিন যশস্বী ও জনগণের ভক্তিভাজন হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহার চরিত্রের বিষয়ে কত লিখিব, তিনি স্বীয় মুখে ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে স্বকীয় কর্ম্ম দারোগা, জমাদার প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মকারকের দ্বারা সাধন করিবেন না।

৩। সম্প্রতি এখানে চৌর্য্যবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। দারোগা মহাশয়েরা পুষ্টি সাধন করিবেন, না কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেন?

৪। কিয়ৎকাল গত হইল এক বারবিলাসিনী মদ্য পানে মত্ত হওয়াতে তাহার প্রায় ২০০ শত টাকার জহরত অপহৃত হইয়াছে; এরূপ ঘটনা প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে।

৫। ইদানীং সর্পের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে প্রায় প্রতি দিবস দুই চারিটি মনুষ্য সর্প দষ্ট হইয়াথাকে, এই অকাল মৃত্যু কেবল পল্লী গ্রামবাসী ভূতল শায়ী ইতর লোক দিগের মধ্যে অধিকাংশের ঘটিয়া থাকে। কিমধিকং

১৮৬২ সাল ৫ আগষ্ট।

নাটোর বাসিনঃ কস্য জনস্য।

———

মহিমার্ণবেষু।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে ১২টী ছোটআদালত স্থাপনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সেরাজগঞ্জের ছোট আদালত টী উত্তম হইয়াছে. তথায় বহুদর্শী ও প্রাচীন (সেকেলে) একজন সদরআলা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ও সেই আপীসের আমলাগুলি অভদ্র নহেন, সকলেই ভদ্র সন্তান। নাহবে কেন. ইহারদিগের মধ্যে কেহবা জজ বাহাদুরের পুত্র কেহবা ভাতুষ্পুত্র, কেহবা ভাগিনেয়, কেহবা জ্ঞাতি, ও কেহবা কুটুম্ব এবং যে কএক জন ক্ষুদ্র বেতনভোগী চাকর অর্থাৎ ভাণ্ডারী এবং দপ্তরি প্রভৃতি আছে, তাহারা ভীষণমূর্ত্তি. কর্কশ ভাষী. হিন্দুস্থানি বা মুসলমান নহে, ইহারা জজ বাহাদুরের এবং তাঁহার পুত্র প্রভৃতি ক্লার্ক বাবু গণের খানসামা. তাহাতে অর্থী প্রত্যর্থীর প্রতি অন্যায় হইবার সম্ভাবনা কি আছে? সম্পাদক মহাশয়! ইহাতে দোষ কি? বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরী যখন লবণ ও অহিফেনের বাণিজ্য একচেটীয়া করিয়াছেন. তখন জজ বাহাদুর কি তাঁহার পুরাতন ভৃত্য হইয়া একটী আদালত একচেটীয়া করিতে পারেন না? কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, জজ বাহাদুরের প্রতি গবর্ণমেণ্ট সৎভাব প্রকাশ করেন নাই যে হেতুক উক্ত আদালতে যে সকল ইষ্টাম্প দাখিল হয়, তাহার মূল্য তিনি না পাইয়া গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে জমা হইতেছে। দ্বিতীয়. জজ বাহাদুরের বাটী হইতে ঐ আপীষটী প্রায় ১০ দিবসের পথ দূর. একে জজ বাহাদুরের বৃদ্ধাবস্থা তাহাতে আবার সঙ্গহীন দেশে বাসকরা অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি জজ বাহাদুরের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেরাজগঞ্জের ছোটআদালতটী উক্ত বাবুর বাটীতে স্থাপিত হইবার আদেশ প্রদান করেন তাহা হইলে বৃদ্ধবয়স বাবুটি পুত্র পৌত্রাদি সহ পরম সুখে রাজকার্য্য করিয়া মনের ক্ষোভ দূরকরিতে পারেন।

ইং ১৮৬২। ৮ই সেপ্টেম্বর। } কস্যচিৎ যথার্থ বাদিনঃ।

———

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমারদিগের মেহেরপুর চক্রের ছোটআদা

লণ্ডের জজ শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় এতৎপ্রদেশ হইতে স্থানান্তরিত হইবেন এ সম্বাদে এতৎ প্রদেশস্থ জনগণ কি পর্য্যন্ত দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়াছেন তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণন করা অতীব দুঃসাধ্য, তথাচ তিনি যাদৃশ অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্নতা প্রকাশ পূর্ব্বক সম্বৎসর পর্য্যন্ত বিচারকার্য্য সমাধান, এবং সদ্গুণের প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন এতদুপলক্ষে তদ্বিষয়ক কিঞ্চিদুল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। মিত্র বাবু আগমন মাত্র প্রথমতঃ নানারূপ স্বভাবসিদ্ধ কাশীশ্বর তুল্য ঔদার্য্য গুণ দ্বারা সমন্বিত ব্যক্তিগণের ভবনে গমন করতঃ তাঁহারদিগের সহিত সদালাপাদি করিয়া তাঁহারদিগকে চরিতার্থ এবং গ্রামস্থ সমস্ত জনগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন। অনন্তর যাঁহারা সাক্ষাৎ করণ মানসে তন্নিকটে গমন করিয়াছেন তাঁহারদিগের সহিত নির্ব্বিশেষে প্রতিনিয়ত হৃষ্টচিত্তে ২।৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত আলাপাদি করিয়াছেন। তাঁহারা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কতই নিরহঙ্কারিতার যশঃকীর্ত্তন করিতেছেন তাহা বর্ণন করা যায় না। অপিচ আমারদিগের গ্রামের হিত সাধনে যত্নশীল হইয়া সাধারণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধির মানসে বহুযত্ন সহকারে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া প্রত্যেক রবিবাসরে বিবিধপ্রকার ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করাতে অনেকেই জ্ঞান জিজ্ঞাসু হইয়াছেন এবং সমাজের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে তাঁহার যত্নের কথা কি উল্লেখ করিব। মহানগর নিবাসী অশেষ গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও মিত্র বাবুর যত্নে সমাজে আগমন পূর্ব্বক বক্তৃতাদি দ্বারা সকলকে কৃতকৃত্য করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আমারদিগের গ্রাম্য ভদ্রগণের উৎসাহে একটি ইংরাজি বঙ্গীয় সাহায্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া গত বর্ষে অধ্যক্ষগণ মধ্যে কএক জনের উৎসাহের ন্যূনতায় বিদ্যালয় হীন দশাগ্রস্ত হইয়াছিল কিন্তু তৎকালে মিত্র বাবুর আগমন হওয়াতে এবং স্বয়ং বিদ্যালয়ের কার্য্য পর্য্যালোচনার ভার গ্রহণ করাতে বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। পরন্তু জজ বাবু বিচারাসনে উপাসীন হইয়া যদ্রূপ নৈপুণ্য এবং পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক নিরপেক্ষ রূপে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে অত্যাচারি ভূম্যধিকারিগণ স্বেচ্ছাচার হইতে নিবারিত এবং সহায় বিহীন প্রজাগণ দুষ্টগণের নিষ্পীড়ন হইতে সুরক্ষিত হইয়াছে। অপরন্ত সদ্বিচারের এমনি উৎকৃষ্টতা যে অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত এতদুভয়ের অন্যতমপক্ষ জিত অথবা পরাজিত হইলেও যাথার্থ্যানুসন্ধানানন্তর বিচারিত হওয়ায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্বার্থপর ভিন্ন সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া বিচারাগার হইতে গমন করিয়াছে এবং সূক্ষ্ম কার্য্যবিবেচনা ও নিষ্পত্তি হওয়াতে প্রায়ই উপরিস্থ আপীল আদালত হইতে আজ্ঞার অন্যথা করণ অথবা ন্যায়ের ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া প্রতিবিচারের অর্পণ হয় নাই। তিনি ইংলণ্ডীয় এবং বঙ্গীয়ভাষায় সুনিপুণ তাহা কার্য্যেতে বিশেষরূপে প্রকাশ হইয়াছে, অপরও আলাপাদি দ্বারা বিজ্ঞাত হইয়াছি যে তাঁহার পারস্য ভাষাতেও অধিকার আছে বিশেষতঃ যদ্যপিও সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণাভিধানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই তথাচ সংস্কৃত বোধে বিশেষ অধিকার আছে। মিত্র বাবুর প্রতি প্রধান সদরআমীনি, কালেক্টরি, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটি, ভারথাকাতে এবং প্রত্যেক বিষয়ে সাতিশয় পরিশ্রম করাতে গমন কালে তিনি অস্বাস্থ্যাবস্থায় গমন করিয়াছেন, তদর্থ আমরা অত্যন্ত মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছি। একণে জগদীশ্বরের নিকট এইমাত্র প্রার্থনা করি যে তিনি অনতিবিলম্বে স্বাস্থ্য লাভ করিয়া স্বীয় অনুজীবী ও মাদৃশ জনগণের মনোদুঃখ দূর করুন ইত্যলং বাহুল্যেন।

মেহেরপুর। ১৮ই শ্রাবণ ১২৬৯ } শ্রীহ, কৃ, মল্লিকস্য বৃষ্টান্তরূপিকেয়ম্॥

—•—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কিয়দ্দিন গত হইল, আমি এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি। এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কি মনোহর! কোথাও অতি উচ্চ নগশ্রেণী ক্রমশঃ উন্নত তরু শ্রেণীকে অঙ্কে আকর্ষণ করিয়া বিরাজ করিতেছে; কোথাও বা সুবিচিত্র পরিসর ভূমি হরিদ্বসন পরিধান করিয়া অবনি ব্যাপিয়া অচল প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছে; কোথাও বা নিদারুণ সুকঠিন অবনিপৃষ্ঠে পঞ্জর স্বরূপ কণ্টক বৃক্ষ বহির্গত হইয়া অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে! কোথাও বা মহা বেগবতী স্রোতস্বতী (কিউল) সুরঙ্গ তরঙ্গ মালায় সুশোভিত হইয়া বক্রগতিতে কল কল শব্দে গমন করিতেছে; কোথাও বা বিমল বালুকা রাশি মধ্যাহ্ণ তপন তাপে উত্তাপিত হয়। কিউলের কুল ব্যাপিয়া যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে; কোথাও বা নিবিড় শাখা শোভিত পাদপশ্রেষ্ঠ, মন্দ মন্দ সমীরণ ভরে দোদুল্যমান হইয়া আতপ তাপিত শ্রান্ত পান্থগণকে শান্ত করিবার আশয়ে স্বীয় সুশীতল ছায়াতলে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিতেছে; এবং কোথাও বা বিহঙ্গম কুল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দলে দলে অবনি তলে বিচরণ করিয়া বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বরের অচিন্ত্য কৌশল প্রকাশ করিতেছে। এমন অনুপম রমণীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে কোন ব্যক্তি না শান্তিরসে আর্দ্রীভূত হইয়া সেই শান্তময় আনন্দ স্বরূপের গুণ সংকীর্ত্তন না করে?

শকঃ ১৭৮৪। ৯ ভাদ্র } গোবিন্দচন্দ্র বসু। লক্ষ্মীসরাই।

—•—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আজও এত প্রবঞ্চনা।

অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন কিছুদিন হইল নবদ্বীপ ধামে গোপালের ও সত্যনাথের উদয় এক উদ্দেশেই হয়। মৃত মনুষ্য প্রত্যাগত হইবে সত্যনাথের এই প্রধান ব্রত। এই কুহকে পড়িয়া কত শত অল্প বুদ্ধি কুলকামিনীগণ নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া সত্যনাথের ভোগ (আহারের দ্রব্য) ও দক্ষিণা (মুদ্রা) দিয়া আসিয়াছে এবং অতি ভক্তি পূর্ব্বক তাহার চরণের ধূলি লইয়া ভক্ষণ করিয়াছে। ক্রমশঃ এই রূপ সত্যনাথ গ্রামে গ্রামে আবির্ভাব হইতে লাগিল, এই সুযোগে দুরাত্মা পাণ্ডাদের যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল, আমাদের শান্তিপুর ধামে ঐ প্রবঞ্চনা বিলক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়া অদ্যাপিও সমভাবে বিরাজ করিতেছে, এখানে এপ্রবঞ্চনার অনেক পাণ্ডা আছে, তন্মধ্যে প্রায়ই পাণ্ডাগণ অতি দীন ছিল, এমনকি উদরান্নেরও সমূহ কষ্ট ছিল কিন্তু এই সুযোগ পাইয়া প্রচুর সঙ্গতি করিয়া লইয়াছে। প্রত্যেক পল্লীতে প্রাচীন বিধবা স্ত্রীলোক দুই চারিটি করিয়া ঐ পাণ্ডাদের চেলা আছে। তাহারা অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে ভুলাইয়া ঐ দুরাত্মাপাণ্ডাদের নিকটে লইয়া যায় এবং ঐ মতাবলম্বী করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব নাশ করিতে থাকে। সম্পাদক মহাশয়! দুরাত্মা পাণ্ডাদের সুখের সীমা কি? সমস্ত স্ত্রীলোক নবনীত, ক্ষীর, ছানা, নানাবিধ মিষ্টান্ন, আম্র কাঁঠাল প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু ফল লইয়া দুরাত্মাদের আহারের নিমিত্ত দেয়, এবং সুচন্দন সৌরভ যুক্ত উত্তম উত্তম সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট পুষ্প লইয়া কেহ বা মালা গাথিয়া কেহ বা পাখা প্রস্তুত করিয়া উপহার প্রদান করে। প্রত্যহ বৈকালে দুরাত্মারা কাষ্ঠাসন (টুলে) উপবিষ্ট হয়, চতুর্দ্দিকে রমণীগণ বেষ্টন করিয়া তাহাদের সত্যনাথ সংক্রান্ত বাক্য গুলি অতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে থাকে, কতকগুলি স্ত্রীলোক ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার নিমিত্ত তাহাদের হস্ত পদ সেবা করিতে থাকে কেহ কেহ বা পূর্ব্বোক্ত পাখা লইয়া বায়ু ব্যজন করিতে থাকে। এদিকে আবার ২।১ টি ভণ্ড বৈষ্ণবদের আখড়ায় একাণ্ডের ত্রুটি হয় না। সম্পাদক মহাশয় দুঃখের বিষয় এই এখানে ৩ তিনটি বিচারপতি থাকাতেও দুরাত্মারা প্রবঞ্চনার ফল পায় না ইতি।

শান্তিপুর।
১২৬৯ সাল।
২২ শে শ্রাবণ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চাঁদমোহন মৈত্রেয় লাইব্রেরি ফরিদপুর ১২৬৯ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত কোং ৫ টাকা

,, ফরিদপুর বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ১২৬৯ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৫ টাকা

,, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরনারায়ণ রায় পাবনা। ১২৬৯ আশ্বিন হইতে ৭০ ভাদ্র পর্য্যন্ত ১০ টাকা

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্ব বাঙলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" সবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

৪ ভগ। ৪৭ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ৪ কার্ত্তিক। ইং ১৮৬২। ২০ অকটোবর } মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

—০—

—০—

—০—

—০—

সোমপ্রকাশ।

৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার।

মারীভয়।

বিধাতার সৃষ্টির এই কি নিয়ম যে মানুষ নিঃশঙ্ক হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিবে না? আমরা প্রায়ই দেখিতে পাইতেছি, এক একটি ভয় তাঁহার পিছুপে লাগিয়া আছে। বঙ্গদেশীয়েরা এত দিন দস্যু তস্করাদির ভয়ে নিতান্ত কাতর ছিলেন। সে ভয়টি যেমন কিছু কমিয়া আসিয়াছে, তেমন ওদিকে মারীভয় বাড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রাম ও জনপদ বিশেষের মারীভয়ের কথা প্রায়ই আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। বারাসত প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম যমের বাস্তভূমি হইয়া উঠিয়াছে বলিলে হয়। জ্বর ক্রমশঃ বহুদূর স্বাধিকার বিস্তার করিতেছে। পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত গ্রাম সকলের মারীভয়ের কথা পাঠকগণ ত পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন, দিকে নদীয়া জিলার অন্তর্গত দেবগ্রাম প্রভৃতি অনেকসংখ্য গ্রামে অত্যন্ত মারী হইয়াছে। এই মারীভয় সংক্রান্ত এক খানি প্রেরিত পত্র পাঠকগণ যথাস্থানে দর্শন করিবেন।

মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, মারীভয় উপস্থিত হইলে তৎকালে কোন কোন স্থানে আপাততঃ তৎপ্রতীকারের কিছু কিছু চেষ্টা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সম্যক ফলোপধায়ী হয় না। বিশেষতঃ তাহার ভাবি মারীভয় নিবারণের কোন ক্ষমতা নাই। যাহাতে ভবিষ্যতে মারীভয় না হয়, সেই সেই উপায় অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মারীভয়ের জ্ঞাতাজ্ঞাত অনেক গুলি কারণ আছে। সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অজ্ঞাত কারণ গুলির নির্দ্দেশ ও বিজ্ঞাত এবং জ্ঞাত কারণ গুলির নিরাকরণ চেষ্টা করিলে মারীভয়ের অনেক শান্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ও দেশের লোকের উভয়েরই সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত, অন্যথা কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবনা নাই। যে অংশে গবর্ণমেণ্টের আর যে অংশে দেশের লোকের যত্ন আবশ্যক, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

বর্ষাবসান সময়েই প্রায় পল্লীগ্রামে জ্বর বিকারাদির সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। ইহার কারণ নিতান্ত দুর্বোধ নহে। অনেক গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত রাস্তা, ঘাট ও সরোবরাদি নাই। চতুর্দ্দিক বনে ও জলে পরিপূর্ণ হয়। লতা পাতা প্রভৃতি পচিয়া উঠে। গৃহস্থেরা কর্দ্দমের ভয়ে অধিক দূরে গমন করে না, রথ্যা ও গৃহের পার্শ্বেই জঞ্জাল ও মলক্ষেপ করে। পথ সকল কর্দ্দমে ও দুর্গন্ধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকে, গমন কালে তাহা হইতে অতি অস্বাস্থ্যকর কুৎসিত বায়ু নিঃসৃত হয়, তাহার আঘ্রাণমাত্রেই মস্তিষ্কের সাতিশয় ক্লেশ ও বিকার জন্মে। এ সকল কারণে পীড়া না হইবে কেন? পীড়া হইলে তাহার প্রতীকারেরও আবার উপায় নাই। অনেক স্থলে সুচিকিৎসক নাই, যাহারা চিকিৎসা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তাহাদিগের দ্বারা পীড়ার শান্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং আরো বৃদ্ধি হয়।

উপরে পীড়ার যে কারণ গুলি বর্ণিত হইল, গ্রামের লোকের ও রাজকর্ম্মচারিদিগের যদি সবিশেষ যত্ন থাকে, তাহার নিরাকরণ দুঃসাধ্য হয় না। গ্রামের প্রতি গৃহস্থ যদি যথাসম্ভব অকপটচিত্তে কিছু কিছু দান করিয়া গ্রামে রথ্যা সরোবরাদির উৎকর্ষ সম্পাদন চেষ্টা করেন, তাহা সহজেই সম্পন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদিগের দেশের লোকের এমনি কুসংস্কার যে সে চেষ্টা দূরে থাকুক, অন্যের নিকট হইতে বিবাহকালাদিলব্ধ ধনও বৃথা বৃথা ব্যয় করিয়া ফেলেন। যাহা হউক, অতঃপর তাঁহারা এই কুচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের রাস্তা, ঘাট ও পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন করিবার এবং বন জঙ্গল প্রভৃতি কাটিয়া পরিষ্কার করিবার চেষ্টা পাউন এবং যাহাতে গ্রামের মধ্যে উত্তম চিকিৎসক ও উত্তম ঔষধ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারও চেষ্টা করুন।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি দৃঢ়তর রূপে এই আজ্ঞা প্রদান করেন, যে গ্রামের মধ্যে যে স্থানে বন ও জঙ্গল দৃষ্ট হইবে তাঁহারা কাটাইয়া দেন এবং রাস্তা ঘাট প্রভৃতি অপরিষ্কৃত দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিষ্কার করান। রথ্যাদির নির্ম্মাণ ও সংস্কার ক্রিয়ার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে স্বতন্ত্র কর গ্রহণ করিতেছেন তাহা এবং চৌকীদারী টাক্সে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা ঐ কার্য্যে বিনিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। শান্তিরক্ষা যেমন পুলিসকর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তব্য তেমনি কর্ত্তব্য বোধে তাঁহারা যদি এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্টের এক্ষণে যত দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে যে স্থানের লোকেরা নিতান্ত নিঃস্বতাবাপন্ন সেই সেই স্থানেই নূতন চিকিৎসালয় গুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তৃতীয়, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান করিয়া চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার যে রীতি আছে, তাহারও পরিবর্ত্ত করিতে হইবে। এক্ষণে প্রায় অর্দ্ধা অর্দ্ধি দিবার নিয়মেই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়া থাকে। এ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট অধিক ভার গ্রহণ করুন এবং ঐ ভার গ্রহণ করিয়া গ্রামস্থ লোকের স্কন্ধে অল্পভার নিক্ষেপ করুন। চতুর্থ, যখন যে স্থানে মারীভয় উপস্থিত হইবে, মেডিকেল কমিসন নিয়োগ দ্বারা তাহার নিদান নির্ণয় করিয়া তৎপ্রতীকার চেষ্টা করা আবশ্যক।

খাজনা বৃদ্ধির মকদ্দমা।

ব্যবস্থা শাস্ত্র এত দুর্বোধ কেন? পুরাতন আইনের এত পরিবর্ত্ত, নূতন আইনের এত সৃষ্টি ও দিন দিন নূতন নূতন আইনের এত ব্যাখ্যা হইতেছে কেন? মানুষের স্বভাব দোষই কি কেবল তাহার কারণ? মানুষ এমনি চতুর ও ভ্রষ্ট স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে তাহার দুষ্টতার নিবারণার্থ ব্যবস্থাপকগণকে নানা বিধ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, সুতরাং ব্যবস্থাশাস্ত্র বিষম ও দুরূহ হইয়া উঠে। ব্যবস্থাশাস্ত্রের দুর্বোধতা ও পরিবর্ত্তন শীলতার এই এক মাত্র কারণ নয়, ব্যবস্থাপয়িতা ও ব্যবস্থা প্রয়োজয়িতাদিগের ভ্রম প্রমাদাদিও তাহার একটী প্রধান কারণ। তাঁহারা ভ্রম প্রমাদশূন্য ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারী হইয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন ও কার্য্যে তদ্বিনিয়োজন করিতে পারেন না, কাজে কাজেই পুরাতন আইনের বহুল পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন আইন সৃষ্টির মুহুর্ম্মুহুঃ প্রয়োজন হয়; তন্মূলক লোকেরও নানাবিধ কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধানতম বিচারকর্ত্তা সর বার্ণেস পিকক খাজনা বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটী মকদ্দমার যে বিচার করিয়াছেন, তাহা উক্ত কারণে প্রজাগণের কষ্ট নিবারণের কারণ না হইয়া প্রত্যুত তদ্বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে। সে মকদ্দমাটী এই—

নিশ্চিন্তপুরের নীলকুঠির কর্ম্মাধ্যক্ষ জেম্‌স হিল্‌স নদীয়া জিলার ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ইমতাজাদ হোসেনের নিকটে ঈশ্বর ঘোষের নামে খাজনা বৃদ্ধির নালীশ করেন। ডেপুটি কালেক্টর খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রি করিলে পর ঐ জিলার আডিশনল জজ এল কিনিষ্টন জাকসন সাহেবের নিকটে উহার আপীল হয়। জজ সাহেবও নীলকরের পক্ষে ডিক্রি দেন। নালীশ ও ডিক্রির মর্ম্ম এই, নীলকর হিল্‌স বলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে; ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৭ ধারায় আছে, যদি প্রজার পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে ভূমির উর্ব্বরতা গুণ অথবা শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। অতএব যখন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন খাজনার বৃদ্ধি না হইবে কেন? এই যুক্তি দেখাইয়া হিল্‌স বিঘা ভূমি এক টাকা করিয়া চাহেন। পূর্ব্বে ঐ সকল ভূমির খাজনা কিঞ্চিদধিক সোয়া পাঁচ আনা ছিল। জজ নীলকরের প্রার্থনারূপ খাজনা বৃদ্ধি না করিয়া শস্যের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে এই যুক্তি ধরিয়া পূর্ব্ব খাজনার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার ডিক্রি দিলেন। প্রধানতম বিচারালয়ে উহার আপীল হইল। সর বার্ণেস পিকক বেলি ও কেম্প সাহেব বিচারাসনে বসিয়া ঐ বিষয়ের এই মীমাংসা করিয়াছেন, হিল্‌স সাহেবের খাজনা বৃদ্ধি করা আইন অনুসারে অন্যায় হয় নাই। কিন্তু নদীয়ার আডিশনল জজ শস্যের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে এই যুক্তিতে যে খাজনা দ্বিগুণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহা আইনের অনুসারী নহে। আইনে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণাদির কথা কহে না, তাহাতে এই মাত্র আছে যে খাজনা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ বিচার করিয়া হিল্‌স সাহেবের প্রার্থনানুরূপ খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রি দিয়াছেন।

এবিষয়ে আমাদিগের কয়েকটী জিজ্ঞাসা ও বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। প্রথম, শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে খাজনা বৃদ্ধি হওয়া অসঙ্গত নয়। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে প্রজার অধিক লাভ সম্ভাবনা আছে। অধিক লাভ হইলে তাহারা ভূস্বামীকে অধিক না দিবে কেন? কিন্তু একগুণ খাজনার স্থলে তিন গুণ খাজনা বৃদ্ধি করা যে কিরূপে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হইতেছে, তাহা কোন ক্রমেই আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। বিচারপতিরা এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, বোধ কর ভূমিতে প্রজার যে উপস্বত্ব থাকে, ভূস্বামী তাহার তৃতীয় অংশ পাইয়া থাকেন, যে ভূমির উৎপন্ন যে শস্যের মূল্য পূর্ব্বে তিন টাকা মাত্র ছিল, এক্ষণে সেই শস্যের ছয় টাকা মূল্য হইয়াছে; এরূপ স্থলে উপস্বত্বের তৃতীয় অংশ ভূস্বামীর প্রাপ্য হইলে হিল্‌স সাহেব কিঞ্চিদধিক এক টাকা সোয়া পাঁচ আনা পাইতে পারেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং এক টাকার অধিক প্রার্থনা করেন না, অতএব অধিক পাইতে পারেন না। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, বিঘা ভূমি তিন টাকা যেমন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমন পূর্ব্বাপেক্ষা কৃষিকার্য্যের ব্যয়ও বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ভূমির এক বিঘা কর্ষণ তাহাতে বীজবপন ও ধান্যচ্ছেদন ও বহনাদি [illegible] হইত, এখন ৩ টাকা [illegible] সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন, এরূপ স্থলে ভূস্বামী ঐ বর্দ্ধিত শস্য মূল্যের ন্যায্য তৃতীয়াংশ পাইয়া কিরূপে হইতে পারে? কেবল যে কৃষি কার্য্যের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ নয়, কৃষকের সাংসারিক ব্যয় দ্বিগুণের অধিক হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে যত ভূমির কৃষিকার্য্য করিয়া এক ব্যক্তির নির্ব্বাহ হইত, এখন তাহার দ্বিগুণ পরিমিত ভূমির কৃষি কার্য্য না করিলে তাহার চলিবার সম্ভাবনা নাই। সেই দ্বিগুণ ভূমির কৃষ্যাদি নির্ব্বাহ একের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহাতে যখন দ্বিগুণের পরিশ্রম ও দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় অপেক্ষিত হইল, তখন শস্যের দ্বিগুণ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া প্রজার নিকট ত্রিগুণ [illegible] গ্রহণ কিরূপে বৈধ হইতে [illegible]

ফলতঃ যেমন এক বিঘা [illegible] দ্বিগুণ হইয়াছে, তেমন সমুদায় [illegible]

করিলে একজন কৃষককে দুইজন বোধ করিতে হয়। তাহা হইলে যুক্তি অনুসারে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইল কৈ? তবে যে এখন আমরা কৃষকদিগকে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সচ্ছল দেখিতে পাইতেছি, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। পূর্ব্বে অধিক ক্রেতা ছিল না। শস্য বিক্রয় না হওয়াতে শস্যের মূল্য সুলভ ও কৃষকের দুরবস্থা দৃষ্ট হইত। এক্ষণে শস্য দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হওয়াতে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি ও কৃষকের দুরবস্থার কিঞ্চিৎ অল্পতা হইয়াছে, এইমাত্র। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, তল প্রবেশ না করিয়া দেখিলে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

অপর, আইনে আছে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারে খাজনার বৃদ্ধি করিতে হইবে, প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিরাও [illegible] অনুমোদন করিয়া ইহার সমর্থন [illegible] যাহাদিগের উপরে তন্নির্ণয় ভার অর্পিত হইবে, তাহাদিগের বুদ্ধি, বিবেচনা, শিক্ষা ও সংস্কারের বিভিন্নতা নিবন্ধন বহু ব্যতিক্রম ঘটিবে সন্দেহ নাই, তন্মূলক বহুল অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা সন্দেহ কি?

—০—

নূতন বিধ শ্রাদ্ধ।

৩১ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে ব্রাহ্মদিগের গৃহ বিচ্ছেদ এই শিরোনাম দিয়া একটী প্রস্তাব লিখিত হয়। কোন এক ব্রাহ্ম তাহার উত্তর দিয়া এক খানি পত্র আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা [illegible] প্রকাশ করিলাম।

[illegible]রক প্রথমে এই ভাবে লি-[illegible] ব্রাহ্মদিগের গৃহ বিচ্ছেদ হয় নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস ও কার্য্যেতে ঐক্যই দৃষ্ট হইতেছে। আহ্লাদের বিষয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে এদেশের সম্যক উন্নতি লাভ হইবে, আমাদিগের মনে এরূপ প্রবল আশা আছে, যদি কোন কারণ বশতঃ তাহার উন্মূলন সম্ভাবনা হয় আমরা মনোমধ্যে অতিশয় ব্যথা পাই। আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃশ্রাদ্ধ করাতে অনেক ব্রাহ্ম চটিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ব্রাহ্মদিগের গৃহ বিচ্ছেদ এই শিরোনাম দিয়া প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। তাহা যদি না হইয়া থাকে, আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা অমূলক নহে। পত্র প্রেরক স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, উল্লিখিত শ্রাদ্ধে কোন কোন ব্রাহ্মের অনাস্থা আছে।

দ্বিতীয়, পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, দেবেন্দ্র বাবুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রথমতঃ ঈশ্বরের উপাসনা, দ্বিতীয়তঃ পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা [illegible] তৃতীয়তঃ পিতার আত্মার উন্নতির জন্য ঈশ্বরের নিকট [illegible] করা [illegible] হইতে [illegible] উপাসনা করা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই, উপাসনা নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা আমরা অস্বীকার করি না, আমরা পূর্ব্বেও তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া লিখিয়াছি, কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন ও ক্ষণ নাই, সৌর দিবস হউক, আর চান্দ্র দিবস হউক, প্রাতঃকাল হউক, আর সায়ংকাল হউক, পিতার কথা যখন মনে উদয় হইবে, তখনই চিত্ত কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়া উঠিবে। পত্র প্রেরকও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে যে তিনি লিখিয়াছেন, "সমুদায় পৃথিবীরই রীতি এই যে যে দিবসে যে কোন কর্ম্ম সংঘটিত হয়, সেই দিবস উপলক্ষেই তাহার সাম্বৎসরিক হয়। পিতার যে দিবসে মৃত্যু হইয়াছে, প্রতি বৎসর সেই দিনেই তাঁহাকে স্মরণ করা স্বাভাবিক ও সঙ্গত।" এস্থানে আমাদিগের বক্তব্য এই, মৃতাহে পিতাকে স্মরণ করা যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে মৃতাহ জানা না থাকাতে অথবা বিস্মৃত হওয়াতে যাঁহারা সে দিন শ্রাদ্ধ করিতে না পারেন, তাহাদিগকে কৃষ্ণৈকাদশী ও অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করাইবার নিমিত্ত পুরোহিতদিগকে প্রয়াস পাইতে হইত না। পুরোহিতদিগের বলিবার পূর্ব্বেই সেই মৃততিথি শ্রাদ্ধকারীর মনে আসিয়া উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। পৌত্তলিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মেরা যদি পিতার সাম্বৎসরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহেন, করুন। পৌত্তলিক অনুষ্ঠানেই কেবল আমাদিগের আপত্তি। সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সংস্কৃত শব্দ দ্বারা হউক, আর অন্য শব্দ দ্বারা হউক, তাহাতেও আমাদিগের আপত্তি নাই।

তৃতীয়, পিতার আত্মার উন্নতির জন্য প্রার্থনা করা সঙ্গত কি না, এতদ্বিচারের পূর্ব্বে আপনার আত্মার উন্নতি প্রার্থনা সঙ্গত ও ঈশ্বরের পরিগ্রাহ্য কি না, তদ্বিবেচনা আবশ্যক। একের খণ্ডনে অন্যের খণ্ডন সহজ হইয়া উঠিবে। জগদীশ্বরের বিশ্ব রচনা কৌশল অতি অদ্ভুত। বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদিগের প্রকৃতির যে রূপ সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগের আত্মার উন্নতির জন্য জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনার প্রয়োজন নাই, আমরা যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য গুলি বুঝিয়া কার্য্য করি, প্রার্থনা ব্যতিরেকে আপনা হইতেই আত্মার উন্নতি হইয়া উঠিবে। প্রার্থনা ঈশ্বরের পরিগৃহীত হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি আমাদিগের নূতন প্রার্থনা শ্রবণ করেন না। বোধ কর আমরা অরণ্যের মধ্য দিয়া কোন প্রদেশে যাইতেছি, পথি মধ্যে রাত্রি হইল, এক ব্যাঘ্র আসিয়া আমাদিগকে

আক্রমণ করিল; আমরা তৎকালে ব্যাঘ্রের বধ সম্পাদন অথবা বৃক্ষে আরোহণ দ্বারা আত্ম রক্ষার চেষ্টা না পাইয়া যদি উর্দ্ধবাহু হইয়া ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি "হে করুণাময়! এই অশরণ নির্জন প্রদেশে এই বিপদ কালে আমাদিগকে রক্ষা কর" তিনি কি ব্যাধ অথবা অন্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্রের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করিবেন? কখনই না। ফলতঃ কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করিলে আত্মার উন্নতি হয় না। আমাদিগের যদি ঈশ্বরে দৃঢ়তর বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ভক্তি থাকে, এবং আমরা তদনুরূপ আচরণ করি; পাপ কর্ম্ম করিলে নিঃসন্দেহ তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে, এরূপ দৃঢ়তর সংস্কার থাকে, এবং সেই সংস্কারানুসারে প্রাণান্তেও পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত না হই; জগতের হিত সাধন করিতে পারিলেই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করা হইল, এরূপ [illegible] থাকে, এবং সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যদি সাধ্যানুসারে সেই প্রিয় কার্য্য সাধনের চেষ্টা করি; দীনগণ দেখিলে দয়া, সুখী ব্যক্তিকে দেখিলে হর্ষ, ও সাধু ব্যক্তিকে দেখিলে মিত্রতা করিবার ইচ্ছা, এবং পাপি ব্যক্তিকে দেখিলে উপেক্ষা ও তাহার অসৎ স্বভাব দেখিয়া শোক উপস্থিত হয়, এবং এই অদ্ভুত বিশ্ব রচনা দর্শন করিয়া জগদীশের অদ্ভুত কৌশল ও অদ্ভুত শক্তি প্রভৃতির বিষয় যদি অনুক্ষণ চিন্তা করা যায়, তাহা হইলেই ক্রমে আত্মার উন্নতি হইয়া উঠে। বোধ কর, এক ব্যক্তি নিরন্তর কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে যদি অহরহঃ ঈশ্বর আমার আত্মার উন্নতি সাধন করু এই কথা মুখে বলিতে থাকে, তাহার কি আত্মার উন্নতি হইবে? যে ব্যক্তি কুকর্ম্ম করে, সে ত নাস্তিক, নাস্তিকের ঈশ্বর কৃপা লাভের সম্ভাবনা কি? যখন আত্মকৃত প্রার্থনা দ্বারা আপনার আত্মার উন্নতি লাভ সম্ভাবিত হইতেছে না, তখন পুত্র কৃত প্রার্থনা দ্বারা পিতার আত্মার উন্নতি লাভ সম্ভাবনা কি?

উপসংহার স্থলে আর দুটী বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। এক, শ্রাদ্ধ এই শব্দের বিচার। দ্বিতীয়, দেবেন্দ্রনাথ বাবু শ্রাদ্ধ কালে যে মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার বিচার। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পিতার তৃপ্ত্যর্থ যে কিছু দেওয়া যায়, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। এশব্দটী পৌত্তলিকদিগের রচিত। আমি অমুক দ্রব্য দান করিলে পিতা তৃপ্ত হইবেন, এই মনে করিয়া কিছু না দিলে আর শ্রাদ্ধ শব্দ অন্বর্থ হয় না। দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার পিতার তৃপ্তি কামনা করিয়া কি কিছু দান করিয়াছিলেন? দেবেন্দ্র বাবু পিতার শ্রাদ্ধ করিলেন, এরূপ না বলিয়া পিতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সাম্বৎসরিক সভা করিলেন, এপ্রকার বলিলে কি ভাল শুনাইত না? দ্বিতীয়, দেবেন্দ্র বাবু শ্রাদ্ধ কালে যে মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার [illegible] করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য হইয়া অসঙ্গত মন্ত্র পাঠ করিয়া কেমন অসঙ্গত কাজ করিয়াছেন। সে এই—

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ৬।

ঋতায়তে ঋতং যজ্ঞমাত্মন ইচ্ছতে যজমানায় বাতা বায়বো মধু মাধুর্য্যোপেতং কর্ম্মফলং ক্ষরন্তি বর্ষন্তি। প্রসূচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তথা সিন্ধবঃ স্যন্দনশীলা নদ্যঃ সমুদ্রা বা মধু মাধুর্য্যোপেতং স্বকীয়ং রসং ক্ষরন্তি। এবং নোঽস্মাকমোষধীঃ ফলপাকান্তা ওষধয়শ্চ মাধ্বী র্মাধুর্য্যোপেতাঃ সন্তু। ভবন্তু।।

বায়ু সকল যজমানের নিমিত্ত মাধুর্য্যোপেত কর্ম্মফল প্রদান করিতেছে, তথা নদী অথবা সমুদ্র স্বকীয় রস ক্ষরণ করিতেছে এবং ওষধি সকল মাধুর্য্যোপেত হউক।

মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎপার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।। ৭ ।।

নক্তং রাত্রির্নোঽস্মাকং মধুমতী মাধুর্য্যোপেতফলপ্রদা ভবতু। উত অপি উষস উষঃকালোপলক্ষিতান্যহানি চ মধুমন্তি ভবন্তু। পার্থিবং রজঃ পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধী লোকোঽস্মাকং মধুমৎ মাধুর্য্যবিশিষ্টফলযুক্তো ভবতু; পিতা বৃষ্টি প্রদানেন সর্ব্বেষাং পালয়িতা দ্যৌর্দ্যুলোকোঽপি মধু মধুযুক্তো ভবতু।

রাত্রি আমাদিগের সম্বন্ধে মাধুর্য্যোপেত ফল প্রদা হউক, প্রত্যুষকাল মধু বিশিষ্ট হউক, পৃথিবীর লোক আমাদিগের সম্বন্ধে মাধুর্য্য বিশিষ্ট ফল যুক্ত হউন, বৃষ্টি প্রদান দ্বারা সকলের পিতা অর্থাৎ পালয়িতা স্বর্গলোক মধুযুক্ত হউক।

মধুমান্নোবনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।। ৮ ।।

নোঽস্মাকং বনস্পতির্বনানাং পালয়িতা যূপাভিমানী দেবো মধুমান্ মাধুর্য্যোপেতফলবানস্তু। তাদৃশং ফলমস্মভ্যং প্রযচ্ছতিত্যর্থঃ। সূর্য্যঃ সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সবিতা চ মধুমান্ [illegible] নোঽস্মাকং [illegible] মাধুর্য্যোপেতক্ষীরপ্রদা ভবন্তু।

বনের পালয়িতা যূপাভিমানী দেব মাধুর্য্যোপেত ফল বিশিষ্ট হউক, সর্ব্বলোক প্রেরক সূর্য্য মধু বিশিষ্ট হউক, অগ্নি হোত্রের [illegible] সাধন গরু সকল মাধুর্য্যোপেত দুগ্ধ যুক্ত হউক।

এবম্বিধ প্রার্থনা যদি সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে, আয়ু দেও, ধন দেও, ইত্যাদি প্রার্থনা সফল না হয় কেন? যাহা হউক, পরিশেষে বিনীত ভাবে আমাদিগের প্রার্থনা এই, ব্রাহ্মকারী ব্রাহ্মেরা আত্মদোষ সংশোধন চেষ্টা করুন, বৃথা বিতণ্ডা পাণ্ডিত্য প্রকাশে প্রয়োজন নাই।

—•—

নূতন গ্রন্থ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত গ্রন্থ গুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্ন ধাতুপ্রদীপ। যে ধাতুর উত্তর

করিয়া যে পদ নিষ্পন্ন হয়, এতদ্দ্বারা তাহার অনেক জানা যাইতে পারিবে।

২। শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ প্রণীত এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহাতে ব্রাহ্মেরা যে নূতনবিধ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সপক্ষতা করা হইয়াছে।

৩। হুতম পেঁচা। ইহাতে আমাদিগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

৪। কলুটোলা ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা।

৫। ব্রহ্মস্তোত্র। উপরি উক্ত সমাজ তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহা মুদ্রিত করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

২৫এ আশ্বিন বৃহস্পতি বার।

আউয়ার পেপরের এক জন পত্র প্রেরক বলেন সম্প্রতি কেন্ট্রি নগরে পঙ্গপাল আসিয়াছিল। তাহারা প্রায় চারিক্রোশ ব্যাপিয়া আইসে। সেই সময়ে অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছিল।

শুনা গেল ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানি ১৫ই নবেম্বর দানাপুর পর্য্যন্ত রেইলওয়ে খুলিবেন।

মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের এত দিনের পর চৈতন্য হইয়াছে। কলিকাতাবাসীরা যাহাতে ভাল জলপান তাহার উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক গবর্ণমেন্টের নিকটে রিপোর্ট করিয়াছেন।

মাদ্রাজের চোরেরা ক্রমশঃ অধিক সাহসী হইতেছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহারা তত্রত্য প্রধান বিচারপতি ও গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারির অর্থ অপহরণ করিয়াছিল। সম্প্রতি সর উইলিয়ম ডেনিসনের নিজের ৪০ টাকা নগদ ও একটি বন্দুক চুরি গিয়াছে। পুলিসের অনবধানতারোগের এই একটি উত্তম ঔষধ।

২৬ এ আশ্বিন শুক্রবার।

ঢাকার মিসনরিরা মাঞ্চেষ্টরের মজুর সহায়তার জন্য চাঁদা করিতেছেন।

[illegible] আফিসরদিগের চরিত্র দর্শনে কোন ব্যক্তি বলিবেন তাঁহাদিগের মধ্যে অধিক সংখ্য ভদ্রলোক আছেন? কর্ণেল ব্রিষ্টলি বলিয়াছেন কমিসরিএট কমিসন বসিবার সময়ে মেজর ফিটজারাল্ড প্রধান সেনাপতির নিন্দা করিয়াছিলেন উক্ত কমিসনের অধ্যক্ষ বলেন সে কথা মিথ্যা।

কাপ্তেন স্মালিসের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। তিনি ৪৮,০০০ টাকা তহরূপ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অপবাদ দেওয়া হইয়াছে।

সর বার্ণেস পিকক সেসিয়ন জজদিগকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন তাঁহারা প্রধানতম বিচারালয়ে রায়ের ইংরাজি ও বাঙ্গালা দুই প্রকার নকল পাঠাইবেন। সেসিয়ন আদালতে ক্রমশঃ ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

২৬এ আশ্বিন শনিবার।

মহীসুর রেকর্ডার বলেন সম্প্রতি রাজমন্দিরে কএক জন বন্য উৎপাত করিয়াছিল. কিন্তু পুলিসের যত্নে তাহার নিবারণ হইয়াছে। গোদাবরীর বাঁদের কার্য্য নাগপুরের কমিসনরের হস্তে দেওয়া হইবে।

উক্ত পত্র আরও বলেন সর বার্টল ফ্রিয়ারের ভ্রাতা তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতির পদ ত্যাগ করিবেন।

বোম্বাই সটর্ডে রিবিউ শ্রবণ করিয়াছেন স্পেনের রাজ্ঞী মাডরিডনগরে শিল্পপ্রদর্শন করিবার জন্য এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। স্পেন ক্রমশঃ পুনর্ব্বার সৌভাগ্যশালী হইতেছে।

২৮এ আশ্বিন সোমবার।

নীল গিরিষ্টার বলেন লার্ড এলগিন শীঘ্র উতকামণ্ডে যাইবেন। তথা হইতে তিনি সর উইলিয়ম ডেনিসনের সহিত ত্রিবঙ্কুরে গমন করিবেন।

ওয়াকোপ সাহেব ১৮৬১।৬২ অব্দের পুলিস রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। লেপ্টনান্ট গবর্ণর তাঁহার কার্য্য দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বস্তুতঃ ওয়াকোপ সাহেব কমিসনর হওয়া অবধি কলিকাতার পুলিসের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন কিছুদিন হইল এক জন মুসলমান এক জন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষের মুখে থুথু দিয়া অপমান করিয়াছিল তাহার এক বৎসর মেয়াদ হইয়াছিল কিন্তু সাজিহান পুরের জজের নিকটে আপীল করিয়া সে মুক্ত হয়। তন্নিমিত্ত প্রধান সেনাপতি জজের উপর বিরক্ত হইয়া লার্ড এলগিনকে তাহা জানাইয়াছেন। মুসলমান এমত কোন গুরুতর দোষ করে নাই যে তাহার এক বৎসর মেয়াদ হইতে পারে।

বিবিজান নাম্নী এক বারাঙ্গনা পুলসন নামক এক জন ফিরিঙ্গিকে অতিশয় ভাল বাসিত। পুলসন কিছুদিন তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিল। সম্প্রতি সে বিবাহ করিবে শুনিয়া বিবিজান বিষ পান করে। বিষ পান করিয়া তাহার অতিশয় ভয় হয় এবং এবিষয় তাহার প্রতিবাসিগণকে বলে। তদনুসারে তাহাকে চিকিৎসালয়ে লইয়া যাওয়া হয় কিন্তু দুই ঘটিকার মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন সুপ্রিম কোর্টের বাটী ভগ্ন করিয়া প্রধানতম বিচারালয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করা হইবে।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন লেপ্টনান্ট গবর্ণর বারাসত প্রভৃতি স্থানে ঔষধ ও চিকিৎসক প্রেরণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন এই, সকল স্থান এত অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে কেন, তাহার কারণ নির্ণয়ার্থ শীতকালে এক কমিসন বসিবে। গবর্ণমেণ্টের আরও অনেক পূর্ব্বে এবিষয়ে হস্তার্পণ করাই উচিত ছিল।

সম্প্রতি লিবরপুলে অগ্নি লাগিয়া বিস্তর বাটী ও অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। একটি বালিকা ঐ সময় অন্যের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

২৯ আশ্বিন মঙ্গল বার।

ফিনিক্স বলেন শমর সেম সাহেব ১ অক্টোবরে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি মৃত রিচি সাহেবের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন চন্দন নগরের দুই ব্যক্তি এক স্ত্রীলোকের প্রাণ নাশ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। ফরাসি কর্ম্মচারিরা তাহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা পুলিসের কর্ম্মচারিকে লিখিয়াছিলেন, ওয়াকোপ সাহেব তাহাদিগকে ধৃত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেট কহেন এতাদৃশ জনরব যে দিল্লীর বাদসাহের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার

বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর হইয়াছিল। বাদসাহকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করাতে মনোদুঃখেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স কহেন লাঙ্কেসায়ারের মজুরদিগের সাহায্যার্থ বোম্বাইয়ে ২ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

উক্ত পত্র আরো কহেন কাদাপার সারজন ডইল সাহেবের প্রস্তাবে তথায় ১৪ টি স্ত্রীলোক প্রসব করাইবার বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া পরীক্ষা দিয়াছে। ইহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, উক্ত ডাক্তরের অনুরোধে যত দিন ইহাদের শিক্ষা সমাপ্ত না হয়, গবর্ণমেন্ট ইহাদিগের মধ্যে ৬ জনকে মধ্যে মধ্যে ৩।০ টাকা করিয়া দিবেন আজ্ঞা করিয়াছেন। এখানেও এইরূপ দাইদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদের মূর্খতা নিবন্ধন অনেকের প্রাণ নাশ হইয়া থাকে।

সিইন নামে এক খানি জাহাজের চোং ফাটিয়া এমজাদ আলি নামে এক ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে আর ৩ জন এখন চিকিৎসালয়ে অবস্থিতি করিতেছে।

৩০এ আশ্বিন বুধবার।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স রেঙ্গুণের সংবাদ দাতার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন পেগু পুলিসের অধ্যক্ষ লেপ্টেনন্ট মেকেঞ্জি সাহেবের নামে পুলিস সেনারা এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে তাহারা ছয় মাসের বেতন প্রাপ্ত হয় নাই। তদ্ভিন্ন অন্যান্য টাকারও হিসাব পাওয়া যায় নাই। তিনি ধৃত হইয়াছেন ত্বরায় বিচার হইবে।

খসিয়ারা এখনও ক্ষান্ত হয় নাই, পুনরায় উৎপাত করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে তাহারা কহে তাহাদের রাজ্য ছাড়িয়া না দিলে তাহারা ক্ষান্ত হইবে না। রাজ্য একবার লইলে কি আর দেওয়া যায়।

ফিনিক্সের একজন সংবাদ দাতা কহেন মধ্য ভারত বর্ষের কমিসনর টেম্পল সাহেবের যত্নে তথাকার সবিশেষ উন্নতি হইতেছে। তিনি রাস্তা ঘাট প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। সৎ লোকের এই ত ধর্ম্ম।

হরকরার যশোহরের সংবাদ দাতা কহেন মাগুরায় এক ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। প্রথমত কয়েক দিন অতিশয় বৃষ্টি হইয়া ছিল, পরে প্রচণ্ড ঝটিকা হইয়া বৃক্ষ ও গৃহাদি ভগ্ন হইয়াছে এবং অনেক মনুষ্য ও পশু হত্যা হইয়া গিয়াছে।

উক্ত পত্র আরো কহেন প্রধানতম বিচারালয়ে আর দুই জন জজকে কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়া প্রধান বিচার পতি গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া কহেন জহরল হোসেন নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহ কালে ৯ জন ইউরোপীয়কে ধৃত করিয়া লখনৌয়ের বেগমের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, বেগম তাহাদের জীবন নাশ করেন, জহরল হোসেন আপন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিখুজ হোসেন নাম গ্রহণ করিয়া নিজামের অধীনে এক তালুক দারের নিকট কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। নিজামের অনুমতি লইয়া কাপ্তেন ফেচার এবিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সে ব্যক্তি এই সমাচার পাইয়া প্রস্থান করে তাহার ভৃত্য ও স্ত্রী ধৃত হয়; পশ্চাৎ অনেক অনুসন্ধানের পর সে ব্যক্তি ও ধৃত হইয়াছে, অতি শীঘ্র বিচার হইবে।

ওবরলাণ্ড নিউস পত্রে দৃষ্ট হইল ইংলণ্ডে এক কাগজের কারখানায় আগুন লাগিয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় ৭০০০ টাকার সামগ্রী অগ্নিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

অপর এক জন স্ত্রীলোক আপনার ২ টি শিশু সন্তান লইয়া আপন ইচ্ছায় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রথমতঃ সন্তান দুটিকে জলে নিক্ষেপ করে পরে আপনি গিয়া পড়ে, সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির হইয়াছে যে ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী তাহাকে অতিশয় কষ্ট দিত সেই দুঃখে সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এইরূপ নৃশংস অনেক আছে।

আর একটি স্ত্রীলোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার স্বামী তাহাকে কয়েক দিন আহার দেয় নাই। সে ক্রমে মৃতপ্রায় হইল। এক ব্যক্তি তাহাকে আপন বাটীতে লইয়া যায় কিন্তু তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই।

৩১এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

হরকরা কহেন যে সর জেম্‌স আউটরাম অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ব্রাইটনে অবস্থিতি করিতেছেন।

আলাহাবাদ গেজেট কহেন ১লা নবেম্বর অলিগড় হইতে হাট্রাস পর্য্যন্ত এক শাখা রেইলওয়ে খুলিবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কহেন লেঙ্কাসায়ারের সাহায্যার্থ মৌলমিনে ৩৯২১ এবং রাঙ্গুণে ৩১৫০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

হরকরা কহেন বোম্বাইয়ের পূর্ব্বতন গবর্ণর সর জর্জ ক্লার্ক স্কটলণ্ডে অবস্থিতি করিয়া অনেক সুস্থ হইয়াছেন।

ফ্রেণ্ড কহেন কোচিনে বঙ্গদেশ অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃষ্টি হইয়াছে।

আলাহাবাদ গেজেট কহেন সাহাবাদে এক জন মুসলমান এক ইউরোপীয় সেনার মুখে থুথু দিয়া গালি দিয়াছিল বলিয়া সৈনিক মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ১ বৎসরের নিমিত্ত কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছিলেন কিন্তু তথাকার জজ সাহেব সে আজ্ঞা রহিত করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি ইহা শ্রবণ করিয়া গবর্ণর সাহেবকে লিখিয়াছেন যে জজ সাহেবের এতাদৃশ চরিত্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। সৈনিকদিগের সুশৃঙ্খলা রক্ষার্থই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা আবশ্যক হয়, অন্য স্থলে সেরূপ হইতে পারে না।

১লা কার্ত্তিক শুক্রবার।

ফিনিক্স কহেন, বণিক সম্প্রদায় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই বলিয়া আবেদন করিয়াছেন যে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা যেরূপ এক বার গোলযোগ করিয়াছিল, পুনরায় সেরূপ করিতে না পারে এমত একটা উপায় করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের সাংসারিক ব্যাপারে কার কি অসুবিধা আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাও কি শুধরিয়া দিবেন? এক গাড়ি কোম্পানি হইলেই ত গাড়োয়ানের গর্ব্ব চূর্ণ হয়।

আউিয়ার পেপর কহেন দুই বৎসর বয়সের একটি বালক করাচিতে জলমগ্ন হইয়াছিল, তাহার মাতা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনি জলে ঝম্প দিয়া পতিত হইল, দুজনের প্রাণ নাশ হইয়াছে।

উক্ত পত্র আরো কহেন টাণ্ডায় পঙ্গপালে অতিশয় অনিষ্ট করিয়াছে, শস্যাদি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। বহুবিধ ক্ষতির মধ্যে ইহা একটী।

ভূতিনাথে একটী স্ত্রীলোক হত হইয়াছে। প্রথমতঃ করণার শ্রবণ করিয়াছিলেন যে হঠাৎ পতিত হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ঐ মৃত স্ত্রীলোকের মাতা কহিয়াছে যে তাহার জামাতাই তাহার প্রাণসংহার করিয়াছে। এবিষয়ের একনো কিছু স্থির হয় নাই, কারণার অনুসন্ধান করিতেছেন।

হরকরা কহেন এবৎসর বঙ্গদেশে কেবল ৩৭০০ সৈন্য ও ৬৭ জন আফিসর আসিবেন, আপাততঃ তাহারা চুঁচড়ায় অবস্থিতি করিবেন।

দিল্লীজরণাল কহেন দিল্লীতে ভদ্রবংশীয় ৭ জন মুসলমান বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় অনেক বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। ডেপুটি কমিসনর সাহেব বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত অতিশয় যত্নবান আছেন।

উক্তপত্র আরো কহেন দিল্লীতে পুর্ব্বে যেরূপ উত্তম ২ স্বর্নকার ছিল একণে আর সেরূপ নাই ক্রমে তাহারা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

২রা কার্ত্তিক শনিবার।

ফিনিক্স সম্পাদক শুনিয়াছেন বণিক সম্প্রদায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বারীত্তয় সংক্রান্ত ফণ্ডে পুনরায় টাকা বৃদ্ধির নিমিত্ত সর কুলার প্রচার করিয়াছেন। এই বিষয়ে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের একটি সভা হইবে।

২রা অক্টোবর গবর্ণর জেনরল বাষ্পীয় শকটে সোলাপুর ষ্টেসনে উপনীত হইয়াছেন। তথায় তিনি এক দরবার করেন। সভাস্থলে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়াছেন।

সর উইলিয়ম মান্সফিল্ড গত শুক্রবার কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থ কেল্লা হইতে ১৫টি তোপধ্বনি হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি সহকারি সম্পাদক জেমস ভিটার্স সাহেব গত শনিবার কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন।

উক্ত পত্র আরো বলেন লাঙ্কেসায়েরে মারীভয় সংক্রান্ত ফণ্ডে ১৪৬৮৭০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১ লা সেপ্টেম্বর — এফ, জি, আলেক জাণ্ডার ময়মন সিংহের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন, কিন্তু যত দিন অন্য হুকুম না হয় তত দিন মুঙ্গেরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর — মৌলবী ইজট হোসেন মালদহের প্রতিনিধি সদর আমীন এবং ঐ প্রদেশের সদর ষ্টেসনের মুনসেফ হইবেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর — ফিরোজপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী দলিল উদ্দীন আহাম্মদ মেদিনীপুরে বদলী হইয়াছেন এবং তিনি ঐ প্রদেশে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

চম্পারণের অন্তঃপাতী মতিহারি প্রদেশের মুনসেফ বাবু মথুরানাথ গুপ্ত ১৮৩২ অব্দের ৬ আইনের ১৯ ধারানুসারে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর — জে, পি. গ্রাণ্ট আদালত সম্পর্কীয় কার্য্যের প্রতিনিধি সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের উকীল হইবেন।

সি, বি, গারেট ১৮৩৫ অব্দের ৯ আইনের ১১ ধারানুসারে হাওড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট হইবেন এবং ১৮১৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮৩৮ অব্দের ১৯ আইনঅনুসারে নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর — আর, ডবলিউ কিড সাহেব পুলিসের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং বীরভূমের জেলা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এল, ডবলিউ, রবিনসন বাখরগঞ্জের দলিল দস্তাবেজের প্রতিনিধি রেজিষ্টর হইবেন।

চব্বিশ পরগণার ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মিশ্র যিনি একণে হাইকোর্টের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত আছেন তিনি আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া উক্ত পরগণার পণ্ডিতের কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

১৯এ সেপ্টেম্বর — ডবলিউ এচ, জয়লয় সারণের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২৯এ সেপ্টেম্বর — রেবরেণ্ড এফ, ডবলিউ বরার্টস বহরমপুর ও মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি পুরহিত হইবেন।

এচ, এল অলিফাণ্ট সাহেব কিয়দ্দিবসের জন্য যশোহরের দলিল দস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

৩০এ সেপ্টেম্বর — মৌলবী ওয়াজি উল্লা বাবু ঈশানচন্দ্র মজুমদারের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন ও ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

৯ই অক্টবর — ঢাকার কমিসনর সি. টি, বকলাণ্ড সাহেব ঢাকা ও ফরিদপুরে সেসিয়ন জজের ক্ষমতা পাইবেন।

ভর সিংহ সেন কাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বতে তৃতীয় শ্রেণির সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ সেপ্টেম্বর—

আমেরিকার দক্ষিণাংশের ৩৫০০০ সৈন্য নউ য়র লিয়ন্স আক্রমণ করিয়াছে। বটলার সাহেব ইহার রক্ষার্থ সজ্জিত হইতেছেন। গারিবলডি অতিশয় আহত হইয়াছেন অঙ্গচ্ছেদন বা করিতে হয়!

লণ্ডন ২০ সেপ্টেম্বর। গারিবলডি পুর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন। মাঞ্চেষ্টর ও গ্লাসগো হইতে লেং সাহেবকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সর চারলস উডের বিরুদ্ধে লেং সাহেবের মতের পোষকতা করা হইয়াছে — তুলার বাজার অতিশয় মন্দা।—

নিউইয়র্ক ১০ই সেপটেম্বর। আমেরিকার দক্ষিণাংশের সৈন্যেরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া পেনসিলভিনিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে। উত্তরাংশের সেনাপতি মকেলন সহ তাহাদের বিরুদ্ধে রকভাইল পর্য্যন্ত আসিয়াছেন।

উত্তরাংশের গবর্ণমেণ্ট আরো তিন লক্ষ সৈন্য সজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ১ই সেপ্টেম্বর। মেকলিন সাহেব মেগারেটাউনে উপস্থিত হইয়াছেন, পূর্ব্বে যে যুদ্ধের জনরব হইয়াছিল, তাহা আজি হইবে। উত্তরাংশের সৈন্যেরা হারপার্স ফেরি বেষ্টন করিয়াছে। দক্ষিণাংশের অনেক সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৬ সেপ্টেম্বর। দক্ষিণাংশের অনেক সৈন্য মেরিলাণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে তথাকার লোকেরা তাহাদিগকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

চোরবাগাননিবাসী অগ্রে যথাস্থানে গিয়া জানুন পশ্চাৎ আমাদিগের নিকটে পত্র প্রেরণ করিবেন, না জানিয়া শুনিয়া কোন কথা লেখা ধৃষ্টের কার্য্য, আমরা তাহার উত্তর দান করিতে চাহি না।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! যে সকল সদ্গুণ ও সাধু ভাবের জন্য আপনার সোমপ্রকাশ বিখ্যাত হইয়াছে অপক্ষপাতিতা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। চতুর্দ্দিকের ঘটনার মধ্যে অবাত কম্পিত দীপ শিখার ন্যায় যাহার মন সত্যের প্রতি স্থির থাকে তাহার প্রতি মনুষ্যের কেনই না শ্রদ্ধা হইবে। কিন্তু বিগত ৩১ ভাদ্র দিবসীয় সোমপ্রকাশে ব্রাহ্মদিগের গৃহবিচ্ছেদ এই ভয়ানক আখ্যায়িকা যুক্ত যে প্রস্তাবটি লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া হৃদয়ে যেন কিছু আঘাত লাগিল। অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ কেহ যদি দোষ গুণ নির্ণয় না করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী পিতৃশ্রাদ্ধের প্রতি বিরোধী হইয়া থাকেন, তাহা বলিয়া যে যথার্থই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছে ইহা কোন মতেই সঙ্গত বোধ হইতেছে না।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় কি প্রকারে যে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ না জানিয়া শ্রাদ্ধ এই নাম শুনিয়াই অনেকের মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, সবিশেষ অবগত হইয়া তাহা একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে এবং যাইবেও তাহাতে কোন সংশয় নাই। এখন গৃহবিচ্ছেদ হওয়া দূরে থাকুক পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস ও কার্য্যেতে ঐক্যতাই দৃষ্ট হইতেছে; তবে যাহারা ব্রাহ্ম হইয়াও এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানের সময় দূরে পড়িতেছেন আমরা তাহার প্রায় অন্য কিছু কারণ দেখিতে পাই না, কেবল এই যে তাঁহাদের মন এখনো ধর্ম্ম বলে তাদৃশ বলীয়ান হয় নাই, তাঁহারা এখনো লোককে ঈশ্বর অপেক্ষাও অধিক করিয়া মানেন কিন্তু স্বীকার করা গেল যে উক্ত শ্রাদ্ধের প্রতি কাহারো কাহারো বাস্তবিক হৃদ্গত অনাস্থা আছে, কিন্তু তাঁহাদের সেই অনাস্থা যে অমূলক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। এজন্য দেখা আবশ্যক যে উক্ত আচার্য্য মহাশয়ের পিতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কি কি ব্যাপার হইয়াছিল; প্রথমত ঈশ্বরের উপাসনা, দ্বিতীয়ত পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তৃতীয়ত পিতার আত্মার উন্নতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা। আমরা তো ইহার একটি অঙ্গেও দোষ দেখিতে পাই না।

(১) ঈশ্বরের উপাসনা হইয়াছিল। ব্রাহ্মদিগের এই প্রকার লক্ষ্য এবং সকলেরই এই লক্ষ্য থাকা উচিত, যে তাঁহারা যে কোন কর্ম্ম করেন সকলি ঈশ্বরেতে সমর্পণ করেন। সাংসারিক কোন কার্য্য ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া ঈশ্বরেতে সমর্পণ না করিলে পরি শুদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের উদাসীন ধর্ম্ম নহে। উহাকে গৃহ কার্য্যের মধ্যে আনিতে হইবে; আকাশের অতীত ঈশ্বরকে সংসারের মধ্যে আনিয়া ওতপ্রোত করিতে হইবে, তবেই ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ গৌরব প্রকাশ পাইবে; এপ্রকার না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনের ধর্ম্ম হইতে পারে না, দেশের ধর্ম্ম হইতে পারে না, সমুদায় পৃথিবীর ধর্ম্ম হইতে পারে না। ব্রাহ্মেরা যতই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন ততই জানিতেছেন যে ঈশ্বর হইতে বিমুক্ত হইলে তাঁহারদের সাধু কর্ম্মও স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে।

(২) পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছিল। পিতার প্রতি পুত্রের কৃতজ্ঞতা একটি স্বাভাবিক ভাব; যাহার হৃদয়ে এপ্রকার ভাবের উদয় হয় না, আপনার সাধুতার প্রতি তাহার বিপুল সংশয় করিতে হইবে। আমার হৃদয়ের যে প্রকার ভাব হস্ত না জানিয়া শুনিয়া অনেক সময় তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আমাদের বাক্যও হৃদিস্থিত ভাবের অনুগত না হইয়া থাকিতে পারে না। পূজ্য পাদ আচার্য্য মহাশয়ের মুখ হইতে যদি তাঁহার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সূচক বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে তবে তাহা তাঁহার সেই হৃদয়ের ভাবেরই পরিচয় দিতেছে যাহা সকল লোকেরই আপনাপন পিতার প্রতি থাকা নিতান্ত আবশ্যক এবং না থাকা বিষম অনর্থের মূল। এপ্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর সহজ স্বাভাবিক ও সংগত কর্ম্ম আর নাই।

সোমপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে "মৃত তিথি ব্যতিরেকে যে সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয় না এরূপ কিছু নিয়ম নাই"। অন্য দিনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে তো কেহ বাধা দিতেছে না, যখনি কৃতজ্ঞতা কাহারো মনে উদয় হইবে তখনি সে তাহা প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু সমুদায় পৃথিবীরই রীতি এই যে যে দিবসে যে কোন কর্ম্ম সংঘটিত হয় সেই দিবস উপলক্ষেই তাহার সাম্বৎসরিক হয়। পিতার যে দিবসে মৃত্যু হইয়াছে প্রতি বৎসর সেই দিনেই তাঁহাকে স্মরণ করা স্বাভাবিক ও সংগত; ইহার সহিত পৌত্তলিকতার কি যোগ, বা ইহা হইতে পৌত্তলিকতার কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে তাহা তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পৌত্তলিকের সাকারদেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া অর্থশূন্য শব্দ মাত্র পাঠ করে; ব্রাহ্মেরা নিরাকার ঈশ্বরকে হৃদয়ধামে দর্শন করিয়া অর্থ পূর্ণ প্রীতি প্রসাদ বাক্য নিঃশ্বসিত করেন।

পৌত্তলিকতা হইতে ইহা এত ভিন্ন যেমন অন্ধকার আর আলোক।

যাহা কিছু পুরাতন সকলি মানিতে হইবে ইহা যেমন একটি কুসংস্কার, যাহা কিছু পুরাতন সকলি পরিত্যাগ করিতে হইবে ইহা তেমনি আর একটি কুসংস্কার। "পাপোহং রক্ষ মাং" এই শব্দটি সন্ধ্যার মন্ত্রে আছে বলিয়া উহা কি আর ব্রাহ্মদিগের বলিবার উপযুক্ত নহে, না উহা বলিলেই ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিক হইবে? পৌত্তলিকেরা গঙ্গাতীরে জপ করে বলিয়া ব্রাহ্মেরা কি আর বিশদ ভাগীরথীর তীরে সুমন্দ বায়ুর হিল্লোলে উপবেশন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন না? যদি রমণীয় গঙ্গাতীরে যাইলে তাঁহারদের মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয় তবে সেখানে গিয়া উপাসনা করিলে দোষ কি?

কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত বাহ্যিক অনুষ্ঠানের যোগ হওয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অপবিত্র হইতেছে। ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস এই, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসার ধর্ম্মের ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানের নিয়ন্তা হওয়াতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদাসীন ধর্ম্ম নহে যে তাহার আধিপত্য সাংসারিক অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশ পাইবে না। মানিব না, করিব না, এই প্রকার কেবল

" নেতি নেতি " বাক্য প্রায় নাস্তিকদিগের কথা। কিন্তু যেমন কুপ্রণালী পরিত্যাগ করা উচিত তেমনি সুপ্রণালীও স্থাপন করা উচিত।

৩। পিতার আত্মার উন্নতির জন্য আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আপনার পিতার আত্মার উন্নতির জন্য তিনি তো প্রার্থনা করিতেই পারেন, কিন্তু পৃথিবীর সমুদায় লোকের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রতিনিয়তই প্রার্থনা করিয়া থাকেন এবং সকলেরই এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা উচিত, এই উদার মঙ্গলভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বকালে ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন " স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ "। এই সাধুভাবের অনুগামী হইয়া মহাত্মা ঈশা আপনার শত্রুদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন " পিতঃ তুমি তাহারদিগকে মার্জ্জনা কর, কারণ তাহারা জানে না কি করিতেছে " ব্রাহ্মেরা যখন ঈশ্বরের প্রসন্নানন দর্শন করেন তখন তাঁহারা ইহা না বলিয়া থাকিতে পারেন না যে, নাথ! সকলেই যেন তোমার প্রসন্নমুখ দেখিতে পায়। তাঁহারা যদি হৃদয়ের উদার ভাব সকল বাক্যেতে পরিণত করিতে নাও চাহেন তথাপি অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ মধ্যে এই রূপ ভাব সকল কল্লোলিত হইতে থাকে, যে পিতার মঙ্গল হউক, পরিবারের মঙ্গল হউক, প্রতিবাসির মঙ্গল হউক জগতের মঙ্গল হউক। ব্রাহ্মেরা প্রতি বুধবারে ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে মনে করিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন " তোমার নিয়মিত ধর্ম্মপালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর " ইহাতে কোন্ ব্রাহ্ম যোগ না দিয়া থাকিতে পারেন। যাহার হৃদয়ে এমন ভাবের উদয় হয় না তাঁহার হৃদয় যে কি প্রকার তাহা মনে করা কঠিন।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি লিখিয়াছেন যে " একের প্রার্থনায় অপরের আত্মার উন্নতি হওয়া যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত হইয়া ঈশ্বরের পরিগৃহীত হইত তাহা হইলে পৌত্তলিকদিগের ন্যায় যাবতীয় অসঙ্গত প্রার্থনাও গ্রাহ্য হওয়া অসম্ভাবিত নহে "। আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মেরা কি পৌত্তলিকদিগের ন্যায় অসঙ্গত প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহারা কি আয়ুর্দ্দেও, যশদেও, পুত্র দেও, ধন দেও, এ প্রকার স্বার্থপর প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা আত্মার উন্নতির জন্য মঙ্গলের জন্য, ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, তবে সে প্রার্থনা কেন না সিদ্ধ হইবে? ঈশ্বরেরও যখন এই ইচ্ছা যে সকলের মঙ্গল হউক আর ব্রাহ্মেরাও যখন সেই তাঁহারই ইচ্ছার সহিত সমইচ্ছ হইয়া পরম পিতার নিকটে সাধুহৃদয় উদ্ঘাটন করিয়া কহিতেছেন যে হে পিতঃ তুমি তোমার জগতের মঙ্গল কর, তখন তাঁহারদের এ সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না তো আর কাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে? আর তাঁহারা ঈশ্বর ভিন্ন এ শুভইচ্ছা আর কাহার নিকটেই বা ব্যক্ত করিবেন? সমহৃদয়ের নিকটেই মনের দ্বার আপনা হইতেই উদ্ঘাটিত হয় তদ্ভিন্ন কিছু সকলেরই নিকটে মনের কথা ব্যক্ত করা যায় না, আর করিলেও শ্রোতৃবর্গের প্রতি তাহা কষ্টের হয় মাত্র। " পিতা যেখানে থাকুন ঈশ্বরেতে অনুরক্ত থাকুন " ইহাই ব্রাহ্মদিগের সাধু ইচ্ছা, পরম পিতারও ইহাই ইচ্ছা; তবে তাঁহারদের এই শুভ ইচ্ছা কেনই না সম্পন্ন হইবে তাঁহারদের ইচ্ছার সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছার তো এখানে কোন বিরোধ নাই, প্রত্যুত তাঁহারা সকল অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার সহিত যোগ দিয়াই বলিতেছেন, যে " পরলোক নিবাসী আমার অতি শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন পিতার আত্মার উন্নতি সাধন কর এবং সংসারের পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার সঙ্গী করিয়া লও। " পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য সেই প্রকার মুখেই হউক, আর মনে মনেই হউক, তাঁহার আত্মার উন্নতি না চাহিয়া কে থাকিতে পারে। ব্রাহ্মেরা জানেন যে " পাপী তাপী, সাধু অসাধু দিয়েন সবারে মঙ্গলছায়া "। এ বিশ্বাস কি ভ্রান্তিমূলক? ঈশ্বর স্বয়ং সকলেরই হৃদয়ে এই কথা বারংবার বলিতেছেন। তবে ব্রাহ্মেরা যেমন আপনার জন্য তেমনি পরের জন্য ঈশ্বরের নিকটে কেনই না প্রার্থনা করিতে পারিবেন? অবশ্যই পারেন এবং করিবেনও।

আপনি লিখিয়াছেন পিতার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মন্ত্র তন্ত্রের প্রয়োজন কি? সাধুকথার নাম যদি মন্ত্র হয় তবে সে মন্ত্র ব্যবহার করাতে ক্ষতি কি? তাহা প্রতিনিয়তই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যে মন্ত্র অর্থাৎ সংস্কৃত বাক্য সাধুভাবকে উত্তেজিত করে, অথবা কোন মনের ভাব অতি সহজে এবং গম্ভীর ও মধুরভাবে ব্যক্ত করে তাহা পাঠ করিলে দোষ কি, বরং তাহাতে নিরহঙ্কার ও অপক্ষপাতিতাই প্রকাশ পায়, এবং সংস্কৃত ভাষার প্রতি সকলের যে একটি বস্তুত আদর আছে তাহাই প্রকাশ পায়। দেখুন সোমপ্রকাশের শিরোভাগেই নিম্ন লিখিত সংস্কৃত শিরোমণি রূপে বিরাজ করিতেছে " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ইউরোপীয় দিগকেও দেখুন, তাহাদিগের মনে যদি কিছু নূতন ভাবের উদয় হয় আর যদি তাহারা ল্যাটিন বা গ্রীক্ ভাষায় তাহাদিগের সেই ভাবোপযোগী কোন কথা পায় তবে সেই পুরাতন কথাকে তাহারা কেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে, ও সর্ব্ব সমক্ষে ধারণ করে। ঐ রূপ আমারদেরও কেমন পুরাতন সংস্কৃত ভাষার উপর একটি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ও মমতা আছে তাহাই আমারদিগকে কেন, সমুদায় ভারতবর্ষীয়দিগকেই সংস্কৃতের প্রতি পক্ষপাতী করে।

আপনি বলিয়াছেন পৌত্তলিকদিগের মতন সকলি রহিল। কি রহিল, তাহাতো বুঝিতে পারিলাম না। শ্রাদ্ধ নামটী রহিল বটে যত দিন " শ্রদ্ধা " শব্দ থাকিবে ততদিন পিতৃশ্রাদ্ধ শব্দও ব্যবহৃত হইবে; নতুবা ভিন্ন অভিধান সৃষ্টি করিতে হয়। ভিন্ন অভিধান সৃষ্টি করা ব্রাহ্মদিগের লক্ষ্য নহে তাঁহারা পণ্ডিতাভিমানী নহেন, কথা যে সে স্থান হইতে পাইয়া তাঁহারদের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেই হইল, যে কোন প্রকারেই হউক ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারিলেই তাঁহারদের সকল আশা পূর্ণ হইল, সংসারের তাবৎ কার্য্যে ঈশ্বরকে আনিতে পারিলেই তাঁহারদের জীবন চরিতার্থ হইল।

কোন এক ব্রাহ্ম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমি অশুভ সম্বাদ দিয়া সর্ব্বদা আপনকার পাঠকগণকে অসুখি করিয়া থাকি। পূজার পূর্ব্বে আপনকার বিবিধ সংবাদ মধ্যে পাণ্ডুয়ার ভয়ানক মারীভয়ের বিষয় পাঠ করিয়া গত সপ্তাহে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া মারীভয়ের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিলাম। বৈশাখ হইতে মারীভয় আরম্ভ হইয়া এই কয়েক মাস মধ্যে গ্রামটিকে একেবারে উৎসন্ন করিয়াছে, প্রতিদিন মৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক হইতেছে যে মৃতদেহ সকল গরুর গাড়ি দ্বারা প্রেরিত হইতেছে। হায়! আমাদিগের দেশের কি অশুভ দশা উপস্থিত। বর্ষে বর্ষে মারীভয় আরম্ভ হইতে লাগিল, কই তাহার প্রতিকার জন্য কি করা হইয়াছে? বোধ হয় এ হতভাগ্য বঙ্গভূমি না হইলে অবশ্যই তাহার কারণ নির্ণীত হইয়া তৎসমুদায় দূরীকৃত হইত। বারাসত, হালিসহর, কাঁচড়া

পাড়া, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে মারীভয় গত বৎসর অবধি ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে. গবর্ণমেণ্ট পুলিস কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা ঐ সকল স্থান পরিষ্কার করাইলে এ বৎসর পুনর্ব্বার ঐ সকল স্থানে মারীভয় উপস্থিত হইত না। পাণ্ডুয়ার দারোগা শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তি এবং ভদ্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসা ও মারীভয় নিবারণ জন্য শীঘ্র গবর্ণমেণ্টে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন, এবং হালিসহর ও বাঁশবেড়িয়ার লোকেরা ঐপ্রকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট অনুকূল হইয়া প্রথমতঃ দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসার জন্য ডাক্তর ও ঔষধ প্রেরণ এবং ঐ সকল স্থান পরিষ্কার করাইলে এখনও বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। এ বিষয়ে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ও ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষগণের যত্নবান হওয়া উচিত, তাহারা ভিন্ন হতভাগ্য বঙ্গবাসিদিগের আর গতি নাই।

করাশডাঙ্গা। ২৬এ আশ্বিন ১২৬৯ সাল।

শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় কুলীন বৈদিক শ্রেণীর কুলসম্বন্ধ প্রথাপরিবর্ত্তন বিষয়ে প্রায়ই আন্দোলন করিতেছেন দেখিয়া, আমরা অতিশয় আহ্লাদিত আছি। যাহাতে এই কুৎসিত প্রথা রহিত হয় তাহাই আমাদিগের সম্পূর্ণ অভিলাষ কিন্তু কয়েকটী বিষয় দেখিয়া শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি।

প্রথমতঃ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সহিত আপনার মতের অনৈক্য হওয়ায় তাঁহাকে কুসংস্কারবিশিষ্ট দি (১) বলিয়া কটূক্তি করা জঘন্য ক্রোধ প্রকাশ ভিন্ন প্রকৃত বিষয়ের কিছুই ফল নাই।

দ্বিতীয়তঃ কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিলাম যে, আপনি যে কটূক্তি গুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ভ্রমবশতঃ করিয়াছেন বলিয়া অন্যান্য লোক (২) সমক্ষে বেদান্তবাগীশের নিকট মুখে স্বীকার করিয়াছেন (একি আপনার ভ্রম!) কিন্তু সোমপ্রকাশে তাহা প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ আপনার সদৃশ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদিগেরও যদি আন্তরিক ভাবের সহিত বাহ্যিক ভাবের অনৈক্য হইল তাহা হইলে "ক্রমসানুমতাং কিমন্তরং"।

বেদান্তবাগীশের সহিত আপনার যে কয়েকটী মতের অনৈক্য হইয়াছিল, কৃতদার পাত্রে কন্যাদান থাকা এবং না থাকা ইহাও তাহার মধ্যে একটী উভয়েরই মতভেদ। আপনি সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ জাতিমধ্যে দ্বিতীয় পাত্রে (৩) কন্যাদান প্রথা প্রচলিত আছে কিন্তু বেদান্তবাগীশ তাহা স্বীকার করেন নাই।

বৈদিক জাতির কুলসম্বন্ধ প্রথা পরিবর্ত্তন বিষয়ে আমাদেরও কিছু অধিক আহ্লাদ আছে সুতরাং সর্ব্বদাই আমরা ঐ সকল বিষয়ের কথোপকথন সকল শুনিতে পাই এবং সোমপ্রকাশ পাইলে সকল বিষয় ছাড়িয়া অগ্রে ঐ বিষয়টীরই অনুসন্ধান করিয়া থাকি। গত সোমবারের পত্রিকায় দেখিলাম আপনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ যে পত্রখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন তাঁহার সহিত আমাদের যে বিষয়ে মতভেদ তাহার কোন কথা না থাকায় (তবেকি টপ্পা (৪) লিখে পাঠিয়েছেন না কি?) তাহা প্রকাশ করিলাম না কিন্তু লোক পরম্পরায় শুনিলাম যে, আপনার এই কথাটী সত্য (৫) নহে। বেদান্তবাগীশ ঐ পত্রে কৃতদার পাত্রে কন্যাদান প্রথা না থাকাই বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা লোকের কথায় কোন রূপেই আপনার উপর অবিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ আপনি একজন দেশহিতৈষী অতি মহৎলোক, সামান্য বিষয়ে কেন মিথ্যা কথা কহিবেন। যাহা হউক এই পত্রখানির বিষয়ে বিবিধ রূপ কথা আর আমরা শুনিতে না পারিয়া আপনাকে এই প্রার্থনা করিতেছি যে যদি ঐ পত্রখানি অপ্রাসঙ্গিক না হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিকল প্রকাশ করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করিবেন। সকলে দেখিলেই যার যে দোষগুণ বেরিয়ে পড়িবে।

আবার [illegible] মুখে শুনিলাম যে, আপনি ঐ পত্রখানি প্রকাশ না করায় বেদান্তবাগীশ পরিদর্শকে এ [illegible] দিয়াছিলেন। পরিদর্শক সম্পাদকও তাহা পরিদর্শকে প্রকাশ করিয়াছিলেন (হাঁ করিবেনি তো, তিনিইত সর্ব্ব প্রথমে এবিষয়ের তান ধরেন) পরিদর্শক সম্পাদকের সহিত আপনার বিশেষ প্রণয় থাকায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত পরিদর্শক সম্পাদকের বিশেষ প্রণয় থাকায় আপনি নাকি সিংহ (৬) মহোদয় দ্বারা পরিদর্শক সম্পাদককে অনুরোধ করাইয়াছেন যে, আনন্দচন্দ্র [illegible] পত্র পাঠাইবেন তাহা যেন পরিদর্শকে প্রকাশ না হয়। হা! হতভাগ্য বঙ্গদেশ যাহাদ্বারা তোমার মুখ উজ্জ্বল হইবে এবং যাহাদের চরিত্র দেখিয়া তোমার অসচ্চরিত্র সন্তানগণ সচ্চরিত্র হইবে, তাহাদিগেরই গতিক এই, ধন্য সম্পাদক গণ! তোমাদের ভার [illegible] কোমরবাঁধা [illegible] লাই সুদীর্ঘ লেখনী ধারণ করিতে পার হুঁ সোম সম্পাদক মহাশয়! আপনি নাকি আর কোন কালেই পথের স্বয়ং সিংহ মহাশয়ের বাটী যান না। এইটী কি আপনার এত গুরুতর কার্য্য হইয়াছিল যে, স্বয়ং [illegible] (৭) করিতে

---

(১) বেদান্তবাগীশ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা কোন বিশুদ্ধ যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বচনের অনুসারী নয়, তাহাকেই তাঁহার কৃত সিদ্ধান্তকে কুসংস্কার বিজৃম্ভিত বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়. পত্রপ্রেরক যদি উহাকে কুসংস্কার বলিতে না চান. তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। স

(২) বেদান্তবাগীশকে কি কি কটু কথা কহিয়াছি পত্র প্রেরক সোমপ্রকাশ হইতে যদি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেন, আমরা অনুগৃহীত হইব। বেদান্তবাগীশের লিখিত প্রস্তাবের গুণদোষ বিচার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইলে তিনি (বেদান্তবাগীশ) অতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কোন কোন ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে ঐ কথা কহিয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে আমরা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তবাগীশের মতে মত দি। আমরা তাহার এই উত্তর দিলাম, বেদান্তবাগীশের সিদ্ধান্ত [illegible] হইয়াছে আমরা তাঁহার মতে অনুমোদন করিতে পারি না। ঐ কথা লইয়া কয়েক দিবস আন্দোলন হয়। শেষে আমরা বেদান্তবাগীশের সান্ত্বনার্থ এইমাত্র স্বীকার করিয়াছিলাম, বেদান্তবাগীশকে কুসংস্কারাবিষ্ট বলিয়া লেখা ভাল হয় নাই, এই কথা তৃতীয় ব্যক্তির প্রশ্নানুসারে আমরা সোমপ্রকাশে লিখিয়া দিব, কিন্তু তাঁহার অশিষ্ট ব্যবহার নিবন্ধন আমরা তাহাতে বিরত হইয়াছি। পত্র প্রেরক ইহাকে [illegible] দিগের জমই বলুন আর যা বলুন। স

(৩) পত্র প্রেরক সোমপ্রকাশ না দেখিয়াই এই রূপ লিখিয়াছেন। সোমপ্রকাশের কুত্রাপি "দ্বিতীয় পাত্রে কন্যাদান প্রথা প্রচলিত আছে" এরূপ লিখিত হয় নাই, বৈদিক শ্রেণীর কৃতদার পাত্রে কন্যাদান প্রথা আছে এই ভাবে লেখা আছে, বৈদিকদিগের স্ত্রী বিয়োগ হইলে তাহারা কি অন্য জাতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। কুলীন বৈদিকেরা অনুঢ়া কন্যাকে কোন জাতিতে বিবাহ দেন। স

(৪) টপ্পা নয় খেউড় বলিলে ব[illegible] তাহা প্রকাশ করিলে কেবল যে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য লোকের নিকটে অনার্য্য ও অপদার্থ বলিয়া পরিচিত হইতেন এরূপ নহে সোমপ্রকাশও [illegible]। পত্র প্রেরক যদি তাহার নকল [illegible] মশের নিকট হইতে লইয়া যাইবেন। স

(৫) পরম্পরা শুনিয়া এরূপ কথা লেখা নিতান্ত দুষ্টতার কার্য্য হইয়াছে। স

(৬) পত্র প্রেরক কালীপ্রসন্ন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমুদায় জানিতে পারিবেন। আমরা পত্র প্রেরকের প্রিয়বন্ধুর ন্যায় ক্রোধান্ধ ও [illegible] জ্ঞানশূন্য হইয়া পাগল হই নাই. প্রেরিত পত্র প্রকাশ করা পরিদর্শকের একচেটিয়া নয় তাহা আমরা জানি. আমরা আগে বেদান্তবাগীশকে বলিয়াছিলাম, তাঁহার পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম না, কিন্তু অন্য যে পত্রে ইচ্ছা প্রকাশ করুন। স

(৭) আমাদিগের আশয় অদ্যাপিও এত নীচ হয় নাই যে আমরা পরের অনিষ্ট সাধন করিবার উদ্দেশে অন্যকে অনুরোধ করিতে যাইব।

হইতে হইয়াছে। যাহাহউক অদ্য এই পত্রখানি আপনার নিকট পাঠাইলাম এবং একখানি নকলও রাখিলাম, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া সোমপ্রকাশে ইটী না দেন তাহা হইলে ইহা পরিদর্শককে দিয়া দেখিব, তিনি অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়াছেন কিনা? যদি তিনিও না প্রকাশ করেন তাহা হইলে আরও কাগজ আছে ভাবনা কি? ৩০ আশ্বিন ১২৬৯।

অনুরোধ টা কি সত্য?

কেষাঞ্চিৎ তত্ত্বানুসন্ধায়িনাং।

এক্ষণে পত্র প্রেরকদিগের নিকটে বক্তব্য এই, বেদান্তবাগীশের সহিত ছুটি বিষয়ে আমাদিগের মতের অনৈক্য হইয়াছে। এক, তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিন বৎসরের পর সাত বৎসরের মধ্যে কন্যার বাগ্দান হইবে, আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে কন্যার বাগ্দান করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়, তিনি করিয়াছেন, কৃতদার পাত্রে কন্যাদান শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ আছে। তাহাতে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত লোকে যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতেছে, সে সকল বিবাহ কি অধর্ম্ম্য হইতেছে? এই দুই বিষয় লইয়া যদি কেহ বিচার ও যুক্তিসহ উত্তর দান করেন, আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইব এবং সেই সেই পত্র সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হইব না, কিন্তু যিনি বাজে কথা লইয়া আমাদিগের পাঠকগণকে বিরক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহার পত্র প্রকাশিত হইবে না, তিনি নিশ্চয় জানিবেন। সম্পাদক

সম্পাদক মহাশয়! আমি বীরভূম জিলার অন্তঃপাতী দাঁড়কা গ্রামস্থ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, অল্প দিন হইল তথা হইতে পারিবর্ত্তিত হইয়া নদিয়া জিলার অন্তর্গত খাঁটুরা স্কুলে আসিয়াছি। খাঁটুরা অতি ভদ্র গ্রাম। এখানে অনেক ধনাঢ্য ও খ্যাতি সম্পন্ন গুণবান্ লোকের বাসস্থান এবং অল্পসংখ্যায় সুসভ্য, সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত লোকও আছেন। শুনিতে পাই স্বাস্থ্যপক্ষেও প্রশংসনীয় ছিল, কিন্তু সম্প্রতি প্রায় ২বৎসর কাল হইতে, অত্রত্য জলবায়ু দূষিত হইয়া দুর্দ্দম্য ভয়ানক জ্বর ও প্লীহা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এপ্রদেশটী বিশেষতঃ খাঁটুরা ও এতন্নিকটবর্ত্তী গোবর্দ্ধাঙ্গা ইচ্ছাপুর (যেস্থানের বিষয় পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যেখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রযত্নে কিছুদিনের জন্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয়) প্রভৃতি গ্রাম সকল এপ্রকার অস্বাস্থ্যকর ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে যে হালিসহর কাঁচড়া পাড়া প্রভৃতি স্থানের সহিত তুলনা করিলেও কোনঅংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। মহাশয়! এপ্রদেশের দুরবস্থার কথা লিখিতেও দুঃখোদয় হয়। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে শতের মধ্যে ১০ জন পীড়ার হস্ত-মুক্ত সম্পূর্ণসুস্থশরীর লোক পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। কোন কোন বাটীর আবাল বৃদ্ধ সপরিবার সকলেই কোন পরিবারে ২।১ জন ব্যতীত সমুদায় ভীষণতর পুরাতন জ্বর ও প্লীহারোগে আক্রান্ত। তাহাদিগের ঔষধ ও পথ্যাদি প্রাপ্তিবিষয়ে যে কত কষ্ট তাহা সকলের সহজেই অনুভূত হইতেছে। অনেকে অচিকিৎসা ও চিররোগী হইয়া জীবন্মৃত প্রায় কালপ্রতীক্ষা করিতেছে। আহা ইহাদিগের ক্রমাগত সুদীর্ঘকাল অতি ভয়ানক জ্বর ভোগে জীর্ণ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট কঙ্কালবৎ শীর্ণ কলেবর অবলোকন করিলে কোন ব্যক্তিই অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে না। অধিকতর দুঃখের কারণ এই যে যে কুইনাইন জ্বর রোগের মহৌষধ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও আদৃত তাহা এখানে হীনবীর্য্য হইয়া তাদৃশ কার্য্যকারী হইতে সমর্থ নহে। বোধ হয় অতঃপর যদি আর কিছু কাল এইপ্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব থাকে এপ্রদেশ এককালে জনশূন্য অরণ্যপ্রায় হইয়া যাইবে। এপ্রদেশের দুরবস্থার বিষয় অনেকবার অনেক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে অধিকলিখিতে ক্ষান্ত থাকিলাম, আর সাধ্যাতীত অপ্রতিকার্য্য নিরুপায় বিষয়ে আক্ষেপ করাও বিফল। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপাদৃষ্টি ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই।

এইরূপ পীড়ার আতিশয্যে এখানকার স্কুলটী যেরূপ হীনাবস্থ হইয়াছে তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ছাত্রদিগের উপস্থিতির সংখ্যা এরূপ অল্প হইয়া উঠিয়াছে যে তদ্দ্বারা অধ্যাপনাকার্য্যের সমধিক ব্যাঘাত ও অসুবিধা হইতেছে। কি প্রকারে সুবিধা হইবে? যেশ্রেণীতে ১০ জন ছাত্র সেস্থলে ২।৩ জন মাত্র উপস্থিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্যতর শ্রেণীতে ৩।৪ জন ঊর্দ্ধসংখ্যায় ৫ জন মাত্র ছাত্র উপস্থিত হইয়া থাকে, আবার অদ্য যাহারা উপস্থিত হইল জ্বরের পালা অনুরোধে কল্য তাহারা উপস্থিত হইতে পারে না। মহাশয় জ্বরের পালাও এখানে নূতনপ্রকার। কাহারও ১৫ দিন পরে উপর্য্যুপরি ৩ দিন, কাহারও সপ্তাহান্তে ৩।৪ দিন কাহারও বা ৩ দিন অন্তর ২ দিন ইত্যাদি ক্রমে পালার নিয়ম। অনেকের স্কুলে থাকিতেই জ্বর আসিল, আর বসিতে না পারিয়া অমনি সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করতঃ বেঞ্চের উপর শয়ন করিল। মধ্যে মধ্যে শিক্ষকগণেরও এইরূপ হইয়া থাকে ইত্যাদি আর কত লিখিব; ফলতঃ সম্প্রতি স্কুলটীর আর ভদ্রস্থতা নাই। হা! এই হতভাগ্য প্রদেশের দুরবস্থার কি আর অবসান হইবে না।

২। অপর কয়েক দিবস অতীত হইল এই খাঁটুরাগ্রামের উক্ত পল্লীস্থ এক শৌণ্ডিকতনয় গলদেশে ছুরিকা প্রহার করিয়া কণ্ঠনালীর অর্দ্ধাংশেরও অধিক ছুরিতে কর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে, জীবন সংশয়। পরে দারোগা মহাশয় উহারকে ধরিয়া তাহাকে বারাসতে পাঠাইয়া দিয়াছেন ইহার যথার্থকারণ এপর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া যায় নাই।

৩। মহাশয়! শুনিলাম, এস্থানের অতি নিকটবর্ত্তী মাজেদা নামক গ্রামে কোন সদ্গোপ (সতঙ্গি মান) আপন পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বে অনেক গুলি নারিকেল চারা রোপণ করিয়াছিল হঠাৎ তাহার জ্বর হওয়াতে ঐ গ্রামস্থ সকলে (চাসা) তাহাকে পরামর্শ দেয় যে “নারিকেল গাছ তোমাকে সবে না” তাহাতে সে ঐ সমুদায় নারিকেলচারা উপড়িয়া ফেলিয়া দেয়, শুনা গেল ঐ নারিকেলচারা প্রায় তিনশত হইবে, কি সংস্কার।

৪ মহাশয়! আমি দাঁড়কা হইতে আসিবার সময় একটী সকৌতুকব্যাপার শুনিয়া আসিয়াছি, তদ্বিবরণ এই বীরভূম জিলার অন্তর্গত দাঁড়কা গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী কালেশ্বর নামে একটী গ্রাম আছে ঐ গ্রামমধ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট দেবমন্দিরে কালেশ্বর নামক একশিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিলেন যাঁহাকে তত্রত্য সমস্ত লোক অনাদিলিঙ্গ ও জাগ্রৎ দেবতা বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজাদি করিত। যাহাহউক সেই মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে একজন যোগী সস্ত্রীক অবস্থিতি করিত, সেই যোগী ঐ প্রদেশমধ্যে অযাচক বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। তৎকারণ এই সে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে গমনপূর্ব্বক কাহারও নিকট কিছু দেও বলিয়া প্রার্থনা না করিয়া সর্ব্বদাই হরিবোল হরিবোল বুকরুক শব্দকরিয়া বেড়াইত, এজন্য সকলে তাহাকে হরিবোল বলিয়া ডাকিত, হরিবোলা অযাচক হইলেও ঐ হরিবোলের জোরে কিছু উপার্জ্জন করিয়া কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়াছিল, সঞ্চিত অর্থ তাঁহার ভার্য্যার অজ্ঞাত ছিল না। একদা পরিব্রাজক ভিক্ষার্থ স্থানান্তর গমন করিলে তাহার ভ্রষ্টা স্ত্রী যাহাকিছু সম্বলছিল সমুদায় গ্রহণ করিয়া উপপতিকর্ত্তৃক কোন অনির্দ্দিষ্টস্থানে নীতা হয়, পরে ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত যোগিবর ভিক্ষা হইতে প্রত্যাগত হইয়া শূন্যগৃহ অবলোকন করত একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় হায় কি সর্ব্বনাশ হইল ২বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ পূর্ব্বক একেবারে অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইল। এইপ্রকারে দুঃখ পরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াও কি করে উপায়ান্তর না দেখিয়া অনাহারে ত্রিরাত্র কালেশ্বর মন্দিরে “হত্যা” দিয়া থাকিল। কিন্তু শিবের নিকট হইতে কোন প্রত্যাদেশ না পাওয়াতে ক্রোধে অন্ধ ও হুতাশন বৎ জ্বলিত হইয়া বলপূর্ব্বক নোড়ার আঘাতে কালেশ্বর এককালে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে! কালেশ্বরের এইরূপ অপঘাতে গ্রামস্থ ধর্ম্মভীত সমস্ত লোক ব্রহ্মহত্যার মৃত্যুতে ধর্ম্মাবাদিদিগের ন্যায় সাতিশয় শঙ্কাযুক্ত হইয়া গ্রামের অমঙ্গল গণনা করিতেছে। কালেশ্বরের জমীদার শ্রীযুক্ত এডুলি যষ্টি বাবুরা এইসংবাদ শ্রবণমাত্র ব্যাকুল হৃদয়ে সত্বর আগমন পূর্ব্বক গ্রামস্থ দশজন সমস্তাকে ডাকাইয়া শিব সংহারকারি দুষ্ট যোগিকে নিস্তেজিত পুলিষে এবং সমুচিত বিধি আনয়নার্থ নবদ্বীপে লোক প্রেরণ করিলেন, মহাশয় অতঃপর কিহইল তাহা জ্ঞাত নহি।

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৬২ সাল

খাঁটুরা শ্রীভুবন মোহন ভট্টাচার্য্য

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

[illegible]

৪ ভাগ। ৪৮ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ১১ কার্ত্তিক। ইং ১৮৬২। ২৭ অকটোবর। } মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা,

সোমপ্রকাশ।

১১ ই কার্ত্তিক সোমবার।

ব্যবস্থাপক সভা।

ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার আর বড় বিলম্ব নাই। ৮ই নবেম্বর ত বাঙ্গলা দেশীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে প্রধান ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যারম্ভের দিন স্থির হয় নাই বটে, কিন্তু ডিসেম্বর অতিক্রম করিয়া একণ [illegible] স্থাপক সভার সহিতই আমাদিগের অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। অনেক দিন হইল, আমরা কোন বিষয়ের প্রার্থনা দ্বারা তাঁহাদিগকে বিরক্ত করি নাই। অনেক দিন বিশ্রাম করিয়া তাঁহাদিগের চিত্তের পিত্তদোষও প্রশমিত হইয়াছে। এখন যদি আমরা কোন বিষয়ে প্রার্থনা জানাই, তাঁহারা অবিরতচিত্তে আমাদিগের ধৃষ্টতা সহ্য করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব আমরা বিনীতভাবে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় তাঁহাদিগের গোচর করিতেছি। তাঁহারা শ্রবণ বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন না করেন।

প্রথম, প্রধানতম আদালতে সর বার্ণেস পিকক প্রভৃতি বিচারপতিগণ হিল সাহেবের খাজনা বৃদ্ধির মকদ্দমার যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা নীল প্রধান প্রদেশের বিবাদানল নির্ব্বাণের কারণ না হইয়া, আরো তাহা প্রজ্বালিত করিয়া তুলিবে। তাহার শান্তির উপায় কি? ব্যবস্থাপক সভা ব্যতিরেকে সে উপায় করিবার অন্যের ক্ষমতা নাই। পূর্ব্ব ব্যবস্থাপক সভা ১০ আইন রূপ একটী বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব করিয়া গিয়াছেন। সেই দোষে অনেক অনর্থ ঘটিতেছে। ব্যবস্থাপক সভা না করিলে সে সন্তানের দোষ আর কে সংশোধন করিবে? ঐ আইনের এক ধারায় আছে, যাহারা দীর্ঘকাল ভোগ দ্বারা ভূমির স্বামিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের ভূমির শস্যোৎপাদনী শক্তি অথবা শস্যের মূল্য বৃদ্ধ্যাদি রূপ কয়েকটী কারণ ঘটিলে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারী খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সর বার্ণেস পিকক এই বাক্যটী অবলম্বন করিয়া, যেখানে খাজনা বৃদ্ধি [illegible] করিয়া দ্বিগুণ করা স্থায্য, সে খানে তিন গুণ করিলেন। তাহাই তাঁহার মতে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারী। এইরূপে যাহার যেমন বুদ্ধি, তদনুসারে যদি বিশুদ্ধ যুক্তির ভেদ হয়, তাহা হইলে ত প্রজারা বাঁচে না। ব্যবস্থাপক সভার একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। আমাদিগের মতে শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধ্যাদিরূপ যে কয়েকটী বর্দ্ধন বিধি আছে, তাহা রহিত করাই কর্ত্তব্য। একে ত এ দেশের লোকে খাজনা অথবা অন্যবিধ কর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধিক দিতে হইলে যার পর নাই কাতর হন, তাহার পরে আবার যে সকল ব্যক্তির দীর্ঘ ভোগ দ্বারা ভূমিতে স্বামিত্বাভিমান জন্মিয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে অধিক গ্রহণ করিলে যে তাহারা অধিকতর কাতর হইবে, সে কথা বলা বাহুল্য। তাহারা তাদৃশ কর বৃদ্ধিকে অত্যাচার জ্ঞান করিবে সন্দেহ নাই। ১০ আইনের ঐ ধারাটীর যদি সংশোধন করা না হয়, প্রজারা দাদন গ্রহণ না করাতে নীলকর দিগের যে ক্ষতি ও অপমান হইয়াছে, তাহারা তাহা পূরণ ও বৈর সাধন করিয়া লইবে।

দ্বিতীয়, বিদেশে মজুর প্রেরণ। দেশান্তর হইতে মজুর আনয়ন করিয়া আবাদ অথবা উপনিবেশাদি করিবার স্বার্থপরদিগের যেরূপ উদ্দেশ্য, দেশের সৌভাগ্যশালিতা সম্পাদন সেরূপ নহে। মজুর লইয়া যাইবার রীতি ও তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার দ্বারাই সেই স্বার্থপরতা স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক মজুরকে প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যাওয়া হয়; পরম্পরা শুনিতে পাওয়া যায় [illegible] কোন ব্যক্তিকে [illegible]

যাওয়া হইয়া থাকে। পথিমধ্যে এক এক জাহাজে নির্জীব জড় পদার্থের ন্যায় বহু সংখ্য লোককে একত্র করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তাহাদিগের স্বাস্থ্য অথবা সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না। নির্দিষ্ট স্থানে নীত হইয়াও তাহারা যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। সেখানে তাহাদিগের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না। গো মহিষাদির ন্যায় খাটিতে না পারিলে তাহাদিগের নিস্তার থাকে না। শুনিতে পাওয়া যায় অনেকে যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করে। উহাদিগের শ্রম ও কষ্টভোগের অনুরূপ পুরস্কার লাভও হয় না। এই সকল অত্যাচার নিবারণার্থ একটী বিশেষ বিধি আবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন, মুন্সেফদিগের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি আর কয়েকটী প্রার্থয়িতব্য এবারে রহিল, আমরা বারান্তরে ব্যবস্থাপক সভার গোচর করিতে ত্রুটি করিব না।

———

পরিদর্শক সম্পাদকের দুর্ব্বিনয়।

পাঠকগণ! কি ক্ষোভের বিষয়! ভারতবর্ষের অনেক সম্পাদকই আত্ম কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহাঁরা ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া এমনি হতবুদ্ধি হইয়াছেন যে আত্ম হিতাহিত জ্ঞান ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে প্রস্থান করিয়াছে। ইহাঁরা ক্রোধে মত্ত হইয়া বিপক্ষ সম্পাদকের যত অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, ততই ইহাঁদিগের স্বস্ব পত্রের ও পদের গৌরব হানি হইতেছে, অন্ধতা প্রযুক্ত তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। যে কোন ব্যক্তি হউক, কাহাকে ন্যায্য পথ পরিত্যাগী দেখিলে হৃদয় সাতিশয় ব্যথিত হয়; আর যাঁহারা অন্যকে ন্যায্য পথে লইবার নিমিত্ত ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি তৎপথ পরিত্যাগ করেন, তদ্দর্শনে অন্তঃকরণের যে কি পর্য্যন্ত ক্ষোভ জন্মে, তাহা বলিয়া জানান যাইতে পারে না। পাঠকগণ! যে সকল সম্পাদক পরস্পরের ভ্রম ও প্রমাদ দর্শন করিয়া তৎসংশোধন চেষ্টা করেন আমরা তাঁহাদিগের কথা কহিতেছি না; যে সমস্ত নীচাশয় সম্পাদক অকারণ অপরের গ্লানি ও যশোহানি করিয়া স্বীয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন বাসনা করেন, অদ্য সেই অধম ব্যক্তিদিগের কথারই প্রসঙ্গ হইয়াছে।

পরিদর্শক সম্পাদককে উল্লিখিত জঘন্য সম্পাদক দল প্রবিষ্ট দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্ষোভ জন্মিয়াছে। আমরা কখন তাঁহার অনিষ্ট করি নাই, বরং ইষ্ট সাধন চেষ্টা করিয়াছি, যে কথা তিনি স্বমুখেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কেন আমাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা পাইতেছেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার সহিত আমাদিগের প্রতিযোগিতা নাই, তাঁহাকে আমরা প্রতিযোগী জ্ঞানও করি না। কিন্তু ৮ই কার্ত্তিকের পরিদর্শকে এই ভাবে লিখিত হইয়াছে যে আমরা শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকটে গিয়া এই অনুরোধ করিয়া আসিয়াছি যে বেদান্তবাগীশের প্রেরিত পত্র পরিদর্শকে প্রচারিত না হয়। আমরা এত মূর্খ ও নীচ নহি যে কাহাকে এবম্বিধ অসঙ্গত অনুরোধ করিব। এ কথা আমরা গত বারের সোমপ্রকাশের প্রেরিত স্থলে লিখিয়া দিয়াছি। কিন্তু পরিদর্শক সম্পাদক কি প্রমাণে ও কি কারণে যে উল্লিখিত কথা লিখিয়াছেন, অবিলম্বে তাহা আমাদিগকে জানাইবেন, অন্যথা হাইকোর্টে তাঁহার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইবে। আমরা ধন ও প্রাণ অপেক্ষাও চরিত্রকে অধিক মূল্য জ্ঞান করি। পরিদর্শক সম্পাদক আমাদিগের সেই নির্ম্মল চরিত্রকে কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ চেষ্টাটি তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতাকৃতও নয়, তিনি বুদ্ধি পূর্ব্বক আমাদিগের অনিষ্ট সাধনের অভিপ্রায়েই চতুরতা করিয়া উল্লিখিত প্রকার লিখিয়াছেন। অতএব তাঁহার এ অপরাধ কোন ক্রমে উপেক্ষার যোগ্য নহে।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের
প্রেরিত পত্র প্রকাশ করা
হয় নাই কেন?

পাঠকগণ! আজি আমরা আপনাদিগকে কিঞ্চিৎকাল বিরক্ত করিতে চলিলাম। আপনারা ক্ষমা করিবেন। যে বিষয়ের প্রস্তাব করা যাইতেছে, ইহা যে কেবল আপনাদিগের বিরক্তিকর এরূপ নয়, আমাদিগেরও নিতান্ত অরুচি, অসুখ ও ক্ষোভকর। কোন ক্রমে এতৎপ্রচারে আমাদিগের ইচ্ছা ছিল না। অগত্যা আমাদিগকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে।

যে বিষয় লইয়া বেদান্তবাগীশের সহিত আমাদিগের বিবাদ হইতেছে, পাঠকগণের যদি স্মরণ না থাকে, সংক্ষেপে তদ্বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইতেছে।

প্রায় তিন মাস হইল, বেদান্তবাগীশ দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিক শ্রেণীর কুলসম্বন্ধের কাল পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত একটী প্রস্তাব লিখিয়া কতকগুলি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। উহার একখণ্ড আমাদিগের নিকটে প্রেরিত হয়। আমাদিগের যেরূপ নিয়ম আছে, আমরা উহার গুণ দোষ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম; দেখিলাম গ্রন্থ খানি সাবধান হয় নাই; ঐ গ্রন্থে যে যে দোষ বোধ হইল, আমরা তাহা ২৫এ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে লিখিয়া দিলাম। বেদান্তবাগীশকৃত সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল। তিনি যার পর নাই, কুপিত (১) হইয়া উঠিলেন এবং বৈরনির্য্যাতন চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে আপনার মনের ভাব গোপনে রাখিয়া আমাদিগের নিকটে এক খানি প্রেরিত পত্র পাঠাইলেন। তাহাতে মূল বিষয়ের কোন কথা না থাকাতে তৎপ্রচারে আমাদিগের ইচ্ছা

(১) কোপ জন্মিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না, তিনি আপনিই লিখিয়া দিয়াছেন, যদি কেহ [illegible]

ছিল না, কেবল তাঁহার সম্মাননার্থ সেখানি প্রচার করা হইল।

সকলে মনের ভাব দীর্ঘকাল গোপন করিয়া রাখিতে পারেন না। তাহার পর তিনি এক প্রেরিত পাঠাইলেন, তাহাতে তাঁহার মনের সমুদায় দ্বার উদ্ঘাটিত দৃষ্ট হইল। উহার তুল্য জঘন্য প্রেরিত পত্র সোমপ্রকাশে কখন প্রকাশ হয় নাই। ঐ খানি পাইয়া আমরা ভাবিলাম, বেদান্তবাগীশ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি ক্রোধবশতঃ নিজ পত্রের গুণদোষ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা যদি তাহা প্রকাশ করি, তাঁহাকে সকলে অবজ্ঞা করিবেন; তিনি যেরূপ পণ্ডিত, তাঁহাকে লোকের নিকটে অপ্রতিষ্ঠ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়। এই ভাবিয়া আমরা সেই প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তি বেদান্তবাগীশের হৃদয়কে একান্ত কলুষিত ও হিতাহিত বোধ শূন্য করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং তিনি আমাদিগের অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তিনি ৪ ঠা আশ্বিনের প্রেরিত পত্রে মূল বিষয়ের উত্তর দান করিয়াছেন, আমরা তাহা প্রকাশ না করিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি। ঐ সম্বাদটী আমাদিগের শ্রুতি পথ প্রবিষ্ট হইলে প্রথমে এই ভাবিয়া আমরা উপেক্ষা করিয়াছিলাম, বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইয়া আপনার প্রেরিত পত্রে যে কথা লিখেন নাই, তাহা লিখিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়াইবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে, বোধ হয় যাহারা আমাদিগকে সম্বাদ দিতেছে, তাহারা একে আর কহিতেছে। কিন্তু কয়েকদিন পরে কলুটোলা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস সেন আমাদিগের নিকটে উল্লিখিত বিষয় সংক্রান্ত যে এক পত্র পাঠাইয়া দেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন ও দুঃখাক্রান্ত হইয়াছি। বেদান্তবাগীশ সত্য সত্যই আমাদিগের অকারণ নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন। সে পত্র খানি নিম্নে প্রকটিত হইল।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন।

গত ২৮ আশ্বিনের সোমপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে আপনি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় যে প্রেরিত পত্র পাঠাইয়াছেন তাঁহার সহিত আপনার যে বিষয়ে মতভেদ হইতেছে, তাহাতে তাহার কোন বিষয় না থাকাতে আপনি তাহা সোমপ্রকাশে মুদ্রিত করিলেন না। কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয় মুক্ত কণ্ঠে সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিতেছেন যে বিদ্যাভূষণের সহিত আমার যে দুইটী বিষয়ে মত ভেদ হইতেছে, তাহা আমার প্রেরিত পত্রে উল্লিখিত আছে। এমত স্থলে আমরা কাহার কথায় বিশ্বাস করিব। প্রত্যক্ষ বিষয় সত্ত্বে অনুমানের প্রয়োজন কি। যদি উহা মুদ্রিত করা আপনার অনভিপ্রেত হয়, তথাপি সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া আমাদিগের সন্দেহ দূর করা আপনার অত্যন্ত আবশ্যক, বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলেন, আমাদিগের দুইটী মাত্র বিষয়ে মতভেদ, প্রথম, বাগদানের কাল বিষয়ে, দ্বিতীয় কৃতদার পাত্রে বাগদান নিষেধ বিষয়ে, তৎপত্রে এ দুইটী বিষয়েরই বিশিষ্টরূপ উল্লেখ আছে।

তাং ১ কার্ত্তিক ১৭৮৩ শক। কলুটোলা

শ্রীঠাকুরদাস সেন

আপনার নিকট কলুটোলার ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বক্তৃতা এবং ব্রহ্ম স্তোত্র পাঠাইতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

শ্রীঠাকুরদাস সেন

কলুটোলার ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক

যে দুই বিষয়ে বেদান্তবাগীশের সহিত আমাদিগের মত ভেদ হইয়াছে, ঠাকুরদাস বাবুর পত্রই তাহা কহিয়া দিতেছে। প্রথম, বাগদানের কাল বিষয়, দ্বিতীয়, কৃতদার পাত্রে বাগদান নিষেধ বিষয়, এই দুই বিষয়ে আমাদিগের পরস্পর যে মতভেদ হয়, পাঠকগণের স্মরণার্থ তাহা পুনরুল্লিখিত হইতেছে। বেদান্তবাগীশ নিজ পুস্তকে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন "যখন তিন বৎসর পর্য্যন্ত চূড়াকাল ও আট বৎসর অবধি দশবৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ কাল শাস্ত্রে বিহিত হইল, তখন তিন বৎসরের পর সাত বৎসর পর্য্যন্ত যে কন্যার বাগ্দানকাল শাস্ত্রে বিহিত, তাহাতে আর কোন সংশয় রহিল না।" আমরা এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন না করিয়া ২৪এ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম "বেদান্তবাগীশ আজন্মনস্তু চূড়ান্তং যত্র কন্যা বিপদ্যতে, ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন বৎসরের পর সাত বৎসর পর্য্যন্ত বাগ্দানের কাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ চেষ্টা সুসঙ্গত হইতেছে না। চূড়ার পরই বাগদান করিতে হইবে উক্ত শাস্ত্রে এরূপ কহিতেছে না। তবে, যে অনিষ্টের নিবারণ চেষ্টা হইতেছে, ইচ্ছা করিয়া সে অনিষ্টে পড়া কেন? বিবাহের দুই এক মাস পূর্ব্বে বাগ্দানের নিয়ম করিলে শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ই অব্যাহত থাকে, অথচ একটী বিষম অনিষ্টকর শাস্ত্র, লোক, ও যুক্তিবিরুদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়।"

বেদান্তবাগীশের উচিত ছিল, হয় তিনি আমাদিগের এই সিদ্ধান্তকে শাস্ত্রীয় বচন ও সৎযুক্তি দ্বারা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দেন, নতুবা এই সিদ্ধান্তকে সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া দ্বিতীয় পুস্তক বাহির করেন এবং তদনুসারিণী চেষ্টা আরম্ভ করেন। কৌতুকের বিষয় এই, তিনি এতদুয়ের কিছুই করিলেন না, কেবল রোষপরবশ হইয়া বৈরনির্য্যাতন চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। এক্ষণে পাঠকগণ মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দিন, কাহার সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত হইয়াছে।

আজন্মনস্তু চূড়ান্তং যত্র কন্যা বিপদ্যতে।
সদ্যঃ শৌচং ভবেৎ তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ॥
ততো বাগ্দান পর্য্যন্তং যাবদেকাহমেবহি।
অতঃপরং প্রবৃদ্ধানাং ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ।
বাক্প্রদানে কৃতে তত্র জ্ঞেয়ঞ্চোভয়তস্ত্র্যহং।
পিতুর্ব্বরস্য চ তত্ত্বোঢ়ানাং ভর্ত্তুরেব হি।

বেদান্তবাগীশ অশৌচ ব্যবস্থা বিধায়ক এই কয়েকটী বচন অবলম্বন করিয়া তিন বৎসরের পর সাত বৎসর পর্য্যন্ত কন্যার বাগ্দান কাল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্যার্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া কোন রূপেই এরূপ বোধ হইতেছে না যে তিন বৎসরের অব্যবহিত পরেই বাগ্দানের কাল আরম্ভ হইয়া সাত বৎসরে শেষ হইবে। বচনে কহিতেছে, জন্মাবধি চূড়া পর্য্যন্ত কন্যা মরণে সদ্যঃশৌচ, চূড়ার পর যত দিন বাগ্দান না হয়, তত দিন একাহ অশৌচ, বাগ্দানের পর বিবাহ পর্য্যন্ত পিতৃকুল ও শ্বশুর কুল উভয় কুলেই ত্রিরাত্র অশৌচ। ঐ বচনগুলি দ্বারা বাগ্দানের আরম্ভ ও অবসান এ উভয়ের কোন কালেরই নিয়ম হইতেছে না, প্রত্যুত বচনের ভাবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বে এই রীতি ছিল, চূড়ার অনেক পরে বাগ্দান হইত। বোধ কর সকলেই যদি চূড়ার অব্যবহিত পরেই বাগ্দান করে, একাহ অশৌচ বিধান বিফল হইয়া যায়। অপর,

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা।
তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ।

এই দুটী বচন অবলম্বন করিয়া বেদান্তবাগীশ সপ্তম বর্ষকে যে কন্যার বাগ্দান কালের সীমা করিয়াছেন, তাহাও সুসঙ্গত হইতেছে না। অষ্টম, নবম ও দশম, এ তিনই কন্যাদানের মুখ্য কাল, বচনে ফলভেদ শ্রুতিআছে এই মাত্র। দশম বর্ষের পর গৌণ কাল। যদি এরূপ হইল, যে ব্যক্তি অষ্টমে কন্যা দান করিবে, তাহার পক্ষে সপ্তম বর্ষ যেমন বাগ্দানের সীমা কাল হইতেছে, তেমনি যে ব্যক্তি নবমে অথবা দশমে কন্যা দান করিবে, তাহার পক্ষে অষ্টম ও নবম বর্ষ বাগ্দানের সীমা কাল না হয় কেন? সপ্তম বর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টমে ও নবমে যাওয়া যাইতে পারে না, বেদান্তবাগীশ যদি এরূপ নিষেধক বচন দেখাইতে পারেন, এখনি বিবাদের শেষ হইয়া যাইবে, তাঁহার কৃত সিদ্ধান্তকে আমরা অবশ্যই শিরোধার্য্য করিয়া লইব। তাহা না করিয়া শুদ্ধ গালি দিয়া তাঁহার ইষ্টলাভ সম্ভাবনা কি? সেকেলে পরাস্ত পণ্ডিতেরাই কেবল শাপ ও গালি দিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা পাইতেন।

দ্বিতীয়, বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন "দ্বিতীয় পাত্রে কন্যার বাগদান করা শাস্ত্রে নিষেধ নাই কেবল কৃতদারে নিষেধ আছে।" এবিষয়ে আমরা বেদান্তবাগীশের নিকটে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম "অন্য অন্য শ্রেণীর লোকেরা কৃতদার পাত্রে যে কন্যাদান করিতেছেন, তাহা কি অসিদ্ধ ও অধর্ম্ম্য হইতেছে? বৈদিকশ্রেণীর মধ্যেও কি কৃতদারপাত্রে কন্যাদান প্রথা নাই?" কৃতদার পাত্রে কন্যাদান নিষেধক বচন উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে নিরুত্তর করাই বেদান্তবাগীশের উচিত ছিল। তিনি তাহা না করিয়া কেবল বাজে কথা লইয়া গোলযোগ করিতেছেন।

পাঠকগণ! আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, কৃতদার পাত্রে কন্যাদান যদি প্রতিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যত লোক দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছে, তাহা অশাস্ত্রীয় হইয়াছে; অশাস্ত্রীয় বিবাহ সিদ্ধ নয়; অসিদ্ধ বিবাহজাতসন্তানে ধনাধিকারী হয় না; সেই সেই বিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগের উত্তরাধিকারক্রমপ্রাপ্ত ধন যে সে ভবে লইতে পারে। ব্রাহ্মণ যদি শূদ্র কন্যার অথবা শূদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করে, কিম্বা কেহ সগোত্রে বিবাহ করে, সেই সেই বিবাহোৎপন্ন সন্তানে কি পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে? ফলতঃ এবিষয়ে বেদান্তবাগীশের ভ্রম জন্মিয়াছে, কৃতদার পাত্রে কন্যাদান প্রতিষেধ করা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে, তাদৃশ পাত্রে কন্যাদান অপ্রশস্ত হইবে এই মাত্র।

বেদান্তবাগীশ ৪ ঠা আশ্বিনে যে প্রেরিত পত্র আমাদিগের নিকটে পাঠাইয়াদেন, তাঁহাতে ঐ দুই বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে কি না, তদ্বিচারার্থ আমরা উহা পাঠকগণের অগ্রে সমর্পণ করিলাম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ যে দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিক ইহা স্বীকার করাতে এক্ষণে আমার প্রস্তাবিত বিষয় সাধনের অনেক সুবিধা হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমি যে "দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদীক শ্রেণীর প্রচলিত কুল সম্বন্ধ প্রথা পরিবর্ত্ত করা উচিত কি না" এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্যটী কেবল কুলীন বৈদিকের উউপরে খাটে, কি কুলীন মৌলিক বংশজ সর্ব্বসাধারণ বৈদিক শ্রেণী মাত্রের উপরে খাটে? ইহাতে প্রথমেই কুলীন শব্দ বিশেষণ, মধ্যে মধ্যে কুলীন শব্দ বিশেষণ, এবং শেষেও কুলীন শব্দ বিশেষণ থাকাতে উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস আলোচনা করিয়া অতি নির্ব্বোধ ব্যক্তিও বুঝিতে পারে যে ইহা কেবল কুলীন বৈদিকঅর্থাৎ যাহাদিগের কুল সম্বন্ধ প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাদিগেরই উপরে খাটে; নতুবা মৌলিক কি বংশজ যাহাদিগের উক্ত প্রথা প্রচলিত নাই, তাহাদিগের উপরে খাটে না। অতএব কুলীন বৈদিক শ্রেণীর (১) কৃতদার পাত্রে বাগ্দান নিষেধ প্রতিপাদন দেখিয়াও ২৪ ভাদ্র দ্বিতীয় সোমপ্রকাশের ৫১৮ পত্রের দ্বিতীয় স্তম্ভে যে বিদ্যাভূষণের তাহাতে অরুচি জন্মায় ও "বৈদিক শ্রেণীর (২) মধ্যেও কি কৃতদার পাত্রে

---

(১) কোন্ বচনে অথবা কোন্ চূর্ণে এরূপ ধরিয়া লিখিয়াছে যে দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিক শ্রেণী কৃতদার পাত্রে কন্যার বাগ্দান করিতে পারিবেন না? বেদান্তবাগীশ যদি সেই বচনটী উদ্ধৃত করিয়া দেন, আমরা পরমোপকৃত হইব। স।

(২, বংশজ ও মৌলিকেরা কি বৈদিক শ্রেণী নন? আমাদিগের লেখায় কি কুলীন এই শব্দটী বৈদিক শ্রেণী শব্দের বিশেষণ ছিল? [illegible]

কন্যাদান ... না নাই" ইহা লেখা হয়, তাহার কারণ অভ্যভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। তিনি কি আমার প্রস্তাব পুস্তক খানির পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করেন নাই, ভাল না করুন, তাহার আদ্যন্ত ছাড়িয়া না দিয়া যদি তাহার সমুদায়টী সোমপ্রকাশে উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা আদ্যোপান্ত দেখিয়া বিচার করিতে পারিতেন। যদি পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচার করিবার বাসনা থাকে, তবে আদ্যোপান্ত সমুদায় প্রস্তাবটী অবিকল এক বার সোমপ্রকাশে উদ্ধৃত করুন, নতুবা পাঠকগণ কিয়দংশ দেখিয়া কি প্রকারে দোষ গুণ বিচার করিতে পারিবেন, এবং কেবল প্রলাপের ন্যায় কতকগুলি অসঙ্গত বাক্য দ্বারা আমার প্রস্তাবে দোষারোপ করিলে কিরূপেই বা তত্ত্ব নির্ণয় হইবে।

অন্যান্য শ্রেণীর (৩) কৃতদার পাত্রে কন্যাদান ধর্ম্ম্য কি অধর্ম্ম্য তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই, এস্থলে দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিক শ্রেণীর ব্যবহারই বিচারার্হ বিষয়। আমারদিগের বংশজ ও মৌলিকেরা যে কৃতদার কুলীন পাত্রে কন্যাদান করে ও কুলীনেরাও যে কৃতদার মৌলিক পাত্রে অনাপূর্ব্বা কন্যা দেয়, সে সমুদায় উক্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যাহাদিগের কুলসম্বন্ধ প্রথা প্রচলিত আছে সুতরাং উহা ব্যতীত যাহাদিগের পরস্পর আদান প্রদানের সম্ভাবনা নাই, আমার প্রস্তাবিত ওইরূপ কুলীনে কুলীনে (৪) আদান প্রদানে কৃতদার পাত্রে কন্যা দেওয়া বিদ্যাভূষণ দেখিয়াছেন কি শুনিয়াছেন? তাহা তো কোন রূপেই সম্ভব নহে। অতএব তিনি নিজে কুলীন বৈদীক হইয়া কি বিবেচনায় ঐ রূপ লিখিয়াছেন বলিতে পারি না। লেখাটী দেখিলে তাঁহাকে দৃষ্টান্তও বোধ হয় না এবং সামান্যত বলাও এস্থলে সঙ্গত নহে। যাহা হউক বিদ্যাভূষণ কি স্বজাতির আদান প্রদানের বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহেন? তিনি নিজেতো পরে পরে তিনটী বিবাহ করিয়াছেন, প্রথমটী কুল সম্বন্ধে কুলীনের কন্যা দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী মৌলিকের কন্যা। যদি কুলীন বৈদীক শ্রেণী মধ্যে কৃতদার পাত্রে কন্যাদান প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার প্রথম বিবাহিতা কুলীন কন্যাটী গত হইলে যখন তিনি কৃতদার হইয়াছিলেন, তখন আর কেন কুলীনের কন্যা প্রাপ্ত হইলেন না? ইহার কিছুই সংবাদ কি তিনি জ্ঞাত নহেন? অতএব জানিবার সুলভ উপায় সত্ত্বেও যে ব্যক্তি স্বজাতির কিছুমাত্র সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারে না, এমত ব্যক্তি যদি সাধারণ সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার যে কতদূর দুঃসাহসের কর্ম্ম ও সর্ব্ব সাধারণের যে কিরূপ নানা বিধ যথার্থ সংবাদ পাইবার সম্ভাবনা, তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন।

হা ঈশ্বর! বিদ্যাভূষণ প্রভৃতিরাই ধান ভানিতে শিবের গীত আনয়ন করেন, একরূপ প্রশ্নে অন্য বিধ উত্তর দেওয়াই কি ইহাঁর রীতি। আমার প্রস্তাব পুস্তকে এই প্রশ্ন আছে যে প্রচলিত কুলসম্বন্ধ প্রথা পরিবর্ত্ত করা উচিত কি না এবং প্রতিপাদিত পরিবর্ত্তন হইতে যদি কেহ উৎকৃষ্ট পরিবর্ত্তন কল্পনা করিতে পারেন, তাহাই গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু বিদ্যাভূষণ প্রথমে পুস্তক খানি হস্তে পাইবামাত্র যথার্থ উত্তর দেওয়া দূরে রাখিয়া রাগান্ধতা প্রযুক্তই হউক কি অন্য কোন কারণেই হউক স্বভাবচাপল্য বশত বালকের ন্যায় বিচার না করিয়াই একেবারে আমার কুসংস্কারের (৫) বিষয় অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। পরে ৩১ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে আমি লিখিলাম, তিনি এই প্রথা একেবারে রহিত করিতে উদ্যত। বিদ্যাভূষণ উত্তর দিলেন, আমি বাগ্দান উঠাইয়া দিতে চাহি না। বোধ হয় বাগ্দান ও তাহার (৬) প্রথা এদুইয়ের অর্থ যে কত ভিন্ন তাহা তিনি অনুধাবন করেন নাই। পাঠকগণ! বিদ্যাভূষণের আর একটী ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন, তিনি ২৪ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার বাগ্দান করিবার জন্য অন্যকে অনুরোধ করেন, কিন্তু আপনার সময়ে বলেন, আমি প্রথম পুত্রের ৮বৎসর বয়সের (৭) সময় দুই মাসের

(৩) অন্য অন্য শ্রেণী যদি কৃতদার পাত্রে কন্যাদান করিতে পারিলেন, বৈদিক শ্রেণী না পারেন কেন? বাগ্দান করা আর কন্যাদান করা সমান কথা! এইটী ত প্রধান বিচার্য্য কথা; যদি এ বিষয়ের বিচারের প্রয়োজন না রহিল তবে " কি ধান ভানিতে শিবের গীত " এই কয়েকটী পদের বিচার হইবে? স

(৪) বৈদিক শ্রেণী মধ্যে কুলীনের কুলীন কৃতদার পাত্রে কন্যাদান প্রথা নাই, একথা অতি বালকেও জানে। যেরূপে কুল সম্বন্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে এরূপ প্রথা থাকিবার সম্ভাবনা কি? কুলীন কৃতদার পাত্রে কন্যাদান প্রথা আছে কি না, বেদান্ত বাগীশের সহিত আমাদিগের সে বিচার উপস্থিত হয় নাই। দ্বিতীয় পাত্রে কন্যার বাগ্দান যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, কৃতদার পাত্রে না হয় কেন? এই বিচারই উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বেদান্ত বাগীশ প্রকৃত বিষয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কেবল বাগাড়ম্বর দ্বারা লোককে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। স

(৫) তিন বৎসরের পর সাত বৎসর পর্য্যন্ত বাগ্দানের কাল এবং দ্বিতীয় পাত্রে কন্যার বাগ্দান করা যাইতে পারে কিন্তু কৃতদার পাত্রে করা যাইতে পারে না, শাস্ত্রে এরূপ কহিতেছে না, অথচ বেদান্ত বাগীশ ঐরূপ অসৎ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাকে কুসংস্কার অথবা ভ্রম বিজৃম্ভিত বিনা আর কি বলা সঙ্গত হইতে পারে?

(৬) বাগ্দান শব্দের অর্থ বাক্যে দান করা, তাহার অনিষ্ট করিতে শক্তি নাই, কোন্ সময়ে সেই বাগ্দান করিতে হইবে, শাস্ত্র তাহার নির্ণয় করিয়া দিতেছে না। পঞ্চান্তরে অর্থে ... বাগ্দানের যে বিকৃত প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অতিশয় অনিষ্টকারিণী, তাহাই পরিবর্ত্ত করা আমাদিগের অভিপ্রেত। যাহাতে কোন অনিষ্ট নাই, তাহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টার সম্ভাবনা কি? স।

(৭) গর্ভে গর্ভে অথবা অশৌচান্তে বাগ্দান করা যে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম, আমার প্রথম পুত্রের জন্মের অনেক পূর্ব্বে আমার সে সংস্কারের জন্ম হয়। তদবধি আমি এই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, এত অল্প বয়সে সন্তানের বাগ্দান পূর্ব্বক বিবাহ দিয়া পিতা হইয়া শত্রুর কার্য্য করিব না। আমার প্রথম পুত্র জন্মিলে অনেকেই আমাদিগের জাতীয় প্রথানুসারে পুত্রের সম্বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা নিবন্ধন কাহারো কথা রক্ষা হইল না। পুত্রটী ক্রমে বর্দ্ধমান হইল। এক দিবস এক ব্যক্তি অন্যত্র পাত্র না পাইয়া কাতর হইয়া আপন কন্যার সম্বন্ধার্থ আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া অন্তঃকরণে অত্যন্ত করুণা জন্মিল। তৎকালে এই বিবেচনা করিলাম আমার পুত্রের অনুমান ৮বৎসর বয়স হইয়াছে, এখন যদি দুই মাসের কন্যার সহিত সম্বন্ধ করা যায়, সেই কন্যাটীর যখন দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইবে, তখন আমার পুত্রের প্রায় বিংশতি বর্ষ বয়স হইবে, এরূপ সম্বন্ধে ক্ষতি নাই। এই বিবেচনা করিয়া সম্বন্ধ করা হয়। আট বৎসরের পুত্রের দুই মাসের কন্যার সহিত সম্বন্ধ ইদানীন্তন বৈদিকদিগের মধ্যে কখন হয় নাই। আমাদিগের হইতেই নূতন হইয়াছে। যে শ্রেণীর মধ্যে ছয় মাসের অধিক বয়স্ক পাত্র পাওয়া ভার, সে শ্রেণীর এক জন যে আত্মীয় বর্গের অনুরো-

কন্যার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছি এবং দ্বিতীয় পুত্রটীরও তাহাই করিব। তিনি অন্যকে যাহা করিতে উপদেশ দেন স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠানে সাহস করিতে পারেন না, এদিকে আবার মুখে বাল্যবিবাহ নিষেধের একজন প্রধান উদ্যোগী! হায় হায়! তাঁহার কিছু মাত্র কুসংস্কারের চিহ্ন দেখা যায় না, তিনি অন্যের কুসংস্কার দেখিতে বড় নিপুণ, আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। ইহাতে বোধ হয় বিদ্যাভূষণের মুখ ও কলম হইতে কুসংস্কার দূর গিয়াছে, অতএব আমি ৩১ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে যে সকল শব্দে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছি, একণ অবধি সম্ভব মত তাহার কোন কোন শব্দের পূর্ব্বে ৮ এক এক টী অক্ষর যোগ করিয়া পাঠক মহাশয়েরা পাঠ করেন; আমরা গত বারের পত্রে দেখিলাম, একটী শব্দের অক্ষর পরিবর্ত্ত আর একটী শব্দ নূতন যোগ ৯ হইয়াছে, অত এব এবার যেন সেরূপ না হয়!

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

৪ আশ্বিন ১৭৮৩

পাঠকগণ! দেখুন বেদান্তবাগীশের প্রেরিত পত্রে দুটী মূল কথার কি উত্তর দেওয়া হইয়াছে? তিনি প্রথমটীর ত নাম গন্ধ করেন নাই, দ্বিতীয়টীর নাম করিয়াছেন বটে কিন্তু কেবল গোলযোগ করিয়া সারিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিকশ্রেণীর বিষয় প্রসঙ্গ উপস্থিত বিষয় যথার্থ, তা বলিয়া কি অন্য শ্রেণীর নামও করা যাইতে পারে না? হিন্দু শাস্ত্রকারেরা কৃতদার পাত্রে কন্যাদানের বিধি নিষেধাদি যে কিছু ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কেবল কুলীন বৈদিক পর? অন্য অন্য শ্রেণীর উপরে শাস্ত্রকারদিগের কি বিদ্বেষ ছিল? বেদান্তবাগীশ ভাবিয়াছেন কুলীন বৈদিকদিগের কুলীন কৃতদার পাত্রে কন্যা দান প্রথা নাই, এই কথা বলিয়া জয়ী হইবেন, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যেখানে তিনি কৃতদার পাত্রে কন্যা দান নিষিদ্ধ বলিয়া লিখিতেছেন, সেটী ব্যবস্থা স্থল। তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় পাত্রে কন্যা দান করা যাইতে পারে, কিন্তু কৃতদার পাত্রে দেওয়া যায় না। তাহাতে আমরা এইভাবে লিখিয়াছিলাম, এত লোকের কৃতদার পাত্রে কন্যা দান যদি শাস্ত্র সিদ্ধ হয়, কুলীন বৈদিকদিগের ঐরূপ ব্যবস্থা না হয় কেন?

যাহা হউক, আমরা বিনীত বাক্যে বেদান্তবাগীশকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি কোপ পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করুন, এবং বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া কাজ আরম্ভ করিবার চেষ্টা দেখুন। সৎসিদ্ধান্তের অনুসারী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে আমরাও সাধ্যানুসারে তাঁহার সহায়তা করিবার চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

ষ ও প্রবঞ্চনা, গুরুজনের তিরস্কার ও গালি, এবং বিপক্ষের দ্বেষ ও নিন্দা, এ সমুদায়ে উপেক্ষা করিয়া নিজ পুত্রকে বিনা সম্বন্ধে আট বৎসর পর্য্যন্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেটী কি তাহার উল্লিখিত কুৎসিত কুল সম্বন্ধ প্রথা পরিবর্ত্তনবিষয়িণী অকপট চেষ্টার ফল নয়? যে খানে অন্য কোন উপায় নাই, সেখানে এবম্বিধ সদুপায় দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি করা কি যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য হয় নাই? আমাদিগের শিক্ষা ও অভ্যাস বশতঃ যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, আমরা অকপট চিত্তে কার্য্যে তদনুরূপ আচরণের চেষ্টার ত্রুটি করি না। কিন্তু এক কালে সামাজিক বন্ধনচ্ছেদন করিয়া কোন কাজ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়, সমাজের মধ্যে থাকিয়া যত দূর পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, আমরা অন্তরের সহিত সে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমরা যদি সমাজের নিতান্ত বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া সমাজ বহির্ভূত হইয়া স্বতন্ত্র হই, সমাজের প্রতি আমাদিগের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, নিঃসংশয় তৎসাধনে আমাদিগের সামর্থ্য থাকিবে না, সুতরাং তদকরণে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে। এস্থলে বেদান্তবাগীশকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইতেছে। বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দেওয়া একের সাধ্য, কি বহুর সাধ্য? বেদান্ত বাগীশ কি কখন অন্তরের সহিত বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন? স

(৮) এই লেখাটী আমাদিগের আরো আন্তরিক দুঃখের নিমিত্ত হইতেছে। বেদান্ত বাগীশ যেরূপ যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, এরূপ লেখা কোন ক্রমেই তাঁহার যোগ্য হয় নাই। আমরা ত কখন কোন সামাজিক লোকের মুখে এরূপ গালি শুনি নাই। স

(৯) আমরা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত বেদান্ত বাগীশের পূর্ব্ব প্রেরিত পত্র মিলাইয়া দেখিলাম, তিনি যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ। আমাদিগের কম্পোজিটরেরা প্রেরিত পত্রের কয়েকটী হেড এককালে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা তাহার একটী বসাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে আছে "সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু" কিন্তু বেদান্ত বাগীশের প্রেরিত পত্রে "সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়েষু" এইরূপ লিখিত ছিল, এই মাত্র নূতন শব্দ যোগ হইয়াছে। দ্বিতীয়, বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন "অনেকেরই আপনি বৈদিক নয় বলিয়া ভ্রম আছে।" এস্থলে আমাদিগের পণ্ডিত "আপনি" এই কর্ত্তৃপদ থাকিলে "নয়" এই ক্রিয়া অশুদ্ধ হয় এই বিবেচনা করিয়া "নন" এইরূপ করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, বেদান্ত বাগীশের শেষ লেখাতে তাঁহার বৈর নির্য্যাতন প্রবৃত্তির কেবল পরিচয় হইয়াছে, এক্ষণ আর কিছুতেই হয় নাই।

সম্পাদক।

ল্যাঙ্কেসায়েরের সাহায্য দান।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ পরস্পর যখন পরস্পরের অপরিজ্ঞাত ছিল, তখন পরস্পরের বহু অন্তর ছিল। ক্রমে অবক্র পথের আবিষ্ক্রিয়া ও বাষ্পীয় জাহাজ ও টেলিগ্রাফাদি দ্বারা পরস্পর দিন দিন পরস্পরের অতিশয় সন্নিহিত হইতেছে। ওদিকে উভয়ের উপকার্য্য ও উপকারিতাদি হেতু সম্বন্ধও দিন দিন নিকট হইতেছে। উভয়ের এমনি বাধ্য বাধকতা হইয়া উঠিয়াছে যে একের বিপদে অন্যে উদাসীন থাকিতে পারেন না; উদাসীন থাকাও উচিত হয় না। যে দিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইল, ইংরাজেরা সর্ব্বাগ্রে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ সভা করিবার উদযোগ ও অর্থদান করিলেন। আয়রলণ্ডের দুর্ভিক্ষ কালেও এ দেশীয়েরা উদাসীন ছিলেন না। এ দেশীয়দিগের বদান্যতা শক্তি ও পরদুঃখানুভাবকতার

পরিচয় দিবার আর একটি অবসর উপস্থিত হইয়াছে। লাঙ্কেসায়েরে অন্ন কষ্ট রূপ মহাবিপদ উপস্থিত, এসময়ে এ দেশীয়দিগের কর্ত্তব্য, যাহার যেমন সঙ্গতি সাহায্য দান করিয়া সুহৃদের কার্য্য করেন।

আমেরিকার যুদ্ধ।

এ সপ্তাহে শুনিলাম, আমেরিকার উত্তরাংশের লোকেরা জয়ী হইয়াছেন, পর সপ্তাহে আবার শুনা গেল, দক্ষিণাংশ জয় লাভ করিয়াছেন। এইরূপে জয় পরাজয় বার্ত্তা পর্য্যায়ক্রমে আমাদিগের শ্রুতিপথ প্রবিষ্ট হইতেছে। শীঘ্র যে এ অনল নির্ব্বাণ হয়, এরূপ আকার দেখা যাইতেছে না। তুল্যবল বিরোধ স্থলে উভয় পক্ষ শমার্থী না হইলে এইরূপ ঘটনাই হইয়া থাকে। এক পক্ষ প্রবল ও এক পক্ষ হীন বল না হইলে কখন জয় পরাজয় হয় না। যে পক্ষ অধিকতর প্রভুশক্তি মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহ শক্তি সম্পন্ন হন, জয়লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্কগামিনী হইয়া থাকেন। উপস্থিত স্থলে উভয় পক্ষ তুল্য বল, বীর্য্য, অস্ত্র ও উৎসাহ শক্তি সম্পন্ন দৃষ্ট হইতেছেন। সন্ধি না করিলে মহাভারত বর্ণিত কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের ন্যায় উভয় পক্ষেরই উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাদৃশ ভয়াবহ দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। ইহাঁদিগের রণানুরাগ নিবৃত্তি হইয়া ইহাঁরা যদি আপনা হইতেই ক্ষান্ত না হন, ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণকে মধ্যবর্ত্তি হইয়া মৃদু উপায় দ্বারা ইহাদিগকে শান্ত করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ইউরোপ খণ্ড কেবল নয়, অন্য অন্য খণ্ডও ইহাদিগের সহিত এক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আছে। একের বিপদে সকলেরই বিপৎপাত সম্ভাবনা।

আমেরিকার কেবল এক তুল আমদানী বন্ধ হওয়াতেই ত লাঙ্কেসায়েরের লোকদিগের অন্নাভাবে প্রাণ বিয়োগ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। তত্রত্য তন্তুবায়গণ ভারতবর্ষ হইতে তুল লইয়া ঐ ক্ষতিপূরণ করিবার যে আশা করিতেছেন, সম্পূর্ণ রূপে ও শীঘ্র তাহার ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। অনেক বিঘ্ন আছে। সেই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আশু ইষ্ট সিদ্ধি করিবার সম্ভাবনা কি? অতিশয় ব্যস্ত হইলে শেষে ভারতবর্ষেরও আনুষঙ্গিক অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।

ফলতঃ আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যেরূপে উহার শেষ হইয়াছিল, আমেরিকার গৃহ যুদ্ধও সেই রূপে শেষ হইবে। উত্তরাংশের গবর্ণমেণ্টকে শেষে দক্ষিণাংশের স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে সন্দেহ নাই। উভয় পক্ষের এবং পৃথিবীর অন্য অন্য খণ্ডের বহুতর ক্ষতি হইল এই মাত্র। ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার যুদ্ধের এবং আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের পরস্পর বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। কেহ কাহার উদাসীন নহেন। ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত আমেরিকানদিগের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ, আমেরিকানদিগেরও পরস্পর সেইরূপ সম্বন্ধ। সকলেই এক জন্ম ভূমিতে ও এক শোণিতে উৎপন্ন। আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, ভাষা, বুদ্ধি, বিদ্যা প্রভৃতি প্রায় একরূপ।

১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ কালের মহত্তর অনর্থ ঘটনার পর যেরূপ ভারতবর্ষের উন্নতিবিধায়ক ইষ্ট ফল লাভ হইয়াছে, আমেরিকার যুদ্ধ অবসান হইলেও সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে। আমেরিকার শাসন প্রণালীগত যে যে দোষ আছে, এবং যে যে দোষ থাকাতে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে সমুদায় দোষ অচিরাৎ সংশোধিত হইবে সন্দেহ নাই। দক্ষিণাংশ স্বাধীনতা লাভ করিলে উত্তরাংশের সহিত উহার নিঃসংশয় প্রতিযোগিতা হইবে। প্রতিযোগিতা হইলেই পরস্পরের যে যে দোষ আছে, তৎ সংশোধন চেষ্টা হইয়া পরস্পরকে সদ্গুণ দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা জন্মিবে। তাহা হইলে স্বল্পকাল মধ্যে এই একটী মহোপকার লাভ হইবে, দক্ষিণাংশে দাস রাখিবার যে একটী প্রথা আছে, আপনা হইতেই উহাদিগের তদুন্মূলন চেষ্টা জন্মিবে। তদুন্মূলন ব্যতিরেকে উহাদিগের উত্তরাংশের তুল্যকক্ষতা লাভ সম্ভাবিত নহে।

বিবিধ সংবাদ।

৫ই কার্ত্তিক সোমবার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যাঁহারা পূর্ব্বদিবসে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জন ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের দুর্গোৎসব সংক্রান্ত প্রস্তাব দেখিয়া কুপিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে উপহাস অথবা নিন্দা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। এদেশের যাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত না করিয়া কেবল আমোদের নিমিত্ত পূজা করেন, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আক্ষেপ করাই ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে ঐ প্রস্তাবের এই উদ্দেশ্য, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

খাঁটুরা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, গত ১০ই আশ্বিন তত্রত্য আদর্শ বিদ্যালয়ের তৃতীয় সাম্বৎসরিক পারিতোষিক দান ক্রিয়া হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে তত্রত্য প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও সাতক্ষীরার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম, খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামেও মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে। এসম্বাদটী আমাদিগের দুঃখের, কিন্তু ইহার সঙ্গে আমরা একটী আহ্লাদের সমাচার শ্রবণ করিলাম, তত্রত্য গ্রামবাসীরা মারীভয় নিবারণের একটী প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রধান

উদ্যোগী হইয়া এক দিন একটী সভা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে খাটুরা গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা চাঁদা করিয়া ঐ সকল গ্রামের বন জঙ্গল প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার কল্পনা স্থির করিয়াছেন। চাঁদাতেও অনেক টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে। অন্য অন্য গ্রামের লোকেরাও যদি এই দৃষ্টান্তের অনুগামী হন, অমোঘ কল্যাণ লাভ হইতে পারে।

ফিনিক্স কহেন ভারতবর্ষীয় সভার আবেদন ক্রমে গবর্ণমেণ্ট বারাসত ও অন্যান্য স্থান সকলের পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ঔষধ ও চিকিৎসক প্রেরণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

দিল্লীগেজেট কহেন বারিদোয়াবে অতিশয় ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এত বৃষ্টি হয় যে অনেক স্থান ডুবিয়া গিয়াছিল। অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এবারে বর্ষার অনুগ্রহ কোথাও শূন্য নহে।

আলাহাবাদ গেজেট কহেন তথাকার দুর্গের নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত বাটী আছে তাহা উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

ইংলিসম্যান কহেন মেডিকাল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাসের যেসকল ডাক্তার ইংরাজিতে ব্যুৎপন্ন হইবেন, তাঁহারা অন্যান্য অপেক্ষা ৫০ টাকা অধিক বেতন পাইবেন। উৎসাহ দানের এ উত্তম উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

পরিদর্শকে দৃষ্ট হইল, রাও সাহেবকে যিনি ধৃত করিয়া দিবেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৫০০০ টাকা পারিতোষিক দিবেন কহিয়াছিলেন, টাকার পরিবর্ত্তে সেই মূল্যের এক জায়গির দেওয়া স্থির হইয়াছে. এটী সকলের পক্ষেই সুবিধার পরামর্শ।

পেট্রিয়ট কহেন লাক্ষেসায়ারের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশে ৭৫০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

পেট্রিয়ট কহেন গত সপ্তাহে ৬ জন লোক বিষপান দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

উক্ত পত্র আরো কহেন দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে সর বার্টল ফ্রিয়র সাহেব সকল লোককে কর্ম্ম কাজ দেওয়া হয় এরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন।

ঢাকা নিউস কহেন তথায় এক শাখা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভার শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই।

এক সপ্তাহে নিম্ন লিখিত মূল্যের অহিফেন বিক্রয় হইয়াছে।

বেহার..................১৭২২২১০ টাকা
বাঙ্গালাদেশ..........১৬৫৩২০০ ঐ

পেট্রিয়ট কহেন কুচবেহারের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত পত্র আরো কহেন গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার ১৭৫০২১ টাকা অধিক দিয়াছেন। লেং সাহেব যে টাকার জন্য লিখিয়াছিলেন সে সমুদায় গ্রাহ্য হয় নাই। কিন্তু গবর্ণর সাহেব কহিয়াছেন যে উল্লিখিত টাকা ব্যতিরিক্ত যদি আর অধিক টাকা আবশ্যক হয় তাহাও দেওয়া হইবেক। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় সংক্ষেপ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়।

৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

ফিনিক্স কহেন গবর্ণর জেনরল উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইবেন বলিয়া সৈন্য সকলকে আগ্রায় প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।

উক্ত পত্র আরো কহেন হাবড়া হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিলে আরোহিগণের জন্য ১৮০০০ শকট আবশ্যক হইবেক কর্ম্মচারীরা তত শকটের আজ্ঞা করিয়াছেন।

উক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ স্থির হইয়াছেন। আগামি ৮ নবেম্বরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইবেক। অনরেবল ইডেন ও গ্রাণ্ট সাহেব [illegible]টন ও ফারগুসন সাহেবের পরিবর্ত্তে নিয়োজিত হইবেন। এবং বাবু রামগোপাল ঘোষ বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের পদে নিযুক্ত হইবেন। বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ত্বরায় প্রধানতর বিচারালয়ে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া তিনি উক্ত সভার সভ্য পদ পাইলেন না। পিটারসন ও মোর ন সাহেব এখানে উপস্থিত নাই কিন্তু সত্বর কাল পর্য্যন্ত আসিতে পারেন।

একটা জনরব উঠিয়াছে সর চার্লস উড পতিত ভূমি সংক্রান্ত যে চিটি ভারতবর্ষে লেখেন লার্ড পামরষ্টন তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। বোধ হয় পামরষ্টনের কোন অভিপ্রায় থাকিবে।

দিল্লীগেজেট কহেন রাওয়াল পিণ্ডিতে এক জন সেনা আর এক জনকে গুলি মারিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। সেনাদের গুলিমারা রোগ হইয়াছে।

ইংলিশ হেরাল্ড কহেন রেইল যোগে এক জন সিন্দুকে করিয়া কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী প্রেরণ করিয়াছিল কিন্তু কতিপয় রেইলওয়ের লোকে তাহা অপহরণ করিয়া সিন্দুক মধ্যে প্রস্তরাদি রাখিয়া ছিল। অপরাধীরা ধৃত হয় নাই। থানকে থান বজায়।

৬ই কার্ত্তিক বুধবার।

ফিনিক্স কহেন সর চারলস উড ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ যোগে ইউরোপ হইতে যে সমস্ত সমাচার আসিবে তাহা সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে না দেওয়া হয়। এটী অতিশয় অসঙ্গত আজ্ঞা।

রিফরমার কহেন সর চারলস জাকসন শারীরিক সুস্থতা লাভার্থ চীন দেশে গমন করিবেন।

দিল্লীগেজেট কহেন সর হারবার্ট এডওয়ার্ডস হায়দরাবাদের রেসিডেণ্টের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন তিনি কহেন তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে উত্তম।

হিউম সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জামাতা গিফোর্ড সাহেব ইণ্ডিয়ান এম্পায়ারের সম্পাদক হইবেন।

৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

ফিনিক্স কহেন ফারগুসন সাহেব এক বৎসরের জন্য অবকাশ পাইয়াছেন তজ্জন্য নিম্ন লিখিত বন্দোবস্ত হইয়াছে। এ, ডি জোন্স সাহেব ষ্টাম্পের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ হইবেন। জে, এ, ক্রফর্ড সাহেব প্রতিনিধি কষ্টম কালেক্টর হইবেন এবং ট্রেবর সাহেব ফারগুসন সাহেবের কর্ম্মে থাকিবেন।

মান্দ্রাজ টাইমস কহেন সর চারলস ট্রিবিলিয়ন লেং সাহেবের কর্ম্ম পাইবেন। যদি সত্য হয় অতিশয় আনন্দের সমাচার।

হরকরা কহেন নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে লাক্ষেসায়ারের বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের

সাহায্যার্থ টাউন হালে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়দিগের এক সভা হইবে স্থির হইয়াছে।

উক্ত পত্র আরো কহেন প্রধান বিচারপতি আজ্ঞা দিয়াছেন পূর্ব্বে ক্রিমিনাল সেসিয়ন (ফৌজদারি আদালত) ছয় সপ্তাহের পর হইত এক্ষণে প্রতি মাসে হইবেক।

আউয়ার পেপার কহেন মালদ্বীপে ঝড় হইয়া অনেক অর্ণবপোত জলসাৎ হইয়াছে, তন্মধ্যে এক খানির ৭০ জন লোকের মধ্যে ৪০ জন হত হইয়াছে।

লাহোর ক্রনিকেল কহেন অমৃত সহরে জেমস ডগলাস নামে এক ব্যক্তি সীকার করিতে গিয়া গুলি মরিয়া এক ব্যক্তির প্রাণ বধ করিয়াছে। সাহেব হতব্যক্তির পরিবারগণকে টাকা দিয়া বশ করিয়াছেন। গুলি করিয়া মনুষ্য হত্যা করা কি বন্ধ হইবে না।

কলিকাতা পুলিযের এই নুতন নিয়ম হইয়াছে যে গাড়ি ঘোড়া রাস্তার বাম ধার দিয়া যাইবেক, যদি দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করে পুলিসে শাস্তি হইবে। গত কল্য এক জনের এই দোষের জন্য ৩ টাকা জরিমানা হইয়াছিল দিতে অক্ষম হওয়াতে ৭ দিনের জন্য কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। নিয়মটী অগ্রে ভালরূপে জানাইয়া শেষে দণ্ড করা কর্ত্তব্য।

পরিদর্শক বলেন মৃত বাবু রসময় দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু গিরিশচন্দ্র দত্তে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করণ বিষয় আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণেও পাঠকগণের ত[illegible]র্থে লিখিতেছি যে, রসময় বাবুর আর এক পুত্র বাবু হরচন্দ্র দত্ত গত মঙ্গলবারে সপরিবারে খ্রীষ্ট যীশুর শরণ লইয়াছেন। রেভারেণ্ড বমওয়েজ সাহেব তাঁহাদিগকে ব্যাপ্টাইজ করেন।

৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

শুনা গেল ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সাঁইথে ষ্টেসনের এক পুল ভাঙ্গিয়া এক খান মালের গাড়ি পড়িয়া গিয়াছে সবিশেষ সমাচার পাওয়া যায় নাই। মালের গাড়ি না হইলে অসংখ্য লোকের আঘাত লাগিবার ও প্রাণ নাশের সম্ভাবনা ছিল।

অক্সান কোম্পানি (টোলার নীলাম) উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। অনেক কর্ম্মচারীকে জবাব দেওয়া হইয়াছে উপযুক্ত লোক থাকিলে বোধ হয় এতাদৃশ অবস্থা হইত না।

ফিনিক্স কহেন ব্রহ্মদেশে নূতন পুলিস হওয়াতে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। প্রথমে প্রোমে ঐ পুলিষ হয়, এই স্থানে দস্যুর অতিশয় উৎপাত ছিল, এক্ষণে সে শঙ্কা দূর হইয়াছে সেই দেশের লোকেরাই সৈন্য শ্রেণীমধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে। তদ্ভিন্ন হিন্দু স্থানিরাও আছে।

২৯ সেপটেম্বর আহাম্মদ জানের পুত্র ৫০০০ সৈন্য লইয়া আমীর দোস্ত মহম্মদের সেনার সহিত এক ঘোর তর যুদ্ধ করেন, উভয় পক্ষেই অনেক লোক হত হইয়াছে। অনন্তর আমীর নূতন সৈন্য প্রেরণ করিয়া শেষে জয়ী হইয়াছেন। এক্ষণে কর আদায় করিতেছেন। আহাম্মদ জানের সহধর্ম্মিণী প্রসব কালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, আমীর কন্যার মৃত্যু সমাচার শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। আমীরের স্ত্রীও ওলাউঠায় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। কতক গুলি দস্যু একত্র হইয়া পথিক দিগের প্রাণ বধ করিত আমিরের পুত্র তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের ফাঁসির আজ্ঞা হইয়াছে।

পুনা অবজারবর কহেন ১৯ বৎসর বয়স্ক এক বালক অলঙ্কারের লোভে অষ্টম বর্ষের একটী বালকের প্রাণ হত্যা করিয়া সেধৃত হইয়াছে এবং তাহার ফাঁসি হইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড কহেন ১৮৬১ সালে স্কটলণ্ডের ফ্রিচর্চ ভারতবর্ষে ৮৫৪১ জন লোককে শিক্ষাদান করিয়াছেন তন্মধ্যে কলিকাতা ও শাখা

বিদ্যালয়ে	৩৩৮৯
মান্দ্রাজে	২৪৮২
বোম্বাইয়ের ও পুনার	২০২৫
নগাপুর	৬৩৪
একুনে	৮৫৪১

ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় শিক্ষাদান জন্য ২৪৭২৮০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে ইহার চতুর্থাংশের এক অংশ সংগৃহীত হইয়াছে।

ইংলিসম্যানের এক জন সংবাদ দাতা কহেন লার্ড কানিঙের ৮০০০০ টাকা মূল্যের উত্তম দ্রব্য নীলামে বিক্রয় হইবেক। ফরাসি সম্রাট কহিয়াছেন সকল ক্রয় করিবেন।

মফসলাইট কহেন সিরধানার বেগম মোগল বাদসাহদিগের নিকট অনেক জায়গির পাইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ১৮০৩ সালে সে সকল স্বীকার করেন কিন্তু বেগমের মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয় গবর্ণমেণ্ট আত্মসাৎ করিলেন কেবল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যাহা পুরস্কারস্বরূপ দিয়াছিলেন তাহাই রহিল। বেগমের উত্তরাধিকারি প্রিবি কাউনসিলে নালিস করিলেন। বিষয় ৩০.৪০ লক্ষ টাকার হইবে। ২০ বৎসরের পর আজ্ঞা হইয়াছে অর্দ্ধেক টাকার নালিস দিল্লির ডেপুটি কমিসনরের নিকট ও বাকী অর্দ্ধেকের নালীশ পঞ্জাবের আদালতে হইবেক। ভক্ষণ করিয়া উদ্গিরণ করিতে গেলে অতিশয় কষ্ট হয়।

৯ই কার্ত্তিক শনিবার।

বোম্বাই সটর্ডে রিবিউ বলেন সর বার্টল ফ্রিয়ারের সুশাসনে সন্তুষ্ট হইয়া তত্রত্য প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহাকে টৈকালা নামক সভা গৃহে এক ভোজ দিবেন। প্রধান পুরুষেরা প্রজারঞ্জন হন, ইহাই আমাদিগের অভীষ্ট কিন্তু প্রজারঞ্জনে যেন দলাদলি না থাকে।

উক্ত পত্র আরও বলেন ইঞ্জিনিয়ার দলের লেপ্টেনণ্ট জাক্সন নামক যে ব্যক্তি এক জন খানসামাকে প্রহার করিয়া বধ করে তাহার শীঘ্র মুলতানে বিচার হইবে। বোম্বাইয়ের বারিষ্টর স্কোবল সাহেব তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন।

দক্ষিণ হেরাল্ড বলেন সেপ্টেম্বর অবধি এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে উত্তম শস্য জন্মিবে। কয়েক মাস পূর্ব্বে সকলে বিপরীত আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

পুনার নিকটস্থ কাপুর গ্রামে যে বালক অলঙ্কারের লোভে আর এক বালকের প্রাণ বধ করে, দক্ষিণ হেরাল্ড বলেন পুনার সেসিয়ন জজ তাহার ফাঁসী দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন ত্রিবাঙ্কুরের রাজা স্বীয় রাজ্যের ব্যয় সংক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছেন রাজা আগে নিজবাটীর ব্যয় সংক্ষেপ করেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯১৸৵।—৯২
৪ টাকার কোম্পানি	৯৩৸৹—৯৪
৫ টাকার সিক্কা	১০৪৷৷—১০৪৸
৫৷৷ টাকার	১১১৸৵।—১১২৵

পরিদর্শক হইতে উদ্ধৃত।

সম্প্রতি আমরা রাণাঘাট দিয়া কোন স্থানে গমন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে চুর্ণী নদী তীরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার স্রোত বক্রতা ও প্রাকৃত শোভা সন্দর্শন করিতেছি, এমত সময় অমুন ২৫। ৩০ জন দীন হীন প্রজা আমাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ অগ্রসর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল মহাশয়! আপনার হস্তে নানাবিধ ছাপার কাগজ দেখিতেছি, আপনি হয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিশেষ কর্ম্মচারী, না হয় কোন ছাপাখানার কর্ত্তা হইবেন। আপনি অবশ্যই গবর্ণমেণ্টের সমুদায় খবর জানেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বলিয়া দেউন "এক্ষণে নদীয়া জিলার কমিসনর সাহেব কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আলীপুর হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছেন কি না? আমরা প্রজাপুঞ্জের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে আদেশ করিলাম। তাহারা ক্রন্দন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল মহাশয়! আমাদের দুঃখের কথা আর কি জানাইব, আমরা পোড়াহাটি কনসরনে ঝিঙেরগ্রামে বাস করিয়া থাকি, কিন্তু তথাকার নীলকর শ্রীযুত চারলস কুইন নামক সাহেবের দৌরাত্ম্যে আমাদের পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করিতে হইল। পৈতৃক বাটি পরিত্যাগ করিয়াই বা এক্ষণে কোথায় যাইব। উক্ত দুরাত্মা নীলকর সাহেব প্রায় আমাদের সকলের নামেই এক এক মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। অধিকাংশের নামে ডিক্রী করিয়া লইয়াছে। এক্ষণে ডিক্রীজারী উপলক্ষে ছোট আদালতের এক জন পেয়াদা সঙ্গে করিয়া আমাদের ঘটী বাটী গরু লাঙ্গল প্রভৃতি যাহা সম্মুখে পাইতেছে, তাহাই কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। মিথ্যা দাদন চুক্তি ভঙ্গের দাবী দিয়া ক্ষতিপূরণ উপলক্ষে কাহারো নামে দুই শত, কাহারো নামে আড়াই শত, কাহারো নামে ৩। ৪ শত টাকা ডিক্রী করিয়া লইয়াছে। আমাদের নিজের কোন দ্রব্যই ত রাখে নাই। পরন্তু যদ্যপি আমাদের কোন কুটুম্ব এক দিনের নিমিত্ত আমাদের বাড়িতে আসে এবং যদ্যপি তাহার সঙ্গে গরু লাঙ্গল বা অন্য কোন দ্রব্য থাকে তাহাও তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইয়া যায়, কোন ওজর আপত্তি শোনে না।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা এ বিষয় তোমাদের দেশীয় বিচারকের নিকট জানাও নাই কেন? তাহারা উত্তর করিল যে "সে বিষয়ের চেষ্টা দেখিতে আমরা কসুর করি নাই কিন্তু কি করি, আমরা গরীব, আমাদের ক্রন্দনে কেহই কর্ণপাত করে না। আমাদের নামে যত গুলো ডিক্রী হইয়াছে তাহা প্রায়ই এক তরফা মোকদ্দমা। আমরা মোকদ্দমার জওয়াব দিতে মোক্তার পাই না। আমরা যে মোক্তারকে স্থির করি, উক্ত নীলকর সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক শত টাকা দিয়া হয় প্রতি নিবৃত্ত করে, না হয় আত্মপক্ষ করিয়া স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করে। ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত লেমন সাহেব উক্ত নীলকর সাহেবের পরম আত্মীয় ও সপক্ষ, সুতরাং তাহার নিকটেও আমরা সুবিচার পাইয়া উঠি না। বিচারকের সাহায্য না থাকিলে কি নীলকর সাহেবেরা এত দূর অত্যাচার করিতে পারে? মহাশয় দুঃখের কথা অধিক কি বলিব, আমাদের জলপাত্র ও হেলে গরু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া যাওয়াতে আমরা আহার ও চাস বাস করিতে পাইতেছি না। যদি এক দিনের নিমিত্ত কাহার হেলে গরু ভাড়া করিয়া আনিয়া চাস করিতে যাই তাহাও তদণ্ডে কাড়িয়া লইয়া যায়। এই দেখুন আমরা এই সমস্ত বিষয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর আসিয়াছে।" আমরা দরখাস্তের চুম্বক ও গবর্ণমেণ্টের উত্তর পাঠ করিয়া দেখিলাম যে নদীয়া জিলার কমিসনর সাহেবের উপর তৎসমুদায়ের তত্ত্বাবধান ও বিচারের ভার অর্পিত হইয়াছে। ইত্যাদি

ইউরোপীয় সমাচার।

১৫ সেপ্টেম্বর।

হ্যাগারষ্টাউনে লি ও মেকলিনের সহিত এক ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। মেকলিন সমাচার পাঠাইয়াছেন যে শত্রুরা পরাজিত হইয়াছে এবং ফেডারেল সেনারা পটমাক পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। কনফিডারেটদের ১৫০০০ লোক মারা গিয়াছে। জাকসন পুনরায় পটমাক পার হইয়া গিয়াছেন।

স্পেনের রাজ্ঞী রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন স্থির হইয়াছে। শুনা যাইতেছে টিউরিনে রাজ্য বিষয়ক পরিবর্ত্তন হইবে। ভিউরাও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

২২—মেকলিন সমাচার প্রেরণ করিয়াছেন যে কনফিডারেটেরা পটমাকের অন্য পারে পলায়ন করিয়াছেন। কেনটকি হইতে সমাচার পাওয়া গেল ফেডারেলদের পক্ষে উত্তম নহে।

জাক্সন পটোমাক পার হইয়া উইলিয়ম্স্‌বর্গে উপস্থিত হইয়াছেন মেরিলাণ্ডে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, কনফিডারেট সেনারা পরাজিত হইয়া ভরজিনিয়ায় পলায়ন করিয়াছে। বোধ হয় উভয় পক্ষে ২০০০০ লোক মারা গিয়াছে। হার পার্সফেরিকে ১০৫০০ ফেডারেল আত্মসমার্পণ করিয়াছে কিন্তু ফেডারেলেরা পুনরায় সেই স্থান হস্তগত করিয়াছে। পশ্চিম ভারজিনিয়ার কনফিডারেটেরা জয়ী হইয়াছে, মণ্টোরিকে ক্রোক করিবার আইন প্রচলিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৮ অক্টবর—নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা মাইমনসিংহে সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা কমিটির মেম্বর হইবেন, বাবু কালীচরণ ঘোষ ও কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ।

মৌলবি আহাম্মদ বক্স সিলেটে প্রিন্সিপেল সদর আমিন হইবেন।

বাবু গঙ্গাচরণ সোম ঢাকায় প্রিন্সিপল সদর আমিন হইবেন এবং ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারা মতে উক্ত প্রদেশে প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

সি, ম্যাকে সাহেব রংপুরে প্রিন্সিপেল সদর আমিন হইবেন এবং উক্ত প্রদেশে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

১১ অক্টবর—নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা নদিয়ার ১৮৪৩ সালের ১৫ আইন মতে প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ১৮৩৮ সালের ৯ আইন মতে ডেপুটি কালেক্টর হইবেন। কমিসনার ই, জাক্সন সাহেবের অধীনে থাকিবেন এবং কৌ-

জদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারা মতে উক্ত প্রদেশে প্রত্যেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু গোপালচন্দ্র সেন।

" অম্বিকাচরণ ঘোষ।

১৪ অক্টোবর—নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা নিম্ন লিখিত প্রদেশে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারি হইবেন এবং প্রত্যেকেই ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারা মতে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন

জে, এস, কার্সটেয়র্স—হুগলিতে।

জে, বক্সওএল—মাইমন সিংহে।

আর, আর, প্রাইস—মুরসিদাবাদ।

ডি, আরউইন—দিনাজপুর

আর, এইচ, পসি—নোয়াখালিতে

এইচ, এ, ককরেল সাহেব—২৪ পরগণার কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

নদিয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, ই, গ্রে সাহেব উক্ত প্রদেশে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, জে, হারবেল সাহেব মালদহে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু যত দিন অন্য আজ্ঞা না হয় রেবেনিউ বোর্ডে জুনিয়র সেক্রেটরির প্রতিনিধি থাকিবেন।

১৫ অক্টোবর—ডি, টি, টেলর সাহেব রংপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জর্জ, ডিলন সাহেব ছোট নাগপুরে লোহার ডঙ্গার অতিরিক্ত সহকারি কমিসনর হইবেন এবং ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইনে) ২২ ধারা মতে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু অভয়চরণ ঘোষ কালনা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং বর্দ্ধমানে উক্ত মাজিষ্ট্রেটর সম্পর্কিনতা পাইবেন।

১৮ অক্টোবর—নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা শিবপুরে সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা কমিটির মেম্বর হইবেন।

বাবু মহানন্দ মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রমোহন গোস্বামী।

বাবু রাখালদাস হালদার বর্দ্ধমান বিভাগে ১৮৩৩ সালের ১৫ আইন মতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইন মতে ডেপুটি কালেক্টর হইবেন। তাঁহাকে বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিতে হইবে এবং ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারা মতে উক্ত প্রদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্ন লিখিত মুন্সেফেরা প্রথম শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন।

বাবু ব্রজমোহন দত্ত

গুরুপ্রসাদ সেন

মৌলবি মফিজুদ্দিন ১৮৩৩ সালের ৯ আইন মতে ঢাকার ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

২০ অক্টোবর—লেপ্‌টেনেণ্ট, জে জনষ্টন ভগলপুরের প্রথম শ্রেণীর পুলিসের সহকারী অধ্যক্ষ হইবেন।

প্রধানতম বিচারালয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সিনিয়র উকিল বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত সিনিয়র উকিল হইবেন।

প্রধানতম বিচারালয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি জুনিয়র উকিল বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় জুনিয়র উকিল হইবেন।

২১ অক্টোবর—তৃতীয় শ্রেণীর পুলিসের সহকারী অধ্যক্ষ, ডি, সি, মাক উইনি সাহেব গোয়ালপাড়া হইতে দরংয়ে বদলি হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর পুলিসের সহকারী অধ্যক্ষ ডবলিউ, ডবলিউ, ড্যালি সাহেব দরং হইতে গোয়ালপাড়ায় বদলি হইবেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,এ, এবং বি, এল বাকরগঞ্জে বদলি হইবেন এবং ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইনের) ২২ ধারা মতে উক্ত প্রদেশে প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটর ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বাকরগঞ্জে প্রিন্সিপল সদর আমিনের প্রতিনিধি হইবেন এবং উক্ত প্রদেশে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

১৬ অক্টোবর—ঢাকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর কে, এইচ, ষ্টিফন সাহেব মাণিকগঞ্জ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু শ্যামচন্দ্র নাথ ফিরোজপুর বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২২ ধারা ও ১৮৫৩ সালের ১০ আইনের ১ ধারা মতে বাকরগঞ্জে প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

প্রেরিত।

মহিমাবরেষু।

মহাশয়! আপনি এক্টিংগানের জজ মাষ্টর ওগলবি টেম্পুলকে জানেন. ইহাঁর সৎ বিচারে এদেশে আর কি গোলযোগ থাকিতে পারে. ইনি বিচার আসনে বসিয়াই ডিক্রী, ডিক্রী, রব করেন তাহাতে গোলযোগের বাপের সাধ্য কি সেখানে তিষ্ঠে। সম্পাদক মহাশয়! মহামতি টেম্পুল অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে যদি দেওয়ানি ফৌজদারি ও রাজস্ব সংক্রান্ত আদালতের ক্ষমতার হ্রাস করিয়া নিজ ক্ষমতা বিস্তার না করিতেন তাহা হইলে কি ঐরূপ হইত। এই টেম্পুল কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের অতীত বিচারক সর ইলিজা ইম্পীর সদৃশ তিনি যেমন তৎ সময়ে এতদ্দেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতার হ্রাস করিয়া নিজে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া ছিলেন, ইনি তাহা হইতেও অধিক। এখানে টেম্পুলের সহায়তাতেই প্রায় প্রজারা খাতা স্বীকার করিতেছে এবং যাহারা নীলকরের দাদন লইতেছে না তাহাদিগকে নীলকরেরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া দস্তখত করাইয়া লইতেছে, তাহাতে কেহ ফৌজদারিতে নালীষ করিলে তাহার উপর ৩০০ টাকার দাবিতে খেসারতের নালীষ হয়, নালীষ হইলেই ডিক্রী জানাই আছে. প্রজা নিরুপায় হইয়া নীলকরের পদানত হয়. এস্থলে নীলকরগণ ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য. তাঁহারা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া আবেদী দিলেই ডিক্রী পান। দ্বিতীয়, প্রজাগণ এক্ষণে ছোট আদালতের নালীষে আর জওয়াব দিতে যায় না। যদি তাহারা নীলকরের নালীষ অস্বীকার করে তাহা হইলে মিথ্যা শপথের মকদ্দমায় নিশ্চয় সেই দিনে দাবি ডিক্রী হইয়া সেই ডিক্রী জারিতে তাহারা আদালতে কএদ থাকে, নীলকরগণ এক্ষণে এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন প্রথমতঃ কোন প্রজা নালীসের জবাব দিতে আইলেও তাহাকে মিথ্যা শপথের দোষে অপরাধী করিতে জজকে প্রবৃত্তি লওয়ান, তাহাতে যাহাকে পাড়িতে নাপারেন, তাহার বিরুদ্ধে দাবি ডিক্রী করিয়াই নীলকরের প্রার্থনা মত ডিক্রীজারির হুকুম দিয়া উত্তর দায়ক প্রজাকে রুদ্ধ করেন। সম্পাদক মহাশয়! ইহাঁর এক কথাও অলীক নহে, প্রামাণিক সাক্ষী আছে। অভিনব প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের বিচারক মাষ্টর লুইসজাকসন টেম্পুলের ঐরূপ মিথ্যা শপথের মকদ্দমায় অপরাধী নিস্‌ জোতদারকে বিচার করিয়া মুক্ত করিয়া ছিলেন।

বোধ করি ইহা তাঁহার স্মরণই আছে গত মে, জুন, জুলাই ও আগষ্ট এই কএক মাসে নীলকর প্রজার বিরুদ্ধে যে সকল মকদ্দমা করিয়াছেন, তাহা প্রায় একপক্ষ বিচারেই ডিক্রী হইয়াছে। প্রজাগণ হতাশ হইয়া মকদ্দমার আর জওয়াব দেয় না। গবর্ণমেন্ট যদি এই কএক মাসের মাসকাবারী দর্শন করেন, তাহা হইলে এবিষয়ের প্রমাণ পাইবেন।

দ্বিতীয় বিচারক শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ মল্লিক ডিপুটী কালেক্টর, ইনি একটী আহ্লাদের প্রাব, সর্ব্বদা শয়ন করিয়াই কাল কাটান, সেরেস্তাদার মহাশয়ই ইহার সর্ব্বস্ব ধন, ইনি মকদ্দমা যে ডিস্মিস করিতে হয়, তাহা প্রায় অনবগত, ডিক্রীই ইহাঁর হুকুম, ইংরাজী বোলই বুলী, তবে কখন কখন ভ্রমবশতঃ দুই এক মকদ্দমা নম্বর খারিজ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, বাবুর স্বভাবটী অতিশয় নিরপেক্ষ। ইনি রাত্রিতে যাহা ভোজন করেন, তাহাও স্বীয় নিষ্পত্তি পত্রের মধ্যে লিখেন কিছুই ছাড়েন না, কিন্তু তাহাতে কাহারো কিছু উপকার দেখেনা কেবল ইষ্টেসনারি খরচই অধিক পড়ে, আর বাবুর মাথাধরা একটী রোগ আছে, তাহাতে কখন কখন এদেশ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন কিন্তু এদেশের প্রজার এমন সৌভাগ্য কোথ যে তাহা ঘটিয়া উঠিবেক।

সম্পাদক মহাশয়! দুঃখের বিষয় কি বলিব প্রজাগণ তাহাদিগের জমী জমা ইস্তাফা করিয়াছে কিন্তু নীলকরগণ তাহাদিগের ইস্তাফা করা জমার দ্বিগুণ ধরিয়া নালীষ করিতেছেন। ইস্তাফা দর্শাইয়া এই বলিয়া জওয়াব দিতেছে যে আমার যে জমা ছিল তাহা আমি ইস্তাফা করিয়াছি, তাহা ভিন্ন আমার আর কোন জমা জমি নাই, কিন্তু মহামতি ডিপুটী বাবু নীলকর দিগের আর্জ্জী কি মিথ্যা বিবেচনা করিতে পারেন? সম্পাদক মহাশয়! প্রজাগণ জমা জমী ছাড়িয়া দিয়া কেবল রেইলওয়ের কর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিতেছে, তাহাতেও তাহাদিগের প্রত্যেকের উপর খেসারত বাবতে ২। ১ খানি ও ১০ আইনের ২। ১ খানি ডিক্রী হইয়া আছে। মহাশয় গবর্ণমেন্ট যদি এবিষয়ের তদন্ত করেন, তবে কুটীর অধীন প্রায় ২০০ শত গ্রামের প্রজার এই অবস্থা দেখিতে পাইবেন। তাহাদিগের ঘর নাই, গরু নাই, আবাদী জমী নাই, পয়সা নাই, কিছুই নাই, বলিলেই হয়।

তৃতীয় বিচারক শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডেপুটী কালেক্টর। ইনি মোটা মোটা মানুষটী স্বভাবটি যে নিরপেক্ষ নয় তাহা আমরা বলিতে পারিনা।

চতুর্থ বিচারক মেষ্টর ডবলীউ এইচ রাইলণ্ড সাহেব ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, ইনি আগমন করিয়া নীলঘটিত মকদ্দমা বড় করেন নাই ইহাতে ইহাঁর অভিপ্রায় এপর্য্যন্ত ভালরূপ জানিতে পারা যায় নাই কিন্তু ভরত মণ্ডলের মকদ্দমায় ইহাঁর প্রতি কিছু সন্দেহ জন্মিয়াছে। ছোট আদালতের অনুগ্রহে ইহাঁকে বড় মকদ্দমা করিতে হয় না।

পঞ্চম বিচারক বাবু বিষ্ণুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ এবং ডেপুটী কালেক্টর ইহাঁর ইচ্ছা যে যথার্থ বিচার হয়, কিন্তু ইনি নীলকরগণের বিশেষতঃ মেষ্টর তামস আই বেলি সাহেবকে অত্যন্ত ভয় করেন না।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যশোহরের প্রায় কক্ষোপান্তে অবস্থিতি করিয়াও কৌতূহল পরিপূরিত হিলিসাহেব সংক্রান্ত বিষয়ের জ্ঞানতৃষ্ণা পরিশান্ত হইতেছে না। অদ্য তত্রত্য কোন মিত্রের পত্রিকা দ্বারা অবগত হইল জিলার বিচারে তাহার মহাপরাধ সুচারু ও যথেপ্সিত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, অনতিবিলম্বেই মহানগরীস্থ সর্ব্বোপরিস্থ বিচার মন্দিরে অর্পিত হইয়া ত্বরায় তথায় নীত হইবেক। জনশ্রুতিতে জানা গিয়াছে সাক্ষিদিগের ভ্রম জন্মাইবার জন্য আকৃতিতে সৌসাদৃশ্য শালী নামান্তর ধারী আর চারটী হিলী আসিয়াছিল কিন্তু ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। প্রতিপক্ষেরা বহুায়াস পূর্ব্বক এরূপ আয়োজন ও সংঘটন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেনাই × দশশত করধারী সদৃশ সত্যকে মিথ্যারূপ কুজ্ঝটিকা দ্বারা অপ্রকাশিত রাখিতে পারে নাই। হিলির হিতৈষী রক্ষকেরা নানা কৌশলাদি অবলম্বন করিয়ও পদে পদে বিফল প্রযত্ন হইতেছে। করাচ্ছাদন দ্বারা কি জগৎ প্রকাশককে প্রচ্ছন্ন রাখা যায়? অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে কি বস্ত্রাঞ্চল নিবদ্ধ করিয়া লুকায়িত রাখা যায়? বহুজন সমাকীর্ণ বিচার স্থলীতে পঞ্চ সংখ্যক হিলি নির্বিশেষে দণ্ডায়মান হইলেও সা ধীবা, যাহারা বারমাত্র সংগ্রাম ক্ষেত্রে হিলিকে নয়ন গোচর করিয়াছিল এক একে অমনি নিমেষ মধ্যে প্রকৃত হিলিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা লক্ষ করিয়া দেখাইল, ঠিক যেন ধর্ম্ম স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াই তাহাদিগের অঙ্গুল্যগ্রে বাস করিয়া পথ দর্শক ও নির্দ্দেষ্টা হইয়া রহিয়াছিলেন। তৎকালীন বিচার সভা যেন দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভা হইয়াছিল। সেই রূপ লোক ললাম ভূতা বরবর্ণিনী পঞ্চনল মধ্য হইতে বিদর্ভাধিপতিকে নির্ব্বাচন করিলা যে আমান্য চতুরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই কবিরাজ রাজমুকুটালঙ্কার শ্রীহর্ষের রচনাশক্তি প্রকাশের অশেষ ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন তাহারাও তদনুরূপ বুদ্ধি নৈপুণ্যের ভয় প্রদান করিয়াছেন কিন্তু এত দূর দেখিয়াও ভয় ও সংশয় বিমিশ্রিত মনোবৃত্তির নিবৃত্তি হইতেছে না। অত্যাচারকারী দিগের দল যেরূপ পরাক্রান্ত তাহাতে তাহা অসম্ভব নহে যে তাহারা পরিশেষে এ সমুদায় ব্যর্থ করিয়া ফেলিবে। এক জনতো পূর্ব্বাহ্ণেই ভাব ভঙ্গি বুঝিতে পারিয়া ত্বরা করিয়া মূল ধরিয়া বসিয়া আছে। দৌলত চৌকীদার তাহার চরম দিবসে সেই করাল নিধন মঞ্চোপরি আরোহণের পূর্ব্বে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় মোরেল মহাত্মাকে দর্শনেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল পরে প্রত্যুত্তরে তাহার ভারতভূমি পরিত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া কহিল "হাঁ তিনি আমাদিগের পরিত্রাণার্থে বিলাতে গিয়া প্রতিকারের পথ দেখিতেছেন স্মরণ হইল বটে"।

এই বিষয়টী এপ্রদেশের অধিকাংশ লোকের চিত্ত সমাকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে; নূতন হাই কোর্ট হইয়া অবধি ঈদৃশ কাণ্ড তাহার বিচারে অর্পিত হয় নাই। দেখা যাউক মহাবিচারপতিরা কি করেন। স্বজাতি মমতা যদি তাহাদিগকে বশংবদ করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যে কলঙ্কার্পণ করে, তবে সত্য আর কাহাকে অধিকার করিবেক।

সংপ্রতি অত্রস্থ একটী রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ম্ম হইতে অবসর হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। নাম তাঁহার ভবজ্ঞানী চরণ মিত্র বাসভূমি, কলিকাতা। তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে বিলক্ষণ লোকপীড়ন সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তিনি নির্ব্বিশেষে সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। তিনি অতি সভ্য মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ব্যক্তি।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী বাকরগঞ্জ ১২৬৯ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত কোং ৫ টাকা
,, রমানাথ তর্কবাগীশ মেদিনীপুর ১২৬৯ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত কোং ৫ টাকা
,, উইলিয়ম মবে রামপুর বোয়ালিয়া ১২৬৯ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৫ টাকা
,, বারুইপুরের ব্রাহ্মসমাজ বারুইপুর কোং ৫ ঐ

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়

সোমপ্রকাশ

" সবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং। "

৪ ভাগ। ৪৯ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ১৮ কার্ত্তিক। ইং ১৮৬২। ৩ নবেম্বর } মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

১৮ই কার্ত্তিক সোমবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরলকে স্বাধীনতা প্রদান প্রয়াস।

ষ্টেট সেক্রেটারি সর চারলস উড ভারতবর্ষস্থ শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছেন। ঐ দল প্রথমে লার্ড কানিঙকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত যে রূপ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, চারলস উডের বিষয়েও সেইরূপ চেষ্টা করিতেছেন। অপরাধ উভয়েরই একবিধ। লার্ড কানিঙ প্রথমে শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া এদেশীয়দিগের স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থে উপেক্ষা করেন নাই, চারলস উডও করিতেছেন না, এই অপরাধ! শ্রীবৃদ্ধিকারিদল কি এ অপরাধ সহ্য করিতে পারেন?

ভারতবর্ষ এক্ষণে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনগত হইয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি উভয়ের অন্তরালে নাই। ঐ কোম্পানি শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের উৎপাত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ ও শ্রীবৃদ্ধিকারিদল উভয়ের স্বার্থ একবিধ নয়, পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ। শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের মানস ও চেষ্টা এই যে এ দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তি তাঁহাদিগের হস্তগত হয়; তাঁহারাই এ দেশে সর্ব্বে সর্ব্বা হন, অন্যান্য প্রজাগণ অধীনে থাকিয়া দাসবৎ তাঁহাদিগের সমুদায় কৃষি ও বাণিজ্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা স্বহস্তে দণ্ডদান ভার গ্রহণ করিয়া কাহাকে রামকান্ত ও কাহাকে বা শামচাঁদ প্রহার এবং কাহাকে বা চূণের গুদামে অবরোধ, এইরূপে যা ইচ্ছা, তাই করেন, কেহ কিছু বলিতে না পারেন; তাঁহারা ইচ্ছামত কাহার প্রাণবধ করিলেও কেহ তাহা রাজদ্বারে না জানান; জানাইলেও কোন দণ্ড না হয়; রাজ্যের মধ্যে যত প্রধান এবং লাভ ও সম্মানকর পদ আছে সে সমুদায় তাঁহাদিগের হস্তগত হয়, এ দেশীয়েরা কেবল পরিচারকের ন্যায় তাঁহাদিগের সহকারী হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে এ দেশীয়দিগের স্বার্থ এই, ইহাঁরা বহুকালাবধি অন্য দেশীয় ও অন্য জাতীয় রাজার পরাধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আপনাদিগের জাতীয় যাবতীয় সদ্গুণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, আর সে স্বাধীনতা রসজ্ঞতা নাই, সে তেজ নাই, সে সাহস নাই, সে মনস্বিতা নাই, সে বিদ্যা নাই, সকলই বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে; সে গুলির উদ্ধার করিতে হইবে, উদ্ধার করিতে হইলে অগ্রে ইহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষার উপায় করিয়া দিতে হইবে; সুশিক্ষা ব্যতিরেকে তেজস্বিতা মনস্বিতা ও স্বাধীনতা রসজ্ঞতা প্রভৃতি কোন গুণেরই আবির্ভাব সম্ভাবনা নাই; এবং ইউরোপীয়দিগের সহিত সমান স্বত্ব, সমান অধিকার ও সমান পদ দানের বিধি করিয়া ইহাদিগের স্বাধীনতা প্রবৃত্তিতে উৎসাহ বারি সেচন করিতে হইবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এই সকল জানিতেন, এবং এতৎসংস্কারানুরূপ কতক কার্য্যও করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এরূপ কার্য্য করিবার আর একটী বিশেষ কারণও ছিল। তাঁহারা সদা এই শঙ্কা করিতেন ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি অত্যাচার হইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইলে পাছে তাঁহাদিগের ইজারা যায়। এই ভয়ে তাঁহা

রঃ শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগকে অধিক প্রশ্রয় দেন নাই, এদেশীয়দিগেরও কতক কতক শুভানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীবৃদ্ধিকারিরা তাঁহাদিগকে প্রীতিনয়নে দর্শন করিতেন না। তাঁহাদিগের ইজারা যাওয়াতে শ্রীবৃদ্ধিকারিরা আপদের শান্তি হইল এই বোধ করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যস্থলে আবার নূতন একটী পদ (ষ্টেট সেক্রেটারির পদ) হওয়াতে তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। ঐ পদটী উঠিয়া গেলেই তাঁহারা নিষ্কণ্টক হন। তদর্থ সবিশেষ যত্নবানও হইয়াছেন।

শ্রীবৃদ্ধিকারিরা এরূপ করিবেন, বিচিত্র নহে। তাঁহারা স্বার্থের নিমিত্তই এ দেশে আসিয়াছেন। স্বার্থই তাঁহাদিগের আরাধ্য দেবতা। তাহার অগ্রে অন্য কোন চিন্তা স্ফূর্ত্তি পায় না। "ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি" এই শব্দটি তাঁহাদিগের ইষ্ট সাধনের মহাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। তাঁহারা স্বার্থ সাধনার্থ যাহাতে প্রবৃত্ত হইতে না পারেন, এরূপ কার্য্য অতি অল্প আছে। তদ্দ্বারা ব্রিটিস জাতির গৌরবের হানি অথবা বৃদ্ধি হউক, তাহাতে তাঁহারা বড় ভ্রূক্ষেপ করেন না। যাঁহাদিগের নিকটে স্বার্থের এত সমাদর, তাঁহারা যে স্বার্থ সাধন পথের কণ্টকোদ্ধরণ বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টাবান হইবেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাঁহারা ভারতবর্ষকে বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতাপ্রদর্শন, যশ উপার্জ্জন ও নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনের প্রধান স্থান জানিয়া রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া আগমন করেন, তাঁহাদিগেরও অনেকে ভারতবর্ষে পদার্পণমাত্র শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের বাতাস লাগিয়া সমুদায় ভুলিয়া যান।

লেঙ সাহেবকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার উদ্দেশে ১৮ই সেপ্টেম্বর মাঞ্চেষ্টরের চেম্বর অব কমর্স এক সভা করেন। তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হইলে তাঁহার ভারতবর্ষের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া এক এড্রেস দেওয়া হয়। তিনি তাহার প্রত্যুত্তর দান কালে প্রধানরূপে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরলের হস্তে অধিক ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদান না করিলে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই। এই বিষয় লইয়া কমন্স হাউসে বাদানুবাদ হইবার সম্ভাবনাও আছে।

কেহ কেহ কহেন, সর চারলস উডের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করা তাঁহার উল্লিখিত অভিপ্রায় প্রকাশের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদিগের সে বাক্যে আস্থা জন্মিতেছে না। সর চারলস উড তাঁহার বজেটে ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন, উভয়ের সৌহার্দ্দও নাই, লেঙ সাহেব ইহাতে বিরক্ত হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। সর চারলস উড যখন তাঁহার পদ ত্যাগের কারণ হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি লেঙ সাহেবের বৈরসাধন করা অসম্ভাবিত নয়। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে সে চেষ্টা করিতে গিয়া ষ্টেট সেক্রেটারির পদটী উঠাইয়া দিবার চেষ্টা জন্মিবে কেন? সর চারলস উড তাঁহার শত্রু, ষ্টেট সেক্রেটারি পদটী তাঁহার শত্রু নয়, ঐ পদ উঠিয়া না গিয়া যদি সর চারলস উড পদচ্যুত হন, তাহা হইলেই প্রকৃত রূপে তাঁহার বৈরনির্য্যাতন করা হইতে পারে। নতুবা পদটী উঠাইয়া দিয়া পরম্পরা সম্বন্ধে তিনি বৈর নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এরূপ মনে করিলেও নীচাশয়তা প্রকাশ হয়। আমাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের মনোরথ পূর্ণ করাই তাঁহার এ চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য।

যে উদ্দেশ্য হউক, আমরা নিঃসন্দিগ্ধ বাক্যে কহিতে পারি, যাবৎ পার্লিয়ামেণ্ট সভার ভারতবর্ষ বিষয়ে সবিশেষ যত্ন না হইবে; যাবৎ ভারতবর্ষের অবস্থা, অভাব ও প্রয়োজনজ্ঞ [illegible] অধিকসংখ্য ব্যক্তি কমন্স হাউসের সভ্যপদে মনোনীত না হইবেন, যাবৎ ভারতবর্ষীয়েরা বল বীর্য্য উৎসাহ ও সাহসাদি গুণে ইউরোপীয়দিগের তুল্যকক্ষ হইয়া আপনাদিগের স্বত্ব ও অধিকার বোধে সমর্থ না হইবেন, তাবৎ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে সমধিক স্বাধীনতা প্রদান করিলে ভারতবর্ষের অনিষ্ট কল্প হইবে সন্দেহ নাই। ধীর, দয়ালু, শান্তপ্রকৃতি মহানুভব লার্ড কানিও যখন গবর্ণরজেনরলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখনও সরচারলস উড ভারতবর্ষকে কণ্ট্রাক্ট বিলের কঠোর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন; পতিত ভূমি বিক্রয় সম্বন্ধে এদেশীয়দিগের স্বত্ব লোপের যে শঙ্কা জন্মিয়াছিল, তাহা হইতেও রক্ষা হইয়াছে। গ্রাণ্টসাহেব নীল প্রদেশ সম্বন্ধে যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সরচারলস উড পদস্থ না থাকিলে তাহার একাংশ হওয়াও ভার হইত। উৎকৃষ্ট গবর্ণরজেনরলের সময়েও যখন এই হইল, অপকৃষ্টের সময়ে যে কি হইবে, সে কথা বলা বাহুল্য।

মুন্সেফদিগের বেতন বৃদ্ধি।

গত বারের প্রতিজ্ঞানুসারে মুন্সেফদিগের বেতন বৃদ্ধির বিষয় অদ্য আমাদিগের প্রধান প্রার্থনীয় হইয়াছে। বেতন পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ। কার্য্যের গুরুতা ও আয়াসসাধ্যতা অনুসারে উহার ন্যূনাতিরেক ও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। মানসিক ও শারীরিক শ্রমভেদে আবার উহার লাঘব গৌরব বিবেচনা হইয়া বহু বৈলক্ষণ্য হয়। যে কার্য্যে অধিক মানসিক শ্রম আবশ্যক, শারীরিকশ্রমসাধ্য কার্য্য অপেক্ষা সচরাচর তাহাতে অধিক বেতন হয়, এরূপ হওয়াও অন্যায় নহে। অনেকে শারীরিক শ্রমকারিকে, আতপতাপিত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর অথবা [illegible] দেখিয়া আপাততঃ তাহার কষ্ট অধিক বোধ

করেন বটে, কিন্তু যদি মানসিক শ্রম কারির দীর্ঘ কালের গুণার্জ্জন ক্লেশ ও চিন্তা প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করা যায়, শারীরিক শ্রমকারির কষ্ট তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। এক্ষণে এই যুক্তির অনুসারে প্রকৃত বিষয়ে আমাদিগের এই জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতেছে, যাঁহারা মুন্সেফী পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা কি শ্রমানুরূপ বেতন লাভ দ্বারা চরিতার্থ হইতেছেন?

মুন্সেফদিগের শারীরিক ও মানসিক উভয় বিধ শ্রমই অধিক। যে সকল ব্যক্তি স্বকর্ত্তব্যে উপেক্ষমাণ হইয়া কেবল বেতন মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের বিষয়ের উল্লেখ করা আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। যাঁহারা স্বকর্ত্তব্য বোধে যথাবিধি ১০টার সময়ে আদালতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিন অনবরত পরিশ্রম করেন, তথাপি সমুদায় কাজের শেষ করিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বিষয়ই উল্লিখিত হইতেছে। শারীরিক শ্রমের কথা ত এই হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শ্রম ও উদ্বেগও যথেষ্ট। যাঁহারা যথার্থ ধার্ম্মিক, যথার্থ বিচার হইল কি না, তাঁহাদিগের মনে সদা এই সংশয় থাকে, কোন ক্রমেই চিত্তের পরিতৃপ্তি হয় না।

মুন্সেফদিগের এত শ্রম, কিন্তু তাঁহাদিগের ঊর্দ্ধ পুরস্কার ১৫০ টাকা। মুন্সেফদিগের দুটী শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর বেতন ১০০, অপর শ্রেণীর ১৫০ টাকা। এখন যেরূপ কাল দিন পড়িয়াছে, ইহাতে ১০০ টাকায় এক জন ভদ্র লোকের কোন রূপে চলে না। ১০ বৎসর পূর্ব্বে মুন্সেফদিগের যে বেতন ছিল, এখনও সেইরূপ আছে, কিন্তু তাঁহাদিগের সাংসারিক ব্যয়াদির বিষয় কি তদবস্থ রহিয়াছে?

১৭৯৩ খৃঃ অব্দের ৪০ আইন অনুসারে প্রথম মুন্সেফী পদের সৃষ্টি হয়। প্রথমে ইহাঁদিগের বেতন নিরূপিত ছিল না, রসুম পাইতেন। তৎকালে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিতেন, ১৮১৪ অব্দের ২৩ আইন দ্বারা ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত বিচার ক্ষমতা হয়। তাহার পর ১৮৩১ অব্দে ১০০ টাকা বেতন স্থির হয়। পশ্চাৎ ১৮৩৭ অব্দে মুন্সেফদিগের শ্রেণী বিভাগ হইল। প্রথম শ্রেণীর বেতন ১৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ১০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। প্রায় ৯৯ বৎসর হইল, ঐ পদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল গত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে ১৫০ টাকা হইয়াছে। ফলতঃ মুন্সেফদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহের যেরূপ অল্পতা দৃষ্ট হইতেছে, অন্য কোন কর্ম্মচারির প্রতি সেরূপ নহে। অধিক কথা কি; সম্প্রতি সকস্থলে যে সমস্ত ছোট আদালত স্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রধান কেরাণিরা ১৫০ টাকা বেতন পাইতেছেন; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফেরা এক শতের অধিক পান না। অথচ ইহাদিগের হস্তে গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে। এই যৎসামান্য বেতন দেখিয়াই ইউরোপীয়েরা মুন্সেফি আদালতকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদিগের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন হইয়া আছেন, এরূপও বলা যাইতে পারে না। ১৮৫৭ অব্দে যখন ৮ আইনের প্রথম প্রস্তাব হয়, তৎকালে মুন্সেফদিগের ২৫০ টাকা বেতনের এবং ২৫০০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার ক্ষমতা হইবার কথা হয়; কিন্তু মুন্সেফদিগের দুরদৃষ্ট ক্রমে ১৮৫৯ অব্দে ৮ আইন বিধিবদ্ধ হইল, তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধি হইল না। প্রধান পুরুষেরা আর কতকাল ঐ পদটাকে সকলের অশ্রদ্ধেয় করিয়া রাখিবেন?

মুন্সেফদিগের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে আমরা যে এত অনুরোধ করিতেছি, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। পূর্ব্বকার মুন্সেফেরা সুশিক্ষিত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের চরিত্রও দোষস্পর্শ শূন্য ছিল না। তাঁহারা কেবল বেতনের উপর নির্ভর করিতেন না; উপার্জ্জনের অনেক পথ ছিল। ইদানীন্তন মুন্সেফেরা সে পথে পদার্পণ করিতে ঘৃণা করেন। এক্ষণে ইহাদিগের বেতন মাত্র সম্বল। পরিশ্রমেরও আত্যন্তিক বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রমানুরূপ অর্থ লাভ না হইলে কেবল এক উন্নত পদ লাভের আশায় দীর্ঘ কাল উৎসাহ অবিপ্লুত থাকা সম্ভাবিত নহে।

ব্যভিচারিণীর দণ্ড না হয় কেন?

১৮৬০ অব্দের ৪৫ আইনের (পেনাল কোডের) ৪৯৭ ধারায় আছে "যদি কেহ কোন স্ত্রীকে অপর পুরুষের পত্নী জানিয়া অথবা তাহার তদ্রূপ হইবার প্রতি বিশ্বাসের হেতু প্রাপ্ত হইয়াও তাহার স্বামির সম্মতি বা সঙ্কেত ব্যতীত তাহার সঙ্গে সহবাস করে, আর যদিও সে সহবাস বলাৎকারের তুল্য অপরাধ না হয়, তথাপি সে ব্যক্তি পরদারাভিগমন অপর ধে অপরাধী হইবেক এবং তজ্জন্য সে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মেয়াদে কোন প্রকার কয়েদের দণ্ডনীয় হইবেক অথবা তাহার জরিমানা কি ঐ উভয় দণ্ডই হইবেক। কিন্তু এমত স্থলে সেই স্ত্রীলোক সহকারিণী বলিয়া শাস্তি পাইবেক না।"

এই ধারাটী লইয়া অনেক দিন অবধি আন্দোলন হইতেছে। অনেকে উক্ত দণ্ডবিধির অসম্পূর্ণতার প্রমাণ স্বরূপ উল্লিখিত ধারাটীর উল্লেখ করিয়া থাকেন। ব্যভিচারী পুরুষের দণ্ডের বিধি হইল, ব্যভিচারিণীর না হইল কেন? আমরাও বুঝিতে পারিতেছি না। যুক্তি উভয় পক্ষেই সমান আছে। লোক স্থিতির নিমিত্ত চৌর্য্যাদি অপরাধের ন্যায় যখন ব্যভিচারের দণ্ড বিধান আবশ্যক হইল, তখন

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই দণ্ডভাগী করা উচিত, উভয়ের দোষ ব্যতিরেকে ব্যভিচার ঘটনা হয় না। ব্যভিচার মূলক সমাজের অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে। হত্যাকাণ্ডের এ একটী প্রধান কারণ। এক জন কবি কহিয়াছেন "বদ্ধমূলস্য মূলংহি মহৎ বৈরতরোঃ স্ত্রিয়ঃ।" স্ত্রীরা বদ্ধমূল শক্রতা রূপ বৃক্ষের মহৎ মূল। এ কথা অযথার্থ নহে। স্ত্রী ঘটিত বহুল অনর্থ উৎপন্ন হয়, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, ব্যভিচারিণীদিগের প্রতি ব্যবস্থাপকগণের সবিশেষ অনুগ্রহ হইবার বিশিষ্ট কারণ দেখা যাইতেছে না। ব্যভিচারিণীরা পরপুরুষগমনরূপ দুষ্ক্রিয়া করিয়া যদি অব্যাহতি পাইল, হত্যা ও চৌর্য্যাদি করিয়া অব্যাহতি না পায় কেন? হত্যা ও চৌর্য্যাদি নিবন্ধন সমাজস্থিতির যেরূপ ব্যাঘাত জন্মে, ব্যভিচার নিবন্ধনও সেইরূপ হইয়া থাকে। তবে যদি পৃথিবীতে এরূপ কোন সমাজ থাকে যে তথায় ব্যভিচারিণী নাই, অথবা যে সমাজে ব্যভিচার দোষকে দোষ মধ্যে গণনা না করে, তত্তৎস্থলে ব্যভিচারের দণ্ড বিধান অনাবশ্যক। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি যে সমাজের নিমিত্ত প্রণীত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথায় ইহার দণ্ডবিধান নিতান্ত আবশ্যক। এদেশীয়েরা পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীজাতির ব্যভিচারকেই গুরুতর পাপ জ্ঞান করেন। যে গৃহে ব্যভিচারিণী থাকে, সেই গৃহ সমাজ মধ্যে সাতিশয় নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকে। ইহার বিশিষ্ট কারণও আছে। এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের ন্যায় ভার্য্যাকে আত্মসম সুখ দুঃখ ভাগী সাধীনবৃত্তি জীব বলিয়া জ্ঞান করেন না। ইহাঁরা মনে করেন, স্ত্রী জাতি ইহাঁদিগের ভোগার্থ ও গৃহ কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। সেই স্ত্রী যদি ব্যভিচারপরায়ণ হইয়া গৃহকার্য্যে ও স্বামির প্রতি বিরক্ত হয়, গৃহস্থের সাংসারিক সুখে এক কালে জলাঞ্জলি হইয়া যায়।

হিন্দুদিগের ব্যভিচারিণীর প্রতি ঘৃণা জন্মিবার আর একটী গুরুতর কারণ আছে। এই জাতির এই সংস্কার আছে, পুত্র পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে পিতার সদ্গতি লাভ হয়। অপুত্রক ব্যক্তির সদ্গতি হয় না কিন্তু সেই পুত্র যদি আপনার ঔরস ও ধর্ম্ম পত্নী গর্ভজাত না হয়, তৎকৃত পিণ্ড দানাদি দ্বারা পিতার উদ্ধার হয় না। অপর, স্ত্রী ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে তাঁহার গর্ভজাত সন্তানের অঙ্গবৈকল্যাদি ঘটিবার ও তন্মূলক সমাজের অবনতি হইবার সমধিক সম্ভাবনা আছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই যদি সুরূপ সদ্গুণ শালী সবল ও নিরাময় হয়, সন্তানও তত্তৎ গুণের অধিকারী হইবে সন্দেহ নাই। এই রূপে প্রতি গৃহের সন্তান পরম্পরা দ্বারা উৎকর্ষ লাভ হইলে তন্মূলক ক্রমে সমাজের উন্নতি লাভ সম্ভাবনা। এই রীতিতে সমাজের ক্রমশঃ উন্নতিও হইতেছে। কিন্তু স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহার বিকলাঙ্গ, অসচ্চরিত্র, ও চিররুগ্ন পর পুরুষ গমন অসম্ভাবিত নয়। সুতরাং তদৌরস জাত পুত্রেরও সেই সেই দোষের অধিকারী হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই রূপ অপকৃষ্ট সন্তান দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইলে জগতের শ্রী হ্রাস হওয়া বিচিত্র কি? ফলতঃ যাহার ব্যভিচার দোষ নিবন্ধন ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, ও ভৌতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, তাহার দণ্ডবিধান কি যুক্তিসহ হইতেছে না? বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের চিত্ত অতি লঘু ও দুর্ব্বল; অল্প প্রলোভনে তাহার মন যেমন বিপথ গামী হয়, তেমনি অল্প দণ্ডেই তাহার দুষ্প্রবৃত্তির নিবারণ হইতে পারে। দণ্ড ভয় দ্বারা যখন চৌর্য্যাদির নিবারণ হইতেছে, তখন এ পাপের নিবারণ না হইবে কেন?

এদেশে বহু বিবাহের প্রথা আছে, এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ব্যবস্থাপকগণ ব্যভিচারিণীর দণ্ড বিধান করেন নাই। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ যুক্তি দণ্ড বিধান প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। সকলকেই বহু বিবাহ করিতে হইবে, এদেশে এমন কোন শাস্ত্র অথবা নিয়ম নাই। ব্যবহারেও দেখা যাইতেছে অতি অল্প মাত্র লোকে একাধিক দার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। গণনা করিলে এমন কি বিংশতি ব্যক্তিরা লোক দুই আনা হয় কি না সন্দেহ স্থল। সেই অল্প লোকের অনুরোধে সমাজের অনিষ্ট করা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে।

এস্থলে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, বহু বিবাহ এদেশের শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্ম নয়, এক কুৎসিত কৌলীন্য প্রথা ও লোকের ভোগ লালসা হইতেই ইহা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এ প্রথার শাস্ত্রের অনুমোদন দূরে থাকুক, বরং শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, ইহা মন্বাদি শাস্ত্রের নিতান্ত বিরুদ্ধ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, সন্তান না জন্মিলে তাহার জন্মিবার কাল প্রতীক্ষা না করিয়া দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিবে না। ঈদৃশ শাস্ত্রানুসারি বহু বিবাহে ব্যভিচার দোষের শঙ্কা অতি অল্প। ফলতঃ যে প্রথা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ের অননুমোদিত, তাহাকে যুক্তি রূপে প্রদর্শন করিয়া ব্যবস্থাপক গণের ব্যভিচারিণীর দণ্ড বিধানে বিরত হওয়া সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উল্লিখিত কুৎসিত প্রথায় হস্তক্ষেপ না করুন, কিন্তু যদি ব্যভিচারিণীর দণ্ড বিধান করিতেন, তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইত। দণ্ড ভয়ে ক্রমে লোকে এ কুৎসিত প্রথা পরিত্যাগে যত্নশীল হইত সন্দেহ নাই। দণ্ড অনেক সময়ে আচার্য্যের কার্য্য করে। সুশিক্ষা বলে বহু বিবাহ প্রথাকে যাহাদিগের গর্হিত বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা নাই, দণ্ড তাহাদিগের সে বোধ জন্মাইয়া দিতে পারে সন্দেহ নাই।

ব্যভিচারিণীর দণ্ড বিধান বিধেয় কি না, এই বিষয় লইয়া দুটী দল হইয়াছে। এক দল দণ্ডবিধানের পক্ষ আর এক দল বিপক্ষ। বিপক্ষ দল সত্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে স্বামী স্বহস্তে দণ্ডদান ভার গ্রহণ করে না। কিন্তু আমরা সচরাচর শুনিতে পাই, ব্যভিচারিণীর স্বামী ক্রোধান্ধ হইয়া সময়ে সময়ে নিজস্ত্রীকে কেবল প্রহার অথবা যন্ত্রণা দিয়া ক্ষান্ত হয় না, তাহার প্রাণ সংহারও করিয়া থাকে। ব্যভিচারিণীর দণ্ড বিধানের বিপক্ষ দলের আর এই একটী চিন্তা আছে, তাহার কি প্রকারে দণ্ড করা হইবে। প্রহার দণ্ড সভ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। কারারুদ্ধ করিলে তাহার অসচ্চরিত্রতার আরো বৃদ্ধি হইবে, এবং তাহার স্বামীরও গৃহিণী ব্যতিরেকে সাংসারিক কার্য্যে বহু বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, ব্যভিচারিণী গৃহিণী ব্যতিরেকে গৃহস্থের সাংসারিক কার্য্যের সুশৃঙ্খলা অথবা বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, সে চিন্তা অতি অকিঞ্চিৎকরা তাদৃশ অসতীর গৃহে না থাকাই মঙ্গল। তাহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অন্য অন্য পরিবারেরও চরিত্র মন্দ হইয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এই, স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র কারা গৃহ হইলে এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তি দ্বারা তাহার তত্ত্বাবধান নিয়ম হইলে তাহাদিগের চরিত্রের অধিকতর দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা কি?

এস্থলে আমাদিগের আর একটী বক্তব্য আছে। ব্যভিচারিণী পতি যদি নিজ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, এক্ষণকার আইনে তাহার কোন উপায় বিধান করা হয় নাই। কে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন দিবে? যাহার সহিত সে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহার উপরে কি তাহার ভরণ পোষণ ভার পতিত হইবে? যে স্থলে পুরুষের প্রবর্ত্তনা দোষে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়, সে স্থলে পুরুষের উপরে গ্রাসাচ্ছাদন দানের ভার সমর্পণ কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু যেখানে স্ত্রীর নিজ দোষে ব্যভিচার ঘটিয়াছে, সেখানে পুরুষের স্কন্ধে তারক্ষেপ ন্যায্য হইতেছে না। কোন্ স্থলে স্ত্রীর দোষ, কোন্ স্থলে বা পুরুষের দোষ তন্নির্ণয় সহজ নয়। স্বামি পরিত্যক্ত ব্যভিচারিণীরা আপনারা উপার্জ্জন করিয়া আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে একথা বলাও সঙ্গত হইতে পারে না। সকলের উপার্জ্জন ক্ষমতা হয় না। ঐ সকল পরিত্যক্ত স্ত্রীকে নূতন উপনিবেশে প্রেরণ করা বিধেয়। সেখানে প্রেরিত হইলে দ্বিবিধ ইষ্ট লাভ হইতে পারে। এক, নূতন উপনিবেশে স্ত্রীর যে অসঙ্গতি থাকে, এই উপায় দ্বারা তৎ পূরণ হইবে, দ্বিতীয়, ঐ সকল স্ত্রী তথায় গিয়া এক এক ব্যক্তির নিকটে থাকিয়া গৃহস্থাশ্রমের সুখ ভোগ করিতে পারিবে। তবে যদি এমন অবস্থা ঘটিয়া উঠে যে ব্যভিচারিণী যে সময়ে গর্ভবতী হইয়াছে, সেই সময়ে তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিল, সে অবস্থায় তাহার উপপতির প্রতিই তৎ প্রতি পালন ভার সমর্পণ করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে বিধবাদিগের বিষয়েও আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। তাহারা কাহারো পত্নী নয়, এই বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থাপকগণ তাহারা ব্যভিচারিণী হইলে দণ্ডের ব্যবস্থা করেন নাই। কিন্তু তাহাদিগের ব্যভিচার মূলকও বহুতর অনর্থ আপতিত হইয়া থাকে। আমরা একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এক বিধবার ব্যভিচার মূলক এক ব্যক্তির প্রাণহত্যা ও ছয় ব্যক্তির দ্বীপান্তর বাস হইয়াছে। ব্যভিচারিণী বিধবার যদি দণ্ড বিধান হয়, এবং ভ্রূণহত্যা নিবারণের যে বিধি হইয়াছে, তাহা যথাযথ রূপে কার্য্য কালে অনুষ্ঠিত হয়, বিধবাবিবাহ নির্ব্বাহ হওয়া দুরূহ হয় না। সমাজকে অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মতি দিতে হইবে, যদি একান্ত মত না দেন, বিধবারা আপনারাই লজ্জাবন্ধন ছেদন করিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। বিধবা বিবাহ চলিলে বিধবা ঘটিত সমস্ত উৎপাতেরই শান্তি হইবে সন্দেহ নাই।

ভ্রম স্বীকারে মহত্ত্বহানি হয় না।

ভ্রম প্রমাদ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কাহারও সর্ব্বতোভাবে ভ্রম প্রমাদ শূন্য হওয়া সম্ভাবিত নহে। কি প্রাচীন, কি নব্য, সর্ব্ব দেশীয়, সর্ব্ব জাতীয়, যাবতীয় পণ্ডিতে কেবল সেই এক জগদীশ্বরকে ভ্রম প্রমাদ শূন্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মানুষ মাত্রেই বিষয়বিশেষে অব্যভিচরিতরূপে ভ্রম প্রমাদ থাকিবে সন্দেহ নাই। মানুষের যেমন এ একটী স্বভাব, তেমনি আর একটী বিপরীত স্বভাব আছে। মানুষ সহজে সেই ভ্রম প্রমাদ স্বীকারে সম্মত নহে। তাহার এই কারণ বোধ হয়, আপনার ভ্রম প্রমাদ স্বীকার করিলে অন্যের নিকটে আপনার ন্যূনতা ও লঘুতা হয়। আপনার ন্যূনতা স্বীকার মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বিষয় কার্য্য ও সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে আমরা বিলক্ষণ পরীক্ষা দেখিয়াছি, যে ব্যক্তির যে পরিমাণে বুদ্ধি ও বিদ্যা অল্প, সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণে আপনার ভ্রম প্রমাদ গোপন করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকে।

যাহা হউক, এদেশে ভ্রম প্রমাদ অস্বীকার করিবার রীতি এমনি বলবতী হইয়া উঠিয়াছে যে আপনার ভ্রম প্রমাদ স্বীকার দূরে থাকুক, এদেশীয়েরা অন্যের ও ভ্রম প্রমাদের উল্লেখ করিতে সম্মত নহেন; অন্যে তদুল্লেখ করিলে সকলে তাহার উপরে কুপিত হন। এই দোষটী এদেশের উন্নতির একটী মহান্ অন্তরায় হইয়াছে। ভ্রম প্রমাদ যত সংশোধিত

হইবে, ততই জগতের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া একাধিপত্য করিতেছেন, এবং দিন দিন নূতন নূতন অলৌকিক কাণ্ড দেখাইতেছেন। কিন্তু আমরা ইউরোপে গিয়া ঐ সকল কাজ করিতে পারিতেছি না কেন? ইউরোপ খণ্ডও যদি ভারতবর্ষের ন্যায় ভ্রম প্রমাদে আচ্ছন্ন থাকিত, আমরা কি ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থলে শ্বেত মুখ নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম।

উপরে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহাতে পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে আমরা লোকের গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ ও অকারণ নিন্দা করিয়া আপনার অসাধুতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত সকলকে উপদেশ দিতেছি। ভ্রমেও কখন তাদৃশ দুর্ব্যবসায় আমাদিগের হৃদয়ে উদিত হয় না। জাতি, শ্রেণি, সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তি বিশেষের দোষ প্রমাদ ও অজ্ঞতা নিবন্ধন ভারতবর্ষের অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তৎসংশোধন চেষ্টা বিষয়েই সকলকে যত্নবান হইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

একটী সামান্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্দ্বারাই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, লোকের ভ্রম, প্রমাদ ও অজ্ঞতা নিবন্ধন এদেশের কত অনিষ্ট হইতেছে। এক দিবস এক ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে অপর দুই ব্যক্তির নাম করিয়া আমাদিগের নিকটে কহিলেন "অমুক অমুককে বালক পাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক তাহার বিষয় গুলি লেখাইয়া লইতেছে; আমরা যদি প্রতিবাদী হইতাম, সে বালককে ঠকাইতে পারিত না।" তাহাতে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি তোমাদিগের এরূপ ক্ষমতা ছিল তোমরা চেষ্টা পাইলে, প্রবঞ্চনা কারির প্রবঞ্চনা নিবারণ করিতে পারিতে, না করিলে কেন? তিনি উত্তর করিলেন, কাজ কি, পরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কাহাকে মনঃক্ষোভ দিবার প্রয়োজন কি? এই কথা শুনিয়া আমরা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলাম, যদি তোমাদিগের এত ধর্ম্ম জ্ঞান! তোমাদিগের গৃহে কেহ কোন দ্রব্য চুরি করিলে তাহাকে ধরিয়া দাও কেন? চোরের ত কারাক্লেশ সহ্য করিয়া মনঃক্ষোভ জন্মিতে পারে? এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ, বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইয়া স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিলেন, উল্লিখিত বালকের প্রবঞ্চনাকারির প্রবঞ্চনার নিবারণ চেষ্টা না করিয়া অনুচিত কর্ম্ম করা হইয়াছে।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া বলুন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা করিতে দেখিয়া প্রবঞ্চনাকারী পাছে বিরক্ত হন এই ভয়ে তন্নিবারণ চেষ্টা করিলেন না; এটা কি অজ্ঞতার কর্ম্ম নয়? কিরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, আর কিরূপ বিষয়ে না করিতে হয়, তাহা জানা না থাকাতেই উক্ত ব্যক্তি উক্ত প্রকারে আপনার সাধুত্ব প্রতিপাদন চেষ্টা পাইয়াছিলেন। আমরা এক ব্যক্তির উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম বটে, কিন্তু এই প্রকার অনভিজ্ঞ বহুসংখ্য ব্যক্তি দৃষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। ঐ সকল ব্যক্তির দোষেই প্রবঞ্চনাদির প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইতেছে না। সকলেই যদি সমাজের অনিষ্টকারী দোষ গুলি বুঝিতে পারিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞরূপে সাধ্যানুসারে তন্নিবারণ চেষ্টা করেন, সেই সেই দোষ কতক্ষণ অস্খলিতপদ হইয়া তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে?

অদ্য যদর্থ এই প্রস্তাবের অবতারণা হইয়াছে সে এই, আমরা ক্রমে দেখিতে পাইতেছি, লোকের ভ্রম প্রমাদাদি দোষ সংশোধনের যত চেষ্টা করা যাইতেছে, ততই আমরা অনেকের কোপে পতিত হইতেছি। এখন আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? আমরা কি কোপ ভয়ে উল্লিখিত দোষসংশোধন চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিব? কখনই না। তাহা হইলে আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যে উপেক্ষা ও স্বদেশের প্রতি স্নেহের ন্যূনতা প্রকাশ করা হইবে। তত্তৎদোষ সংশোধন ব্যতিরেকে কি দেশের উন্নতি লাভ সম্ভাবনা আছে? কেবল আমরা কেন, সকলেরই উচিত নির্ভীকচিত্তে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রূপে উল্লিখিত দোষ গুলির উন্মূলন বিষয়ে অন্তরের সহিত যত্ন করেন। আমরা যদি বিরত না হইলাম, তবে যাঁহারা আমাদিগের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কোপ শান্তির উপায় কি? একটী উপায় আছে। তাঁহারা অতঃপর "ভ্রমাদি দোষ স্বীকারে মহত্ত্ব হানি হয় না" এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করুন, তাঁহাদিগের কোপ শান্তি হইবে।

প্রাপ্ত।

নীলকরদিগের কর বৃদ্ধির অভিপ্রায়।

আমরা নদীয়া জিলা হইতে এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ পত্র খানি বহু সম্মান ও সমাদর সহকারে এই স্থানেই গ্রহণ করিলাম। ইহা পাঠ করিলে তত্রত্য প্রজাগণের দুরবস্থার বিষয় ও নীলকরেরা যে কারণে কর বৃদ্ধি করিতেছেন তাহার বিষয় স্পষ্টরূপে জানিতে পারিবেন। আমাদিগের অনুরোধ এই, গ্রাহকগণ সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি সহকারে এই পত্র খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন।

সম্পাদক মহাশয়! জিলা নদীয়ার নিশ্চিন্তপুরের কুঠীর হিল সাহেবের করবৃদ্ধির মকদ্দমাতে প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারকেরা যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন আপনার গত ৩০এ কার্ত্তিকের সংবাদপত্রে তন্মর্ম্ম অবগত হইয়া চমৎকৃত হইলাম। উক্ত বিচারপতিরা পূজার পূর্ব্বে ঐ জিলার এডিসনল জজ এডকিনিষ্টন জাকান সাহেবকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। যে কররদ্ধির মকদ্দমাতে আপনার কৃত নিষ্পত্তি অন্যায় বোধে অন্যথা করা হই-

ল ; যে প্রণালীতে বিচার করিতে হইবেক, তাহা পরে আপনাকে জানাইব। তাহা দেখিয়া প্রজারা বিবেচনা করিয়াছিল যে তাহারা অন্যায় করবৃদ্ধির দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেক। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি প্রজাদিগের সে আশার মূল উচ্ছিন্ন হইয়া বিপরীত ঘটনা হইয়াছে। মহাশয়! এই প্রাচীন গল্পটী বোধ করি আপনার এবং পাঠকবর্গের অবিদিত নহে "ধাপার স্ত্রের পাপ বিচার উলটা কাটায় মাপ। মধ্যস্থ বলে দিলেন কাইত করে মাপ" হরচন্দ্র রাজার রাজ্যে একব্যক্তি সর্ষপ ক্রয়ের নিমিত্ত দাদন দিয়াছিল, সর্ষপ প্রস্তুত হইলে ক্রয়কারী রীতিমত কাটা চিত করিয়া মাপিতে লাগিল, দাদন গ্রহীতা এই বলিয়া আপত্তি করিল যে কাটা চিত করিয়া মাপিবার কথা ছিল না, উবুড় করিয়া মাপিয়া লও। শেষ এই বিবাদ ভঞ্জনার্থ রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হইলে গবচন্দ্র মন্ত্রী বিচার করিলেন যে পূর্ব্বে চিৎ কি উবুড় করিয়া মাপিবার কোন নিয়মাবধারণ করা হয় নাই, সুতরাং উভয়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য, এক্ষণে কাটা কাইত করিয়া মাপিতে হইবেক। উবুড় করিলে তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ সর্ষপ থাকিতে পারে, কাইত করিলে একটী থাকে না থাকে সন্দেহ স্থল। প্রধানতম বিচারালয়ের এই বিচারটীকেও তদ্রূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেননা প্রজারা পূর্ব্বে বিঘা প্রতি ।/৪ আনা করিয়া খাজনা দিত, হিল সাহেব ১ এক টাকা করিয়া দাবী করিয়াছিলেন। উক্ত বিচারপতিরা ভূমির উপস্বত্বের তৃতীয়াংশের একাংশ ভূস্বামীকে দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে হিল সাহেব আশার অতিরিক্ত ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারক যদি প্রজার পক্ষে এইরূপ অবিচার করিলেন, তবে আর কি রূপে এই হতভাগ্য বঙ্গদেশের সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

উল্লিখিত বিচারপতিরা ভূমির উপস্বত্বের তৃতীয়াংশের একাংশ ভূস্বামীকে দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন বটে পরন্তু যদি ভূমি হইতে উৎপন্ন সমুদয় শস্যকে ভূমির উপস্বত্ব বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে এই বিচারকে সম্পূর্ণ অবিচার বলিতে হইবেক, আর যদি প্রজার খরচ বাদ দিয়া যে মুনফা থাকে তাহাকে ভূমির উপস্বত্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন তবে তৎ প্রতি কোন দোষ দর্শাইতে পারা যায় না কিন্তু আপনার লেখার ভাবে বুঝা যাইতেছে বিচারকেরা উক্ত প্রকারেই উপস্বত্বের ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইলে প্রজার সর্ব্বনাশ।

মহাশয়! আমি এই নদীয়াজিলাতে বাস করি। এখানকার কৃষি কার্য্যের অবস্থা বিশেষ রূপে অবগত আছি। প্রত্যেক ফসলের আয় ব্যয়ের পরিচয় দিতে হইলে এত বাহুল্য হইয়া পড়ে যে তাহা পাঠ করিতে পাঠকবর্গের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই জিলাতে ধান্যেরই আবাদ অধিক। যে ব্যক্তি ২০/ বিঘা ভূমি আবাদ করে, তাহার অন্যূন ১৬।১৭ বিঘায় ধান্য বুনে, বড় অধিক ৩।৪ বিঘাতে অন্যান্য ফসল বুনিয়া থাকে, এমতস্থলে কেবল একমাত্র ধান্যেরই আয় ব্যয়ের পরিচয় প্রদান করিলে পাঠকগণ কৃষি কার্য্যের লাভ ও ক্ষতি অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। ১/ এক বিঘা ভূমিতে তিনবার চাষ দিতে তিনখানি লাঙ্গল লাগে, এক্ষণকার বাজার দরে তাহার মূল্য ৸০ আনা, দুইবার বিদা দিতে আধ খানি করিয়া এক খানি বিদা লাগে, তাহার মূল্য ।০ আনা, দুইবার ঘাস নিড়াইতে প্রত্যেক বারে ৩ জন করিয়া ৬ জন ও ধান্য কাটিতে ৩ জন এবং সেই ধান্য ক্ষেত্রহইতে বাটীতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে ৩ জন ও তাহা ঝাড়িতে অথবা মাড়িতে ২ জন সাকল্যে ১৪ টি মজুরের আবশ্যক হয়। ইহা ভিন্ন যে বৎসর ঘন ঘন বৃষ্টি হয় সে বৎসর ধান্যক্ষেত্রে এত অধিক ঘাস জন্মে যে ৩।৪ বার বিদা না দিলে এবং ৪।৫ বার না নিড়াইলে ক্ষেত্র পরিষ্কার হয় না, এস্থলে তাহা ধরা গেল না। এক্ষণে মজুরেরা রেলওয়েতে খাটিলে প্রত্যহ চারি পাঁচ আনা এবং মোট বহিলে সাত আট আনা পাইয়া থাকে। সে যাউক, ৶ তিন আনার কমে কোন ক্রমেই একটি মজুর পাওয়া যায় না, ঐ ১৪ টি মজুরের বেতন তদনুসারে ২৸৵ টাকা এবং বীজ ধান্য চারি কাটা লাগে। গত বৎসর তাহার মূল্য ।০ আনা ছিল। ইহাতে মোট ৩৸৵ টাকা খরচ পড়ে। এদেশে আশু ধান্যই অধিক হইয়া থাকে, হৈমন্তিক অত্যল্প ৮০ শিকার /২।। সের ওজনের এক প্রকার ও /৫ সের ওজনের এক প্রকার এই দুই প্রকার কাটাতে ধান্যের আদান প্রদান এবং ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, দুইকে এক বলিলে হয়। এখানকার ভূমি অধিকাংশই অনুর্ব্বরা, প্রতি বর্ষ তাহাতে নদীর জল উঠে না। যে বৎসর ভারি বন্যা হয়, সেই বৎসর জল উঠিয়া ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি কিছু বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সেরূপ বন্যা ১০। ১২ বৎসরের পর ভিন্ন হয় না। প্রতি বর্ষ সামান্যতঃ যেরূপ ধান্য জন্মে, গড় করিলে আশু ধান্য প্রতি বিঘা ঐ /২। শেরা কাটায় /০ এক বিশ ও হৈমন্তিক /১০ দেড় বিশের অধিক প্রায় হয় না। চারি কাটাতে এক আড়ি, কুড়ি আড়িতে এক বিশ হয়। পূর্ব্বে এক বিশ ধান্যের দাম ২ টাকার অধিক ছিল না। এবৎসরও ৩ টাকা হইয়াছে, গতবর্ষে ৪ টাকা ছিল। ইহা ভিন্ন ঐ ধান্যের গাছে যে পোয়াল ও বিচালি হয় তাহা প্রায় প্রজারা আপন আপন গোরুকে খাওয়াইয়া থাকে, অত্যল্প বিক্রয় হয়। এক্ষণে বিবেচনা করুন, ঐ খরচ বাদ দিলে প্রজার মুনফা কত থাকে? এস্থলে আরও এক কথা জানাইতে হইল, হৈমন্তিক ধান্য আশু অপেক্ষা অধিক জন্মে বটে কিন্তু হৈমন্তিক ধান্যের ভূমিতে এক বর্ষে দুই ফসল হয় না। আশু ধান্যের কোন ক্ষেত্রে ধান্য ব্যতিরিক্ত কলাই কি অন্য কোন শস্য জন্মিয়া থাকে। এজন্য তাহাকে দোফশলি ভূমি বলে। সে শস্য প্রস্তুত করিতেও কিছু কিছু খরচ লাগে, তাহা বাদ দিলে উভয় প্রকার ভূমির উৎপন্ন প্রায় সমান হয়।

সম্পাদক মহাশয়! ঐ সকল খরচ বাদ দিয়া যে মুনফা থাকে তাহার তিন ভাগ প্রজারা অকাতরে ভূস্বামীকে দিতে সম্মত আছে। ঐ নফাকে ভূমির উপস্বত্ব না বলিয়া অন্য প্রকারে তাহার অর্থ করা যাইতে পারে না। বিবেচনা করুন যদি প্রজারা ঐ ধান্যক্ষেত্রে পরিশ্রম না করিয়া অন্যের নিকট মজুরি করে তাহাদিগের রাজা অথবা ভূস্বামী কি সেই মজুরির অংশ পাইতে পারেন?

এই জিলার পূর্ব্বতন জজ ইষ্টুয়ার্ট বুইস জকসন সাহেব এদেশের প্রজাদিগের এবং কৃষি কার্য্যের অবস্থা উত্তম রূপে অবগত ছি-

লেন। তিনি কর্‌রাজ্যের মকদ্দমাতে এইরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে প্রজার খরচ বাদ দিয়া যে লাভ থাকিবেক ভূম্যধিকারী তাহারই এক ভাগ পাইতে পারেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ সদ্বিচারকের কৃত মীমাংসা অন্য বিচারকদিগের নিকটে আদরণীয় হইল না।

মহাশয় লিখিয়াছেন যে এখন কৃষকদিগকে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সচ্ছল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আপনার যে দেশে বাস বোধ করি সে দেশে নীল কুঠিয়াল কি জমীদারের দৌরাত্ম্য না থাকিতে পারে এবং ভূমিও উর্ব্বরা হইতে পারে। বিশেষতঃ গত বৎসর সে দেশে বন্যা না হইয়া থাকিবেক। যদি একবার নদীয়া জিলাতে আগমন করিয়া প্রজাদিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে হস্তপদাদি সবল ও স্ববশ থাকিতে মনুষ্যকে এত ক্লেশ ভোগ করিতে আর কখন দেখেন নাই। পূর্ব্বে নীলঘটিত অত্যাচারে প্রজারা যেরূপ কষ্টে দিন যাপন করিয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের অবিদিত নাই। বিলাত পর্য্যন্ত প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। যদিও প্রজারা দুই বৎসর কাল সে অত্যাচারে নিষ্কৃতি পাইয়াছে বটে কিন্তু কুঠিয়াল সাহেবেরা প্রতি বর্ষে প্রত্যেক প্রজার নামে দুই তিনটী করিয়া বেশী খাজনার নালিশ উপস্থিত করিতেছেন। প্রজাদিগের আদালতে উপস্থিত থাকিয়া সেই সকল মকদ্দমার জোগাড় করিতে হইতেছে। কেবল তাহারই ব্যয় এমত নহে সে জন্য তাহাদিগের চাস আবাদ প্রায় রহিত হইয়া উঠিয়াছে। বিচারপতি মহাশয়েরা প্রজার আপত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কুঠিয়াল সাহেবের দাবীই প্রায় ডিক্রী করিতেছেন। যখন ডিক্রী তখনি তাহা জারী হইতেছে। ডিক্রী জারিতে প্রজার গরু বাছুর ঘর দ্বার অত্যল্প মূল্যে কুঠিয়াল সাহেবেরা ক্রয় করিতেছেন। বিশেষতঃ গত বৎসর বন্যা হওয়াতে এ দেশের প্রজাদিগের প্রায় সমুদায় শস্য বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের অনেকেরই না অন্ন না বস্ত্র, আবার কেহ কেহ উক্ত কারণে ভিটা হইতে চ্যুত হইয়া পরের বাটীতে বাস করিতেছে। খাজনাদিগের জন্মভূমির প্রতি অপরিসীম স্নেহ ও যত্ন থাকাতে কেবল সেই কারণেই ঐ হতভাগ্য প্রজারা এত কষ্ট স্বীকার করিতেছে। একণে মজুরদিগের বেতন অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কুঠিয়াল সাহেবের অধিকার ছাড়িয়া প্রজার বসতি করিবার আর স্থান নাই এমত নহে, ঐ দুর্ভাগারা দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে গেলে অথবা কৃষিকর্ম্মের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার মজুরি স্বীকার করিলে বোধ করি তাহাদিগকে আর একরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। মহাশয় আর অধিক কি লিখিব তাহাদিগের দুঃখ দেখিলে অতি নির্দ্দয় ব্যক্তিরও অশ্রুপাত হয়। ধন্য নীলকর এত করিয়াছ তবু নিরস্ত নহ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার ভাবার্থের প্রতি উক্ত বিচারপতিরা যে বিশেষ প্রণিধান করিয়াছেন একপও বলা যাইতে পারে না। সত্য বটে আইনে লেখা আছে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে ভূমিরও কর বৃদ্ধি হইবেক, কিন্তু এ স্থলে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে শস্যের মূল্য কোন বৎসর অধিক ও কোন বৎসর অল্প হইয়া থাকে। যেমন গত বৎসর যে চাউল প্রতি মণ ২৷৷০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল এ বৎসর তাহা কোন স্থানে ১৷৷০ টাকা ও কোন স্থানে তদপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। বোধ করুন, গত বৎসর শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া প্রত্যেক প্রজার নামে বেশী খাজনার নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে হইয়াছে। এ বৎসরও ভূম্যধিকারীরা সেই নিরিখে খাজনার দাবী করিতে পারেন, কিন্তু প্রজারাও অল্প মূল্যের আপত্তি দর্শাইতে ক্ষান্ত হইতে পারে না। আইন অনুসারে বিচারকেরাও সে আপত্তি খণ্ডন না করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। ইহাতে এই ফল দর্শিতেছে যে প্রতি বৎসর কিস্তী কিস্তী প্রজার নামে নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে হইবেক। প্রথমেতে প্রজার নিকট খাজনা আদায় হইবার যে রীতি ছিল, তাহা এককালে উঠিয়া গেল, ভুস্বামী ও প্রজা উভয়েই কেবল মকদ্দমা করিতে ও তাহার খরচা যোগাইতে রহিলেন। কোন সভ্য রাজার রাজ্যে কর আদায়ের একপ অন্যায় নিয়ম থাকা দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। একপে খাজনা আদায় হইলে ভূম্যধিকারীরা কি গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর আদায় করিয়া জমীদারী রক্ষা করিতে পারেন। দুই বৎসর দেখিতেছি, প্রতি লাটের সময়ে কুঠিয়াল সাহেবেরা প্রজার নিকট খাজনা আদায় হয় নাই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগের প্রার্থনানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কখন দুই মাস কখন তিন মাস করিয়া সময় দিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়! কোন বাঙ্গালি জমীদার একপ প্রার্থনা করিলে গবর্ণমেণ্ট কি তাহা গ্রাহ্য করিতেন? আইনে শস্যের মূল্য বৃদ্ধির যে কথা লেখা আছে তাহার এই তাৎপর্য্য, বোধ হয় যে যদি বিশেষ কোন কারণে কোন প্রকার শস্যের মূল্য একপ বৃদ্ধি হয় যে তাহা কটিতি কমিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে সেই বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কর বৃদ্ধি করা সঙ্গত, যথা বিলাতে তুলিনার তৈল নানা প্রকার কলের জন্য ও শোণ কোষ্ঠা বিবিধ প্রকার বস্ত্রের জন্য আবশ্যক হওয়াতে কয়েক বৎসর হইল ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য একপ অধিক হইয়াছে যে শীঘ্র তাহা কমিবার সম্ভাবনা নাই, তদ্ভিন্ন যে সকল শস্যের মূল্যের বৎসর বৎসর অধিক পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহার সহিত ঐ আইনের সম্পর্ক নাই।

আপনার পাঠকবর্গের গোচরার্থ এ স্থলে আর একটী কথা না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। সম্পাদক মহাশয়! এই নদীয়া জিলাতে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ, রাণাঘাট নিবাসী পাল চৌধুরী বাবুরা, গোবরডাঙ্গা নিবাসী বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বীরনগর নিবাসী বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ছোট বড় বহুবিধ জমীদার ও তালুকদার আছেন। তিন বৎসরের অধিক কাল হইল ১৮৫৯ সালের ১০ আইন প্রচার হইয়াছে। ঐ সকল জমীদারের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকেও উক্ত আইনের বিধান মতে প্রজার নামে কর বৃদ্ধির নালিস করিতে দেখা গেল না, কেবল কুঠিয়াল সাহেবেরাই ১০ আইন লইয়া মহাব্যস্ত হইয়াছেন। প্রজারা

পুর্ব্ববৎ নীল বুনিতে সম্মত না হওয়াতে তাহাদিগকে জব্দ করিয়া নীল বুনাইয়া লইবার মানসে কুঠিয়াল সাহেবেরা যে এই ১০ আইনের কল পাতিয়াছেন, তাহা কি অদ্যাপি বিচারকদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই? এমন মোটা কথা যে তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, ইহাই বা কিরূপে বলিতে পারি। তবে কি তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া নীলকরের অভিলাষ পুরণার্থ প্রজার সর্ব্বনাশ করিতেছেন? গুজস্তা জমার অধিক হারে ডিক্রী হইলে প্রজারা যে তাহা দিতে পারে না কুঠিয়াল সাহেবেরা ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। হিল সাহেবের নন্দনপুরের কুঠির অনেক প্রজা নীল বুনিতে সম্মত হইয়াছে, তাহারা কর বৃদ্ধির দায় হইতেও অব্যাহতি পাইয়াছে। স্মিথ সাহেব গ্রামে গ্রামে এই মর্ম্মে এস্তেহার জারী করিয়াছেন যে প্রজারা প্রত্যেক লাঙ্গলে ২।০ বিঘা করিয়া নীল বুনিয়া দিলে আর বেশী খাজনা দিতে হইবেক না। সম্পাদক মহাশয়! আমি নিশ্চিতরূপে আপনাকে জানাইতেছি যে একণ বেশী খাজনার ডিক্রী হইলে কেবল প্রজারই সর্ব্বনাশ এমত নহে, আগামী চৈত্র মাসে অনেক প্রজা জমা এস্তেফা করিবেক, তাহা হইলে লাভে মূলে থাকুক শেষ কুঠিয়াল সাহেবদিগের দেয় মালগুজারীর সংস্থান হইবেক না। এবৎসর স্মিথ সাহেব তাহা উত্তমরূপে জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহার এলাকায় অনেক প্রজা জমা এস্তেফা করিয়া কেহ কেহ ভিন্নাধিকারে জমা জমী লইয়াছে এবং কোন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। শুনিতেছি এক্ষণে তাঁহার দেয় মালগুজারীর অনটন পড়িয়াছে।

পরিশেষে আমার এই নিবেদন যে যদি প্রজাদিগের উপকারার্থ এই পত্র খানি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ইংরাজী সংবাদ পত্রে প্রকাশ করা বিবেচনা সিদ্ধ হয় তবে কৃপাবলোকন পূর্ব্বক হিন্দু পেট্রিয়ট ও ইণ্ডিয়ান ফিলড এবং ইণ্ডিয়ান রিফর্মর প্রভৃতি সম্পাদক মহাশয়েরা তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইলে পরমোপকৃত হইব।

বিবিধ সংবাদ।

১১ই কার্ত্তিক সোমবার।

মাহেশের রথের মধ্যে এক ব্যক্তি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে ব্যক্তি কে, ও তাহার বাটী কোথায়, তাহা নির্ণীত হয় নাই।

বহরমপুর ও সিকাকোলের মধ্যস্থ টেলিগ্রাফ বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়াছে। এবার অনেক স্থানে এপ্রকার ঘটনা হইয়াছে।

লাহোর ক্রণিকেলের একজন পত্রপ্রেরক বলেন মূলতান হইতে লাহোর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহা অদ্যাপিও জলমগ্ন রহিয়াছে। শতদ্রু নদীর খালের কি হইল!

এক্ষণে দাক্ষিণাত্যে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি অনেক উপকার দর্শিবে।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন বোরাদের বিদ্রোহীরা করদমহলের তসিলদারদিগের হস্তে বন্দী হইতেছে।

উক্ত পত্র নাগপুর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন তথায় পয়ঃ প্রণালী হইয়া সর্ব্বত্র নির্ম্মল জল যাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর স্বরূপ বাৎসরিক ৭০ টাকা দিতে হইবে। যদি এপ্রকার কর ধার্য্য করা হয় তাহা হইলেইত পয়ঃ প্রণালী হইল!

ঢাকা প্রকাশ আক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ঢাকার এখন এত পীড়া হইতেছে কেন? ঢাকার শাঁকারী বাজার যেপ্রকার তাহাতে বারমাস যে তথায় ওলাউঠা হয় না ইহাই আশ্চর্য্য।

ইংলণ্ডেশ্বরী আজ্ঞা দিয়াছেন চীনদেশীয় সম্রাট রাজ্ঞীর যাবতীয় অধিকার মধ্যে সেনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তবে কায়মনোবাক্যে চীনেশ্বরের সহায়তা করিতে বসিলেন?

এক ব্যক্তি কালীঘাট হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিবসে তত্রত্য যুবকেরা কালীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার অশ্লীল গানাদি করিয়া থাকেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। পত্রপ্রেরকের তত্রত্য পুলিসে সম্বাদ দেওয়া উচিত ছিল। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ২৯৪ ধারা তন্নিবারণ করিয়া দিত সন্দেহ নাই।

নাটোরের জজ লিটন সাহেবের বিচার কার্য্যে অপটুতার বিষয় লিখিত হইয়া এক খানি প্রেরিত পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। পত্রপ্রেরকদিগের কর্ত্তব্য, উক্ত জজ যে সকল মকদ্দমার অযথাযথ বিচার করিতেছেন, বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই গুলির বিষয় উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করেন, তাহাহইলেই প্রতীকার হইবে।

১২ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সাঁইথের ওদিগে রীতিমত গাড়ি চলিবে না। রেইলওয়ে কোম্পানি ভগ্নসেতুর উপর রেইল বসাইয়া শীঘ্র আরোহিদিগকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আপাততঃ হাবড়া হইতে সাইথে ও ভগলপুর হইতে মুঙ্গের পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিতেছে।

পূর্ব্ববাঙ্গলার রেইলওয়ে কোম্পানি ১৫ই নবেম্বর কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেইলওয়ে খুলিবেন। বর্ষা প্রযুক্ত ওদিগের রাস্তার অনেক স্থান বসিয়া যাওয়াতে বাষ্পীয় শকট ১লা নবেম্বর চলা বন্ধ হইল।

আমরা শুনিলাম ঢাকার কমিসনর বকলাণ্ড সাহেব সিটনকার সাহেবের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য হইবেন। এই সঙ্গে গর্ডন ইয়ং সাহেবকে আনিলে হালিডের দল আবার জাঁকিয়া উঠে।

পুনা অবজারবর বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট গেজেট দেখিয়া লিখিয়াছেন, আমেদাবাদের তালুকদারদিগের সুবিধার জন্য বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভা এই আইন করিতেছেন, কোন তালুকদার আপনার পাঁচবৎসরের আয়ের অধিক ঋণগ্রস্ত হইলে গবর্ণমেণ্টের এক জন কর্ম্মচারী তাঁহার তালুকের ভার লইয়া তাঁহার ভরণপোষণোপযোগী টাকা দিয়া বাকী টাকা দ্বারা ক্রমশঃ ঋণ পরিশোধ করিবেন। ইতিমধ্যে তালুকদারকে কেহ দেনার জন্য কয়েদ করিতে পারিবেন না। শেষে ভিক্ষার ঝুলি যাইবে না ত?

উক্ত পত্র বলেন মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সহায়তার জন্য বোম্বাইনগরে আর ১০,০০০ টাকা চাঁদা হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ তথা হইতে

২,৩৩২১১ টকা উঠিল। দুইজন পারসী বণিক দ্বিতীয় বার প্রত্যেকে ২১,০০০ করিয়া দিয়াছেন। এস্থলে ইহা বলা উচিত ইংলণ্ডেশ্বরী এ বিষয়ে ২০,০০০ মাত্র দান করিয়াছেন। সুরত নগরে ৫০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

দিল্লীগেজেটে একজন লিখিয়াছেন ঝিলম নদীর নিকটস্থ স্থান সমূহে সম্প্রতি ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

উক্তপত্র বলেন সম্প্রতি এক জন হরকরা ডাকের অনেক চিঠি যমুনাতে নিক্ষেপ করিয়াছে। অদ্যাপিও ধৃত হয় নাই। হরকরাদিগের এবিষয়ে গুণে ঘাটি নাই।

আউধার পেপর বলেন তথায় পুনর্ব্বার পঙ্গপাল আসিয়া কেত্রি, করাচি প্রভৃতি স্থলে পড়িয়া বিস্তর শস্য নষ্ট করিয়াছে।

১৩ই কার্ত্তিক বুধবার।

টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার সেকন্দরাবাদের সংবাদ দাতা বলেন এক যুবা আফিসর অপর এক আফিসরের স্ত্রীকে কুকথা বলাতে তাঁহার স্বামী আফিসরকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। তিনি তাহা না করাতে রেজিমেন্টের কর্ণেলের নিকটে নালিস করা হয়। কর্ণেল তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার আজ্ঞা দেন, কিন্তু আফিসর সেই আজ্ঞা তুচ্ছ করিয়া কয়েকজন আফিসরকে আহত করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি ধৃত হইয়া রুদ্ধ আছেন। সকলে অনুমান করিতেছেন আত্যন্তিক সুরাপানে তিনি তৎকালে হত জ্ঞান হইয়াছিলেন। সুরামত্ত বলিয়া কি আফিসর অব্যাহতি পাইবেন? তাহা হইলে ত কুকর্ম্মের পথ বিলক্ষণ পরিষ্কৃত হইবে।

ইংলিসম্যান সর হিউরোজের ইউনাইটেড সারবিস্ ক্লবে প্রেরিত এক পত্র ও তাহার উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন। সর হিউরোজ বলেন, তিনি উক্ত সভার অধ্যক্ষ কর্ণেল গ্রিন্টলিকে বহিষ্কৃত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন নাই এই হেতু তিনি সভাপতিত্ব ত্যাগ করিলেন। সভা তাঁহার পদত্যাগের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন। সর হিউরোজের মৌনাবলম্বন শ্রেয়ঃ ছিল।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, তথায় সম্প্রতি রডবিগস নামক এক জন হোটেলঅধ্যক্ষের বাটীতে নৃত্য হয়। কয়েক জন আফিসর বল পূর্ব্বক ৫০০ টাকার সুরাপান করাতে তাঁহার বিপের নামে পুলিষে নালীশ হয়। কিন্তু উক্ত নালীশ মিথ্যা হওয়াতে রডবিগসের ২০০ টকা জরিমানা হইয়াছে। সকল স্থানে আফিসরেরা গোলযোগ করিতেছেন, মান্দ্রাজ বাকি থাকে কেন?

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, সম্প্রতি হসার দলের এক জন সৈনিক দল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। তাহার নিকট অনেক মোহর ছিল. পথে কোন ব্যক্তি তাহাকে বধ করিয়া মোহর গুলি লইয়াছে। পঞ্জাবে অদ্যাপিও ঠিক আছে।

টেলিগ্রাফে সংবাদ আসিয়াছে সভাপতি লিঙ্কলন বিদ্রোহিপ্রদেশস্থ যাবতীয় দাসকে স্বাধীনতা দিবার এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্রোহীরা এক্ষণে পুনর্ব্বার পরাজিত হইতেছে।

১৩ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

সিন্দিয়ান বলেন সম্প্রতি কাঞ্জিওয়ারে ভয়ানক ঝড় হইয়া প্রায় ১৫০০ বাটী ভগ্ন ও বিস্তর নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। এবৎসর সমুদ্রে অনেক জাহাজ বিনষ্ট হইল।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম সিবিল ইঞ্জিনিয়র পার্কর সাহেব মান্দ্রাজে গ্যাসের আলো করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আটকের নিকটে সিন্ধুনদীতে যে সুড়ঙ্গ হইতেছিল, তাহা বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আইল এমন সময় এমন আজ্ঞা! সেখানেও কি কলিকাতার মিউনিসিপল কমিসনর আছেন?

পূর্ব্ববাঙ্গালার রেইলওয়ে কোম্পানি কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণির ৬৸/ দ্বিতীয় শ্রেণির ৩।৶ ও তৃতীয় শ্রেণির ১৷৴৫ ভাড়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ভাড়া অল্প করা হইয়াছে, আরোহিদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার ও করা হইয়া থাকে, এখন যদি নৈহাটিতে এক খানি বাষ্পীয় জাহাজ রাখা হয় তাহা হইলেই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকাংশ আরোহী এই রেইলওয়েতে আসিতে আরম্ভ করিবেন।

পাতিয়ালার রাজা আজ্ঞা দিয়াছেন, যাহাদিগের নূতন বৈধব্য সঙ্ঘটন হইবে তাঁহারা স্বামির জন্য ১৫ দিবস মাত্র নির্জ্জনে শোক প্রকাশ করিবেন। পূর্ব্বে স্বামির মৃত্যু হইলে বিধবা দিগকে ৪ বৎসর পর্য্যন্ত নির্জ্জনে বাস, সর্ব্বদা বস্ত্রদ্বারা মুখ আবৃত করিয়া রাখিতে হইত। মহেন্দ্র সিংহ দুই পক্ষ শোকের কাল স্থির করায় অনেকে রাজার অনুবর্ত্তী হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমরা রাজ সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং কোন সামাজিক পরিবর্ত্তন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন এক ব্যক্তি এক লাটের অধিক পতিত ভূমি ক্রয় করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রতি লাট ৮২৫০ বিঘার অধিক হইবে না। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে গবর্ণমেন্ট ক্রমশঃ স্তর চারলস উডের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন, কিন্তু শেষে দেখিবেন অনেক "শ্রীবৃদ্ধিকারী" ব্যবসায়ের জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন, ভারতবর্ষকে "সুন্দর চাক্ষেত্র ও উদ্যানে সুশোভিত" করিবার জন্য নহে।

রাইয়তস্ ফ্রেণ্ডের সম্পাদক পরিবর্ত্ত হইবে। উপযুক্ত লোকের হস্তে পতিত হইয়া সুন্দররূপে কার্য্য সম্পাদিত হয় এই আমাদিগের বাঞ্ছা।

উক্তপত্রের শ্রীহট্টের সংবাদ দাতা বলেন, খসিয়ারা সম্প্রতি জাপলঙের নিকটে এক জন সিপাহীর প্রাণ বধ করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি খসিয়ারা গবর্ণমেন্টের কথায় বিশ্বাস করে না।

ফিনিক্স বলেন, গবর্ণমেন্ট কলিকাতাস্থ দরিদ্র খৃষ্টিয়ান বালকদিগের শিক্ষার্থ একটি বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিবেন। তন্নিমিত্ত একটি বাটী হইতেছে, ইহার জন্য ৪৫০০০ টাকা ব্যয় হইবে, গবর্ণমেন্ট ২২৫০০ টাকা বাটীর জন্য, ও প্রতি মাসে ২০০ টাকা সাহায্যের স্বরূপ দিবেন।

ইংলিসম্যান ও হরকরা হত্যাকারী লেপ্টনন্ট ফ্রাঙ্কলেনের রক্ষার্থ ধুয়া ধরিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে তর্ক করিতেছেন লেপটনন্টের প্রধানতম বিচারালয় অথবা সামরিক বিচারালয় ইহার কোনস্থানে বিচার হওয়া উচিত। সামরিক বিচারালয়ে গুরুতর দণ্ড হয়, সেখানে কাজ নাই প্রধানতম বিচারালয়ই ভাল। কারণ এখানে কসাইটোলার জুরি ও বারিষ্টর জজদিগের সহায়তা আছে।

সমুদ্রে আতুর নিবাসের জন্য বেন্টিক নামক বাষ্পীয় জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে। চট্টগ্রামের সিবিল আসিষ্টান্ট সরজন ডাক্তর বিটসন তাহার চিকিৎসক হইবেন।

নিম্ন লিখিত সংবাদ গুলি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া হইতে গৃহীত হইল।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট রাজকুমার আজিম জাকে কর্ণাটের নবাবের পদ দিবেন না স্থির করিয়াছেন। ইংলণ্ডের অনেক লোকে নবাবেরপ-

ক্ষে আবেদন করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষের রাজ্য লইয়া তাহা কি কখন ফিরাইয়া দিয়াছেন?

কলিকাতায় বাণিজ্য দ্রব্য জাহাজ হইতে নামাইবার জন্য কয়েকটি জেটি হইতেছে। তন্নিমিত্ত এক কোম্পানি হইবেক।

১লা নবেম্বর শনিবার অবধি নূতন টাকা বাহির হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টর স্কট স্মিথ সাহেব পীড়াবশতঃ ইংলণ্ডে গমন করাতে মেডলিকট সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি হইয়াছেন।

থাকার্স ওবলণ্ড সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, সম্প্রতি মাঞ্চেষ্টরে এক সভা হইয়া স্থির হইয়াছে, সামান্য ঘাস শুষ্ক করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। শিল্প প্রদর্শনী সভায় এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হয়। গ্লাসগো নগরের এক জন তন্তুবায় পাটদ্বারা উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, যদি পাট তুলার কার্য্য করিতে পারে তাহা হইলে বঙ্গদেশ এ দ্রব্যের বাণিজ্য এক চেটিয়া করিবেন সন্দেহ নাই।

১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

কলিকাতার করণার রবর্ট সাহেব পুলিসের দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেব ১৫০০ টাকা বেতনে প্রধান মাজিষ্ট্রেট হইবেন। কিন্তু যত দিন [illegible] গ্রহণ না করিতেছেন [illegible] আদালতে থাকিবেন।

লাঙ্কেসায়ারের নিস্কর্ম্মা মজুরদিগের জন্য যে [illegible] হইতেছে লার্ড এলগিন তাহার অধ্যক্ষতা করিবেন। এদেশীয়েরা এই সময়ে আপনাদিগের বদান্যতা শক্তির পরিচয় প্রদানে ত্রুটি না করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ উঠিয়া যাইতেছে। কালেজের পরিবর্ত্তে প্রেসিডেন্সি কালেজে আইনের [illegible] ন্যায় একটি ক্লাস হইবে। একটি কালেজে যে কাজ হইত, একটি ক্লাসে কি তাহা হইবার সম্ভাবনা আছে? অপর ঐ ক্লাসটী প্রেসিডেন্সি কালেজের কোন গৃহে বসিবে?

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন [illegible] কমিসনর বকলাণ্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় আসিবেন বলিয়া যে জনরব হইয়াছিল, তাহা অমূলক। বঙ্গদেশের ভাগ্য ভাল, তাই রক্ষা।

ফিনিক্স বলেন, সর চারলস ট্রিবিলিয়ান [illegible] সাহেবের পদের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব হইয়াছে, তাহা মিথ্যা। আমরা পূর্ব্বেই তাহা অনুমান করিয়াছিলাম।

উক্ত পত্র ভারতবর্ষীয় সভা ও তাঁহাদিগের শাখা সভা এবং ফিরিঙ্গিদিগকে প্রধান সেনাপতির এক আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই আজ্ঞার মর্ম্ম এই যাহারা শিবিরের (কান্টোন মেন্টের) মধ্যে বাস করিবেন তাঁহারা যদি তত্রত্য নিয়মের বিরুদ্ধ কার্য্য করেন, কান্টোনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগের ৫০ টাকা জরিমানা, ও তাহার পরিবর্ত্তে ৩০ দিনের মেয়াদ দিতে পারিবেন। যে সকল ব্যক্তি সৈন্যান্তর্গত নয়, এরূপ এতদ্দেশীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের উপরে ঐ আইনটী বর্ত্তিবে। সর হিউ রোজ ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। আশু এই আজ্ঞা রহিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন বিবি মিত যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন সর জেমসেটজি জিজি ভাই তাঁহাকে ১৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

১৬ই কার্ত্তিক শনিবার।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে গ্যাসের আলোক দেওয়া হইতেছে। তথা হইতে গ্যাসের নল আলিপুরের বেলবিডিয়ার বাটীতে যাইবে।

কলিকাতায় দিল্লী ব্যাঙ্কের একটি শাখা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কটির ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

লেপ্টনণ্ট মাকনেল্লারের (যিনি কয়েকবার রুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া পলায়ন করেন) সামরিক বিচারালয়ে পদচ্যুতির আজ্ঞা হইয়াছে। সেনাদলে ক্রমশঃ ছাতারের নৃত্য হইতে লাগিল।

দক্ষিণ হেরালড বলেন রাজপুতনার সালুম্বার রাজা বিদ্রোহী হওয়াতে তাহার বিরুদ্ধে এক দল সেনা প্রেরিত হইবে। এই রাজা উদয়পুরের রাজার অধীনস্থ। ইনি ভিলদিগের সহিত এক পরামর্শ হইয়া বিদ্রোহী হইয়াছেন।

হরকরা বলেন সাইথের সেতু পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা এক্ষণে কাষ্ঠের হইয়াছে। ক্রমশঃ ইষ্টের হইবে।

উক্ত পত্র বলেন ভইনী সাহেবের আবেদন অনুসারে সর মর্ডান্ট ওয়েলস হত্যাকারী দুর্ব্বৃত্ত হিলিকে কলিকাতায় আনিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। কসাইটোলার জুরিরা কি করেন বলা যায় না।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সহায়তার জন্য ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্ট কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯২। — ৯২ ॥
৪ টাকার কোম্পানির	৯৩ — ৯৪।
৫ টাকার সিক্কা	১০৪ ॥ — ১০৪ ৸
৫॥ টাকার কোম্পানির	১১২ — ১১২ ।০

ইউরোপীয় সমাচার।

রোমের বিষয়ে যে সকল সরকারী পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লইয়া অতিশয় তর্ক বিতর্ক হইতেছে। এমত জনশ্রুতি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট রোমে ফরাশী সেনার অবস্থিতির প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রকাশিত হইয়াছে ইটালির রাজা গারিবলডি ও তদীয় সহচরদিগকে ক্ষমা করিবেন। ইংরাজেরা গারিবলডির প্রতি সাতিশয় স্নেহ প্রকাশ করাতে তিনি এক পত্র দ্বারা ইংরাজ জাতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন, সরকেসিয়া হইতে দুই জন প্রতিনিধি ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকটে আসিয়া আবেদন দ্বারা রুশীয়ার বিপক্ষে সহায়তা চাহিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ২৯এ সেপটেম্বর। সভাপতি লিঙ্কলন এক ঘোষণা পত্র দ্বারা আজ্ঞা দিয়াছেন ১লা জানুয়ারি অবধি যাবতীয় বিদ্রোহী প্রদেশের দাসেরা স্বাধীন হইবে, ১৬টি প্রদেশের শাসন কর্ত্তারা এই ঘোষণা পত্রে অনুমোদন করিয়াছেন। লিঙ্কলন হেবিয়স কর্পস আইন রহিত করিয়াছেন। সকলে অনুমান করিতেছেন গবর্ণমেণ্ট আর ৫ লক্ষ সেনা সংগ্রহের আজ্ঞা দিবেন। যুদ্ধার্থি উভয় সেনাদল পটমাক নদীর উত্তর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু কোন যুদ্ধ হয় নাই। এমত জনশ্রুতি গবর্ণমেণ্টের সেনারা শীতকাল প্রতীক্ষা করিয়া শিবিরে অবস্থিতি করিবে। গারিবলডিকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব নিউকাসলে এক বক্তৃতা কালীন বলিয়াছেন দক্ষিণ বিভাগের লোকেরা অবশ্যই আপনাদিগের স্বাধীনতা লাভ করিবে।

রাজা বিক্টর ইমানিউএলের কন্যা পায়ার সহিত পর্টুগালের রাজার বিবাহ হইয়াছে। ফরাসী দূত ইটালির রাজা ও পোপের সহিত সদ্ভাব করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া স্পেনে গিয়াছেন। এমত জনশ্রুতি তিনি আর উক্ত নগরে প্রত্যাগমন করিবেন না। প্রুসিয়ার মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্ত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১৮ ই সেপ্টেম্বর—নেটিব ডাক্তর মির আজিম আলি দারজিলিঙের হোপ টৌনের চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

২৯এ অক্টোবর—ই,টি,ট্রেবর সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের এক জন প্রতিনিধি সভ্য হইবেন।

জে,এ,ক্রকোর্ড সাহেব কলিকাতার প্রতিনিধি কষ্টম কালেক্টর হইবেন।

এ,ডি জোন্স সাহেব ইষ্টাম্প ও ষ্টেসনরির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

হাবড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জেনমান হিউস সাহেব ২৪ পরগণায় বদলী হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২২এ অক্টোবর। ত্রিপুরার নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা ১৮৩৪ অব্দের ৯ আইনের ৬ ধারা ও ১৮১৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮৩৮ অব্দের ২৯ আইন অনুসারে নিমক চৌকির সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের বিচার সম্বন্ধীয় ক্ষমতা পাইবেন।

আর, এল, মাঙ্গেলস, মাজিষ্ট্রেট। জে, ডবলিউ, আরমষ্ট্রং, প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট। মৌলবী গোলাম হোসেন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট।

২২এ অক্টোবর-আর, ভি হাইম সাহেব কিয়দ্দিবসের জন্য আজম্পুরের ভার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিজক্ষমতা ব্যতিরিক্ত ১৮৫৪ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারানুসারে ক্ষমতা পাইবেন। হাইম সাহেব আরও ফৌজদারি আইনের ৩৮ ধারানুসারে সেসিয়নে ও প্রধানতম বিচারালয়ে সমর্পণ করিবার মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিবেন।

সাহরণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পি পি কার্টার পূর্ণীয়ায় বদলী হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ এ অক্টোবর—ডবলিউ সি টেলর ময়মনসিংহের ফেরিফণ্ড কমিটির মেম্বর হইবেন।

বীরভূমের নিম্ন লিখিত মুনসেফেরা বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬২ অব্দের ৬ আইন অনুসারে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন;

বাবু রামলাল সেন	আনদাড়া
কেদারেশ্বর রায়	গোপালপুর
দিননাথ চট্টোপাধ্যায়	কাণ্ডিয়া
তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	বি,এ,বি,এল

২৫এ অক্টোবর—ময়মন সিংহের প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টর বাবু মহেশচন্দ্র সেন ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ময়মনসিংহের প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টর বাবু বঙ্কিলাল বসু ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু দিননাথ বড়ুয়া মহগ্রামের মুন্সেফ হইবেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

আমরা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ লাহড়ীর পত্র প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাহার কারণ এই, আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বেদান্ত বাগীশের প্রতিকূল হউক, আর অনুকূল হউক, কোন পত্র সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিব না।

পাঠকস্য " এতৎ স্বাক্ষরিত পত্রে সার কথা না থাকাতে প্রকাশ করা গেল না।

স্পষ্টবাদীর কর্ত্তব্য আপনার বক্তব্য অগ্রে কর্ত্তার গোচর করুন, তাহাতে যদি ফলোদয় না হয়, তখন সম্বাদপত্রে প্রকাশ করিবেন।

দর্শকের পত্রে কোন নূতন কথা নাই।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

কিয়ৎ কাল হইল আমি পাবনায় গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম, আমারদিগের পরম বান্ধব দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা মহোদয় নিজ ব্যয়ে ও বহ্বাতিশয় যত্নকারে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের বালিকাগণ যথা নিয়মে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। এক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের ঘর প্রস্তুত হয় নাই, তাঁহার বাটীতেই বালিকাগণ বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। উল্লিখিত বাবুর স্ত্রী স্ত্রীরত্ন, সরল হৃদয়, বামাসুন্দরী স্বয়ং শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। দিন দিন বিদ্যাচর্চ্চা ও বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। অল্প কাল মধ্যে বালিকার সংখ্যাও ২৫ টী হইয়াছে। এই পাবনা নগরে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন বটে কিন্তু কি আক্ষেপ তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই স্বদেশের উন্নতির চেষ্টা করা দূরে থাকুক, যাহাতে এইরূপ সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণকর সদনুষ্ঠান অঙ্কুরিত হইতে না পারে, তাহারই যত্ন পাইতেছেন। শ্রীযুত বাবু লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ও উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতির চেষ্টায় ঐকান্তিক যত্নবান আছেন। শুনিলাম ইহার স্থায়িত্বের নিমিত্ত তিনি অনল্প সংখ্যা মুদ্রা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীও বালিকাগণের শিক্ষা প্রদান পক্ষে পরম গুণবতী শ্রীমতী বামাসুন্দরীকে সবিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

পাবনার বাঙ্গলা বিদ্যালয়টী সম্প্রতি অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টী প্রথমতঃ বাবু নীলমণি সেনের (যিনি পূর্ব্বে এই পাবনা জিলার সবইনস্পেক্টরি পদে অভিষিক্ত ছিলেন।) যত্নে সংস্থাপিত হয়। তিনি এই স্থান পরিত্যাগ করিলে বিদ্যালয়টী উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল। অধুনা শ্রীযুক্ত হরিশ বাবুর সমাগমে, আমরা ইহার উন্নতি প্রত্যাশা করিতেছি। হরিশ বাবু এই বিদ্যালয়ের পুনরুন্নতির জন্য অশেষবিধ যত্ন পাইতেছেন, শুনিলাম এই বিদ্যালয়ে বালকগণ প্রত্যহ ইংরেজীতেও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেক। এই সদনুষ্ঠান সুসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে অনেকেই এই সাধারণের হিতকর প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। এইক্ষণে আমরা জগদীশ্বর সমীপে ঐকান্তিক ভাবে প্রার্থনা করিতেছি প্রশংসিত বাবু প্রকাশিত সদনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হউন [illegible] উল্লিখিত বাবু এইস্থানে একটী মুদ্রা যন্ত্রালয় সংস্থাপনে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। [illegible] শ্রীযুত বাবু রামসুন্দর রায় মহাশয় ঐ যন্ত্রালয়ের ও সংবাদ পত্রের অধ্যক্ষতার কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন। এই মুদ্রালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা, শ্রীযুত বাবু ব্রজ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত বাবু রামধন চাকী ও শ্রীযুত বাবু ব্রজচন্দ্র সাহা মহোদয় [illegible]গণের প্রতিভূতে আশু ৩০০০, টাকা মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। এই পাবনা নগরে যে এইরূপ [illegible] কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবেক, ইহা কেহ স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই।

নিঃ শ্রীপ্রসন্ন কুমার সিংহ

সাং খোক্সা

মূল্যপ্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান চন্দ্র ভৌমিক করিদ পুর ১২৬৯ অগ্রাহয়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ৫,

" হারিসন সাহেব বারুই পুর কোং ৫,

" ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বারুইপুর কোং ৫,

" গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সিমড়া ১২৬৯ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ৫,

" রাজা ভগীরথ মহেন্দ্র বাহাদুর কটক ১২৬৯ আশ্বিন হইতে ৭০ ভাদ্র কোং ১০,

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

"মহর্ষনা মজ্ঞনিম্নিলায় পার্থিবঃ সরস্বতী মুনিমহতী ন হীয়তাং।"

৪ ভাগ। ৫৩ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ২৫ কার্ত্তিক। ইং ১৮৬২। ১০ নবেম্বর | মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২৫এ কার্ত্তিক সোমবার।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ [illegible] এ কার্ত্তিক বৈদিক শ্রেণীর কুলসম্বন্ধ [illegible] আর এক খানি প্রেরিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, আমরা তাহা গ্রহণ ও সোমপ্রকাশে প্রচার করিলাম না। তাহার কারণ এই, আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আর পাঠকগণের বিরাগ উৎপাদন করিব না। বেদান্তবাগীশের যদি এ বিষয়ের মীমাংসা করা অভিপ্রেত হয়, আমরা একটা সৎপরামর্শ বলি, শ্রবণ ও গ্রহণ করুন। উভয়ের এক বাক্য হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই কয় মহোপধ্যায় মহাশয়কে মধ্যস্থের পদে বরণ করা হউক। ইহাঁরা উভয়ের প্রদর্শিত শাস্ত্র ও যুক্তি শ্রবণ করিয়া যে মীমাংসা করিয়া দিবেন, তাহাই আমরা সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়া দিব এবং তদনুসারী কার্য্যের আচরণে পরাঙ্মুখ হইব না। উপসংহার স্থলে পুনরায় কহিতেছি, বৃথা বিচারে ফল নাই।

মারীভয়।

পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানের মারীভয় সংক্রান্ত দুই খানি পত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে, যথাস্থানে উহা প্রকটিত হইল। অনতির পত্র প্রেরক পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত আমাদিগের নিকটে ছয় টী টাকা পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পীড়িতসাহায্যকারিণী সভা রিশের নাই, প্রতিষ্ঠিত হয়ও নাই, কোথায় পাঠাইয়া দিব, এই ভাবিয়া উহা [illegible]রয়িতার নিকটে প্রতি প্রেরিত হইল। গতবারে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশব লাল সেন এ বিষয়ে প্রধান উদযোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু এবারে কাহাকে উদযোগী দেখিতেছি না। দেবেন্দ্র বাবু এখানে নাই, কেশব বাবু পীড়িত।

পত্র প্রেরকেরা যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, অনেক স্থানে যথার্থ শোচনীয় কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব যে মন শক্তি দয়ালু ব্যক্তিদিগের এ বিষয়ে সাহায্য দান করা অতিশয় আবশ্যক। কলিকাতা ও অন্য অন্য স্থানের লোকেরা এক্ষণে ল্যাক্সোসায়েরের সাহায্য দানে উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহারা যদি হস্ত মার্জ্জন করিয়া লেপও পীড়িত স্থানে নিক্ষেপ করেন, তাহাদিগের যথেষ্ট উপকার হইবে। আমরা পূর্ব্বেও কহিয়াছিলাম পুনরায় কহিতেছি, পত্র প্রেরকেরা অন্য অন্য স্থান হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, করুন কিন্তু তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, যে যে স্থানে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে, তত্রত্য লোক দিগকে এই পরামর্শ দেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া ডাক্তরখানা করিবার এবং গ্রাম পরিষ্কৃত রাখিবার চেষ্টা পান।

ল্যাঙ্কেসায়েরের সাহায্যার্থ টৌনহালের সভা।

২১ কার্ত্তিক বৃহস্পতি বার রাত্রি ৯

টার সময়ে অত্রত্য টৌনহালে এক বৃহতী সভা হইয়া গিয়াছে। সভার উদ্দেশ্য লাঙ্কেসায়েরের সাহায্য দান। মিলিটারি, সিবিল, মিসনরি, বণিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ইউরোপীয় ও এদেশীয় হিন্দু, মুসলমান পরসী প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক সভা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর জেনরল ও বাঙ্গলাদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরও আসন পরিগ্রহ দ্বারা সভাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান লোক গমন করাতেই যে সভার শোভা হইয়াছিল, এরূপ নহে, সভাগৃহ নানাবিধ রঙ্গিল বসন ও কৃত্রিম বৃক্ষ দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল।

সরিফ প্রথমে সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে লার্ড এলগিন, আর্চ্চডিকন প্রাট ও ডফ সাহেব এক একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাস্থ ব্যক্তিদিগের দয়া ও বদান্যতাশক্তির সন্দুক্ষণ করাই সেই সেই বক্তৃতার মুখ্য উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। সকলেরই মনে তৎকালে লাঙ্কেসায়েরের বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের দুঃখে দুঃখ বোধ ও তদ্দুঃখ বিনাশের ইচ্ছা জন্মে। সকলেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উজ্জীবিত ও উৎসাহিত হন। লার্ড এলগিন বক্তৃতা কালে এই অনুরোধ করেন যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ সময়ে যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার অবশিষ্ট যে টাকা আছে, তাহা লাঙ্কেসায়েরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সর্ব্বত্র চাঁদার বহি প্রেরণ করিয়া ধন সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব এবং সেই ধন রক্ষার্থ কয়েক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের পর সভা ভঙ্গ করা হইল।

—•—

সর চারলস উডকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা আবশ্যক।

আমরা গতবারে বিস্তারিত রূপে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, সর চারলস উডকে পদচ্যুত করা "শ্রীবৃদ্ধিকারি দলের একমাত্র পণ হইয়াছে। ফলতঃ ঐ দল তাঁহাকে " গেচাকেও, করিয়া তুলিয়াছেন। উঁহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ইংলণ্ডের অনেক প্রধান লোকেরও এইরূপ সংস্কার হইয়াছে যে ভারতবর্ষস্থ কি ইউরোপীয় কি এ দেশীয় সকল লোকেরই সর চারলস উডের কার্য্যের প্রতি আত্যন্তিক বিরাগ জন্মিয়াছে। এরূপ সংস্কার জন্মিবার একটী বিশিষ্ট কারণও আছে। চারলস উড মহীসুরের রাজকুমারদিগকে ৫০ লক্ষ টাকা দিলে পর এ দেশীয়েরা শ্রীবৃদ্ধিকারিদলপ্রতারিত হইয়া টৌনহালের সভায় ঐকমত্যে ঐ কার্য্যের যে প্রতিবাদ করেন, চতুর শিরোমণি শ্রীবৃদ্ধিকারি দল এক্ষণে তাহাই এ দেশীয়দিগের বিরাগ লক্ষণ বলিয়া প্রমাণ দিয়া থাকেন।

যাহা হউক, ইংলণ্ডের প্রধান ব্যক্তিদিগের উল্লিখিত অমূলক সংস্কার থাকা ভাল হইতেছে না। তাহাতে ভারতবর্ষের সবিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যাহাতে ঐ সংস্কারটি দূরীভূত হয়, এরূপ চেষ্টা করা অতিশয় আবশ্যক। ভারতবর্ষের সমুদায় প্রেসিডেন্সির লোকে এই সময়ে একবাক্য হইয়া সর চারলস উডকে অবিলম্বে এক খানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করুন। তাহা হইলেই এ দেশের লোকেরা উক্ত সেক্রেটারির প্রতি অনুরক্ত কি বিরক্ত ইংলণ্ডীয়েরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

সর চারলস উড এ দেশীয়দিগের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও অভিনন্দন পত্র লাভের যোগ্য পাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয়েরা যে অনায়াসে অত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় লব্ধপ্রবেশ হইয়াছেন, সে কাহার অনুগ্রহে? ইহাঁরা যে প্রধানতম আদালতের বিচারপতি পদ লাভে সমর্থ হইলেন, তাহার অনুগ্রহের কারণ কে? কোন্ ব্যক্তি যত্নবান হইয়া এতদ্দেশীয়দিগকে অমর্য্যাদ্দূর কন্‌ট্রাক্ট বিল হইতে রক্ষা করিয়াছেন? এ দেশীয় পদচ্যুত রাজগণ ও প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রার্থনা পূরণ করিয়া মনঃক্ষোভ দূর করা প্রধান উদ্দেশ্য কাহার? কাহার সময়ে নীলকর বিবাদ কালে কোন ব্যক্তি প্রজাদিগের রক্ষা করিয়াছিলেন? ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, এ আন্তরিক ইচ্ছা কার? পতিত ভূমি বিক্রয় সম্বন্ধে এদেশীয়দিগের সম্পত্তি স্বত্বলোপ ও অনিষ্ট হইবার যে সম্ভাবনা হইয়াছিল, কে বা তন্নিবারণ করিয়াছেন? এক সর চারলস উডের নাম নির্দ্দেশ করিলেই এই প্রশ্ন গুলির উত্তর হইবে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি এ দেশের এরূপ হিতৈষী, তিনি কি অভিনন্দন পত্র প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র নহেন?

সর চারলস উড ও কন্‌ট্রাক্ট বিল।

যে ব্যক্তি সুরাপানাদিরূপ অন্যতর ব্যসনে আসক্ত হয়, গুরুজনের গঞ্জনাদি কারণ বশতঃ তাহার তৎ পরিত্যাগ চেষ্টা জন্মিলে সে যেমন এককালে তত্ত্যাগে সমর্থ না হইয়া একবার এ মাদক দ্রব্য সেবন একবার ও মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া অস্থিরচিত্ততা প্রদর্শন করে, কন্‌ট্রাক্ট বিল লইয়া অত্রত্য কতকগুলি ইউরোপীয়ের সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে। ঐ বিল তাঁহাদিগের ব্যসন স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহারা কোনরূপেই উহার মোহিনী শক্তি বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না। সর চারলস উড বীডন সাহেবের ফৌজদারী কন্‌ট্রাক্ট বিল অগ্রাহ্য করিলেন, রিচি সাহেব তাহাকে তৎকণাৎ দেওয়ানী সংক্রান্ত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিলেন, কিন্তু তাহাও সর চারলস উডের শাণিত অস্ত্রের মুখে পতিত হইয়াছে। তিনি তাহা যুক্তি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন।

অদ্য অবকাশ বিরহে তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির সবিস্তর উল্লেখে সমর্থ হইলাম না, আগামি বারে আমরা পুনরায় এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিব। চারলস উড উক্ত বিলের মূল যুক্তি ধরিয়া যেরূপ বিচার করিয়াছেন, তা। দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, তিনি এদেশের আদালতের অবস্থা, শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের মনের ভাব এবং ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া প্রচলিত হইলে এদেশের যে মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা স্পষ্ট রূপে বুঝিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে যে কথা কহিয়াছিলাল, উক্ত দারুণ বিল বিধিবদ্ধ হইলে এদেশে কণ্ট্রাক্ট প্রথা উঠিয়া যাইবে, তিনিও সে শঙ্কা করিয়াছেন। তাঁহার এক প্রকার স্পষ্টাক্ষরেই কহা হইয়াছে, যে মূল যুক্তি অবলম্বন করিয়া ঐ আইনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা বিশুদ্ধ নহে। বোধ কর, এক ব্যক্তি এক জোড়া জুতা করিয়া দিবে বলিয়া কিছু দাদন লইয়া কোন দৈব প্রতিবন্ধক বশতঃ দিতে পারিল না, কিন্তু দাদনদাতা প্রমাণ করিয়া দিলেন, সে দুষ্টতা করিয়া জুতা দেয় নাই, বিচারকর্ত্তা তাহার প্রতি এক বৎসরের কারাবাসের আদেশ করিলেন। ইহার তুল্য যুক্তিবিরুদ্ধ অসঙ্গত আইন আর কি হইতে পারে? চারলস উড বলেন, কোন রাজ্যের কোন আইনে এরূপ নাই।

পুরুষোত্তম মুদলিয়ারের প্রস্তাব।

আমাদিগের পাঠকবর্গ পুরুষোত্তম মুদলিয়ারের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। ইনি কর্ণাটের নবাবের দূতস্বরূপ হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। ইনি একজন ভারতবর্ষের শুভাকাঙ্ক্ষী। সেই শুভ উদ্দেশে ইনি কয়েক বার পুস্তকাকারে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাংশিক অবিমৃষ্যকারিতাদোষদুষ্ট হওয়াতে তাহা সকলের নিকটে আদরণীয় হয় নাই।

সম্প্রতি তিনি আর কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার গুণ ও দোষ বিবেচনা করিয়া দোষাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদনুসরণ করা ভারতবর্ষীয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রস্তাব গুলি নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

১। ইনকমটাক্স রহিত করা এবং ভারতবর্ষের উৎকর্ষ সাধনী সভায় ব্রাউন ও ডিকিন্সন সাহেবের প্রস্তাবানুরূপ ভারতবর্ষীয় যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্যের একবিধ শুল্ক স্থাপন করা।

২য়। এতদ্দেশীয় যোগ্য ব্যক্তিদিগের চিহ্নিত চিকিৎসকের পদ লাভ।

৩য়। এতদ্দেশীয়দিগের সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশ।

৪র্থ। যে সকল জমীদারকে অন্যায় করিয়া জমীদারি হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে, তাঁহাদিগের তাহার পুনঃ প্রাপ্তি।

৫ম। যে কাণ্ট্রাক্ট বিল বিধিবদ্ধ হইলে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগকে নীলকর প্রভৃতির ক্রীত দাসের ন্যায় হইতে হইবে তাহা বিধিবদ্ধ হইতে না পায়।

৬ষ্ঠ। এতদ্দেশীয় জমীদারদিগকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ।

ইহার মধ্যগত দুটি প্রস্তাব আমাদিগের অনুমোদনীয় হইতেছে না। এক, যে সকল জমীদারকে অন্যায় করিয়া সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাঁহাদিগের বিষয়ে মহাসভায় আবেদন করা অনাবশ্যক। কাহার প্রতি যথার্থ অন্যায় হইয়াছে, যদি এরূপ প্রমাণ হয়, অত্রত্য দেওয়ানী আদালতই তাহার মীমাংসা করিবেন। তত দূর গমনের প্রয়োজন কি; যদি পদচ্যুত রাজগণকে স্ব স্ব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হয়, তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। সে চেষ্টা করিতে গেলে অন্য অন্য চেষ্টাও সেই সঙ্গে বিফল হইয়া উঠিবে। সেটী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অবয়ব গত দোষ; তৎ সংশোধন করিতে গেলে ব্রিটিস জাতিকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয়, যাবতীয় জমীদারকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদ দান প্রস্তাব ন্যায়সিদ্ধ হইতেছে না। ইহাঁদিগের অনেকেরই গুণ অনেকের মনে বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। বলিতে কি যে সে জমীদারকে ঐ পদ প্রদান করিলে " ডাইনের কোলে পো সমর্পণ " করা হইবে। যাঁহারা উপযুক্ত, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে এ ক্ষমতা দিতেছেন। তন্নিমিত্ত মহাসভায় আবেদন করিলে অকৃতজ্ঞতা দোষে দূষিত হইতে হইবে।

যাহাতে আমাদিগের যুবকেরা চিহ্নিত চিকিৎসক ও সিবিলিয়ান পদ লাভে সমর্থ হন, সে চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাবৎ ভারতবর্ষে পরীক্ষার নিয়ম না হইতেছে, তাবৎ সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ এদেশীয়দিগের সুলভ হইতেছে না। কণ্ট্রাক্ট বিলের ত কথাই নাই। এই আইন হইলে এ দেশের কৃষকদিগকেই যে কেবল নীলকরদিগের ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে হইবে এরূপ নহে, অনেককে শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা শ্রীঘরে বাস করিতে হইবে।

পুরুষোত্তম একটি আবশ্যক প্রস্তাব করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। যখন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ একের অধীন হইল, তখন কি জন্য আর এ দেশে ইউরোপীয় ও এ দেশীয় বলিয়া বিচার কার্য্য ও ব্যবস্থাদির ইতর বিশেষ হইতেছে? সকলের একবাক্য হইয়া এবিষয়টী ইংলণ্ডবাসিদিগের শ্রবণ গোচর করা অতিশয় আবশ্যক।

ভারতবর্ষীয়দিগের একবাক্য হইয়া উল্লিখিত বিষয় গুলির নিমিত্ত পালিয়ামেণ্ট সভায় আবেদন করা আবশ্যক। সেখানে এখন এবিষয়ের সহায়তা করিবারও লোক হইয়াছেন। এ দেশের ২৫ জন হিন্দু, মুসলমান, ও পারসী একত্র হইয়া এক সভা করিয়া উল্লিখিত প্রস্তাব গুলি করিয়াছেন। এস্থান হইতে আবেদন পত্র

প্রেরিত হইলে তাঁহারাই আবার প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়া উহা সুসিদ্ধ করিয়া তুলিবেন। এইরূপে উভয় দলের চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্তই আমরা ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি প্রেরণ প্রস্তাব ভূয়োভূয়ঃ করিয়া আসিতেছি। শ্রীবৃদ্ধিকারি দল এই গুণেই যাবতীয় বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেছেন! তাঁহাদিগের এখানে সভা আছে, সেখানেও লোক আছে। এখানকার সভা যে কথা কহিয়া পাঠাইতেছেন, তত্রত্য প্রতিনিধিরা তত্রত্য প্রধান পুরুষদিগের নিকটে সর্ব্বদা আনুগত্য কাকুক্তি ও বিনতি প্রভৃতি নানা বিধ কৌশল ও উপায় করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতেছেন। সুতরাং তাঁহাদিগেরকৃত ভারতবর্ষের অনিষ্টবিধায়িনী অন্যায় প্রার্থনাও পূরিত হইতেছে। প্রধান পুরুষেরা একের মুখে শুনেন, সকল জানিতে পারেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা যদি ইংলণ্ডস্থ প্রধান পুরুষদিগের কোমর ধরিয়া টানাটানি করিতে পারেন, শ্রীবৃদ্ধিকারি দল স্বার্থের নিমিত্ত ভারতবর্ষের অনিষ্ট সাধন চেষ্টা করিয়া কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

—০—

আসামের চা কর, হিন্দুপেট্রিয়ট ও কিনিক্স।

১৮৪৮ অব্দে কসুথ, কালাপা প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিরা মাতৃভূমি হঙ্গারির স্বাধীনতা স্থাপনে অপারগ ও পরাজিত হইয়া তুরস্কে পলায়ন করিলে লুইকস, ডানিএল ওয়েবষ্টর প্রভৃতি আমেরিকার কয়েক ব্যক্তি কসুথকে আমেরিকায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে যথার্থ স্বাধীনতারসজ্ঞ এক ব্যক্তি (জর্জ্জ টমসন) ক্রুদ্ধ হইয়া কহিয়াছিলেন "কি আশ্চর্য্য! যে জাতির মধ্যে দসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ অসংখ্য ব্যক্তি লক্ষিত হইতেছে, সেই জাতি হঙ্গারীয়দিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এক আহ্বান প্রেরণ করিয়া কসুথকে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি কসুথ যথার্থ ন্যায়পরায়ণ হন, তিনি কপট শিষ্টতা পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্টাক্ষরেই এই কথা কহিবেন "যদি তোমাদিগের দয়া প্রদর্শন করিবার অবসর থাকে, যে ৩০ লক্ষ লোক (আমেরিকার ক্রীত দাস) শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়া গো মেষ মহিষাদির ন্যায় তোমাদিগের কর্ষণ বহনাদি সম্পাদন করিতেছে, তাহাদিগের প্রতি সেই দয়া প্রকাশ কর; আমি স্বদেশ বহিষ্কৃত হইয়াছি, যথার্থ বটে, কিন্তু আমি শৃঙ্খলবদ্ধ নহি। * * * * তুরস্কের সুলতান আমাকে রক্ষা করিতেছেন। *** আমি বরং তোমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া অনুরোধ করিতেছি, তোমরা দক্ষিণ দিকে (দক্ষিণ কারোলিনার দাস দিগের প্রতি) দৃষ্টিপাত কর"। উক্ত বক্তা আরো কহিয়াছিলেন "যে ব্যক্তি এ দেশের ক্রীতদাসস্বামিদিগের অতিথি হইয়া আসিবেন, আমি তাঁহাকে যথার্থ স্বদেশ হিতৈষী বলিয়া গণনা করি না।"

ভারতবর্ষ এই যথার্থ বাক্যগুলির অলক্ষ্য নহেন। "ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি" এই অশ্রুত পূর্ব্ব শব্দ গুলি নিরন্তর আমাদিগের শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এ দেশীয়দিগের বিশেষতঃ কৃষক ও মজুরদিগের স্বাধীনতা লাভ চেষ্টার সহায় না হইয়া প্রত্যুত তাহাদিগকে দাসবৎ নিতান্ত পরাধীন করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতেছে, তাহারা ভারতবর্ষের কি প্রকার বন্ধু? কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের নিকটে এ দেশের যথার্থ স্বাধীনতা, সৌভাগ্য ও সুখ সচ্ছন্দতা লাভ প্রত্যাশা করেন? যখন হতাশ কৃষকদিগের দীর্ঘনিশ্বাস, অত্যাচার নিবন্ধন মজুরদিগের ক্রন্দন, ভদ্র লোকদিগের অবমাননা ও স্বত্বহানি জনিত আর্ত্তনাদ নিরন্তর আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া [illegible] হইতেছে, তখন কোন্ ব্যক্তি সাহস করিয়া বলিতে পারেন "ভারতবর্ষের উন্নতি হইতেছে? কোন্ [illegible] ব্যক্তি কয়েক জন নিরম নীলকর ও চা-করের স্বার্থলাভকে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি বলিয়া গণনা করিতে উৎসাহী হইবেন?

অদ্য যদর্থ এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করা হইয়াছে, সে এই:—গত জুলাই মাসে হিন্দুপেট্রিয়টের আসামস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, রিভসডেল নামে এক জন সহকারী চা-কর কর্ম্মচারী আপনার অধীনস্থ এক মুহুরিকে এক দিবস আত্যন্তিক প্রহার করে এবং ঐ দিবস তাহাকে এক গুদামের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। পশ্চাৎ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট গিবসনের সম্মতি ক্রমে পর দিবস তাহাকে যাবতীয় মজুরের সমক্ষে আনয়ন করা হইল এবং এক গাছ মোটা বেত আনিয়া তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বেত ভাঙ্গিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ একটা কোড়া লওয়া হইল। তাহার বিষম দুঃসহ প্রহারে মুহরি অচৈতন্য হইয়া পড়িল। রিভসডেল মনে করিল, মুহরির প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। তাহার মৃতদেহ সমাহিত করিবার অনুমতি হইল। কিন্তু কতক্ষণ পরে দেখা গেল, তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। ক্রমে চৈতন্য হইয়া মুহরি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাহাকে আসাম কোম্পানির জমীদারী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। মুহরিকে তাহার নিজ বাসগ্রামে পাঠাইয়া দেওয়াই চা-করের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে তাহা না করিয়া তত্রত্য কমিসনরের নিকটে নালীশ করিল। প্রথমে এ বিষয়ের নামমাত্র অনুসন্ধান হয়, শেষে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হিন্দুপেট্রিয়ট দেখিয়া পুনর্ব্বার অনুসন্ধান করিতে বলাতে রিভসডেলের ৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে! এবং আসাম কোম্পানি তাহাকে

পদচ্যুত করিয়াছেন। গিবসন এই অত্যাচারের সময়ে এক জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর লিষ্ট হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দিতে কহিয়াছেন!!!

ফিনিক্স হিন্দুপেট্রিয়টের এই প্রস্তাব দেখিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন হিন্দুপেট্রিয়টের পত্র প্রেরক যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে। এই হেতু তিনি উহার একটী স্বতন্ত্র বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। সে এইঃ—এক দিন কাছারিতে রিডস্‌ডেল মুহুরিকে কয়েকটি প্রশ্ন করে, মুহুরি তুচ্ছ করিয়া প্রত্যুত্তর না দেওয়াতে উক্ত চা-কর তাহার গালে এক চপেটাঘাত করিল। মুহুরি সাহেব বলিয়া ভয় না করিয়া এক লৌহ নির্ম্মিত রুল লইয়া তাহাকে প্রহার করিবার চেষ্টা পাইল। চা-কর সেই রুল কাড়িয়া লইয়া তৎ প্রহার দ্বারা তাহাকে ভূতলশায়ী করিল। শেষে তাহাকে গুদামে বদ্ধ করিয়া চা-কর নাসিরা নামক কুঠিতে গিবসনের নিকটে পরামর্শ জ নিতে গেল। গিবসন বলিলেন "মুহুরিকে রুদ্ধ করিয়া মজুরদিগের সমক্ষে লইয়া প্রহার কর, নচেৎ তোমার অধীনস্থ লোকেরা তোমাকে মানিবে না। রিডসডেল তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি পাইয়া সমুদায় মজুরকে একত্র করিয়া প্রথমে মুহুরিকে স্বহস্তে ৩০ বেত মারিল, পরে এক চাবুক লইয়া কয়েক বার আঘাত করে। শেষে তাহাকে সপরিবারে আসাম কোম্পানির জমীদারি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। এইরূপে বর্ণন করিয়া উক্ত সম্পাদক উক্ত দুরাত্মা চা-কর দ্বয়ের অপরাধ লঘু করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।

আমরা ফিনিক্সের সরল ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তিনি যে উদ্দেশে "যথার্থ বর্ণন" এই শিরোনাম দিয়া উক্ত প্রস্তাবটি লিখিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হয় [illegible] তাঁহার বর্ণিত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেহই রিডসডেলকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিবেন না, বরং রিডসডেল গুরুতর পাপী বলিয়া লোকের নিকটে প্রতীয়মান হইবে। ঐ প্রস্তাবটী লিখিয়া কেবল লাভের মধ্যে এই হইল, "ফিনিক্স বিনা পক্ষপাতে সকল বিষয়ের যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি ছিল, তাহা লোপ হইতে চলিল। রিডসডেল গিবসনের অনুমতি লইয়া বিবাদের পর দিন মুহুরিকে স্বহস্তে ৩০ বেত মারে, ইহাতে কি তাহার অপরাধ লঘু হইতেছে? যদি চা-কর ক্রোধভরে মুহুরিকে তৎক্ষণাৎ ভয়ানক প্রহার করিত, তাহা হইলে আইনে না হউক, যুক্তিতে তাহার দোষ কতক ক্ষমার যোগ্য হইত। কিন্তু সে তাহা করে নাই, এক দিন মুহুরিকে রুদ্ধ করিয়া রাখে; ইহার মধ্যে তাহার ক্রোধের শান্তি হওয়াই সম্ভাবিত। কিন্তু ক্রোধ শান্তি না হইয়া প্রধানতম কর্ম্মচারির সহিত পরামর্শ করিয়া মুহুরিকে সকলের সমক্ষে যে নিষ্ঠুর প্রহার করা হইয়াছে, সেটী দস্যুবৎকাণ্ড হইয়াছে সন্দেহ নাই। তদ্দ্বারা গিবসন ও রিডসডেল উভয়েরই স্বভাব ও অত্যাচারকারিতার সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে। তবে সম্পাদক বলিবেন, মুহুরি তাহার উপরের লোককে তুচ্ছ করিয়া অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছে। মুহুরির "অবাধ্যতা" ও "প্রধানের প্রতি তুচ্ছতার" কারণ কি? বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে কি কেহ কখন আপনার উপরি পদস্থ ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করে? আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিতে পারি রিডসডেল যে শ্রেণির লোক, ইহাদিগের নিকটে এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকের যথোচিত স্বাধীন ব্যবহার করিবার যো নাই, তাহা করিলে অমনি অবাধ্য ও গর্ব্বিত স্থির করা হয়। আমেরিকার ক্রীতদাসস্বামীরা এই প্রকার দণ্ড দিয়া থাকে। মুহুরি বিনা কারণে বা ভদ্রিকই যদি অবাধ্যতা প্রকাশ ও অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে, চা-করের স্বয়ং স্বহস্তে দণ্ডদান ভার গ্রহণ করা কোন্ আইনে ও কোন্ যুক্তিতে কহিতেছে? অবাধ্যকে পরিত্যাগ করিলেই ত সমুদায় আপদের শান্তি হয়। পরিত্যাগ রূপ দণ্ড দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া কি অন্য অবাধ্যের অবাধ্যতা নিবারণে সমর্থ হয় না? ভদ্রলোকে অবাধ্যের এই প্রকার দণ্ড করিয়া থাকেন। দুরাত্মারাই কেবল আপনাদিগকে দেবজ্ঞান করিয়া কেহ অন্যায্য কথা না শুনিলেও স্বহস্তে তাহার দণ্ড বিধান করিয়া থাকে। যে সে যদি স্বহস্তে দণ্ড দান ভার গ্রহণ করে, গবর্ণমেণ্টের থাকিয়া প্রয়োজন কি?

আমরা ফিনিক্সের আর এক কথায় অধিকতর চমৎকৃত হইয়াছি। তিনি বলেন এতদ্দেশীয় জমীদারেরা উল্লিখিত প্রকার অবাধ্যতা দর্শন করিলে রিডসডেল অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড দেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদিগের নামে নালীশ করে না। বালকেরা ত এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে? এক জন অত্যাচার করিতেছে বলিয়া কি অন্যকৃত অত্যাচার ন্যায়সিদ্ধ হইবে? কাবুলে এই রীতি আছে কেহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করা হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া সেইরূপ অসভ্য ব্যবহার করিবেন? আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট চা-কর ও নীলকরদিগকে ভয় করেন, নতুবা কি জন্য তাঁহারা এই সকল অত্যাচারকারিকে যথাবিধি দণ্ড না দেন? ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে হস্তার্পণ করেন বলিয়া শ্রীবৃদ্ধিকারির দল বলেন, গবর্ণর জেনেরল এতদ্দেশীয়দিগের নিকটে হতমান হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হতমান হইয়াছেন এ কথা বড় অযথার্থ নহে। হতগৌরব হইবার প্রকৃত কারণ এই, তাঁহারা ঐ দলের ভয়ে এ দেশী

য়ের ও ইউরোপীয়ের প্রতি সকল সময়ে অভিন্ন ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহারা না পারুন, এ দেশীয়দিগের হইতে চা-কর প্রভৃতির অত্যাচার নিবারিত হইবে সন্দেহ নাই। বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা আলিসন বলিয়াছেন, নর্ম্মাণেরা আদিম সাক্সনদিগের উপর অত্যাচার করাতেই ইংরাজ জাতির সাহস ও অধ্যবসায়ের বৃদ্ধি হয়। নীলকরের অত্যাচারে বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের রাজনীতি ও স্বাভাবিক স্বত্বের জ্ঞান জন্মিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহ ও তদুচিত জাতিবৈর নিবন্ধন বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বাসিরা পরস্পর পরস্পরকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া ক্রমশঃ একতায় উন্মুখ হইতেছেন। এইরূপে ইহাঁরা একবাক্য ও অধ্যবসায়ারূঢ় হইলে রিডসডেল প্রভৃতি দুরাত্মার দৌরাত্ম্য নিবারণ কি দুরূহ হইবে? সমুদায় ভারতবর্ষ একত্র হইয়া পালিয়ামেণ্টে আবেদনকারী হইলে তখন কি আর [illegible]সভা বধির হইয়া থাকিতে পারিবেন, [illegible]ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টই চক্ষু মুদিয়া [illegible] পারিবেন?

প্রাপ্ত।

মুন্সেফ প্রভৃতির বেতন বৃদ্ধি।

১। পূর্ব্বে মুন্সেফেরা সর্ব্ব প্রকার বিশেষতঃ গুরুতর মকদ্দমা গ্রহণ ও তাহার বিচার করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের পদ মর্য্যাদারও অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা ছিল। পূর্ব্বে জিলার জজেরা ইচ্ছা করিলেই যে কোন ব্যক্তিকে মুন্সেফীপদে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। নিয়োগের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের ক্ষমতা কি বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েরই বিশেষ পরীক্ষা করা হইত না। এবং বর্ত্তমান দারোগাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের অপদস্থ হওয়াও সহজ ছিল। বিশেষতঃ জজেরা অত্যল্প অপরাধে তাঁহাদিগের জরিমানা করিতে পারিতেন। বিচারকদিগের পক্ষে ইহা সামান্য অপমানের বিষয় নহে; তৎকালীন মুন্সেফদিগের অনেকেই অযোগ্য ও অসচ্চরিত্র ছিলেন। তাঁহারা এরূপ অপমানকে অপমান বোধ করিতেন না। এক্ষণে মুন্সেফদিগের পরীক্ষার্থ কঠিন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নিয়মানুসারে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরাই মুন্সেফি পদ প্রাপ্ত হইতেছেন। বর্ত্তমান কালে মুন্সেফের শ্রেণিতে অধিকাংশ ব্যক্তি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান দৃষ্ট হইতেছেন, পূর্ব্বের ন্যায় অযোগ্য, অধার্ম্মিক মুন্সেফের সংখ্যা অতি বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে মুন্সেফদিগের প্রতি সর্ব্ব প্রকার মকদ্দমা গ্রহণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ঐ পদের এই রূপ মান ও গৌরব বৃদ্ধি হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরাও এই শ্রেণিতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে পূর্ব্বকার মুন্সেফদিগের যে ১০০ টাকা বেতন ছিল বর্ত্তমান মুনসেফদিগের পক্ষে সেই বেতন যে অত্যল্প এবং নিতান্ত অনুচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবিষয় গবর্ণমেণ্টেরও অগোচর নাই, বিশেষ প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিরা এতৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে যে অনুরোধ করিয়াছেন বোধ করি তাহা নিষ্ফল হইবেক না।

২। পূর্ব্ব কালে সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে তাঁহারা প্রথমে এসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট, এসিষ্টেণ্ট কালেক্টর ও জজের অধীনে রেজষ্টরের কর্ম্ম করিতেন, তাহাতে এই ফল দর্শিত যে তাঁহারা প্রথম হইতেই আদালত সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া সকল বিষয়ে সক্ষম হইতেন। পরে রেজষ্টরের আদালত উঠিয়া গিয়া প্রধান সদর আমিনের আদালত স্থাপিত হইলে সিবিলিয়ানেরা ঘৃণা করিয়া প্রধান সদর আমিনের পদ স্বীকার করিলেন না। তখন এই হইল যে তাঁহারা পূর্ব্বে যেমন প্রথম হইতেই দেওয়ানীর কার্য্য শিক্ষা [illegible] আর তাহা পাইবেন না। ঐ কালেক্টরেরা [illegible] দেওয়ানী আদালতের [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] উপদেশ ভিন্ন [illegible] করিতে পারিতেন না, [illegible] হইতেন অল্পকাল মধ্যেই আদালতের রীতি পদ্ধতি এবং বিচার প্রণালী শিক্ষা করিয়া আদালার [illegible] তাদৃশ বুদ্ধিমান না হইতেন তাঁহাদিগের নিকট আমলার ক্ষমতা চির দিন সমান থাকিত। এক্ষণে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে জমীদার ও প্রজার বিবাদ ঘটিত বহুতর দেওয়ানী মকদ্দমা কালেক্টরি কাছারিতে বিচার হইবার নিয়ম হওয়াতে সিবিলিয়ান এসিষ্টাণ্ট কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টর এবং কালেক্টর সাহেবদিগের দেওয়ানী আদালতের কার্য্য শিক্ষার এক সদুপায় হইয়াছে বটে কিন্তু এতদ্দেশীয় ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের দেওয়ানী সংক্রান্ত কার্য্য শিখিবার সদুপায় এবং ভবিষ্যতে দেওয়ানী আদালতের কর্ম্ম পাইবার নিয়ম না করা গবর্ণমেণ্টের অবিচার হইয়াছে বলিতে হইবেক। ঐ ১০ আইনের ১৬৪ ধারাতে এই আদেশ হইয়াছে যে, ১৮৩৩ সালের ৯ আইন মতে যে সকল ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হন তাঁহাদের প্রতি যদি পোলিষ সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা সমর্পিত হয় তবে তাঁহারা এই আইন মতে বিচারপতির কি অন্য কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন না। ফৌজদারী ও পোলিষের কর্ম্ম একত্র থাকাতে এতদ্দেশীয় বিচারকের প্রতি ফৌজদারী কার্য্যের ভারার্পণ হয় সুতরাং তিনি ঐ ১০ আইন সংক্রান্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। অতএব দেওয়ানী আদালতের কার্য্য শিক্ষা করা উক্ত ব্যক্তিদিগের সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এতদ্দেশীয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের মধ্যে অনেকেই বিদ্বান বুদ্ধিমান এবং সুবিচারক বটেন, এমত সকল ব্যক্তির প্রতি দেওয়ানী মকদ্দমার বিচারের ভারার্পণ করা অতীব কর্ত্তব্য এবং তাহা হইলে ভবিষ্যতে দেশের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

[illegible] এতদ্দেশীয় যে [illegible] ব্যক্তিকে প্রথমে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর কি মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হয় তাঁহাদিগের সকলকেই তুল্য বেতন দেওয়া কর্ত্তব্য। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরদিগের প্রতি প্রথমে যেরূপ ফৌজদারী ও কালেক্টরী সংক্রান্ত [illegible] কার্য্যের ভারার্পণ হওয়ার রীতি আছে, যদি তাঁহাদিগের প্রতি প্রথম হইতেই [illegible] ১০ আইন [illegible]

বিচারের এবং মুন্সেফদিগের প্রতি প্রথম হইতেই ফৌজদারী এবং কালেক্টরী সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচারের ভারার্পণ করা হয়, তবে ঐ সকল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এবং মুনসেফেরা সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া পরিনামে সর্ব্ব প্রকারে যোগ্য ও পারদর্শী হইতে পারেন এবং তাহা হইলে ভবিষ্যতে কেবল দেশেরই উপকার নহে গবর্ণমেণ্টও আবশ্যক মতে সকল সময়ে সকল বিষয়েরই যোগ্য পাত্র অনায়াসেই পাইতে পারেন। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে এরূপ নিয়ম হইবার সম্ভাবনা নাই তজ্জন্য ইহাও জানাইতেছি যে এক্ষণে প্রত্যেক জিলাতে প্রায় ২।৩ টি করিয়া সব ডিবিজন হইয়াছে। ভবিষ্যতে সেই সকল সব ডিবিজান ভিন্ন অন্য স্থানে মুন্সেফের কাছারি হইবেক না। সব ডিবিজনের ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটেরা ফৌজদারী ও কালেক্টরী সংক্রান্ত মকদ্দমা সকল মুন্সেফদিগের নিকট অর্পণ করিলে মুন্সেফেরা অনায়াসেই তাহার বিচার করিতে পারেন। আর যে সকল ব্যক্তির হস্তে পোলিসের ক্ষমতা থাকে ১০ আইন সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচারের ভার তাঁহাদিগের প্রতি অর্পণ হইলে কি জানি যদি তাঁহারা তাহাতেও পোলিসের ক্ষমতা প্রকাশ করেন বোধ করি ঐ আশঙ্কা ক্রমে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে শেষোক্ত মকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা দেন নাই। কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা কেবল মনুষ্যের চরিত্রের প্রতি নির্ভর করে, যখন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীদিগের উপর গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ করেন নাই তখন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের প্রতি সে সন্দেহ করা সম্পূর্ণ অন্যায়। বিশেষতঃ এক্ষণে অনেক জিলাতেই স্বতন্ত্র পোলিস কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়াতে পোলিসের প্রতি ফৌজদারী বিচারকদিগের কর্ত্তৃত্ব নাই।

৪। এক্ষণে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরদিগকে বিনা পরীক্ষায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পরে পরীক্ষা লওয়ার যে রীতি আছে, এটি নিতান্ত অবৈধ। বিবেচনা করুন এক অযোগ্য পাত্রকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কি ডেপুটি কালেক্টরের কর্ম্ম দেওয়া হইল, তিনি বার [illegible] পরীক্ষা দিয়াও উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, অগত্যা শেষ তাঁহারে পদচ্যুত করিতে হইল. ইহাতে কেবল সেই ব্যক্তিরই বিশেষ দুঃখ ও অপমান এমত নহে লোকে নিয়োগ কর্ত্তাকেও এজন্য নিতান্ত অবিবেচক বলিতে পারে অধিকন্তু সেই অযোগ্য পাত্রের কৃত কার্য্য দ্বারা বাদী প্রতিবাদিদিগের যেরূপ অনিষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। যদি ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং মুন্সেফ ও উকীলদিগের পরীক্ষার একই নিয়ম করা হয় তবে ভবিষ্যতে আর উক্ত প্রকার ঘটনা হইবার সম্ভাবনা ও বারংবার পরীক্ষা লইবার প্রয়োজন থাকে না। মুন্সেফদিগের যোগ্যতা দৃষ্টে জজেরা উত্তম রিপোর্ট করিলে যেমন তদ্দৃষ্টে তাঁহাদিগের পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে তেমনি কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটরো ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্য দৃষ্টে তদ্রূপ রিপোর্ট করিলে তাঁহাদিগেরও পদ বৃদ্ধি হইতে পারে, এক্ষণেও তাহা না হইতেছে এমত নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি বলেন সময়ে সময়ে অধিক পরিমাণে ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু এরূপ পরীক্ষা লইলে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তির সংখ্যা সেরূপ না হইতে পারে এমত নহে, দেখা যাইতেছে যে মুন্সেফি কি অন্য যোগ্য পদ না পাওয়াতে পরীক্ষোত্তীর্ণ অনেক ব্যক্তিকে নানা আদালতে ওকালতি করিতে হইতেছে অথচ সেই সকল আদালতে এত অধিক উকীল আছেন যে উকীলের সংখ্যা কমিয়া গেলে আদালতের কর্ম্মের হানি হইবার সম্ভাবনা নাই তবে বিশেষ কারণে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তির অভাব হইলে কখন কখন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক বাছনি করিয়া বিনা পরীক্ষায় কোন কোন ব্যক্তিকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করিলে কোন হানি হইতে পারে না।

৫। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে আদালত সংক্রান্ত কোন কার্য্য করেন নাই কেবল বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া কি কোন কমিটিতে আইনের পরীক্ষা দিয়া সার্টিফিকিট প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রথমেই তাঁহাদিগকে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন যে ঐ সকল পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিকে প্রথমে দেওয়ানী আদালতের উকিলের কি জিলা আদালতের সেরেস্তাদারের অথবা মফস্বলের ছোট আদালতের হেড ক্লার্কের কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবেক ও অন্যূন এক বৎসরকাল ঐ সকল কার্য্যের কোন এক কর্ম্ম না করিলে তাঁহারা বিচার কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইবেন না, তবে বোধ করি তাঁহাদিগের দ্বারা প্রথম হইতেই আর অধিক অবিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

৬। বিশেষ ক্ষমতা ও যোগ্যতা না থাকিলে আদালতের ওকালতিকার্য্যে কোন কোন ব্যক্তি যশস্বী কি সমধিক উপায়ক্ষম হইতে পারেন না, ইহা সর্ব্বসাধারণের অবিদিত নাই, অতএব উপযুক্ত উকীলদিগের প্রতি বিচারের ভারার্পণ হইলে তাহা যে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি আছে। প্রধানতম বিচারালয়ের যোগ্য বারিষ্টর ও উকীলদিগকে উক্ত বিচারালয়ের বিচারকের পদে নিযুক্ত করিবার সম্প্রতি যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে আদরণীয় ও প্রসংশনীয়। তবে মফস্বলের ছোট আদালতে যে সকল বারিষ্টরেরা জজ হইয়াছেন বিচারকার্য্যে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভ না হইবার কারণ এই যে তাঁহারা মফস্বল আদালতের আইন ও রীতি নীতি এবং এতদ্দেশের ভাষা কি এতদ্দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার কিছুই অবগত নহেন, জিলা আদালতে যে সকল বিজ্ঞ বিচক্ষণ ও উপযুক্ত উকীল আছেন তাঁহারা অনেকে সদর আমিন ও প্রধান সদর আমিন অপেক্ষা ক্ষমতাবান কিনা ইহা জিলার জজ সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারে। ঐ সকল উপযুক্ত উকীলের সংখ্যা অত্যল্প। কোন জিলাতে ২ জন ও কোন জিলাতে ৩ জনের অধিক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপি ঐ সকল যোগ্য উকীলদিগকে যথাযোগ্য বিচার কার্য্যে নিয়োগ করায় কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন নাই, কেবল জিলার জজ ও কালেক্টরেরা কিম্বা কমিসনরেরা মনোযোগী হইলে জিলার

উকীলেরা মুনসেফের কি উচ্চসংখ্যা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটীকালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। বিবেচনা করুন জিলা আদালতের ঐ সকল যোগ্য উকীলেরা প্রতিমাসে কেহ পাঁচ সাত শত কেহ হাজার বার শত টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এক্ষণকার কালে তাঁহাদিগের মান সম্ভ্রমও কম নহে, তাঁহারা ঐ অধিক লাভ পরিত্যাগ করিয়া মুনসেফের কি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ স্বীকার করিবেন কেন, এজন্যই প্রায় জিলা আদালতের কোন যোগ্য উকীলকে ঐ সকল কার্য্য স্বীকার করিতে দেখা যায় না। যদি গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে এরূপ নিয়ম করেন যে জিলা আদালতের উকীলদিগের যোগ্যতা দৃষ্টে তাঁহাদিগকে সদর আমিনের ও প্রধান সদর আমিনের কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবেক তবে তাঁহারা ঐ কর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে পারেন। এমত সকল যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত পদ না দেওয়াতে অবিচার বলিতে হইবেক, এস্থলে আরো বক্তব্য এই যে এরূপ নিয়ম করিতে হইবে জিলার জজদিগের প্রতি এই আদেশ করা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা প্রতি সন সালতামামিতে যোগ্য মুনসেফ ও সদর আমিন এবং প্রধান সদর আমিনদিগের যে রূপ সুখ্যাতি লিখিয়া থাকেন ভবিষ্যতে যোগ্য উকীলদিগের সম্বন্ধেও সেইরূপ লেখেন।

৭। সম্পাদক মহাশয়! আদালত সংক্রান্ত বিচারকের বিষয় লিখিলাম এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগের বিষয় যাহা লিখিতে আরম্ভ করিলাম ইহার প্রতিও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি করা আবশ্যক। পোষ্ট আপিসের লাইনে ইনিস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টরের এক পদ আছে। মাসিক বেতন ১৫০ টাকা. প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ২৫ জিলার পোষ্ট আপিস তত্ত্বাবধান ভার আছে, এক্ষণে প্রত্যেক জিলাতেই পোষ্ট আপিসের সংখ্যা অধিক হইয়াছে, তাঁহাদিগের প্রত্যেক পোষ্ট আপিসে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তদারক করিতে হয়, তদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে কোন কোন পোষ্ট আপিসে বারম্বার যাইয়া অধিক তদারক করিয়া থাকেন, ইঁহাদিগের বাড়িতে কাশী পড়িবার সম্ভাবনা নাই, একবেলা এক পোষ্ট আপিস তত্ত্বাবধান করিয়া ওবেলা দ্বিতীয় পোষ্ট আপিসে উপস্থিত হন, প্রায় বারমাস ত্রিশ দিন পথে পথে ভ্রমণ করেন, কখন কখন দৈব দুর্য্যোগে নিরাহারে গাছতলায় বসিয়া রাত্রি প্রভাত করেন, এই কর্ম্ম বাঙ্গালি ও ফিরিঙ্গি ব্যতীত ইউরোপীয় কোন ভদ্র সন্তানকে স্বীকার করিতে দেখা যায় না, বোধ করি এই কারণেই উক্ত ব্যক্তিদিগের বেতন অত্যল্প হইয়াছে। ইনিস্পেক্টিংপোষ্ট মাষ্টারদিগের ন্যায় পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন কর্ম্মচারীর দেখা যায় না, পোষ্ট আপিসের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদিগের সুবিবেচনার প্রতিও দৃষ্টি করুন। ইনিস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টরদিগের প্রমোসন পাইবার সময় উপস্থিত হইলে বাঙ্গালি বাবুরা বিশেষ যোগ্য ও পরিশ্রমশালী হইলেও ফিরিঙ্গিরা অগ্রে প্রমোসন পাইয়া থাকেন কএক ব্যক্তি বাঙ্গালি ইনিস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টরের সহিত আমার পরিচয় আছে। তাঁহারা ভদ্র সন্তান অতি সচ্চরিত্র এবং এরূপ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান যে তাঁহাদিগের ন্যায় যোগ্য লোক অতিকম পাওয়া যায় ও বোধ করি সহায় পৈতৃক ধনসম্পত্তি না থাকাতেই ঐ ভদ্র সন্তানেরা অত্যল্প বেতনে এরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ইঁহাদিগের অন্য কোন পদ পাইবারও প্রত্যাশা নাই, বিচার কার্য্য ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের অন্য যে সকল কর্ম্ম আছে, তাহা ইঁহারা না পান কেন? যাহা হউক ইঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া অতি কর্ত্তব্য। স্কুলের ডেপুটী ইনিস্পেক্টিং দিগের পরিশ্রম ও ক্লেশ ইনিস্পেক্টর পোষ্টমাষ্টারদিগের সহিত প্রায় তুল্য। ইঁহাদিগের দ্বারা দেশের যত উপকার হইতেছে গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন কর্ম্মচারি দ্বারা সে রূপ হইবার নহে, ডেপুটী ইনিস্পেক্টরেরা সকলেই বিদ্বান এবং কার্য্যে অযোগ্য ও অভদ্রলোক প্রায় নাই। ইঁহারা মাসিক ১০০ একশত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন, ইনিস্পেক্টর সাহেবদিগের মাসিক বেতন ১২০০ বারশত টাকার ন্যূন নহে, সাহেবদিগকে আপিষ ছাড়িয়া মফস্বল স্কুলে যাইতে প্রায় দেখি না, তাঁহারা ডেপুটী ইনিস্পেক্টরদিগের প্রতি হুকুম জারী করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে [illegible] পত্র লিখিয়া [illegible] থাকেন, [illegible] চেষ্টা [illegible] করেন। এ[illegible] বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে? সম্পাদক মহাশয়! এক্ষণে এতদ্দেশীয়দিগের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের ও প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারকের পদ পর্য্যন্তও পাইবার নিয়ম হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট কালেজের বাঙ্গালি শিক্ষকদিগের ভাগ্য কি বরাবরই একরূপ থাকিল? প্রিন্সিপলের পদ পাওয়া দূরে থাকুক এপর্য্যন্ত কোন এক ব্যক্তি বাঙ্গালি শিক্ষককে কলেজের হেড মাষ্টরের পদ পাইতেও দেখা গেল না অথচ ফিরিঙ্গিদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কখন ইনিস্পেক্টর কখন কলেজের প্রিন্সিপাল কখন বা হেড মাষ্টর হইতে দেখা যায়, ফিরিঙ্গিরা কি বাঙ্গালি শিক্ষকদিগের অপেক্ষা বিদ্বান ও শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যে যোগ্য?

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ কার্ত্তিক সোমবার।

গেজেটে প্রকাশ হইয়াছে, বাবু রামগোপাল ঘোষ বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্যপদে নিয়োজিত হইয়াছেন। রামগোপাল বাবুকে প্রথমে ব্যবস্থাপক সভা গ্রহণ না করাতে আমাদিগের যে মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছিল, তাহা দূর হইল। ইনি এক জন যথার্থ যোগ্য পাত্র। ইঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও বক্তৃতাদি শক্তির ন্যায় বঙ্গদেশের হিতসাধনের আন্তরিক ইচ্ছা আছে। উক্ত সভা বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ও প্রয়োজন বুঝিয়া এতদ্দেশীয় সভ্যগ্রহণ করিতেছেন না কেন?

মেদিনীপুরে একটি ছোট আদালত স্থাপিত হইয়াছে। পুর্ণিয়ার সদর আলা বাবু গঙ্গাচরণ ঘোষ বিচারপতি হইয়াছেন।

[illegible] বলেন, দেরাদুনের বনে এক্ষণে উত্তম শালগাছ নাই। [illegible] বিবেচনা না করিয়া গাছ কাটাতে [illegible] নষ্ট হইয়াছে। এখন আর কয়েক বৎসর এই বন কাটা হইবে না। দেরাদুনে মান্দ্রাজ ও পেগুতে উত্তম শালগাছ জন্মিতেছে।

একজন লেপ্টনন্ট কাশীতে সুরাপানে [illegible] মত্ত হইয়া ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাহা[illegible] [illegible]চের পদে [illegible] বোধ হয়, [illegible] বাড়া বাড়ি ছিল না।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদ দাতা বলেন, হেরাটের নিকটবর্ত্তি চারবাগজাতি দোস্ত মহম্মদকে অতিশয় বিরক্ত করিতেছে। এদিকে বোখারার রাজা বিস্তর সৈন্য লইয়া উরাৎপা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি কয়েক সহস্র পারস্যসৈন্য আসিতেছে, খোর সানের শাসন কর্ত্তার প্রতি ২০,০০০ সৈন্যের খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। সন্ধি করাই অমীরের পক্ষে ভাল।

উক্ত সংবাদদাতা তত্রত্য শাসনকর্ত্তার নিষ্ঠুর বিচারের এক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক ব্যক্তি বাজারে ঔষধ ক্রয় করিবার সময়ে কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিল এমন জনশ্রুতি যে দোস্তমহম্মদ হেরাটের নিকটে পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহাকে শাসন কর্ত্তার নিকটে লইয়া যাওয়া হইলে তাহার নাক ও কাণ কাটিয়া দেওয়া হইল। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ যে ভারতবর্ষ এই অসভ্য দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছে।

অযোধ্যা গেজেট বলেন, লক্ষ্ণৌয়ের দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার রাধাকৃষ্ণ উৎকোচ গ্রহণ করাতে পদচ্যুত হইয়াছেন। [illegible]দেশের মাজিষ্ট্রেট ও জজেরা কিন্তু এমন নিষ্ঠুর নন। ইহাঁদিগের আশ্রয় ছায়ায় থাকিয়া আমলারা দিন দিন বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইতেছেন।

[illegible]টিয়ার পেপর বলেন, করাচিতে বিস্তর [illegible]কর্ম্মা ইউরোপীয় জোঠাতে তত্রত্য সৈ[illegible] কর্তৃপক্ষ তাহাদিগের এক কর্ম্ম চাহিয়া[illegible] ইহাদিগকে যে কোন কর্ম্ম দেওয়া হ[illegible] নচেৎ ভারতবর্ষ হইতে স্থানান্তরিত করা হইবে। এই মহাপুরুষেরা গাড়ি করিয়া ভিক্ষা করেন, এবং ভাগ্য প্রসন্ন হইলে ভয়ানক [illegible]ধিকারী হইয়া উঠেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট অবগত হইয়াছেন, নদীয়া ও যশোহরে কার্ত্তিক মাসের রোপিত নীল [illegible]বৃষ্টিতে বিনষ্ট হইয়াছে। ছোট আদালতের বারিষ্টর জজেরা এখন কি করিবেন? বৃষ্টির অপরাধ কি প্রজাদিগের স্কন্ধে পড়িবে?

বাবু রসময় দত্তের সমুদায় পরিবারই ক্রমে ক্রমে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। প্রথমে বাবু গিরিশচন্দ্র দত্ত, পরে হরচন্দ্র দত্ত সপরিবারে খৃষ্টীয়ান হইয়াছিলেন, সম্প্রতি বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত উক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, কর্ত্তাটীরও ঐ ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল। উক্ত বাবুদিগের এটী পৈতৃক রোগ।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, তত্রত্য জায়গীরদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অথবা তাঁহাদিগের সম্পত্তি নীলাম করিবার জন্য বোর্ড এক আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদর্থ পরয়ানা বাহির করা প্রভৃতি যে ব্যয় হইবে, তাহা বোর্ড সাধারণ ধনাগার হইতে দিবার আজ্ঞা দেন। কিন্তু উহাতে ১৪০০ টাকা ব্যয় হওয়াতে তত্রত্য কমিসনর বকলাণ্ড সাহেব তাহা জায়গিরদারদিগের স্কন্ধে নিঃক্ষেপ করিবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছেন। বোর্ড এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন কোন ক্রমেই এরূপ বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, বকলাণ্ড সাহেবের রাজনীতিজ্ঞতা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। এই সকল লোক ব্যবস্থাপক হইলেই প্রতুল! জায়গির নীলামে বিক্রীত হইবে এ কিরূপ কথা।

১৭ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

হায়দরাবাদে কোন্ ব্যক্তি রেসিডেন্ট হইবেন? কেহ কেহ অযোধ্যার প্রধান কমিসনর উইন ফিল্ড সাহেবকে স্থির করিতেছেন। যিনি নিযুক্ত হউন না কেন শীঘ্র হইলে ভাল হয়। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন এক জন রেসিডেন্ট না থাকাতে তথায় গোলযোগ হইতেছে।

উক্ত পত্রের হায়দরাবাদের সংবাদ দাতা বলেন দাক্ষিণাত্যের লোকদিগের এই সংস্কার হইয়াছে, চারিমাসের মধ্যে যাবতীয় ইউরোপীয় হত ও ইংরাজদিগের রাজত্বের শেষ হইবে। এক জন পাইকেড় এক জন সৈনিকের স্ত্রীকে কয়েকটি দ্রব্য বিক্রয় করে, সে গুলি ভাল না হওয়াতে উক্ত স্ত্রীলোক পাইকেড়কে অনুযোগ করাতে সে বলিল "এ দ্রব্যে চারি মাস যাইবে, তৎপরে আর আবশ্যক কি? যে হেতুক তোমরা তখন হত হইবে" তাহার ২৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে। আর এক জন সার্জ্জেণ্টের বালক ভৃত্য বলি য়াছিল যে তাহার প্রভুর অনুগ্রহের বিষয়ে সে বড় মনোযোগী নহে, কারণ চারি মাসের মধ্যে যাবতীয় ইউরোপীয় হত হইবে। তাহার ৫০ বেত হইয়াছে। এবম্বিধ ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, ইউরোপীয় দিগের প্রতি এদেশীয় লোকের বিরক্তভাব আজিও দূর হয় নাই। সেই বিরাগের কারণ অন্বেষণ করিয়া তাহার উন্মূলন করা আবশ্যক।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, তত্রত্য কমিসরিএটের ব্যয় সংক্ষেপের জন্য যে কমিশন নিয়োজিত হন তাঁহারা আপনাদিগের রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা অনেক ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন। আমাদিগের কমিসরিএট কমিসন বসিতে বসিতেই প্রিষ্টলি ও ফিটজারলণ্ড ঘটিত বিবাদের তরঙ্গ উঠিল, আসল কাজ চুলায় গেলো।

এদেশীয় ভৃত্যেরা অসৎ এই বিষয়টী লইয়া আজি কালি ইংরাজী পত্রে বড় ধুম হইতেছে। আপনি ভাল হইলে জগৎ ভাল এই কথাটি স্মরণ করিয়া যেন ইউরোপীয়েরা কাজ করেন।

দিল্লী গেজেট বলেন, পাটনার ভূত পূর্ব্ব কমিসনর টেলর সাহেব আগরার সদরে একজন উকিল হইয়াছেন। টেলর সাহেব এ দেশের এক জন বন্ধু, হালিডে সাহেবের গুণে তাঁহাকে স্বীয় পদ ত্যগ করিয়া ওকালতি লইতে হইয়াছে।

উক্ত পত্র পেসোয়ার হইতে সংবাদ পাইয়াছেন তথায় জ্বরের ভয়ানক প্রদুর্ভাব হইয়াছে। জ্বরের এই অধিকার কাল বটে, ইহার পরেই ওলাউঠার অধিকার।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন, ষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডাণ্টের অনুরোধে শাখা ষ্টাম্প-আফিস (যাহা এক্ষণে সিবিল পে মাষ্টরের আফিসে আছে) উঠিয়া যাইবে। পূর্ব্বে ইহার প্রস্তাব করা হয় কিন্তু বোর্ড তাহাতে তৎ কালে অসম্মত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সম্মত হইয়াছেন। বোর্ড এই বেলা নিজ বিপদের প্রতীকার চেষ্টা করুন।

২০এ কার্ত্তিক বুধবার।

অদ্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইল। মান্দ্রাজের প্রতিনিধি ইলিয় সাহেব, রাজা দিনকর রাও ও রজা দেবনারায়ণ সিংহ উপস্থিত হইয়াছেন। পাতিয়ালার রাজা আসিতে পারেন নাই। যদি জনরব সত্য হয় তিনি আর আসিবেন না। আমরা এবারেও কহিতেছি, বঙ্গদেশের প্রতিনিধি স্বরূপ কোন বাঙ্গালিকে এই সভার সভ্য পদ দেওয়া হইল না কেন? প্রধান ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গদেশের সবিশেষ অবস্থাজ্ঞ ব্যক্তিকে রাখা অতিশয় আবশ্যক।

প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক বাবু রামচন্দ্র মিত্র পেন্সন লইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ৩৩ বৎসর তাহার কর্ম্ম করা হইয়াছে। ওব্রাইন স্মিথ সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের কি কপাল জোর! বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েক জন বাঙ্গালা ভাষাটীকে উৎসন্ন দিতেছিলেন। শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষ যোগ্য সময়ে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। এবারে তাহার অবস্থা শুধরিয়া উঠিবে।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, গঙ্গার খালের কোম্পানির] গঙ্গালাভ হইয়াছে। আয়, ব্যয় অপেক্ষা অল্প হওয়াতে তাঁহাদিগকে অংশীদিগের নিকটে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। গঙ্গার খালের জন্য প্রতি বৎসর সাধারণ ধনাগার হইতে ২৮ লক্ষ টাকা দিতে হয়। সর্ব্ব সাধারণের এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

উক্ত পত্র বলেন যমুনার সেতুর কিছু ব্যতিক্রম ঘটাতে তাহা সম্পন্ন করিবার বিলম্ব হইল। অতিশয় বৃষ্টি ও নদীর জলবৃদ্ধি ইহার কারণ।

উক্ত পত্র আরও বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা এবৎসর অল্প নীল জন্মিয়াছে।

ফিনিক্স বলেন, গত কল্য বণিক সম্প্রদায় ল্যাঙ্কেসায়ারের মজুর দিগের সহায়তার জন্য আর ১০,০০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। তদ্ভুক্ত কলিকাতা হইতে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা গেল। মান্দ্রাজ কেবল ১৫,০০০ টাকা দিয়াছেন।

উক্ত পত্র রাজপুতনায় একটী যুদ্ধ ঘটিবার শঙ্কা করিয়াছেন। উদয় পুরের রাজা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া তাঁহার পিতৃব্য তদীয় সিংহাসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের লোকেরা অপহরণকারীর সহায়তা করিতেছেন। বালকরাজা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত ব্যক্তি, তাঁহাকে সিংহাসনে পুনর্ব্বার স্থাপনার্থ নিমচ হইতে একদল সেনা প্রেরিত হইয়াছে। অপহরণকারী বিনা যুদ্ধে যে রাজ্য ছাড়িয়া দেন এরূপ বোধ হইতেছে না। মিথ্যাবাদীর ন্যায় যিনি একবার একটী অন্যায় কার্য্য করিয়া উঠেন, তাহার অন্যায় প্রবৃত্তি দুর্নিবার হয়।

ইংলিসমান বলেন, ইণ্ডস নামক বাষ্পীয় জাহাজ ২৮০ জন মজুর লইয়া আসামে যাইতেছিল। পথিমধ্যে জল কমিয়া যাওয়াতে তাহা চড়ায় আটকিয়া গিয়াছে। আগামি বর্ষের মধ্যে তাহার উদ্ধার হওয়া সম্ভাবিত নয়। এমন ক্ষুদ্র জাহাজে তত অধিক কুলি লইয়া যাওয়াতে অনেক কুলি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। কবে কুলি দিগের রক্ষার্থ আইন হইবে। ঐসকল কুলির যে মৃত্যু হইল তাহার দায়ীই বা কে?

মফস্বলাইট বলেন নাইনিতালে এক জন কেরাণী সর জর্জ্জ কুপারকে এক বিনামী পত্র লিখিয়া তাঁহার প্রাণ নাশের ভয় প্রদর্শন করিয়া ধৃত হওয়াতে তাহার দুইবৎসর মেয়াদ হইয়াছে। সুখে থাকিতে ভূতে কীলোয়।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের একখানি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, রামনীওয়াজ সিংহ নামক এক জন ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহী গাজিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ভয়ানক দস্যুবৃত্তি করিতেছে, তাহার সহিত প্রায় ৩০ জন অস্ত্রধারী লোক আছে, সম্প্রতি সে দুইস্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় সে প্রকাশ্য রূপে ভ্রমণ করে, তথাপি পুলিষে তাহাকে ধৃত করিতে পারে না। এ যে আর এক [illegible] সিংহ দেখি।

২১এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

পেসোয়ারে পুনর্ব্বার ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে।

উইলিয়ম রসেল নামক [illegible] যে আফিসর জাল হুণ্ডি করিয়া [illegible] প্রধানতম বিচারা[illegible] যাদ হইয়া[illegible] কি স্বতন্ত্র [illegible]

মান্দ্রাজে [illegible] রীক্ষা হইবার প্রথা হইয়াছে [illegible] এল এর পরীক্ষার্থী জুটিবার সময় হইয়াছে কি?

দিল্লী গেজেটের এক জন সংবাদদাতা বলেন করাচিতে সম্প্রতি দুই জন আফিসর বিলিয়ার্ড খেলিবার সময়ে মারা মারি করাতে উভয়কেই রুদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষস্থিত রাজকীয় সেনাদলের কর্ম্মচারিরা ক্রমশঃ সপ্রমাণ করিতেছে "আফিসর ও ভদ্রলোক" এই দুটি শব্দের এক স্থানে সমাবেশ হয় না।

যে যাই সাটর্ডে রিবিউ কর্ণেল ক্রৌলির বিষয়ে বলিয়াছেন মেজর কিট আরালণ্ড প্রধান সেনাপতির নিন্দা করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। ক্লব হইলেই যে যাঁহার যাহা ইচ্ছা নিন্দা করিবেন এমত নিয়ম নহে। আমাদিগের ইউরোপীয় মহামতিরা গালি দিবার স্বত্বটী অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশে ক্রৌলির বিষয় লইয়া এত আন্দোলন করিতেছেন।

পাটনা, ভগলপুর, বর্দ্ধমান, ছোট নাগপুর ও আসামের পুলিসের কার্য্য মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্ত হইতে পুলিসকর্ম্মচারিদিগের হস্তে গিয়াছে। পুলিসের সেই পুরাণ পাপীরা রহিল না কি?

কর্ণেল ফেয়ার ব্রহ্মদেশীয় রাজধানী মান্দলাইতে উপনীত হইয়াছেন। রাজাকে গবর্ণমেণ্ট ১০, ০০০ টাকা মূলের উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন। জুতা খুলিবার বিষয়টা কিরূপ হইল?

প্রিন্স অব ওয়েল্স ১০ই নবেম্বর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন, তন্নিমিত্ত উক্ত দিবস গবর্ণর জেনরল এক দরবার করিবেন। পূর্ব্বে প্রথা ছিল যুবরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আফিসরেরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতেন। এবার তাহা হইল না। সকলে অনুমান করিতেছেন লার্ড ক্লাইড লার্ড পদ, ও প্রধান সেনাপতি কেম্ব্রিজের ডিউক ফিলড মার্শল উপাধি পাইবেন। রাজকুমারের বিবাহের দিবস আফিসরদিগের ভাগ্য প্রসন্ন হইতে পারে।

দুর্ব্বৃত্ত হিলিকে শীঘ্র কলিকাতায় আনয়ন করা হইবে। যশোহরের মাজিষ্ট্রেট তাহার দোষের প্রমাণ পাইয়া প্রধানতম বিচারালয়ে সমর্পণ করিয়াছেন। যাহাতে তাহার যশোহরে বিচার হয় উইল সাহেব সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নীলকর জুরি হইলে হিলির মুক্তিলাভের ভাবনা থাকিত না।

অবধি জুলাই পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত টাক্স ও ইষ্টাম্পে আদায় হই

	ইনকমকটাক্স	ইষ্টাম্প
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট	৩,১৩,৮৪৬	
বঙ্গদেশীয়	২১,২৭,৬৯২	১৪,৮৯,৩২৫
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	১৩,০১,৭৫৯	৫,৬২,৩৫৬
পঞ্জাবের	৩,১৭,২৫৩	২,৪৯,৪৩৬
মধ্যভারতবর্ষ	১,২৪,৯৭৬	৮৯,৪২৯
[illegible]শিণার্ত্ত্যের	৫,৮০০	১৫,০০০
মান্দ্রাজের	৮,১৩,৮৫৩	৪,৭১,৯৬৫
বোম্বাইয়ের	১৫,১৪,৪৫৬	৭,৫৮,২৪৩
[illegible]	[illegible],১৮,৬৩৫	৩৬,২৫,৭৫৪

এবার ইনকমটাক্স অধিক হইবার কারণ এই অনেক বাকী টাকা আদায় হইয়াছে, নতুবা তিন মাসের এত কর আদায় হয় নাই।

২২এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

মুরসিদাবাদের নবাব লাক্ষেনায়েরের সাহায্যার্থ ২০০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

[illegible] বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসে লার্ড এল্গিন আগরায় গমন করিবেন, তথায় প্রধান সেনাপতিও উপস্থিত হইবেন, এবং [illegible], দিল্লী ও অম্বালাতে দরবার হইবে।

উক্ত পত্র হায়দরাবাদ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে চৌকিদার তথায় চাপাটি চাল ই[illegible] দেখা হইয়াছে! হায়দরাবাদ ও [illegible] মধ্যবর্ত্তি স্থানে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দিল্লীর নিঃস্ব রাজপুত্র গণের ভরণ পোষণার্থ বাৎসরিক ৮০০০ টাকা বৃত্তি দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ফ্রেণ্ড তাহাতে অনুমোদন করিবেন ত?

নাগরার নামক যে ইংরাজ চট্টগ্রামের নিকটে এক জন মাজিকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল যে প্রধানতম বিচারালয়ে নির্দ্দোষী হইয়াছে, অথচ তাহার বিরুদ্ধে তাহার খালাসী প্রভৃতি সাক্ষ্য দিয়াছিল। তাহারা অন্যকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তাহাদিগের আবার দণ্ডের কথা কি?

২৩এ কার্ত্তিক শনিবার।

রেঙ্গুণে একটি বিদ্যালয় হইয়াছে। ইহাতে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি বালকেরা অধ্যয়ন করিবে। গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত ৭,৫০০ টাকা দিয়াছেন।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, অল্পদিনের মধ্যে সর রবার্ট মণ্টগমরি এক দরবার করিয়া কয়েক জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটকে খেলাত দিবেন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এ সকল ভাল বাসেন না।

ফিনিক্স বলেন প্রধানতম বিচারালয়ের আপীল আদালতের (পূর্ব্বতন সদরের) উকীলেরা লাক্ষেনায়েরের সহায়তার জন্য দুই সহস্র টাকার অধিক চাঁদা করিয়াছেন।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৮৯—৯০।
৪ টাকার কোম্পানির	৯৩—৯৩৮
৫ টাকার ঐ	১০৪—১০৪।
৫ ॥ টাকার ঐ	১১২—১১২।৴

ব্যবস্থাপক সভা।

[illegible] অনুসারে শপথ করিলেন।

সিলেক্ট কমিটি নিম্ন শ্রেণীস্থ চিকিৎসক দিগের কণ্ড উঠাইয়া তাহা যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করিবার বিলে যে রিপোর্ট করিয়াছেন বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহা অর্পণ করিলেন।

শুল্ক সকল একত্রিত ও এক নিয়মান্তর্গত করিবার বিলে সিলেক্ট কমিটি যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহা আরস্কিন সাহেব সভায় অর্পণ করিলেন।

হারিংটন সাহেব ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপিত করিবার বিল অর্পণ করিবার অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি দেওয়া হইল।

উক্ত সভা আরও নিম্নলিখিত বিল সকল অর্পণ করিলেন:—ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রিবিকৌন্সিলে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হইত তাহার এক বিল। ইহা কি নিয়মান্তর্গত কি নিয়ম বহির্ভূত যাবতীয় প্রদেশে চলিবে।

কোন সাধারণ ব্যক্তি বা কোম্পানি সাধারণ হিতার্থক কোন কার্য্যের জন্য যে ভূমি লইবেন তদ্বিষয়ক বিল।

এতদ্দেশীয় রাজগণের রাজ্যে কোন ব্যক্তি দোষ করিলে তাহাকে দণ্ড করিবার বিষয়ক আইনের সংশোধন বিল।

সওদাগরী জাহাজের খালাসীদিগের বিষয়ক বিল।

আকায়াব, রেঙ্গুণ, ও মুলমিনে রেকর্ডর ও ছোট আদালত স্থাপিত করিবার বিল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দেওয়ানী মোকদ্দমার এতলা জারি করিবার পেয়াদাদিগের বেতনের বিল। ইহাদ্বারা নাজির ও পেয়াদাদিগের বেতন স্থির হইবে। অধিক সিরণ জমা হইলে তাহা সাধারণ কার্য্যের উন্নতি হেতু ব্যয় করা হইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৭ই অক্টোবর নিউইয়র্ক ৮ই অক্টোবর।

৬ র ৪০,০০০ বিদ্রোহী করিন্থ আক্রমণ করে কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত ও দূরীভূত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সেনারা তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। বিদ্রোহীরা ফ্রাঙ্কফোর্ট ত্যাগ করিয়া রিচমণ্ডের দিগে পলায়ন করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের সেনারা অর্লিয়ন্স আক্রমণ করিয়া দূরীভূত হইয়াছে। বটলারের অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের সেনারা কম্বরলণ্ড উপত্যকা ত্যাগ করিয়াছে। বিদ্রোহীরা অদ্যাপিও লুইবিল লইবার উপক্রম করিতেছে। যুদ্ধ অনিবার্য্য।

সভাপতি লিঙ্কলন ক্রীত দাসদিগকে মুক্ত করাতে বিদ্রোহীরা অতিশয় কুপিত হইয়া প্রতিহিংসা করিবার ঘোষণা করিয়াছে। লিসবর্গে নিকটে একটি বৃহৎ যুদ্ধ হইয়াছে, ফল জানা যায় নাই।

[illegible] থুবেলে [illegible] মন্ত্রী হইয়াছেন। সম্রাট ইটালির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। প্রুসিয়ার মহাসভা ভঙ্গ হইয়াছে। তত্রত্য সাধারণ লোকদিগের সভা বলিয়াছেন রাজা রাজ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিলেন।

১৭৫

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলাদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৭এ অক্টোবর—পশ্চিম বিভাগের রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র দক্ষিণ বিভাগের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন এবং ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

২৪এ অক্টোবর—সীমা নিরূপণ কমিসনর এস, ই, গাসট্রেল সাহেব রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের সরবেয়ার জেনরলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৯এ অক্টোবর—জি, এস, ফেগান সাহেব কলিকাতার সিনীয়ার পুলিস মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

জে, বি, রবর্টস সাহেব কলিকাতার জুনিয়ার পুলিস মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

পি, ই, বিলো সাহেব পুর্ণিয়ার প্রতিনিধি আসিষ্টাণ্ট সারজন হইবেন।

গবর্ণর জেনরলের অনুমোদন ক্রমে জেপ-